শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড

রাধাগোবিন্দ নাথ

সাধনা প্রকাশনী

শ্রীচৈতন্যভাগবত ঃ আদিখণ্ড

পূজ্যপাদ ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরমহোদয়-বিরচিত
এবং নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকাসম্বলিত সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

(আদিখণ্ড)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ও পরে নোয়াখালী চৌমুহানী কলেজের
প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ

রাধাগোবিন্দ নাথ

এম.এ., ডি.লিট্, পরাবিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ
ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর
কর্তৃক লিখিত
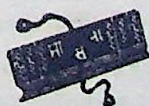
সাধনা প্রকাশনী
৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড প্রকাশের সময়
আষাঢ়, ১৩৭৩ ।শকাব্দা ১৮৮৮
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৯ । জুন, ১৯৬৬

নবকলেবর
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯
জুন, ২০১২

প্রকাশক ঃ সন্দীপন নাথ
সাধনা প্রকাশনী
৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সাধনা প্রেস
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ২২৩৭ ৮৪৫৬ / ২২১২ ১৬০০
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৯ ১১৪২৬

মুদ্রাকর ঃ
দাস এন্টারপ্রাইস
১৮০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড প্রকাশের সময়
আষাঢ়, ১৩৭৩ ।শকাব্দা ১৮৮৮
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮০ । জুন, ১৯৬৬

নবকলেবর
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯
জুন, ২০১২

প্রকাশক ঃ সন্দীপন নাথ
সাধনা প্রকাশনী
৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সাধনা প্রেস
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ২২৩৭ ৮৪৫৬ / ২২১২ ১৬০০
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৯ ১১৪২৬

মুদ্রাকর ঃ
দাস এন্টারপ্রাইস
১৮০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

সঙ্কেত-পরিচয়

সঙ্কেত		পরিচয়
অ. কৌ.	—	কবি কর্ণপূরের অলঙ্কার-কৌস্তভ (পুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ)
অ. প্র.	—	প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা
উ. নী. ম.	—	উজ্জলনীলমণি (বহরমপুর-সংস্করণ)
কঠ	—	কঠোপনিষৎ
কড়চা	—	মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্, কড়চানামে খ্যাত
গী., বা গীতা	—	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
গো. পূ. তা.	—	গোপালপূর্বতাপনী শ্রুতি
গৌ. কৃ. ত.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা (রাধাগোবিন্দ নাথ)
গৌ. গ. দী.	—	কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর-সংস্করণ)
গৌ. বৈ. অ.	—	শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান (হরিদাস দাস)
গৌ. বৈ. দ.	—	গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন (রাধাগোবিন্দ নাথ)
চৈ. চ.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ)
ছান্দো., বা ছা., উ.	—	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
তন্ত্রসার	—	শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। ১৩৩৪ সাল।
তৈ. উ.	—	তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ
নৃ. পূ. তা.	—	নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষৎ
বি. পু.	—	বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
বৃ. আ.	—	বৃহদারণ্যক-শ্রুতি
বৃ. ভা.	—	বৃহদ্‌ভাগবতামৃত (সনাতনগোস্বামী)
ব্র. সং.	—	ব্রহ্মসংহিতা (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভ. র. সি.	—	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভা.	—	শ্রীমদ্‌ভাগবত (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
মশ্রী	—	মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (রাধাগোবিন্দ নাথ)
মাঠরশ্রুতি	—	প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১ অনুচ্ছেদ-ধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য।
মুণ্ড	—	মুণ্ডকোপনিষৎ

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ল. ভা.	—	লঘুভাগবতামৃত বা সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ)
শতপথশ্রুতি	—	ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত।
শ্বেতা	—	শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি
সৌপর্ণশ্রুতি	—	প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩২ অনুচ্ছেদ-ধৃত।
হ. ভ. বি.	—	শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংস্করণ)
১।২।১৪১ ইত্যাদি	—	শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৪১-পয়ার। ইত্যাদি।

আদিখণ্ডের সূচীপত্র

আদিখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীচৈতন্যভাগবত ঃ আদিখণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥ জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপসনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এ-ছয় গোসাঞির করি চরণবন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস। তাঁহার চরণ বন্দো মুঞি তাঁর দাস॥ অচিন্ত্য প্রভাব তব নিত্যানন্দ রাম। তোমার পদারবিন্দে কোটি পরণাম॥ গৌর-তত্ত্ব-লীলা-গুণ তোমার গোচরে। তুমি না জানালে তাহা কে জানিতে পারে॥ বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চাই। অসম্ভব নহে, যদি তব কৃপা পাই॥ কৃপা কর অধমেরে ওহে দয়াময়। গৌর-লীলা-গুণ যেন হৃদয়ে স্ফুরয়॥ মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্॥ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

বিষয়। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর আদিখণ্ডের এই প্রথম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর লীলাসূত্র বর্ণন করিয়াছেন। বিঘ্নবিনাশের ও অভীষ্টপূরণের নিমিত্ত, অর্থাৎ নির্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে গ্রন্থের লিখন ও পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে, সর্বপ্রথমে চারিটি শ্লোকে তিনি গ্রন্থপ্রতিপাদ্য ইষ্টদেবের বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। এই চারিটি শ্লোকের প্রথম দুইটি তাঁহার নিজের রচিত; অপর দুইটি শ্লোক তৎপূর্ববর্তী শ্রীলমুরারি গুপ্তের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে এই শ্লোকগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

(মঙ্গলাচরণ)

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো॥ ১ ॥ অন্বয়॥ আজানুলম্বিতভুজৌ (যাঁহাদের ভুজদ্বয় জানু পর্যন্ত বিলম্বিত) কনকাবদাতে (যাঁহাদের বর্ণ বা কান্তি সুবর্ণের ন্যায় পীত এবং মনোরম) সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ (যাঁহারা সঙ্কীর্তনের একমাত্র পিতা) কমলায়তাক্ষৌ (যাঁহাদের নয়নদ্বয় কমলদলের ন্যায় আয়ত) বিশ্বম্ভরৌ (যাঁহারা বিশ্বের ধারণ-পোষণকর্তা) যুগধর্ম্মপালৌ (যাঁহারা যুগধর্মের পালনকর্তা) জগৎপ্রিয়করৌ (যাঁহারা জগতের প্রিয়কারী) দ্বিজবরৌ (যাঁহারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই) করুণাবতারৌ (করুণার অবতার দুই জনকে —শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহাদের ভুজদ্বয় জানু পর্যন্ত বিলম্বিত, যাঁহাদের বর্ণ বা কান্তি সুবর্ণের ন্যায় পীত এবং মনোরম, যাঁহাদের নয়নদ্বয় কমলদলের ন্যায় আয়ত, যাঁহারা সঙ্কীর্তনের একমাত্র পিতা (জনক, সৃষ্টিকর্তা, প্রবর্তক), যাঁহারা বিশ্বের ধারণ-পোষণকর্তা, যাঁহারা যুগধর্মের পালনকর্তা, যাঁহারা জগতের (জগদ্‌বাসীর) প্রিয়কারী, করুণার অবতার সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদ্বয়কে (শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীনিত্যানন্দকে) আমি বন্দনা করি। ১।১।১ ॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের তত্ত্ব-মহিমাদিই কীর্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হইতেছেন গ্রন্থকারের মন্ত্রগুরু। **দ্বিজবরৌ**—দ্বিজশ্রেষ্ঠ। দ্বিজ-শব্দে এ-স্থলে ব্রাহ্মণই বুঝায়। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ—উভয়েই ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অত্যুত্তম ব্রাহ্মণের আচরণের আদর্শও তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন ; এজন্য তাঁহাদিগকে দ্বিজবর বলা হইয়াছে। সেই দ্বিজবরদ্বয় কি রকম, কয়েকটি বিশেষণে তাহা বলা হইয়াছে। **করুণাবতারৌ**—করুণায়াঃ অবতারৌ—সেই দুইজন হইতেছেন করুণার অবতার, করুণার মূর্তবিগ্রহ-রূপেই যেন তাঁহারা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ-কথা বলার হেতু এই। করুণা সর্বদা সকলকেই কৃতার্থ করিতে চাহে। যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করুণার নিকটে নাই ; তাহা হইতেছে ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম। বরং যে যত অযোগ্য, তাহার প্রতিই যেন করুণার তত অধিকরূপে গতি। জীবের কৃতার্থতার পরাকাষ্ঠা হইতেছে— বৃহদারণ্যক-শ্রুতি অনুসারে, তাহার স্বরূপানুবন্ধিকর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার প্রাপ্তিতে ; তাদৃশী সেবার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন হইতেছে তাদৃশী সেবার বাসনা, যাহার নাম প্রেম, কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম। চৈ. চ. ১।৪।১৪১ ॥" এই প্রেমলাভেই জীবের কৃতার্থতার চরমতম পর্যবসান। এই প্রেমদানেই করুণারও পূর্ণতম বিকাশ। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া নির্বিচারে আপামর-সাধারণকে এতাদৃশ প্রেমই বিতরণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে করুণার অবতার—পূর্ণতম-করুণার মূর্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ—বলা

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা **বিশ্বম্ভরৌ**/ বিশ্বম্ভর—বিশ্ব + ভৃ + খ, যে (শব্দকল্পদ্রুম)। বিশ্ব-শব্দের উত্তর ভৃ-ধাতুর যোগে বিশ্বম্ভর-শব্দ নিষ্পন্ন। ভৃ-ধাতুর অর্থ হইতেছে—ধারণ-পোষণ। 'ডুভৃঞ' ধাতুর অর্থ—ধারণ-পোষণ। চৈ. চ. ১।৩।২৬॥" মহাপ্রভুর এক নাম ছিল "বিশ্বম্ভর"; সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম। ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥ 'ডুভৃঞ' ধাতুর অর্থ—পোষণ ধারণ। পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥ চৈ. চ. ১।৩।২৫-২৬॥" যিনি ভক্তিরসে বা প্রেমে জগদ্‌বাসী জীবের ভরণ বা পোষণ করেন, অর্থাৎ জীবের পারমার্থিক জীবনের পুষ্টিসাধন করেন এবং পুষ্টিসাধন করিয়া সেই অবস্থায় চিরকালের জন্য জীবকে ধারণ করেন, তাঁহাকেই বিশ্বম্ভর বলা হয়। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের স্বরূপানুবন্ধি-কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার জন্য অত্যাবশ্যকরূপে প্রয়োজনীয় কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমদান করিয়া জগদ্‌বাসী জীবের পারমার্থিক জীবনকে পুষ্ট করিয়া সেই পরিপুষ্ট অবস্থাতেই জীবকে ধরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বম্ভর বলা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে আবার **প্রিয়করৌ** বলা হইয়াছে—প্রিয় (হার্দ) করেন যিনি, তিনি প্রিয়কর। প্রিয়-শব্দের অর্থ—হৃদ্য (মেদিনী), হার্দ। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, জীবের একমাত্র প্রিয় হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য এবং প্রিয়ের সেবা বলিয়া তাহা অত্যন্ত হার্দও। প্রেমদান করিয়া জীবকে সেই প্রিয় বা হার্দ কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে প্রিয়কর বলা হইয়াছে। গৌর-নিত্যানন্দ হইতেছেন **যুগধর্মপালৌ**—যুগধর্মের পালনকর্তা। কলির যুগধর্ম হইতেছে নাম-সংকীর্তন। সাধারণত যুগাবতারই যুগধর্ম প্রচার করেন ; কিন্তু বর্তমান কলিতে পূর্ণভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, কলির যুগাবতার আর পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যেই তিনি অবস্থিত। কেননা, "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর। সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ চৈ. চ. ১।৪।৯-১১॥" শ্রীগৌরাঙ্গও তত্ত্বতঃ পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই—গৌরকৃষ্ণ। তাঁহার অবতরণ-কালে যুগাবতার পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া আনুষঙ্গিক ভাবে যুগাবতারের কার্য নামসংকীর্তনরূপ যুগধর্মের প্রচারও তিনিই করেন। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ যুগধর্মের প্রচার এবং রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যুগধর্মপালক বলা হইয়াছে। নামসংকীর্তন প্রেমপ্রদ। **সংকীর্তনৈকপিতরৌ**—গৌর-নিত্যানন্দ হইতেছেন সংকীর্তনের একমাত্র পিতা বা জনক, প্রবর্তক। বহুলোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক কৃষ্ণকীর্তনকে সংকীর্তন বলে। "সঙ্কীর্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্-ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২ শ্লোকের শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-কৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা॥" এতাদৃশ সংকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিই লক্ষ্য থাকে বলিয়া ইহা হইতেছে—প্রেম-সংকীর্তন। এতাদৃশ প্রেমসংকীর্তনের প্রবর্তক বা স্রষ্টা হইতেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। "চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসংকীর্তন॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ। সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চৈ. চ. ২।১১।৮৬॥" মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও নানাস্থলে কীর্তন ছিল ; কিন্তু কৃষ্ণপ্রীতিমূলক প্রেমসংকীর্তন ছিল না ; ভুক্তি-মুক্তি-আদি নিজেদের অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যেই কীর্তন করা হইত। প্রেম-প্রাপিকা শুদ্ধাভক্তির অঙ্গরূপে এইরূপ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণসংকীর্তন পূর্বে ছিল না ; মহাপ্রভুই ইহার প্রবর্তন করেন—শ্রীনিত্যানন্দের সহিত। এজন্য গৌর-নিত্যানন্দকে সংকীর্তনের একমাত্র পিতা বা স্রষ্টা বলা হইয়াছে ; সংকীর্তন হইতেছে তাঁহাদের পুত্রস্থানীয়। এইরূপে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পারমার্থিক অবদানের কথা বলিয়া তাঁহাদের মনোহর রূপের কথাও বলা হইয়াছে। তাঁহারা ছিলেন **আজানুলম্বিতভুজৌ**—তাঁহাদের ভুজদ্বয় জানু পর্যন্ত বিলম্বিত ছিল। **কনকাবদাতৌ**—কনক-শব্দের অর্থ সুবর্ণ, সোনা। অবদাত—বর্ণ বা কান্তি। গৌর-নিত্যানন্দের বর্ণ বা কান্তি ছিল সোনার মত পীতবর্ণ—উজ্জ্বল, পরম-মনোরম। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের—ঈষৎ অরুণাভ সোনার বর্ণ, আর শ্রীগৌরের—চাঁদের কিরণ-মাখা কাঁচা-সোনার বর্ণ। **কমলায়তাক্ষৌ**—কমল—পদ্ম ; অক্ষি—চক্ষুঃ, নয়ন। তাঁহাদের নয়নদ্বয় ছিল কমল-দলের মতন আয়ত, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিস্তৃত ; ইহাদ্বারা কমলদলের (পদ্মের পাপ্‌ড়ির) ন্যায় তাঁহাদের নয়নদ্বয়ের অরুণাভতাও ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীনিতাই-গৌরের নয়নদ্বয় ছিল আকর্ণ-বিস্তৃত, প্রশস্ত এবং অরুণাভ ; তাঁহাদের নয়নদ্বয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের এবং জীবের প্রতি করুণার হিল্লোল যেন ঢল্‌ঢল্‌ করিত।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয়। ত্রিকালসত্যায় (ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিন কালেই যিনি সত্য) জগন্নাথসুতায় চ (এবং যিনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র) তে (সেই তোমাকে) নমঃ (নমস্কার)। সভৃত্যায় (তোমার ভৃত্যবর্গের সহিত) সপুত্রায় (তোমার পুত্রের সহিত) সকলত্রায় তে (সকলের ত্রাণকর্তা তোমাকে) নমঃ (নমস্কার)।

অনুবাদ। ভূত (অতীত), ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কালেই যিনি সত্য এবং যিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, সেই তোমাকে নমস্কার। তোমার ভৃত্যবর্গের সহিত এবং তোমার পুত্রের সহিত সকলের ত্রাণকর্তা তোমাকে নমস্কার। ১।১।২ ॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর চরণে নমস্কার জানাইয়াছেন। মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্যই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু। **নমঃ ত্রিকালসত্যায়**—যিনি ত্রিকালসত্য, তাঁহাকে (সেই তোমাকে) নমস্কার। **ত্রিকাল**—ভূত (অতীত), ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কাল। **ত্রিকালসত্য**—উল্লিখিত তিন কালেই যিনি সত্য, তিনি ত্রিকালসত্য। **সত্য**—যিনি সর্বতোভাবে এক এবং অবিকৃতভাবে নিত্যবিরাজিত, তাঁহাকে সত্য বলা হয়। যিনি অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অতীত কালে, বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্যন্ত সর্বতোভাবে, অর্থাৎ স্বরূপে এবং নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিতে একই অবিকৃতভাবে নিত্যবিরাজিত, তিনি হইতেছেন ত্রিকালসত্য। একমাত্র সচ্চিদানন্দ ভগবৎস্বরূপের পক্ষেই ত্রিকালসত্য হওয়া সম্ভব, সংসারী জীবের

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পক্ষে তাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। গ্রন্থকার এ-স্থলে শ্রীচৈতন্যদেবকেই ত্রিকালসত্য বলিয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যে সচ্চিদানন্দ ভগবৎস্বরূপ, তাহাই বলা হইল। সেই সচ্চিদানন্দ এবং ত্রিকালসত্য ভগবৎস্বরূপ আবার কিরূপ, জগন্নাথসুতায়-শব্দে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি জগন্নাথসুত-শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সুত বা পুত্র। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু এ-স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—লৌকিক জগতে দেখা যায়, যে-লোক কাহারও পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে তাঁহার দেহের নানারূপ পরিবর্তন বা বিকারও আছে; সুতরাং সেই লোককে কিছুতেই ত্রিকালসত্য বলা যায় না। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কিরূপে ত্রিকালসত্য হইতে পারেন? এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নরবপু, নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট। বস্তুতঃ তিনি অজ, অনাদি। শ্রুতি তাঁহাকে রসস্বরূপও বলিয়াছেন; রসস্বরূপে তিনি রস-আস্বাদকও। তিনি ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনেই সর্বাতিশায়ী আনন্দ অনুভব করেন। তিনি স্বরূপতঃ যখন পরব্রহ্ম, রসাস্বাদক বা রসিকরূপেও তিনি পরব্রহ্ম, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। সমস্ত রসের এবং প্রত্যেক রসের সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদনেই তাঁহার রসিকশেখরত্ব। রস মুখ্যতঃ পাঁচটি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু তিনি অজ (জন্মরহিত) এবং অনাদি বলিয়া, তাঁহার পিতা-মাতা থাকিতে পারেন না; পিতা-মাতা থাকিলে তাঁহাকে অজ বলা হইত না এবং অনাদিও বলা হইত না; পিতা-মাতাই তাঁহার আদি হইতেন। সুতরাং অজ এবং অনাদি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন সম্ভব নহে; কেননা, বাৎসল্যের আশ্রয় হইতেছেন পিতা-মাতা। কিন্তু বাৎসল্যরসের আস্বাদন না হইলেও তাঁহার রসস্বরূপত্ব থাকে অপূর্ণ; পূর্ণতম তত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু অপূর্ণতা কল্পনাতীত। সুতরাং তাঁহাকে বাৎসল্যরসের আস্বাদনও করিতে হইবে। কিরূপে? নন্দ-যশোদা তাঁহার পিতা-মাতা; কিন্তু তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃত্ব-মাতৃত্ব হইতেছে অভিমান (দৃঢ়া প্রতীতি)-জাত, জন্মজাত নহে। নন্দ-যশোদা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য এবং অনাদিসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন; শ্রীকৃষ্ণেরই সন্ধিনীপ্রধানাস্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ। লীলাশক্তির প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণতম বাৎসল্য বিরাজিত। এই বাৎসল্যের প্রভাবে তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র। ইহা তাঁহাদের দৃঢ়া প্রতীতি—অভিমান। তাঁহাদের এই বাৎসল্যের প্রভাবে "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও অনুরূপভাব জাগ্রত হয়—তিনিও মনে করেন—তিনি নন্দযশোদার পুত্র; ইহা তাঁহারও দৃঢ়া প্রতীতি—অভিমান। যিনি নিজেকে অপরের পুত্র বলিয়া মনে করেন, তিনি নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে পারেন না; কেননা, ভগবানের পিতা-মাতা থাকেন না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান, তিনি নিজেকে নর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার লীলাও নরলীলা। নরলীল ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদের নিত্য পরিকরদিগকেও অবতারিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য পরিকরদের ন্যায় নন্দ-যশোদাকেও তিনি অবতারিত করাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অবতরণ হয়—

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের পূর্বে। তাঁহাদের যোগে তিনি তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু প্রকৃত জীব যে ভাবে পিতা-মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদা হইতে সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করেন না। লোকের মতন তাঁহার জন্ম নহে; তাঁহার জন্ম অলৌকিক। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাতেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্‌॥ ৪।৯॥ —আমার জন্ম ও কর্ম (লীলা) হইতেছে দিব্য (অলৌকিক)।" এই গীতাশ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যাদি "দিব্য"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অলৌকিক"। অলৌকিক কি, তাহা বলা হইতেছে। প্রাকৃত লোকের জীবাত্মা শস্যের সঙ্গে মিশিয়া পিতার উদরে প্রবেশ করে, পরে পিতার শুক্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া মাতৃগর্ভে গমন করে। মাতৃগর্ভে পিতামাতার শুক্র-শোণিতে তাহার ভোগায়তন দেহের উদ্ভব হয়; যথাসময়ে মাতৃগর্ভ হইতে তাহা ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই হইতেছে লৌকিক জন্ম। সাধারণ লোক এত সব ব্যাপার জানে না, এইমাত্র জানে যে, পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম হইল। মাতৃগর্ভে লোকের যে-দেহ জন্মে, তাহা হইতেছে মায়িক পঞ্চভূতাত্মক, এজন্য তাহা বিকারধর্মী। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অন্যরূপ। শস্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া তিনি পিতার উদরে প্রবেশ করিয়া পিতার শুক্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন না। তিনি পিতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং পিতার হৃদয় হইতে মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং হৃদয়েই থাকেন, কখনও মাতার গর্ভে প্রবেশ করেন না। যথাসময়ে মাতার হৃদয় হইতেই আবির্ভূত হয়েন। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী এইরূপই বলিয়া গিয়াছেন এবং হরিবংশে গোকুলে দ্বিভুজশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গকে ভিত্তি করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূ-গ্রন্থেও তাহাই বলিয়াছেন। যে-দেহে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েন, তাহা জীবের দেহের ন্যায় কোনও নূতন দেহও নহে, পঞ্চভূতাত্মকও নহে; তাহা হইতেছে তাঁহার অনাদিসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ দেহ। তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ হইতেছে নিত্যকিশোর; অপ্রকট ধামে তাঁহার বাল্য ও পৌগণ্ড নাই, সুতরাং বাল্য ও পৌগণ্ডের লীলাও নাই। বাল্য ও পৌগণ্ডের লীলারস আস্বাদনের জন্য প্রকটলীলায় তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে তাঁহার কিশোরের ধর্মরূপে অঙ্গীকার করেন। এজন্য তিনি শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেন; শৈশব বা বাল্যের পর পৌগণ্ড আসে, তাহার পরে কৈশোর এবং প্রকটলীলাতেও কৈশোরেই তাঁহার নিত্যস্থিতি, তাঁহার প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্য কখনও আসে না (মশ্রী॥ ৫।৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত রূপই হইতেছে নরলীল শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জন্ম। সাধারণ লোক এত সব ব্যাপার জানে না, এমন কি, লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহার পিতামাতাও জানেন না; এজন্য সকলে মনে করেন—মাতৃগর্ভ হইতেই তাঁহার জন্ম। এইরূপে জানা গেল—নন্দ-যশোদা, বা দেবকী-বসুদেব লৌকিক জগতের পিতামাতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা নহেন। তাঁহাদের যোগে, তিনি নিজের অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহকে প্রকটিত করেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবও শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্‌ (মশ্রী॥ ২য়-৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং তিনিও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ (ভূমিকায় ২১-২৪, ৩১-৩৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শচী-জগন্নাথের যোগে তাঁহার জন্ম বা

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আবির্ভাবও উল্লিখিতরূপই। শচী-জগন্নাথও জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকর, সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ,—নন্দ-যশোদা বা দেবকী-বসুদেবের ন্যায়। তিনিও শচী-জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১।২।১৪১ পয়ার এবং কড়চা ১।৫।২-৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ; এজন্য তিনি যখন পিতা-মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তখন পিতা-মাতার চিত্তেও অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হয় এবং তাঁহাদের দেহও অপূর্ব-জ্যোতির্ময় হয় (ভা. ১০।২।১৭ দ্রষ্টব্য)। শ্রীচৈতন্যদেব যখন শচী-জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন "মহাতেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুইজনে॥ ১।২।১৪৩ এবং কড়চা ৫।৪-৫ শ্লো॥ এইরূপে জানা গেল—শ্রীচৈতন্যদেবকে যে "জগন্নাথসুত" বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকর জগন্নাথ মিশ্রকে পূর্বে অবতারিত করিয়া তাঁহার পুত্ররূপে প্রভু স্বীয় অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহকে প্রকটিত করিয়াছেন এবং প্রকটকালে তিনি বাল্যকে তাঁহার কৈশোরের ধর্মরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন; বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও নিত্যকিশোর (মশ্রী॥ ৫।৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহকেই প্রকটিত করেন বলিয়া, কোনও নূতন দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া, তাঁহার ত্রিকালসত্যত্বও ক্ষুণ্ণ হয় না। **সভৃত্যায়**—তাঁহার ভৃত্যগণের সহিত ত্রিকালসত্য জগন্নাথসুতকে নমস্কার; তাঁহাকেও নমস্কার, তাঁহার ভৃত্যগণকেও নমস্কার। এ-স্থলে ভৃত্য-শব্দে ভক্ত বুঝায়, তাঁহার পরিকর ভক্তগণ এবং অন্যান্য ভক্তগণ। ভৃত্য—সেবক-সেবিকা; ভগবানের ভৃত্য—ভগবানের সেবক-সেবিকা, ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের "ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য (চৈ. চ. ২।১৫।১৬৬)"; এ-স্থলেও ভৃত্য-শব্দে ভক্তকেই বুঝায়। কেননা, ভক্তচিত্ত-বিনোদনই ভগবানের একমাত্র কৃত্য। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণে ভগবদুক্তি॥" **সপুত্রায়**—তাঁহার পুত্রের সহিত জগন্নাথসুতকে নমস্কার। তাঁহাকেও নমস্কার, তাঁহার পুত্রকেও নমস্কার। কিন্তু জগন্নাথসুত শ্রীগৌরের কোনও পুত্র ছিল না; তাহা হইলে এস্থলে পুত্র বলিতে কি বুঝায়? মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকেই গৌর-নিত্যানন্দকে সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ—সংকীর্তনের একমাত্র পিতা—বলা হইয়াছে; সংকীর্তন তাঁহাদের পুত্র। "চৈতন্যের সৃষ্ট এই প্রেম-সংকীর্ত্তন। চৈ. চ. ২।১১।৮৬॥"—এই বাক্য হইতে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যই হইতেছেন প্রেমসংকীর্তনের স্রষ্টা বা পিতা, সংকীর্তন হইতেছে তাঁহার পুত্রস্থানীয়। সপুত্রায়-শব্দের অন্তর্গত পুত্র-শব্দে এই সংকীর্তনই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবকেও নমস্কার, তাঁহার প্রবর্তিত সংকীর্তনকেও নমস্কার। কেহ কেহ বলেন—এ-স্থলে পুত্র-শব্দে পুত্রবৎ বাৎসল্য স্নেহপাত্রকে বুঝায়। কিন্তু ভক্তমাত্রই ভক্তবৎসল ভগবানের বাৎসল্যস্নেহের পাত্র; "সভৃত্যায়"-শব্দেই তাহা একবার বলা হইয়াছে; পুনরায় বলার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। **সকলত্রায়**—সকলত্র শব্দের চতুর্থী। সকল+ত্র=সকলত্র। ত্র—ত্রাণকর্তা। যিনি সকলের ত্রাণকর্তা, তিনি সকলত্র, তাঁহাকে নমস্কার। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ ই হইয়াছেন—আপামর-সাধারণ সকল জীবের উদ্ধারের জন্য এবং যত-কাল তিনি প্রকট ছিলেন, নির্বিচারে সকলকেই তিনি উদ্ধার—ত্রাণ—করিয়াছেন। সকলত্র-শব্দের

শ্রীমুরারি গুপ্তস্য শ্লোকৌ

"অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(অর্থাৎ সকলের ত্রাণকর্তা-শব্দের) একমাত্র আস্পদ তিনিই। কলত্র-শব্দের একটি অর্থ হয়—স্ত্রী, পত্নী। মহাপ্রভুর পত্নী ছিলেন—লক্ষ্মীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। ইঁহারা হইতেছেন প্রভুর অনাদিসিদ্ধ পরিকর; পূর্ববর্তী "সভৃত্যায়" শব্দের মধ্যেই তাঁহারাও অন্তর্ভুক্ত, এ-স্থলে পুনরায় তাঁহাদের উল্লেখ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না।

শ্লো।॥ ৩॥ অন্বয়। স্বকারুণ্যৌ (কারুণ্য যাঁহাদের স্বরূপভূত, যাঁহারা করুণাময়মূর্তি) পরিচ্ছিন্নৌ (যাঁহারা পরিচ্ছিন্ন—পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান) সদীশ্বরৌ (যাঁহারা সৎস্বরূপ এবং ঈশ্বর) অবতীর্ণৌ (জগতে অবতীর্ণ সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ নামক) দ্বৌ ভ্রাতরৌ (দুই ভ্রাতাকে) ভজে (ভজন করি)।

অনুবাদ। কারুণ্য যাঁহাদের স্বরূপভূত (যাঁহারা করুণাময়মূর্তি), যাঁহারা (স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও) পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, যাঁহারা সৎস্বরূপ এবং ঈশ্বর, জগতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নামক সেই দুই ভ্রাতাকে আমি ভজন করি। ১।১।৩ ॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকেও গ্রন্থকার শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহারা কি রকম ছিলেন, তাহাও বলা হইয়াছে। **স্বকারুণ্যৌ**—স্ব (স্বরূপভূত) কারুণ্য (করুণা) যে দুই জনের, তাঁহারা হইতেছেন স্বকারুণ্য, দ্বিবচনে স্বকারুণ্যৌ। ভগবানের করুণা হইতেছে তাঁহারই চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; চিচ্ছক্তি হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূতা, স্বরূপ হইতে অভিন্না—অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়; তাহার বৃত্তি করুণাও তাঁহার স্বরূপ-ভূতা, তাঁহা হইতে অভিন্না; সুতরাং যে-স্থলে ভগবান্, সে-স্থলেই তাঁহার করুণা; যেমন, যে-স্থলে অগ্নি, সে-স্থলেই দাহিকা শক্তি। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ হইতেছেন এতাদৃশী করুণার সহিত নিত্য সমন্বিত, করুণারই মূর্ত-বিগ্রহ। **সকারুণ্যৌ** পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়—অর্থ কারুণ্যের সহিত বর্তমান, দয়ালু। তাঁহারা **সদীশ্বরৌ**—সৎ-স্বরূপ এবং ঈশ্বর-স্বরূপ (ঈশ্বর-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব নহেন)। সৎ—নিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট, ত্রিকালসত্য। **ঈশ্বর**—কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ, সর্বনিয়ন্তা। অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের এবং অনন্তকোটি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের নিয়ন্তা। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে (এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপেও) আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত; স্বয়ংভগবান্ পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহারই প্রকাশ এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও ঈশ্বরতত্ত্ব এবং স্বয়ংভগবানের সহিত তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া, স্বয়ংভগবানের ন্যায় তাঁহারাও সর্বব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন—সর্বগ, অনন্ত, বিভু। শ্রীগৌর স্বয়ংভগবান্ বলিয়া এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ তাঁহারই এক প্রকাশ—অভিন্নতত্ত্ব—বলিয়া, তাঁহারাও ঈশ্বরতত্ত্ব এবং স্বরূপতঃ সর্বব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন। তথাপি শ্লোকে বলা হইয়াছে; তাঁহারা পরিচ্ছিন্নৌ—পরিচ্ছিন্ন, অসর্বব্যাপক। হেতু এই।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌কে শ্রুতি রসস্বরূপ বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ। রস-শব্দের একটি অর্থ—রস-আস্বাদক, রসিক। তিনি রসাস্বাদক বলিয়া তাঁহা হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, তাঁহারই প্রকাশ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপও ন্যূনাধিকরূপে রসাস্বাদক। লীলারসের আস্বাদনেই তাঁহার (এবং তাঁহার প্রকাশ-সমূহের) সমধিক আনন্দ। এই আনন্দ হইতেছে—তাঁহার পরিকর-ভক্তদিগের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনজনিত আনন্দ, লীলাব্যপদেশে যাহা উৎসারিত হইয়া থাকে। লীলা অর্থ—খেলা। তিনি তাঁহার পরিকরদের সহিত খেলা করেন ; খেলা করিতে হইলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনের প্রয়োজন, হস্ত-পদ-নয়নাদির সঞ্চালনেরও প্রয়োজন। কিন্তু সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে ; কেননা, তাহার বাহির বলিয়া কিছু নাই, থাকিতেও পারে না ; আমাদের দেহের বাহিরে স্থান আছে বলিয়াই আমরা অঙ্গ-সঞ্চালনাদি করিতে পারি ; কিন্তু সর্বব্যাপক বস্তু তাহা পারেন না। অথচ অঙ্গসঞ্চালনাদিব্যতীত লীলা (খেলা) হয় না, লীলা না হইলে লীলারসের উৎসারণ এবং আস্বাদনও হয় না, সুতরাং তাঁহার রসস্বরূপত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। এ-জন্য তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী লীলাশক্তির প্রভাবে তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান—স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। তাঁহার পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেই স্বরূপতঃ তিনি অপরিচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপক। অপরিচ্ছিন্নত্ব বা সর্বব্যাপকত্ব হইতেছে ব্রহ্মত্ব ; ইহা তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম বলিয়া তাঁহার সকল অবস্থাতেই ইহা থাকিবে ; কেননা, স্বরূপগত ধর্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না। তাঁহার এতাদৃশ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেও তাঁহার অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম বিরাজিত। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণরসাস্বাদনে নিমগ্ন, ঠিক তখনই তিনি শচীমাতার গৃহে অন্নভোজন করিয়াছেন, গৌড়দেশে নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শন করিয়াছেন। "সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস। ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥ চৈ. চ. ৩।৬।১২৪॥" শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও এতাদৃশ পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। সর্বব্যাপক তত্ত্ব ব্রহ্মবস্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অণুবৎও হইতে পারেন ; শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" যাহা হউক, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ অবতীর্ণৌ—এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর-তত্ত্ব হইয়াও তাঁহারা পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান—সুতরাং জীবনিস্তারের জন্য যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহারা যে-কোনও স্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ এবং স্বকারুণ্য বলিয়া স্বীয় স্বরূপভূতা করুণার বিতরণ করিয়া আপামর-সাধারণকেই কৃতার্থ করার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই তৃতীয় শ্লোকের পরে আর একটি শ্লোক কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। এটি মুরারি গুপ্তের কড়চা বা চৈতন্য-চরিতের ১ম শ্লোক। যথা,—'স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ। বরজানুবিলম্বি-সদ্‌ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥'"

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি জয়তি কীর্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো।॥ ৪ ॥ অন্বয়॥ দেবঃ (লীলাবিলাসী) কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন)। তস্য (তাঁহার) নিত্যা পবিত্রা (নিত্য এবং পবিত্র) কীর্ত্তিঃ (কীর্তি) জয়তি জয়তি। তস্য বিশ্বেশমুর্ত্তেঃ (সেই বিশ্বেশমূর্তি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের) ভৃত্যঃ (সেবক—ভক্ত) জয়তি জয়তি। তস্য (তাঁহার) সর্ব্বপ্রিয়াণাং (সমস্ত প্রিয়ভক্তগণের) নৃত্যং (নর্তন) জয়তি জয়তি।

অনুবাদ। লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। তাঁহার নিত্য এবং পবিত্র কীর্তি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। সেই বিশ্বেশমূর্তি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের ভৃত্য (ভক্ত) জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সমস্ত প্রিয় ভক্তগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। ১।১।৪ ॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের, তাঁহার কীর্তির এবং ভক্তবৃন্দের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। **দেবঃ**—দেব, লীলাবিলাসী। দিব্ ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্-ধাতুর একটি অর্থ—ক্রীড়া, লীলা। দেব—লীলাবিলাসী। কাহাকে "দেব—লীলাবিলাসী" বলা হইয়াছে ? তাঁহাও বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ**—কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র হইতেছেন লীলাবিলাসী ; তিনি অশেষ লীলায় নিত্যবিলাসবান্। প্রভুর সন্ন্যাস-কালে তাঁহার সন্ন্যাসের গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতী তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—কৃষ্ণচৈতন্য ; কৃষ্ণবিষয়ে অচেতন জীবের, কৃষ্ণবিষয়ে চেতনা-সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া ভারতী-গোস্বামী তাঁহার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম রাখিয়াছিলেন। চন্দ্র-শব্দের সার্থকতা এই যে—চন্দ্র উদিত হইয়া যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে এবং স্নিগ্ধ কিরণে সকলের প্রফুল্লতা জন্মায়, কুমুদকে বিকশিত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতে আবির্ভূত হইয়া অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীবের ভগবদ্‌বিষয়ে অজ্ঞতাকে দূরীভূত করিয়াছেন, কৃষ্ণোন্মুখতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং ভক্তির বিমল আনন্দে সকলকে প্রমোদিত করিয়াছেন। তাঁহার **কীর্ত্তি**—যশঃ, মহিমা হইতেছে **নিত্যা** এবং **পবিত্রা**—তিনি নিত্য—ত্রিকালসত্য—বলিয়া তাঁহার কীর্তিও —যশঃ, মহিমাও—নিত্য, ত্রিকালসত্য এবং তাঁহার এই কীর্তি মায়িক বস্তু নহে বলিয়া, পরন্তু সচ্চিদানন্দ বস্তু বলিয়া পবিত্রা—পরমপবিত্রতা-বিধায়িনী তাঁহার যশঃ-কথার শ্রবণে চিত্তের কল্মষ সমূলে বিনষ্ট হয়, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্ত পরম পবিত্র এবং পরমোজ্জ্বল হইয়া যায়। **তস্য বিশ্বেশ-মূর্ত্তেঃ**—সেই বিশ্বেশমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের। তিনি সমগ্র বিশ্বের মূর্তিমান্ ঈশ্বর। তাঁহার **ভৃত্যঃ**—সেবক, ভক্ত (জয়যুক্ত হউন)। তাঁহার **সর্ব্বপ্রিয়াণাং নৃত্যং**—সমস্ত প্রিয়-ভক্তগণের নৃত্য (জয়যুক্ত হউন)। ভক্তবৃন্দের জয়ে এবং তাঁহাদের নৃত্যে প্রভুর অশেষ আনন্দ। এ-জন্য তাঁহার এবং তাঁহার

আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥ ১
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর ॥ ২
'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।'
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥ ৩

তথাহি (ভা. ১১।১৯।২১)—
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ॥ ৫ ॥—ইতি।

এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য-সিদ্ধির লক্ষণ ॥ ৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কীর্তির সঙ্গে তাঁহার ভক্তবৃন্দের এবং ভক্তবৃন্দের নর্তনের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। জয় ঘোষণার জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ "জয়তি জয়তি" এইরূপ দুইবার বলা হইয়াছে।

এক্ষণে গ্রন্থকার কতিপয় পয়ারে সপরিকর শ্রীগৌরের বন্দনা করিতেছেন।

১। **আদ্যে**—সর্বাগ্রে। **গোষ্ঠী**—সমূহ। **দণ্ড-পরণামে**—দণ্ডবৎ প্রণাম। এই পয়ারে সর্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়-ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করা হইয়াছে।

২। **তবে**—তাহার পরে, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণামের পরে (নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করা হইয়াছে; তাঁহার অপর নাম—বিশ্বম্ভর)। ভক্তদের চরণবন্দনার পরে কেন শ্রীবিশ্বম্ভরের চরণবন্দনা করা হইল, পরবর্তী পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৩। সেই প্রভু বিশ্বম্ভর "বেদে ভাগবতে" দৃঢ়রূপে বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভক্তের পূজা তাঁহার পূজা অপেক্ষাও অধিক, এজন্য তাঁহার বন্দনার পূর্বে তাঁহার ভক্তবৃন্দের বন্দনা করা হইয়াছে। **আমার ভক্তের** ইত্যাদি—ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার পূজায় তিনি যত প্রীতি লাভ করেন, তাঁহার ভক্তকে পূজা করিলে তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রীতি লাভ করেন। **বেদে ভাগবতে**—পঞ্চম বেদ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে। ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণকে শ্রুতি পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন। "ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।১।২ ॥" বেদের তাৎপর্য অপৌরুষেয় পুরাণে জানা যায়। **দঢ়**—দৃঢ়। পরবর্তী শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে এই উক্তির প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয় ॥ মদ্ভক্তপূজা (আমার ভক্তের পূজা) অভ্যধিকা (অতি শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ। (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন) আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজা অতিশয় শ্রেষ্ঠা। ১।১।৫ ॥

ব্যাখ্যা। অভ্যধিকা—অভি (অতিশয়রূপে) অধিকা (শ্রেষ্ঠ)। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন "অভ্যধিকা মৎ পূজাতোঽপি তত্র মম সন্তোষবিশেষাৎ ॥ ক্রমসন্দর্ভ ॥ — আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজায় আমার বিশেষ সন্তোষ জন্মে বলিয়া (আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অতিশয়রূপে শ্রেষ্ঠ)।"

৪। **এতেকে**—এই হেতু। ভগবৎপূজা অপেক্ষা ভক্তপূজা গরীয়সী বলিয়া। **অতএব-ইত্যাদি**—আগে ভক্তের বন্দনা করিয়া পরে শ্রীগৌরের বন্দনা করা হইয়াছে বলিয়া শ্রীগৌর বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন এবং গ্রন্থকারকেও বিশেষ কৃপা করিবেন; সুতরাং ইহাতেই গ্রন্থকারের কার্যসিদ্ধি হইবে।

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥ ৫

সহস্র-বদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখ কৃষ্ণ-যশোধাম॥ ৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫। এই পয়ারে গ্রন্থকারের ইষ্টদেব (দীক্ষাগুরু) শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনা করা হইয়াছে। তাঁহার কৃপাতেই চৈতন্য-কীর্তন (গৌরের গুণ-মহিমাদির কীর্তন) স্ফুরিত হইতে পারে।

৬। ব্রজের বলরামই গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ। সুতরাং বলরামের মহিমাও নিত্যানন্দেরই মহিমা এবং তাহা নিত্যানন্দের মহিমার অন্তর্ভুক্তও। এ-জন্য শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা-কথন-প্রসঙ্গে কতিপয় পয়ারে শ্রীবলরামের মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। **সহস্রবদন বন্দোঁ** ইত্যাদি—এ-স্থলে বলরামকে সহস্রবদন বলা হইয়াছে। ব্রজবিহারী বলরামের কিন্তু এক বদন (মুখ)। তাঁহাকে এ-স্থলে সহস্রবদন বলার হেতু এই। চৈ. চ. ১৫ম অধ্যায় হইতে জানা যায়,—ব্রজবিলাসী বলরামের একটি নাম শ্রীসঙ্কর্ষণ ; শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া তাঁহাকে দেবকীগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণী-গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম (ভা. ১০।২।১৩)। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি জন হইতেছেন দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ ; দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ হইতেছেন ব্রজের মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামের অংশ। অনন্ত ভগবদ্ধামে অনন্ত চতুর্ব্যূহ আছেন, তাঁহাদের সকলের মূল কিন্তু দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ। পরব্যোমের চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ হইতেছেন দ্বারকা-চতুর্ব্যূহস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ—সুতরাং বলরামের অংশের অংশ ; তাঁহার অনন্ত বিভূতি ; শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাদি-ধামের যে চিন্ময় ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য, তৎসমস্ত হইতেছে এই সঙ্কর্ষণের বিভূতি। এই সঙ্কর্ষণের অংশ হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা নারায়ণ (মহাবিষ্ণু)—প্রলয়ান্তে যাঁহা হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই কারণার্ণবশায়ী "পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ॥ পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাসসহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে॥ গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। পুরুষের রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥ চৈ. চ. ১।৫।৬০-৬২॥" কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া এক-এক রূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় স্বেদজলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থ-উদক (জল)-শায়ী এই স্বরূপের নাম গর্ভোদকশায়ী, ইনি করণার্ণবশায়ীর অংশ—সুতরাং বলরামের অংশের অংশের অংশের অংশ। এই গর্ভোদকশায়ীর "নাভিনালমধ্যে ত ধরণী। ধরণীর মধ্যে সপ্তসমুদ্র যে গণি॥ তাহাঁ ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম। পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজধাম॥ চৈ. চ. ১।৫।৯৩-৯৪॥" এই "পালয়িতা বিষ্ণু" হইতেছেন দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ীর অংশ, জগতের পালনকর্তা। তিনিই আবার এক স্বরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত। "ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম। পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজ ধাম॥ সকল জীবের তেঁহো হয় অন্তর্য্যামী। জগত-পালক তেঁহো জগতের স্বামী॥ চৈ. চ. ১।৫।৯৪-৯৫॥" তিনি গুণাবতারও। "পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার। সত্ত্বগুণ-দ্রষ্টা

(যে প্রভু চৈতন্য-যশ সহস্রেক-মুখে। 　　　গাইতে আছেন প্রভু সঙ্কর্ষণ রূপে ॥ ৭)

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাতে গুণ-মায়া পার॥ চৈ. চ. ২।২০।২৬৬॥ "তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার। দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥ বিরাট-ব্যষ্টি জীবের তেঁহো অন্তর্য্যামী। ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী॥ চৈ. চ. ২।২০।২৫২-৫৩॥" ইনিই "যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার। ধর্ম্ম-সংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার॥ চৈ চ. ১।৫।৯৬॥" ইঁহারই অংশ হইতেছেন শেষ বা অনন্তদেব; ইঁহার সহস্র ফণা—সুতরাং সহস্রবদন; ইনি স্বীয় ফণারূপ মস্তকের উপরে মহীকে ধারণ করিয়া বিরাজিত এবং সহস্রবদনে সর্বদা কৃষ্ণগুণ কীর্তন করেন। "সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী। কাহাঁ আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি॥ সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল। সূর্য্য যিনি মণিগণ করে ঝলমল॥ পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার। যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ-আকার॥ সেইত অনন্ত শেষ, ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা-বিনা নাহি জানে আর॥ সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ-গান। নিরবধি গুণগান—অন্ত নাহি পান॥ সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে—ভাসে প্রেমসুখে॥ ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। আরাম (উদ্যান), আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥ চৈ. চ. ১।৫।১০০-৭॥" (শেষতা—সেবার উপকরণাদিরূপে ইচ্ছানুরূপ আত্মপ্রকটনের যোগ্যতা। অনেক বস্তুরূপে নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা লোকের জাগিতে পারে। কিন্তু তাহার সে-যোগ্যতা থাকে না। অনন্তদেবের সেই যোগ্যতা আছে; তাই তিনি ছত্র-পাদুকাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া তত্তৎ বস্তুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী যোগ্যতা বা শেষতা আছে বলিয়া তাঁহার একটি নাম হইতেছে—শেষ।) সহস্রবদন অনন্তদেবের যে-অদ্ভুত মহিমা, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা গেল; অথচ এই অনন্তদেব হইতেছেন বলরামের অংশাংশেরও অংশাংশ; ইঁহারই এতাদৃশ মহিমা, তাঁহার মূল যে-শ্রীবলরাম, তাঁহার মহিমা কে বলিবে? এ-স্থলে গ্রন্থকার সহস্রবদন অনন্তদেবের মহিমার কথা জানাইয়া শ্রীবলরামের মহিমার অনির্বচনীয়তাই জানাইলেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"**সহস্রবদন বন্দোঁ।** ইত্যাদি—সহস্রবদন অনন্ত-দেবরূপে আত্মপ্রকট করিয়া যিনি নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের (এবং শ্রীগৌরেরও) সেবা করিতেছেন এবং যিনি নিরবধি সহস্রবদনে শ্রীকৃষ্ণগুণ (গৌরগুণও) কীর্তন করিতেছেন, সেই বলরামের বন্দনা করি।" সহস্রবদন অনন্তদেব হইতেছেন তত্ত্বতঃ শ্রীবলরামের একরূপ অংশ এবং বলরাম হইতেছেন তাঁহার অংশী। অংশ ও অংশী তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়াই এ-স্থলে বলরামকে সহস্রবদন বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণ-যশোধাম**—কৃষ্ণের (শ্যামকৃষ্ণের এবং গৌরকৃষ্ণের) যশের (গুণ-মহিমাদির) ধাম (স্থান, অধিষ্ঠান)। অনন্তদেব সহস্র-বদনে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের যশঃকীর্তন করেন বলিয়া—তাঁহার সহস্র-মুখকে কৃষ্ণ-যশোধাম বলা হইয়াছে। পরবর্তী ৩৪-৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭। যে-প্রভু (যে-প্রভু বলরাম) সঙ্কর্ষণরূপে (সহস্রবদন অনন্তদেব সঙ্কর্ষণের অংশ বলিয়া

মহারত্ন থুই যেন মহা-প্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে ॥ ৮
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে, সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন ॥ ৯
সহস্রেক-ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥ ১০
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্য-চন্দ্রের রসে মত্ত মহাধীর ॥ ১১
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥ ১২
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায় ॥ ১৩
মহাপ্রীত হয় তানে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী ॥ ১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অংশ ও অংশীর অভেদ-বিবক্ষায় এ-স্থলে অনন্তদেবকে সঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে ; সেই সহস্রবদন অনন্তদেব স্বীয়) সহস্রেকমুখে (একসহস্রবদনে) চৈতন্যযশ (শ্রীচৈতন্যের যশ—গুণ-মহিমাদি) গাইতে আছেন (অনাদিকাল হইতে কীর্তন করিতেছেন)।

৮। মহারত্ন (বহুমূল্য রত্ন) যেমন অতিশয় প্রিয় ব্যক্তির নিকটেই রাখা হয়, তদ্রূপ শ্রীঅনন্তদেবের মুখেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ মহারত্নের ভাণ্ডার রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীঅনন্তদেব যে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাহাই-সূচিত হইল।

৯। **অতএব** ইত্যাদি—অনন্তদেবরূপ বলরামের মুখেই শ্যামকৃষ্ণের এবং গৌরকৃষ্ণের (শ্রীচৈতন্যের) যশোরত্ন-ভাণ্ডার অবস্থিত বলিয়া তাঁহার কৃপা হইলেই শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমাদির কীর্তন চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে ; এজন্য তাঁহার কৃপার আশাতে গ্রন্থকার সর্বাগ্রে শ্রীবলরামের স্তব করিতেছেন।

১০। **সহস্রেক ফণাধর**—পূর্ববর্তী ৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উদ্দাম**—বন্ধনহীন। শ্রীবং. স্বচ্ছন্দভাবেই সমস্ত কার্য করেন, তাঁহার কোনও কার্যে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য কাহারও নাই।

১১। **হলধর**—বলরাম। হল (লাঙ্গল) বলরামের অস্ত্র বলিয়া তাঁহাকে হলধর বলা হয়। **চৈতন্যের রসে মত্ত** ইত্যাদি—স্বরূপতঃ মহাধীর (পরম গম্ভীর) হইলেও শ্রীচৈতন্যের প্রেমরস আস্বাদনে মহামত্ত। এতাদৃশ অদ্ভুত হইতেছে শ্রীচৈতন্যবিষয়ক প্রেমের মহিমা।

১২। **নিরবধি** ইত্যাদি—"শ্রীচৈতন্য নিরন্তর সেই শ্রীবলরামের দেহে বিহার করেন, অর্থাৎ অবিরাম শ্রীবলরামের শরীরে বিরাজমান রহিয়া প্রভু সেই শরীরেও আপনার অনেকানেক লীলাকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। অ. প্র.॥" এ-স্থলে বোধ হয় শ্রীনিত্যানন্দরূপ বলরামের কথাই বলা হইয়াছে।

১৪। যিনি বলরামের চরিত্র-কথা শ্রবণ-কীর্তন করেন, মহেশ এবং পার্বতী তাঁহার প্রতি মহাপ্রীত হয়েন এবং শুদ্ধাসরস্বতী (যাঁহার কৃপায় ভগবদ্-গুণ-মহিমাদির কীর্তন সম্ভব হইতে পারে, সেই শুদ্ধা সরস্বতী) তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়েন। মহেশ-পার্বতী প্রীত হয়েন কেন, পরবর্তী পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

পার্ব্বতী-প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হৈয়া ॥ ১৫
পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥ ১৬
তান রাসক্রীড়া কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার ॥ ১৭
দুইমাস বসন্ত মাধব-মধু-নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে ॥ ১৮
সেই সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা পরীক্ষিতে ॥ ১৯

তথাহি (ভা. ১০।৬৫।১৭-১৮, ২১-২২)—
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ ৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫। পার্বতী-প্রভৃতি নবার্বুদ নারীর সহিত উপাসকরূপে শ্রীশিবও সঙ্কর্ষণ-বলরামের পূজা করেন। শ্রীশিব এবং পার্বতীও বলরামের পূজায় এবং তাঁহার গুণ-মহিমা-কীর্তনে পরমানন্দ অনুভব করেন; এ-জন্য যাঁহারা বলরামের গুণ-কীর্তন করেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রীত হয়েন।

১৬। শ্রীশিব যে সঙ্কর্ষণের পূজা করেন, তাহার প্রমাণ, শ্রীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে দৃষ্ট হয়। ইলাবৃতবর্ষে শ্রীশিব যে পার্বতী প্রভৃতি অর্বুদ সহস্র নারীগণের সহিত সঙ্কর্ষণের পূজা করেন, ভা. ৫।১৭।১৬ শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে—"ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্থমূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি ॥" শ্রীভাগবতের পরবর্তী কতিপয় শ্লোকে সঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীশিবের স্তবোক্তিও দৃষ্ট হয়। এ-সমস্ত স্তবোক্তি—**সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বন্দ্য** (বন্দনীয়)। **বলরাম-গাথা**—সঙ্কর্ষণ-বলরামের গুণগীতি।

১৭। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় পয়ারে ও কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থকার শ্রীবলরামের রাসলীলার কথা বর্ণন করিয়াছেন। **পরম উদার**—বলরামের রাসক্রীড়া-কথা অতীব মহতী। **বৃন্দাবনে গোপীসনে**—বলরাম বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। এ-স্থলে "গোপী" বলিতে বলরামের প্রেয়সী গোপীগণকেই বুঝাইতেছে, অন্য কোনও গোপী নহে। পরবর্তী শ্লো ॥ ৬ ॥-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়েরই পরবর্তী ২৯-পয়ারের টীকায় বলরামের রাসসম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। **তান**—তাঁহার, বলরামের।

১৮। **মাধব-মধু-নামে**—চৈত্র মাসকে মধু-মাস এবং বৈশাখ মাসকে মাধব-মাস বলে (ভা. ১০।৬৫।১৭-শ্লোকটীকায় স্বামিপাদ)। এই দুইটি মাস বসন্ত কালের অন্তর্ভুক্ত। **হলায়ুধ**—বলরাম; হল (লাঙ্গল) বলরামের আয়ুধ (অস্ত্র) বলিয়া তাঁহাকে হলায়ুধ বলা হয়। **পুরাণে**—শ্রীভাগবত-পুরাণে (১০।৬৫ এবং ১০।৩৪ অধ্যায়ে) এবং বিষ্ণু-পুরাণে (৫।২৫ অধ্যায়ে)।

১৯। **সেই সকল শ্লোক**—শ্রীভাগবতের যে-সকল শ্লোকে বলরামের রাসক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক (নিম্নে উদ্ধৃত)।

শ্লো। ॥ ৬ ॥ অন্বয় ॥ ভগবান্ রামঃ (ভগবান্ বলরাম) ক্ষপাসু (রাত্রিসমূহে) গোপীনাং

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(স্বপরিগৃহীত গোপীগণের) রতিং আবহন্ (আনন্দ-বর্ধন-পূর্বক) মধু (চৈত্র) মাধবং (বৈশাখ) এব চ দ্বৌ মাসৌ (এই দুই মাস) অবাৎসীৎ (বাস করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। ভগবান্ শ্রীবলরাম রাত্রিসমূহে স্বপরিগৃহীত গোপীগণের আনন্দ-বর্ধনপূর্বক চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস (বৃন্দাবনে) বাস করিয়াছিলেন। ১।১।৬॥

ব্যাখ্যা। অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন শ্রীবলরামও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। পরে মথুরা হইতে তাঁহারা দ্বারকায় গিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ব্রজবাসী বন্ধুবর্গের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই; অথচ তাঁহাদের দর্শনের জন্য বলরামও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত; এজন্য তাঁহাদের দর্শনের নিমিত্ত বলরাম দ্বারকা হইতে একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন এবং দুই মাস ব্রজে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই দুই মাস যে তিনি তাঁহার প্রেয়সী গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। **ভগবান্ রামঃ**—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী বলেন—"রামঃ রতিকুশল ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ ভগবান্ কামশাস্ত্রাদ্যুক্ততত্তৎপ্রকারাভিজ্ঞ ইত্যর্থঃ।—(শ্রীবলরাম) কামশাস্ত্রাদিতে কথিত রতিক্রীড়ার প্রকারসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন; এজন্য তিনি রতিকুশল ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'রাম' বলা হইয়াছে।" **গোপীনাং**—গোপীদিগের। স্বামিপাদ বলেন—"শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়ে অনুৎপন্নানামতিবালানামন্যাসামিত্যভিযুক্ত—প্রসিদ্ধিঃ—শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়ে যাঁহারা অত্যন্ত বালিকা—সুতরাং অনুৎপন্নরতি, অথবা অনুৎপন্ন বা অজাত ছিলেন, সেই সমস্ত অন্য গোপীদিগের (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী হইতে অন্য গোপীদের)। বৃহৎক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"স্বপরিগৃহীতানাং—বলরাম যাঁহাদিগকে নিজে পরিগ্রহ (স্বীকার) করিয়াছেন, তাঁহাদের।" এবং ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"গোপীনাং গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরিত্যনুসারেণ শঙ্খচূড়বধাদিমহোরিকাবিহারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভিঃ সম্বলিতানাং তৎপ্রেয়সীচরীণাং গোপীবিশেষাণামিত্যর্থঃ। —'গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োঃ (ভা. ১০।১৫।৮)"—এই প্রমাণ-অনুসারে শঙ্খচূড়বধ-সম্বলিত আদিম হোরিকা-বিহারে কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের সহিত সম্বলিত বলদেবপ্রেয়সীচরী গোপীবিশেষদিগের।" উল্লিখিত ভা. ১০।১৫।৮-শ্লোকে বলা হইয়াছে, গোপী-নাম্নী এক রকম লতা বলদেবের বক্ষোলগ্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষের সহিত বলরামকে বলিয়াছিলেন— "এই গোপীগণ (তন্নাম্নী-লতাসমূহ) ধন্য; কেননা, লক্ষ্মীও যাহার নিমিত্ত স্পৃহান্বিত হয়েন, ইহারা তোমার সেই ভুজদ্বয়ের মধ্যভাগ (বক্ষঃস্থল) প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলা হইয়াছে—"রামপ্রিয়াভিঃ কাচিদ্ রামস্য ভাবিবিলাসসূচনেয়ম্—বলরামের প্রেয়সীগণের সহিত বলরামের ভাবী বিলাসের কোনও সূচনাই এ-স্থলে করা হইয়াছে।" এইরূপে জানা গেল, বলরামেরও স্বীয় প্রেয়সীসমূহ ছিলেন। হোরিকাবিহারে তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রেয়সীদের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে দুই মাস পর্যন্ত বলরাম যে-গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন তাঁহার সেই প্রেয়সী-বিশেষ। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহাদিগকে "তৎপ্রেয়সীচরী" বলিয়াছেন। একথার তাৎপর্য এই। "ভূতপূর্বে চরট্"—এই

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ৭ ॥
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ৮ ॥
নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥ ৯ ॥ ইতি ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পাণিনি-সূত্রানুসারে ভূতপূর্ব অর্থে চরট্-প্রত্যয় হয়। প্রেয়সী-শব্দের উত্তর চরট্-প্রত্যয় হইয়া প্রেয়সীচর-শব্দ নিষ্পন্ন, স্ত্রীলিঙ্গে প্রেয়সীচরী; বলদেব যে-গোপীদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন তাঁহার ভূত-পূর্ব প্রেয়সী—নিত্য-প্রেয়সী; বলরামের ন্যায় তাঁহারাও ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত হইয়াছিলেন। বলরাম তাঁহার এতাদৃশী প্রেয়সী গোপীদিগের **রতিম্ আবহন্**—"রতিম্ আত্মরসম্ আ সম্যক্ বহন্ প্রাপয়ন্ (বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী)—আত্মরস (শৃঙ্গার-রস) সম্যকরূপে প্রাপ্ত করাইয়া (বিহার করিয়াছিলেন। অনুকূল সামগ্রীর যোগে কান্তারতি যখন রসে পরিণত হয়, তখন তাহাকে শৃঙ্গার-রস বা মধুর রস বলে। পরবর্তী ২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)" এইরূপে জানা গেল, বলরাম যে-গোপীদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপী ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন বলরামের নিজের প্রেয়সী গোপী।

শ্লো॥ ৭॥ অন্বয়॥ পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে (পূর্ণচন্দ্রের কিরণসমূহদ্বারা উজ্জ্বল) কৌমুদীগন্ধবায়ুনা সেবিতে (কুমুদ-সমূহের গন্ধবহনকারী বায়ুদ্বারা সেবিত) যমুনোপবনে (যমুনাতীরস্থ উপবনে) স্ত্রীগণৈঃ বৃতঃ (স্ত্রীগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া) রেমে (ক্রীড়া করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। পূর্ণচন্দ্রের কিরণসমূহদ্বারা সমুজ্জ্বল এবং কুমুদপুষ্পসমূহের গন্ধবহনকারী বায়ুদ্বারা সেবিত, যমুনার তীরবর্তী উপবনে, স্ত্রীগণের (স্বীয় প্রেয়সী গোপীগণের) দ্বারা পরিবৃত হইয়া বলরাম ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (ব্যাখ্যা অনাবশ্যক)। ১।১।৭॥

শ্লো॥ ৮-৯॥ অন্বয়॥ করেণুযূথেশঃ (হস্তিনীদল-পতি) মাহেন্দ্রঃ বারণঃ ইব (ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ন্যায়) [রামঃ] (বলরাম) গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়মানঃ (গন্ধর্বগণের দ্বারা উপগীয়মান হইয়া) বনিতা-শোভিমণ্ডলে (বনিতাগণে শোভিত মণ্ডলমধ্যে) রেমে (রমণ—বিহার—করিতে লাগিলেন)। তদা (তখন) ব্যোম্নি (আকাশে) দুন্দুভয়ঃ (দুন্দুভিসমূহ) নেদুঃ (নিনাদিত হইতেছিল), গন্ধর্ব্বাঃ (গন্ধর্বগণ) মুদা (আনন্দের সহিত) কুসুমৈঃ ববৃষুঃ (কুসুম-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন), মুনয়ঃ (মুনিগণ) তদ্‌বীর্য্যৈঃ (সেই বলরামের বিক্রমাদির উল্লেখ করিয়া) রামং (বলরামকে) ঈড়িরে (স্তব করিতে লাগিলেন):

অনুবাদ। হস্তিনীদল-পতি ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ন্যায়, বলরাম, বনিতাগণের (তাঁহাতে অনুরাগবর্তী তাঁহার প্রেয়সীগণের) দ্বারা পরিশোভিত মণ্ডলমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বগণ তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তখন আকাশে দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, গন্ধর্বগণ আনন্দের সহিত পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ বলরামের পরাক্রমাদির উল্লেখপূর্বক বলরামের স্তব করিতে লাগিলেন। (ব্যাখ্যা অনাবশ্যক)। ১।১।৮-৯॥

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তানাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥ ২০

যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্প-বৃষ্টি করে।
দেবে জানে, এক তত্ত্ব কৃষ্ণ-হলধরে ॥ ২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই শ্লোকদ্বয় প্রসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন--"সপ্তম শ্লোকের পরবর্তী দুইটি শ্লোক মুদ্রিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে নাই। আমার ২২১ বৎসরের পুরাতন হস্তলিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে। এই শ্লোক দুইটির পরবর্তী শ্লোকের প্রারম্ভে 'উপগীয়মান'-শব্দ আছে, ইহাদেরও প্রারম্ভে 'উপগীয়মান'-শব্দ আছে; বোধ হয়, সেই নিমিত্তই ভ্রান্তিক্রমে 'ছাড়' হইয়া গিয়াছে।" কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীলমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-মহোদয়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধের সংস্করণে এই শ্লোকদ্বয় মুদ্রিত হইয়াছে এবং পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—এই শ্লোকদ্বয় "বীরবাঘবী বিজয়ধ্বজসম্মতৌ"।

২০-২১। স্বীয় প্রেয়সী গোপীগণের সঙ্গে বলরামের ক্রীড়া-দর্শনে গন্ধর্বগণ যে-পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন এবং মুনিগণ যে তাঁহার স্তব করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গেই এই দুই পয়ারে গ্রন্থকারের উক্তি। মুনিগণ প্রাকৃত জীবের স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করেন; কেননা, মায়াবদ্ধ প্রাকৃত জীব কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকে, স্ত্রীলোকে আসক্ত হইয়া পড়ে; তাহার ফলে ভগবদ্‌-বহির্মুখতাই পুষ্টি লাভ করে, পরমার্থভূত বস্তুর প্রতি মন যায় না, ক্রমশঃ মায়াবন্ধনে জড়িত হইয়া অধোগতি লাভ করে। কিন্তু বলরাম স্ত্রীলোকের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়াও সেই মুনিগণই বলরামের স্তব-স্তুতি করিয়াছেন, নিন্দা করেন নাই। তাহার হেতু এই। প্রাকৃত জীবের ন্যায়, বলরাম এবং তাঁহার প্রেয়সীবর্গ মায়াবদ্ধ প্রাকৃত জীব নহেন; তাঁহারা হইতেছেন অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু; মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; সুতরাং মায়িক রজোগুণ তাঁহাদের মধ্যে কাম—স্বসুখ-বাসনা—জাগাইতে পারে না। গীতা হইতে জানা যায়, 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ ॥ ৩।৩৭ ॥ —রজোগুণ হইতেই কাম ও ক্রোধের উদ্ভব হয়।" রজোগুণোদ্ভূত কামের প্রেরণাতেই প্রাকৃত জীব স্ত্রীসঙ্গ করিয়া অধোগতি লাভ করে; কিন্তু বলরাম ও তাঁহার প্রেয়সীবর্গ প্রাকৃত জীব নহেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে এতাদৃশ কাম থাকিতে পারে না; কামের বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনার তাড়নায় তাঁহাদের বিহার নহে, পরন্তু প্রেমের বা পরস্পরের প্রীতিবিধানের বাসনাতেই তাঁহাদের বিহার; তাঁহাদের মধ্যে স্ব-সুখ-বাসনার গন্ধলেশও নাই। এজন্য তাঁহাদের বিহার নিন্দনীয় নহে, পরন্তু স্তবনীয়; যেহেতু, ভগবল্লীলার কীর্তনে পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হইতেছেন একই ঈশ্বর-তত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব; সুতরাং বলরামের লীলাও ভগবল্লীলা। **তানাও**—তাঁহারাও, সেই মুনিগণও। **এক তত্ত্ব কৃষ্ণহলধরে**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম একই তত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্ব; তত্ত্বতঃ তাঁহারা অভিন্ন। "এক তত্ত্ব"-স্থলে "ভেদ-নাহি"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম ॥ চৈ. চ. ২।২০।১৪৫ ॥" প্রভু আরও বলিয়াছেন—"সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে। ভাবাবেশভেদে নাম 'বৈভব-

চারি বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব পুরাণে বিদিত॥ ২২

মূর্খ দোষে কেহো কেহো না দেখি পুরাণ।
বলরাম রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥ ২৩

এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবনমাঝে॥ ২৪

তথাহি (ভা. ১০৩৪।২০-২৩)—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥ ১০॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ॥ ১১॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥ ১২॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্॥ ১৩॥ ইতি।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রকাশে'॥ ঐ॥ ১৪৩॥" শ্রীকৃষ্ণই অনাদিকাল হইতে শ্রীবলরামরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত; সুতরাং তত্ত্বের বিচারে তাঁহারা অভিন্ন; তথাপি উভয়ের ভাব এবং আবেশ একরূপ নহে, পরন্তু ভিন্ন; ভাব এবং আবেশ অনুসারেই লীলা। ভাব ও আবেশের ভিন্নতা যে-খানে, সে-খানে লীলারও কিছু ভিন্নতা থাকে।

২২। "পুরাণে"-স্থলে "জগতে"-পাঠান্তর।

২৩। **মূর্খ দোষে**—মূর্খতারূপ দোষবশতঃ, অজ্ঞতাবশতঃ। **না দেখি পুরাণ**—পুরাণ-শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া। **অপ্রমাণ**—প্রমাণহীন, যাহার ভিত্তিতে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ নাই।

২৪। পূর্বে ৬-৯ শ্লোকে বলরামের রাসের কথা বলা হইয়াছে; এক্ষণে আবার পরবর্তী ১০-১৩ শ্লোকচতুষ্টয়েও তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ১-৯ শ্লোকে একাকী বলরামের রাসের কথা বলা হইয়াছে; এক্ষণে ১০-১৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম—এই দুই জনের একসঙ্গে রাসের কথা বলা হইতেছে। **দুই ভাই**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম।

শ্লো॥ ১০-১৩॥ অন্বয়॥ অথ (তাহার পরে—শিবরাত্রির পরে) কদাচিৎ (কোনও সময়ে—হোলিকা-পূর্ণিমাতে) অদ্ভুতবিক্রমঃ (অলৌকিক-প্রভাববিশিষ্ট) গোবিন্দঃ (শ্রীগোকুল-যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ) রামঃ চ (এবং শ্রীবলরাম) রাত্র্যাং (রাত্রিতে) বনে (ব্রজসন্নিহিত বনে) ব্রজযোষিতাং (ব্রজ-নারীগণের) মধ্যগৌ (মধ্যবর্তী হইয়া) বিজহ্রতুঃ (বিহার করিয়াছিলেন)॥ ১০॥ বদ্ধসৌহৃদৈঃ (পরস্পর সুহৃদ্‌ভাবে নিবদ্ধা) স্ত্রীজনৈঃ (ললনাসমূহ-কর্তৃক) ললিতং (গান-নর্মালাপাদির পরিপাটী-দ্বারা যাহাতে খুব মনোহর হইতে পারে, সেই ভাবে) উপগীয়মানৌ (হোরিকোচিত-গীতসমূহের দ্বারা বর্ণ্যমান) স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ (সুশোভন অলংকারে অলংকৃতাঙ্গ এবং চন্দনাদি অনুলেপের দ্বারা চর্চিতাঙ্গ) স্রগ্বিণৌ (পুষ্পমালাধারী) বিরজোঽম্বরৌ (নির্মল-বসনধারী) [তৌ রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতুঃ] (সেই রামকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন)॥ ১১॥ উদিতোড়ুপতারকং (যাহাতে চন্দ্র ও তারকাসমূহ উদিত হইয়াছিল সেই) মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং (মল্লিকার গন্ধে উন্মত্ত ভ্রমরগণ-সেবিত) কুমুদবায়ুনা (কুমুদগন্ধযুক্ত বায়ুদ্বারা সেবিত) নিশামুখং (নিশারম্ভকে—রাত্রির প্রথম ভাগকে)

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মানয়ন্তৌ (সৎকারকরতঃ) [রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতুঃ] ॥ ১২ ॥ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং (স্বরসমূহের আরোহণ-অবরোহণরূপ মূর্ছনা) যুগপৎ (একই সময়ে) কল্পয়ন্তৌ (কল্পনাকরতঃ) তৌ (সেই রামকৃষ্ণ) সর্ব্বভূতানাং (সকল প্রাণীরই) মনঃশ্রবণমঙ্গলং (মনের ও কর্ণদ্বয়ের মঙ্গল বা সুখাবহ যাহাতে হইতে পারে, সেই ভাবে) জগতুঃ (গান করিতে লাগিলেন) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। (শিবরাত্রি-ব্রত উপলক্ষে সপরিজন শ্রীনন্দমহারাজ অম্বিকাবনে গিয়াছিলেন। রাত্রিতে তিনি যখন শয়নে ছিলেন, তখন এক বিশালকায় সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতেছিল; শ্রীকৃষ্ণ পাদস্পর্শদ্বারা সেই সর্পকে বিদ্যাধর-দেহ দিয়া নন্দমহারাজকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরের লীলা এই শ্লোক-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে) অনন্তর (অর্থাৎ শিবরাত্রির পরে) কোনও এক সময়ে (হোরিকা-পূর্ণিমাতে) অলৌকিক-প্রভাববিশিষ্ট গোকুল-যুবরাজ শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীবলরাম রাত্রিকালে ব্রজসন্নিহিত বনে ব্রজরমণীদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিহার করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ (তাঁহারা কিরূপে বিহার করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে) পরস্পর সুহৃদ্‌ভাবে আবদ্ধা রমণীগণ, গান ও নর্মাদির পারিপাট্যদ্বারা যাহাতে অত্যন্ত মনোরম হইতে পারে, সেই ভাবে, হোরিকোচিত গীতসমূহে রামকৃষ্ণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অঙ্গও তখন সুশোভন অলংকারে ভূষিত এবং চন্দনাদি অনুলেপের দ্বারা চর্চিত ছিল। তাঁহারা পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছিলেন এবং নির্মল বসন পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তখন ছিল রাত্রির প্রথম ভাগ। আকাশে চন্দ্র এবং তারকাসমূহ উদিত হইয়াছিল। প্রস্ফুটিত মল্লিকাসমূহের গন্ধে ভ্রমরগণ উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কুমুদের গন্ধ-বহন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এতাদৃশ নিশারম্ভকে সৎকার করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন (তাঁহাদের বিহারেই নিশারম্ভের সৎকার) ॥ ১২ ॥ স্বর-সমূহের আরোহণ-অবরোহণরূপ মূর্ছনা যুগপৎ কল্পনাকরতঃ, সর্বপ্রাণীর মনের ও কর্ণদ্বয়ের মঙ্গল বা সুখাবহ যাহাতে হইতে পারে, রাম-কৃষ্ণ সেই ভাবে গান করিতে লাগিলেন। ১।১।১০-১৩ ॥

ব্যাখ্যা। **অথ**—শিবরাত্রিব্রতানন্তরম্ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)—শিবরাত্রিব্রতের পরে। **কদাচিৎ**—কোনও এক সময়ে। "হোরিকা-পূর্ণিমায়াম্ (ক্রমসন্দর্ভঃ) —হোরিকা-পূর্ণিমাতে।" শিবরাত্রির পরের পূর্ণিমাকে হোরিকা বা হোলিকা পূর্ণিমা বলে। **রামশ্চ**—বলরামও। "রামশ্চ ইত্যুপলক্ষণং সখায়শ্চ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ —চ-শব্দে রামের উপলক্ষণে সখাদের কথাও সূচিত হইতেছে ॥" হোরিকা-ক্রীড়ায় যে সখাগণও থাকেন, মধ্যদেশে তাহার রীতি দেখা যায়, ভবিষ্যোত্তর-পুরাণেও এই রীতি দৃষ্ট হয়। "তথৈব মধ্যদেশাচারাৎ ভবিষ্যোত্তরপুরাণাচ্চ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥" **নির্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ স্ত্রীজনৈঃ**—পরস্পর সুহৃদ্‌ভাবে নিবদ্ধানারীগণের দ্বারা। বলরামের প্রেয়সীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ হইতে ভিন্ন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বলরামের কান্তাগণের সহিত বলরামেরই সৌহার্দের বন্ধন এবং কৃষ্ণকান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরই সৌহার্দের বন্ধন। স্ব-স্ব কান্তাগণের সহিত তাঁহাদের পৃথক্‌ভাবেই বিহার হয়; এ-স্থলে হোরিকা-ক্রীড়া-প্রসঙ্গে বলদেবের কান্তগণও কৃষ্ণকান্তাগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সখাগণও যেমন মিলিত হয়েন, তদ্রূপ। **স্বরমণ্ডল মূর্চ্ছিতম্**—স্বরসমূহের

ভাগবত শুনি যার রামে নহে প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জিত ॥ ২৫
ভাগবত যে না মানে, সে যবনসম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম ॥ ২৬
এবে কেহো কেহো নপুংসক-বেশে নাচে।
বোলে "বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে ?" ২৭
কোনো পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ, অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥ ২৮
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তান-স্থান অপরাধে মরে সর্ব্ব-ঠাঁই ॥ ২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মূর্ছনা। বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণীতে মূর্ছনার লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। "ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তা একবিংশতিঃ॥ সঙ্গীতসারঃ ॥—সাতটি স্বরের ক্রমশঃ যে-আরোহণ এবং অবরোহণ, তাহাকে মূর্ছনা বলে। সেই মূর্ছনা গ্রামত্রয়ে, অর্থাৎ উদারা, মুদারা ও তারা—এই তিন গ্রামে মিলিয়া একুশটি হয়।"

২৫। **রামে**—বলরামে। **বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে**-ইত্যাদি—"যে পথের পথিক হইলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের কৃপা লাভ করা যায়, আর বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, সে সে-পথে যায় নাই। অ. প্র.॥"

২৬। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত, অপৌরুষেয় অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে একতম পুরাণ। ভাগবতে "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥ ভা. ১।৩।৪২॥— সমস্ত বেদের এবং ইতিহাসের (মহাভারতের) সার সমুদ্ধৃত হইয়াছে।" গরুড়পুরাণ বলেন—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ হরিভক্তিবিলাস॥ ১০।২৮৩-ধৃত গারুড়বচন॥—এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন ব্রহ্মসূত্রসমূহের অর্থ, ইহাতে মহাভারতের অর্থ বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে, ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমস্ত বেদার্থদ্বারা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত।" সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত না মানা এবং বেদ না মানা একই কথা।

২৭। **নপুংসক-বেশে নাচে**—যাহারা পুরুষও নহে, স্ত্রীলোকও নহে, অর্থাৎ যাহাদের পুংস্ত্ব-স্ত্রীত্ব নাই, তাহাদিগকে নপুংসক (হিজড়ে) বলে। "নপুংসকগণ (হিজড়েরা) যেরূপ রতিরসে অসমর্থ হইয়াও কেবল লোকমুখে শুনিয়াই উহার নানা অবস্থা সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করে ও তাহা লইয়া কত রঙ্গভঙ্গ ও আস্ফালন করিয়া নাচিয়া বেড়ায়, ইহারাও সেইরূপ অসামর্থ্যবশতঃ শাস্ত্রের মর্মগ্রহণ বা শাস্ত্র-অধ্যয়ন না করিয়াই 'শাস্ত্রে এ নাই ও নাই' ইত্যাদি কথা বলিয়া নৃত্য বা আস্ফালন করে। এই শ্রেণীর লোক না পুরুষ, না স্ত্রী; কেননা, ইহাদের পুরুষোচিত সৎসাহসাদি নাই, আর রমণীসুলভ লজ্জাদিও নাই। সুতরাং ইহারা 'নপুংসক'। অ. প্র.॥"

২৯। **তান-স্থানে অপরাধে**—বলরামের নিকটে অপরাধবশতঃ। গ্রন্থকার বলিতেছেন—বলরামের রাসকে শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যাপার বলিলে বলরামের লীলাকেই অস্বীকার করা হয়; তাহাতে অপরাধ হয়।

গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কথিত শ্রীবলরামের রাসসম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দু-একটি কথা এ-স্থলে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিবেদিত হইতেছে। রস-শব্দের উত্তর তদ্ধিতের ষ্ণ-প্রত্যয়যোগে রাস-শব্দ নিষ্পন্ন। রাসঃ = রস + ষ্ণ॥ তদ্ধিত-প্রকরণে পাণিনির "তস্য সমূহঃ"—এই সূত্রানুসারে রাস-শব্দের অর্থ হয়—"রসানাং সমূহঃ —রসবৃন্দের সমূহ বা সমষ্টি।" অর্থাৎ যত রকমের রস আছে, তাহাদের সমষ্টির নাম রাস। "তত্রারভত গোবিন্দো"-ইত্যাদি ভা ১০।৩৩।২-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন—"রসানাং সমূহো রাসঃ।" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও যে তাহাই লিখিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

এক্ষণে রস বলিতে কোন্ বস্তুকে বুঝায়, তাহা বিবেচিত হইতেছে। রতি বা প্রীতি যখন বিভাব (যেমন, নায়ক ও নায়িকা), অনুভাব (নৃত্য-গীত-রোদনাদি), সাত্ত্বিকভাব (অশ্রু-কম্প-পুলকাদি) এবং ব্যভিচারিভাব (হর্ষ, বিষাদ, দৈন্যাদি)—এই চারিটি সামগ্রীর সহিত মিলিত হয়, তখন অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় সুখে পরিণত হয় ; তখন ইহাকে বলে রস। যে-রতি বা প্রীতি রসে পরিণত হয়, তাহা দুই রকমের হইতে পারে—লৌকিকী এবং ভাগবতী (ভগবদ্‌বিষয়া)। লৌকিকী রতি বা প্রীতি—যেমন, লৌকিক জগতে প্রাকৃত নায়কের-সম্বন্ধে প্রাকৃত নায়িকার রতি। ভাগবতী রতি বা প্রীতি—যেমন, ভগবানের প্রতি ভক্তের রতি বা প্রীতি, যাহার অপর নাম ভক্তি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে শ্রীরূপ-শ্রীজীবাদি আদি-বৈষ্ণবাচার্যগণ লৌকিকী রতির রসত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই, ভাগবতী রতির বা ভক্তিরই রসতা-প্রাপ্তি তাঁহাদের স্বীকৃত (গৌ. বৈ. দ. বাঁধান পঞ্চম খণ্ডে ১৭১-৭৩ অনুচ্ছেদ, ৩০৫৪-৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রে সর্বত্র রস-শব্দে ভক্তি-রসই অভিপ্রেত। সুতরাং রাস-শব্দে সর্ববিধ ভক্তিরসের সমষ্টিই বুঝায়। যে-লীলাতে সর্ববিধ ভক্তিরসের উৎসারণ হয়, তাহাকে বলা হয় রাসলীলা। ভাগবতী রতি বা ভক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী স্বরূপশক্তির বৃত্তি—সুতরাং অপ্রাকৃত, অলৌকিক বস্তু। স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরমতম তত্ত্ব ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়া ভক্তিও হইবে পরম বস্তু এবং অনুকূল সামগ্রীচতুষ্টয়ের যোগে তাহা যে-রসে পরিণত হয়, তাহাও হইবে পরম-রস। পূর্বোল্লিখিত ভা. ১০।৩৩।২-শ্লোকের বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"রাসঃ পরমরসকদম্বময়ঃ ইতি।" এবং শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীও বৈষ্ণবতোষণীতে লিখিয়াছেন—"রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ।" কদম্ব-শব্দের অর্থ—সমূহ। তাহা হইলে "পরমরসকদম্বময়ঃ"-শব্দের অর্থ হইল—"পরমরসসমূহময়"—রাস হইতেছে পরমরসসমূহময়, অর্থাৎ পরমরসসমূহের সমষ্টি—"রসানাং সমূহঃ"। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ইহাকে রাস-শব্দের যৌগিকার্থ (মুখ্যার্থ) বলিয়াছেন। এতাদৃশ রাসে পরমরসসমূহ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই—"পরমরসকদম্বময়ঃ"। সুতরাং পরমরসসমূহ হইল রাসের উপাদান বা প্রকৃতি।

কিন্তু পরমরস-সমূহ কি কি ? পরমরস বা ভক্তিরস হইতেছে দ্বাদশটি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি মুখ্যভক্তিরস ; আর, হাস্য, অদ্ভুদ, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস —এই সাতটি গৌণভক্তিরস। রাস হইতেছে এই দ্বাদশটি ভক্তিরসের সমষ্টি ; ইহাই হইতেছে রাসের উপাদানগত বা প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বরূপলক্ষণ দুই রকমের—"আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপলক্ষণ॥ চৈ. চ. ২।২০।২৯৬॥ মহাপ্রভুর উক্তি॥" রাসের প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণের কথা বলা হইয়াছে ; এক্ষণে আকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ বিবেচিত হইতেছে। পূর্বোল্লিখিত ভা. ১০।৩৩।২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী রাসক্রীড়ার আকৃতিগত লক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন। "নটৈর্গৃহীতকণ্ঠিনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্তকীনাং ভবেদ্ রাসো মণ্ডলীভূয় নর্তনম্॥ --এক এক জন নর্তক এক এক জন নর্তকীর কণ্ঠধারণ করিয়া আছেন, নর্তক-নর্তকী পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন ; এই অবস্থায় নর্তক-নর্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে বলে রাস।"

এইরূপে জানা গেল—রাসলীলা হইতেছে একরকম নৃত্যবিশেষ ; এই নৃত্যে বহু নর্তকী থাকেন এবং বহু নর্তকও থাকেন ; এক এক জন নর্তক এক এক জন নর্তকীর কণ্ঠধারণ করিয়া থাকেন, নর্তক-নর্তকী পরস্পরের হস্তধারণ করিয়াও থাকেন ; এইভাবে তাঁহাদের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে রাসক্রীড়া বলে। আবার এই রাসক্রীড়াতে দ্বাদশটি পরমরসও যুগপৎ উৎসারিত হয়। কিন্তু দ্বাদশটি পরমরসের বা ভক্তিরসের উৎসারণ ঘটাইতে পারে একমাত্র মাদনাখ্য মহাভাব—যাহা হইতেছে হ্লাদিনীর সার এবং সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী এবং যাহা সর্বদা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অন্য কোনও গোপীতেই যাহা নাই। "সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উজ্জ্বলনীলমণি। স্থায়ী॥ ১৫৫॥" সুতরাং যে-স্থলে শ্রীরাধা নাই, সে-স্থলে মাদনও থাকিতে পারে না, সুতরাং সমস্ত ভক্তিরসের যুগপৎ উৎসারণও হইতে পারে না—অর্থাৎ রাসলীলা হইতে পারে না। এজন্য শ্রীরাধাকেই রাসেশ্বরী বলা হয় এবং এ-জন্যই ভা. ১০।৩৩।৩-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বর্গাদাবপি তাদৃশোৎসবাসদ্ভাবঃ সূচিতঃ—স্বর্গাদিতেও (আদি-শব্দে অন্য ভগবদ্ধামাদিতেও) এতাদৃশ রাসোৎসবের অসদ্ভাব সূচিত হইতেছে।" কেননা, ব্রজব্যতীত অন্য কোনও স্থলে—অন্য কোনও ভগবদ্ধামেও—শ্রীরাধা নাই।

এক্ষণে গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বর্ণিত শ্রীবলরামের রাসলীলা-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। পূর্ববর্তী ৬-৯ শ্লোকসমূহে প্রেয়সীদের সহিত বলরামের যে-লীলা কথিত হইয়াছে, তাহাতে রাসক্রীড়ার আকৃতিগত লক্ষণেরই অভাব ; বহু গোপী ছিলেন বটে ; কিন্তু বলরাম একা, অন্য কোনও নায়ক ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ায়, এক শ্রীকৃষ্ণই বহু মূর্তিতে আত্মপ্রকট করিয়া, বহু নর্তক হইয়াছিলেন। আর, বলরামের এই লীলায় রাসের প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণও নাই ; যেহেতু, তাহাতে শ্রীরাধা ছিলেন না। আবার, পূর্ববর্তী ১০-১৩-শ্লোকসমূহে যে-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও রাসের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণের অভাব। এ-স্থলে শ্রীরাধা ছিলেন বটে ; কিন্তু নায়ক-নায়িকার যে-সমস্ত আচরণের ব্যপদেশে সমস্ত ভক্তিরসের উৎসারণ হয়, সে-সমস্ত আচরণ এই লীলায় ছিল না। এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবলরামেরও সখাগণও উপস্থিত ছিলেন ; সখাদের সম্মুখে সে-সমস্ত আচরণ সম্ভব নহে। বস্তুতঃ, ১০-১৩-শ্লোকসমূহে বর্ণিত লীলা হইতেছে হোরিক্রীড়া, ইহা রাসক্রীড়া নহে। এইরূপে জানা গেল—গ্রন্থকার যাহাকে বলরামের রাস বলিয়াছেন, তাহা রাস-শব্দের মুখ্যার্থে যাহা বুঝায়, সেই পরমরসকদম্বময় রাস নহে। শ্রীশুকদেবও তাহাকে রাস বলেন

মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষ্মণ অবতারেই প্রকাশ। ৩০

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ আসন॥ ৩১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নাই। তবে রাস-শব্দের গৌণ অর্থে শ্রীবলরামের লীলাকে রাসলীলা বলা যায়। যে-স্থলে মুখ্য অর্থের সঙ্গতি থাকে না, সে-স্থলে মুখ্য অর্থের কোনও গুণকে অবলম্বন করিয়া যে-অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে গৌণ অর্থ। যেমন, লৌকিক জগতে, কোনও কোনও তেজস্বী এবং বিশেষ বিক্রমশালী লোককে পুরুষসিংহ বলা হয়; এ-স্থলে সিংহ-শব্দের মুখ্য অর্থের সঙ্গতি নাই; কেননা, সিংহ হইতেছে লাঙ্গুল-রোমবিশিষ্ট এবং অতিশয় পরাক্রমশালী একটি চতুষ্পদ পশু; যাঁহাকে পুরুষসিংহ বলা হয়, তিনি লাঙ্গুল-রোমবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশু নহেন, তিনি হইতেছেন দ্বিপদ মনুষ্য। তথাপি যে তাঁহাকে "সিংহ" বলা হয়, তাহার হেতু এই যে, অন্যান্য পশু অপেক্ষা সিংহের পরাক্রম যেমন অত্যধিক, তদ্রূপ সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার তেজোবিক্রম বেশী, তাঁহার বিক্রমের সহিত সিংহের বিক্রমের কিছু সাদৃশ্য আছে। "পুরুষ-সিংহ"-শব্দে "সিংহ"-শব্দের গৌণ অর্থ। তদ্রূপ বলরামের লীলতেও রাসলীলার গুণের কিছু সাদৃশ্য আছে। রাস হইতেছে সর্ব্বরসময়; যে-কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যে-কোনও লীলাতেই কোনও-না-কোনও রসের কিছু-না-কিছু উৎসারণ হয়; সুতরাং গৌণ অর্থে ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের যে-কোনও লীলাকেই রাসলীলা বলা যায়। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ গৌণ অর্থেই বলরামের লীলাকে রাসলীলা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। (রাসলীলা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌ. বৈ. দ. পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য)।

৩০। এক্ষণে শ্রীবলরামের স্বরূপ-তত্ত্ব বলা হইতেছে। **মূর্ত্তিভেদে** ইত্যাদি—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিভেদে (একরূপে) নিজেই দাস (ভক্ত) হইয়া থাকেন। "মূল ভক্ত-অবতার—শ্রীসঙ্কর্ষণ॥ চৈ. চ. ১৷৬৷৯৮॥" শ্রীসঙ্কর্ষণ (বলরাম) হইতেছেন মূল ভক্ত-অবতার। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই যে অনন্ত-ভগবৎস্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবলরামও এক স্বরূপ। এ-সমস্ত স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদেরও ভক্তভাব। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার॥ চৈ. চ. ১৷৬৷৯৭॥" সুতরাং সকল স্বরূপই ভক্ত-অবতার; কিন্তু শ্রীবলরামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তভাব বলিয়া তিনি হইতেছেন মূল ভক্ত-অবতার। যদি বলা যায় বলরামে যে ভক্তভাব বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরেই বলা হইয়াছে, **সে সব লক্ষ্মণ** (পাঠান্তরে লক্ষণ। "লক্ষণ"ই প্রকরণসঙ্গত পাঠ বলিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃ "লক্ষণ"-স্থলে "লক্ষ্মণ" হইয়াছে) ইত্যাদি—বলরামের ভক্তভাবের লক্ষণ অবতারেই (অর্থাৎ অবতার-কালেই, যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই প্রকাশ পাইয়াছে; তখন তিনি নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন; সেবা ভক্তভাবেরই লক্ষণ। যাঁহার ভক্তভাব নাই, তিনি সেবা করেন না। কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কতিপয় পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৩১-৩২। **সখা**—বলরাম সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। ব্রজে শিশুকাল হইতে

আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে, পায় সেই জনে॥ ৩২

তথাহি শ্রীযামুনমুনি-বিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৪০)—
নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাংগতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ॥ ১৪॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহারা পরস্পরের সখারূপে একসঙ্গে খেলা করিয়াছেন। **ভাই**—বলরাম বসুদেবের পুত্র, মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণও বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং বলরাম শ্রীকৃষ্ণের ভাই—বড় ভাই। বড় ভাইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বাৎসল্য ছিল; এই বাৎসল্যের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিয়াছেন। বলরামরূপেই তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা ও ভাই। অন্য রূপেও, অর্থাৎ ব্যজন-শয়নাদির রূপ ধারণ করিয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। **ব্যজন**—চামরাদি। **শয়ন**—শয্যা, বিছানা। **আবাহন**—আবাহন-শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—আহ্বান; এ-স্থলে এই অর্থের সঙ্গতি নাই। গরুড়াদিরূপেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বহন করিয়া থাকেন; পরবর্তী ৩৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। "আ-বাহন" মনে করিলে অর্থ হয়—আ—সম্যক্; সম্যক্ বাহন; বলরাম-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥ চৈ. চ. ১।৫।১০৬-৭॥" **যারে অনুগ্রহ-ইত্যাদি**—বলরাম যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণসেবা বা শ্রীকৃষ্ণসেবার এ-সমস্ত উপকরণ পাইতে পারেন। বলরাম যে ছত্র-চামরাদি রূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ১৪॥ অন্বয়॥ তব (তোমার) শেষতাং গতৈঃ (শেষতা-প্রাপ্ত) নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকোপধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ (নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, অংশুক—বসন, উপধান—বালিশ, ছত্র প্রভৃতিদ্বারা—এ-সমস্ত রূপে) শরীরভেদৈঃ (দেহভেদে) [অনন্তঃ ত্বাং সেবতে] (অনন্তদেব তোমার সেবা করেন)। জনৈঃ (লোকগণকর্তৃক) শেষঃ ইতি যথোচিতং ঈরিতে (তিনি যে শেষ-নামে উক্ত হয়েন, তাহা যথোচিতই)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার শেষতা-প্রাপ্ত—নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বসন, বালিশ, ছত্র-প্রভৃতি রূপ শরীরভেদে অনন্তদেব তোমার সেবা করিতেছেন। লোকগণ যে তাঁহাকে "শেষ"-নামে অভিহিত করেন, তাহা যথোচিতই (উপযুক্তই)। ১।১।১৪॥

ব্যাখ্যা। বলরাম যে ছত্র-পাদুকাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। **শেষতা**—শেষত্ব, উপকারিত্ব। "শেষত্বম্। উপকারিত্বম্। পারার্থ্যম্। পরোদ্দেশ্য-প্রবৃত্তিকত্বম্। যথা। শেষত্বমুপকারিত্বং দ্রব্যাদাবাহ বাদরিঃ। পারার্থ্যং শেষতা তচ্চ সর্ব্বেষ্বস্তীতি জৈমিনিঃ॥ ইত্যধিকরণমালায়াং মাধবাচার্য্যঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—পরের হিত বা প্রীতির নিমিত্ত, ছত্র-চামর-পাদুকাদিরূপে যে পরের উপকারিত্ব, যে-উপকারিত্বে স্বার্থবুদ্ধির

অনন্তের অংশে শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহেন কৃষ্ণ হই কুতুহলী॥ ৩৩
কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস, শুক, নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁর॥ ৩৪
সভার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্র-বদন প্রভু ভক্তিরসময়॥ ৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ঐকান্তিক অভাব, সেই উপকারিত্বই হইতেছে শেষত্ব বা শেষতা। ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণসেবার উপকরণ ছত্র-চামরাদিরূপে আত্মপ্রকট করার যোগ্যতাই হইতেছে শেষতা। রামানুজ-সম্প্রদায়ের "যতীন্দ্রমত-দীপিকা"-নামক গ্রন্থের অষ্টম অবতারের প্রারম্ভে "স্বতঃ শেষত্বে সতি"-বাক্যের প্রকাশ-নামা ব্যাখ্যাতেও তাহাই বলা হইয়াছে—"শেষত্বং চ যথেষ্ট-বিনিয়োগার্হত্বম্—ইচ্ছানুরূপভাবে নিজেকে বিনিয়োগের যোগ্যতাই হইতেছে শেষত্ব।" কোনও লোক শ্রীকৃষ্ণসেবার কোনও উপকরণরূপে নিজেকে রূপায়িত করার ইচ্ছা করিলেও তাহা করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীবলদেবের তাদৃশ সামর্থ্য বা যোগ্যতা আছে; এ-জন্য তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে ছত্র-চামরাদি যে-কোনও উপকরণরূপে আত্মপ্রকট করিতে পারেন। এই যোগ্যতা বা শেষতা তাঁহার আছে বলিয়াই তাঁহার একটি নাম "শেষ"। "কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥ চৈ চ. ১৷৫৷১০৭॥" শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরামের একটি নাম যে "শেষ", ভা. ১০৷২৷৮-শ্লোক হইতেও তাহা জানা যায়। আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিয়াছেন—"দেবক্যা জঠরে গতং শেষাখ্যং ধাম মামকম্। তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥ ভা. ১০৷২৷৮॥" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥ ভা.১০৷৩৷২৪॥"-বাক্যের ন্যায় বলদেবের শেষ-সংজ্ঞা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ॥ ৮৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৩। অনন্তদেব যে শ্রীকৃষ্ণের বাহন, একস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেন, বহনরূপ সেবা করেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। **অনন্তের অংশ**-ইত্যাদি—মহাবলী শ্রীগরুড় হইতেছেন অনন্ত-বলরামের অংশ; তিনিই স্বীয় এক অংশে গরুড়রূপে আত্মপ্রকট করিয়া পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেন। পূর্ববর্তী ৩১ পয়ারের টীকায় 'আবাহন'-শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৪-৩৫। **সনকাদি**—চতুঃসন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার; ব্রহ্মার মানসপুত্র, নিত্যবালকমূর্তি। **কুমার**—সনৎকুমার। **সনকাদি কুমার**—সনক হইতে কুমার (সনৎকুমার) পর্যন্ত চতুঃসন। অথবা, কুমার সনকাদি—চিরকুমার (অবিবাহিত) চতুঃসন। **শ্রীঅনন্ত মহাশয়**—শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৮৬ অনুচ্ছেদে 'বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ভা. ১০৷১৷২৪॥"-শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যিনি দেবকীর সপ্তমগর্ভ হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব হইতেছে স্বয়ং—অন্যনিরপেক্ষ; যেহেতু, তিনি স্বরাট্—স্বীয় প্রভাবেই বিরাজমান; অতএব তিনি অনন্ত—কাল-দেশ পরিচ্ছেদরহিত, অপরিচ্ছিন্ন। "শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। তস্য সঙ্কর্ষণত্বং স্বয়মেব, ন তু সঙ্কর্ষণবতারত্বেন ইত্যাহ—স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএবানন্তঃ কালদেশ-পরিচ্ছেদরহিতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ৮৬॥"

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব। মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥ ৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যিনি দেবকীর সপ্তমগর্ভ হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই যোগমায়া আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি হইতেছেন রোহিণীসুত মূল সঙ্কর্ষণ বলরাম। শ্রীজীবপাদের উক্তি হইতে জানা গেল—তিনিও, তাঁহারও একটি নামও—হইতেছে অনন্ত। কিন্তু এ-স্থলে অনন্ত-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে—কাল-দেশাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। **সহস্রবদন প্রভু**—পূর্বোদ্ধৃত ভা. ১০।১।২৪-শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন "য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি। যতো দেবঃ নানাকারতয়া দীব্যতীতি। তদুক্তং শ্রীযমুনাদেব্যা। 'রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥ (ভা. ১০।৬৫।২৮) ॥ ইতি ॥ একাংশেন শেষাখ্যেন ইতি (স্বামি-) টীকা চ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥ ৮৬ ॥ —যিনি (যে-বলরাম) শেষ-নামক সহস্রবদনও হইয়াছেন ; যেহেতু, তিনি 'দেব'—নানারূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরামই যে শেষ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীযমুনা দেবীর বাক্য হইতে তাহা জানা যায় ; যমুনা দেবী বলরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'হে রাম ! হে রাম ! হে মহাবাহো ! হে জগৎপতে ! যাঁহার এক অংশদ্বারা জগৎ বিধৃত হইয়া বিরাজিত, আমি সেই তোমার বিক্রম জানি না।' এ-স্থলে 'একাংশ'-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—'শেষ নামক অংশ'।" এইরূপে জানা গেল—যিনি সহস্রবদন, তাঁহারই নাম শেষ, তিনি ধরণী-ধারণ করিয়া আছেন এবং তিনি হইতেছেন শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরামের অংশ।

৩৬। **আদিদেব**—সেই সহস্রবদন অনন্ত বা শেষ হইতেছেন আদিদেব। "গায়ন্ গুণান্ দশ-শতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ভা. ২।৭।৪১ ॥ —সহস্রবদন আদিদেব শ্রীশেষ (সহস্রবদনে) শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ গান করিতেছেন, এখন পর্যন্ত অন্ত পায়েন নাই।" "স এব ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেবঃ ॥ ভা. ৫।২৫।৮ ॥" **মহাযোগী**—যোগেশ্বর, অনন্ত অলৌকিক প্রভাববিশিষ্ট। **ঈশ্বর**—ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব নহেন। শেষ হইতেছেন দুই রকমের, ঈশ্বরকোটি এবং জীবকোটি। "শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ। শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্ ॥ লঘুভাগবতামৃত ॥ ১৮০ ॥" এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—শেষ দ্বিবিধ, এক মহীধারী শেষ, আর এক ভগবানের শয্যারূপ শেষ। মহীধারী শেষ হইতেছেন সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার, জীবকোটি। 'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ল. ভা. ১।১৮ ॥ —জনার্দন জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশদ্বারা যে-সকল জীবে আবিষ্ট হয়েন, সে-সকল মহত্তম জীবকে আবেশাবতার বলে।" আর শয্যারূপ শেষ হইতেছেন ঈশ্বরকোটি, ঈশ্বরতত্ত্ব—জীবতত্ত্ব নহেন। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ ল. ভ. টীকায় লিখিয়াছেন—"শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ।" **বৈষ্ণব**—বিষ্ণুর সেবা করেন বলিয়া বৈষ্ণব। **মহিমার অন্ত ইত্যাদি**—অনন্তদেবের মহিমার অন্ত কেহ জানে না। "মহিমার অন্ত নাহি পায় যে এসব"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। পরবর্তী ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে যেন মতে বৈসেন পাতাল ॥ ৩৭
শ্রীনারদগোসাঞি তুম্বুরু করি সঙ্গে।
যে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে ॥ ৩৮

তথাহি (ভা. ৫।২৫।৯-১৩)—
উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতি-গুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ১৫ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৭। শ্রীঅনন্তদেবের সেবনের কথা বলিয়া এক্ষণে তাঁহার ঐশ্বর্যের কথা বলা হইতেছে। **ঠাকুরাল**—ঠাকুরালী, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য। **আত্মতন্ত্রে**—নিজের দ্বারা তন্ত্রিত হইয়া, স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে। অথবা, আত্মাধার; নিজে নিজের আধার হইয়াও স্বেচ্ছায় পাতালে বাস করেন (পরবর্তী ১৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩৮। **তুম্বুরু**—নারদের বীণাযন্ত্র, অথবা গন্ধর্ববিশেষ (ভা. ১০।২৫।৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। **ব্রহ্মা-স্থানে**—ব্রহ্মার সভায়। **শ্লোকবন্ধে**—শ্লোকাকারে। নারদ স্বীয় বীণাযন্ত্রে, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণের সহিত ব্রহ্মার সভায় অনন্তদেবের যশঃ কীর্তন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত উক্তির সমর্থনে ভাগবতের পাঁচটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ॥ ১৫ ॥ অন্বয়।। অস্য (ইহার, এই জগতের) উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-হেতবঃ (উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতুস্বরূপ) সত্ত্বাদ্যাঃ (সত্ত্ব-প্রভৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) প্রকৃতিগুণাঃ (প্রকৃতির বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার গুণসমূহ) যদীক্ষয়া (যাঁহার দৃষ্টির প্রভাবে) কল্পাঃ (স্ব-স্ব-কার্যসাধনে সমর্থ) আসন্ (হইয়াছে), যদ্রূপং (যাঁহার রূপ—স্বরূপ) ধ্রুবম্ (অনন্ত), অকৃতম্ (অনাদি), যৎ (যেহেতু) একম্ (এক হইয়াও তিনি) আত্মন্ (আত্মনি—নিজের মধ্যে) নানা (নানাবিধ কার্যপ্রপঞ্চ) অধাৎ (ধারণ করিয়াছেন) তস্য (তাঁহার—সেই ব্রহ্মরূপের) বর্ত্ম (তত্ত্ব) কথমুহ (কি প্রকারে) বেদ (লোক জানিতে পারে ? অর্থাৎ জানিতে পারে না)।

অনুবাদ।। (পাতালের মূলদেশে সহস্রশীর্ষা ভগবান্ অনন্তদেব বিরাজিত। ব্রহ্মার সভায় তুম্বুরুর সহিত নারদ যে-ভাবে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব তাহা বলিয়াছেন। যথা) যাঁহার (যে-অনন্তদেবের) দৃষ্টির প্রভাবে, এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণস্বরূপ সত্ত্বাদি (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই) প্রকৃতি-গুণত্রয় স্ব-স্ব-কার্যসাধনে সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, যাঁহার রূপ বা স্বরূপ হইতেছে অনন্ত এবং অকৃত (অনাদি। তাঁহার অনন্তত্বের হেতু এই যে) যে-হেতু, তিনি এক হইয়াও নিজের মধ্যে নানাবিধ কার্যপ্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব লোকে কিরূপে জানিতে পারে ? অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না। ১।১।১৫ ॥

ব্যাখ্যা। উৎপত্তি-স্থিতি-লয়হেতবঃ ইত্যাদি—প্রকৃতির বা জড়মায়ার তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। মহাপ্রলয়ে এই তিনটি গুণ থাকে সাম্যাবস্থায়। প্রকৃতি জড়রূপা বা অচেতনা বলিয়া তাহার এই তিনটি গুণও জড়—অচেতন—সুতরাং আপনা-আপনি কার্যসামর্থ্যহীন। সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্তদেব সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে ঈক্ষণ (দৃষ্টিপাত) করিলে প্রকৃতির—গুণত্রয়ের—সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তাহাতে

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যাম্
আদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥ ১৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রকৃতি বা গুণত্রয় চেতনের ন্যায় গতিশীল হয়; তাহার ফলেই এই বিশ্বের উৎপত্তি। বিশ্বও বস্তুতঃ গুণত্রয়ময়। দৃষ্টির সঙ্গে অনন্তদেব প্রকৃতিতে বা গুণত্রয়ে যে-চেতনাময়ী শক্তি সঞ্চারিত করেন, তাহার প্রভাবেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয় এবং সৃষ্টিও সম্ভব হয় এবং বিশ্বের স্থিতিও তাহারই ফল। তিনি সেই শক্তিকে যখন নিজের মধ্যে প্রত্যাহার করেন, তখন গুণত্রয় আবার সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়—ইহারই নাম লয় বা প্রলয়। এইরূপে দেখা গেল, এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু হইল প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়। **যদীক্ষয়া**—যাঁহার (যে-অনন্তদেবের) দৃষ্টিদ্বারা, অর্থাৎ দৃষ্টির সহিত সঞ্চারিত চেতনাময়ী শক্তির দ্বারা **সত্ত্বাদ্যাঃ**—সত্ত্বাদি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় **কল্পাঃ আসন্**—(কল্পাঃ) কার্য-সমর্থ (আসন্) হইয়াছে। পরবর্তী ৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যদ্রূপং**—যে-অনন্তদেবের রূপ বা স্বরূপ হইতেছে **ধ্রুবম্**—অনন্ত, দেশ-কালাদিতে অন্তহীন—সীমাহীন, সুতরাং সর্বব্যাপক এবং নিত্য। সেই রূপই আবার **অকৃতম্**—কৃত বা সৃষ্ট নহে; সুতরাং অনাদি, নিত্য। তিনি বা তাঁহার এই রূপ যে সীমাহীন, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি **একম্**—এক হইয়াও **আত্মন্**—আত্মনি, নিজের মধ্যে, **নানা**—নানাবিধ কার্যপ্রপঞ্চকে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে **অধাৎ**—ধারণ করিয়াছেন। "যদেকমেব আত্মনি স্বদেহরোমকূপ-প্রদেশেষু নানাকার্যপ্রপঞ্চং অধাৎ দধার পুপোষ॥ টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। —তিনি স্বীয় দেহস্থ রোমকূপসমূহে সৃষ্টপ্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া পোষণ করিয়াছেন।" এতাদৃশ অনন্তদেবের মহিমা কে জানিতে পারে?

শ্লো ॥ ১৬ ॥ অন্বয় ॥ যত্র (যাঁহাতে—যে-ভগবান্ অনন্তদেবে) সৎ অসৎ ইদং (স্থূল সূক্ষ্মাত্মক বা কার্যকারণাত্মক এই বিশ্ব) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছে, সেই কার্যকারণাত্মক ভগবান্) নঃ (আমাদের—আমাদের ন্যায় তাঁহার সেবক বা ভক্তদিগের প্রতি) পুরুকৃপয়া (বহুকৃপাবশতঃ) সংশুদ্ধং (সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ—মায়াস্পর্শশূন্য, বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক) সত্ত্বং (মূর্তি—বিগ্রহ) বভার (প্রকটিত করিয়াছেন)। উদারবীর্য্যঃ (মহাবীর্যশালী) মৃগপতিঃ (সিংহ—সিংহের ন্যায়) স্বজনমনাংসি (স্বজনদিগের চিত্তসমূহকে) আদাতুং (বশীকরণের নিমিত্ত) অনবদ্যাং (অনিন্দনীয়) যৎ লীলাং (যে-ভগবানের লীলাকে) আদদে (তিনি অনুষ্ঠান করিয়াছেন) [তস্মাৎ অন্যং কং আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ—মুমুক্ষুগণ তাঁহাব্যতীত আর কাহার শরণ গ্রহণ করিবেন?]

অনুবাদ। যাঁহাতে স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক (কার্য-কারণাত্মক) এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, তিনি আমাদের ন্যায় তাঁহার সেবকদিগের প্রতি বহু কৃপাবশতঃ তাঁহার বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি মৃগপতি সিংহের ন্যায় মহাবীর্যশালী। তাঁহার স্বজনদিগের (ভক্তদিগের) চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বশীভূত করার নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনবদ্য (অনিন্দনীয়, অতি পবিত্র) লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। (মুমুক্ষুগণ তাঁহাব্যতীত আর কাহার শরণ গ্রহণ করিবেন?) ১।১।১৬॥

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাৎ
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্ বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ১৭ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যাখ্যা। মুক্তিকামীরা শ্রীঅনন্তদেবের সেবা করেন কেন, এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। **সৎ অসৎ ইদম্**—স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক বা কার্য-কারণাত্মক এই বিশ্ব। **সৎ**—যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব দেখা যায়—সুতরাং স্থূল, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব। **অসৎ**—যাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না; দৃশ্যমান্ বিশ্বরূপে পরিণত হওয়ার পূর্বাবস্থা—সূক্ষ্মাবস্থা। বিশ্বের সেই সূক্ষ্মরূপই স্থূলরূপে পরিণত হয় বলিয়া সূক্ষ্মরূপ হইল কারণ এবং স্থূলরূপ হইল কার্য। এতাদৃশ কার্য-কারণাত্মক এই বিশ্ব সেই অনন্তদেবে অধিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁহার মহিমা অদ্ভুত। পরবর্তী ৪৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সংশুদ্ধং সত্ত্বং**—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক। **সত্ত্ব**—শ্রীবিগ্রহ। তিনি নিরাকার নহেন, তাঁহার আকার বা বিগ্রহ আছে। কিন্তু সেই বিগ্রহ প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় পঞ্চভূতাত্মক নহে, পরন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। **সংশুদ্ধ**—সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ; জড়রূপা প্রকৃতির তিনটি গুণই অশুদ্ধ; এমন কি, এই তিনটি গুণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে-সত্ত্বগুণ, জড় বলিয়া তাহাও অশুদ্ধ। সুতরাং রজস্তমোগুণ-বিবর্জিত প্রাকৃত সত্ত্বকেও সংশুদ্ধ—সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ—বলা যায় না। এ-স্থলে সংশুদ্ধ-শব্দে বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বুঝায়; বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইতেছে চিচ্ছক্তির বিলাস। অনন্তদেবের শ্রীবিগ্রহ হইতেছে—মায়াতীত, বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক, সচ্চিদানন্দ। ভক্তদিগের প্রতি অশেষ-কৃপাবশতঃ তিনি তাঁহার এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন—ভক্তদের ধ্যানের সুবিধার নিমিত্ত। ইহাদ্বারা তাঁহার অসাধারণ কৃপা সূচিত হইল। তিনি **উদারবীর্য্যঃ**—মহাপ্রভাবশালী। কি রকম? **মৃগপতিঃ ইব**—মৃগপতি সিংহের ন্যায়। ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মৃগপতিঃ শ্রীবরাহদেবঃ। জহাস চাহো বনগোচরো মৃগ ইতি (ভা. ৩।১৮।২) তত্রাপি মৃগ প্রয়োগাৎ। যস্য লীলাং পৃথিবীধারণ-লক্ষণাং আদদে স্বীকৃতবান্ ইতি পরমমাহাত্ম্যং দর্শিতম্ ॥—এ-স্থলে মৃগপতি-শব্দে শ্রীবরাহদেবকে বুঝাইতেছে। 'জহাস চাহো'-ইত্যাদি ভা. ৩।১৮।২-শ্লোকেও বরাহদেব-প্রসঙ্গে মৃগ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীঅনন্তদেবও শ্রীবরাহদেবের পৃথিবী-ধারণরূপ লীলা অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহাদ্বারা অনন্তদেবের পরম-মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে।" মৃগপতি-শব্দের এক অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মৃগ্যন্ত ইতি মৃগাঃ কামপ্রদাঃ, তেষাং পতির্মুখ্যঃ ॥—অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যাহার অনুসন্ধান করা হয়, তাহাকে মৃগ বলে—কামপ্রদ, অভীষ্টপ্রদ। তাদৃশ কামপ্রদদিগের পতি বা মুখ্য যিনি, তিনি মৃগপতি।" অনন্তদেব হইতেছেন—অভীষ্টদাতাদের মধ্যে মুখ্য, শ্রেষ্ঠ। ইহাও কৃপার ন্যায় তাঁহার একটি ভজনীয় গুণ। **স্বজন-মনাংসি** ইত্যাদি—সেই অনন্তদেব আবার তাঁহার স্বজনদিগের, ভক্তদিগের, চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় বশে আনয়ন করার নিমিত্ত নিজের পবিত্র লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ভক্তবাৎসল্যরূপ ভজনীয় গুণ সূচিত হইতেছে। যাঁহারা মুক্তি-কামনা করেন, এতাদৃশ ভজনীয় গুণের নিধি শ্রীঅনন্তদেবব্যতীত আর কাহার শরণ তাঁহারা গ্রহণ করিবেন?

শ্লো॥ ১৭॥ অন্বয়॥ যন্নাম (যাঁহার—যে-অনন্তদেবের—নাম) শ্রুতং (সাধুগুরুবর্গের নিকটে

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরি-সরিৎ-সমুদ্র-সত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ১৮ ॥

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥ ১৯ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রুতি হইয়া) অকস্মাৎ বা (অথবা অকস্মাৎ) আর্ত্তঃ বা (অথবা আর্ত বা ক্লিষ্ট হইয়া) প্রলম্ভনাৎ বা (অথবা উপহাসচ্ছলেও) পতিতঃ (মহাপাতকী জনও) যদি (যদি) অনুকীর্ত্তয়েৎ (উচ্চারণ বা কীর্তন —করে) [তর্হি—তাহা হইলে যাঁহার নাম] নৃণাম্ (লোকদিগের) অশেষং (অশেষ) অংহঃ (পাপকে) হন্তি (বিনাশ করে), ভগবতঃ শেষাৎ (সেই ভগবান্ শেষ—অনন্তদেব—হইতে) অন্যং (অন্য) কং (কাহাকে) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকামী) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবেন ?)

অনুবাদ। সাধু-গুরুবর্গের নিকটে, বা অন্যের নিকটে শুনিয়াই হউক, অকস্মাৎ বা যদৃচ্ছাক্রমেই হউক, অথবা কোনও কারণে আর্ত বা ক্লিষ্ট হইয়াই হউক, কিংবা পরিহাসচ্ছলেই হউক, মহাপাতকীও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত পাপ নিঃশেষে বিনষ্ট হয়, মুক্তিকামী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শেষদেবব্যতীত অন্য কাহার শরণ গ্রহণ করিবেন ? ১।১।১৭ ॥

ব্যাখ্যা। পূর্বশ্লোকে ভগবান্ শেষদেবের করুণা ও ভক্তবাৎসল্যের কথা বলিয়া এই শ্লোকে তাহার নামের অসাধারণ মহিমার কথা বলা হইয়াছে। যে-কোনও ভাবে তাঁহার **নাম উচ্চারণ** করিলেই তৎক্ষণাৎ মহাপাতকী ব্যক্তিরও সমস্ত পাপ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। এ-স্থলে **স্মরণ রাখিতে** হইবে—যে-কোনও ভাবে নাম উচ্চারণ করিলেই নামাপরাধ দূরীভূত হয় না। ১।১।১৭ ॥

শ্লো ॥ ১৮ ॥ অন্বয় ॥ আনন্ত্যাৎ (অপরিমেয়তা-হেতু) অবিমিত-বিক্রমস্য (অপরিমিত-বিক্রম-বিশিষ্ট] ভূম্নঃ (বিভু) সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ (সহস্রশীর্ষা অনন্তদেবের) মূর্দ্ধনি (একটি মস্তকেই) সগিরিসরিৎ-সমুদ্রসত্ত্বং (গিরি, নদী, সমুদ্র ও সমস্ত প্রাণীর সহিত) ভূগোলং (ভূলোক—ভূমণ্ডল) অণুবৎ (একটি অণুর ন্যায়) অর্পিতং (অর্পিত রহিয়াছে)। সহস্রজিহ্বঃ (সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) বীর্য্যাণি (সেই অনন্তদেবের বীর্যসমূহ) গণয়েৎ (গণনা করিতে পারে ?)।

অনুবাদ। স্বরূপে অরিমেয়ত্ব-হেতু যাঁহার বিক্রমও অপরিমেয়, সেই বিভু সহস্রশীর্ষা ভগবান্ অনন্তদেবের একটিমাত্র মস্তকেই গিরি, নদী, সমুদ্র ও প্রাণিগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে —তাহাও অণুবৎ (অর্থাৎ তাঁহার মস্তকের কোন্ স্থানে এই ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা তিনি উপলব্ধিও করিতে পারেন না)। সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-ই বা তাঁহার বীর্যসমূহের গণনা করিতে পারেন ? অর্থাৎ কেহই পারেন না, সহস্র জিহ্বায়ও তাঁহার গুণ-মহিমাদি কীর্তন করিয়া শেষ করা যায় না। ১।১।১৮ ॥ (ব্যাখ্যা অনাবশ্যক)।

শ্লো ॥ ১৯ ॥ অন্বয় ॥ এবংপ্রভাবঃ (এতাদৃশ প্রভাববিশিষ্ট) **দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ (যাঁহার** বীর্য বা বল অন্তহীন, যাঁহার গুণ এবং প্রভাবও অপরিসীম, তাদৃশ) আত্মতন্ত্রঃ (আত্মাধার—যিনি নিজেই

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিজের আধার, সুতরাং যিনি সর্বতোভাবে স্বরাট্‌—স্বাধীন, তাদৃশ) যঃ ভগবান্ অনন্তঃ (যেই ভগবান্ অনন্তদেব) রসায়াঃ মূলে (রসাতলের মূলে) স্থিতঃ (অবস্থান করিয়া) স্থিতয়ে (পৃথিবীর স্থিতির বা পরিপালনের নিমিত্ত) লীলয়া (অনায়াসে) ক্ষ্মাং (পৃথিবীকে) বিভর্ত্তি (ধারণ করিয়া আছেন)।

অনুবাদ। এতাদৃশ (পূর্ব-শ্লোক-কথিত) প্রভাববিশিষ্ট অনন্ত বা অপরিমিত বল-সম্পন্ন এবং অপরিমিত গুণ ও প্রভাববিশিষ্ট, সেই ভগবান্ অনন্তদেব নিজেই নিজের আধার হইয়াও রসাতলের মূল দেশে অবস্থিত থাকিয়া, এই পৃথিবীর পরিপালন বা রক্ষণের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে (অনায়াসে) পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন (পৃথিবীর আধার হইয়াছেন)। ১৷১৷১৯ ॥

ব্যাখ্যা। শ্রীধর স্বামিপাদ **আত্মতন্ত্র**-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—আত্মাধার (নিজেই নিজের আধার)। **মূলে রসায়াঃ**—রসাতলের মূলদেশে (অনন্তদেব অবস্থিত)। গর্ভোদকশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মের নালে চতুর্দশ ভুবন, বা চতুর্দশ লোক। তন্মধ্যে উপরের সাতটি লোক হইতেছে—ভূর্লোক (ধরণী), ভুবর্লোক, স্বর্লোক বা স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক (ব্রহ্মার লোক)। সত্যলোক সর্বোপরি এবং ভূর্লোক সর্বনিম্নে। আর ভূর্লোকের নিম্নে সপ্ত পাতাল,—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল। পাতাল সর্বনিম্নে, তাহার উপরে রসাতল। ভা ২৷১৷২৬-২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকপঞ্চকে অনন্তদেবের যে-বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার-ভাবেই বুঝা যায়—ভূধারী অনন্তদেব হইতেছেন ঈশ্বর-তত্ত্ব। কবিরাজ-গোস্বামীও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর কথা বলিয়া তাহার পরে বলিয়াছেন—"সেই বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) শেষ-রূপে ধরেন ধরণী। কাহাঁ আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি॥ সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল। সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল॥ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার। যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ-আকার॥ সেই অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার। চৈ. চ. ১৷৫৷১০০-১০৩॥" এই বিবরণ হইতেও জানা গেল, মহীধারী শেষ-নামক সহস্রফণ অনন্তদেব হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের অংশ এবং ক্ষীরোদশায়ী ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার অংশ অনন্তদেবও ঈশ্বর-তত্ত্ব। কিন্তু ৩৬-পয়ারের টীকায় ল.ভা.-প্রমাণের অনুসরণে বলা হইয়াছে, ভূ-ধারী শেষ হইতেছেন সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার—জীবতত্ত্ব। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে জীবতত্ত্ব আবেশাবতার-কথন-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু অনন্তদেবকে এবং শেষকে আবেশাবতার বলিয়াছেন। কাহার মধ্যে কোন্ শক্তির আবেশ, তাহা ব্যক্ত করিতে যাইয়া প্রভু বলিয়াছেন—"ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি, অনন্তে ভূ-ধারণ-শক্তি॥ শেষে স্ব-সেবন শক্তি। চৈ. চ. ২৷২০৷৩০৯-১০॥" ইহার সমাধান এই হইতে পারে যে—যে-কল্পে ভূ-ধারণ-শক্তি ধারণ করিবার মতন যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে তাঁহাতেই ভূ-ধারণ-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে অনন্তদেব করিয়া তাঁহা-দ্বারা মহী ধারণ করাইয়া থাকেন: তিনি জীবকোটি অনন্ত। আর, যে-কল্পে তাদৃশ মহত্তম জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই অনন্তরূপে মহী ধারণ করিয়া থাকেন; এই অনন্তদেব হইতেছেন—ঈশ্বর-কোটি। এইরূপ সমাধান বিচারসহ কিনা, তাহা সুধীগণের বিচার্য। ইহা

শ্লোকার্থ

স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃপুন ॥ ৩৯
অদ্বিতীয় রূপ, সত্য, অনাদি, মহত্ত্ব।
তথাপি অনন্ত হয়ে, কে বুঝে সে তত্ত্ব ॥ ৪০
শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়ে।
যে বিগ্রহে সভার প্রকাশ স্থলীলায়ে ॥ ৪১
যাঁহার তরঙ্গ শিখি, সিংহ মহাবলী।
নিজ জন মনোরঞ্জে হই কুতূহলী ॥ ৪২
যে অনন্তনামের শ্রবণ-সঙ্কীর্ত্তনে।
যে-তে-মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে ॥ ৪৩
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে ॥ ৪৪
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্বজীবের উদ্ধার ॥ ৪৫
অনন্তা পৃথিবী, গিরি-সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরয়ে শিরে, পালন করিতে ॥ ৪৬
সহস্র-ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্তবিক্রম না জানয়ে 'আছে' হেন ॥ ৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিচারসহ হইলে ব্রহ্মার ন্যায়, অনন্তদেবও হইবেন দুই রকম—জীবকোটি এবং ঈশ্বরকোটি।

৩৯-৪১। গ্রন্থকার এক্ষণে ৩৯-৪৮ পয়ার-সমূহে উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকসমূহের মর্ম প্রকাশ করিতেছেন। তন্মধ্যে ৩৯-পয়ারে **স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়** ইত্যাদি বাক্যে পূর্ববর্তী ১৫শ-শ্লোকের প্রথমার্ধের মর্ম বলা হইয়াছে। **অদ্বিতীয় রূপ**—দুই রকম বস্তু আছে, চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু এবং জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তু। ভগবৎস্বরূপ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ—চিদ্‌বস্তু; চিদ্‌বস্তু হইতে দ্বিতীয় বা ভিন্ন বস্তু হইতেছে—জড়বস্তু—মায়া। অনন্তদেবের রূপ বা বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ বা চিদ্‌বস্তু বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়—দ্বিতীয় বস্তু মায়া তাঁহাতে নাই। তিনি মায়াতীত, অপ্রাকৃত; চিন্ময়। **সত্য**—নিত্য। ৪০-পয়ারের প্রথমার্ধে, ১৫শ-শ্লোকের "যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং"-অংশের মর্ম ব্যক্ত করা হইয়াছে। **তথাপি অনন্ত হয়ে**—তাঁহার রূপ বা আকার আছে; তথাপি তিনি অনন্ত—দেশ-কালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য, সর্বব্যাপক।—বস্তুতঃ তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। **তত্ত্ব**—১৫-শ্লোককথিত "বর্ত্ম"। **শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি**—১৬শ শ্লোকস্থ "সংশুদ্ধং সত্ত্বম্"। **সভার প্রকাশ**—কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বের প্রকাশ—১৬শ-শ্লোকের "সদসদিদম্"। **স্থলীলায়ে**—অবলীলাক্রমে, অনায়াসে।

৪২। ১৬শ-শ্লোকের "যল্লীলাং"-ইত্যাদি দ্বিতীয়ার্ধের মর্ম এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্লোকস্থ "মৃগপতি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সিংহ। **যাঁহার তরঙ্গ**—যে-অনন্তদেবের লীলা-সমুদ্রের তরঙ্গ—অতি ক্ষুদ্র এক অংশ। **শিখি**—শিক্ষা করিয়া। **কুতুহলী**—উৎসুক। "মহাবলবান্ সিংহ কুতূহল বা ঔৎসুক্য সহকারে যাহার তরঙ্গ (ভঙ্গী বা লীলা) শিক্ষা করিয়া নিজ জনের মনোরঞ্জন করে। অ. প্র.।"

৪৩-৪৫। এই তিন পয়ারে ১৭শ-শ্লোকের মর্ম বলা হইয়াছে। **বন্ধ**—সংসার-বন্ধন। **ছিণ্ডে**—ছিঁড়িয়া যায়, বিনষ্ট হয়। **শেষ বই**—ভগবান্ শেষব্যতীত।

৪৬-৪৭। এই দুই পয়ারে ১৮শ-শ্লোকের মর্ম বলা হইয়াছে। **বিন্দু যেন**—শ্লোকস্থ "অণুবৎ"। **বিন্দু**—অতি ক্ষুদ্র এবং ভারহীন বস্তু।

সহস্র-বদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥ ৪৮

শ্রীরাগঃ
কি আরে রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর,
আনন্দে দেখিছে ॥ ধ্রু ॥ ৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৮। শেষ-নামক অনন্তদেব তাঁহার সহস্রবদনে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-যশঃ কীর্তন করিতেছেন। "সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান। নিরবধি গুণ গান—অন্ত নাহি পান॥ সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমমুখে॥ চৈ. চ. ১৷৫৷১০৪-৫ ॥"

৪৯। **রাম-গোপালে**—রাম এবং গোপাল—এই উভয়ের মধ্যে। এ-স্থলে 'রাম'-শব্দে বলরামকে এবং 'গোপাল'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। **বাদ লাগিয়াছে**—প্রতিযোগিতা চলিতেছে। **সুর**—দেবতা। **সিদ্ধ**—দেবযোনি-বিশেষ। **মুনীশ্বর**—শ্রেষ্ঠ মুনি। **কি আরে**—ওহে! কি অদ্ভুত ব্যাপার, দেখ। গ্রন্থকার পরমানন্দের উচ্ছ্বাসবশতঃ ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"ওহে ভক্তবৃন্দ! দেখ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কি সেই অদ্ভুত ব্যাপার? শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়ে প্রতিযোগিতা করিতেছেন; আর, ব্রহ্মা, রুদ্রাদি পরমানন্দে তাহা দর্শন করিতেছেন।" কোন্ বিষয়ে রাম-গোপালের প্রতিযোগিতা? শ্রীকৃষ্ণের যশের বিষয়ে। কি রকম? মহীধর অনন্ত-রূপে সহস্র বদনে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের যশঃ কীর্তন করিতেছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যশঃ তো অনন্ত—অসীম-সমুদ্রের তুল্য; সেই যশঃ-সমুদ্রে সন্তরণ করিতে করিতে বলরাম সমুদ্রের তীরের দিকে ধাবিত হইতেছেন; এদিকে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার যশঃ-সমুদ্রকে বর্ধিত করিয়া দিতেছেন। বলরামের প্রয়াসেরও বিরাম নাই, যশঃ-সমুদ্রের বর্ধনে শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াসেরও বিরাম নাই; উভয়ে যেন পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। মর্ম হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের যশঃ অনন্ত—অসীম; অনন্তদেব অনাদিকাল হইতে সহস্রবদনে কীর্তন করিয়াও তাহা শেষ করিতে পারিতেছেন না।

পূর্ববর্তী ৬-পয়ারের টীকায়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে—মহীধর সহস্রবদন অনন্তদেব বা শেষ-দেব হইতেছেন শ্রীবলরামের অংশ-কলারও অংশ-কলা। সুতরাং সহস্রবদন অনন্তদেবের কৃষ্ণযশোগানও শ্রীবলরামেরই কৃষ্ণযশোগান—অনন্তদেবরূপে শ্রীবলরামই কৃষ্ণযশঃ কীর্তন করিতেছেন। আবার পূর্ববর্তী ৬-পয়ারের টীকা হইতে হইাও জানা যায় যে, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুও বলরামের এক অংশ এবং তাঁহার ঈক্ষণেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়, সত্ত্বাদি গুণত্রয় কার্যসামর্থ্য লাভ করে এবং কারণার্ণবশায়ী "পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ॥ পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাসসহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে॥ চৈ. চ. ১৷৫৷৬০-৬১ ॥" ব্রহ্মসংহিতার "যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য-ইত্যাদি ৫৷৪৮-বাক্য" এবং "ক্বাহং তমোমহদহং-ইত্যাদি ভা. ১০৷১৪৷১১-বাক্য" হইতেও তাহা জানা যায়। সুতরাং বলরামের অংশবিশেষ কারণার্ণবশায়ী পুরুষই হইতেছেন প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা এবং তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের প্রকাশ। পূর্ববর্তী ১৫-শ্লোকে অনন্তদেবকে যে প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্তা বলা হইয়াছে এবং ১৬-শ্লোকে যে বলা

গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ কারু নাহি—দোঁহে বলবন্ত॥ ৫০
অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ—অন্ত নাহি দেখে॥ ৫১
লাগ বলি যায় বেগে সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাঢ়ে॥ ৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছে—অনন্তদেব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ, কারণার্ণবশায়ী ও অনন্তদেবের—অংশী ও অংশের—অভেদ-বিবক্ষাতেই তাহা বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী ১৫শ শ্লোকের (অর্থাৎ ভা. ৫।২৫।৯-শ্লোকের) টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"কল্পাঃ স্ব স্ব কার্য্যসমর্থাঃ যদীক্ষয়ৈব আসন্ যাবৎ পুরুষস্য প্রকৃতিবীক্ষণং নাসীৎ তাবৎ প্রকৃতিগুণাঃ সত্ত্বাদ্যা মহত্তত্ত্বাদীনাং উৎপত্ত্যাদিষু ন সমর্থা অভূবন্নিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ যে পর্যন্ত পুরুষের (কারণার্ণবশায়ী পুরুষের) প্রকৃতিবীক্ষণ (প্রকৃতির বা সাম্যাবস্থাপন্না মায়ার প্রতি দৃষ্টি) না হয়, সে পর্যন্ত সত্ত্বাদিগুণত্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তত্ত্বাদি পর্যন্ত মায়ার গুণসমূহ সৃষ্টিবিষয়ে সমর্থ হয় না। এইরূপে জানা গেল—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের দৃষ্টিতেই সত্ত্বাদি মায়িক গুণসমূহ সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে।

৫০। **শ্রীযশের**—শ্রীকৃষ্ণের যশের। **জয়ভঙ্গ**—জয়ের ভঙ্গ, অর্থাৎ পরাজয়। **দোঁহে বলবন্ত**—৪৯-পয়ারোক্ত রাম ও গোপাল, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়েই বলবন্ত—মহাশক্তিশালী। শ্রীকৃষ্ণের যশোগানেও বলরামের বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, এতাদৃশী তাঁহার অদ্ভুত শক্তি। আবার স্বীয় যশের বর্ধন-ব্যাপারেও শ্রীকৃষ্ণের বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, এতাদৃশী তাঁহার অদ্ভুত শক্তি। কাহারও বিরাম নাই বলিয়া কাহারও পরাজয়ও নাই।

৫১। **অদ্যাপিহ**—অনাদিকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্তও। **গায়েন চৈতন্য-যশ**—শ্রীচৈতন্য-দেবও তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণই; সুতরাং শ্রীচৈতন্যের যশও শ্রীকৃষ্ণযশই। অনন্তদেব সহস্রবদনে শ্রীচৈতন্যের যশও কীর্তন করিতেছেন। পূর্ববর্তী ৭-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৫২। **লাগ**—লাগ পাওয়ার যোগ্য, সান্নিধ্য। **বেগে**—দ্রুতগতিতে। **সিন্ধু**—শ্রীচৈতন্যের যশের সমুদ্র। শ্রীচৈতন্যের যশ হইতেছে অনন্ত—অসীম সমুদ্রের তুল্য। অনন্তদেব তাহাতে সাঁতার দিতেছেন, অর্থাৎ সহস্রবদনে যশঃকীর্তন করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, এক্ষণেই যেন তীরের লাগ পাইবেন, তিনি যেন তীরের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তিনি আরও তীব্রবেগে সাঁতার দিতেছেন—শীঘ্রই যেন তীরে উপনীত হইতে পারেন—যশের শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারেন। কিন্তু যশের সিন্ধুও **অধিক অধিক বাঢ়ে**—অধিক অধিক রূপে বর্ধিত হইতেছে; এজন্য অনন্তদেব যশঃ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইতে পারিতেছেন না; যশঃ-সমুদ্র এমনই বর্ধিত হইয়াছে যে অনন্তদেব তাহার তীরও দেখিতে পাইতেছেন না—"অন্ত নাহি দেখে"। "লাগ বলি যায়"-স্থলে "নাগ বলী ধায়"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ, নাগ—সর্প। বলী—বলবান্। নাগ বলী ধায়—বলবান্ নাগ (সর্প—সর্পরূপী অনন্তদেব) যশঃ-সমুদ্রের তীরের দিকে ধাবিত হয়েন। অনন্তদেবও যে শ্রীকৃষ্ণ-যশের অন্ত পায়েন না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ২।৭।৪১) নারদং প্রতি
ব্রহ্মবাক্যম্—
নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ॥
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ ২০ ইতি।

পালন-নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছে মহাশক্তিধর নিজ-কুতূহলে॥ ৫৩
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তুম্বুরু-বীণা-সনে॥ ৫৪
ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই নারদ পূজিত সর্ব্বস্থানে॥ ৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো॥ ২০॥ অন্বয়॥ পুরুষস্য (এই পুরুষের—পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের) মায়াবলস্য (মায়াশক্তির) অন্তং (সীমা) অহং ন বিদামি (আমি জানি না), তে (তোমার) অগ্রজাঃ (অগ্রজ) অমী (এই সকল) মুনয়ঃ (সনকাদি মুনিগণও) [ন বিদন্তি—জানেন না], দশ-শতাননঃ (সহস্রবদন) আদিদেবঃ (আদিদেব) শেষঃ (শেষ—অনন্তদেব) অস্য (এই পরম-পুরুষের) গুণান্ (গুণ-সমূহ—মাহাত্ম্যসমূহ) গায়ন্ (গান করিতে করিতে) অধুনাপি (আজি পর্যন্তও) পারং (অন্ত) ন সমবস্যতি (পাইতেছেন না)। যে (যাহারা) অবরে (অন্য লোক, তাহারা) কুতঃ (কিরূপে তাহা জানিতে পারিবে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা নারদের নিকটে বলিয়াছেন—হে নারদ! এই পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের (চিচ্ছক্তির প্রভাবের কথা দূরে) মায়াশক্তির প্রভাবের অন্তও আমি জানি না। তোমার অগ্রজ এই সনকাদি মুনিগণও তাহা অবগত নহেন। সহস্রবদন আদিদেব 'শেষ—অনন্তদেব', তাঁহার গুণসমূহ গান করিতে করিতে (অনাদিকাল হইতে গান করিতেছেন, তথাপি) এখন পর্যন্ত পার পাইতেছেন না। এই অবস্থায় অন্যেরা তাহা কিরূপে জানিতে পারিবে? ১।১।২০॥

ব্যাখ্যা। শ্লোকস্থ **"মায়াবলস্য"**-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—**"পুরুষস্য যন্মায়াশক্তের্বলংতস্যাপ্যন্তং ন বেদ্মি কিমুত চিচ্ছক্তেরিতিভাবঃ।** —এই পুরুষের যে (জড়রূপা বহিরঙ্গা) মায়াশক্তি, তাহার বল বা প্রভাবও আমি জানি না, তাঁহার চিচ্ছক্তির (বা স্বরূপ-শক্তির) কথা আর কি বলিব?" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"তত্র মায়িকামায়িকত্বেনোভয়বিধানামপি বীর্যাণামানন্ত্যমাহ নান্তমিত্যর্দ্ধাভ্যাম্॥—এই পুরুষের মায়িক বীর্যও (মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত বীর্যও) আছে, অমায়িক (মায়াস্পর্শশূন্যা চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত) বীর্যও আছে। এই উভয় প্রকার বীর্য বা প্রভাবই যে অনন্ত (অসীম) তাহাই, এই "নান্তং বিদামি"-ইত্যাদি শ্লোকার্ধে বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৩। **প্রভু**—অনন্তদেব। **পালন-নিমিত্ত**—জগতের রক্ষার নিমিত্ত। **রসাতলে**—রসাতলের মূলদেশে। **নিজ কুতুহলে**—কুতূহলবশতঃ নিজেই। পূর্ববর্তী ১৮শ-শ্লোকের মর্ম এই পয়ারে কথিত হইয়াছে।

৫৫। **ইহা গাই** (গান করিয়া) ইত্যাদি—সর্বত্র সর্বদা ভগবদ্‌গুণ গান করেন বলিয়া নারদ সর্বস্থানে পূজিত হয়েন।

কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত-প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥ ৫৬

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক্ নিতাইচাঁদেরে ॥ ৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৬। **অনন্ত-প্রভাব**—অনন্তদেবের প্রভাব। **হেন প্রভু নিত্যানন্দে** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী কতিপয় ভাগবত-শ্লোকে এবং কতিপয় পয়ারে অনন্তদেবের মহিমার কথা, করুণার কথা, ভক্তবাৎসল্যের কথা, শরণীয়তার কথাদি বলা হইয়াছে এবং তাঁহার তত্ত্ব যে কেহ জানিতে পারে না, তাহাও (১৫শ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। কিন্তু এই অনন্তদেব হইতেছেন শ্রীবলরামের এক অংশমাত্র। যাঁহার এক অংশরূপ অনন্তদেবেরই এতাদৃশ মহিমা, সেই বলরামের মহিমা যে কি অপূর্ব এবং অদ্ভুত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আবার, এই বলরামই গৌরলীলার নিত্যানন্দ। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই।" শ্রীপাদ বল্লভ ভট্টের নিকটে মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ চৈ. চ. ৩।৭।১৭॥"—নিত্যানন্দ সাধারণ জীব নহেন, আবেশাবতার—জীব-তত্ত্বও নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—ঈশ্বর-তত্ত্ব। নিত্যানন্দ যে ব্রজের বলরাম, মহাপ্রভু নিজেও তাহা ভক্তবৃন্দের নিকট জানাইয়াছেন (মধ্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বলরাম যে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ—সুতরাং সাক্ষাৎ ঈশ্বর—তাহা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকট মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ—সব কৃষ্ণের সমান॥ চৈ. চ. ২।২০।১৪৫॥" সেই বলরামই যখন গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ, তখন নিত্যানন্দও হইতেছেন শ্রীগৌরের বৈভব-প্রকাশ—সুতরাং "সাক্ষাৎ ঈশ্বর"। আবার বলরামের এক অংশ-স্বরূপ অনন্তদেবের শরণও যখন মুমুক্ষুগণের পক্ষে আবশ্যক (১৭শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), তখন শ্রীবলরামের এবং নিত্যানন্দরূপ বলরামেরও শরণ গ্রহণ যে অপরিহার্য, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে? এজন্যই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—হেনপ্রভু **নিত্যানন্দে কর অনুরাগ**—শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রীতি পোষণ কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাহা হইলেই কৃতার্থ হইতে পারিবে। "হেনপ্রভু নিত্যানন্দ"-স্থলে "ইহা জানি শ্রীঅনন্তে"-পাঠান্তর। অর্থ—ইহা জানিয়া শ্রীঅনন্তরূপ নিত্যানন্দে (কর অনুরাগ)।

৫৭। নিত্যানন্দে অনুরাগের ফল কি, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে। **সংসারের পার হই**—সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, **ভক্তির সাগরে যে ডুবিব**—যিনি ভক্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে—নিমজ্জিত হইতে ইচ্ছা করেন, **সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে**—তাঁহার পক্ষে শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রের ভজনই একান্ত কর্তব্য। চাঁদ-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে—চন্দ্রের কিরণে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় জগৎ যেমন উদ্ভাসিত ও উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার—ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানহীনতা, ভগবদ্বহির্মুখতা এবং সংসারাসক্তিও—দূরীভূত হয় এবং প্রেমভক্তি লাভ করিয়া জীব সেই ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। শ্রীলঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগত জুড়ায়। হেন নিতাই

বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
"জন্মে জন্মে প্রভু মোর হউ বলরাম॥" ৫৮
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ' 'অনন্ত' 'বলদেব'॥ ৫৯
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ ৬০
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে শেষের কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়॥ ৬১
অতএব যশোময়বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব॥ ৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥ * * নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ভজ নিতাইর চরণ-দুখানি॥" শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় ভক্তিলাভ হইলে আনুষঙ্গিক ভাবেই সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়।

৫৮। **বৈষ্ণবের পায়ে**—বৈষ্ণবের চরণে। মোর—গ্রন্থকারের। **মনস্কাম**—মনোবাসনা। বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা সুলভ হইতে পারে এবং বৈষ্ণবের আশীর্বাদেই নিত্যানন্দকে প্রভুরূপে মননের সৌভাগ্য জন্মিতে পারে। এজন্য গ্রন্থকার ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ বৈষ্ণবের চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন—তাঁহাদের আশীর্বাদে জন্মে জন্মে তিনি যেন শ্রীনিত্যানন্দের কিংকর হইতে পারেন। **বলরাম**—নিত্যানন্দরূপ বলরাম।

৫৯। একই ব্যক্তিকে যেমন কখনও দ্বিজ, কখনও বিপ্র এবং কখনও ব্রাহ্মণ বলা হয়, তদ্রূপ একই স্বরূপকেই কখনও নিত্যানন্দ, কখনও অনন্ত এবং কখনও বলদেব—বলরাম—বলা হয়।

৬০। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই যে গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এই শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এই পয়ারে তাহাই বলা হইয়াছে। **অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ**—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন—অন্তর্যামী, তিনি সকলের মনের কথা জানিতে পারেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থাকারে লিখিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরেরও ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তিনি সাহস পায়েন নাই; অবশেষে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থাকারে বর্ণন করার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন।

৬১। **শেষের কৃপায়**—যিনি সহস্রবদনে চৈতন্য-কৃষ্ণের চরিত্র-মহিমাদি নিরন্তর কীর্তন করিতেছেন, সেই শেষ-দেবের কৃপায়—সুতরাং তাদৃশ "শেষ" যাহার এক অংশ-স্বরূপ, সেই নিত্যানন্দের বা নিত্যানন্দরূপ বলরামের কৃপাতেই, চৈতন্যচরিত্র—চৈতন্যের লীলা-মহিমাদি—চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে। "কীর্তন"-স্থলে "চরিত" এবং "শেষের"-স্থলে "যাঁহার"-পাঠান্তর।

৬২। **যশোময় বিগ্রহ অনন্ত**—অনন্তদেব (অনন্তদেবরূপে শ্রীনিত্যানন্দ) নিরন্তর সহস্রবদনে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের যশোগান করিতেছেন; এজন্য তাঁহাকে যশোময় বিগ্রহ—শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের যশের মূর্ত-বিগ্রহ বলা হইয়াছে। **পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব**—পদকমল-যুগলের মহিমা। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "অতএব শ্রীঅনন্তদেব নিত্যানন্দ"-পাঠান্তর।

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য-শ্রবণ চরিত।
ভক্ত-প্রসাদে সে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত ॥ ৬৩
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাহি লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে ॥ ৬৪
চৈতন্য-কথার আদি-অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায়েন তাহা লেখি ॥ ৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৩। ভক্তের কৃপা হইলেই যে শ্রীচৈতন্যের পবিত্র-চরিতকথা হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে পারে, এই পয়ারে তাহাই বলা হইয়াছে। **পুণ্য-শ্রবণ-চরিত**—শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-কথা শ্রবণ করিলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্ত পবিত্র হয়, ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে।

৬৪। **বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত**—শ্রীচৈতন্যের চরিত (লীলা) বেদে গুহ্য (গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন)। শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে কোনও কথাই যে বেদে নাই, তাহা নহে; বেদে তাহা আছে; তবে বেদে তাঁহার লীলাদি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয় নাই, গুহ্যভাবে—প্রচ্ছন্নভাবে—উল্লিখিত হইয়াছে। যে-বস্তুটিকে গোপন করিয়া রাখা হয়, সাধারণ লোক যেমন তাহাকে দেখিতে পায় না—সুতরাং তাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াও মনে করিতে পারে না, তদ্রূপ বেদে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা গোপনভাবে, প্রচ্ছন্নভাবে, কথিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণ লোক তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না—সুতরাং তাঁহার কথা যে বেদে আছে, তাহাও মনে করিতে পারে না। বেদে যে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডকশ্রুতি ॥ ৩।১।৩ ॥" এবং "যদা পশ্যন্ পশ্যতি রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিহায় পরেঽব্যয়ে সর্ব্বমেকীকরোত্যেবং হ্যাহ ॥ মৈত্রায়ণী শ্রুতি ॥ ৫।১৮ ॥" —এই দুইটি শ্রুতিবাক্যে স্বর্ণবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা এবং তাঁহার স্বরূপগত-ধর্ম, লীলা এবং ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (মশ্রী ॥ ২।৮-অনু দ্রষ্টব্য)। আবার, বেদানুগত স্মৃতিগ্রন্থ মহাভারত এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে—যে-ইতিহাস-পুরাণকে শ্রুতি পঞ্চম-বেদ বলিয়াছেন, তাহাতেও—স্বর্ণবর্ণ (পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ) স্বয়ংভগবানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা, মহাভারতে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ অনুশাসন পর্ব ॥ দানধর্মকথনে সহস্রনামস্তোত্রে ১২৭।৭৫, ৯২ ॥" এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ভা. ১১।৫।৩২ ॥" শ্রুতিকথিত "রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) পুরুষ", মহাভারত-কথিত "হেমাঙ্গ" এবং ভাগবত-কথিত "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ পুরুষ" এক এবং অভিন্ন। তিনিই হইতেছেন—শ্রীচৈতন্য। যেহেতু, শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত রুক্মবর্ণ পুরুষের সমস্ত লক্ষণই শ্রীচৈতন্যে বিদ্যমান। বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ৯।১ এবং ৩।৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

তাহি লিখি-ইত্যাদি—এই গ্রন্থের উপাদান বা উপকরণ কিভাবে গ্রন্থকার পাইয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে। ভক্তবৃন্দের নিকটে চৈতন্য-চরিত-সম্বন্ধে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন। ভূমিকা ২।খ, ১১, ১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৫। **তাহান কৃপায়**—শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা। **বোলায়েন**—বলাইয়া থাকেন, ব্যক্ত করায়েন।

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥ ৬৬

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥ ৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"যে বোলায়েন তাহা লিখি"-স্থলে "যেন মত দেন শক্তি তেন মত লিখি"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা আমাকে যেরূপ শক্তি দিবেন, তাঁহার লীলা আমি সেইরূপেই লিখিব।

৬৬। **কাষ্ঠের পুতলী**—কাষ্ঠনির্মিত পুতুল। অচেতন-কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত বলিয়া পুতুলও অচেতন, নর্তনাদির সামর্থ্যহীন। **কুহকে**—বাজিকরে, যে-ব্যক্তি লোককে পুতুলের নৃত্য দেখায়। পুতুল যেমন নিজে নৃত্য করিতে পারে না, তদনুরূপ সামর্থ্যও যেমন পুতুলের নাই, বাজিকর তাহাকে যে-ভাবে নাচায়, পুতুল সে-ভাবেই নাচে, তদ্রূপ—দৈন্যবশতঃ গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিতেছেন—গৌর-চরিত বর্ণন করার সামর্থ্য আমার নাই, গৌরচন্দ্র আমাদ্বারা যাহা বলাইবেন, আমি তাহাই লিখিব। কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন "বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ চৈ. চ. ১।৮।৩৫॥"

৬৭। **ইথে**—ইহাতে। **ইথে অপরাধ** ইত্যাদি—আমি যে শ্রীচৈতন্য-চরিত লিখিতে যাইতেছি, তাহাতে আমার যেন কোনও অপরাধ না হয়। এ-স্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কি, তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। ভগবানের লীলা অনন্ত—অসীম। সুতরাং নিঃশেষরূপে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। স্বয়ং অনন্তদেবও সহস্রবদনে ভগবল্লীলা নিরন্তর বর্ণন করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাহার অন্ত পায়েন নাই। সনকাদি মহাত্মাগণ তাঁহার মুখে লীলা-কথা শুনিতেছেন; কিন্তু অনন্তদেব কোনও সময়েই লীলাকথার "ইতি" করেন না বলিয়া, নিরন্তর বলিয়া যাইতেছেন বলিয়া, তাঁহারা বুঝিতে পারেন—ভগবল্লীলা অনন্ত—অসীম, ইহা সসীম বা সীমাবদ্ধ নহে। কাহারও বর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতার মনে যদি এমন ধারণা জন্মে যে, ভগবল্লীলা হইতেছে সীমাবদ্ধ, তাহা হইলে বর্ণনাকারীর অপরাধ জন্মিবার আশংকা থাকে—লীলামহিমার—সুতরাং ভগবন্মহিমারও—খর্বতা-সাধনরূপ অপরাধ। অনন্তদেবের বর্ণনায় তদ্রূপ অপরাধের কোনও আশংকা নাই। (গ্রন্থকার মনে করিতেছেন) আমার কিন্তু সেই আশংকা আছে; কেননা, লীলাবর্ণনার কোন যোগ্যতাই আমার নাই; সুতরাং লীলাবর্ণনার প্রয়াসই আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। তবে শ্রীগৌরচন্দ্র কৃপা করিয়া যাহা বলাইবেন, তাহাই আমিও বলিব—যন্ত্রের ন্যায়। কিন্তু আমার আয়ুষ্কালও তো অতি সামান্য; তাহাতে আবার সমস্ত আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়াও আমি গ্রন্থ লিখিতে পারিব না। গৌরের কৃপায় যতটুকু লিখিব, ততটুকুমাত্রই শ্রীচৈতন্য-চরিতের সীমা—এইরূপ ধারণা যদি কোন পাঠকের চিত্তে জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে আমার অপরাধ হইবে। আমি সমস্ত বৈষ্ণবের চরণে প্রণিপাত জানাইয়া তাঁহাদের নিকটে এই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি —যাহাতে আমার তদ্রূপ কোনও অপরাধ না হয়। আমার বর্ণনা পড়িয়া কোনও পাঠক যেন মনে না করেন যে, আমার বর্ণিত লীলার অতিরিক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের আর কোনও লীলা নাই, প্রভুর লীলা সীমাবদ্ধ। আমার বর্ণনার দোষে কোনও পাঠকের মনে যদি গৌরলীলার সসীমত্বের ধারণা জন্মে,

মন দিয়া শুন ভাই ! শ্রীচৈতন্য-কথা ।
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথাযথা ॥ ৬৮
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের ধাম ।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম ॥ ৬৯
আদিখণ্ডে প্রধানত বিদ্যার বিলাস ।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ ॥ ৭০
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি ।
নিত্যানন্দস্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি ॥ ৭১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহা হইলে আমার অপরাধ হইবে—বৈষ্ণবদের কৃপায় সেই অপরাধ যেন আমার না হয়।" ইহা হইতেছে শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্য। গৌরের লীলার যে "আদি অন্ত" নাই, তাহা তিনি পূর্বেও বলিয়াছেন (৬৫-পয়ারে), পরেও বহু স্থানে বলিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ পাঠক তাহা দেখিয়া আনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন—গৌরের লীলা অনন্ত—অসীম; দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটি লীলামাত্র গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। গৌরের লীলা যে অনন্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌর হইতেছেন ত্রিকাল-সত্য তত্ত্ব। প্রকটে এবং অপ্রকটে—সর্বত্রই তিনি অনাদিকাল হইতে লীলা করিতেছেন, অনন্তকাল পর্যন্তই করিবেন ; সুতরাং তাঁহার লীলা অনন্ত। গ্রন্থকারগণ কেবল একটিমাত্র প্রকটলীলারই কয়েকটিমাত্র লীলার বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সুতরাং অনন্তলীলার তুলনায়, তাঁহাদের বর্ণিত লীলার পরিমাণ যে পারাবারশূন্য সমুদ্রের তুলনায় বিন্দুমাত্র, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভগবল্লীলা-বর্ণনায়, অতি অল্প পরিমিত হইলেও, দোষের কিছু নাই। মুখের বর্ণনা, কি গ্রন্থাকারে বর্ণনা—উভয়ই হইতেছে একরকম লীলা-কীর্তন। এইরূপ বর্ণনা-কালে বর্ণনকারীর চিত্তে ভগবৎ-কৃপায় লীলার স্মৃতিও জাগ্রত হইতে পারে ; এতাদৃশী স্মৃতিও চিত্তের বাস্তব-পবিত্রতা-সাধক, পারমার্থিক কল্যাণের হেতু। এজন্য শাস্ত্র সাধকের পক্ষে ভগবল্লীলা-মহিমাদি-কীর্তনের বিধান দিয়াছেন। তবে শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আলোচ্য উক্তি হইতে বুঝা যায়—এমনভাবে বর্ণন করিতে হইবে, যাহাতে শ্রোতার বা পাঠকের চিত্তে ভগবল্লীলার সসীমত্বের কোনও ধারণা না জন্মে।

৬৮। **ভক্তসঙ্গে যে যে লীলা**—শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তদের সঙ্গে লইয়া যে-যে লীলা করিয়াছেন। **যথাযথা**—যেমন যেমন ভাবে, অথবা যে-যে স্থানে।

৬৯। শ্রীশ্রীগৌর বর্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইয়া যে-যে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, বর্ণনার সুবিধার নিমিত্ত, সে-সমস্ত লীলাকে কিরূপে এবং কয়ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, এই পয়ারে গ্রন্থকার তাহা বলিতেছেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর গৌরের সমগ্র লীলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; এই ভাগগুলির নাম দিয়াছেন—আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং অন্ত্যখণ্ড। গ্রন্থের বিবরণ হইতে জানা যায়—প্রভুর জন্ম হইতে গয়াদর্শন পর্যন্ত সময়ের যে-লীলা, তাহা আদিখণ্ডে, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত সময়ের লীলা মধ্যখণ্ডে এবং সন্ন্যাসের পরবর্তী সমস্ত লীলা অন্ত্যখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

৭০-৭১। এই দুই পয়ারে, কোন্ খণ্ডে কোন্ লীলা বর্ণিত হইয়াছে, দিগ্‌দর্শনরূপে তাহা বলা হইয়াছে। **প্রধানত বিদ্যার বিলাস**—আদিখণ্ডে বর্ণিত লীলার মধ্যে প্রধান লীলা হইতেছে

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর ॥ ৭২
তান পত্নী শচী-নাম মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয়-দেবকী যেন সেই জগন্মাতা ॥ ৭৩
তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসার-ভূষণ ॥ ৭৪
আদিখণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভ দিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে ॥ ৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিদ্যার বিলাস—অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন। অন্যান্য লীলাও আছে। **নিত্যানন্দ-স্থানে ইত্যাদি**—গৌড়দেশে নির্বিচারে আপামর সাধারণের মধ্যে নাম-প্রেম প্রচারের নিমিত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। "প্রধানত"-স্থলে "প্রধানত্বে"-পাঠান্তর।

৭২-৭৪। মহাপ্রভুর পিতা-মাতার পরিচয় দিতেছেন। পিতা—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, নবদ্বীপবাসী—শ্রীহট্টে জন্ম। তিনি জীবতত্ত্ব নহেন, নিত্যসিদ্ধ পরিকর, দ্বাপর-লীলার বসুদেব। বস্তুতঃ তাঁহাতে নন্দ-মহারাজ এবং বসুদেব—এই উভয়ই বিরাজিত। **বসুদেব-প্রায়**—বসুদেবের তুল্য; বসুদেব যেমন শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ, সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তরূপ, জগন্নাথ মিশ্রও তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ। প্রভুর মাতা—শ্রীশচীদেবী, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা। তিনিও জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু **দ্বিতীয়-দেবকী যেন**—দ্বিতীয়-দেবকীর তুল্য; দেবকী দেবী যেমন সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তরূপ, শচীমাতাও তাহাই। যশোদামাতার একটি নামও দেবকী। বস্তুতঃ শচীমাতাতে বসুদেব-পত্নী দেবকী এবং নন্দপত্নী যশোদা বিরাজিত। **নারায়ণ**—গ্রন্থকার এ-স্থলে শ্রীচৈতন্যদেবকে নারায়ণ বলিয়াছেন। এ-স্থলে বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না; কেননা, বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণ যে পিতামাতার যোগে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই; বসুদেবতুল্য শ্রীজগন্নাথমিশ্র-রূপ পিতা এবং দেবকীতুল্যা শচীদেবীরূপা মাতার যোগে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণই হইবেন। সুতরাং এ-স্থলে "নারায়ণ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণই যে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত, তাহাই বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণেরও একটি নাম নারায়ণ (ভা. ১০।৪৬।৩০-শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে "মূল-নারায়ণ" বলিয়াছেন (ভা. ১০।১৪।১৪-শ্লোকের স্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য। পরবর্তী ১০৯-পয়ারের টীকা এবং ভূমিকার ৪১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম**—প্রভুর সন্ন্যাস-কালে তাঁহার সন্ন্যাসের গুরু কেশব ভারতী তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নবদ্বীপে অবস্থান-কালে প্রভুর নাম ছিল নিমাই, গৌরহরি, বিশ্বম্ভর।

৭৫। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর কোন্ কোন্ লীলা বর্ণিত হইবে, ৭৫-৯৮ পয়ারসমূহে তাহা বলা হইয়াছে। এই কতিপয় পয়ারে কথিত লীলাগুলির বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী-অধ্যায়সমূহে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই টীকায় তাহাদের বিবৃতি দেওয়া হইবে না। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিকালে (নিশায়) প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। **গ্রহণে**—চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে।

হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঠাকুর সঙ্কীর্ত্তন করি আগে ॥ ৭৬
আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা মাতা প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস ॥ ৭৭
আদিখণ্ডে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকা।
গৃহমাঝে অপূর্ব্ব দেখিলা পিতা মাতা ॥ ৭৮
আদিখণ্ডে প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোর ভুলাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে ॥ ৭৯
আদিখণ্ডে জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে ॥ ৮০
আদিখণ্ডে শিশু-ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইলা সর্ব্বমুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন ॥ ৮১
আদিখণ্ডে লোকবর্জ্জ্য হাণ্ডীর আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আখ্যানে ॥ ৮২
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ-সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার ॥ ৮৩
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল-শাস্ত্রেতে ॥ ৮৪
আদিখণ্ডে জগন্নাথমিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস—শচীর দুই শোক ॥ ৮৫
আদিখণ্ডে বিদ্যাবিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ ॥ ৮৬
আদিখণ্ডে সকল পঢ়ুয়াগণ মেলি।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভর-জলকেলি ॥ ৮৭
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি, যে সম্মুখ হয় ॥ ৮৮
আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল, পাই শ্রীচরণ ॥ ৮৯
আদিখণ্ডে পূর্ব্ব-পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যা-পরিণয় ॥ ৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৬। **হরিনাম মঙ্গল উঠিল**—প্রভুর আবির্ভাব-সময়ের পূর্ব হইতেই এবং আবির্ভাবের সময়েও গ্রহণ-উপলক্ষে চতুর্দিকে মঙ্গলময় হরিনাম কীর্তিত হইতেছিল। **ঠাকুর**—শ্রীচৈতন্যদেব। **"ঈশ্বর"**-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **সঙ্কীর্ত্তন করি আগে**—অগ্রে সংকীর্তন প্রকাশ করিয়া, তাহার পরে প্রভু জন্মগ্রহণ করিলেন।

৭৭। **অনেক প্রকাশ**—অনেক লীলার প্রকটন। **গুপ্তবাস—**গুপ্ত (লোকনয়নের অগোচর) বাস (বাসস্থান—ধাম)।

৭৮। **ধ্বজ, বজ্র** ইত্যাদি—শিশু-প্রভু গৃহমধ্যে পিতামাতাকে স্বীয় চরণ-চিহ্ন দেখাইয়াছিলেন; সেই চরণচিহ্নে ধ্বজ-বজ্র-পতাকাদি অংকিত ছিল।

৭৯। "ভুলাইয়া"-স্থলে "ভাণ্ডাইয়া" এবং "ভ্রমাইয়া" পাঠান্তর। ভাণ্ডাইয়া—ভাঁড়াইয়া, ফাঁকি দিয়া। ভ্রমাইয়া—ভ্রমণ করাইয়া, অথবা ভ্রম জন্মাইয়া।

৮২। **আখ্যানে**—বিবরণ। "আখ্যানে"-স্থলে "আপনে"-পাঠান্তর।

৮৫। **দুই শোক—**স্বামীর জন্য শোক এবং বিশ্বরূপের জন্য শোক—এই দুই শোক।

৮৬। "দম্ভ"-স্থলে "যম"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৮৯। প্রাচ্যভূমি—পূর্ববঙ্গ। প্রাচ্য—পূর্বদিকে অবস্থিত।

৯০। **পূর্ব্ব-পরিগ্রহের**—পূর্বে **অর্থাৎ** প্রথমবারে প্রভু যাঁহাকে পরিগ্রহ (বিবাহ) করিয়াছিলেন,

আদিখণ্ডে বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি-বিকার-সকল॥ ৯১
আদিখণ্ডে সকল-ভক্তেরে শান্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হইয়া। ৯২
আদিখণ্ডে দিব্য-পরিধান দিব্য-সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চাঁদ-মুখ॥ ৯৩
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
শেষে করিলেন তার সর্ব্ব-বন্ধ-ক্ষয়॥ ৯৪
আদিখণ্ডে সকল-ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেইখানে প্রভু ভ্রমে সভারে ভাণ্ডিয়া॥ ৯৫
আদিখণ্ডে গয়া গেলা বিশ্বম্ভর রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায়॥ ৯৬
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস॥ ৯৭
বাল্যলীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস॥ ৯৮
মধ্যখণ্ডে বিদিত হইলা গৌর সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ॥ ৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহার—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর। **বিজয়**—অন্তর্ধান। **শেষে**—তাহার পরে, **রাজপণ্ডিতের কন্যা**—রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে প্রভু বিবাহ (পরিণয়) করেন।

৯১। **বায়ু-দেহ-মান্দ্য**—মান্দ্য—মন্দতা; অকুশল। **দেহ-মান্দ্য**—দেহের মান্দ্য—অসুস্থতা, রোগ। **বায়ু-দেহ-মান্দ্য**—বায়ুর প্রকোপ-জনিত দেহরোগ। **করি ছল**—ব্যপদেশে; বায়ুরোগের ছল করিয়া। "বায়ু-দেহে মান্দ্য"-পাঠান্তর; তাৎপর্য একই।

৯২। "শান্তি"-স্থলে "শক্তি"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৫। "প্রভু ভ্রমে"-স্থলে "বুলে প্রভু"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—বুলে—ভ্রমণ করেন, বিচরণ করেন। **সকল ভক্তেরে মোহ দিয়া**—প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভক্তগণ তখন প্রভুর স্বরূপের পরিচয় পায়েন নাই। **ভাণ্ডিয়া**—ভাঁড়াইয়া।

৯৬। **বিশ্বম্ভর রায়**—জন্মরাশি অনুসারে প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভুর ... রাখিয়াছিলেন—বিশ্বম্ভর। **রায়**—শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক শব্দ।

৯৭। এই পয়ারে গ্রন্থকার বলিতেছেন—আদিখণ্ডেও প্রভুর অনন্ত লীলা (অনন্ত বিলাস)। তিনি সমস্ত লীলা বর্ণন করিতে পারিবেন না। **শেষে**—পরে, **কিছু বর্ণিবেন**—কোনও কোনও লীলা মহামুনি ব্যাস বর্ণন করিবেন (সমস্ত লীলার বর্ণন কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে)। **ব্যাস**—ভগবৎ-কথা বিস্তারকারী। "মহামুনি"-স্থলে "মহাপ্রভু" এবং "মহাপ্রভুর" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৯। যে-সমস্ত লীলায় প্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং ভক্তগণও তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে সে-সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। **বিদিত**—ভক্তগণকর্তৃক বিদিত (জ্ঞাত)। **গৌর-সিংহ**—শ্রীগৌররূপ সিংহ। "চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে॥ চৈ. চ. ১৩।২৩-২৪॥" সিংহের গর্জন শুনিয়া হস্তী (দ্বিরদ) যেমন ভয়ে দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ

মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি-শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হৈলা বসি বিষ্ণু-খট্টার উপরে ॥ ১০০
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন।
একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন ॥ ১০১
মধ্যখণ্ডে ষড়্‌ভুজ দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখিলা বিশ্ব-অঙ্গ ॥ ১০২
নিত্যানন্দ-ব্যাস-পূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ ১০৩
মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলেন নিত্যানন্দ ॥ ১০৪
মধ্যখণ্ডে দুই অতি-পাতকি-মোচন।
'জগাই' 'মাধাই' নাম বিখ্যাত-ভুবন ॥ ১০৫
মধ্যখণ্ডে কৃষ্ণ রাম—চৈতন্য নিমাই।
শ্যাম-শুক্লরূপ দেখিলেন শচী আই ॥ ১০৬
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
সাতপ্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য্য-বিলাস ॥ ১০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কার শুনিয়াও জীবের কল্মষ (চিত্তের মায়া-মলিনতা) দূরে পলায়ন করে। বিশেষত্ব এই যে, সিংহের হুঙ্কারে ভীত হইয়া হস্তী একবার দূরে পলায়ন করিলেও পরে হয়তো কখনও সেই স্থানে আসিতে পারে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারে কল্মষ একবার দূরে পলায়ন করিলে আর কখনও ফিরিয়া আসে না, কল্মষ চিরকালের জন্যই বিনষ্ট হয়। ইহাই "গৌর-সিংহ"-শব্দের অন্তর্গত "সিংহ"-শব্দের ব্যঞ্জনা।

১০০। **অদ্বৈতাদি-শ্রীবাসের ঘরে**—অদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপের গৃহে, শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে, চন্দ্রশেখর আচার্যাদির গৃহে। **বিষ্ণুখট্টার**—শ্রীবিষ্ণুর সিংহাসনের। ইহা শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের লীলা।

১০১। **নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন**—শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন এবং মহাপ্রভুকর্তৃক তাঁহার দর্শন। **দুই ভাই**—গৌর ও নিত্যানন্দ।

১০২। **ষড়্‌ভুজ**—ব্যাসপূজার দিনে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ষড়্‌ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন। **বিশ্ব-অঙ্গ**—অদ্বৈতাচার্যকে প্রভু বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। "মধ্যখণ্ডে"-স্থলে "মহামূর্ত্ত্যে" এবং "বিশ্ব-অঙ্গ"-স্থলে "বিশ্ব-রঙ্গ"-পাঠান্তর। মহামূর্ত্ত্যে—বিশ্বরূপের মহামূর্তিতে (বিশাল-মূর্তিতে)। বিশ্ব-রঙ্গ—বিশ্বের অদ্ভুত বৈচিত্র্য।

১০৩। **নিত্যানন্দ-ব্যাস-পূজা**—নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ন্যাসীদের পক্ষে ব্যাস-পূজার বিধি আছে। **যে প্রভুরে নিন্দা** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব না জানিয়া পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ডীগণ যে নিত্যানন্দপ্রভুর নিন্দা করিয়া থাকে, সেই নিত্যানন্দই ব্যাসপূজা করিয়াছেন। সন্ন্যাসীদের গুরু ব্যাসদেব; তাই তাঁহারা ব্যাসপূজা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ঈশ্বরতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ—সুতরাং জগদ্‌গুরু। তথাপি তিনি মূল-ভক্ততত্ত্ব বলিয়া ভক্তের কর্তব্য-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যাসপূজা করিয়াছেন।

১০৪। **হলধর**—বলরাম। হল বা লাঙ্গল বলরামের অস্ত্র।

১০৬। **শচী-আই**—শচীমাতা। "আই"-স্থলে "মাই"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। মাই—মায়ী, মাতা।

সেই দিন অমায়ায় কহিলেন কথা।
যে যে সেবকের জন্ম ছিল যথাযথা ॥ ১০৮

মধ্যখণ্ডে বৈকুণ্ঠের নাথ নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈলা আপনে কীর্ত্তন ॥ ১০৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৮। **অমায়ায়**—অকপটে।

১০৯। পূর্ববর্ত্তী ৭৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এ-স্থলেও "নারায়ণ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। এই অধ্যায়ের ১০৬ এবং ১২৫ পয়ারেও গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা আবশ্যক। পরব্যোমেশ্বর চতুর্ভুর্জ-স্বরূপের নামও নারায়ণ; আবার ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও একটি নাম নারায়ণ। "যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥ ভা. ১০।৪৬।৩০ ॥"—নন্দমহারাজের প্রতি উদ্ধবের এই বাক্যে উদ্ধব নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়াছেন। আবার, ব্রহ্মমোহন-লীলায়, "নারায়ণস্ত্বং ন হি''-ইত্যাদি ভা. ১০।১৪।১৪-ব্রহ্মোক্তি-শ্লোকের অন্তর্গত "নারায়ণোঽঙ্গং নরভূর্জলায়নাৎ"-অংশের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাস্তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্‌যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ॥" ইহা হইতে জানা গেল, পরব্যোমাধিপতি প্রসিদ্ধ চতুর্ভুর্জ নারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা মূর্তি—এক অংশ-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশী। উল্লিখিত ব্রহ্মোক্তির তাৎপর্য-কথন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"তুমি পিতা-মাতা—আমি তোমার তনয় ॥ চৈ. চ. ১।২।২৩ ॥", তখন "শ্রীকৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ। আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ চৈ. চ. ১।২।২৫ ॥", তখন আবার "ব্রহ্মা বলেন—তুমি কি না হও নারায়ণ ? তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ ॥ চৈ. চ. ১।২।২৬ ॥"; ইহার পরে, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইতে পারেন, তাহার কথা বলিয়া অবশেষে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ ॥ চৈ. চৈ. ১।২।৩০ ॥", "নারের অয়ন যাতে কর দরশন। অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ চৈ. চ. ১।২।৩৩ ॥", "নারের অয়ন যাতে কর দরশন। তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ চৈ. চ. ১।২।৩৭ ॥" তখন আবার "কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন। জীব-হৃদি-জলে বৈসে সে-ই নারায়ণ ॥ ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ। সে সব তোমার অংশ—এ সত্য বচন ॥ চৈ. চ. ১।২।৩৮-৩৯ ॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুর্জ নারায়ণেরও অংশী বা মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—মূল নারায়ণ। ইহা ব্রহ্মার উক্তিরই তাৎপর্য, স্বামিপাদের টীকা হইতেও তাহাই জানা যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, আলোচ্য পয়ারে গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যকে যে নারায়ণ বলিয়াছেন, তিনি কোন্-নারায়ণ—তিনি কি পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুর্জ নারায়ণ ? না কি মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ? পূর্বেই বলা হইয়াছে—এই অধ্যায়েরই ১০৬ এবং ১২৫ পয়ারে তিনি শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, পরে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যখণ্ডেই তিনি দেখাইয়াছেন—নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-বামন-বরাহ-

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপগণ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে অবস্থিত। অবতার-কালে মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যেই নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপ থাকিতে পারেন না, একমাত্র পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহারা থাকেন। "পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার (ভগবৎ-স্বরূপ) তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ চৈ. চ. ১।৪।৯-১১॥" অবতার-কালে শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও যখন নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতির কথা গ্রন্থকার বলিয়াছেন, তখন শ্রীচৈতন্য যে পূর্ণভগবান্ এবং মূলনারায়ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই—ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। সুতরাং আলোচ্য পয়ারে তিনি শ্রীচৈতন্যকে যে-নারায়ণ বলিয়াছেন, সেই নারায়ণ হইতেছেন—মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ।

এক্ষণে এই ১০৯-পয়ারোক্ত "বৈকুণ্ঠের নাথ"-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যকে গ্রন্থকার "বৈকুণ্ঠের নাথ—বৈকুণ্ঠের অধিপতি বা ঈশ্বর" বলিয়াছেন; সুতরাং বৈকুণ্ঠ হইতেছে শ্রীচৈতন্যের ধাম। রূঢ়ি-অর্থে বৈকুণ্ঠ-শব্দে চতুর্ভুজ-নারায়ণের ধামকে বুঝায়; এই বৈকুণ্ঠ মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ধাম নহে। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যকে যখন মূল-নারায়ণ পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তখন শ্রীচৈতন্য এই "বৈকুণ্ঠের নাথ" হইতে পারেন না। এ-স্থলে বৈকুণ্ঠ-শব্দ অন্য কোনও ধামকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু কি সেই ধাম?

বৈকুণ্ঠ-শব্দের তাৎপর্য কি, তাহাই সর্বাগ্রে দেখা যাউক। "বিকুণ্ঠ"-শব্দের উত্তর "ষ্ণ" প্রত্যয়-যোগে "বৈকুণ্ঠ"-শব্দ নিষ্পন্ন। "বিনিদ্র"-শব্দে যেমন "নিদ্রাহীন" বুঝায়, তেমনি "বিকুণ্ঠ"-শব্দেও "কুণ্ঠাহীন" বুঝায়। কুণ্ঠা-শব্দের অর্থ—মায়া। বৈকুণ্ঠ-শব্দ-প্রসঙ্গে শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান বলিয়াছেন—"কিংবা কুণ্ঠত্যনয়া কুণ্ঠা মায়া।" —অথবা, যাহাদ্বারা কুণ্ঠাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেছে কুণ্ঠা; কুণ্ঠা-শব্দের অর্থ মায়া। তাহা হইলে বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ হইল—কুণ্ঠাহীন, মায়াহীন এবং বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ হইবে—মায়াহীন, মায়ার স্পর্শহীন, মায়াতীত কোনও বস্তু। তাহা ভগবৎ-স্বরূপও হইতে পারে, ভগবদ্ধামও হইতে পারে। কেননা, ভগবৎ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বলিয়া মায়াস্পর্শহীন, ভগবদ্ধামও চিন্ময়—চিচ্ছক্তির বিলাস—বলিয়া মায়াস্পর্শহীন। চিৎ হইতেছে জড়বিরোধী, জড় হইতেছে চিদ্‌বিরোধী; জড় কখনও চিৎকে স্পর্শ করিতে পারে না। জড়রূপা মায়াও সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-স্বরূপকে এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। "মায়য়া বা এতৎসর্বং বেষ্টিতং ভবতি, নাত্মানং মায়া স্পৃশতি, তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি॥ নৃ. পূ. তা.॥ ৫।১॥—এই সমস্ত মায়াদ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে; মায়া আত্মাকে (পরমাত্মা-পরব্রহ্মকে, ভগবৎস্বরূপকে) স্পর্শ করে না (স্পর্শ করিতে পারে না); সেজন্য মায়াদ্বারা বহির্দেশই বেষ্টিত।" এই শ্রুতিবাক্যে "এতৎ সর্ব্বং—এই সমস্ত" বলিতে দৃশ্যমান বহির্জগৎকে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে এবং "বহির্বেষ্টিতং—বহির্দেশ বেষ্টিত"-স্থলেও "বহিঃ" বলিতে চিন্ময় ভগবদ্ধামসমূহের বাহিরে অবস্থিত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝাইতেছে। "তস্মাৎ"-শব্দের তাৎপর্য এই যে, মায়া আত্মাকে—

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরমাত্মা পরব্রহ্মকে, ভগবান্‌কে—স্পর্শ করে না বলিয়া তাঁহার ধামকেও স্পর্শ করিতে পারে না ; এজন্য ভগবদ্ধামের বাহিরে অবস্থিত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াদ্বারা বেষ্টিত। ভগবদ্ধামে যে-মায়া এবং মায়িক গুণসমূহ এবং কালবিক্রমও নাই, নারদের নিকটে ব্রহ্মাও তাহা বলিয়াছেন। "প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ভা. ২।৯।১০॥" নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের ধামসমূহের **সমষ্টিগত** নাম হইতেছে পরব্যোম ; পরব্যোমের বাহিরে আছে চিন্ময়জলপুর্ণ কারণ-সমুদ্র বা **বিরজা**। বিরজার বাহিরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ। "মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণ-**সমুদ্র** মায়া পরশিতে নারে॥ চৈ. চ. ১।৫।৪৯॥", "কারণাব্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্যস্থিতি। **বিরজার** পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥ চৈ. চ. ২।২০।২৩১॥"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—বৈকুণ্ঠ-শব্দে মায়াতীত বস্তুকে বুঝায় ; ভগবান্‌ও মায়াতীত—মায়াস্পর্শশূন্য, ভগবানের ধামও মায়াতীত। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-শব্দে ভগবান্‌কেও বুঝায় এবং ভগবদ্ধামকেও বুঝায়। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ভা. ৬।২।১৪"—এস্থলে বৈকুণ্ঠ-শব্দ ভগবৎ-স্বরূপবাচক। বৈকুণ্ঠ-শব্দে যে ভগবদ্ধামকে বুঝায়, শব্দকল্পদ্রুমও তাহা বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে। পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে॥ শতসহস্রাযুতলক্ষ কোটি যোজন। একৈক বৈকুণ্ঠের বিস্তার-বর্ণন॥ সব বৈকুণ্ঠ-ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়। পারিষদ—ষড়ৈশ্বর্য্য-পুর্ণ সব হয়॥ অনন্ত-বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার। সেই পরব্যোমধামের কে করু বিস্তার॥ চৈ চ. ২।২১।২-৫॥" বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপগণের ধাম-সমূহের সাধারণ নাম যে বৈকুণ্ঠ, এ-সকল উক্তি হইতে তাহা জানা গেল। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক-বৃন্দাবনও মায়াতীত বলিয়া বৈকুণ্ঠ। কৃষ্ণোপনিষৎ বলিয়াছেন- "গোকুলং বনবৈকুণ্ঠম্॥ ৯॥—শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোকুল হইতেছে বনবৈকুণ্ঠ।"

এক্ষণে উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—আলোচ্য ১০৯-পয়ারে গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যকে যে-নারায়ণ বলিয়াছেন, সেই নারায়ণ হইতেছেন—মূলনারায়ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ; এই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া "নগরে নগরে কৈলা আপনে কীর্ত্তন॥" এবং তাঁহাকে যে বৈকুণ্ঠের নাথ বলা হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ধাম "বনবৈকুণ্ঠ"—গোকুল, গোলোক-বৃন্দাবন। সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা করিলে ইহাই যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, সন্দেহাতীতভাবেই তাহা জানা যায়।

বিশেষতঃ, স্বয়ংগ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ২।১৮।৪৫-৪৬ পয়ারে বৈকুণ্ঠ-কোটালরূপী শ্রীহরিদাসের মুখে এবং ২।১৮।৫৬-৬০ পয়ারে নারদরূপী শ্রীবাসের মুখে বৈকুণ্ঠকে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বলাইয়াছেন। পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণরূপেই বিরাজিত, দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজিত নহেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নিত্যধাম হইতেছে গোলোক ; সুতরাং শ্রীহরিদাসের এবং শ্রীবাসের মুখে গ্রন্থকার যে গোলোককেই বৈকুণ্ঠ বলাইয়াছেন, তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের

মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর দ্বার।
নিজশক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার॥ ১১০
পলাইল কাজি প্রভু-গৌরাঙ্গের ডরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥ ১১১
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া॥ ১১২
মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ॥ ১১৩
মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বরের তণ্ডুল-ভোজন।
মধ্যখণ্ডে নানা কাচ হৈলা নারায়ণ॥ ১১৪
মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র রুক্মিণীর বেশে।
নাচিলেন, স্তন পিল যত সব দাসে॥ ১১৫
মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গদোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে॥ ১১৬
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ॥ ১১৭
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে কৌতুক।
অজ্ঞজনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ॥ ১১৮
মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান॥ ১১৯
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনে জনে।
সভে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে॥ ১২০
মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস।
শ্রীধরের জল-পান কারুণ্য-প্রকাশ॥ ১২১
মধ্যখণ্ডে সকল-বৈষ্ণব করি সঙ্গে।
প্রতিনিশা জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে॥ ১২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ধাম-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে-যে-স্থলে "বৈকুণ্ঠ"-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সে স্থলে "বৈকুণ্ঠ"-শব্দে যে "গোলোকই" তাঁহার অভিপ্রেত, উল্লিখিত প্রমাণ হইতে তাহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণেরই এক আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া গ্রন্থকার অনেক স্থলে শ্রীগৌরকেও বৈকুণ্ঠের নাথ বা বৈকুণ্ঠ-নায়ক বলিয়াছেন। এ-সকল স্থলেও "বৈকুণ্ঠ"-শব্দে গোলোকেরই এক আবির্ভাব-বিশেষই যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, তাহাই বুঝিতে হইবে। ভূমিকায় ৪১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উদ্ধৃতি এবং লীলা-বর্ণনাদি হইতে বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, ইহাও তাঁহার অভিপ্রায়। ভূমিকায় ৩১-৩৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

"বৈকুণ্ঠের নাথ"-স্থলে "বৈকুণ্ঠ-নায়ক"-পাঠান্তর।

১১৪। **নানা কাচ**—বিবিধ বেশ। "কাচ"-স্থলে "ছান্দ"-পাঠান্তর আছে—অর্থ নানা ছন্দে নৃত্য। এ-স্থলে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নানা ছন্দে ও নানা ভাবে প্রভুর নৃত্যলীলাই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

১১৫। এই পয়ারে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে প্রভুর লীলার কথা বলা হইয়াছে। **পিল**—পান করিল। "যত সব দাসে"-স্থলে "সকল সেবকে" এবং "সেবক অবশেষে"-পাঠান্তর। **অবশেষে**—শেষকালে।

১১৯। **লক্ষ্যে**—উপলক্ষ্যে।

১২১। "কারুণ্য-প্রকাশ"-স্থলে "কারুণ্য-বিলাস"-পাঠান্তর আছে।

১২২। **প্রতিনিশা**—প্রতি রাত্রিতে। "প্রতি দিন"-পাঠান্তর আছে।

মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে॥ ১২৩
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম-প্রচণ্ড॥ ১২৪
মধ্যখণ্ডে চৈতন্য নিতাই—কৃষ্ণ রাম।
জানিলা মুরারি গুপ্ত মহাভাগ্যবান॥ ১২৫
মধ্যখণ্ডে দুই ভাই চৈতন্য নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক ঠাঞি॥ ১২৬
মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃত-পুত্র মুখে।
জীব-তত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে॥ ১২৭
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পাসরিলা পুত্র-শোক জগতে বিদিত॥ ১২৮
মধ্যখণ্ডে গঙ্গায়ে পড়িলা ক্রুদ্ধ হৈয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিলা তুলিয়া॥ ১২৯
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইলা মাত্র॥ ১৩০
মধ্যখণ্ডে সব-জীব-উদ্ধার কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে॥ ১৩১
কীর্ত্তন করিয়া আদি, অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস॥ ১৩২
মধ্যখণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥ ১৩৩
শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম তবে পরকাশ॥ ১৩৪
শেষখণ্ডে শুনি প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত ক্রন্দন॥ ১৩৫
শেষখণ্ডে শচী-দুঃখ অকথ্য-কথন।
চৈতন্য-প্রভাবে সভার রহিল জীবন॥ ১৩৬
(শেষখণ্ডে সন্ন্যাস করিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গ॥) ১৩৭
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন, মত্তসিংহ পরম প্রচণ্ড॥ ১৩৮
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনে লুকাই রহিলেন কুতূহলে॥ ১৩৯
সার্ব্বভৌম-প্রতি আগে করি উপহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ-প্রকাশ॥ ১৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৪। **দণ্ড**—শাস্তি। "করি বহুদণ্ড"-স্থলে "করিল বড় দণ্ড" এবং "করিল উদ্দণ্ড" এবং "কৈলা"-স্থলে "হৈলা"-পাঠান্তর। উদ্দণ্ড—ভীষণ শাস্তি।

১২৮। বিদিত—জ্ঞাত। "জগতে"-স্থলে "সভারে"-পাঠান্তর। সভারে—সকলের।

১৩০। **নারায়ণী**—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী, গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী।

১৩৫। **প্রভু অদ্বৈত**—অদ্বৈত প্রভু, অদ্বৈতাচার্য।

১৩৬। "প্রভাবে"-স্থলে "প্রসাদে"-পাঠান্তর আছে—কৃপায়।

১৩৮। "মত্তসিংহ"-স্থলে "বলরাম" পাঠান্তর আছে।

১৩৯-৪০। **আপনে লুকাই**—নিজের স্বরূপকে গুপ্ত করিয়া। এ-স্থলে অন্ত্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত সার্বভৌম-প্রসঙ্গে প্রভুর ভঙ্গীর কথা বলা হইয়াছে। "গিয়া-নীলাচলে"-স্থলে "নীলাচলে গিয়া" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "রহিলেন সিন্ধুতীরে আপনে লুকাইয়া" এবং "উপহাস"-স্থলে "পরিহাস"-পাঠান্তর।

শেষখণ্ডে প্রতাপরুদ্রেরে পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্র-গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান॥ ১৪১
দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥ ১৪২
শেষখণ্ডে প্রভু পুন আইলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব করি আনন্দবিশেষে॥ ১৪৩
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবে আইলেন প্রভু কুলিয়া-নগরে॥ ১৪৪
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্বজীব পাইলা উদ্ধারে॥ ১৪৫
শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কথো দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা॥ ১৪৬
শেষখণ্ডে পুন আইলেন নীলাচলে।
নিরন্তর ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকোলাহলে॥ ১৪৭
গৌড়দেশে নিত্যানন্দস্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কথো জন লৈয়া॥ ১৪৮
শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত-সঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে॥ ১৪৯
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুন গেলা মথুরায়॥ ১৫০
শেষখণ্ডে রামানন্দরায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার॥ ১৫১
শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবীরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥ ১৫২
প্রভু চিনি দুই-ভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ' 'সনাতন'॥ ১৫৩
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী॥ ১৫৪
শেষখণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরিসঙ্কীর্ত্তন। ১৫৫
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথোক দিবসে।
করিলেন পৃথিবীর পর্য্যটন-রসে॥ ১৫৬
অনন্ত-চরিত্র কেহো বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সব্ব-মথুরা বিহরে॥ ১৫৭
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানীহাটী-গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে॥ ১৫৮
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহা-মল্ল-রায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পধম-কৃপায়॥ ১৫৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪২। **সঙ্গে অধিকারী**—প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকার বা যোগ্যতা আছে যাঁহাদের।

১৪৩। "আইল"-স্থলে "গেলা" এবং "করি"-স্থলে "বলি"-পাঠান্তর।

১৪৬। **মধুপুরী**—মথুরা, মথুরামণ্ডল।

১৪৭। **কৃষ্ণ-কোলাহলে**—কৃষ্ণকীর্তনরূপ কোলাহলে। "কোলাহলে"-স্থলে "কুতূহলে"-পাঠান্তর আছে। কুতূহলে—আনন্দে।

১৫২। **দবীরখাস**—শ্রীরূপ গোস্বামী ; তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন-সাহের দবীরখাস (একান্ত সচীব—প্রাইভেট্ সেক্রেটারী) ছিলেন।

১৫৩। **দুই ভাই**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন। শ্রীসনাতন সাকর মল্লিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাকর মল্লিক—প্রধান মন্ত্রী (গৌড়েশ্বরের)।

শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর ।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ-সংবৎসর ॥ ১৬০
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত-বিলাস ।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥ ১৬১
যে-তে-মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা ।
নিত্যানন্দ-প্রীত বড় তার নাহি সীমা ॥ ১৬২
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র ! আমারে শরণ ॥ ১৬৩
এই যে কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া ।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া ॥ ১৬৪
আদিখণ্ড-কথা ভাই ! শুন একচিতে ।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেন-মতে ॥ ১৬৫
চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণ-কমল ।
বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল ॥ ১৬৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্রবর্ণনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিতাই-করুণা কল্লোলিনী টীকা

১৬০। **অষ্টাদশ সংবৎসর**—বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী আঠার বৎসর।

১৬২। **যে-তে-মতে**—যে-কোনও প্রকারে।

১৬৩। **ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দ**—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ধরণীধর শেষদেবের (যিনি মস্তকে ধরণীকে ধারণ করিয়া আছেন) ইন্দ্র—ঈশ্বর বা অংশী। বলরামই নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ বলিয়া একথা বলা হইয়াছে। বলরামেরই অংশ হইতেছেন শেষ-দেব।

১৬৪। **সূত্র**—সংক্ষিপ্ত উক্তি, সূচী।

১৬৬। এই পয়ারের স্থলে প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়ঃ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।" দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ পয়ারে তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা।

(৩০. ১. ১৯৬৩—৩. ৩. ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ)

আদিখণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথপুত্র মহা-মহেশ্বর ॥ ১
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ ॥ ২
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩
পুন ভক্ত-সঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক্ জিহ্বায় গৌরচন্দ্র-অবতার ॥ ৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। ভগবানের অবতরণের কারণ, কলিযুগের ধর্ম, নবদ্বীপে এবং অন্যান্য স্থানে গৌর-পরিকরদের আবির্ভাব, অবশেষে সকলের নবদ্বীপে সম্মিলন, গঙ্গা-হরিনাম-পাণ্ডব-বর্জিত দেশে গৌর-পরিকরদের আবির্ভাবের হেতু, নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরের অবতরণ-কালে নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা, জীবের বহির্মুখতা দেখিয়া ভক্তগণের দুঃখ, জগতের বহির্মুখতা-দূরীকরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করার নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্যের কৃষ্ণোপাসনা, তাঁহার প্রেম-হুংকারে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব, শচীগর্ভে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, দেবগণকর্তৃক গর্ভস্তুতি, চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মলীলা, প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর ভবিষ্যদ্‌বাণী, প্রভুর জন্মযাত্রা-মহোৎসব, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের জন্মতিথির মাহাত্ম্য।

১। **মহামহেশ্বর**—পরম মহেশ্বর। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি পরব্রহ্মকে ঈশ্বরসমূহের পরম-মহেশ্বর বলিয়াছেন। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ ॥ ৬।৭ ॥" শ্রুতি-স্মৃতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ বলিয়া শ্রীগৌরও, হইতেছেন ঈশ্বরসমূহের পরম-মহেশ্বর —মহা-মহেশ্বর। "জয় জয় মহাপ্রভু"-স্থলে "জয় জয় জয় প্রভু" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "জয় জয় জগন্নাথ প্রভু মহেশ্বর"-পাঠান্তর।

২। **নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন**—শ্রীনিত্যানন্দের এবং শ্রীগদাধরের জীবন শ্রীগৌরসুন্দর। **অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ**—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শরণ (আশ্রয়) শ্রীগৌর।

৩। **ভক্তগোষ্ঠী**—প্রভুর ভক্তবৃন্দ, পরিকরসমূহ। গ্রন্থকার এ-স্থলে সপরিকর শ্রীগৌরের জয়কীর্তন বা বন্দনা করিয়াছেন। **শুনিলে চৈতন্যকথা** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের লীলা-কথা শ্রবণ করিলে ভক্তি লাভ হয়। এ-স্থলে শ্রীগৌরের লীলা-কথা-শ্রবণের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন—"যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো, কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হৈবে বড় হিত ॥ চৈ. চ. ২।২।৭৬ ॥" ইহা হইতেছে গৌর-কথার স্বরূপগত মহিমা—না বুঝিয়াও যদি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলেই চিত্তে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি জন্মিতে পারে।

৪। **পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র** হইতেছেন স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব; তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-

জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ ৫
অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥ ৬
'ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়'।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায় ॥ ৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লীলাদিও তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার কৃপাব্যতীত, তাঁহার নাম-রূপ-লীলাদির অনুভব এবং বর্ণন, কেবল নিজের পাণ্ডিত্যাদি-শক্তিতে কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। তাঁহার ভক্তের কৃপা হইলে তাঁহার কৃপাও সুলভ হয়। এজন্য গৌরের জন্মাদিবর্ণনের উপক্রমে গ্রন্থকার এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় পয়ারে শ্রীগৌরের এবং তাঁহার ভক্তদের চরণে নমস্কার জানাইয়া, গৌর-কথা বর্ণনের নিমিত্ত তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। **গৌরচন্দ্র-অবতার**—গৌরের অবতরণের (আবির্ভাবের) কথা, অথবা ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ গৌরের চরিত-কথা।

৫। **শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ**—বলরাম এবং নিত্যানন্দ যে এক এবং অভিন্ন, তাহা ১।১।৫৭-পয়ারে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। বলরাম যে শ্রীকৃষ্ণসেবার নানাবিধ উপকরণরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, ১।১।১৪-শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেবার উপকরণরূপে বলরাম বিগ্রহ (মূর্তি) ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি হইলেন **সেবাবিগ্রহ**। সেবাবিগ্রহরূপে তিনি পরম-শোভাসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাকে **শ্রীসেবাবিগ্রহ** বলিয়াছেন। বলরাম শ্রীসেবাবিগ্রহ বলিয়া তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দও হইলেন শ্রীসেবাবিগ্রহ। বলরামরূপে তিনি শ্যামকৃষ্ণের সেবা করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দরূপে গৌরকৃষ্ণের সেবা করেন। কেবল সেবার উপকরণরূপেই যে বলরাম-নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাহাই নহে, স্বয়ংরূপেও তিনি (বা তাঁহারা) শ্যামকৃষ্ণের এবং গৌরকৃষ্ণের লীলার সহায়তারূপ সেবা করিয়া থাকেন এবং যশোগানরূপ সেবাও করিয়া থাকেন। এই সমস্ত সেবাতেও তাঁহার বা তাঁহাদের পরিপাটী ও তন্ময়তাদিবশতঃ তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে শ্রীসেবাবিগ্রহ বলা হইয়াছে। **অথবা, সেবাবিগ্রহ**—ভক্তগণকর্তৃক সেবার বিগ্রহ ; এই অর্থে গৌরের ন্যায় নিত্যানন্দও যে সাধকদের সেব্য, তাহাই বলা হইল। "নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ভজ নিতাইর চরণ-দুখানি ॥ নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়।"

৬। **অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব**—যাঁহাদের তত্ত্ব কেহ জানে না, সেই **দুই প্রভু আর ভক্ত**—দুই প্রভু শ্রীচৈতন্য-প্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু এবং তাঁহাদের ভক্তগণ—পরিকরগণ। নিতাই-গৌর স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের তত্ত্ব নিজের শক্তিতে কেহই জানিতে পারে না। তাঁহাদের পরিকর-ভক্তগণও মায়াতীত বস্তু বলিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁহাদের তত্ত্ব অবগত হওয়াও সম্ভব নয়। **তথাপি-ইত্যাদি**—লোকের পক্ষে তাঁহারা অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব হইলেও কৃপা করিয়া তাঁহারা নিজেদের তত্ত্ব **সুব্যক্ত**—উত্তমরূপে ব্যক্ত করেন—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত।

৭। অন্যের কথা দূরে, কৃষ্ণের কৃপাব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি যে ব্রহ্মাদিও জানিতে পারেন না, এই পয়ারে তাহাই বলা হইয়াছে। এই উক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ২।৪।২২)—
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ১ ॥
ইতি।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো॥ ১ ॥ অন্বয়॥ পুরা (পূর্বে—কল্পের আদিতে) অজস্য (অজের—ব্রহ্মার) হৃদি (হৃদয়ে) সতীং (সৃষ্টিবিষয়া) স্মৃতিং (স্মৃতি) বিতন্বতা (প্রকাশ করিতে করিতে) যেন (যাঁহাদ্বারা) প্রচোদিতা (প্রেরিতা হইয়া) স্বলক্ষণা (যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজের লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করেন, সেই) সরস্বতী (বেদরূপা বাণী) আস্যতঃ (ব্রহ্মার মুখ হইতে) কিল (নিশ্চিত) প্রাদুরভূৎ (আবির্ভূত হইয়াছিলেন), সঃ (সেই) ঋষীণাং ঋষভঃ (জ্ঞানপ্রদদিগের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) মে প্রসীদতাম্ (আমার প্রতি প্রসন্ন হউন)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ-পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর-দানের প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন—যিনি কল্পারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়া স্মৃতি বিস্তারিত করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রেরণায় সেই ব্রহ্মার বদন হইতেই স্বলক্ষণা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লক্ষণসমূহ-প্রকাশিকা) বেদবাণী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানদাতাদের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১।২।১ ॥

ব্যাখ্যা। প্রতি কল্পের (ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অন্তর্গত প্রতি দিনের) অন্তে স্বর্লোক পর্যন্ত সমস্ত অধস্তন লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার কল্পারম্ভে সে-সমস্তের সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু প্রতি কল্পেই পূর্বকল্পের অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে (গৌ. বৈ. দ. অবতরণিকা ॥ ৪-অনু ; ১০পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কল্পারম্ভে ব্রহ্মা যখন পুনরায় সৃষ্টির কথা ভাবিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, পূর্ব কল্পে তিনি কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন ; তিনি পূর্ব কল্পে বেদও জানিতেন ; কিন্তু বেদের কথাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং সৃষ্টি-প্রণালীর কথা জানাইলেন এবং ব্রহ্মার চিত্তে বেদের বাণীও প্রকাশ করিলেন। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে ॥ ভা. ১।১।১ ॥", "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥ শ্বেতা ॥ ৬।১৮ ॥", "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥ গো. পূ. তা ॥ ১।৪ ॥" এইরূপে জানা গেল —ভগবানের কৃপাব্যতীত ব্রহ্মাও পূর্বসৃষ্টির কথা জানিতে পারেন না এবং পূর্বজ্ঞাত বেদের কথাও জানিতে পারেন না। শ্রীশুকদেব গোস্বামীর সম্বন্ধেও বক্তব্য আছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিলীলার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই জিজ্ঞাসার উত্তর-দানের প্রাক্কালে শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রসন্ন হয়েন এবং তাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তাহা হইলেই শুকদেব সৃষ্টিলীলা বর্ণন করিতে পারিবেন; অন্যথা নহে। অথচ শ্রীশুকদেব ছিলেন শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত —বেদাদি-শাস্ত্রে পরম অভিজ্ঞ, বেদাদি-শাস্ত্রের বিচারে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব-সম্পন্ন। "শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥ ভা. ২।৪।১০ ॥ শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তি।" ঋষীণাং ঋষভঃ —যাঁহারা তত্ত্বদর্শী,

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে ॥ ৮
তবে যবে সর্ব্ব-ভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥ ৯
তবে কৃষ্ণ-কৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি ॥ ১০
হেন কৃষ্ণচন্দ্র দুর্জ্জেয়-অবতার।
তান কৃপা-বিনে কার শক্তি জানিবার ? ॥ ১১
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ-অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা ॥ ১২

তথাহি (ভা. ১০।১৪।২১)—
কো বেত্তি ভূমন্! ভগবন্! পরাত্মন্!
যোগশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্। ২ ॥ ইতি।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহাদিগকেই ঋষি বলে; তত্ত্বদর্শী বলিয়া তাঁহারা অপরকে বেদবিহিত তত্ত্বের কথাও জানাইতে পারেন; সুতরাং তাঁহারাই বাস্তবিক জ্ঞানপ্রদাতা। শ্রীকৃষ্ণকে এতাদৃশ ঋষিদিগের ঋষভ—শ্রেষ্ঠ, বরণীয়—বলা হইয়াছে। তাহার হেতু এই। সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকালেই তাঁহার নিশ্বাসরূপে, অবলীলাক্রমে, ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব—এই চারিবেদ এবং পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্ ॥ বৃ. আ. ॥ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্ ॥ ছান্দো ॥ ৭।১।২ ॥" বেদ হইতেছে তাঁহারই বাক্য। "তব ত্বদ্‌বাক্যরূপো বেদঃ ॥ ভা. ১১।২০।৪-শ্লোকের অন্তর্গত 'তব বেদঃ'-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামী ॥" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন বেদ-বেদান্তের কর্তা এবং কর্তা বলিয়া তিনিই বেদান্তের বেত্তা—বেদ-বেদান্তের রহস্য কেবল তিনিই জানেন। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াও গিয়াছেন। "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ গী ॥ ১৫।১৫ ॥" বেদ-বেদান্তের একমাত্র বেত্তা যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে অপর কেহই বেদের রহস্য এবং বেদকথিত তত্ত্বাদি জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার কৃপায় যাঁহারা তত্ত্বদর্শন করিয়া ঋষি হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদেরও শ্রেষ্ঠ (ঋষভ) এবং বরণীয়।

৮-১১। এই কয় পয়ারে পূর্ব শ্লোকের সার মর্ম ব্যক্ত করা হইয়াছে। নাভিপদ্ম—গর্ভোদক-শায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম। ১০-পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "তবে জানিলেন সর্ব্বতত্ত্ব, তার স্থিতি"-পাঠান্তর।

১২। অচিন্ত্য—চিন্তার অতীত। লোকের প্রাকৃত-বুদ্ধি-প্রসূতা চিন্তার অগম্য। **কৃষ্ণ-অবতার-লীলা**—শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব), তাঁহার অবতার এবং লীলা হইতেছে অচিন্ত্য, অগম্য (বুদ্ধির অগোচর)। এই উক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয় ॥ হে ভূমন্! (হে অপরিচ্ছিন্ন! হে সর্বব্যাপক-তত্ত্ব!) হে ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবন্)! হে পরাত্মন্ (হে সর্বান্তর্যামিন্)! হে যোগেশ্বর (স্বাভাবিক-যোগশক্তিদ্বারা সর্বকালব্যাপক)! অহো (অহো—বিস্ময়ে)! যোগমায়াং (মহাস্বরূপশক্তি যোগমায়াকে) বিস্তারয়ন্ (বিস্তারপূর্বক) [যদা—যখন] [ত্বম্—তুমি] ক্রীড়সি (ক্রীড়া কর) [তদা—তখন] ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকীতে)

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার ? ॥ ১৩
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে॥ ১৪

তথাহি (গী. ৪।৭ ; ৮) অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৩ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ৪ ॥ ইতি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কঃ (কোন্ জন) ভবতঃ (তোমার) উতীঃ (লীলাসমূহ) ক্ব (কোন্ স্থানে) কথং (কি প্রকারে) কতি (কত সংখ্যক) কদা (কান্ সময়ে) [ইতি- এ-সমস্ত] বেত্তি (জানিতে পারে ?)।

অনুবাদ। ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—হে ভূমন্ (হে অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক-তত্ত্ব)! হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবন্ ! হে-পরাত্মন্ (সর্বান্তর্যামিন্)! হে যোগেশ্বর (স্বাভাবিক-যোগশক্তি-প্রভাবে সর্বকাল-ব্যাপক—ত্রিকালসত্য)! তুমি যখন তোমার মহাস্বরূপ-শক্তি যোগমায়াকে নানারূপে বিস্তারিত করিয়া লীলা করিতে থাক, তখন, অহো ! কি আশ্চর্য ! তোমার সেই সমস্ত লীলা—কোন্ স্থানে, কি প্রকারে বা কেন, কত সংখ্যায়, কোন্ সময়েই বা প্রকটিত হয়, তাহা ত্রিভুবনে কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে ? অর্থাৎ কেহই তাহা জানিতে সমর্থ নহে। ১।২।২ ॥

১৩। এই পয়ারে পূর্ব-শ্লোকের সারমর্ম বলা হইয়াছে।

১৪। কি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা কেহই জানিতে পারে না সত্য ; তথাপি, শ্রীভাগবত এবং শ্রীগীতার উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। গ্রন্থকার বলিতেছেন—কি জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, গীতা-ভাগবতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা তিনি বলিতেছেন।

শ্লো ॥ ৩-৪ ॥ অন্বয় ॥ হে ভারত (হে ভরতবংশ্য অর্জুন)! যদা যদা হি (যখন-যখনই) ধর্ম্মস্য (বেদোক্ত ধর্মের) গ্লানিঃ (হানি) অধর্ম্মস্য (বেদবিরুদ্ধ অধর্মের) অভ্যুত্থানং (অভ্যুত্থান—আধিক্য) ভবতি (হইয়া থাকে), তদা (তখন) অহং (আমি) আত্মানং (নিজেকে) সৃজামি (সৃজন—প্রকটন—করিয়া থাকি)। সাধূনাং (সাধুদিগের—বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানকারীদিগের) পরিত্রাণায় (রক্ষণের নিমিত্ত) চ (এবং) দুষ্কৃতাং (দুষ্টকর্মকারীদিগের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (বেদ-বিহিত ধর্মের সংস্থাপনের—প্রচারের—নিমিত্ত) যুগে যুগে (যুগে যুগে—প্রতি যুগে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন—হে ভরত-বংশ্য অর্জুন ! যখন-যখনই বেদবিহিত ধর্মের গ্লানি এবং বেদবিরুদ্ধ অধর্মের অভ্যুত্থান—আধিক্য—হয়, তখনই আমি নিজেকে (ব্রহ্মাণ্ডে) প্রকটিত করিয়া থাকি। বেদবিহিত-ধর্মানুষ্ঠানকারী সাধুদিগের রক্ষণের নিমিত্ত, দুষ্কর্মকারীদের বিনাশের নিমিত্ত এবং বেদবিহিত ধর্মের সংস্থাপনের—প্রচারের—নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ১।২।৩-৪ ॥

ব্যাখ্যা। কি উদ্দেশ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা এই গীতা-শ্লোকদ্বয়ে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলা হইয়াছে। তিনি অবতীর্ণ হয়েন তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—সাধুগণের রক্ষা, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপন। যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু ধর্ম এবং অধর্ম বলিতে কি বুঝায়? **ধর্ম**—"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ ॥ ভা. ৬।১।৪০ ॥ —বেদে যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম, এবং যাহা বেদবিহিত ধর্মের বিপরীত, তাহা অধর্ম।" এই ভাগবত-শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বেদেন প্রণিহিতো বিহিতো ধর্মঃ, স চ বেদপ্রমাণক ইত্যর্থঃ। অনেন যো বেদপ্রমাণকঃ স ধর্মঃ, যো ধর্মঃ স বেদপ্রমাণকঃ, ইতি স্বরূপং প্রমাণঞ্চোক্তম্। যথাহ জৈমিনিঃ—চোদনালক্ষণোঽর্থঃ ধর্মঃ ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ ভট্টৈঃ—দ্বয়মেকেন সূত্রেণ শ্রুত্যর্থাভ্যাং নিরূপ্যত ইতি। অস্পৃষ্টমপ্যধর্ম্মস্য স্বরূপং লক্ষণঞ্চ দণ্ডস্থান-কথনায়াহুঃ। তদ্বিপর্য্যয়ো যো বেদনিষিদ্ধঃ সোঽধর্ম্মঃ, নিষেধস্তস্মিন্ প্রমাণমিত্যর্থঃ॥" এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য এবং স্বামিপাদের উক্তি হইতে জানা গেল—যাহা বেদবিহিত, যাহা বেদ-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ধর্ম এবং যাহা বেদবিহিত নহে, যাহা বেদ-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম। বেদ হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের নিজের উক্তি (পূর্ববর্তী ১।২।১-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য); তাঁহার বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। "ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্‌সা করণাপটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ চৈ. চ. ॥ ১।৭।১০২ ॥" সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। আবার ধর্মানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সংসার-বন্ধন হইতে—জন্মমৃত্যু হইতে—অব্যাহতি এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি। "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গী॥ ৮।১৬॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি।" শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করিলেও মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি বা মোক্ষ পাওয়া যায় না। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গী॥ ৭।১৪॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥" ধর্মানুষ্ঠানের ফলদাতাও আবার শ্রীকৃষ্ণই। "ফলমতঃ উপপত্তেঃ॥ ৩।২।৩৮-ব্রহ্মসূত্র।" সুতরাং কোন্ অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে, সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি বা মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা জানেন সেই শ্রীকৃষ্ণই এবং তাঁহার বাক্যরূপ বেদে তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যাহা বেদবিহিত, তাহাই হইবে ধর্ম এবং তদ্‌বিপরীত যাহা, তাহাই ইহবে অধর্ম। যাহা বেদবাক্যদ্বারা সমর্থিত নহে, কোনও ব্যক্তিবিশেষের এতাদৃশী উক্তি কোনও ধর্মের বাস্তবভিত্তি হইতে পারে না। এতাদৃশী উক্তির পারমার্থিক মূল্যও থাকিতে পারে না—সুতরাং তাহা নির্ভরযোগ্যও হইতে পারে না। কেননা, সেই ব্যক্তিবিশেষের উক্তির প্রমাণ কেবল সেই ব্যক্তিবিশেষই; তিনি ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত নহেন। তিনি যদি বলেন—"আমি মুক্ত পুরুষ", তাহা হইলে তাঁহার এই উক্তিরই বা প্রমাণ কি? যিনি মুক্তিদাতা, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণব্যতীত, অপর কেহ যদি বলেন যে "অমুক মুক্ত পুরুষ", তাহা হইলে এই উক্তিরই বা মূল্য কি? যাঁহার উক্তি বা অভিমত বেদের অনুমোদিত নহে, তিনি যদি বলেন— "আমার এই অভিমতের অনুরূপ আচরণে আমি মুক্ত হইয়াছি", তাহা হইলে তাঁহার এতাদৃশী উক্তিরও কোনও মূল্য থাকিতে পারে না। কোনও কোনও ভগবৎ-স্বরূপও স্বয়ংভগবানের আদেশে বেদবিরুদ্ধ মত—আগমাদি—প্রচার করিয়াছেন। যেমন, শ্রীশিবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ছিল—"স্বাগমৈঃ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্-বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ॥ ৬২।৩১ ॥" এবং তদনুসারে শ্রীশিবও স্বীয় কল্পিত আগম প্রচার করিয়াছেন; এই সমস্ত শিবাগমও বেদবিরুদ্ধ এবং তদনুগত যে ধর্ম, তাহাও বাস্তবিক "অধর্ম।" শৈবাগমের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলি যে বেদবিরুদ্ধ, "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ"—ইত্যাদি কয়েকটি ব্রহ্মসূত্রও তাহা বলিয়াছেন [মশ্রী॥ ১৫।৮।খ(৯)-অনু দ্রষ্টব্য]। লৌকিক জগতে ধর্মের নামে অনেক কিছুই প্রচারিত এবং অনুসৃত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কোন্‌টি বাস্তবিক "ধর্ম" এবং কোন্‌টি বাস্তবিক "অধর্ম", তাহা পূর্বকথিত "ধর্ম" ও "অধর্মের" লক্ষণের দ্বারাই নির্ণয় করিতে হইবে। কেহ কেহ বা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাদ্বারা নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বেদবাক্যের এবং বেদানুগত-শাস্ত্রবাক্যের "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" কল্পনা করিয়া বেদবিরুদ্ধ-ধর্মেরও বেদানুমোদিতত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া থাকেন যে, পরব্রহ্মের বাক্য বলিয়া বেদ হইতেছে স্বতঃপ্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি; মুখ্যাবৃত্তি বা অভিধাবৃত্তিতে অর্থ করিলেই বেদবাক্যের স্বতঃপ্রমাণতা রক্ষিত হইতে পারে; নিজেদের কল্পিত যুক্তিতর্কের সহায়তায় এবং যে-স্থলে যুক্তিতর্কেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, সে-স্থলে বেদবাক্যের রূপক অর্থ কল্পনাদ্বারা, বেদবাক্যের অর্থ করিতে গেলে বেদবাক্যের স্বতঃপ্রমাণতা থাকে না, কল্পিত যুক্তিতর্কেরই প্রমাণতা আসিয়া পড়ে; তাহাতে বেদবাক্যের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং মুখ্য অর্থে বেদবাক্যের সমর্থন যাহাতে নাই, তথাকথিত "আধ্যাত্মিক বা যুক্তিতর্কমূলক" অর্থের সহায়তায় তাহাতে বেদের সমর্থন-প্রদর্শন-চেষ্টাতেও তাহার বেদবিরুদ্ধতা—সুতরাং বাস্তবিক বেদকথিত অধর্মতা—ক্ষালিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল, যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম। বেদে কিন্তু নানাপ্রকারের ধর্ম বিহিত হইয়াছে; যথা—ভুক্তি-প্রাপক ধর্ম, মোক্ষ-প্রাপক ধর্ম, পরম-ধর্ম ইত্যাদি। ভুক্তি হইতেছে—ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদির ভোগ এবং পরকালে স্বর্গাদিলোকের সুখ-ভোগ। বেদের কর্মকাণ্ডে এই ভোগ-প্রাপক ধর্ম বিহিত হইয়াছে—বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, স্বধর্মাচরণাদি। কিন্তু এই ভোগ অনিত্য। ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি যে অনিত্য, তাহা সকলেই জানেন। পরকালের স্বর্গাদি লোকের সুখও অনিত্য। কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে জাত পুণ্য যত দিন থাকে, তত দিনই স্বর্গাদি লোকে থাকা যায়; পুণ্য শেষ হইয়া গেলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়—স্বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া, স্বর্গলোক, জনলোক, তপোলোক, মহর্লোক এবং ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গী. ॥ ৮।১৬ ॥" কর্মকাণ্ডের অনুসরণে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া—মোক্ষ পাওয়া—যায় না; এজন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয়। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দতি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ মুণ্ড ॥ ১।২।৭ ॥" তথাপি যাঁহারা ভোগবাসনাকেই নিজেদের শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের জন্য বেদ এইরূপ ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পক্ষে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই ধর্মের অনুষ্ঠানও কর্তব্য ; তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে বেদানুগত্যে অবস্থান সম্ভব হইবে এবং কোনও ভাগ্যে কখনও এই কর্মকাণ্ডের অনিত্য ফলের কথা ভাবিয়া নিত্য ফল লাভের বাসনাও তাঁহাদের মধ্যে জাগ্রত হইতে পারে। বেদানুগত্যে না থাকিলে ভোগবাসনার তাড়নায় তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে। অধিকারিভেদেই বেদ বিভিন্ন প্রকারের ধর্মের কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, কর্মকাণ্ড-লভ্য ভোগ্যবস্তুর প্রতি যাঁহাদের লোভ নাই, যাঁহারা সংসার-সমুদ্র হইতে, মায়ার কবল হইতে, অব্যাহতি—মোক্ষ—লাভের জন্য ইচ্ছুক, বেদ তাঁহাদের জন্য মোক্ষ-প্রাপক ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন—নিষ্কামকর্ম, বেদবিহিত জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ—ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণভজনেই মোক্ষ পাওয়া যায়। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গী॥ ৭।১৪॥" মোক্ষের নিত্যত্ব আছে, ইহাতে নিত্য বাস্তব সুখও পাওয়া যায়। তথাপি, ইহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী বস্তু নহে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী বস্তুর এবং স্বরূপানুবন্ধী ধর্মের কথা জানা যায়। সেই শ্রুতির ১।৪।৮ এবং ২।৪।৫ বাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটি স্বরূপতঃই পারস্পরিক বলিয়া জীবও তাঁহার প্রিয়। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃ. আ. ॥ ১।৪।৮ ॥ —প্রিয়রূপে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবা করিবে।" প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবার তাৎপর্য হইতেছে—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা ; ইহাতে নিজের জন্য কিছু—ভুক্তি বা মুক্তি—চাওয়ার অবকাশ নাই। ইহাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য (মশ্রী ॥ ১৬।২- অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। বেদ-বিহিত যে ধর্মের অনুশীলনে ইহা পাওয়া যাইতে পারে, শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহাকে "পরমধর্ম" বলিয়াছেন এবং ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম। "ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্-ইত্যাদি ॥ ভা. ১।১।২ ॥ —এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে।" যে ধর্মে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের বাসনা থাকিবে না, থাকিবে একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির বাসনা, তাহাই প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পরম-ধর্ম (শ্রীধরস্বামীর টীকা)।

সম্ভবামি যুগে যুগে—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি যুগে যুগে—প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিযুগেই তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন না। ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে তিনি একবারমাত্র অবতীর্ণ হয়েন। "পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার॥ চৈ. চ. ১।৩।৩-৪ ॥ মশ্রী ॥ ১।২২-অনুচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥" ব্রহ্মার একটি দিনের মধ্যে আছে এক হাজার সত্যযুগ, এক হাজার ত্রেতাযুগ, এক হাজার দ্বাপরযুগ এবং এক হাজার কলিযুগ ; এই চারি হাজার যুগের মধ্যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে একবারমাত্র—একটিমাত্র দ্বাপরে—অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অন্যান্য যুগে তিনি স্বয়ং রূপে অবতীর্ণ হয়েন না, যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন। যুগাবতারাদিও তাঁহার অংশ বলিয়া তাঁহাদের অবতরণও বস্তুতঃ তাঁহারই অবতরণ।

ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রভাবতা বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ১৫
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মা-আদি প্রভুর পা'য় করেন বিজ্ঞাপনে॥ ১৬
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥ ১৭
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় 'হরিসংকীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৮
এই কহে ভাগবতে সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার।
কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার ॥ ১৯

তথাহি [ভা. ১১।৫।৩১ ; ৩২]—
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৬ ॥ ইতি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫-১৭। এই তিন পয়ারে পূর্ব-গীতাশ্লোকের সারমর্ম বলা হইয়াছে। "প্রভাবতা"-স্থলে "প্রবলতা"-পাঠান্তর আছে।

১৮। কলির যুগধর্ম হইতেছে হরিনাম-সংকীর্তন। এই যুগধর্ম প্রচারের জন্য শচীনন্দন গৌর-সুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছেন—বর্তমান কলিতে। বস্তুতঃ যুগধর্ম-প্রবর্তন হইতেছে যুগাবতারের কার্য। স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ—যে-যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতারও—থাকেন সেই স্বয়ংভগবানের মধ্যে ; যুগাবতার পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া সেই যুগে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই তাঁহার লীলার আনুষঙ্গিকভাবে যুগধর্মও প্রচার করেন। বর্তমান কলিতে স্বয়ংভগবান্ শচীনন্দনই আনুষঙ্গিকভাবে নামসংকীর্তন প্রচার করিয়াছেন। স্বয়ংভগবান্ শচীনন্দন অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া এই কলির যুগাবতার যখন পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হইবেন না, তখন আনুষঙ্গিকভাবে হইলেও, এই যুগের যুগধর্ম হরিসংকীর্তনও তাঁহাকেই প্রচার করিতে হইবে। এ-জন্যই বলা হইয়াছে—এতদর্থে অবতীর্ণ ইত্যাদি। পরবর্তী ৫-৬-শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯। এই পয়ারের অন্বয়ঃ "ভাগবতে এই কহে যে, কীর্ত্তননিমিত্ত সর্ব্বতত্ত্ব-সার গৌরচন্দ্র-অবতার।" **সর্ব্বতত্ত্ব-সার**—গৌরচন্দ্রের বিশেষণ ; অর্থ—সমস্ত তত্ত্বের সারতত্ত্ব—পরতত্ত্ব-সীমা—হইতেছেন গৌরচন্দ্র। এই উক্তির সমর্থনে ভাগবত-শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৫-৬ ॥ অন্বয় ॥ হে উর্ব্বীশ (হে ক্ষিতিপতে! নিমিমহারাজ)! দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে) ইতি (এইভাবে—পূর্বশ্লোকোক্ত বিধানে) জগদীশ্বরং (জগদীশ্বরকে) স্তুবন্তি (ভক্তগণ স্তুতি করিয়া থাকেন)। কলৌ অপি (কলিযুগেও) নানাতন্ত্র-বিধানেন (নানাবিধ বেদানুগত তন্ত্রের বিধান-অনুসারে) তথা (সেইভাবে ভক্তগণ জগদীশ্বরের স্তব-পূজাদি করিয়া থাকেন, তাহা আমি বলিতেছি) শৃণু (তুমি শ্রবণ কর) ॥ ৫ ॥ সুমেধসঃ (সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণবর্ণ) ত্বিষাকৃষ্ণং (কিন্তু কান্তিতে অকৃষ্ণ) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত বর্তমান স্বরূপকে) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (সংকীর্তন-প্রধান) যজ্ঞৈঃ (উপচারের দ্বারা) যজন্তি (পূজা বা উপাসনা করেন) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। হে পৃথ্বিনাথ নিমিমহারাজ! এইভাবে দ্বাপরযুগে ভক্তগণ জগদীশ্বরের স্তব-পূজাদি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়া থাকেন। নানাবিধ (বেদানুগত) তন্ত্রের বিধান অনুসারে, কলিযুগেও যে ভক্তগণ সেইভাবে জগদীশ্বরের পূজাদি করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫॥ যাঁহারা সুবুদ্ধি, তাঁহারা সংকীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অথচ কান্তিতে অকৃষ্ণ, অঙ্গোপাঙ্গরূপ অস্ত্র-পার্ষদের সহিত বিদ্যমান ভগবৎস্বরূপের পূজা বা উপাসনা করিয়া থাকেন। ১১।৫-৬॥

ব্যাখ্যা। গত ত্রেতাযুগে নিমিমহারাজের (জনক-রাজার) সভায় কবি, হবি প্রভৃতি নয় জন যোগীন্দ্র উপনীত হইলে নিমিমহারাজ তাঁহাদের যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহাদের নিকটে নয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক এক জন এক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। শেষ প্রশ্নটি ছিল এই যে—বর্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগের মধ্যে কোন্ যুগের উপাস্য কোন্ ভগবৎ-স্বরূপ এবং তাঁহার উপাসনা-বিধিই বা কিরূপ। যোগীন্দ্র করভাজন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। সত্য ও ত্রেতার উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়া তিনি দ্বাপরের উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়াছেন—দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম হইতেছেন উপাস্য; পরতত্ত্ব জিজ্ঞাসু লোকগণ বেদতন্ত্রদ্বারা (বৈদিকেন আগমিকেন চ মার্গেণ॥ শ্রীধরস্বামী॥—বৈদিক এবং আগমিক মার্গে) সেই মহারাজোপলক্ষণ পুরুষের পূজা করিয়া থাকেন এবং "নমস্তে বাসুদেবায়"-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। তাহার পরে করভাজন বলিলেন,—"মহারাজ! দ্বাপরের উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়াছি। এক্ষণে বর্তমান কলির উপাস্য ও উপাসনার কথাও শুন।" একথা বলিয়া তিনি "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে কলির উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়াছেন। **নানাতন্ত্র বিধানেন**—নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে। দ্বাপরের উপাসনা-কথন-প্রসঙ্গে ভা. ১১।৫।২৮-শ্লোকে বলা হইয়াছে—"বেদতন্ত্রাভ্যাম্"। স্বামিপাদ তাহার অর্থে লিখিয়াছেন—"বৈদিকেন আগমিকেন চ মার্গেণ—বৈদিক এবং আগমিক মার্গে।" এ-স্থলে স্বামিপাদ "তন্ত্র"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—আগম এই আগম হইবে বেদানুগত আগম বা বেদানুগত তন্ত্র; নচেৎ বৈদিক মার্গের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকিবে না। বেদবহির্ভূত তন্ত্র বেদের সহিত সঙ্গতিহীন। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে—"পত্যুর-সামঞ্জস্যাৎ" ইত্যাদি কয়েকটি সূত্রে—বেদবিরুদ্ধ আগম বা তন্ত্রের বেদের সহিত অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। সুতরাং ভাগবত-কথিত তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র হইতে পারে না, ইহা হইবে বেদানুগত তন্ত্র—স্বাত্বত-তন্ত্র। বেদানুগত এবং বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রের লক্ষণ ভূমিকায় ৫৮ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা করা হইতেছে।

এই শ্লোকে বর্তমান কলির উপাস্য এবং তাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"-বাক্যে উপাসনার কথা এবং প্রথমার্ধে, "কৃষ্ণবর্ণং", "ত্বিষাকৃষ্ণং" এবং "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"—এই তিনটি শব্দে উপাস্যের স্বরূপ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে আবার "কৃষ্ণবর্ণং" এবং "ত্বিষাকৃষ্ণং" এই দুইটি শব্দে, এই উপাস্য কে, অর্থাৎ কোন্ ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা বলা হইয়াছে। এই শব্দ দুইটির অর্থালোচনা-কালে একটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, বস্তুর পরিচয় হয় তাহার বিশেষ লক্ষণে, সাধারণ লক্ষণে নহে। লেজ-রোম-লাঙ্গুল-বিশিষ্ট

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চতুষ্পদ জন্তু বলিলে "গরু" চিনা যায় না, সাস্নাবিশিষ্ট তাদৃশ লক্ষণের কথা বলিলেই গরু চিনা যায়। সাস্না (গলদেশে কম্বলের ন্যায় দোলায়মান বস্তুবিশেষ) হইতেছে গরুর বিশেষ লক্ষণ। কলির উপাস্য অবতারেরও একটি বিশেষ লক্ষণ আছে—"ছন্নঃ কলৌ"—অর্থাৎ কলির উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন —ছন্নঃ—আচ্ছাদিত (ছদ্-ধাতু আচ্ছাদনে), তাঁহার নিজস্ব বর্ণটি অন্য বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত। "কৃষ্ণবর্ণং" এবং "ত্বিষাকৃষ্ণং" শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটিরই কয়েক রকম অর্থ হইতে পারে ; কিন্তু যে-সকল অর্থে ঐ বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব পাওয়া যাইবে, সে-সকল অর্থই গ্রহণীয় ; নচেৎ কলির উপাস্যের স্বরূপ জানা যাইবে না। এ-স্থলে এই শ্লোকের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে ; যাঁহারা বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা "মন্ত্রী॥ তৃতীয় অধ্যায়" দেখিতে পারেন। এ-স্থলে অতি সংক্ষেপে অর্থালোচনা করা হইবে এবং যে-সকল অর্থে ছন্নত্ব পাওয়া যায়, কেবল সে-সকল অর্থেরই উল্লেখ করা হইবে। এক্ষণে অর্থালোচনা করা হইতেছে।

কৃষ্ণবর্ণ—এই শব্দের দুইটি অর্থ। এক অর্থ—কৃষ্ণ বর্ণ যাঁহার, তিনি কৃষ্ণবর্ণ ; যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি। আর একটি অর্থ—কৃষ্ণং বর্ণয়তীতি কৃষ্ণবর্ণঃ, যিনি কৃষ্ণের—কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদির—বর্ণনা বা কীর্তন করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। আর **ত্বিষাকৃষ্ণ**-শব্দের গ্রহণযোগ্য অর্থ হইতেছে—কান্তিতে, অর্থাৎ বাহিরে দৃশ্যমান বর্ণে, যিনি "অকৃষ্ণ", যাঁহার বাহিরের দৃশ্যমান বর্ণটি হইতেছে—অকৃষ্ণ (কৃষ্ণ নহে), তিনি ত্বিষাকৃষ্ণ। ত্বিট্-শব্দের অর্থ কান্তি ; ত্বিট্-শব্দ হইতে ত্বিষা। এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থদ্বয়ের সহিত ত্বিষাকৃষ্ণ-শব্দের উল্লিখিত অর্থের যোজনা করিলে "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ"-বাক্যাংশের অর্থ হইবে—যিনি নিজে কৃষ্ণবর্ণ, অথচ যাঁহার বাহিরের দৃশ্যমান বর্ণটি হইতেছে অকৃষ্ণ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদিও বর্ণন করেন, তিনি হইতেছেন—কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ। এ-স্থলে ছন্নত্ব পাওয়া যায় ; যেহেতু, তাঁহার নিজস্ব বর্ণ হইতেছে কৃষ্ণ, কিন্তু বাহিরের দৃশ্যমান বর্ণটি হইতেছে অকৃষ্ণ ; অকৃষ্ণ কোনও বস্তুদ্বারা তাঁহার নিজস্ব কৃষ্ণ বর্ণটি আচ্ছাদিত। কিন্তু তিনি কে হইতে পারেন ? স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কৃষ্ণবর্ণ এবং কলির সাধারণ যুগাবতারও কৃষ্ণবর্ণ। তিনি কি কলির সাধারণ (অর্থাৎ প্রতি কলিতেই যিনি অবতীর্ণ হয়েন, সেই) যুগাবতার ? না কি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ? যুগাবতার যে অন্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইয়া কখনও অবতীর্ণ হয়েন, তাহার কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে নাই ; সুতরাং এই কৃষ্ণ যুগাবতার কৃষ্ণ হইতে পারেন না। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ভা. ১০।৮।১৩॥"—এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, কোনও কোনও কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ রূপেই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন ; স্বয়ংভগবান্‌রূপে তিনি যে অন্য কোনও বর্ণে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। পীতবর্ণ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ নহে, ইহা হইতেছে—অকৃষ্ণ বর্ণ। এইরূপে জানা গেল—কোনও কোনও কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে—অকৃষ্ণবর্ণে—পীতবর্ণদ্বারা নিজস্ব কৃষ্ণবর্ণ বা শ্যামবর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া—অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ"-বাক্যাংশ হইতে জানা গেল—আলোচ্য শ্লোকে বর্তমান কলির উপাস্যরূপে যাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কৃষ্ণবর্ণটি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পীতবর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত এবং তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদিও বর্ণন বা কীর্তন করেন। এক্ষণে "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-শব্দের অর্থালোচনা করা হইতেছে।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ—অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত বর্তমান যিনি, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ। তাঁহার অর্থাৎ পূর্বকথিত পীতবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ এবং উপাঙ্গই অস্ত্র ও পার্ষদের কাজ করিয়া থাকে। কোনও কোনও অবতার অস্ত্রদ্বারা অসুর-সংহার করিয়া থাকেন; কিন্তু এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কোনও অস্ত্রদ্বারা অসুর-সংহার করেন না; তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গদ্বারাই তিনি অসুর-সংহার (অসুরত্বের সংহার) করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার দর্শনেই অসুরের অসুরত্ব দূরীভূত হয়। আবার ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার পার্ষদ বা পরিকরগণকেও তিনি অবতীর্ণ করাইয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহার লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ও সপরিকরেই অবতীর্ণ হয়েন এবং তাঁহার পরিকরগণও জগৎ-সম্বন্ধিনী লীলায় তাঁহার আনুকূল্য করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও তাহা করিয়া থাকে। তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গাদির, অর্থাৎ তাঁহার, দর্শনমাত্রেই তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধী কার্যের আনুকূল্য হইয়া থাকে। কিরূপে? তাঁহা বলা হইতেছে।

মুণ্ডক-শ্রুতিতে এবং মৈত্রায়ণী-শ্রুতিতে এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা দৃষ্ট হয়। যথা—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং-সাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ড॥ ৩।১।৩॥ (মশ্রী॥ ২য় অধ্যায়ে এই শ্রুতিবাক্যের এবং মৈত্রায়ণী-শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)"। এই শ্রুতিবাক্যে এক রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা জানা গেল। রুক্মবর্ণ—স্বর্ণবর্ণ, পীতবর্ণ; স্বর্ণের বর্ণও পীত। যখনই কেহ তাঁহার দর্শন পায়েন, তখনই সেই দর্শনকর্তার পূর্বসঞ্চিত সমস্ত কর্মফল—অসুরত্ব পর্যন্ত—সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমল. করেন। এই স্বর্ণবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, এবং দর্শনদানদ্বারা ব্রজপ্রেম দানের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধী কার্য হইল প্রেমদান। তাঁহার অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গের দর্শনেই যে-কোনও লোক প্রেম লাভ করেন; সুতরাং তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গ তাঁহার পার্ষদের কাজই করিয়া থাকে। আবার তাঁহার বা তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গের, দর্শনেই অসুরেরও অসুরত্ব দূরীভূত হয়; সুতরাং তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্রের কাজই করিয়া থাকে—অস্ত্রের দ্বারাই অসুর-সংহার করা হয়। তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ তিনি, অসুরত্বের বিনাশ করেন; কিন্তু অসুরের প্রাণ-বিনাশ করেন না; কেন না, সেই অসুরই অসুরত্ব দূরীভূত হওয়ার পরে, প্রেমলাভ করিয়া থাকে। ইহাই এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ"-শব্দে মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্যই প্রকাশ করা হইয়াছে।

এক্ষণে পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবানের "পীতবর্ণ"-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—ব্রজলীলায়, স্বীয় মাধুর্যের আস্বাদনের বাসনা,

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা জানিবার বাসনা এবং এই প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদনে শ্রীরাধা যে-সুখ অনুভব করেন, সেই সুখের স্বরূপ অনুভবের বাসনা—এই তিনটি বাসনা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ থাকে। এই তিনটি বাসনার মধ্যে স্বমাধুর্য আস্বাদনের বাসনাই মুখ্য। শ্রীরাধা-প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই বাসনা-ত্রয়ের পূরণ অসম্ভব বলিয়া শ্রীরাধা-প্রেমের আশ্রয় হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা। কিন্তু আলোক আনিতে হইলে যেমন দীপশিখার আনয়ন একান্ত প্রয়োজন, তদ্রূপ শ্রীরাধার প্রেম গ্রহণ করিতে হইলেও শ্রীরাধার দেহের গ্রহণ অপরিহার্যরূপে আবশ্যক, অর্থাৎ একই দেহে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলন অত্যাবশ্যক। স্বীয় প্রাণবল্লভের এই বাসনা-পূরণের নিমিত্ত শ্রীরাধাও নিজেকে তদনুরূপভাবে দান করিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রতি গৌরবর্ণ বা পীতবর্ণ অঙ্গদ্বারা, তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত। শ্রীরাধার পীতবর্ণ অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ বা শ্যামবর্ণ অঙ্গ সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত। এজন্য আলোচ্য পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের বাহিরের দৃশ্যমান বর্ণটি—কান্তিটি—হইয়াছে পীতবর্ণ—অকৃষ্ণবর্ণ (মশ্রী ॥ ১।২০-২১ অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। এই আলোচনা হইতে জানা গেল যে, স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের মাধুর্যাস্বাদনই হইতেছে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপানুবন্ধী কার্য। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে "সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ১২৭।৯২ ॥"-বাক্যে যে-"হেমাঙ্গঃ"-শব্দ আছে, তাহাও এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানেরই স্বরূপ-বাচক। হেমাঙ্গ—স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ যাঁহার ; সোনার বর্ণও পীতবর্ণ (মশ্রী ॥ ৯।১-অনুচ্ছেদে মহাভারত-শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে আলোচ্য-শ্লোকের "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ"-ইত্যাদি দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনা করা হইতেছে। **সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ**—সংকীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা (কলির উপাস্য পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবানের যজনই কর্তব্য)। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানৈঃ।" সংকীর্তন-শব্দ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণ-গানং তৎপ্রধানৈঃ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥"—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে, বহুলোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের (পীতবর্ণাচ্ছাদিত শ্রীকৃষ্ণের) সুখজনক যে-গান (শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির গান) করা হয়, তাহাকে বলে সংকীর্তন। এতাদৃশ সংকীর্তন-প্রধান উপচারেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের যজন কর্তব্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শ্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয়-মাত্র, আশ্রয় নহেন। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপে তিনি সেই প্রেমের আশ্রয় হইয়াছেন। কিন্তু বিষয়-রূপে আস্বাদনের যে-আনন্দ, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়রূপে আস্বাদনের আনন্দ কোটিগুণে অধিক (মশ্রী ॥ ১।১৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পূর্বেই বলা হইয়াছে—কলির উপাস্য পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন—একই বিগ্রহে শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ ; সুতরাং তিনি শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের আশ্রয়। তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী-কার্যও হইতেছে স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের মাধুর্যের—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্যের—আস্বাদন। রাধাপ্রেমের আশ্রয়রূপে, ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদির

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আস্বাদনে তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহার যজনের তাৎপর্য হইতেছে—তাঁহার প্রীতিবিধান। যে-ভক্ত তাঁহার সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির কীর্তন করিবেন, তিনিই তাঁহার সর্বাতিশায়িনী প্রীতি জন্মাইতে পারিবেন ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির আস্বাদনই হইতেছে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের একান্ত কাম্য—স্বরূপানুবন্ধী কার্য। এজন্যই বলা হইয়েছ—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ"-ইত্যাদি—সংকীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা যাঁহারা পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের পূজা করেন, তাঁহারা সুমেধা—উত্তম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট।

"সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান উপচার" বলার তাৎপর্য এই। অন্য উপচারও থাকিতে পারে ; কিন্তু সংকীর্তন হইতেছে প্রধান উপচার ; কেননা, কলির উপাস্য পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সংকীর্তনেই সমধিক আনন্দ উপভোগ করেন। অন্য উপচার না থাকিলেও কেবল সংকীর্তনেই তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন—লৌকিক জগতে যেমন দেখা যায়—উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি না থাকিলেও কেবলমাত্র অন্ন পাইলেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ। অন্নব্যতীত কেবল ব্যঞ্জনাদিতে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন বিশেষ প্রীতি লাভ করে না, তদ্রূপ, সংকীর্তনব্যতীত অন্য উপচারেও কৃষ্ণ-রূপ-গুণাদির আস্বাদন-লোলুপ পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন না।

আলোচ্য-শ্লোক-কথিত (এবং মহাভারত, মুণ্ডকশ্রুতি ও মৈত্রায়ণীশ্রুতি কথিত) পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবান্ই যে শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ, কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন (মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ॥ মশ্রী ॥-নামক গ্রন্থেও বিস্তৃত আলোচনাদ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে)। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর পূর্ববর্তী ১৮-১৯ পয়ারে এবং পরবর্তী ২০ পয়ারে জানাইয়া গিয়াছেন যে, সংকীর্তন প্রচারের নিমিত্তই তাঁহার অবতার। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে।

যাঁহারা কলির উপাস্য পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রীতিবিধানের জন্য ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সংকীর্তন—কৃষ্ণ-নামাদির সংকীর্তন—করিতেই হইবে ; সুতরাং গৌরের প্রীতিবিধানের ইচ্ছা হইতেই তাঁহাদের মধ্যে এবং তাঁহাদের প্রভাবে অপরের মধ্যেও সংকীর্তন প্রচারিত হইবে। পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীশচীনন্দনের আবির্ভাবই ইহার মুখ্য হেতু ; কেননা, তিনি অবতীর্ণ হয়েন বলিয়াই তাঁহার অর্চনার সুযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই অর্চনার জন্যই নাম-সংকীর্তনের প্রচার। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত নয় যে—নামসংকীর্তন-প্রচারের নিমিত্তই তাঁহার অবতরণ। তিনি যে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোক-কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ১৮-২০ পয়ারে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে বলিয়াছেন—সংকীর্তন-প্রচারের জন্যই শ্রীচৈতন্যের অবতার, তাহা যথার্থই। বিশেষতঃ, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির মাধুর্য আস্বাদন পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরের স্বরূপানুবন্ধি কার্য ; অপ্রকট ধামেও তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। তদুদ্দেশ্যে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন – কলিহত জীবের কল্যাণের নিমিত্ত, নির্বিচারে কলিহত জীবের মধ্যে নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত। সুতরাং তাঁহার নিজের সম্বন্ধে নাম-প্রেম-প্রচারের মুখ্যত্ব না থাকিলেও, জগতের কল্যাণের কথা বিবেচনা করিলে

কলিযুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম হরিসঙ্কীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্যনারায়ণ ॥ ২০
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে ॥ ২১
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব-পরিকর।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ-ভিতর ॥ ২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বুঝা যায়—নাম-প্রেম-প্রচারের মুখ্যত্ব আছে ; তাঁহার অবতরণের জগৎ-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া নাম-প্রচারের মুখ্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। এজন্যই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার (১।১।১৯)॥"

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোকে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরের উপাস্যত্বের কথা বলা হইয়াছে ; ইহাদ্বারা তাঁহার নিত্যত্বের—ত্রিকাল-সত্যত্বের—কথাই জানা যায়। যেহেতু, অনিত্যবস্তুর উপাসনার সার্থকতা কিছু নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন—অধ্রুব (অনিত্য) বস্তুর উপাসনায় ধ্রুব (নিত্য) বস্তুকে পাওয়া যায় না। "নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ॥ কঠ ॥ ১।২।১০॥" গত দ্বাপরের পরেই এবং বর্তমান কলিতেই যে শ্রীগৌর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদি ভা. ১০।৮।১৩-শ্লোকে স্পষ্ট-ভাবেই বলা হইয়াছে যে, গত দ্বাপরের পূর্বেও পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার পূর্বেই বলা হইয়াছে, পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিদ্বয়ে দৃষ্ট হয়। বেদ এবং বেদান্তর্গত শ্রুতি যে নিত্য—অনাদি, অপৌরুষেয়, তাহা ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে—"অতএব চ নিত্যত্বম্॥ ১।৩।২৯ ব্রহ্মসূত্রে"—বলিয়া গিয়াছেন। বেদ নিত্য বলিয়া বেদকথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানও নিত্য—অনাদি, ত্রিকালসত্যই--হইবেন। এজন্য যোগীন্দ্র করভাজন তাঁহার উপাস্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাধা হইতেছেন অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারিণী—সুতরাং ভক্তকুল-মুকুটমণি। তাঁহার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দর ; সুতরাং গৌরসুন্দরেও অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডার বিরাজিত ; এজন্য তিনিও ভক্তভাবময়। ভক্তভাবে বা বৈষ্ণব-ভাবেও তিনি অনেক লীলা করিয়াছেন।

২০। কলিযুগে হরিনাম-কীর্তন হইতেছে সকলের পক্ষে একমাত্র ধর্ম। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণ ॥" **সর্ব্বধর্ম্ম**—সকলের একমাত্র ধর্ম—জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত—সকলের। "সর্ব্ব-ধর্ম্ম"-স্থলে "সর্ব্ব-যজ্ঞ"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—জ্ঞান-যোগ-কর্ম প্রভৃতি সকল সাধন-পন্থায় সাধনের একমাত্র যজ্ঞ বা উপচার হইতেছে হরিসংকীর্তন। **শ্রীচৈতন্যনারায়ণ**—১।১।১০৯ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

২১। **সর্ব্ব-পরিকরে**—সমস্ত পরিকরের সহিত। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য যখনই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই সপরিকরেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

২২। **আগে** -প্রভুর অবতরণের পূর্বে। **মানুষ-ভিতর**—মনুষ্যদিগের মধ্যে।

কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ ।
যত অবতারের পারিষদ আপ্তগণ ॥ ২৩
ভাগবত রূপে জন্ম হইল সভার ।
কৃষ্ণ সে জানেন, যার অংশে জন্ম যার ॥ ২৪
কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে ।
কেহো রাঢ়ে, ওড্র-দেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে ॥২৫
নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন ॥ ২৬
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার ।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥ ২৭
নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি ।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যগোসাঞি ॥ ২৮
সর্ব্ববৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপগ্রামে ।
কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্যস্থানে ॥ ২৯

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত ।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥ ৩০
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর ।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥ ৩১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান ।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম ॥ ৩২
চাটিগ্রামে হইল ইহাসভার প্রকাশ ।
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ ৩৩
রাঢ়-মাঝে একচাকা-নামে আছে গ্রাম ।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥ ৩৪
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ ।
মূলে সর্ব্বপিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ ॥ ৩৫
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম ।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-নাম ॥ ৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩-২৪। **অনন্ত**—বলরাম। **বিরিঞ্চি**—ব্রহ্মা। **যত অবতারের** ইত্যাদি—অবতারের সমস্ত পার্ষদগণ এবং আপ্তগণ। "পারিষদ আপ্তগণ"-স্থলে "পার্ষদ ভক্তগণ" এবং "সেবক সর্ব্বজন" পাঠান্তর। **ভাগবতরূপে**—ভক্তরূপে। **কৃষ্ণ সে জানেন** ইত্যাদি—নিত্য-পার্ষদগণের মধ্যে, কাহার মধ্যে ব্রহ্মা-শিবাদির কে সেই নিত্যপার্ষদের অংশরূপে (সেই পার্ষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ (বা পীতবর্ণ কৃষ্ণই) জানেন।

২৫-২৬। কোন্ কোন্ স্থানে প্রভুর পার্ষদগণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই দুই পয়ারে বলা হইয়াছে। কোন্ স্থানে কোন্ পার্ষদের জন্ম হইয়াছে, পরবর্তী ২৭-৩৯ পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

৩৩। **বুঢ়ন**—যশোহর জিলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। "ইহা সভার প্রকাশ"-স্থলে "হইলা ইহানা পরকাশ" পাঠান্তর। ইহানা—ইহারা।

৩৪। রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব। বর্তমান বীরভূম জেলায়। **রাঢ়-মাঝে**—রাঢ়-দেশে। "বঙ্গের যে-অংশের উত্তরে ও পূর্বে গঙ্গা, দক্ষিণে উড়িষ্যা, এবং পশ্চিমে দারুকেশ্বর, অধুনা বাঙ্গালার যে-অংশ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। রাঢ়ের প্রাচীন নাম সুহ্ম, প্রাঠদেশ, বৌদ্ধযুগে রাঠ = রাঢ়। উত্তর রাঢ়—বর্ধমান ও কালনার উত্তর দিকে অবস্থিত এবং উহার দক্ষিণ দিকের ভূমিখণ্ডকে 'দক্ষিণ রাঢ়' বলে। গৌ. বৈ. অ. ॥"

৩৫-৩৬। শ্রীনিত্যানন্দের পিতার নাম শ্রীহাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। মূলে

মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন ॥ ৩৭
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডলসকল।
পুনঃপুন বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥ ৩৮
তিরোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্রে বিলাস ॥ ৩৯
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে? ॥ ৪০
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেনে জন্মায়েন দূরে? ॥ ৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সর্ব্বপিতা—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজের বলরাম। বলরাম হইতেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সুতরাং বলরামই—সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দই—হইতেছেন তত্ত্বের বিচারে সর্বপিতা--সকলের পিতা, তাঁহার পিতা কেহ নাই, থাকিতেও পারে না। তথাপি তিনি নরলীল বলিয়া গত দ্বাপরে যেমন বসুদেবের যোগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি এই কলিতে হাড়াই পণ্ডিতের যোগে—হাড়াই পণ্ডিতকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া—শ্রীনিত্যানন্দ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **মূলে**—মূল তত্ত্বের বিচারে। **পিতাব্যাজ**—ব্যাজ-অর্থ—ছল। প্রাকৃত জীবের পিতা হইতে যে-ভাবে জন্ম হয়, ঈশ্বর-তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের হাড়াই-পণ্ডিত হইতে সেই ভাবে জন্ম হয় নাই। নরলীল ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ-কালে কিভাবে স্বীয় জন্মলীলা প্রকটিত করেন, ১।১।২-শ্লোকের ব্যাখ্যায় "জগন্নাথসুতায়"-শব্দ-প্রসঙ্গে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে না বলিয়া মনে করে, প্রাকৃত জীব যে-ভাবে পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, শ্রীনিত্যানন্দও সেই ভাবেই হাড়াই পণ্ডিত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই হইতেছে "পিতা-ব্যাজ—পিতৃত্বের ছলনা। অর্থাৎ তত্ত্বের বিচারে শ্রীনিত্যানন্দের, লৌকিক জগতের পিতার ন্যায়, পিতা কেহ না থাকিলেও, হাড়াই পণ্ডিতকে স্বীয় পিতা-রূপে পরিচিত করাইয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। মূল-ব্যাপারটি কি, তাহা লোকে জানিতে পারিল না, লোকের লৌকিকী রীতির জ্ঞানের অন্তরালে প্রকৃত ব্যাপারটি লুকাইয়া রহিয়াছে। **কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম**—এ-সমস্ত হইতেছে বলরামস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের বিশেষণ। বলরাম (সুতরাং নিত্যানন্দ-), মূলভক্ততত্ত্ব বলিয়া, হইতেছেন বৈষ্ণবত্বের বা ভক্তত্বের মূল ধাম বা আশ্রয়, অর্থাৎ **বৈষ্ণব-ধাম**। বলরামসম্বন্ধে ভা. ১০।২।৫-শ্লোকেও বলা হইয়াছে 'সপ্তমে বৈষ্ণবং ধাম' ॥

৩৯। **তিরোতে**—ত্রিহুতে। বর্তমান মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল। ত্রিহুতের কোনও এক স্থানে শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

৪০। **পুণ্যস্থান**—পবিত্র এবং পবিত্রতা-বিধায়ক স্থান। পতিতপাবনী গঙ্গার তীর বলিয়া পুণ্যস্থান। **শোচ্যদেশ**—শোচনীয় বা অপবিত্র স্থান। "পুণ্যস্থান"-স্থলে "পুণ্যাশ্রয়" এবং "পুণ্যগ্রাম"-পাঠান্তর। পুণ্যাশ্রয়—গঙ্গাতীরবর্তী বলিয়া যে-সকল স্থান পুণ্যাশ্রয় (পবিত্র এবং পবিত্রতা-দায়ক আশ্রয় স্বরূপ)।

যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত ॥ ৪২
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহা-ভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥ ৪৩
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥ ৪৪
শোচ্য দেশে, শোচ্য কুলে, আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ ॥ ৪৫
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষযোজন নিস্তরে ॥ ৪৬
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতিপুণ্য-তীর্থময় ॥ ৪৭
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ-ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্যনারায়ণ ॥ ৪৮
নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন ॥ ৪৯
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥ ৫০
নবদ্বীপ-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি। ৫১
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ ৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪২। এই পয়ারে শোচ্য দেশের লক্ষণ বলা হইয়াছে। যে-দেশে গঙ্গা নাই, হরিনাম নাই, যে-দেশে পাণ্ডবগণ গমন করেন নাই, সেই দেশই শোচ্য, অপবিত্র।

৪৫। **আপন সমান**—ভগবানের নিজের সমান। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে না জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ভা. ৯।৪।৬৮ ॥ ভগবদুক্তি ॥—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সাধুগণ আমার হৃদয় (হৃদয়তুল্য প্রিয়), আমিও সাধুগণের হৃদয়। আমাকে ব্যতীত তাঁহারা অন্য কিছুই জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না।" এই উক্তি হইতে জানা গেল, সাধুগণ বা বৈষ্ণব প্রিয়ত্বাংশে ভগবানের সমান। আবার, পূজ্যত্বাংশেও তাঁহারা ভগবানের সমান, ভগবানের ন্যায় পূজনীয়। "ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ হ. ভ. বি. ১০।৯১ ॥ ভগবদুক্তি ॥—(ভক্তিহীন) চতুর্বেদীও আমার প্রিয় নহেন; আমার ভক্ত শ্বপচও আমার প্রিয়। সেই ভক্ত-শ্বপচকেই দান করিতে হয় এবং তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে হয়। আমি যেরূপ পূজ্য, সেই ভক্ত-শ্বপচও সেইরূপ পূজ্য।"

৪৬। "বৈষ্ণব"-স্থলে "ভাগবত"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ভাগবত—ভগবদ্ভক্ত। নিস্তরে—নিস্তার বা উদ্ধার লাভ করে।

৪৭। **বিজয়** - গমন।

৪৮। **শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ**—১।১।১০৯ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া নবদ্বীপের মহিমা কথিত হইতেছে। **যহিঁ**—যে-স্থানে, যে-নবদ্বীপে।

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে ?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ ৫৩
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ ।
সরস্বতীদৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥ ৫৪
সভে 'মহা-অধ্যাপক' করি গর্ব্ব ধরে ।
বালকে-হো ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে ॥ ৫৫
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥ ৫৬
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয় ।
লক্ষকোটি অধ্যাপক—নাহিক নির্ণয় ॥ ৫৭
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে ।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥ ৫৮
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার ।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ৫৯
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে ।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ ৬০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৩। **একো গঙ্গা-ঘাটে**—গঙ্গার এক একটি ঘাটে। "একেক ঘাটে লক্ষ লক্ষ". পাঠান্তর আছে। এ-স্থলে "লক্ষ"-শব্দ বহুত্ব-বাচক।

৫৪। **ত্রিবিধ বয়স**—বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য। "ত্রিবিধ বয়সে"-স্থলে "বিবিধ বয়সে"—(নানা বয়সের) পাঠান্তর আছে। **একো জাতি লক্ষ লক্ষ**—নবদ্বীপের এক একটি জাতির মধ্যেই, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, অথবা নানা বয়সের, লক্ষ লক্ষ (অসংখ্য) লোক। **সরস্বতী দৃষ্টিপাতে**—জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কৃপাদৃষ্টিতে, সরস্বতীর কৃপায়। "দৃষ্টিপাতে"-স্থলে "প্রসাদে"-পাঠ আছে। **মহাদক্ষ**—মহাবিজ্ঞ। বোকা কেহ ছিল না। পরবর্তী পয়ারে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

৫৫-৫৬। **কক্ষা**—তর্ক-বিতর্ক। **বিদ্যারস**—বিদ্যাচর্চার আনন্দ। অধ্যাপকের অধ্যাপন-নৈপুণ্যেই তাহা সম্ভব।

৫৭। **অতএব**—অধ্যাপনে পরম-নিপুণ অসংখ্য অধ্যাপক নবদ্বীপে ছিলেন বলিয়া, অধ্যয়নের নিমিত্ত নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে আসিতেন। **পঢ়ুয়া**—পাঠার্থী, বিদ্যার্থী, ছাত্র। **নাহি সমুচ্চয়**—পঢ়ুয়াদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না ; অসংখ্য পঢ়ুয়া। **সমুচ্চয়**—সংখ্যা।

৫৮। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া লোক-সাধারণের অবস্থা কথিত হইতেছে। **রমা-দৃষ্টিপাতে**—লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টিতে। **সর্ব্বলোক সুখে বসে**—নবদ্বীপের সকল লোকই সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। কাহারও কোনও অভাব-অনটন—অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট—ছিল না। **ব্যর্থকাল যায় ইত্যাদি**—সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিলেও তাহাদের কাল (সময়, জীবন) ব্যর্থ (অসার্থক) ছিল ; কেননা, দেহ-সুখাদিতেই তাহারা মত্ত ছিল ; মানব-জীবনের যাহা লক্ষ্য, সেই পারমার্থিক বিষয়ের দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। **ব্যবহার-রসে**—বৈষয়িক সুখে।

৫৯। **প্রথম কলিতে**—কলির প্রথম ভাগেই। **ভবিষ্য-আচার**—কলির ভবিষ্যতে (শেষভাগে) লোকের যেরূপ আচরণ হইবে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেইরূপ আচরণ। ভা. ১২।৩ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, কলি প্রবল হইলে লোকগণ শিশ্নোদর-পরায়ণ হইবে. কেহই ভগবদ্‌ভজন করিবে না।

৬০-৬১। সেই সময়ের সাধারণ লোকগণ ধর্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না (১২।৩-৪

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে ॥ ৬১
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে ॥ ৬২
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব ॥ ৬৩
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্ধি মরে ॥ ৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লোক-ব্যাখ্যায় ধর্মের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহিয়া রাত্রি-জাগরণ করাকে এবং মনসার পূজাকেই লোক ধর্ম-কর্ম বলিয়া মনে করিত। বৈষয়িক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মঙ্গলচণ্ডীর গীত এবং সর্পভয় হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মনসার পূজা, এ-সমস্তের পারমার্থিকতা কিছু নাই। **দম্ভ করি**—মহাসমারোহের সহিত। **বিষহরি**—মনসা। "দম্ভ"-স্থলে "কুম্ভ"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কুম্ভেতে বিষহরির পূজা করা হইত। **পুত্তলি করয়ে** ইত্যাদি—এ-স্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় পরিষ্কার-ভাবে বুঝা যায় না। পুত্তলি-শব্দে সাধারণতঃ পুতুল বুঝায়। প্রাচীন কালে কোনও কোনও ধনী লোক পুতুলের বিবাহ দিতেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয়ও করিতেন। এইরূপ পুতুল-বিবাহে বৃথা অর্থ-ব্যয়ই এ-স্থলে গ্রন্থ-কারের অভিপ্রায় কিনা, বুঝা যায় না। "পুত্তলি"-স্থলে "পাতালি", "পাত্‌নি", "পাতানি" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। দুই জনের মধ্যে সই পাতান, "বকুল-ফুল পাতান" "বন্ধুত্ব-পাতান" ইত্যাদি প্রথা এক সময়ে প্রচলিত ছিল ; এ-সমস্তকেই পাত্‌নি বা পাতানি বলা হইত। ধনী লোকেরা এইরূপ পাতানি-উপলক্ষেও বহু টাকা ব্যয় করিতেন। এইরূপ পাতানি গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কিনা, বলা যায় না। **অথবা,**—পুত্তলি-শব্দে বিষহরির বা মনসার পুত্তলিকা বা প্রতিমাকেও বুঝাইতে পারে। বর্তমান সময়েও কোনও কোনও স্থলে ধনী লোকেরা মনসার এবং তদীয় অনুচরবর্গের প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পুত্তলি বা পাতানি—বলিতে যাহাই বুঝাক না কেন, কোনও কোনও লোক যে বৃথা অর্থব্যয়ে নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশ করিতেন, ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

৬২। **বিভায়**—বিবাহে।

৬৩। **ভট্টাচার্য্য**—মীমাংসা ও ন্যায়-শাস্ত্রবেত্তা (শব্দকল্পদ্রুম)। **চক্রবর্ত্তী**—সম্ভবতঃ কর্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রবেত্তা। **মিশ্র**—শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। **গ্রন্থ-অনুভব**—গ্রন্থের মর্মের উপলব্ধি। অনুভব-শব্দের অর্থ হইতেছে ধারাবাহিক জ্ঞান (শব্দকল্পদ্রুম)। তাহা হইলে "গ্রন্থ-অনুভব"-শব্দের অর্থ হইতেছে—গ্রন্থের ধারাবাহিক জ্ঞান ; গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্তে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তের সুবিচারিত সমন্বয়মূলক জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে গ্রন্থের বাস্তব তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য জানা যায় না।

৬৪। পূর্ব পয়ারোক্ত "গ্রন্থ-অনুভব" যাঁহাদের নাই, তাঁহারা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়াইয়া নিজেরাও যম-পাশে আবদ্ধ হন, যাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহারাও যম-পাশে আবদ্ধ হয়েন। একথা বলার হেতু এই। ন্যায়-শাস্ত্রের অনুশীলনে যুক্তি-প্রয়োগ-প্রণালী এবং কোনও যুক্তির দোষ আছে কিনা. তাহা নির্ণয় করার উপায়ও জানা যায়। কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞানলাভই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের

না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন ॥ ৬৫

যেবা সব বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তা'সবার মুখে-হ নাহিক হরিধ্বনি ॥ ৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ইহার বাস্তব উদ্দেশ্য হইতেছে—বেদাদিশাস্ত্রানুগত নির্ভুল-যুক্তিতর্কদ্বারা বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু—পরমার্থ-তত্ত্ব, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব—নির্ণয় করা। এই উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, তাঁহাদের পক্ষে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন পর্যবসিত হয় কেবল ভগবৎ-সম্বন্ধহীন শুষ্ক-তর্কে ; এতাদৃশ শুষ্ক-তর্কে জীবের অনাদি-ভগবদ্‌বহির্মুখতা-দূরীকরণের কোনও সহায়তা হয় না, বরং সেই বহির্মুখতা এবং তাহার ফল, আরও বর্ধিতই হয় ; তাহার ফলে মায়ার বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। বেদের কর্মকাণ্ডের অনুগত শাস্ত্রাদি-সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। যাঁহারা দেহ-সুখব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, তাঁহাদের জন্যই কর্মকাণ্ডের বিধান। কিন্তু তাহার লক্ষ্য কেবল কর্মকাণ্ডের অনুসরণে প্রাপ্য অনিত্য ভোগমাত্র নহে। কর্মকাণ্ডের অনুসরণে, অনিত্য হইলেও, যে-ফল পাওয়া যায়, তাহা হইতে সকাম ব্যক্তিদেরও বেদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবার এবং বেদে কোনও নিত্যবস্তুর কথা আছে কিনা, তাহা জানিবার ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। কোনও ভাগ্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা জাগিলে, কোনও সময়ে কোনও সৌভাগ্যের উদয়ে, সর্বশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য যে হরিতোষণ-মূলা ভক্তি, তাহা অবগত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। যাঁহাদের পূর্বপয়ার-কথিত "গ্রন্থ-অনুভব" নাই, কর্মকাণ্ডের চরম লক্ষ্য যে হরিতোষণ-মূলা ভক্তি, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন না ; কেবল অনিত্য ভোগ নিয়াই তাঁহারা মত্ত হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যাঁহারা তাঁহাদের উপদিষ্ট অনিত্য ফলের জন্যই মত্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদেরও মায়াবন্ধন—সুতরাং যম-যন্ত্রণা—হইতে অব্যাহতি লাভের কোনও উপায়ই থাকে না। আলোচ্য পয়ারে গ্রন্থকার সে-কথাই বলিয়াছেন। **যম-পাশে বন্ধি**—(পাশ—রজ্জু) যমদূতগণকর্তৃক রজ্জুবদ্ধ হইয়া। **মরে**—মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা ভোগ করে। অথবা, যমপাশে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। "বন্ধি"-স্থলে "সর্ব্ববন্দী"-পাঠান্তর। **অর্থ**—সর্বতোভাবে আবদ্ধ।

৬৫। **না বাখানে**—ব্যাখ্যা করে না। **যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন**—কলিযুগের ধর্ম শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন। **দোষবহি** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৬৩-পয়ারোক্ত অধ্যাপকগণ সকলের কেবল দোষ-কীর্তনই করেন, কাহারও গুণকীর্তন করেন না। মায়ার প্রভাবে লোকের যে অহমিকা জন্মে, তাহার ফলেই এইরূপ আচরণ আসিয়া পড়ে।

৬৬। ৬৩-৬৫ পয়ারসমূহে তৎকালীন অধ্যাপকদের কথা বলিয়া, এই পয়ারে ধর্মধ্বজীদের কথা বলিতেছেন। যাঁহারা বিরক্ত তপস্বীদের পোষাকাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখেও হরিনাম শুনা যায় না। **বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী**—বিরক্ত—সংসারের ভোগ্যবস্তুতে আসক্তিহীন। **তপস্বী**—তপস্যাপরায়ণ, সন্ন্যাসী। **অভিমানী**—যাঁহারা বাস্তবিক বিরক্তও নহেন, তপস্বীও নহেন, অথচ

অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥ ৬৭
গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ ৬৮
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি, ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিজেদিগকে বিরক্ত ও তপস্বী বলিয়া অভিমান পোষণ করেন, অপর লোককেও তাহা জানাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বলা হয়,—বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।

৬৭। বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানীদের মুখে হরিনাম শুনা যায় না। কিন্তু তৎকালে এমন লোকও ছিলেন, যাঁহারা স্নানের সময়ে "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" ইত্যাদি হরিনাম উচ্চারণ করিতেন। এতাদৃশ লোকগণকে গ্রন্থকার "অতিবড় সুকৃতি" বলিয়াছেন। উত্তমকার্য যাঁহার আছে, তাঁহাকেই "সুকৃতি" বলা হয়। পূর্বজন্মের উত্তমকার্য যাঁহার সঞ্চিত আছে, এ-স্থলে তাদৃশ লোক অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; কেননা, যাঁহার পূর্বজন্মের উত্তমকার্য বা সুকৃতি (সু-কর্ম) সঞ্চিত আছে, সেই উত্তম কার্যের ফলে তিনি সকল সময়েই "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" নাম উচ্চারণ করিবেন, কেবলমাত্র স্নানের সময় উচ্চারণ করিবেন না। এই উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, গতানুগতিক ভাবে বা অন্য যে-কোনও কারণে যাঁহারা কেবল স্নানের সময়ে "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগকেও "সুকৃতি"ই বলিতে হইবে। এ-সমস্ত লোকগণ কেবল স্নানের সময়ই "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" নাম উচ্চারণ করিতেন, অন্য সময়ে নহে এবং এইরূপে স্নানের সময়ে হরিনাম করিতেন কেবল গতানুগতিক ভাবে—প্রীতিবশতঃ নহে ; সুতরাং তাঁহাদের এই হরিনামোচ্চারণ সাধন-ভক্তির অঙ্গ নহে। গতানুগতিক ভাবে হইলেও হরিনাম উচ্চারণ করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে "সুকৃতি" বলা হইয়াছে ; কেননা, যে-কোনও ভাবে হরিনাম উচ্চারণ করিলেই নিরপরাধ ব্যক্তির সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

৬৮। যে-সমস্ত অধ্যাপক গীতা-ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের অধ্যাপন করিতেন, তাঁহারাও ভক্তি-গ্রন্থের ব্যাখ্যাকালে ভক্তির কথা কিছুই বলিতেন না ; সাধারণ সাহিত্যের মতনই ভক্তি-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেন। ভক্তিহীন বলিয়া গীতা-ভাগবতের তাৎপর্য তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "ভক্তিব্যাখ্যা-নাহি তা-সভার জিহ্বায়"-পাঠান্তর। ভক্তিব্যাখ্যা—ভক্তিতাৎপর্য-মূলক অর্থ।

৬৯। ৫৯-৬২ পয়ারসমূহে সাধারণ লোকের কথা, ৬৩-৬৫ পয়ারসমূহে এবং ৬৮ পয়ারে অধ্যাপকদের কথা, ৬৬ পয়ারে ধর্মধ্বজীদের কথা এবং ৬৭-পয়ারে দু'চারিজন সুকৃতির কথা বলিয়া এক্ষণে গ্রন্থকার, তৎকালে যে কয়জন বৈষ্ণব নবদ্বীপে ছিলেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছেন। লোকদের ভগবদ্‌বহির্মুখতা দেখিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। **এইমত**—পূর্বোল্লিখিত রূপ। **বিষ্ণুমায়া-মোহিত**—ভগবানের বহিরঙ্গা-মায়াদ্বারা মোহিত ; মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহ-সুখের জন্য লালায়িত। **সংসার**—সংসারী লোক।

"কেমতে এসব জীব পাইব উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার ॥ ৭০
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান" ॥ ৭১
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন ॥ ৭২
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
"শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ॥" ৭৩
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত-আচার্য্য' নাম সর্ব্বলোকে ধন্য ॥ ৭৪
জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥ ৭৫
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র-পরচার।
সর্ব্বত্র বাখানে 'কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার' ॥ ৭৬
তুলসীমঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে ॥ ৭৭
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥ ৭৮
যে প্রেমার হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইলা সাক্ষাত ॥ ৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭০-৭১। বহির্মুখ লোকদিগের বিষয়-সুখে মত্ততা দেখিয়া ভক্তগণ যাহা ভাবিতেছিলেন, তাহা এই দুই পয়ারে বলা হইয়াছে। **নিরবধি**—সর্বদা। **বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান**—বিদ্যা এবং কুলের (বংশের) মহিমাই খ্যাপন করেন, ভগবানের কথা কখনও বলেন না।

৭২। **স্বকার্য্য**—নিজেদের নিত্য-কর্ম, কৃষ্ণ-পূজাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান। **ভাগবতগণ**—ভক্তগণ।

৭৪। অদ্বৈতাচার্যের বাড়ী ছিল শান্তিপুরে ; নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। তিনি কখনও শান্তিপুরে, কখনও নবদ্বীপে বাস করিতেন।

৭৫। **জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের**—জ্ঞান—ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, ভক্তি—ভগবদ্‌ভক্তি, **বৈরাগ্য**—সংসারের ভোগ্য বস্তুতে অনাসক্তি। **গুরুমুখ্যতর**—অন্যান্য গুরুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অদ্বৈতাচার্য সকলকে জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের শিক্ষাই বিশেষরূপে দিতেন। **শঙ্কর**—মহাদেব।

৭৬। ত্রিভুবনে যত কিছু শাস্ত্র আছে, সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতেই অদ্বৈতাচার্য দেখাইতেন, **কৃষ্ণপদ-ভক্তি-সার**—শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিই হইতেছে সার-বস্তু, আর সমস্তই অসার—নিরর্থক।

৭৮। **হুঙ্কার**—প্রেম-হুংকার। **কৃষ্ণ-আবেশের তেজে**—শ্রীকৃষ্ণে চিত্তবৃত্তির আবেশের (তন্ময়তার) প্রভাবে (প্রেম-হুংকার করিতেন)। তাঁহার হুংকারের ধ্বনি (শব্দ) সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে (ভগবদ্ধামে) ধ্বনিত হইত, বৈকুণ্ঠেও পৌঁছিত। **বাজে**—ধ্বনিত হয়, শ্রুত হয়।

৭৯। **কৃষ্ণ নাথ**—সকলের নাথ (প্রভু, পালনকর্তা, হিতকর্তা) শ্রীকৃষ্ণ। **ভক্তিবশে**—অদ্বৈতাচার্যের ভক্তির বশীভূত হইয়া। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠরশ্রুতি ॥—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিজে সকলের বশীকর্তা হইলেও কিন্তু ভক্তির বশীভূত।" **আপনেই হইলা সাক্ষাত**—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল।

অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য ।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥ ৮০
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায় ।
ভক্তিযোগ-শূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥ ৮১
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥ ৮২
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে ।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥ ৮৩
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে ।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে ॥ ৮৪
কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ ।
বিশেষে অদ্বৈত বড় পায় মনে দুঃখ ॥ ৮৫
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয় ।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥ ৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮১। **ভক্তিযোগ-শূন্য** ইত্যাদি—কৃষ্ণভক্তির প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন। অদ্বৈতাচার্য লোকের কি রকম অবস্থা দেখিলেন, তাহা পরবর্তী তিন পয়ারে বলা হইয়াছে।

৮২। **ব্যবহার-রসে**—বৈষয়িক সুখে। **কারো নাহি বাসে**—কেহ ভাল মনে করে না। যক্ষ—ধনের দেবতা। ধনের লোভে যক্ষপূজা করা হইত।

৮৩। **বাশুলী**—বচ্ছলীর অপভ্রংশ বাশুলী বা বাসুলী। বচ্ছলী হইতেছেন এক বৌদ্ধ দেবতা। তন্ত্রসারের মতে বাসলী হইতেছেন এক মহাবিদ্যা (শব্দকল্পদ্রুম)। বাসলী হইতেছেন বেদ-বহির্ভূত তন্ত্রশাস্ত্রকথিত এক দেবী। এই বাসলীর অপভ্রংশই হয়তো বাশুলী বা বাসুলী। ইনি বৈদেকী দেবতা নহেন।

৮৪। **নিরবধি নৃত্যগীত** ইত্যাদি—বাশুলী ও যক্ষের পূজায় সর্বদা নৃত্য, গীত ও নানাবিধ বাদ্যাদির কোলাহল হইত। এ-সমস্ত অনুষ্ঠান বৈষয়িক অভীষ্ট-পূরণের অনুকূল বলিয়া লোক এ-সমস্তকেই মঙ্গলকার্য বলিয়া মনে করিত; কিন্তু এ-সমস্ত যে বাস্তবিক মঙ্গলকার্য নহে, তাহা লোকে জানিত না। এ-সমস্ত মঙ্গল নহে, কৃষ্ণনামই যে পরম মঙ্গল, তাহা কেহ বলিলেও লোকে তাহা শুনিত না—গ্রাহ্য করিত না। অথবা, অদ্বৈতাচার্য লোকদিগের মধ্যে সর্বত্র নৃত্যগীত-কোলাহলই শুনিতেন, পরম মঙ্গল কৃষ্ণনাম কোথাও শুনিতেন না, কেহ কৃষ্ণনাম-কীর্তন করিত না। "পরম মঙ্গলে"-স্থলে "শ্রবণ মঙ্গলে"-পাঠান্তর। শ্রবণ মঙ্গলে—যাহা শুনিলে পারমার্থিক মঙ্গল হয়।

৮৫। **কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে**—সংসার-সুখ-সর্বস্ব লোকগণ যাহাকে মঙ্গল বলিয়া মনে করে, তাহা বাস্তব মঙ্গল নহে; কেননা, তাহা বন্ধনের উৎস। যাহা বাস্তবিক মঙ্গল,—পারমার্থিক মঙ্গলের অনুকূল, তদুদ্দেশ্যেও যদি কেহ বেদকথিত কোনও দেবতার পূজাদিও করেন, তাহা হইলে সেই পূজাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধ যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই পূজাদিতে দেবতা প্রীতিলাভ করেন না; যেহেতু, বেদ-কথিত দেবতারা হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি বা শক্তি—সুতরাং ভক্ত। কৃষ্ণসম্বন্ধ-শূন্য ব্যাপারে তাঁহারা প্রীতিলাভ করিতে পারেন না।

৮৬। **স্বভাবে অদ্বৈত** ইত্যাদি—অদ্বৈতাচার্যের হৃদয় ছিল স্বভাবতঃই করুণাপূর্ণ। লোকের

"মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥ ৮৭

তবে ত 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ এথাঞি ॥ ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ইচ্ছাই করুণা। লোকের ব্যবহারিক দুঃখ-দৈন্য দূরীকরণের যে-ইচ্ছা, তাহা বাস্তবিক করুণা নহে; কেননা, ব্যবহারিক দুঃখ-দৈন্য—রোগ, শোক, খাদ্যাভাবাদি—একবার দূর করা হইলেও আবার আসে। সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের উৎস যে-ভগবদ্‌বহির্মুখতা, তাহার দূরীকরণের জন্য যে-ইচ্ছা, তাহাকেই বাস্তবিক করুণা বলা যায়। অদ্বৈতাচার্যের করুণা ছিল এইরূপ করুণা। এজন্য জগতের বিষয়-সুখ-তৎপরতা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ এবং সংসার-দুঃখ হইতে জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা। জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, পরবর্তী তিন পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৮৭। **মোর প্রভু**—অদ্বৈতাচার্যের প্রভু, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণোপাসনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ৯০-পয়ারেও অদ্বৈতাচার্যকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-সেবনের কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়।

৮৮। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় অদ্বৈতাচার্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ—শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত।" অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াই একথা বলা হইয়াছে। তিনি হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার; কারণার্ণবশায়ী হইতেছেন "মূলভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণের" অংশ—সুতরাং ভক্ত-অবতার; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতও ভক্ত-অবতার, ভক্তভাবময়। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সর্বত্রই বলিয়াছেন, মূল-ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরামই হইতেছেন গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ। কারণার্ণবশায়ী, বলরামের—সুতরাং নিত্যানন্দেরও—অংশ বলিয়া এবং অদ্বৈত সেই কারণার্ণবশায়ীর অবতার বলিয়া, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই; লীলাতেই তাঁহারা দুই স্বরূপে অবস্থিত। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে এ-কথাই শ্রীচৈতন্যভাগবতের —"একমূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায় ॥ ২।৬।১৪০ ॥"-এই উক্তি হইতেও জানা যায়। কারণার্ণবশায়ী ভক্তভাবময় বলিয়া অদ্বৈতও ভক্তভাবময়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নিজেই বলিয়াছেন—"চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৩ ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলিয়াছেন—"স্বভাবে চৈতন্যভক্ত আচার্য গোসাঞি। চৈতন্যের দাস্য বই মনে আর নাই ॥ ২।১৬।২৫ ॥" যাঁহার এতাদৃশ গাঢ় ভক্তভাব, সেই অদ্বৈতাচার্য, স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও, কখনও নিজেকে ঈশ্বর-তত্ত্ব—শ্রীহরির সহিত অভিন্ন-তত্ত্ব—বলিয়া মনে করিতে পারেন না; কেননা, ভক্তির স্বরূপগত ধর্মই এই যে, যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, ভক্তি তাঁহার মধ্যে হেয়তার ভাব জন্মায়, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বোত্তম হইয়াও নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করেন। নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট ভগবানের পরিকরগণ লীলাশক্তির প্রভাবে নিজেদিগকে সংসারী জীব বলিয়াই মনে করেন। শ্রীঅদ্বৈতও তাহাই মনে করিতেন এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণপূর্বক তিনি সাধক

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জীবের ন্যায় ভজনও করিতেন। সুতরাং তিনি যে শ্রীহরির সহিত অভিন্ন, এবং সেজন্যই তাঁহার নাম যে "অদ্বৈত"—তাহা তিনি নিজে কখনও মনে করিতেন না, তদনুকূল তাঁহার কোনও উক্তিও তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। সংসারী লোকের নাম যেমন তাহার পরিচায়ক একটি সংকেতমাত্র, তিনি মনে করিতেন—তাঁহার "অদ্বৈত" নামও তাঁহার পরিচায়ক একটি সংকেতমাত্র। শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ ভক্তভাবময় মনোভাবের কথা স্মরণে রাখিয়া আলোচ্য পয়ারে তাঁহার উক্তির মর্ম জানিবার চেষ্টা করিলেই তাঁহার অভিপ্রায় জানা যাইতে পারে। এই পয়ারের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, শ্রীঅদ্বৈত যেন বলিয়াছেন—"আমি যদি বৈকুণ্ঠবল্লভকে এখানে আনিয়া সকলকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলেই 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াঞি।" ইহা যে অত্যন্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ বাক্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় ভক্তোত্তমের পক্ষে এইরূপ দম্ভোক্তি একেবারেই অসম্ভব, ইহা ভক্তভাব-বিরোধী। এই উক্তির তাৎপর্য কি হইলে তাঁহার ভক্তভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

অদ্বৈত সিংহ—প্রতাপে সিংহ যেমন সমস্ত পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রভাবে এবং প্রতাপে—শাস্ত্রজ্ঞত্বে, ভক্তিতে এবং প্রতিপত্তিতে—শ্রীঅদ্বৈত তেমনই লোক-সমাজে শ্রেষ্ঠ। **বড়াঞি**—বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ লোকসমাজে বিশেষ খ্যাতি। **বৈকুণ্ঠবল্লভ**—শ্রীকৃষ্ণ (১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **দেখাঙ**—দেখাই। **এথাঞি**—এই স্থানেই। এই নবদ্বীপেই।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—কোনও কার্য নিজে সম্পন্ন করিতে, অথবা অপরের দ্বারা সম্পন্ন করাইতে, পারিবেন বলিয়া যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি বলিয়া থাকেন—আমি যদি এই কার্য করিতে, বা করাইতে পারি, তাহা হইলেই আমার "অমুক নাম" সার্থক। এই লৌকিকী রীতির অনুসরণেই শ্রীঅদ্বৈত বলিয়াছেন—"লোকে যে আমাকে 'অদ্বৈত সিংহ' বলে, আমি যদি শ্রীকৃষ্ণকে অবত. করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার এই খ্যাতি সার্থক হইতে পারে।" ইহাদ্বারা জানা যায়—তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করিতে পারিবেন, সেই বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু তাঁহার নিজের ভক্তি-সামর্থ্যের জন্য নহে; কেননা, পূর্বোক্ত কারণে তাহাও ভক্তভাব-বিরোধী। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাসের হেতু হইতেছে—তাঁহার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের করুণা-সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ পরম-করুণ। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"তিনি জীবের একমাত্র প্রিয়, একমাত্র বন্ধু; প্রিয়ত্ব-বস্তুটি স্বরূপতঃ পারস্পরিক বলিয়া জীবও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।" তাঁহার প্রিয় জীব অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে—একথা যদি তাঁহার চরণে নিবেদন করা যায়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রিয় জীবের উদ্ধার সাধন করিবেন; যেহেতু, "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ চৈ. চ. ৩।২।৫॥" এ-সমস্ত ভাবিয়াই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম করুণার কথা ভাবিয়াই, শ্রীঅদ্বৈতের দৃঢ় বিশ্বাস—শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁহার নিত্যদাস জীবের—তাঁহার প্রিয় জীবের—দুঃখ-দুর্দশার কথা নিবেদন করিলে মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইবেন। এতাদৃশ দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃই লৌকিকী রীতিতে শ্রীঅদ্বৈত আলোচ্য-পয়ারোক্ত

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কথাগুলি বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ, ভক্তবৃন্দের চিত্তে সান্ত্বনা বিধানের জন্য ভক্তবৎসল ভগবানের ইচ্ছাতেই লীলাশক্তি শ্রীঅদ্বৈতের মুখে উল্লিখিত কথাগুলি প্রকাশ করাইয়াছেন এবং শ্রীঅদ্বৈতের আশ্বাসবাণীতে ভক্তবৃন্দের বিশ্বাসও জন্মাইয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে লীলাশক্তি ইহাও জানাইলেন যে, সর্বজীবের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত পরম-করুণ স্বয়ংভগবান্ শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন। পরবর্তী ১।২।১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা সুধী ভক্তগণ নির্ণয় করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিবেচ্য। যুগাবতারাদির অবতরণের কথা না ভাবিয়া শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা ভাবিলেন কেন? ইহার কারণ বোধ হয় এইরূপ। যুগাবতারাদি অবতীর্ণ হইলে সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভের উপায়মাত্র তাঁহারা উপদেশ করিবেন। কিন্তু অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব এমনভাবেই দেহ-সুখ-সর্বস্ব যে, সে-সমস্ত উপদেশ তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে ব্রজপ্রেম দিতে পারিবেন—যাহা পাইলে জীব তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার স্বরূপানুবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—এ-সমস্ত সংসারী জীব তো প্রেম-প্রাপক সাধন-ভজনের ধার ধারে না ; শ্রীকৃষ্ণও আবার নির্বিচারে কাহাকেও প্রেম দান করেন না ; প্রেমলাভের যোগ্য সাধককেই তিনি প্রেম দান করেন ; সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেই বা সাধন-ভজনবিমুখ দেহসুখ-সর্বস্ব জীবের উদ্ধারের উপায় কোথায়? এই প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত বোধ হয় ভাবিয়াছেন—গত দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন—কোনও কোনও কলিতে তিনি নিজেই অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করেন এবং পাপহত লোকদিগকেও হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন (তিনি হরিভক্তি দান করেন, পাপহত লোকও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে)। "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ চৈ. চ. ১।৩।১৫-শ্লো॥ উপপুরাণ-বচন॥" ইহা হইতে জানা গেল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—কোনও কোনও কলিতে তিনি অবতীর্ণ হইয়া সকলকেই নির্বিচারে হরিভক্তি—ব্রজপ্রেম—দান করিয়া থাকেন—হরিভক্তি-লাভের উপায় নহে, সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া হরিভক্তিই তিনি পাপহত-লোকদিগকেও—অর্থাৎ নির্বিচারে সকলকেই—দান করিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈত বোধ হয় ভাবিয়াছেন—এখনও তো কলিকাল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরণে মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দশার কথা নিবেদন করিলে, যেই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ নির্বিচারে কোনও কোনও কলিতে প্রেম দান করেন, সেই স্বরূপেই তিনি করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হইবেন। যুগাবতারাদি ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। এজন্যই শ্রীঅদ্বৈত যুগাবতারাদির অবতরণের কথা না ভাবিয়া স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা ভাবিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপেই কোনও কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজপ্রেম দিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈতের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্যরূপেই শ্রীকৃষ্ণ এই কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া ॥" ৮৯
নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হৈয়া ॥ ৯০
'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন বারবার ॥ ৯১
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥ ৯২
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় 'কৃষ্ণ' নাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান ॥ ৯৩
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর-আজ্ঞায় ॥ ৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টিকা

৮৯। অন্বয়—বৈকুণ্ঠনাথকে (অর্থাৎ অনন্ত বৈকুণ্ঠের অধিপতি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) আনিয়া, সর্বজীব উদ্ধারিয়া (তাঁহারই দ্বারা সমস্ত জীবের উদ্ধার সাধন করাইয়া) এবং তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়া (তাঁহারই সাক্ষাতে, তাঁহার সহিত প্রেমানন্দে) নাচিব (নৃত্য করিব) এবং গাইব (শ্রীহরিনাম কীর্তন করিব)। "সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া"—এই বাক্য হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—যে-স্বরূপে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নির্বিচারে প্রেমদান করিয়া সকল জীবকে উদ্ধার করেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপের আনয়নের কথাই অদ্বৈতাচার্য বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপই হইতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গ। "সাক্ষাৎ করিয়া নাচিব গাইব"—এই বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। যেহেতু, স্বয়ংভগবান্, শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তগণের সহিত নৃত্য-কীর্তন করেন না, শ্রীগৌরাঙ্গরূপেই তাহা করেন।

পয়ারের তাৎপর্য। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সকল জীবের একমাত্র প্রিয় এবং জীবও তাঁহার প্রিয়। জীবকে তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবায় প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত তাঁহার ব্যাকুলতাও স্বাভাবিক। জগতের জীবের দুর্দশার কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিলে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইবেন এবং নির্বিচারে প্রেমদান করিয়া সকল জীবকে উদ্ধার করিবেন এবং তাঁহার কৃপায় প্রেমলাভ করিয়া আমরাও তাঁহার সঙ্গে প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্তন করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

৯০-৯১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণপদ"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **সেই প্রভু**—সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভু। শ্রীচৈতন্যরূপেই যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। "কহিয়া আছেন"-স্থলে "আপনে কহিলা"-পাঠান্তর আছে। শ্রীঅদ্বৈতের প্রেম-হুংকারেই যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তাহা প্রভু বহুস্থলে বলিয়াছেন।

৯২। চৈতন্য-বিলাস—শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা। সন্ন্যাসের পূর্বে প্রভু এক বৎসর পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতে শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে ভক্ত-বৃন্দের সহিত কীর্তন করিয়াছিলেন।

৯৩। চারিভাই—শ্রীবাসপণ্ডিতেরা চারি সহোদর ছিলেন—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। **ত্রিকাল**—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন।

৯৪। নিগূঢ়ে—গোপনে। **অনেক আর**—আরও অনেক ভক্ত। কয়েক জনের নাম পরবর্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে। "ঈশ্বর-আজ্ঞায়"-স্থলে "আসি চৈতন্য-আজ্ঞায়"-পাঠান্তর আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥ ৯৫
একে একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার ॥ ৯৬
সভেই স্বধর্ম্ম-পর সভেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বিনে কেহো না জানয়ে আর ॥ ৯৭
সভে করে সভারে বান্ধব-ব্যবহার।
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার ॥ ৯৮
বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার ॥ ৯৯
কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা-আপনি সভে করেন কীর্ত্তন ॥ ১০০
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সভার দুঃখ যায় ॥ ১০১
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১০২
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে ॥ ১০৩
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ১০৪
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা কীর্ত্তন ?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সংকীর্ত্তন ? ১০৫
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-রসে।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবের হাসে' ॥ ১০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকা

৯৮। **কেহ কারো** ইত্যাদি—তাঁহারা সকলেই যে প্রভুর নিত্য-পরিকর এবং প্রভুর আজ্ঞায় (বা ব্যবস্থায়) যে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, (লীলাশক্তির প্রভাবে) তাঁহারা কেহই তাহা জানিতেন না।

৯৯। **দহয়ে**—দগ্ধ হয়, তীব্র দুঃখ অনুভব করে।

১০০। **কৃষ্ণকথা শুনিবেক** ইত্যাদি—যাঁহার নিকটে গেলে কৃষ্ণকথা শুনিবার সম্ভাবনা আছে, অথবা যিনি কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছুক, এমন লোক, এই কয়জন বৈষ্ণবব্যতীত, আর কেহ ছিলেন না।

১০২। **দগ্ধ**—ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ।

১০৩। অন্বয়। শ্রীঅদ্বৈত নিজে সকল বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইয়া (লোকদিগকে সংসার-সুখের অনিত্যতা-সম্বন্ধে এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহারা) কেহই প্রাণিমাত্রকেও (কোনও লোককেই) বুঝাইতে পারিতেন না ; অর্থাৎ কেহই তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিত না।

১০৪। **দুঃখ ভাবি**—তাঁহাদের উপদেশ কেহই গ্রহণ করে না দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত, সংসারাসক্ত বহির্মুখ লোকদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন এবং পরম-দুঃখে আহার ত্যাগ করিলেন। **সকল বৈষ্ণবগণে** ইত্যাদি—জগতের বহির্মুখতা দেখিয়া দুঃখিত মনে বৈষ্ণবগণও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

১০৫-৬। **কৃষ্ণের নৃত্য**—শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্তনাদিতে নৃত্য। **ধনপুত্র-রসে**—ধনোপার্জনের আনন্দে এবং পুত্রাদির সঙ্গাদির আনন্দে মত্ত হইয়া। "রসে"-স্থলে "আশে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—ধনলাভের ও পুত্রলাভের আশায়। **পাষণ্ড**—ভগবদ্‌বহির্মুখ তান্ত্রিকগণ (ভূমিকা ৭৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। **হাসে**—উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, করে।

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চ-স্বরে ॥ ১০৭
শুনিঞা পাষণ্ডী বোলে—"হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥ ১০৮
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার ॥" ১০৯
কেহো বোলে "এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে ॥ ১১০
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥" ১১১
এইমত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ভাগবতগণ ॥ ১১২
শুনিঞা অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ববৈষ্ণবেরে বোলে ॥ ১১৩
"শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥ ১১৪
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া ॥ ১১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৮-৯। শ্রীবাস পণ্ডিতাদির উচ্চকীর্তনে বিরক্ত হইয়া বহির্মুখ পাষণ্ডীগণ পরস্পরের নিকটে যে-সব কথা বলিতেন, এই দুই পয়ারে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। **প্রমাদ**—বিপদ। **এ-ব্রাহ্মণ**—শ্রীবাস। **উৎসাদ**—উচ্ছেদ। "উজাড়"-পাঠান্তর আছে, অর্থ-একই। **মহাতীব্র নরপতি** ইত্যাদি—এই নবদ্বীপ-গ্রামের নরপতি (রাজা) হইতেছেন মহাতীব্র (মহা-প্রতাপশালী), যবন (মুসলমান)। নবদ্বীপে রাত্রিকালে এইভাবে উচ্চকীর্তন হইতেছে শুনিতে পাইলে রাজা যে নবদ্বীপের বিপদ ঘটাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১১০। **এ-বামনে**—এই শ্রীবাস-ব্রাহ্মণকে। **স্রোতে**—গঙ্গার স্রোতে। "ফেলাই নিঞা স্রোতে"-স্থলে "পেলাইমু সোঁতে"-পাঠান্তর। পেলাইমু—ফেলিয়া দিব। সোঁতে—স্রোতে।

১১১। **ঘুচাইলে**—নবদ্বীপ হইতে তাড়াইতে পারিলে। **অন্যথা** ইত্যাদি—নচেৎ মুসলমানেরা এই গ্রাম দখল করিবে, হিন্দুদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবে।

১১২। "যত"-স্থলে "পাপ"-পাঠান্তর। পাপ—পাপী, মূর্তিমান্ পাপ-স্বরূপ।

১১৩। শ্রীবাস পণ্ডিতের সম্বন্ধে পাষণ্ডীদের কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত ক্রুদ্ধ হইলেন। **দিগম্বর**—দিগ্‌বসন উলঙ্গ। ক্রোধাবেশে এই অবস্থা। শ্রীঅদ্বৈতের এই ক্রোধ কিন্তু প্রাকৃত মায়াবদ্ধ জীবের ক্রোধের ন্যায় রজোগুণ-সমুদ্ভুত নহে। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ ॥ গী ॥ ৩।৩৭ ॥"; কেননা, গুণময়ী মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তাঁহার এই ক্রোধ হইতেছে জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছারই এক ভঙ্গী; তাঁহার এই ইচ্ছা হইতেছে চিচ্ছক্তির বৃত্তি।

১১৪। পূর্ববর্তী ১।২।৮৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৫। শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবতীর্ণ হইয়া এই সকল বহির্মুখ লোকদের সকলকেই উদ্ধার করিবেন এবং তোমাদের (ভক্তদের) সকলকে সঙ্গে লইয়া জগতের জীবকে **কৃষ্ণভক্তি বুঝাইব**—শিক্ষা দিবেন।

যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ, চক্র লইমু হাথে ॥ ১১৬

পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস ॥" ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৬। ভক্তস্বভাব শ্রীঅদ্বৈতের এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বোধ হয় লীলাশক্তিই তাঁহার মুখে প্রকাশ করিয়াছেন—ভক্তদের চিত্তে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে। পূর্ববর্তী ১।২।৮৮-পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভুও নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট ; তথাপি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার মধ্যেও সময় সময় ঐশ্বর্য প্রকটিত হইত এবং তাঁহার মুখেও তাঁহার ঈশ্বরত্ব-সূচক বাক্য প্রকাশ পাইত। মহাপ্রভু-সম্বন্ধে শ্রীলমুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—"ক্বচিদীশ্বরভাবেন ভৃত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্।—এবং নানাবিধাকারৈ র্নৃত্যন্ লোকানশিক্ষয়ৎ ॥ কড়চা ॥ ২।৪।৪ ॥", "নানাবতারানুকৃতিং বিতন্বন্ রেমে নৃলোকাননুশিক্ষয়ংশ্চ ॥ কড়চা ॥ ১।১৬।১৩ ॥"—"কখনও বা ঈশ্বরাবেশে ভৃত্য (ভক্ত) গণকে বিবিধ বর প্রদান করিয়াছেন ; কখনও বা লোকশিক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ অবতারের অনুকরণ করিয়া বিহার করিয়াছেন।" কাহারও প্রতি কৃপা প্রকাশ করার জন্য যখন প্রভুর ইচ্ছা হইত এবং কোনওরূপ ঐশ্বর্যের প্রকটনেই যদি সেই কৃপা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এই ইচ্ছা জানিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তিই সেই ঐশ্বর্য প্রকটিত করিতেন। নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট ভগবান্ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, সুতরাং তাঁহার যে ঐশ্বর্য আছে, তাহাও তিনি মনে করেন না ; কিন্তু তিনি মনে না করিলেও ঐশ্বর্য তো তাঁহার আছেই এবং সময় বুঝিয়া সেই ঐশ্বর্য তাঁহার সেবাও করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা জানিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তি যথোচিতভাবে ঐশ্বর্যাদি প্রকটিত করিয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণরূপ সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার যে ঐশ্বর্য প্রকটিত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে তিনি তাহা জানিতেও পারেন না। মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যসম্বন্ধেই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬৪ ॥" মশ্রী ॥ ১১।১ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর-তত্ত্ব ; সুতরাং তাঁহারও ঐশ্বর্য আছে। কিন্তু নরলীল ও নর-অভিমানবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যের পরিকর বলিয়া তিনিও নর-অভিমান-বিশিষ্ট এবং ভক্তভাবময়। শ্রীবাসপণ্ডিত-সম্বন্ধে পাষণ্ডীদের কথা শুনিয়া ভক্তগণ আতঙ্কিত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনাবিধানের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তিই তাঁহার মুখে এই পয়ারোক্ত কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা, ভক্তদের আতঙ্ক দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার এই ইচ্ছা জানিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তিই শ্রীঅদ্বৈতের মুখে এই কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত হয়তো তাহা জানেনও নাই।

১১৭। পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **স্কন্ধনাশ**—মূল নাশ। বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে শাখা-প্রশাখাদি বিস্তারিত হইয়া বহুস্থানকে ব্যাপ্ত করে। তদ্রূপ পাষণ্ডীদের মুখোচ্চারিত ভক্ত-বিদ্বেষাত্মক বাক্যগুলিও

এই মত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥ ১১৮
ভক্তসব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদপদ্ম ক্রন্দন করিয়া॥ ১১৯
সর্ব্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥ ১২০
কেহো দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহো 'কৃষ্ণ' বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে॥ ১২১
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥ ১২২
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব-উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্‌যোগ॥ ১২৩
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম॥ ১২৪
মাঘমাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতীগর্ভে একচাকা-নামে গ্রামে॥ ১২৫
হাড়াই-পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব-পিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ॥ ১২৬
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা, ধরি নিত্যানন্দ নাম॥ ১২৭
মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥ ১২৮
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃপুন সুমঙ্গল॥ ১২৯
যে প্রভু পতিত-জন-নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে॥ ১৩০
অনন্তের প্রকাশ হইলা হেন-মতে।
এবে শুন, কৃষ্ণ অবতীর্ণ যেন-মতে॥ ১৩১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বহুলোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারে। কিন্তু পাষণ্ডীদের কাটিয়া ফেলিলে তাহার সম্ভাবনা আর থাকিবে না। তখন ভক্তবিদ্বেষাত্মক কথার মূল স্কন্ধই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

১১৮। **সঙ্কল্প**—পূর্ব্বোক্ত ১।২।৮৮-পয়ারোক্ত প্রকারে সঙ্কল্প।

১২১। **এড়িতে**—ত্যাগ করিতে, মৃত্যুকে বরণ করিতে। "ছাড়িতে"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

১২৩। ভক্তদের দুঃখ দেখিয়া ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু তাঁহাদের দুঃখ-দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্ষদ ভক্তদের ব্রহ্মাণ্ডে অবতারণই হইতেছে তাঁহার অবতরণের উদ্যোগ। "প্রভু"-স্থলে "কৃষ্ণ"-পাঠান্তর আছে।

১২৪। ১২৪-১৩১-পয়ারসমূহে শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণের কথা বলা হইয়াছে। **শ্রীঅনন্তধাম**—ভূধারী শ্রীঅনন্তদেবের ধাম বা আশ্রয়—অংশী—শ্রীবলরাম। **নিত্যানন্দরাম**—নিত্যানন্দরূপ বলরাম।

১২৫। "শুভদিনে"-স্থলে "শুভক্ষণে"-পাঠান্তর। **পদ্মাবতী**—শ্রীনিত্যানন্দের মাতার নাম।

১২৬। ১।২।৩৫-৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৭। এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃপাসিন্ধু⋯বলরাম" এই অংশটুকু একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে নাই। তাহাতে 'অবতীর্ণ হৈলা' হইতে পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। যথা—'অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম। মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ॥ সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন। আমাদের ভাগ্যে প্রভু লভিলা জনম।"

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥ ১৩২

উদার-চরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥ ১৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩২। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভুর অবতরণের কথা বলা হইতেছে। তাঁহার পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবর, মাতা শ্রীশচী দেবী। **বসুদেবপ্রায়**—বসুদেবের তুল্য। বসুদেব যেমন সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, জগন্নাথ মিশ্রও তেমনি সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, জীবতত্ত্ব নহেন। তথাপি নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট ভগবানের পরিকর বলিয়া তিনিও নর-অভিমানবিশিষ্ট এবং সেজন্যই তিনি **স্বধর্ম্মে তৎপর**—স্বীয় স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবারূপ ধর্মে তৎপর—ঐকান্তিক নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। "স্বধর্ম্মে"-স্থলে "ধর্ম্মেতে"-পাঠান্তর।

"স্বধর্ম"-শব্দে সাধারণতঃ বর্ণাশ্রমধর্মকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থের সঙ্গতি নাই। কেননা, জগন্নাথ মিশ্রের পক্ষে "স্বধর্মে (বর্ণাশ্রম-ধর্মে) তৎপরতা" সম্ভব নয়। যেহেতু, তিনি হইতেছেন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ; বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাপ্য অনিত্য এবং মায়িক স্বর্গাদিসুখের জন্য তাঁহার কোনও বাসনা থাকিতে পারে না। নর-অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া স্বীয় ভগবৎ-পরিকরত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান না থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ের ভাবের পরিবর্তন হইতে পারে না। তাঁহার সংসারি-জীব-অভিমান-সত্ত্বেও ভজন-বিষয়ে তিনি তাঁহার সেই চিত্তগত ভাবের দ্বারাই পরিচালিত হইবেন। জীবের বাস্তব স্বধর্ম বা স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। এই সেবা লাভের নিমিত্ত যাঁহারা ভজন করেন, বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান তাঁহাদের ভজনের অনুকূল নহে, বরং প্রতিকূল। ইহা যে সাধনভক্তির অঙ্গ নহে. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতেও তাহা জানা যায়। "সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্মণাম্॥ ভ. র. সি.॥ ১।২।১১৮॥" শ্রুতিও বলিয়াছেন—"বর্ণাদিধর্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি॥ মৈত্রেয় উপনিষৎ॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥ ভা. ১১।১১।৩২॥ ভগবদ্ভক্তি।" অর্জুনের নিকটেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥ গীতা॥ ১৮।৬৬॥" সাধন-ভক্তির উপদেশ-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ এ-সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥ চৈ. চ: ২।২২।৪৯-৫০॥" (বিস্তৃত আলোচনা গৌ. বৈ. দ. বাঁধান তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সেবিত হইতেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২।৮।২৯-৪২ পয়ার-সমূহ হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি ভক্তিমার্গে ভজনের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার "স্বধর্ম" কখনও "বর্ণাশ্রম ধর্ম" হইতে পারে না, ইহা হইতেছে—জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার অনুকূল ধর্ম।

১৩৩। **ব্রহ্মণ্যের সীমা**—প্রকৃত ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।

কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথমিশ্রচন্দ্র ॥ ১৩৪
তান পত্নী শচী-নাম মহা-পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা ॥ ১৩৫
বহু কন্যা-পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥ ১৩৬

বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ ॥ ১৩৭
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফুর্ত্তি ॥ ১৩৮
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ১৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ হইতেছে অক্ষর-ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব। "য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ বৃ. আ. ॥ ৩।৮।১০ ॥" এ-স্থলে "ব্রাহ্মণের সেই সীমা"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

১৩৪। কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব এবং নন্দ—ইহারা সকলেই ভগবানের পিতৃতত্ত্ব—সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র হইতেছেন **সর্ব্বময়-তত্ত্ব**—কশ্যপ-দশরথাদি সকল পিতৃতত্ত্বই শ্রীমিশ্রবরের মধ্যে অবস্থিত। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতারূপ পরিকর শ্রীনন্দ হইতেছেন মূল পিতৃতত্ত্ব—কশ্যপাদি অন্যান্য পিতৃতত্ত্বদের অংশী। শ্রীচৈতন্য যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তখন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও হইবেন—শ্রীনন্দ, অন্য পিতৃতত্ত্বদের অংশী।

১৩৫। **তান্ পত্নী**—তাঁহার (শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের) পত্নী শচী দেবী।

১৩৬। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"জগন্নাথমিশ্র পত্নী শচীর উদরে। আটকন্যা ক্রমে হৈল—জন্মি জন্মি মরে ॥ অপত্যবিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন। পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ ॥ তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ-নাম ॥ চৈ. চ. ১।১৩।৭০-৭২ ॥" মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালে একমাত্র বিশ্বরূপই প্রকট ছিলেন।

১৩৭। **অভিন্ন মদন**—সর্বচিত্তহর মদনের সহিত ভেদরহিত। **ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ**—শচী-জগন্নাথ।

১৩৮। **বিরক্তি**—বৈরাগ্য, সংসার-সুখের প্রতি অনাসক্তি। **শৈশবেই** ইত্যাদি—অতি অল্পবয়সেই শ্রীবিশ্বরূপের মধ্যে সমস্ত শাস্ত্র-তত্ত্ব-স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল (প্রকাশ পাইয়াছিল)। বস্তুতঃ শ্রীবিশ্বরূপের জ্ঞান ছিল স্বতঃসিদ্ধ; যে-হেতু তিনি ছিলেন ঈশ্বর-তত্ত্ব। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ নাম। মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেব ধাম ॥ বলদেব-প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥ তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর। অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ চৈ. চ. ১।১৩।৭২-৭৪ ॥" ইহা হইতে জানা যায়, বলরামের এক প্রকাশ বা আবির্ভাব হইতেছেন পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ; সেই সঙ্কর্ষণই 'বিশ্বরূপ'-রূপে আবির্ভূত। কবিকর্ণপূরও শ্রীবিশ্বরূপকে "সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ" বলিয়াছেন (গৌ. গ. দী ॥ ৫৮)। তিনি হইতেছেন—বলদেব-ধাম—বলরামের অংশ, সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব।

১৩৯। পূর্ববর্তী—১।২।৫৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
'ভক্ত সব দুঃখ পায়' জানিঞা অন্তরে ॥ ১৪০

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈল অধিষ্ঠান ॥ ১৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪০। **ধর্ম্ম-তিরোভাব হৈলে**—ধর্ম বিলুপ্ত হইলে, ধর্মের গ্লানি জন্মিলে। ১।২।৩-৪ শ্লোক (গীতা-শ্লোক) দ্রষ্টব্য। **ভক্তসব দুঃখ পায়** ইত্যাদি—ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন জানিয়া তাঁহাদের দুঃখ দূর করার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—ইহাই রীতি। ভগবান্ হইতেছেন ভক্তবৎসল, ভক্তগণ তাঁহার হৃদয়তুল্য প্রিয়, "সাধবো হৃদয়ংমহ্যম্"। এজন্য তিনি ভক্তদুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। তিনি সর্বজীবে সমদর্শী হইলেও "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" বলিয়া ভক্তের সম্বন্ধে তাঁহার এতাদৃশী পক্ষপাতিতা আছে, ইহা তাঁহার পক্ষে দোষের নহে, পরন্তু ভূষণস্বরূপ। কেননা, ইহা বাস্তবিক পক্ষপাতিত্ব নহে, ইহা হইতেছে ভক্তির প্রভাবের একটি ভঙ্গী। ভক্তির কৃপায় ভক্তগণ তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থায়—ভগবানের সহিত স্বাভাবিক প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে—অবস্থিত; সুতরাং তাঁহাদের প্রতিও জীবের একমাত্র প্রিয় ভগবানের প্রিয়ত্বের সম্যক্ বিকাশ; যাহার ফলেই ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ-কৃপা। সংসারী বহির্মুখ জীবগণ সেই সম্বন্ধে অবস্থিত নহেন বলিয়া তাঁহাদের সকলের উদ্ধারের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা থাকিলেও প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত ভক্তের প্রতি কৃপার বা প্রিয়ত্বের যে বিশেষ ভঙ্গী, তাহা সে-স্থলে বিকশিত হয় না; কেননা, সে-স্থলে প্রিয়ত্বের তাত্ত্বিক-সত্যত্ব থাকিলেও তাহা বাস্তবে পরিণত নহে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে ভক্তের প্রতি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক পক্ষপাতিত্ব নহে, তাহা হইতেছে বাস্তবতা-প্রাপ্ত প্রিয়ত্বের স্বাভাবিক ধর্ম। এজন্য ভগবান্ ভক্তের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, বাস্তবতা-প্রাপ্ত প্রিয়ত্বই এই অসহিষ্ণুতাকে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে যখন ভক্তগণের অত্যন্ত দুঃখ জন্মে, তাঁহাদের এই দুঃখের দূরীকরণের জন্য ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণের দুঃখ দেখিয়া স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৪১। **তবে**—শ্রীবাসাদি ভক্তগণের দুঃখ অন্তরে জানিয়া। **শচী-জগন্নাথ-দেহে** ইত্যাদি—ভগবান্ মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন। শচীদেবীরও দেহেই তিনি অধিষ্ঠিত হইলেন, গর্ভে নহে। ১।১।২-শ্লোকের ব্যাখ্যায় "জগন্নাথসুতায়"-শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন, শচীদেবীর নিকটে—"জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল। জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল। আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে। হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥ চৈ. চ. ১।১৩।৮৪-৮৫ ॥" মুরারি গুপ্তও তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—"জগন্নাথস্য বিপ্রর্ষের্মনস্যাবিশদচ্যুতঃ ॥ তেনাহিতং মহাতেজো দধার সময়ে সতী। এতস্মিন্নন্তরে সাধ্বী শচী পতিপরায়ণা ॥ লেভে গর্ভম্। কড়চা ॥ ১।৫।২-৪ ॥"

জয়জয়ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথমিশ্র শচী শুনে ॥ ১৪২

মহা-তেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুই-জনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য-জনে ॥ ১৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪২। অনন্ত-বদনে—অনন্তদেবের সহস্র মুখে। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে পরমকরুণ গৌরচন্দ্র শচী-জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া সহস্রবদন অনন্তদেব আনন্দের আতিশয্যে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। **স্বপ্নপ্রায়** ইত্যাদি—শচীমাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র সেই জয়ধ্বনি শুনিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নহে, স্বপ্নে যেমন শুনা যায়, তেমনি ভাবে। "শচী কহে—মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে। দিব্যমূর্ত্তি লোকসব যেন স্তুতি করে॥ চৈ. চ. ১।১৩।৮৩॥" "জগন্নাথ-মিশ্র শচী"-স্থলে "জগন্নাথ শচী দেবী" পাঠান্তর।

১৪৩। মহাতেজ-মূর্ত্তি ইত্যাদি—জ্যোতিঃস্বরূপ গৌরচন্দ্র দেহে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রও মহাতেজোময় হইয়া পড়িলেন। ১।১।২-শ্লোকের ব্যাখ্যায় "জগন্নাথ-সুতায়"-শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কড়চা॥ ১।৫।৪-৫-শ্লোক দ্রষ্টব্য। **তথাপিহ** ইত্যাদি—শচী-জগন্নাথ মহাতেজোময়-বপু হইয়া থাকিলেও অন্য লোকে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কংস-কারাগারে দেবকী-বসুদেবের দেহে যখন শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের তেজোময় বপু অন্যেরাও দেখিয়াছিল; কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন গৌরচন্দ্ররূপে শচী-জগন্নাথের দেহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারাও তেজোময়বপু হইলেন বটে; কিন্তু শচী-জগন্নাথব্যতীত অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। ইহার হেতু বোধ হয় এই। মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র তাঁহার প্রকটলীলাতে সর্বদাই আত্ম-গোপন-তৎপর ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আত্মগোপন-প্রয়াস প্রেমীভক্তের নিকটে সার্থক হইত না, প্রেমের প্রভাবে প্রেমী ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারিতেন। কেননা, প্রেম বা ভক্তিই তাঁহাকে দেখাইয়া থাকে। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি॥ মাঠরশ্রুতি॥" সেই আত্মগোপন-তৎপর গৌরচন্দ্রই তো শচী-জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; এ-স্থলেও তাঁহার আত্মগোপন-স্বভাব রহিয়াছে। তাই কেবল বাৎসল্যপ্রেম-ঘন-বিগ্রহ শচী-জগন্নাথই তাঁহার জ্যোতিকে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন, অপর কেহ পারে নাই। তাঁহার জ্যোতিকে শচী-জগন্নাথ লক্ষ্য করিতে পারিলেও ইহা যে স্বয়ংভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের জ্যোতি, তাঁহাদের ঘনীভূত বাৎসল্য-প্রেমের, অথবা লীলাশক্তির, প্রভাবে শচী-জগন্নাথ তাহা জানিতে পারেন নাই। সাধারণ বহির্মুখ লোকগণ সেই জ্যোতি লক্ষ্য করে নাই; লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীবাসাদি ভক্তগণও তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। জন্মলীলার পরে কয়েক বৎসর পর্যন্ত প্রভুর আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছা ছিল না; লীলাশক্তি তাহা জানিয়াই ভক্তগণের নিকটেও তাঁহাকে প্রকাশ করেন নাই। অথবা, শচী-জগন্নাথ মহাতেজোমূর্তি হইলেও অন্য লোকগণ তাঁহাদের এই তেজোময়ত্বের হেতু লক্ষ্য করিতে (জানিতে) পারেন নাই। এইরূপ অর্থেও প্রভুর আত্মগোপন-তৎপরতাই সূচিত হইতেছে।

অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিঞা।
ব্রহ্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥ ১৪৪
অতি-মহা-বেদ-গোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥ ১৪৫
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি-দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥ ১৪৬
"জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার॥ ১৪৭
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্রপাল।
জয় জয় অভক্ত-মদন মহাকাল॥ ১৪৮
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর॥ ১৪৯
যে তুমি অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ॥ ১৫০
তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥ ১৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৪। জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইতেছেন জানিয়া জগতের হিতকামী ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ আনন্দের আবেশে শচীদেহ-স্থিত গৌরচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। পরবর্তী ১৪৭-১৮৮ পয়ারসমূহে ব্রহ্মাদির স্তব লিখিত হইয়াছে। মুরারি গুপ্তও তাঁহার কড়চায়, ১।৫।৬-শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি শ্লোকে, ব্রহ্মাদিদেবগণকর্তৃক শচীগর্ভস্থ গৌরের স্তুতির কথা লিখিয়াছেন।

১৪৬। "শ্রবণে"-স্থলে "স্মরণে"-পাঠান্তর।

১৪৮। **বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্রপাল**—বেদ, ধর্ম, সাধু ও বিপ্রের পালনকর্তা। **অভক্ত-মদন-মহাকাল**—অভক্তরূপ মদনের পক্ষে মহাকাল-স্বরূপ। মদন যেমন মহাকালের (শিবের) দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরের দৃষ্টিতেও অভক্তগণ (অভক্তদিগের ভক্তিহীনতা, বহির্মুখতা, ভক্তবিদ্বেষাদি) ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহা মুণ্ডকশ্রুতিরই তাৎপর্য। ১।২।৫-৬-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "মদন"-স্থলে "দমন"-পাঠান্তর। অভক্ত-দমন—অভক্তদিগকে দমন করেন যিনি এবং অভক্তদের পক্ষে যিনি মহাকাল-স্বরূপ—যমস্বরূপ।

১৪৯। **সর্ব্বসত্যময় কলেবর**—যাঁহার কলেবর (দেহ) হইতেছে সর্বসত্যময়। শ্রীগৌর হইতেছেন সত্যস্বরূপ, তাঁহার দেহও সচ্চিদানন্দ—সুতরাং সত্য—ত্রিকালসত্য, সর্বতোভাবে বিকারহীন। সত্য—নিত্য। তিনি সমস্ত নিত্য (সত্য) বস্তুর উৎস। "নিত্যো নিত্যানাম্॥ শ্রুতি॥" আবার সমস্ত সত্য—নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপগণ তাঁহাতে বা তাঁহার দেহেই অবস্থিত; এজন্যও তিনি সর্বসত্যময়-কলেবর। ইহাদ্বারা তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা কথিত হইয়াছে। **ইচ্ছাময়**—যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে পারেন। ইহাদ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য কথিত হইল। **মহামহেশ্বর**—১।২।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহাদ্বারাও গৌরের স্বয়ংভগবত্তা কথিত হইয়াছে।

১৫০। **বাস**—বাসস্থান, আশ্রয়। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহারই মধ্যে। এ-স্থলে তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব সূচিত হইয়াছে। **সে তুমি** ইত্যাদি—যিনি সর্বব্যাপক, তিনিই শ্রীশচী-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন; ইহাদ্বারা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি কথিত হইয়াছে। জীবের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের উদ্দেশ্যেই এই অচিন্ত্যশক্তির প্রকাশ। বস্তুতঃ তিনি শচীদেবীর গর্ভে প্রবেশ

সকল সংহার যাঁর ইচ্ছায় সংসারে'।
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে ? ১৫২
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা'সভারে ॥ ১৫৩
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ ?
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥ ১৫৪
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥ ১৫৫
তথাপিহ তুমি সে আপনি অবতরি।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥ ১৫৬
সত্য-যুগে তুমি প্রভু শুভ্র-বর্ণ ধরি।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥ ১৫৭
কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারি-রূপে অবতরি ॥ ১৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকা

না করিয়া থাকিলেও, লৌকিকী প্রতীতিতে, অন্যান্য লোকদের ন্যায়, ব্রহ্মাদিও মনে করিয়াছেন—তিনি শচীর গর্ভেই অবস্থিত (১।১।২-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১৫২-১৫৬। স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌর—ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান্। ইচ্ছামাত্রেই তিনি সমস্ত করিতে পারেন। জগদ্‌বাসী দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, অসুর-সংহার এবং সমস্ত জীবের উদ্ধার, তিনি ইচ্ছা করিলে কেবল ইচ্ছার প্রভাবেই হইতে পারে। এজন্য তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কোনও প্রয়োজন হয় না। মহাপ্রলয়ে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো তাঁহার ইচ্ছায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তথাপি তিনি কংসবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং রাবণ-বধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাঁহার কোনও এক ভক্তও সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। তথাপি তিনি নানা সময়ে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের গূঢ়রহস্য জগৎকে জানাইয়া থাকেন। এইরূপে দেখা গেল, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও কেন যে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, ইহা তিনি ব্যতীত অপর কেহই জানিতে পারে না। ব্রহ্মাও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। "কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্-ইত্যাদি ভা. ১০।১৪।২১ ॥" ১।২।২-শ্লোক দ্রষ্টব্য। প্রয়োজন না থাকিলেও কেন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, "পৃথিবী ধন্য করি"-বাক্যে গ্রন্থকার বোধ হয়, তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। পৃথিবীকে ধন্য করিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পদরজের স্পর্শে পৃথিবীকে কৃতার্থ করেন, জগদ্‌বাসী ভক্তদিগকে দর্শন দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন, পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্‌বাসী আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে দর্শন দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের পাপপুণ্য বিধৌত করিয়া সকলকে ব্রজপ্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করেন (মুণ্ডকশ্রুতি)-ইত্যাদিরূপে তিনি পৃথিবীকে ধন্য করিয়া থাকেন। ১৫৩-পয়ারে "বধিলা"-স্থলে "বধো—বধ কর" এবং ১৫৬ পয়ারে "পৃথিবী"-স্থলে "আপনি"-পাঠান্তর আছে। কোন্ কোন্ রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, পরবর্তী ১৫৭-১৬৩ পয়ারসমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

১৫৭-১৫৮। এই দুই পয়ারে সত্যযুগের যুগাবতার "শুক্ল"-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। সত্যযুগে "শুক্ল"-নামক যুগাবতার-রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। সত্যযুগের যুগধর্ম তপস্যা শিক্ষা দেন। কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণবর্ণ চর্ম। শুক্লের লক্ষণ-"কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।

ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম॥ ১৫৯
স্রুক্‌-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সভারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া॥ ১৬০
দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরেঘরে॥ ১৬১
পীতবাস-শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর, মহারাজ-রূপে অবতরি॥ ১৬২
কলি-যুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম॥ ১৬৩
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার? ১৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ॥ মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ। যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥ ভা. ১১।৫।২১-২২॥

১৫৯-৬০। ত্রেতাযুগে ভগবান্ ত্রেতার যুগাবতার "রক্ত-"স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েন। ত্রেতার যুগধর্ম—যজ্ঞ। "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয়্যাত্মা স্রুক্‌-স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ ভা. ১১।৫।২৪॥" স্রুক্‌—যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার জন্য কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ। স্রুব—যজ্ঞাগ্নিতে হোম করিবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ।

১৬১-৬২। কোনও কোনও দ্বাপরে ভগবান্ যে শ্যামবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলা হইতেছে। দ্বাপরের যুগধর্ম—অর্চন। গতদ্বাপরেও ভগবান্ শ্যামবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ভা ১১।৫।২৭॥" ইনি দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতার নহেন; দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতার হইতেছেন "শুকপত্রাভ"। গতদ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বাপরের যুগাবতার পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন নাই; আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীকৃষ্ণই যুগধর্ম প্রচার করিয়াছেন।

১৬৩। কোনও কোনও কলিতে পীতবর্ণ ভগবান্ ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হয়েন, কিন্তু সকল কলিতে নহে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনের অন্তর্গত কোনও এক দ্বাপরে একবার মাত্র অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (মশ্রী॥ ১।২২-অনু দ্রষ্টব্য)। যে-দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে তিনিই পীতবর্ণে ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপরূপ যেমন তাঁহার স্বরূপগত রূপ, তেমনি পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের ব্রাহ্মণরূপও তাঁহার স্বরূপগত রূপ। স্বয়ংভগবান্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপরূপব্যতীত অন্যরূপে এবং গোপকুলব্যতীত অন্য কুলে কখনও আবির্ভূত হয়েন না, তেমনি স্বয়ংভগবান্‌রূপে পীতবর্ণ ভগবান্‌ও ব্রাহ্মণরূপব্যতীত অন্যরূপে এবং ব্রাহ্মণকুলব্যতীত অন্যকুলে আবির্ভূত হয়েন না। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ-রূপেই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, কখনও কোনও নূতন রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন না। ইনি কিন্তু কলিযুগের সাধারণ যুগাবতার নহেন। কলির সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ শ্যাম বা কৃষ্ণ। "কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্তিতঃ", "কলৌ কৃষ্ণঃ প্রকীর্তিতঃ"। এই কৃষ্ণ বা শ্যাম—স্বয়ংভগবান্ নহেন, পরন্তু তাঁহার অংশ। যুগাবতারদের নাম ও বর্ণ একই।

১৬৪। পূর্ববর্তী ১।২।২-শ্লোক দ্রষ্টব্য। কোন্ কোন্ রূপে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া

মৎস্য-রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্ম্ম-রূপে তুমি সব-জীবের আধার ॥ ১৬৫
হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি-দৈত্য দুই 'মধু' 'কৈটভ' সংহার ॥ ১৬৬
শ্রীবরাহ-রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য-বিদার ॥ ১৬৭
বলি ছল' অপূর্ব্ব বামন-রূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী ॥ ১৬৮
রামচন্দ্র-রূপে কর রাবণ-সংহার।
হলধর-রূপে কর অনন্ত-বিহার ॥ ১৬৯
বুদ্ধ-রূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী-রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥ ১৭০
ধন্বন্তরি-রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১৭১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

থাকেন, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইতেছে। এ-সমস্ত পয়ারে উল্লিখিত স্বরূপ-সমূহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে; কিন্তু বাহুল্য-বোধে, দু'য়েকটি স্থল-ব্যতীত অন্য স্থলে প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইবে না।

১৬৫। **জলে প্রলয়ে**—প্রলয়-কালে জলের মধ্যে। **বিহর**—বিহার কর।

১৬৭। **কর হিরণ্য-বিদার**—হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ কর।

১৬৮। **বলি ছল**—বলি মহারাজকে ছলনা কর। **কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী**—পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীন কর।

১৬৯। **হলধর-রূপে**—বলরাম রূপে। **অনন্ত-বিহার**—অশেষ লীলা।

১৭০। **বুদ্ধ-রূপে দয়া-ধর্ম্ম**-ইত্যাদি—বুদ্ধদেব অহিংসা-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; এই অহিংসা-ধর্মকেই এ-স্থলে "দয়াধর্ম" বলা হইয়াছে। "ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ভা. ১৷৩৷২৪ ॥ —তাহার (রাম-কৃষ্ণের অবতরণের) পরে, কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে, অসুরদিগের সম্মোহনের নিমিত্ত বুদ্ধনামক অঞ্জনা-তনয় কীকটে (গয়া-প্রদেশে ॥ শ্রীধর-স্বামী) জন্মগ্রহণ করিবেন।"; "অসৌ ব্যক্তঃ কলেরব্দসহস্রদ্বিতয়ে গতে। মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য দ্বিভুজা চিকুরোজ্ঝিতা ॥ ল. ভা. ॥ ১৷১৮৩ ॥ —কলির দুই সহস্র বৎসর গত হইলে ইঁহার (বুদ্ধদেবের) আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহার মূর্তি—পাটলবর্ণ, দ্বিভুজ এবং কেশ-বর্জিত।" বুদ্ধদেব ছিলেন নাস্তিক, অর্থাৎ তিনি বেদ মানিতেন না, বেদবিরুদ্ধাচারী, শূন্যবাদী। অসুর-সম্মোহনের উদ্দেশ্যেই তাঁহার অবতার। **কল্কী-রূপে**—কল্কী-নামক অবতার-রূপে। "অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কীর্জগৎপতিঃ ॥ ভা. ১৷৩৷২৫ ॥ —তাহার (বুদ্ধদেবের অবতরণের) পরে, যুগসন্ধি-সময়ে (কলির অন্তে॥ শ্রীধরস্বামী), রাজন্যবর্গ দস্যুপ্রায় হইলে বিষ্ণুযশঃ (ব্রাহ্মণ॥ স্বামিপাদ) হইতে কল্কী-নামক জগৎপতি জন্মগ্রহন করিবেন।" ম্লেচ্ছ-সংহার তাঁহার কার্য। বুদ্ধ এবং কল্কী—ইঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন, জীব-তত্ত্ব, আবেশ-অবতার। "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ল. ভা. ১৷১৮ ॥—জ্ঞানাদি-শক্তির অংশদ্বারা জনার্দন যাঁহাদের মধ্যে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকে আবেশ-অবতার বলে; তাঁহারা হইতেছেন মহত্তম জীবই।" এ-সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ মন্ত্রী ॥ ৩৫-অনুচ্ছেদে, ১৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীনারদ-রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস-রূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ১৭২
সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ-রূপে গোকুলে করিলা বহু-রঙ্গে ॥ ১৭৩
এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্বশক্তি পরচারি ॥ ১৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭২। শ্রীনারদ-রূপে—শ্রীনারদও আবেশ-অবতার। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তি শক্তি ॥ চৈ. চ. ২।২০।৩০৯ ॥"

১৭৩। সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী ইত্যাদি—সর্বলীলা, সর্বলাবণ্য, এবং সর্ববৈদগ্ধী প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে গোকুলে নানা রঙ্গ করিয়াছ। গোকুলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্; ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ-কালে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও তাঁহারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েন এবং সে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রকটিত হয়। এজন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাই, তাঁহার নিজস্ব-লীলার সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রকটিত হইয়া থাকে—তিনি সর্ব্বলীল। সর্ব্বলাবণ্য—পূর্ণতম লাবণ্য। সর্ব্ববৈদগ্ধী—অনন্ত প্রকার বৈদগ্ধী (নিপুণতা)। "গোকুলে করিলা"-স্থলে "বিহর গোকুলে"-পাঠান্তর।

ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ শ্রীশচী-দেহস্থিত ভগবৎ-স্বরূপের স্তব করিতে করিতে এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। যিনি শচী-দেহে অবস্থিত, তিনি যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে গোকুলে বিহার করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এ-স্থলে তাহাই বলিলেন।

১৭৪। শ্রীশচী-দেহে যিনি অবস্থিত, ব্রহ্মাদি-দেবগণ যাঁহার স্তুতি করিতেছেন, এক্ষণে ১৭৪-৮৮ পয়ার-সমূহে তাঁহার তত্ত্ব ও মহিমার কথা বলা হইয়াছে। এই অবতারে—যে-স্বরূপে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি শচী-দেহে প্রবেশ করিয়াছ, সেই স্বরূপে। ভাগবত-রূপ ধরি —ভাগবতের (ভগবদ্‌ভক্তের, শ্রীকৃষ্ণভক্তের) রূপ ধারণ করিয়া, ভক্তভাবময়-রূপে। পূর্বপয়ারে তাঁহাকে গোকুল-বিহারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাবময় বা ভাগবত-রূপ নহেন। যাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া ভক্তি থাকে, যিনি সেই ভক্তির আশ্রয়, তিনিই ভক্তভাবময়, ভাগবত-রূপ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির আশ্রয় নহেন; তিনি ভক্তির বিষয় মাত্র; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাবময় নহেন। পূর্ব্ববর্তী ১।২।৫-৬-শ্লোকের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, একই বিগ্রহে শ্রীরাধার সহিত মিলিত এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত; অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধার সহিত মিলিত বলিয়া তিনি ভক্তভাবময়। তিনি ভক্তভাবে আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণলীলাদিও কীর্তন করেন (১।২।৫-৬. শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মাদি-দেবগণ এই পয়ারে সেই ভক্তভাবময় পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথাই বলিয়াছেন। "ভাগবত-রূপ"-শব্দে তাঁহারা জানাইলেন—"এই অবতারে—অর্থাৎ এই কলিযুগে" শচীদেবী হইতে যিনি আবির্ভূত হইবেন, তিনি হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। সর্ব্বশক্তি পরচারি—সর্বশক্তি প্রচার করিয়া। "শক্তি"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর আছে। ১।১।২-শ্লোকের "সপুত্রাস্ত্র" শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সকল-সংসার।
ঘরেঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার॥ ১৭৫
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব্ব-দাস॥ ১৭৬
যে তোমার পাদপদ্মে ধ্যান নিত্য করে।
তা'সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥ ১৭৭
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিগ হয় সুনির্ম্মল॥ ১৭৮
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস॥ ১৭৯

তথাহি পদ্ম-পুরাণে—
"পদ্ভ্যাং ভূমের্দ্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্!
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ" ৭॥।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৫। ঘরে ঘরে ইত্যাদি—সকল গৃহে, অর্থাৎ সকল লোকের মধ্যে, নির্বিচারে, প্রেম-ভক্তি প্রচারিত হইবে। এই উক্তি হইতেও জানা যাইতেছে, শচী-নন্দন হইতেছেন নির্বিচারে প্রেমভক্তি-বিতরণকারী পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ (১৷২৷৫-৬ শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১৭৬। অবতীর্ণ হইয়া সংকীর্তনানন্দে তোমার সর্বদাসের (তোমার সমস্ত ভক্তদের) সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিবে।

১৭৭-৭৯। এই তিন পয়ারে প্রভুর ভক্তদের মহিমা ব্যক্ত করা হইয়াছে। "তোমার পাদপদ্ম যাঁহারা ধ্যান করেন, সেই ভক্তদের প্রভাবেই পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল,—ভগবদ্‌বহির্মুখতা, দেহেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা—দূরীভূত হয়। তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্রেই দশদিক্ সুনির্মল—অত্যন্ত পবিত্র—হয়।" ভক্তের মধ্যে জড়রূপা মায়াশক্তির কোনও প্রভাবই নাই। তাঁহাদের মধ্যে চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তি বিরাজিত; সেই সর্বপাবনী ভক্তি তাঁহাদের দৃষ্টির সহিত বিস্তারিত হইয়া সমস্তকে পবিত্র করিয়া থাকে। বৈষ্ণব-ভক্ত-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তব গুণ॥" এই পয়ারত্রয়ের উক্তির সমর্থনে নিম্নে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৭৮ পয়ারে "পদতালে"-স্থলে "পদতলে"-পাঠান্তর।

শ্লো॥ ৭॥ অন্বয়॥ হে রাজন্! কৃষ্ণভক্তস্য (কৃষ্ণভক্তের) নৃত্যতঃ (নৃত্য হইতে—নৃত্যের প্রভাবে বা মহিমায়—নৃত্যকালে) পদ্ভ্যাং (কৃষ্ণভক্তের পদদ্বয়ের দ্বারা, নর্তনরত পদদ্বয়ের প্রভাবে) ভূমেঃ (পৃথিবীর, যে পৃথিবীর উপরে কৃষ্ণভক্ত নৃত্য করেন, তাঁহার চরণ-স্পর্শের প্রভাবে সেই পৃথিবীর), দৃগ্‌ভ্যাং (নয়নদ্বয়ের—নয়নদ্বয়ের দৃষ্টির—দ্বারা) দিশঃ (দিক্ সকলের, দশদিকের), দোর্ভ্যাং (বাহুদ্বয়ের দ্বারা, ঊর্ধ্ববাহু হইয়া যখন ভক্ত নৃত্য করেন, তখন সেই ঊর্ধ্বে উত্থিত বাহুদ্বয়ের প্রভাবে) দিবঃ (স্বর্গের) চ (ও) অমঙ্গলং (অমঙ্গল—অশুভ—সমস্ত বিঘ্ন) উৎসার্য্যতে (বিনষ্ট হয়)

অনুবাদ। হে রাজন্! ভক্তিভরে কীর্তনানন্দে যখন কৃষ্ণভক্ত নৃত্য করিতে থাকেন, তখন তাঁহার চরণযুগল (চরণযুগলের স্পর্শে) পৃথিবীর, নয়নদ্বয় (নয়নদ্বয়ের দৃষ্টির প্রভাবে) দিক্ সকলের এবং (ভক্ত যখন ঊর্ধ্ববাহু হইয়া নৃত্য করেন, তখন সেই) বাহুদ্বয়ের প্রভাবে স্বর্গেরও সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। ১৷২৷৭॥

"সে প্রভু আপনে, তুমি সাক্ষাৎ হইয়া
করিবা কীর্ত্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥ ১৮০

এ মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি॥ ১৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের অষ্টমবিলাসে নৃত্যমাহাত্ম্য-প্রস্তাবে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে 'পদ্মপুরাণ' এই পাঠের পরিবর্তে 'হরিভক্তিসুধোদয়ে' (২০।৬৮) এবং শ্লোকটিও কিছু পরিবর্তিত আকারে লিখিত আছে। যথা—'বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাৎ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ। পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাং চাহমঙ্গলং দিবঃ॥'"

১৮০। **সে প্রভু আপনে তুমি** ইত্যাদি—যে-প্রভুর ভক্তগণের নৃত্য-কীর্তনের এতাদৃশ মহিমা, সেই প্রভু তুমি নিজে—সাক্ষাৎ (অবতীর্ণ) হইয়া তাদৃশ ভক্তগোষ্ঠীকে (ভক্তসমূহকে) সঙ্গে লইয়া কীর্তন-প্রেম করিবে (সংকীর্তন করিবে এবং সংকীর্তন-প্রসঙ্গে প্রেম প্রচার করিবে; অথবা, যে-সংকীর্তনফলে প্রেম লাভ হইতে পারে, সেই সংকীর্তন করিবে)। অথবা, কীর্তন-প্রেম = প্রেমকীর্তন, প্রেমাবেশে কীর্তন।

১৮১। ভক্তগণের সহিত তোমার এতাদৃশ সংকীর্তনের মহিমা বর্ণন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। **তুমি বিলাইবা**-ইত্যাদি—তুমি বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি (কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম—ব্রজপ্রেম) বিলাইবে—বিনামূল্যে, সাধন-ভজনাদির অপেক্ষা না রাখিয়া, যাহাকে-তাহাকে, আপামর-সাধারণকে, বিতরণ করিবে। ব্রহ্মাদি-দেবগণ এ-স্থলে মুণ্ডক-শ্রুতিকথিত স্বর্ণবর্ণ (পীতবর্ণ) স্বয়ংভগবানের মহিমার কথাই বলিয়াছেন। শচীনন্দন যে মুণ্ডক-শ্রুতিকথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্, তাহাই বলা হইল (১।২।৫-৬-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি—বিষ্ণু হইতেছেন সর্বব্যাপক-তত্ত্ব। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি ভা. ১০।৩৩।৩৯-শ্লোকে রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকেই "বিষ্ণু" বলা হইয়াছে। তদনুসারে **বিষ্ণুভক্তি** হইতেছে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণবিষয়ক-ভক্তি, ব্রজপ্রেম। এই বিষ্ণুভক্তি বা ব্রজপ্রেম হইতেছে **বেদগোপ্য**—বেদ যাহাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা। বেদেও এই প্রেমের কথা আছে, কিন্তু কতকটা যেন প্রচ্ছন্নভাবে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৮ এবং ২।৪।৫ বাক্য হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটি স্বরূপতঃ পারস্পরিক বলিয়া জীবও তাঁহার প্রিয়। তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। এজন্য সেই শ্রুতি প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার উপদেশ দিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ বৃ. আ.॥ ১।৪।৮॥" প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার তাৎপর্য হইতেছে—নিজের সম্বন্ধে কোনও কিছু—ভুক্তি বা মুক্তি—প্রাপ্তির বাসনার লেশমাত্র হৃদয়ে পোষণ না করিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। ইহাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। কিন্তু এইরূপ সেবার পূর্বে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন হইতেছে—তাদৃশ সেবার বাসনা; নচেৎ বাস্তবিক সেবা হইবে না, হইবে সেবার অভিনয়। এইরূপ বাসনার, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী-সেবার বাসনার, নামই হইতেছে—প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা

মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমিসব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥ ১৮২
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা' হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥ ১৮৩
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব-যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥ ১৮৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ধরে প্রেম-নাম ॥ চৈ. চ. ১।৪।১৪১ ॥" এইরূপে জানা গেল—বেদেও প্রেমের কথা আছে—অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে। এজন্যই প্রেম বা বিষ্ণুভক্তিকে বেদগোপ্য বলা হইয়াছে। পরিষ্কার উল্লেখও বেদে আছে। "যস্যদেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ শ্বেতা ॥ ৬।২৩ ॥" এ-স্থলে কথিত "পরাভক্তি" হইতেছে প্রেমভক্তি। কিন্তু এই শ্রুতিও এই প্রেমভক্তির বিশেষ বিবরণ দেন নাই—প্রচ্ছন্ন। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-বাক্যের বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ১।৬।২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১৮২-৮৩। **মুক্তি দিয়া** ইত্যাদি—একমাত্র স্বয়ংভগবান্ই হইতেছেন ব্রজপ্রেম-দাতা। কিন্তু যে-সাধকের চিত্তে ভুক্তিবাসনা বা মুক্তিবাসনা থাকে, শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি তাঁহাকে ভুক্তি বা মুক্তিই দিয়া থাকেন, প্রেম বা ভক্তি দেননা; প্রেমভক্তি-লাভের অযোগ্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে প্রেম ভক্তি যেন লুকাইয়া রাখেন। "রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ। অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ভা. ৫।৬।১৮ ॥" **আমি সব যে নিমিত্তে** ইত্যাদি—আমি সব—আমরা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণও—যে প্রেম-ভক্তি পাওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, কিন্তু পাই না। ব্রজবাসীদিগের চরণ-রেণুর কৃপায় ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে মনে করিয়া তাঁহাদের চরণ-রেণুদ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে যাহা কিছু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে ব্রহ্মা তাহাকে তাঁহার ভূরিভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছে (ভা. ১০।১৪।৩৪)। কিন্তু ব্রহ্মার সে-সৌভাগ্য হয় নাই।

১৮৩। **জগতেরে তুমি প্রভু** ইত্যাদি—ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন, তাঁহাদেরও কাম্য, অথচ তাঁহাদের পক্ষেও দুর্লভ, যে-প্রেমভক্তি (ব্রজপ্রেম), সেই প্রেমভক্তিরূপ সম্পত্তি শচীনন্দন জগৎকে—জগদ্বাসী আপামর-সাধারণকে—দান করিবেন, নির্বিচারে সকলকেই প্রেমদান করিবেন—প্রেম-লাভের উপায় নহে, প্রেমই দান করিবেন। এ-স্থলেও মুণ্ডক-শ্রুতিকথিত স্বর্ণবর্ণ-স্বয়ংভগবানের মহিমার কথাই বলা হইয়াছে (১।২।৫-৬ শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। **তোমার কারুণ্য** ইত্যাদি—সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া আপামর সাধারণকে যে তুমি ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ ব্রজপ্রেম দান করিবে, তাহা কেবল তোমার স্বাভাবিকী করুণাবশতঃই।

১৮৪। **সর্ব্বযজ্ঞ**—ধ্যান, বেদবিহিত যজ্ঞাদি, অর্চন, এমন কি নববিধা ভক্তিও। ভগবন্নাম ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়া ভগবানের ন্যায় তাঁহার নামও পূর্ণ—অসীম। অন্য কোনও সাধনাঙ্গ নামী হইতে অভিন্ন নহে বলিয়া পূর্ণ নহে। অন্য সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে কিছু-না-কিছু ত্রুটি—ছিদ্র—থাকে। বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানেও এইরূপ ত্রুটি বা ছিদ্র থাকে বলিয়া অনুষ্ঠানান্তে অচ্ছিদ্র মন্ত্র

এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা'সভার দেখিতে ভাগ্য হয়॥ ১৮৫
এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে দেবীর অভিমত॥ ১৮৬
যে তোমারে যোগেশ্বর-সভে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ-গ্রামে॥ ১৮৭
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার॥" ১৮৮

এইমত ব্রহ্মাদি-দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥ ১৮৯
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব্ব-ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥ ১৯০
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥ ১৯১
সঙ্কীর্ত্তন-সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥ ১৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উচ্চারণের রীতি আছে। এই অচ্ছিদ্র-মন্ত্র হইতেছে ভগবানের নাম। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে॥ চৈ. চ. ২।১৫।১০৮॥" এজন্যই বলা হইয়াছে "যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্বযজ্ঞ পূর্ণ।"

১৮৫। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রার্থনা করিতেছেন—প্রভু যখন অবতীর্ণ হইবেন, তখন যেন তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহাদের হয়। শ্রীভাগবত হইতে জানা যায়—ব্রহ্মাদিদেবগণ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণেরও দর্শন পায়েন না (ভা. ১০।১-অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১৮৬। **এতদিনে** ইত্যাদি—ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিতেছেন—তুমি শ্রীকৃষ্ণরূপে যমুনায় বিহার করিয়া যমুনাকে কৃতার্থ করিয়াছ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি গঙ্গায় বিহার কর নাই। যমুনায় তোমার বিহার দেখিয়া গঙ্গারও ইচ্ছা জন্মিয়াছিল—তুমি যেন গঙ্গায় বিহার কর; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত গঙ্গার এই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। এবার তুমি যখন গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইতেছ, তখন তুমি গঙ্গায় বিহার করিয়া গঙ্গার অতৃপ্ত-বাসনা পূর্ণ করিবে। **মনোরথ**—মনোবাসনা। **দেবীর অভিমত**—গঙ্গাদেবীর অভীষ্ট; (ক্রীড়ার বিশেষণ)। "ক্রীড়া"-স্থলে "কৃপা" এবং "দেবীর"-স্থলে "যে চির (বহু কালের)" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

১৮৭। **যে তোমারে** ইত্যাদি—যোগেশ্বরগণ মনে মনে ধ্যান করিয়া চিত্তেই তোমার দর্শন পায়েন, অর্থাৎ অন্তরনুভূতিমাত্র পাইয়া থাকেন; কিন্তু বাহিরে তোমার দর্শন পায়েন না। এতাদৃশ তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া আপামর-সাধারণের বিদিত (নয়নের গোচরীভূত) হইবে।

১৯০। **সর্ব্বভুবনের বাস**—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস (বসতি, অবস্থান) যাঁহাতে, তিনি সর্বভুবনের বাস। এক্ষণে শ্রীশচীনন্দনের জন্মলীলার কথা বলা হইতেছে। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে প্রভুর আবির্ভাব। সেই দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল এবং সর্বত্র নামসংকীর্তন চলিতেছিল।

১৯১-৯২। **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে** ইত্যাদি—কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্। যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥ চৈ. চ. ৮।১।১৩।২ শ্লোক॥ —যেই

ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কা'য়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥ ১৯৩
সর্ব্ব-নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি শ্রীহরিকীর্ত্তন॥ ১৯৪
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরি বোল হরি বোল' বলি সবে ধায়॥ ১৯৫
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥ ১৯৬
অপূর্ব্ব শুনিঞা সব ভাগবতগণ।
সভে বোলে "নিরন্তর হউক গ্রহণ॥" ১৯৭
সভে বোলে "আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি, কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥" ১৯৮
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥ ১৯৯
কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সভে 'হরি হরি' বোলে দেখিয়া গ্রহণ॥ ২০০
'হরি বোল হরি বোল' সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥ ২০১
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয়শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥ ২০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ-নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সর্বসদ্‌গুণ-পরিপূর্ণা সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথির বন্দনা করি।"

গ্রহণের ছলে—চন্দ্রগ্রহণের ছলে। চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে সর্বত্র নামসংকীর্তন হইতেছিল। কিন্তু এই দিনের কীর্তন বাস্তবিক গ্রহণ-উপলক্ষ্যে কীর্তন নহে, গ্রহণই এই দিনের কীর্তনের মুখ্যহেতু নহে; মুখ্যহেতু হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গ্রহণের ছলে সংকীর্তন প্রচার করিয়াছেন এবং সেই সংকীর্তনের সহিতই তিনি অবতীর্ণ হইলেন। তিনিও অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্তনও—প্রেমসংকীর্তনও —অবতীর্ণ হইলেন। ১।১।১-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৩। "কর্ম্ম"-স্থলে "শক্তি"-পাঠান্তর আছে। কায়—কাহাতে (কাহার মধ্যে) আছে? **চন্দ্র আচ্ছাদিল** ইত্যাদি—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইচ্ছাতেই সেই দিন রাহু চন্দ্রকে আচ্ছাদন (গ্রাস) করিয়াছিল। কিন্তু কোনও লোক তাহা জানিতে পারে নাই।

১৯৭। **নিরন্তর হউক গ্রহণ**—হরিধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ এমনই অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিলেন যে, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"নিরন্তর (সর্বদা) গ্রহণ হউক", তাহা হইলে লোকগণও সর্বদা কীর্তন করিবেন এবং কীর্তনের ধ্বনি সর্বদা শুনিতে পাইয়া তাঁহারাও সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। হরিনাম বাস্তবিকই পরম-মধুর। "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্।" কিন্তু নামের এই স্বরূপগত মাধুর্য, ভক্তির কৃপায় কেবলমাত্র ভক্তই আস্বাদন করিতে পারেন, অপরে পারে না—পিত্তদগ্ধ জিহ্বায় যেমন মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভূত হয় না, তদ্রূপ।

১৯৮। আজ এত আনন্দ কেন? সর্বত্রই যেন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। তবে কি আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোনও স্থলে আবির্ভূত হইলেন? তাঁহার অবতরণ-কালে আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই কি এই আনন্দের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিলেন?

হেনই সময়ে সর্ব্ব-জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥ ২০৩

ধা ন শী

রাহু-কবল-ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাহ্ধে বাণা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয়জয় পড়িল ঘোষণা॥ ১ ॥ ২০৪
হে মাই! হে মাই! দেখত গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়াক লোক-, শোক সব নাশল,
দিনেদিনে বাঢ়ল আনন্দ॥ ২ ॥ ২০৫
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজয়ে বেণু-বিষাণা।
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র, নিত্যানন্দ ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস রস (গুণ) গানা॥ ৩ ॥ ২০৬

ধা ন শী

জিনিঞা রবি-কর, অঙ্গ মনোহর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি॥ ধ্রু ॥ ২০৭ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৩। প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কোন কোন পুঁথিতে এই পদ্যাংশের পরই অধ্যায়সমাপ্তি হইয়াছে। একখানি পুঁথিতে—'শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণযুগল। বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল॥'—এইরূপে অধ্যায়সমাপ্তি-পরিজ্ঞাপক অতিরিক্ত পাঠও আছে। আর পরবর্তী 'রাহু-কবল-ইন্দু' এবং 'জিনিঞা রবি-কর' প্রভৃতি দুইটি পদ তাহাতে নাই।"

২০৪। **রাহু-কবল-ইন্দু**—ইন্দু (চন্দ্র) রাহুর কবলে (গ্রাসে), অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। সেই সময়ে আবার **পরকাশ নাম-সিন্ধু**—হরিনামরূপ সিন্ধুও (সমুদ্রও) প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ফলে সকল লোক **কলি-মর্দ্দন বান্ধে বাণা**—কলিমর্দন-সূচক বাণা (জয়পতাকা) বাঁধিতেছে। হরিনামের প্রভাবে কলি (কলির সমস্ত প্রভাব) মর্দিত—বিদলিত, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। লোক-সকল কলির এতাদৃশ পরাজয়ের এবং হরি নামের জয়ের চিহ্নস্বরূপ বাণা (জয়পতাকা) বাঁধিতেছে। সারমর্ম—প্রভুর আবির্ভাব-কালে যে হরিনামেরও আবির্ভাব হইল, তাহা হইতেছে কলি-কল্মষ-নাশক। **পহুঁ**—প্রভু। **ভেল প্রকাশ**—প্রকাশ (আবিভূর্ত) হইলেন। **ভুবন চতুর্দ্দশ, জয় জয় ইত্যাদি**—চতুর্দশ ভুবনে 'জয় জয়' শব্দ ঘোষিত হইতে লাগিল।

২০৫। **মাই**—মাঞি, মাতা, মা। **হে মাই**—ও মা (আশ্চর্যে)।

২০৬। **গাজে**—গর্জন (নিনাদ) করে। **বেণু-বিষাণা**—বেণু ও বিষাণ (সিঙ্গা)। **শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র ইত্যাদি**—বৃন্দাবনদাস, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এবং শ্রীনিত্যানন্দ-ঠাকুরের রস (গুণ) গান করিতেছেন। **রস**—মাধুর্য। **গানা**—গান করিতেছে। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিত্যানন্দ-ঠাকুর" স্থলে "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, মোর প্রভু রসানন্দ" পাঠান্তর আছে। রসানন্দ—রসরূপ (অপূর্ব-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়) আনন্দ। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন—আনন্দঘন, রসঘন বিগ্রহ।

২০৭। এই ত্রিপদীতে শ্রীশচীনন্দনের রূপের কথা বলা হইয়াছে। **রবি-কর**—সূর্যের কিরণ। **নয়নে হেরই না পারি**—শ্রীশচীসুতের মনোহর অঙ্গের জ্যোতিঃ সূর্যরশ্মিকেও পরাজিত করে। তাহার

(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিগে শুনিঞা উল্লাস।
এক হরি-ধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ ॥ ১ ॥ ২০৮
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তাহাঁ বন-মাল।

চাঁদ-সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল ॥ ২ ॥ ২০৯
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্যধন্য,
উঠয়ে জয়জয় নাদ।
কোই নাচত, আনন্দে গায়ত,
কলি হৈলা হরিষে-বিষাদ ॥ ৩ ॥ ২১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এমনই প্রভাব যে, নয়নে দেখা যায় না—নয়ন যেন ঝলসিয়া যায়। **উপমা নাহিক বিচারি**—বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার উপমা কোথাও নাই; শচীসুতের আয়ত লোচনের উপমা—তাঁহার আয়ত লোচনই, অন্য উপমা নাই।

২০৮। **বিজয়ে গৌরাঙ্গ**—গৌরাঙ্গ-বিজয়ে, গৌরাঙ্গদেবের বিজয়ে (শুভাগমনে, আবির্ভাবে) **অবনীমণ্ডলে** ইত্যাদি—পৃথিবীর সর্বত্র উল্লাস। **আব্রহ্ম**—ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মার লোক—সত্যলোক) পর্যন্ত, **ভরি শুনি**—শুনিতে পাই যে, একই হরিধ্বনি এই ভূর্লোক হইতে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সমস্ত স্থানকে ভরিয়াছে (পূর্ণ করিয়াছে)। কেন সর্বত্র এইরূপ হরিধ্বনি, তাহার কারণ বলা হইতেছে—**গৌরাঙ্গ চাঁদের পরকাশ**—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া (সর্বত্র এইরূপ হরিধ্বনি হইতেছে)।

২১০। **কোই**—কেহ। "কেহো" বা "কেহো কেহো" পাঠান্তর আছে। **কলি হৈলা হরিষে-বিষাদ**—শ্রীচৈতন্যকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া সকলেরই আনন্দ, আনন্দভরে কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ কীর্তন করিতেছে; কিন্তু কলির আনন্দের সহিত বিষাদ মিশ্রিত। হর্ষে-বিষাদ—যাহা কলির হর্ষের হেতু, তাহাই আবার তাহার বিষাদেরও হেতু। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। ঋষি করভাজন নিমি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ভা. ১১।৫।৩৬॥ —যাঁহারা গুণজ্ঞ, সারভাগী (অসার অংশ পরিত্যাগ করিয়া গুণাংশই যাঁহারা গ্রহণ করেন) এবং যাঁহারা আর্য (সরলচিত্ত), তাঁহারা, (চারিযুগের মধ্যে—স্বামিপাদ) কলিযুগেরই শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করেন, যে-কলিযুগে একমাত্র সংকীর্তনের দ্বারাই সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করা যায়। (ইহাই হইতেছে কলির অসাধারণ গুণ)।" "আবার শ্রীশুকদেব গোস্বামীও বলিয়াছেন—"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ভা. ১২।৩।৫১॥ —হে রাজন্! মহারাজ পরীক্ষিৎ! কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার একটি মহা গুণ আছে। (কি সেই গুণ?) কলিতে একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনের ফলেই লোক সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া পরম-ধামে যাইতে পারে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে।" এই মহাগুণের জন্যই ঋষি করভাজন, কলিকে চারিযুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কলির শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এই—কলির যুগধর্ম হইতেছে সংকীর্তন, অন্য কোনও যুগের যুগধর্ম সংকীর্তন নহে। যাহা হউক, উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকদ্বয় হইতে জানা গেল—চারিযুগের

চারি বেদ-শির,　　মুকুট চৈতন্য,
　　পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র,　　নিতাই ঠাকুর,
　　বৃন্দাবন দাস (তছু পদে) গানে ॥ ৪ ॥ ২১১

পঠমঞ্জরী
(একপদী)
প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিগে উঠিল আনন্দ ॥ ধ্রু ॥ ২১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে কলির প্রশংসার হেতু হইতেছে সংকীর্তন। সেই সংকীর্তনের সহিতই শচীপুত্র আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহাতে, চারিযুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে প্রশংসিত হওয়ার সৌভাগ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা অত্যুজ্জ্বলরূপে দেখা দিয়াছে ভাবিয়া কলির আনন্দ—হর্ষ ; কিন্তু যে-সংকীর্তন কলির এতাদৃশ হর্ষের হেতু, সেই সংকীর্তনই আবার "কলিমর্দ্দন—কলির সমস্ত প্রভাবের বিনাশক" বলিয়া, কলির প্রভাব আর কিছুই থাকিবে না ভাবিয়া, কলির বিষাদ।

২১১। **চারিবেদ-শির-মুকুট চৈতন্য**—শ্রীচৈতন্য হইতেছেন চারিবেদের শির (মস্তক—মস্তকস্থিত) মুকুট। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই হইতেছে চারিবেদ। বেদের উপনিষদংশই হইতেছে শ্রেষ্ঠ, বেদবিগ্রহের শিরঃ, মস্তকস্থানীয়, শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। তাহারও আবার মুকুট—শোভাবর্ধক শিরোভূষণ—হইতেছেন শ্রীচৈতন্য। একথা বলার হেতু এই। বেদের শ্রেষ্ঠাংশ উপনিষদ্‌ভাগে—ব্রহ্মতত্ত্বের কথা, কতরূপে পরব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত, তাহার কথা, ব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপের মহিমার কথাদি বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে, মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী শ্রুতিদ্বয়ে যে স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ—গৌরবর্ণ—স্বয়ংভগবানের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—অসম এবং অনূর্ধ্ব। যেহেতু, স্বরূপে তিনি হইতেছেন—অনন্ত-রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিণী মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা—একই বিগ্রহে এই দুইয়ের মিলিত-স্বরূপ ; মূর্তা পূর্ণশক্তি এবং পূর্ণশক্তিমানের এতাদৃশ মিলিত স্বরূপ আর নাই। তাঁহার অসাধারণ মহিমার কথাও উক্ত শ্রুতিদ্বয় বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার দর্শনমাত্রেই লোকের পাপ-পুণ্য সমূলে বিনষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ সেই লোক ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ ব্রজপ্রেম লাভ করেন এবং প্রেমদাতৃত্ব-বিষয়ে সেই স্বর্ণবর্ণ স্বয়ংভগবানের সঙ্গে পরম-সাম্য লাভ করেন। সেই স্বয়ংভগবান্ আবার যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া নির্বিচারে আপামর সাধারণকে ব্রজপ্রেম দিয়া থাকেন। এতাদৃশ মহিমাও অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের নাই। এজন্যই সেই স্বর্ণবর্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে চারিবেদ-শির-মুকুট বলা হইয়াছে। **মূঢ় পামর** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য যে চারিবেদ-শির-মুকুট, মূঢ় পামর লোকগণ তাহা জানে না। ভক্তির অভাবে জানিতে পারে না। **তছু পদে**—তাঁহার বা তাঁহাদের (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এবং নিত্যানন্দ-ঠাকুরের) চরণে। **গানে**—বৃন্দাবনদাস গান করেন। গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গুণ-মহিমা কীর্তন করিতেছেন। ইহাই শুদ্ধা-সাধন-ভক্তির রীতি।

২১২। এক্ষণে শ্রীশচীসুতের রূপ-মহিমাদির কথা বলা হইতেছে। **পঠমঞ্জরী**—সঙ্গীত-

রূপ কোটি মদন জিনিঞা
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিঞা ॥ ১ ॥ ২১৩
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥ ২ ॥ ২১৪
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব-অঙ্গে জগ-মন লোভে ॥ ৩ ॥ ২১৫
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥ ৪ ॥ ২১৬
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ গান ॥ ৫ ॥ ২১৭

নটমঙ্গল

চৈতন্য অবতার, শুনিঞা দেবগণ রে,
উঠিল পরম মঙ্গল রে আ—।
সকল-তাপ হর, শ্রীমুখ-চন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে আ—॥ ধ্রু ॥ ২১৮
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সভেই নররূপ ধরি রে আ -।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহো নাহি পারি রে ॥ ১ ॥ ২১৯
দশ-দিগে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে আ—।
মানুষ দেব মিলি, এক-ঠাঞি কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে ॥ ২ ॥ ২২০
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে আ—। ২২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শাস্ত্রোক্তা রাগিণী-বিশেষ। পঠমঞ্জরী হইতেছে শ্রীরাগের চতুর্থ রাগিণী। নিম্নলিখিত পদগুলি কোন্ রাগিণীতে কীর্তন করিতে হইবে, "পঠমঞ্জরী"-শব্দে গ্রন্থকার তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

২১৩। **হাসে নিজ** ইত্যাদি—গৌরচন্দ্র **নিজের কীর্তন** (নিজের সম্বন্ধীয় সংকীর্তন) শুনিয়া আনন্দে হাসিতেছেন। প্রেমের আশ্রয়রূপে স্বীয়-নামমাধুর্য আস্বাদন করিয়া শৈশবেই শচীসুতের যে কত আনন্দ, তাঁহার হাসিই তাহার ইঙ্গিত দিয়াছে।

২১৭। **শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান**—জান-শব্দের একটি অর্থ হয়—জীবন, প্রাণ ; আর একটি অর্থ হইতে পারে—জান, অবগত হও, জানিও। প্রথম অর্থে, "শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান"-বাক্যের অর্থ—শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ হইতেছেন গ্রন্থকারের (অথবা ব্যাপক অর্থে—সকলের) জান—জীবনসদৃশ, প্রাণসদৃশ। **বৃন্দাবনদাস গুণ গান**—গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার (বা সকলের) জীবনসদৃশ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের গুণ মহিমা গান করিতেছেন। দ্বিতীয় রকম অর্থে—হে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ ! তোমরা কৃপা করিয়া জানিও—তোমাদের দাস বৃন্দাবনদাস তোমাদের গুণ-মহিমা কীর্তন করিতেছেন। ভাবার্থ—তোমরা ইহা অবগত হইলেই তোমাদের কৃপায় আমি তোমাদের গুণ-বর্ণনে সমর্থ হইব। "নিত্যানন্দ"-স্থলে "নিত্যানন্দচান্দ" এবং "গুণ"-স্থলে "তছু পদযুগে" পাঠান্তর আছে। তছু পদযুগে—তাঁহাদের চরযুগলে। তাঁহাদের চরণসান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের গুণকীর্তন করিতেছেন। পরবর্তী ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২১৮। **নটমঙ্গল**—সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগবিশেষ। দীপক-রাগের রাগিণী। "রে আ"-স্থলে "রে—"-পাঠান্তর।

গ্রহণ-অন্ধকারে,　　　লখিতে কেহো নারে,
　　দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে ॥ ৩ ॥ ২২২
কেহো পঢ়ে স্তুতি,　　　কাহারো হাথে ছাতি,
　　কেহো চামর ঢুলায় রে আ—।
পরম-হরিষে,　　　কেহো পুষ্প বরিষে,
　　কেহো নাচে, গায়, বা'য় রে ॥ ৪ ॥ ২২৩
সকল শক্তি-সঙ্গে,　　　আইলা গৌরচন্দ্র,
　　পাষণ্ড কিছুই না জান রে আ—।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,　　　প্রভু নিত্যানন্দ,
　　বৃন্দাবনদাস (রস) গান রে ॥ ৫ ॥ ২২৪

মঙ্গল [পঞ্চম রাগ]

দুন্দুভি ডিণ্ডিম,　　　মঙ্গল জয় ধ্বনি,
　　গায় মধুর রসাল রে।
বেদের আগোচর,　　　আজু ভেটব,
　　বিলম্বে নাহিক কাজ রে ॥ ধ্রু ॥ ২২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৩। বায়—বাজায়। "গায়, বা'য় রে"-স্থলে "ভাল গায় রে"-পাঠান্তর।

২২৪। **সকল শক্তি সঙ্গে** ইত্যাদি—শ্রীগৌরচন্দ্র সকল শক্তি সঙ্গে (অর্থাৎ সর্বশক্তি-সমন্বিত হইয়া) আসিয়াছেন (অবতীর্ণ হইয়াছেন)। এই বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত হইয়াছে; যেহেতু, একমাত্র স্বয়ংভগবানেই সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু তিনি সর্বশক্তি সমন্বিত স্বয়ং-ভগবান্ হইলেও **পাষণ্ড** ইত্যাদি—ভগবদ্‌বহির্মুখ পাষণ্ডগণ ভক্তির অভাবে তাহা জানিতে পারে না। **কিছুই না জানে**—তাহার কোনও প্রভাবই জানিতে পারে না। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ২০৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৫। **দুন্দুভি**—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বড় ঢাক। **ডিণ্ডিম**—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। "মঙ্গল জয়ধ্বনি"-স্থলে "মহাবিজয়ধ্বনি" এবং "রসাল"-স্থলে "বিশাল"-পাঠান্তর আছে। **বেদের অগোচর**—শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বমহিমাদি বেদেরও অগোচর, বেদও সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। একথার তাৎপর্য হইতেছে এই— "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া…যচ্ছ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ভা. ১০৮৭৪১॥" এই শ্লোকে শ্রুতিগণ (বেদাভিমানিনী দেবীগণ) শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি অনন্ত বলিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাহার অন্ত পায়েন না, লোকপতি দেবগণের কথা তো দূরে, আমাদের (শ্রুতিগণের) কথা আর কি বলিব? "স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদ্যা অপি তে তবান্তং ন যযুঃ ন প্রাপুঃ। তত্র বয়ং কাঃ॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা।"; "ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও তাহাই জানাইয়াছেন। তিনি কি, তাহা শ্রুতি সম্যক্‌রূপে বলিতে পারেন না, তবে তিনি কি নহেন, তাহাই বলেন—"অস্থূলমণ্বহ্রস্বমদীর্ঘ-মলোহিতয়"-ইত্যাদি বাক্যে। তথাপি শ্রুতির সার্থকতা এই যে, শ্রুতিগণ হইতেছেন—"ভবন্নিধনাঃ—তত্ত্বনিরূপণাসামর্থ্যেঽপি শ্রুতয়ঃ খলু ভগবদ্‌বিষয়িন্য ইতি প্রথয়ৈবাস্মাকং সাফল্যমভূৎ ইতি ভাবঃ॥ চক্রবর্তী॥—তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ হইলেও, শ্রুতিগণ ভগবানের কথাই বলিয়া থাকেন; ইহাতেই তাঁহাদের সার্থকতা।" এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-মহিমাদি শ্রুতি বা বেদও সম্যক্‌রূপে জানাইতে পারেন না; রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের মহিমাদির

আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,
সাজ, সাজ বলি সাজ রে।
বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে ॥ ১ ॥ ২২৬
অন্যোহন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন,
লাজ কেহো নাহি মান রে।
নদীয়া-পুরন্দর,— জনম-উল্লাসে,
আপন পর নাহি জান রে ॥ ২ ॥ ২২৭
[গৌরাঙ্গ সুন্দর]
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিগে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গোরা-রস, বিহ্বোল-পরবশ,
চৈতন্য জয়জয় গান রে ॥ ৩ ॥ ২২৮
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটি চান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ-ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥ ৪ ॥ ২২৯
সকল-শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-, চান্দ প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে ॥ ৫ ॥ ২৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কথা আর কি বলা যাইবে? মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী শ্রুতি স্বর্ণবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরের তত্ত্ব এবং মহিমার কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করেন নাই; যেহেতু, তাহা স্বরূপতঃই অনন্ত বলিয়া কেহই তাহা সম্যক্‌রূপে জানিতে বা প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। ইহাই হইতেছে **বেদের অগোচর**-বাক্যের তাৎপর্য। শ্রীগৌরের তত্ত্ব-মহিমাদি বেদও সম্যক্ অবগত নহেন। "বেদের"-স্থলে "দেবের"-পাঠান্তর আছে। **আজু**—আজ, অদ্য। **ভেটব**—সাক্ষাৎ করিব, দেখিব। "বিলম্বে নাহিক কাজ রে"-স্থলে "নাহি আর কাল রে"-পাঠান্তর আছে। যিনি বেদেরও অগোচর, তাঁহাকে আজ (শচীগৃহে) দর্শন করিব; বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বিলম্ব করার মতন সময় (কাল) নাই। পরবর্তী ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়, ইহা হইতেছে স্বর্গস্থ দেবগণের উক্তি।

২২৬। **ইন্দ্রপুর**—ইন্দ্রের পুরী, স্বর্গ। **চৈতন্য পরকাশ পাওল**—শ্রীচৈতন্য প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবির্ভূত হইয়াছেন। "পাওল"-স্থলে "উথল"-পাঠান্তর আছে। উথল—উজ্জ্বল; শ্রীচৈতন্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।

২২৭। **পুরন্দর**—ইন্দ্র, স্বর্গের রাজা, স্বর্গবাসী দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ। **নদীয়া-পুরন্দর জনম-উল্লাসে**—নদীয়ার পুরন্দর (ইন্দ্র)-তুল্য শচীসুতের জন্ম-জনিত উল্লাসে—আনন্দাতিশয্যে। "জনম-উল্লাসে"-স্থলে "জনম-উল্লাস-ভর" পাঠান্তর। ভর—আতিশয্য। **অন্যোহন্যে**—পরস্পরে।

২২৮। **বিহ্বোল-পরবশ**—বিহ্বলতার বশবর্তী (অত্যন্ত বিহ্বল) হইয়া। **গান**—গান করে।

২২৯। **বোলয়ে**—(মানুষরূপে দেবগণ) বলে, উচ্চারণ করে।

২৩০। **সকল শক্তি সঙ্গে**—পূর্ণশক্তির সহিত; ইহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইতেছে; সর্বশক্তি-সমন্বিত হইয়া স্বয়ংভগবান্‌ই অবতীর্ণ হয়েন। অথবা, সমস্ত শক্তির অংশিনী শ্রীরাধার সহিত মিলিত একই বিগ্রহে। **শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—১।২।২১১, ২০৬ ত্রিপদীর

(একপদী)

(প্রেম-ধন রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥) ২৩১
হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥ ২৩২
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গা-স্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া ॥ ২৩৩
যার মুখে এ জন্মেও নাহিক হরিনাম।
সেহো 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গা-স্নান ॥ ২৩৪
দশ-দিগে পূর্ণ হই উঠে হরি ধ্বনি।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি ॥ ২৩৫
শচী-জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুইজন হইলেন আনন্দ-স্বরূপ ॥ ২৩৬
কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না স্ফুরে।
আথেব্যথে নারীগণ জয়কার পূরে ॥ ২৩৭
ধাইয়া আইলা সভে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥ ২৩৮
শচীর জনক—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতিলগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥ ২৩৯
মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়ে ॥ ২৪০
'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বোলে "সেই বা জানিব তাহা পাছে ॥" ২৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

টীকা দ্রষ্টব্য। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, ভালে বৃন্দাবন দাস গায় রে।'—মুদ্রিত পুস্তকে এই পদের পর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" অ. প্র.।

২৩১। **প্রেম-ধন-রতন পসার**—গোরাচাঁদের বাজারে পসার (বিতরণের দ্রব্য) হইতেছে ব্রজপ্রেমরূপ ধনরত্ন।

২৩৩। "ধাইয়া"-স্থলে "ডাকিয়া"-পাঠান্তর। ডাকিয়া—ডাক দিয়া (অর্থাৎ উচ্চস্বরে) 'হরি' বলিয়া।

২৩৪। নামী শ্রীহরির ন্যায় তাঁহার অভিন্নস্বরূপ নামও স্বপ্রকাশ বস্তু। শ্রীগৌরের সহিত অবতীর্ণ সেই নাম—যাঁহারা কখনও হরি-নাম করেন নাই, আজ তাঁহাদের মুখেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

২৩৫। দশদিক্‌কে পূর্ণ করিয়া হরিধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। দ্বিজমণি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেছেন এবং পরমানন্দে হাসিতেছেন—নাম-মাধুর্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দ (১৷২৷২১৩ পয়ার), অথবা বহির্মুখ লোকগণও হরিনাম করিতেছেন শুনিয়া শচীসুতের আনন্দ।

২৩৭। **কি বিধি করিব** ইত্যাদি—পুত্রের মুখ দেখিয়া শচী-জগন্নাথ আনন্দে এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখন তাঁহাদের কি করা কর্তব্য, তাহাও তাঁহারা মনে করিতে পারিতেছেন না। **আথেব্যথে**—অস্তব্যস্তে, তাড়াতাড়ি, অথবা উল্টা-পাল্টা ভাবে। "আস্তে ব্যস্তে" এবং "আথ্যে ব্যথে" পাঠান্তর আছে, অর্থ একই। **জয়কার** (পাঠান্তরে "জয় জয়") **পূরে**—জয়ধ্বনি অথবা উলুধ্বনি, করিয়া সর্বদিক্‌কে পূর্ণ করে।

২৪১। **হেন আছে**—এইরূপ কথিত হইয়াছে। **বিপ্র**—নীলাম্বর চক্রবর্তী। **সেই বা** ইত্যাদি—এই শিশুই সেই বিপ্ররাজা কিনা, তাহা পরে জানা যাইবে (রাজা হয় কিনা, তাহা পরে দেখা

মহাজ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সভার অগ্রেতে।
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে—॥ ২৪২
"লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা॥ ২৪৩
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান।
অল্পেই হইব সর্ব্বগুণের নিধান॥" ২৪৪
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন॥ ২৪৫
বিপ্র বোলে "এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্বধর্ম্ম হইব স্থাপন॥ ২৪৬
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এ শিশু করিব সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার॥ ২৪৭
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন॥ ২৪৮
সর্ব্বভূত-দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্বজগতের প্রীত হইব ইহানে॥ ২৪৯
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিব চরণ॥ ২৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাইবে)। "সেই বা জানিব"-স্থলে "সেই রাজা জিনিব"-পাঠান্তর। অর্থ—এই শিশু পরে তৎকালীন রাজাকে জয় করিবেন এবং নিজে রাজা হইবেন।

২৪২। **মহাজ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র**—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী; তিনি জ্যোতিষ্-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। **লগ্ন-অনুরূপ কথা**—শচীসুতের জন্ম-লগ্নের ফলের কথা; পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। "কথা"-স্থলে "কর্ম্ম"-পাঠান্তর।

২৪৫। "বিপ্ররূপে"-স্থলে "নররূপ"-পাঠান্তর আছে। স্বয়ং শচীসুতই কি এই বিপ্ররূপে সে-স্থানে উপস্থিত ছিলেন? যাহা হউক, এই মহাজন-বিপ্র শচীসুতের ভাবী কর্ম-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী ২৪৬-৫৭ পয়ারসমূহে প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৪৬। **সাক্ষাৎ নারায়ণ**—স্বয়ংরূপ বা মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ।

২৪৮। **বাঞ্ছে**—পাইতে ইচ্ছা করে। ব্রহ্মা-শিবাদিরও অভীষ্ট বস্তু হইতেছে ব্রজপ্রেম। এই শিশু সর্বজনকে, নির্বিচারে, সেই ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবেন। ইহা দ্বারা, শচীসুত যে শ্রুতিকথিত স্বর্ণবর্ণ স্বয়ংভগবান্, তাহাই সূচিত হইল। "ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে"-স্থলে "ব্রহ্মা শিব যাহা বাঞ্ছা করে"-পাঠান্তর।

২৪৯। **নির্ব্বেদ**—সংসার-সুখের প্রতি স্পৃহাশূন্যতা, বৈরাগ্য। **নির্ব্বেদ-দরশনে**—ইহার দর্শন-মাত্রেই লোকের নির্বেদ—সংসার-বৈরাগ্য—জন্মিবে। পূর্বসঞ্চিত পাপ-পুণ্য হইতেই সংসার-ভোগের বাসনা জন্মে; এই শচীসুতের দর্শনমাত্রে লোকের পূর্বসঞ্চিত পাপ-পুণ্য সমূলে বিনষ্ট হইবে, সুতরাং ভোগবাসনাও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে। স্বর্ণবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনের এতাদৃশ ফলের কথা মুণ্ডক-শ্রুতিও বলিয়াছেন। অথবা, ইহার সর্বজীবের প্রতি দয়ালুতা এবং নির্বেদ (সংসার-সুখের প্রতি স্পৃহাশূন্যতা) দেখিয়া, **সর্ব্বজগতের** ইত্যাদি—জগদ্বাসী সকল জীবেরই ইহার প্রতি প্রীতি জন্মিবে। "নির্ব্বেদ দরশনে"-স্থলে "মধুর দরশনে"-পাঠান্তর আছে।

২৫০। অন্যের কি দায়—অন্যের কথা কি বলিব।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিব প্রণাম ॥ ২৫১
ভাগবতধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-ভক্ত ধীর ॥ ২৫২
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেইমত এ শিশু করিব সর্ব্ব-কর্ম্ম ॥ ২৫৩
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার্ শক্তি আছে তাহা করিতে আখ্যান ? ২৫৪
ধন্য তুমি মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান।
যার এ নন্দন তারে রহুক প্রণাম ॥ ২৫৫
হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান।
'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম হইব ইহান ॥ ২৫৬
ইহানে বলিব লোক 'নবদ্বীপচন্দ্র'।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ ॥" ২৫৭
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥ ২৫৮
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥ ২৫৯
কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥ ২৬০
সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পা'য়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বোলে 'হরি হরি' ॥ ২৬১
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সভে করেন মঙ্গল ॥ ২৬২
ততক্ষণে আইলা সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বাজয়ে অপার ॥ ২৬৩
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে ॥ ২৬৪
দেবমাতা সব্য হাথে ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু-শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া ॥ ২৬৫
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ু' বলিয়া হৈল হাস ॥ ২৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫১। আদিবিপ্র—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। "আদি"-স্থলে "বৃদ্ধ"-পাঠ আছে।

২৫৪। "লগ্নে যত * * ইহান"-স্থলে "প্রতি লগ্নে যত কহে মঙ্গল ইহান"-পাঠও দৃষ্ট হয়। ইহান—ইহার।

২৫৬। বিপ্র-মহাজন বালকের নাম রাখিলেন "শ্রীবিশ্বম্ভর"। কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীই এই নাম রাখিয়াছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বলোকের করিব ইহো ধারণ-পোষণ। 'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার এইত কারণ ॥ চৈ. চ. ১।১৪।১৬ ॥" "গণিলাঙ"-স্থলে "গণিয়াও" এবং "হইব"-স্থলে "থুইব"-পাঠান্তর। থুইব—রাখিব।

২৬৩। "অপার"-স্থলে "বিশাল"-পাঠান্তর।

২৬৫। **সব্য হাথে**—বাম হাতে। **হাসি**—হাসিতে হাসিতে। দেবনারীগণও মানুষীর বেশে শচীপুত্রকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন। **দেবমাতা**—অদিতি। "দেবমাতা সব্য"-স্থলে "দেবনারী সকল" ও "দেবমাতা সব" এবং "হাসি"-স্থলে "আসি"-পাঠান্তর।

২৬৬। আশীর্বাদকালে হাসির কারণ দেবমাতাই বলিতেছেন। যুগবিশেষে অনাদিকাল হইতেই তুমি চিরকাল (বরাবর) এইরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছ। ইহাতেই জানা যায়, তুমি ত্রিকাল-সত্য, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্তই তোমার অস্তিত্ব। লৌকিকী রীতিতে এতাদৃশ তোমার

অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী-দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো নাহি আইসে মুখে॥ ২৬৭
শচীর চরণধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥ ২৬৮
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে॥ ২৬৯
ন-কেবল শচী-গৃহে, সর্ব্ব-নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল, তাহা কহন না যায়॥ ২৭০
কি নগরে, কি চত্বরে, কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি লোকে 'হরি হরি' ধ্বনি করে॥ ২৭১
জন্মযাত্রা-মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন, কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥ ২৭২
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥ ২৭৩
পরম পবিত্র তিথি মুক্তি-স্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥ ২৭৪
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী॥ ২৭৫
সর্ব্ব-যাত্রা-মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥ ২৭৬
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥ ২৭৭
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র॥ ২৭৮
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভো দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে॥ ২৭৯
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মেজন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥ ২৮০
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥ ২৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দীর্ঘায়ু কামনা করাতেই আমার হাসির উদয় হইয়াছে। "হৈল"-স্থলে "সভার"-পাঠান্তর। সভার—২৬৪-পয়ারোক্ত দেবস্ত্রী-নরস্ত্রীগণের।

২৬৭। অপূর্ব্ব সুন্দরী ইত্যাদি—শচীমাতা অপূর্বসুন্দরী দেবীগণকে দেখিলেন। "শচীদেবী"-স্থলে "শচী আই"-পাঠান্তর। বার্ত্তা ইত্যাদি—এই অপূর্ব সুন্দরী নারীগণের পরিচয়-জিজ্ঞাসার কথা।

২৬৯। বেদেতে অনন্তে—সহস্রবদন অনন্তদেবও বেদে তাহা বর্ণন করিতে পারেন না। অথবা, বেদ এবং অনন্তদেবও তাহা বর্ণন করিতে পারেন না। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "বেদে অনন্ত সে তাহা বর্ণিবারে নারে"-পাঠান্তর।

২৭০। ন-কেবল ইত্যাদি—কেবল শচীর গৃহেই নহে, নবদ্বীপের সর্বত্রই এতাদৃশ পরমানন্দ।

২৭২-২৭৪। "কেহো"-স্থলে "সভে" পাঠান্তর। **মর্ম্ম নাহি জানে**—এই শচীসুত যে স্বয়ংভগবান্, তাহা কেহই জানিতেন না। "ব্রহ্মা আদি"-স্থলে "ব্রহ্মাদিও"-পাঠান্তর। "মুক্তি-স্বরূপিণী"-স্থলে "ভক্তি-স্বরূপিণী" এবং "হইলেন"-স্থলে "গৌরাঙ্গ"-পাঠান্তর। পরবর্তী ২৭৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৭৮। তিথির চরিত্র—তিথির মহিমা। "বৈষ্ণবেরো সেইমত"-স্থলে "সেই জন্মতিথিরও"-পাঠান্তর।

২৮০। সঙ্গে অবতরে—শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। ইহাদ্বারা পার্ষদত্ব-প্রাপ্তিই সূচিত হইয়াছে।

এ সব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥ ২৮২
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায়ে যে বোলান তাহা লেখি॥ ২৮৩
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রপদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ২৮৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৮৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে কোষ্ঠীগণনাদিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮২। **আবির্ভাব**—লোক-নয়নের গোচরীভূত হওয়া। **তিরোভাব**—লোক-নয়নের অগোচরে যাওয়া। শ্রীকৃষ্ণের—শ্যামকৃষ্ণের এবং গৌরকৃষ্ণের—সমস্ত লীলাই নিত্য, সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান; তবে তাহা সর্বদা লোক-নয়নের গোচরীভূত নহে। যখন যে-স্থানে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার লীলাকে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন, তখনই বলা হয়—তাঁহার এবং তাঁহার লীলার আবির্ভাব হইয়াছে। আবার, যখন তিনি তাঁহাকে এবং তাঁহার লীলাকে লোক-নয়নের অগোচরে লইয়া যায়েন, তখন বলা হয়, তাঁহার এবং তাঁহার লীলার তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার প্রকটলীলাও নিত্য—কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদাই তাঁহার প্রকটলীলা চলিতেছে। এই তথ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন। "নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারি, লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥ দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে। কৃষ্ণলীলা নিত্য—জ্যোতিশ্চক্রের প্রমাণে ॥ জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে। সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ রাত্রি দিনে হয় ষাটি দণ্ড পরিমাণ। তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান ॥ সূর্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়। সেই 'এক দণ্ড' অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥ এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়। চারি প্রহর-রাত্রি গেলে পুন সূর্যোদয় ॥ ঐছে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে। ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ। তাঁহা যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস ॥ অলাতচক্রবৎ সেই লীলা চক্র ফিরে। সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ। পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥ কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। তাতে 'নিত্যলীলা' কহে আগম পুরাণ ॥ গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম। কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ অতএব গোলোকস্থানে নিত্যবিহার। ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥ চৈ. চ. ॥ ২।২০।৩১৭-৩১ ॥" জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রাম্যমাণ সূর্য যখন পৃথিবীস্থ কোনও স্থানের লোকের মাথার উপরে আসে, তখন সে-স্থানে মধ্যাহ্নসূর্য। কিন্তু সকল স্থানে একই সময়ে, মধ্যাহ্নসূর্য দৃষ্ট হয় না, অথচ সময়ক্রমে সকলস্থানেই দৃষ্ট হয়; সুতরাং কোনও না কোনও স্থানে মধ্যাহ্নসূর্য দিবারাত্রির মধ্যে আছেই। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, পূতনাবধাদি লীলা ক্রমে অন্তর্ধানলীলা পর্যন্ত প্রত্যেক লীলাই কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে আছেই। এক ব্রহ্মাণ্ডে যখন যে লীলার অন্তর্ধান হয়, তখনই অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাহার আবির্ভাব হয়। কোনও লীলারই আদিও নাই, শেষও নাই। শ্রীচৈতন্যের লীলাও তদ্রূপ।

২৮৫। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চান্দ এবং নিত্যানন্দ-চান্দ। শ্রীকৃষ্ণ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চৈতন্যরূপ চন্দ্র (গৌরচন্দ্র) এবং নিত্যানন্দরূপ চন্দ্র। চান্দ—চন্দ্র। চান্দ বা চন্দ্র-শব্দ-প্রয়োগের ব্যঞ্জনা এইরূপ। চন্দ্রের উদয়ে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে জগৎ উদ্‌ভাসিত হয়, তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবে জগদ্‌বাসীর অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং পারমার্থিক আনন্দের আলোকে জগদ্‌বাসীর চিত্ত উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। **জান**—জান শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি অর্থ—প্রাণ ; আর একটি অর্থ—জান, অবগত হও, জানিও। প্রথম অর্থে, পয়ারের প্রথমার্ধের তাৎপর্য—গ্রন্থকার বলিতেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র! হে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র! তোমরা আমার (অথবা ব্যাপক অর্থে জীবজগতের) প্রাণতুল্য প্রিয় ॥" আর জান-শব্দের দ্বিতীয় অর্থে তাৎপর্য—"হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ! হে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ! তোমরা জানিও, অবগত হও।" কি অবগত হইবেন, তাহা পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে। অথবা, জান-শব্দের উভয় অর্থও গৃহীত হইতে পারে ; তখন, তাৎপর্য হইবে—"হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ! হে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ! তোমরা আমার (অথবা জগদ্‌বাসীর) প্রাণতুল্য প্রিয়। তোমরা জানিও।" কি জানিবে ? "বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।" **তছু**—তোমাদের। সংস্কৃত "তস্য—তাহার"-শব্দের অপভ্রংশ। **পদযুগে**—চরণযুগলে, চরণযুগলের সাক্ষাতে। তাৎপর্য—তোমাদের সম্মুখভাগে। **গান**—গান করেন, কীর্তন করেন, তোমাদের গুণ-মহিমাদি কীর্তন করেন। "তছু পদযুগে গান"-বাক্য হইতেই বুঝা যায়—তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যেই এই গান বা কীর্তন ; অন্যথা, পদযুগে (চরণ-সান্নিধ্যে)-শব্দের সার্থকতা থাকে না। সমস্ত পয়ারোক্তির তাৎপর্য—"হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ! হে শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র ! তোমাদের আবির্ভাবে জগতের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, পারমার্থিক আনন্দের সমুজ্জ্বল আলোকে জগদ্‌বাসীর চিত্ত উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। তোমরা আমার (অথবা জগদ্‌বাসীর) প্রাণতুল্য প্রিয়। কৃপা করিয়া তোমরা অবগত হও, তোমাদের কিঙ্কর বৃন্দাবনদাস তোমাদের পদযুগলের (তোমাদের সম্মুখে (অন্তশ্চিন্তিত দেহে) উপস্থিত থাকিয়া তোমাদের গুণমহিমাদি কীর্তন করিতেছে। তোমরা ইহা অবগত হইলেই আমার কৃতার্থতা" সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের চরণ-সান্নিধ্যে (অন্তশ্চিন্তিত দেহে) উপস্থিত থাকিয়া, ভগবৎপ্রীত্যর্থে, শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানই শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকের রীতি। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ভা. ৭।৫।২৩-২৪॥"-শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্যও তাহাই।

ইতি আদিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৪-৩-১৯৬৩—১৭-৩-১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ)

আদিখণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় কমলনয়ান গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ ॥ ১

হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু কর অমায়ায়।
অহর্নিশ চিত্ত যেন বসয়ে তোমায় ॥ ২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শচীসুতের বাল্যলীলা, তাঁহার প্রতি আত্মীয়-স্বজনের ও প্রতিবাসীদের আদর-যত্ন, ক্রন্দনের ছলে শচীসুত-কর্তৃক হরিনাম-প্রচার, শচীমাতার আশঙ্কা, ষষ্ঠীপূজা, শচীসুতের শৈশব-চাতুরী, নামকরণ, নামকরণ-কালে শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুঁথির আলিঙ্গন, নারীগণের স্নেহ, প্রভুর জানুচঙ্‌ক্রমণ ও সর্পের সহিত খেলা, প্রভুকর্তৃক অঙ্গন-ভ্রমণ, অপরূপ-রূপদর্শনে শচী-জগন্নাথের বিস্ময়, বাল্যচাপল্য, দুই চোরের বৃত্তান্ত, শচী-জগন্নাথ-কর্তৃক নূপুর-ধ্বনি শ্রবণ, গৃহভিত্তিতে সর্বত্র ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চরণ-চিহ্ন দর্শনে শচী-জগন্নাথের বিস্ময়, তৈর্থিক-বিপ্রের প্রতি শচীনন্দনের কৃপা।

১। এই পয়ারে, গ্রন্থকার সপরিকর গৌরচন্দ্রের জয়কীর্তন করিয়াছেন। **কমলনয়ান**—কমল-নয়ন, পদ্মলোচন। **প্রেমের ভক্তবৃন্দ**—গৌর-প্রেমরসিক ভক্তবৃন্দ, গৌরের পরিকরগণ। অথবা, তোমার প্রীতির পাত্র ভক্তবৃন্দ।

২। **অমায়ায়**—অকপটে। যে-স্থলে মনের ভাবের সহিত বাহিরের আচরণের বা কার্যের সঙ্গতি থাকে না, সে-স্থলেই কপটতা। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনের হার্দভাব হইতেছে—জীবকে ব্রজপ্রেম দান করিয়া, তাঁহার সহিত জীবের যে-স্বরূপানুবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান (১।২।১৮১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করা। যে-হেতু তিনি হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় এবং জীবও তাঁহার প্রিয় (১।২।১৮১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), জীবকে, তাঁহার সহিত এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা স্বাভাবিকী। সুতরাং ইহাই তাঁহার হার্দ মনোভাব। যে-ভক্তকে তিনি ব্রজপ্রেম দান করেন, প্রেমদান-ব্যাপারে সেই ভক্তসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ বা কার্য হইতেছে তাঁহার মনোভাবের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ; সুতরাং এ-স্থলে সেই ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও অকপট। কিন্তু যে-সাধকের চিত্তে ভুক্তিবাসনা বা মুক্তিবাসনা থাকে, সেই সাধক প্রেম লাভের যোগ্য নহেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রেম দান করেন না, সেই সাধকের অভীষ্ট ভুক্তি বা মুক্তিই দিয়া থাকেন। এ-স্থলে সেই সাধকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আচরণ তাঁহার হার্দ মনোভাবের অনুরূপ নহে; সুতরাং এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকে কপটতাময়ী বলিয়া মনে হয়। এই কপটতা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের অবস্থা হইতে উদ্ভূত নহে, পরন্তু সাধকের মনের অবস্থার ফলেই তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা তাঁহার হার্দ মনোভাবের অনুরূপ হইতে পারে না। ভুক্তি-মুক্তি দান করিয়া

হেন-মতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনেদিনে বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ৩
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দসাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ ॥ ৪
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥ ৫
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সভে থাকি বালক আবরে ॥ ৬
বিষ্ণু-রক্ষা কেহো, কেহো দেবী-রক্ষা পঢ়ে।
মন্ত্র পঢ়ি ঘর কেহো চারি-দিগ বেঢ়ে ॥ ৭
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমল-লোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥ ৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যদি কোনও সাধককে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন—"আমি তোমাকে প্রেমভক্তি দিলাম," তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কপটতা হইত। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যোগ্যতার বিচার করিয়াই প্রেম দান করেন; এজন্য "যে-যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥" ইত্যাদি গীতাবাক্য অনুসারে যে-সাধককে তিনি ভুক্তি-মুক্তি দান করেন, কিন্তু প্রেমভক্তি দান করেন না, সেই সাধকের সম্বন্ধে তাঁহার কৃপাকে কপটতাময়ী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন কোনও কোনও কলিতে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি নির্ব্বিচারে, আপামর-সাধারণকেই, ব্রজপ্রেম দান করিয়া থাকেন; সুতরাং গৌররূপে তাঁহার কৃপা সর্বদাই অকপট। গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সেই গৌরের চরণেই প্রার্থনা জানাইতেছেন—"হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু" ইত্যাদি—প্রভু, তোমার শুভ দৃষ্টি বা কৃপা স্বরূপতঃই অকপট; আমার প্রতি তোমার সেই অকপট-কৃপাই প্রকাশ কর, যেন অহর্নিশ—সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে—তোমার চরণে আমার চিত্ত বসিতে পারে—নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইতে পারে। ভুক্তি-মুক্তির দিকে আমার মন যেন ক্ষণকালের জন্যও না যায়। **বসয়ে**—বাস করে, নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। **তোমায়**—তোমাতে, তোমার চরণে।

৪। **ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ**—শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র।

৫। **বিশ্বরূপ ভগবান্**—প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ। তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে। ১।২।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। **আবরে**—আবরণ করে; বালকের রক্ষার জন্য তাঁহার চারি দিকে ঘিরিয়া থাকে।

৭। **বিষ্ণু-রক্ষা**—বালকের নিরাপদ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর স্তব-স্তুতি। দেবী-রক্ষা—বালকের নিরাপদ রক্ষার উদ্দেশ্যে দেবী দুর্গার স্তব-স্তুতি। **মন্ত্রপঢ়ি** ইত্যাদি—বালকের রক্ষার জন্য কেহ বা দেব-দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ঘরের চারি দিকে ভ্রমণ করেন। **বেঢ়ে**—বেষ্টন করে, ভ্রমণ করে।

৮। শিশু গৌর কেবল কাঁদিতে থাকেন; কিন্তু হরিনাম শুনিলেই তাঁহার কান্না থামিয়া যায়। যে-পর্যন্ত হরিনাম না শুনেন, সেই পর্যন্তই তিনি কাঁদিতে থাকেন। ইহা হরিনাম-প্রচারের জন্য প্রভুর একটি ভঙ্গী বা কৌশল। "তাবৎ"-স্থলে "তাবদ" ও "তবে ত" এবং "ততক্ষণ"-স্থলে "সেইক্ষণে"-পাঠান্তর।

পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন॥ ৯
সর্ব্ব-লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ॥ ১০
কোনো দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্তায়ে।
ছায়া দেখি সভে বোলে "এই চোরা যায়ে॥" ১১
'নরসিংহ নরসিংহ' কেহো করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি॥ ১২
নানা-মন্ত্রে কেহো দশ-দিক-বন্ধ করে।
উঠিল পরম-কলরব শচী-ঘরে॥ ১৩
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সভে বোলে "এই জাত-হারিণী পলায়॥" ১৪
সভে বোলে "ধর ধর এই চোরা যায়।"
'নৃসিংহ নৃসিংহ' কেহ ডাকয়ে সদায়॥ ১৫
কোনো ওঝা বোলে "আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস্ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল্॥" ১৬
সেইখানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে॥ ১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০। আবরিয়া—আবরণ বা বেষ্টন করিয়া। কৌতুক করয়ে ইত্যাদি—যাঁহার নামোচ্চারণ-মাত্রেই সকল বিঘ্ন, সকল অমঙ্গল, সকল ভয়, ভয়ে পলায়ন করে, তাঁহার প্রতি বাৎসল্য-প্রীতিবশতঃ তাঁহার আপ্তবর্গ সর্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া রসিক দেবতাগণ প্রভুর আপ্তবর্গের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। কিরূপে তাঁহারা কৌতুক (তামাসা) করিতেন, পরবর্তী ১১-১৬ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। "আবরিয়া"-স্থলে "লইয়া" এবং "যে"-স্থলে "যেয়ে"-পাঠান্তর।

১১। অলক্ষিতে—প্রভুর আপ্তবর্গের দৃষ্টির অগোচরভাবে। সান্তায়ে—প্রবেশ করে। ছায়া দেখি—সেই দেবতাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তাঁহার ছায়া দেখিয়া।

১২। নরসিংহ ইত্যাদি—কোনও অপদেবতা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া এবং তাহা হইতে শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কেহ কেহ সর্ব-অমঙ্গল-বিনাশক নৃসিংহদেবের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অপরাজিতার স্তোত্র ইত্যাদি—কেহ কেহ বা দেবী অপরাজিতার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

১৪। প্রভু দেখি ইত্যাদি—যেই দেবতা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া তিনি ঘরের বাহিরে গেলেন। সভে বোলে এই জাতহারিণী পলায়—তাঁহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া (বাহিরে যাওয়ার কালে তাঁহার ছায়া দেখিয়া) সকলে বলিয়া উঠিলেন—এই দেখ, জাতহারিণী পলাইতেছে। জাতহারিণী—নবজাত শিশুর হরণকারিণী, অথবা প্রাণ সংহারকারিণী অপদেবতা-বিশেষ, ডাইনী।

১৬। ওঝা—ভূত-প্রেতাদি অপদেবতাকে তাড়াইতে যিনি দক্ষ, তাঁহাকে ওঝা বলে। নৃসিংহদেবের নামে অপদেবতা ভয়ে পলায়ন করে। এড়াইলি—রক্ষা পাইলি।

১৭। সেইখানে থাকি ইত্যাদি—প্রভুর আপ্তবর্গের উল্লিখিতরূপ আচরণ দেখিয়া, তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়াই সেই দেবতা কৌতুকে হাস্য করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ হইল ইত্যাদি—এই উক্তি হইতে মনে হয়, প্রভুর এক মাস বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিতরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন ॥ ১৮
বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি গঙ্গা-স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী-স্থান ॥ ১৯
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥ ২০
খই, কলা, তৈল, সিন্দুর, গুয়া, পান।
সভারে দিলেন আই করিয়া সম্মান ॥ ২১
বালকেরে আশিষিয়া সর্ব্ব-নারীগণ।
চলিলেন গৃহে, বন্দি আইর চরণ ॥ ২২
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ॥ ২৩
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন ॥ ২৪
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃপুন করি করয়ে রোদন ॥ ২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮। বালক-উত্থান-পর্ব্ব—নিষ্ক্রামণ-সংস্কার। দশবিধ সংস্কারের একটি সংস্কার। সূতিকাগৃহ হইতে জননীর বাহির হওয়া-সময়ে এই সংস্কার হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে সব বালকের তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে এই নিষ্ক্রামণ-সংস্কারের রীতি ছিল।

১৯। ষষ্ঠী স্থান—শিশুর মঙ্গলকারিণী দেবীবিশেষের নাম ষষ্ঠীদেবী; তাঁহার স্থানে (আলয়ে)।

২০। পরিপূর্ণ নারীগণ—শিশুর মঙ্গলের জন্য যাহা যাহা করিবার নিমিত্ত নারীগণের যে-যে বাসনা ছিল, তাঁহাদের সেই সেই বাসনা পরিপূর্ণ হইল।

২১। গুয়া—সুপারি। আই—শচীমাতা।

২২। আশিষিয়া—আশীর্বাদ করিয়া। "আংশষিয়া"-পাঠান্তর আছে।

২৩। বৈসে—বাস করেন। "বৈসে"-স্থলে "রমে"-পাঠান্তর আছে - অর্থ, আনন্দ অনুভব করেন। "লীলায়"-স্থলে "মায়ায়"-পাঠান্তর আছে। মায়ায়—আত্মগোপনের কৌশলে। কে তানে ইত্যাদি—স্বয়ংভগবান্ শচীসুত হইতেছেন স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব; তিনি কৃপা করিয়া যাঁহার নিকটে নিজেকে জানাইতে চাহেন, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, অপর কেহ জানিতে পারে না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন ॥—ভগবান্ হইতেছেন অমিত—অপরিমিত, সর্বব্যাপক, সদা-সর্বত্র বিদ্যমান; তথাপি তিনি নিত্য অব্যক্ত—লোক-নয়নের অগোচরীভূত। নিত্য অব্যক্ত হইলেও তাঁহার নিজের শক্তিতেই তিনি দৃষ্ট হয়েন; তাঁহার সেই নিজশক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না।"

আপন লীলায় ইত্যাদি—নরলীল রসিকশেখর স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বরূপতঃ নিত্য-কিশোর। অপ্রকট ধামে তিনি অনাদিকাল হইতেই নিত্য-কিশোররূপে বিরাজিত। শিশুরূপে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের বাৎসল্য-রসের কোনও কোনও বৈচিত্রীর আস্বাদন নিত্য-কিশোরের পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন বাৎসল্য-রসের সেই সেই বৈচিত্রীর আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি বাল্যকে কৈশোরের ধর্মরূপে অঙ্গীকার করিয়া শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (১।১।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। তিনি যখন শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও বাল্যকে ধর্মরূপে অঙ্গীকার করিয়াই

'হরি হরি' বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চা'ন শ্রীচন্দ্র-বদনে॥ ২৬
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজনে মেলি।
সদাই বোলেন 'হরি' দিয়া করতালি॥ ২৭
আনন্দে করেন সভে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন॥ ২৮
এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥ ২৯

যে সময়ে যখন না থাকে কেহো ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিচারে॥ ৩০
বিচারিয়া সকল ফেলায় চারি-ভিতে।
সর্ব্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃতে॥ ৩১
জননী আইসে হেন জানিঞা আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে॥ ৩২
'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মা'য়।
ঘরে দেখে সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়॥ ৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অবতীর্ণ হয়েন এবং শিশুরূপে পিতামাতা প্রভৃতি বৎসল-ভক্তদের বাৎসল্যরসের আস্বাদন করেন। এই পয়ারে তাহাই বলা হইয়াছে।

২৬। চা'ন—চাহেন।

২৭। "প্রভুর"-স্থলে "শিশুর"-পাঠান্তর আছে।

২৯। গুপ্তভাবে—নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব গোপন করিয়া। গোপালের প্রায়—বালক শ্রীকৃষ্ণের মতন।

৩০। এক্ষণে শিশু-প্রভুর অন্য এক বাল্যলীলার কথা বলা হইতেছে, ৩০-৪০ পয়ারে। বিচারে—বিস্তার করে, বিথারে, চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলে। "বিথারে"-পাঠান্তরও আছে। যখন কেহ ঘরে থাকে না, তখন শিশু-প্রভু ঘরের সমস্ত জিনিস ঘরের মধ্যে সর্বদিকে ছড়াইয়া ফেলেন। অথচ তাঁহার বয়স তখন চারি মাস। ইহা কিরূপে সম্ভব? পূর্বেই বলা হইয়াছে—প্রভুর বাল্য হইতেছে তাঁহার নিত্য-কৈশোরের ধর্ম। সময় সময় বাল্যকে, অর্থাৎ বাল্যের স্বভাবকে, সরাইয়া রাখিয়া কৈশোরই নিজের স্বভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। এ-স্থলেও তাহাই হইয়াছে। লীলাশক্তিই কৈশোরের ধর্মকে প্রকাশ করেন।

৩১। বিচারিয়া—ছড়াইয়া।

৩২। তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া সর্বজ্ঞ প্রভু যখন লীলাশক্তির প্রভাবে জানিতে পারেন যে, শচীমাতা ঘরে আসিতেছেন, তখন তিনি পূর্বের ন্যায় (মা যেভাবে তাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইভাবে) বিছানায় শুইয়া পড়েন এবং কাঁদিতে থাকেন। সুতরাং এই শিশুই যে ঘরের সমস্ত দ্রব্য ছড়াইয়া ফেলিয়াছেন, মা তাহা জানিতে পারিলেন না। এ-সমস্ত হইতেছে লীলাশক্তির কার্য। শিশুই যে এই সব কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে বিস্ময়ে বা ঐশ্বর্যজ্ঞানে মাতার বাৎসল্য ক্ষুণ্ণ হইত; প্রভুর পক্ষেও বাৎসল্যরসের আস্বাদন ক্ষুণ্ণ হইত; এজন্য লীলাশক্তি মাতাকে প্রভুর এই কার্য দেখান নাই। ইহা হইতেছে প্রভুর একটি ঐশ্বর্যগর্ভা বাল্যলীলা। নর-শিশুরা ঘরের জিনিসপত্র ছড়াইয়া আনন্দ অনুভব করে। বাল্যভাবের আবেশে তদ্রূপ আনন্দ অনুভবের জন্য প্রভুও দ্রব্যাদি ছড়াইয়াছেন। এইটুকু হইতেছে প্রভুর নর-শিশুবৎ বাল্যলীলা।

কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য, চালু, মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ ॥ ৩৪
সবে চারি-মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ৩৫
সব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্নমাত্র কেহো নাহি পায় ॥ ৩৬
কেহো বোলে "দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে ॥ ৩৭
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধমনে।
অপচয় করিয়া পলাইল নিজ-স্থানে ॥" ৩৮
মিশ্র-জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি, কিছু না বলিল মন্দ ॥ ৩৯
দৈব-অপচয় দেখি দুইজনে চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে ॥ ৪০
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ ॥ ৪১
নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী-আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব্ব-বন্ধুগণের হইল উপস্থান ॥ ৪২
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় দীপ্ত সভে সিন্দূরভূষণ ॥ ৪৩
নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর ॥ ৪৪
"ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে 'নিমাঞি'॥" ৪৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কিন্তু যে-বয়সে নর-শিশুরা এইরূপ কার্য করে, প্রভুর তখনও সেই বয়স হয় নাই; চারি মাসের শিশু বিছানা হইতে উঠিয়া এসব করিতে পারে না। লীলাশক্তিই প্রভুর মধ্যে ঐশ্বর্য স্ফুরিত করাইয়া ইহা করাইয়াছেন। অথচ ইহা পূর্বোক্ত বাল্যলীলার মধ্যে। এজন্য এই লীলাটিকে ঐশ্বর্যগর্ভা বাল্যলীলা বলা যায়।

৩৫। "ফেলিল"-স্থলে "করিল"-পাঠান্তর আছে।

৩৭।৩৮। রক্ষা লাগি—পূর্বকথিত "বিষ্ণুরক্ষা", "দেবীরক্ষা" প্রভৃতির ফলে। লঙ্ঘিবারে—অনিষ্ট করিতে। না পাইয়া—না পারিয়া। "পাইয়া"-স্থলে "পারিয়া" এবং "পলাইল"-স্থলে "চলিলা"-পাঠান্তর আছে। অপচয়—ক্ষতি।

৩৯। ধন্দ—সন্দেহ। দৈব হেন জানি—দৈবদুর্বিপাক মনে করিয়া।

৪০। "রহে"-স্থলে "পায়ে"-পাঠান্তর।

৪১। নামকরণ—দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত একটি সংস্কার। এই সংস্কারে শিশুর নাম রাখা হয়।

৪৪। থুইবার—রাখিবার।

৪৫। পতিব্রতা নারীগণ বলিলেন—"এই শিশুর অগ্রজা (জ্যেষ্ঠা) ভগিনীগণ জন্মিবার পরেই অপদেবতার দৃষ্টিতে মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের পরে এই শিশুর জন্ম হইয়াছে; অতএব ইহার নাম 'নিমাঞি' রাখা হউক।" ১।২।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। নারীগণের অভীষ্ট "নিমাঞি"-নামের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এইরূপ। "নিম"-শব্দের সহিত "নিমাঞি"-শব্দের সম্বন্ধ আছে। 'নিম" অত্যন্ত তিক্ত। এই শিশুর নাম যদি "নিমাঞি" রাখা হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত তিক্ত মনে করিয়া অপদেবতা ইহাকে

বোলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
"এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার ॥ ৪৬
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশেদেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥ ৪৭
জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥ ৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আর স্পর্শ করিবে না, শিশু তাহার ভগিনীদিগের ন্যায় অকালে যম-কবলে পড়িবে না। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাঞি ॥ চৈ. চ. ১৷১৩৷১১৬॥" শিশু-প্রভুর প্রতি বাৎসল্যবশতঃই তাঁহাদের সংস্কার অনুসারে রমণীগণ শিশুর নাম রাখিলেন "নিমাঞি"। রমণীগণ সাধারণতঃ নিজেদের সংস্কার অনুসারেই কথা-বার্তা বলেন, কাজও করেন; সেই সংস্কারের বিচারসহ কোনও ভিত্তি আছে কিনা, কিংবা সংস্কারের বশে তাঁহারা যাহা করেন, তাহা বাস্তবিক তাঁহাদের অভীষ্ট-পূরক কিনা, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। কিন্তু বিচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ অন্ধ সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়েন না। পরবর্তী কয়েক পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৪৬। বিচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ শিশুর একটি যোগ্য নামের প্রস্তাব করিলেন। **বিদ্বান**—বিচারজ্ঞ পণ্ডিত। **যোগ্য নাম**—এই শিশুর প্রভাবের উপযোগী নাম। কি প্রভাব, তাহা পরবর্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৮। **পূর্ব্বে যেন ইত্যাদি**—পূর্বে প্রলয়-পয়োধি-জলে যখন পৃথিবী ও বেদ নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর এবং বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন (পৃথিবীধারণের পৌরাণিক বিবরণ ২৷১০৷২২১-২৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। আর "প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদম্"-ইত্যাদি জয়দেবের উক্তিতে বেদ-উদ্ধারের কথা দ্রষ্টব্য)। তদ্দ্বারা জগদ্‌বাসী জীবের ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এই শিশুর জন্ম হইতেই যে-প্রভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বুঝা যায়, ইহাদ্বারাও জগতের ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হইবে। ৪৭-পয়ারে ব্যবহারিক কল্যাণের কথা বলা হইয়াছে। এই পয়ারে "জগত হইল সুস্থ"-বাক্যে পারমার্থিক কল্যাণের কথা বলা হইয়াছে। মায়াবদ্ধতাই এবং তাহার ফলে ভগবদ্‌বহির্মুখতাই হইতেছে জীবের বাস্তবিক অসুস্থতা। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় জীব যেমন অনেক কষ্ট পায়, মায়াবদ্ধতা এবং ভগবদ্‌বহির্মুখতা হইতেও তদ্রূপ এবং তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে—জন্মযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা, আধি-ব্যাধি হইতে যন্ত্রণা, নরক-যন্ত্রণা প্রভৃতি। এই শিশুর জন্ম হইতেই জীবের এই সকল মায়াজনিত যন্ত্রণার চিরতরে অবসানের সূচনা হইয়াছে—যে-হরিনামের সহিত এই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ক্রন্দনাদির ছলে এই শিশু যে-হরিনামের প্রচার করিতেছেন, সেই হরিনামই জীবের ভবব্যাধি—ব্যবহারিক অসুস্থতা—দূর করিয়া সুস্থতা—পারমার্থিক কল্যাণ—আনয়ন করিবে এবং বুঝা যাইতেছে সেই সুস্থভাব অবস্থাতেই ইনি সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখিবেন।

অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান ॥ ৪৯
'নিমাঞি' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন ॥" ৫০
সর্ব্ব-শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে।
গীতা, ভাগবত, বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে ॥ ৫১
দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল।
হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥ ৫২
ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
ধরিতে আনিঞা করিলেন উপনীত ॥ ৫৩
জগন্নাথ বোলে "শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর ॥" ৫৪
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ ৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৯। অতএব ইহান ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার করিয়া বিচার-প্রবীণ পণ্ডিতগণ বলিলেন, এ-সমস্ত কারণে শ্রীবিশ্বম্ভরই এই শিশুর প্রভাবের অনুরূপ যোগ্য নাম: কেন না, এই শিশু সমগ্র বিশ্বকে পারমার্থিক সুস্থতার অবস্থায় ধারণ করিয়া রাখিবেন। ইহা একটি সার্থক নাম। বিশ্ব-শব্দের উত্তর ভৃঙ ধাতুর যোগে বিশ্বম্ভর-শব্দ নিষ্পন্ন। "ডুভৃঙ-ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ ॥ চৈ. চ. ১৩।২৬ ॥" যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন এবং পোষণ করেন, তাঁহাকেই বিশ্বম্ভর বলা হয়। সুতরাং প্রভুর এই বিশ্বম্ভর-নামটি হইতেছে সার্থক নাম। কুলদীপ—দীপ যেমন সমগ্র গৃহকে উজ্জ্বল করে, এই শিশুও পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে তাঁহার যশঃকীর্তিতে সমুজ্জ্বল করিবেন। কোষ্ঠীতেও ইত্যাদি—এক বিপ্র মহাজনও এই শিশুর জন্মলগ্নাদি বিচার করিয়া যে-কোষ্ঠী করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি এই শিশুর নাম শ্রীবিশ্বম্ভর রাখিয়াছিলেন (১।২।২৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

এস্থলে "কুলদীপ"-শব্দের যে-অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে "শ্রীবিশ্বম্ভর"-এর বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। "কুলদীপ" যদি "কোষ্ঠীর" বিশেষণ হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে এইরূপ। কুলদীপ কোষ্ঠী—এই শিশুর কোষ্ঠীখানা কুলদীপ (পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের প্রদীপতুল্য)। অর্থাৎ এই কোষ্ঠীতে শিশুর যে-মহিমার কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইলে এই শিশুর পিতৃকুল এবং মাতৃকুল গৌরবে সমুজ্জ্বল হইবে। "লিখিল"-স্থলে "লিখন"-পাঠান্তর।

৫০। বিচার-প্রবীণ পণ্ডিতগণ বলিলেন—"পতিব্রতা নারীগণ যে এই শিশুর 'নিমাঞি' নাম রাখিয়াছেন, তাহাও এই শিশুর একটি নাম থাকিবে, এই নিমাঞ-নামেই সকল লোক ইহাকে ডাকিবেন। কিন্তু এই "নিমাঞি"-নামটি হইবে শিশুর দ্বিতীয় নাম, "শ্রীবিশ্বম্ভর" হইবে প্রথম নাম, কেন না, ইহা হইতেছে এই শিশুর গুণানুরূপ যোগ্য নাম। "ডাকিব"-স্থলে "বলিব"-পাঠান্তর আছে।

৫৫। লৌকিক জগতে দেখা যায়, শিশুর স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি জানিবার উদ্দেশ্যে নামকরণ-সময়ে পাত্রে করিয়া ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি আনিয়া শিশুর সাক্ষাতে রাখা হয় এবং শিশুর ইচ্ছানুসারে তাহাদের মধ্যে যে-কোনও একটি বস্তু ধরিবার জন্য শিশুকে বলা হয়। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যখন শিশু-বিশ্বম্ভরকে বলিলেন, "যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর", তখন শিশু শ্রীমদ্‌ভাগবত ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এই ব্যাপারে শিশু-প্রভু বোধ হয় একটি রহস্যেরই ইঙ্গিত দিলেন। তিনি তো

পতিব্রতাগণে 'জয়' দেই চারি-ভিত।
সভেই বোলেন "বড় হইব পণ্ডিত ॥" ৫৬
কেহো বোলে "শিশু হৈব পরম বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্ব শাস্ত্রের জানিব অনুভব ॥" ৫৭
যে দিগে হাসিয়া প্রভু চা'ন বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর ॥ ৫৮
যে করয়ে কোলে সে-ই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্ল্লভ কোলে করে নারীগণে ॥ ৫৯

প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬০
শুনিঞা নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল নারী হরিধ্বনি করে ॥ ৬১
নিরবধি সভার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু, হেন ইচ্ছা তান ॥ ৬২
'তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে'।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এইতত্ত্ব কহে ॥ ৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাস্তবিক রাধাকৃষ্ণ মিলিত-স্বরূপ এই স্বরূপে তিনি স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের নাম-রূপ-গুণ লীলাদির মাধুর্য আস্বাদন করেন—অপ্রকটে এবং প্রকটেও (১।২।৫-৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি বর্ণিত আছে; সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছে প্রভুর অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু। ভাগবতকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি তাহাই জানাইলেন। আবার, শ্রীভাগবত হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের এক স্বরূপ। পরবর্তী কালে প্রভু নিজেই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণতুল্য ভাগবত ॥ চৈ. চ. ২।২৫।২১৮, ২।২৪।২৩২ ॥" রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীভাগবতকে আলিঙ্গন করিয়া যেন স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেই আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে ভাগবতের আলিঙ্গনদ্বারা প্রভু স্বীয় স্বরূপানুবন্ধিনী লীলারই ইংঙ্গিত দিলেন। আবার এই ব্যাপারে, তাঁহার অবতরণের জগৎসম্বন্ধী উদ্দেশ্যেরও যেন ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রতিপাদিত "প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব পরম ধর্মের"—যাহার অনুসরণে, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে, সেই পরম-ধর্মের—প্রচারের জন্যই তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীভাগবত আলিঙ্গন করিয়া প্রভু বোধ হয় তাহারও ইংঙ্গিত দিলেন।

৫৬-৫৭। প্রভুর প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি ছিল বলিয়া তাঁহার আপ্তবর্গ, নর-অভিমানবশতঃ, সাধারণতঃ প্রভুকে তাঁহাদের মতনই এক জন বলিয়া মনে করিতেন, প্রভুর স্বরূপের জ্ঞান সাধারণতঃ তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হইত না। এজন্য লৌকিক জগতে নাম-করণ-সময়ে শিশু যে-বস্তু ধারণ করে, তদনুসারেই যেমন লোক শিশুর ভাবী কার্যাদির অনুমান করে, প্রভু ভাগবত আলিঙ্গন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারাও সেইভাবে এই শিশুর ভাবী জীবনের অনুমান করিতে লাগিলেন। "পরম বৈষ্ণব"-স্থলে "বড় হইব বৈষ্ণব"-পাঠান্তর আছে।

৫৮। তার কলেবর—যাঁহার দিকে বিশ্বম্ভর চাহেন—দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহার কলেবর (দেহ)। চান—চাহেন, দৃষ্টিপাত করেন। যে দিগে—যে-লোকের দিকে।

৫৯। এড়িতে—ছাড়িতে, কোল হইতে নামাইতে। "দেবের"-স্থলে "বেদের"-পাঠান্তর আছে। ১।২।২২৫ পয়ারের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এইমতে করাইয়া নিজ সঙ্কীর্ত্তন।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৬৪
জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ ৬৫
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব-অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাহি ধরে ॥ ৬৬
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায় ॥ ৬৭
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেঢ়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প-উপরে শুইয়া ॥ ৬৮
আথেব্যথে সভে দেখি 'হায় হায়' করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥ ৬৯
'গরুড় গরুড়' করি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতা-মাতা-আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭০
প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন।
পুন ধরিবারে যান শ্রীশচী নন্দন ॥ ৭১
ধরিয়া আনিঞা সভে করিলেন কোলে।
'চিরজীবী হও' করি নারীগণ বোলে ॥ ৭২
কেহো রক্ষা বান্ধে, কেহো পঢ়ে স্বস্তিবাণী।
কেহো অঙ্গে দেই বিষ্ণুপাদোদক আনি ॥ ৭৩
কেহো বোলে "বালকের পুনর্জ্জন্ম হৈল।"
কেহো বোলে "জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল ॥ ৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৫। জানুগতি—জানুর (হাঁটুর) উপর ভর দিয়া গমনাগমন; জানু ও হাতের উপর ভর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাতায়াত।

৬৭। বালক-লীলায়—নরবালকেরা যেমন করে, সেইভাবে।

৬৮। "শুইয়া"-স্থলে "সুতিয়া"-পাঠান্তর আছে; অর্থ একই।

৭০। গরুড় গরুড়—গরুড়ের নাম শুনিলে ভয়ে সর্প পলায়ন করে।

৭১। এড়িয়া—ছাড়িয়া। পয়ারের প্রথমার্ধ স্থলে "চলিলা অনন্ত শুনি সভার ক্রন্দন।" পাঠান্তর আছে। অনন্ত—অনন্ত নাগ। শেষ-দেব। তিনি ভগবানের শয্যা। অনন্তদেবই প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে সর্পরূপে উপনীত হইয়াছিলেন, প্রভুও তাঁহার উপরে শয়ন করিয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাও প্রভুর একটি ঐশ্বর্যগর্ভা বাল্যলীলা (১৷৩৷৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৪। তেঞি—তাই, সে-কারণে। না লঙ্ঘিল—দংশন করিল না। জাতিসর্প—জাতসাপ, অত্যন্ত বিষধর এবং ক্রূর। এখানে "জাতিসর্প"-শব্দ এতাদৃশ জাতসাপকে বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। কেন না, এতাদৃশ জাতসাপ সামান্য কারণেই লোককে দংশন করে; কিন্তু এই সাপটির উপরে প্রভু শয়ন করিয়াছেন, তাহাতে সাপের গায়ে চাপও লাগিয়াছে; তথাপি সাপটি প্রভুকে দংশন করে নাই।

তবে এ-স্থলে "জাতিসর্প"-শব্দের তাৎপর্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। প্রভুর আপ্তবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন—"জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল।" এ-স্থলে তাঁহাদের অভিপ্রায়-অনুসারে "জাতিসর্প"-শব্দের তাৎপর্য বোধ হয়—কেবল জাতিতেই সর্প (জাত্যা সর্পঃ, সর্পত্বের স্বভাব ইহাতে নাই; তাই শিশুকে দংশন করে নাই। শিশু-বিশ্বম্ভর যেভাবে এই সর্পটির সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার সর্পত্ব—সর্পের স্বভাব—থাকিলে নিশ্চয়ই শিশুকে দংশন করিত। অর্থাৎ

হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সভারে চাহিয়া।
পুনঃপুন যায়, সভে আনেন ধরিয়া ॥ ৭৫
ভক্তি করি যে এ-সব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার-ভুজঙ্গে তারে না করে লঙ্ঘনে ॥ ৭৬

এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করেন প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ৭৭
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ ॥ ৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কেবল আকৃতিতেই এইটি সর্প। জাতি-শব্দের এইরূপ অর্থের ইঙ্গিত শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতেও পাওয়া যায়। এই অভিধানে লিখিত হইয়াছে—"জাতিঃ * * *। গোত্বাদিঃ। তস্য লক্ষণং যথা—আকৃতিগ্রহণা জাতির্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্। সকৃদাখ্যাতনিগ্রা্হ্যা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ॥ ইতি মুগ্ধবোধম্॥ অস্যার্থঃ। আক্রিয়তে ব্যজ্যতে অনয়েতি আকৃতিঃ সংস্থানম্ আকৃত্যা গ্রহণং জ্ঞানং যস্যাঃ সা আকৃতি-গ্রহণা জাতিরাকৃতিগ্রহণা ভবতি সংস্থানব্যঙ্গ্যা ইত্যর্থঃ। তেন মনুষ্যগোমৃগহংসাদীনাং পৃথক্ পৃথক্ সংস্থানৈর্ব্ব্যজ্যমানা মনুষ্যত্ব-গোত্ব-মৃগত্ব-হংসত্বাদিঃ জাতিঃ। * * *॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—আকৃতি বা অঙ্গ-সন্নিবেশের দ্বারাই মনুষত্ব-গোত্বাদি জাতি নির্ণীত হইয়া থাকে। আলোচ্য সর্পটির জাতি কেবল তাহার আকৃতিদ্বারাই বুঝা যায়, স্বভাবের দ্বারা নহে। অর্থাৎ এইটি কেবল আকৃতিতেই সর্প, স্বভাবে নহে ; এজন্য ইহা শিশু বিশ্বম্ভরকে দংশন করে নাই।

লিপিকর-প্রমাদ মনে করিলেও উল্লিখিতরূপ অর্থই হইতে পারে। "পাঁতি সর্প"-স্থলে যদি লিপিকর-প্রমাদবশতঃ "জাতিসর্প" লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্থ হইবে—"ইহা পাঁতিসর্প, তাই দংশন করে নাই।" "পাঁতি শিয়াল", "পাঁতিহাঁস"-ইত্যাদির ন্যায় "পাঁতিসর্প"-শব্দের অন্তর্গত "পাঁতি"-শব্দ হইতেছে হেয়তাবাচক। পংক্তি-শব্দের অপভ্রংশে পাঁতি-শব্দ। আকৃতিতে ইহা সর্প-পংক্তি-ভুক্ত বটে, কিন্তু সর্পের স্বভাব ইহাতে নাই। এই অর্থের তাৎপর্যও পূর্বকথিত অর্থের অনুরূপ।

কেহ কেহ বলেন, বাস্তব জাতিসর্প নাকি বিশেষ রুষ্ট না হইলে কাহাকেও দংশন করে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মনে করা যায়, আলোচ্য পয়ারোক্ত জাতিসর্পটি বাস্তব জাতিসর্পই ছিল এবং সেজন্যই সে প্রভুকে দংশন করে নাই। কিন্তু এ-স্থলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—শিশু-প্রভু যখন সর্পটির উপর শুইয়াছিলেন, তখন তো প্রভুর দেহের সমস্ত ভারই সাপটির উপরে পড়িয়াছিল ; তাহাতে সাপটির কষ্ট হওয়াই সম্ভব। তাহাতেও কি সাপটি রুষ্ট হইল না এবং প্রভুকে দংশন করিল না ?

৭৫। সভারে চাহিয়া—সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া। পুনঃপুন যায় ইত্যাদি—শিশু বার বার সাপের দিকে যায়েন, সকলে তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। "পুনঃপুন"-স্থলে "পুন বলে"-পাঠান্তর আছে। —পুনরায় বলপূর্বক যায়।

৭৬। ভক্তি করি—শ্রদ্ধার সহিত। সংসার-ভুজঙ্গে—সংসার-রূপ সর্প। না করে লঙ্ঘনে—দংশন করে না ; অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বম্ভরের বাল্যলীলা শ্রবণ করিলে সংসার-দুঃখ দূরীভূত হয়।

সুবলিত-মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ ॥ ৭৯
আজানু লম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
সকল-লক্ষণযুত বক্ষ-পরিসর ॥ ৮০
সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর ॥ ৮১
বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন, দেখি মা'য়ে ত্রাস পায় ॥ ৮২
দেখি শচী-জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা-আনন্দিত ॥ ৮৩
কাণাকাণি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া।
"কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া ॥ ৮৪
হেন বুঝি, সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত ॥ ৮৫
এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি ॥ ৮৬
তাবত ক্রন্দন করে, প্রবোধ না মানে।
বড় করি 'হরিধ্বনি' যাবত না শুনে ॥" ৮৭
উষঃকাল হইতে যতেক নারীগণ।
বালক বেঢ়িয়া সভে করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৯। চাঁচর—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান। ভাল—সুন্দর। কেশ—চুল। অথবা, ভাল কেশ—(ভাল—কপাল); কপালের উপরে মস্তকের চাঁচর কেশের অগ্রভাগ শোভা পাইতেছে। যেন গোপালের বেশ—ঠিক যেন নন্দনন্দন গোপালের মতন বেশ।

৮০। অরুণ—রক্তবর্ণ, লাল। সকল লক্ষণযুক্ত—সমস্ত সুলক্ষণ-বিশিষ্ট। বক্ষ-পরিসর—পরিসর (প্রশস্ত—বিস্তারিত) বক্ষঃ। "পরিসর"-স্থলে "সুপীবর"-পাঠান্তর আছে। সুপীবর—উত্তমরূপে (শোভমানরূপে) স্থূল (পুষ্ট)।

৮১। সহজে—স্বভাবতঃ। অরুণ গৌরদেহ—নিমাঞির দেহ স্বভাবতঃই গৌরবর্ণ, ভিতরের রক্তে তাহা রক্তাভ হইয়াছে। বিশেষে ইত্যাদি—অঙ্গুলি, কর (হস্ত) ও চরণ বিশেষরূপে রক্তবর্ণ।

৮৩। বিস্মিত—চমৎকৃত। শিশুর পদতল এতই রক্তবর্ণ যে, শিশু চলিয়া যাইবার সময়ে, পদতল দেখিয়া শচী-জগন্নাথ মনে করেন, পদতল হইতে যেন রক্ত পড়িতেছে; এজন্য তাঁহারা ভয় পায়েন (৮২ পয়ার)। আবার যখন ভাল করিয়া দেখেন, তখন বুঝিতে পারেন যে, রক্ত পড়িতেছে না, শিশুর পদতলের স্বাভাবিক বর্ণই এইরূপ লাল। এজন্য তাঁহারা বিস্মিত হয়েন; কেননা, অন্য কোনও শিশুর পদতল এত লাল হয় না। "বিস্মিত"-স্থলে "দুঃখিত"-পাঠান্তর আছে; অর্থ—শিশুর পদতল হইতে রক্ত পড়িতেছে মনে করিয়া তাঁহারা দুঃখিত হয়েন। নির্ধন—ধনহীন, দরিদ্র। মহা আনন্দিত—ভালরূপে দেখার পরে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, শিশুর পদতলের স্বাভাবিক বর্ণই অত্যন্ত লাল, তখন তাঁহাদের প্রাণ-নিমাঞিকে কোনও মহাপুরুষ মনে করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন।

৮৪। কাণাকাণি করে—পরস্পর পরস্পরের কাণে কাণে বাক্যালাপ করেন। "করে"-স্থলে "কহে"-পাঠান্তর আছে—অর্থ কাণে কাণে কহেন। কাণে কাণে কি বলিলেন, তাহা এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এবং পরবর্ত্তী ৮৫-৮৭ পয়ারে বলা হইয়াছে।

'হরি' বলি নারীগণে দেই করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী ॥ ৮৯
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর ॥ ৯০
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সভার হয় অতুল আনন্দ ॥ ৯১
হেনমতে শিশুভাবে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু, নাহি বুঝে কোন জন ॥ ২৯
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম-চঞ্চল—কেহ ধরিতে না পারে ॥ ৯৩
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই, কলা, সন্দেশ, যা' দেখে তা'ই চায় ॥ ৯৪
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম-মোহন।
যে জনে না চিনে, সেহ দেই ততক্ষণ ॥ ৯৫
সভেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে ॥ ৯৬
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা'সভারে আনি সব করেন প্রদান ॥ ৯৭
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাথে তালি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ ॥ ৯৮
কি বিহানে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রি, সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ॥ ৯৯
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥ ১০০
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাণ্ডি ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায় ॥ ১০১
যার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায়।
কেহো দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায় ॥ ১০২
দৈবযোগে যদি কেহো পারে ধরিবারে।
তবে তার পা'য়ে ধরি করে পরিহারে ॥ ১০৩
"এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর।
আর যদি চুরি করো, দোহাই তোমার ॥" ১০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯১। "অঙ্গভঙ্গী"-স্থলে "রঙ্গীভঙ্গী" এবং "আনন্দ"-স্থলে "সম্পদ"-পাঠান্তর আছে। সম্পদ—আনন্দ-সম্পদ।

৯২। "বুঝে"-স্থলে "জানে"-পাঠান্তর।

৯৪। একেশ্বর—একেলা, একাকী। এখনও দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে এইরূপ অর্থে "একেশ্বর"-শব্দের অপভ্রংশ "এ-শ্বর"-শব্দ প্রচলিত আছে। সরস্বতীর অভিপ্রেত গূঢ় অর্থ বোধ হয়—একেশ্বর = এক + ঈশ্বর = একমাত্র ঈশ্বর। "একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ চৈ. চ. ১।৫।১২১ ॥"

৯৬। দেয়েন প্রভুরে—প্রভুকে দেন। এ-স্থলে "খই দেন করে"-পাঠান্তর আছে।

৯৭। লোকের নিকট হইতে প্রভু যাহা পাইয়া থাকেন, তাহা তিনি নিজে ভোজন না করিয়া, যে-সকল স্ত্রীলোক তাঁহার আনন্দের নিমিত্ত হরিনাম গান করেন, তাঁহাদিগকে দিতেন। "তা' সভারে আনি সব"-স্থলে "তাহান সভেরে আনি"-পাঠান্তর আছে।

৯৮। অনুক্ষণ—সর্বদা। 'সর্বক্ষণ'-পাঠান্তর আছে।

৯৯। বিহানে—প্রাতঃকালে।

১০৩। করে পরিহারে—দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহেন।

দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সভেই বিস্মিত।
কৃষ্ট নহে কেহো, সভে করেন পিরীত ॥ ১০৫
নিজপুত্র হইতেও সভে স্নেহ করে।
দরশন-মাত্রে সর্ব্ব-চিত্ত-বৃত্তি হরে ॥ ১০৬
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক-ঠাঞি, বুলয়ে সদায় ॥ ১০৭
একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে, "কার শিশু বেড়ায় নগরে ॥" ১০৮
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবার দুই চোরে চিন্তে পরকার ॥ ১০৯
"বাপ! বাপ!" বলি এক চোরে নৈল কোলে।
"এতক্ষণ কোথা ছিলে?" আর চোরে বোলে ॥ ১১০
"ঝাট ঘরে আইস বাপ!" বোলে দুই চোরে।
হাসি বোলে প্রভু "চল চল যাই ঘরে ॥" ১১১
আথেব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়।
লোকে বোলে "যার শিশু সে-ই লই যায় ॥" ১১২
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক, কেবা কারে চিনে।
মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে ॥ ১১৩
কেহো মনে ভাবে "মুঞি নিমু তাড় বালা।"
এইমতে দুই চোরে খায় মনকলা ॥ ১১৪
দুই চোর চলি যায় নিজ-মর্ম্ম স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে ॥ ১১৫
এক জন প্রভুরে সন্দেশ দেই করে।
আর জনে বোলে "এই আইলাঙ ঘরে ॥" ১১৬
এইমত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায় ॥ ১১৭
কোহো কেহো বোলে "আইস আইস বিশ্বম্ভর!"
কেহো ডাকে "নিমাঞি!" করিয়া উচ্চস্বর ॥ ১১৮
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্বজনে।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবনে ॥ ১১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৫। 'বিস্মিত'-স্থলে 'হরষিত'-পাঠান্তর আছে। পিরীত—প্রীতি, আদর।

১০৭। বৈকুণ্ঠের রায়—গোলক-পতি। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বুলয়ে—ভ্রমণ করে।

১০৮। 'দুই'-স্থলে 'ছিল'-পাঠান্তর।

১০৯। দিব্য—অতি উত্তম, সুন্দর। হরিবার—হরণ (চুরি) করিবার। পরকার চিন্তে—প্রকার চিন্তা করে; কি প্রকারে অলঙ্কার চুরি করিবে, সেই বিষয়ে চিন্তা করে।

১১১। ঝাট—শীঘ্র।

১১২। আথেব্যথে—ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি।

১১৩। মহাতুষ্ট—পরম সন্তুষ্ট। 'মহাহৃষ্ট'-পাঠান্তর আছে, অর্থ একই।

১১৪। তাড় বালা—তাড় ও বালা হইতেছে হাতের অলঙ্কারবিশেষ। মনকলা—মনে মনে কল্পিত কলা (কদলী)। যে-স্থানে কলা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, অথচ কলার জন্য অত্যন্ত লোভ বিদ্যমান, সে-স্থানে লোক মনে মনে কলা কল্পনা করিয়া মনে মনেই তাহার আস্বাদন করে। ইহাকেই 'মনকলা খাওয়া বলে'।

১১৫। নিজ-মর্ম্মস্থানে—নিজেদের অভীষ্ট নির্জন স্থানে।

১১৬। করে—হাতে।

১১৭। ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া।

সভে সর্ব্বভাবে গেলা গোবিন্দ শরণ।
প্রভু লৈয়া যায় চোর আপন-ভবন॥ ১২০
বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘর আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥ ১২১
চোর দেখে আইলাঙ নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥ ১২২
চোর বোলে "নাম বাপ! আইলাঙ ঘর!"
প্রভু বোলে "হয় হয় নামাও সত্বর॥" ১২৩
যেখানে সকল-গণে মিশ্র-জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সভে মাথে দিয়া হাথ॥ ১২৪
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥ ১২৫
নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সভে 'হরি হরি' বোলে॥ ১২৬
সভার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ॥ ১২৭
আপনার ঘর নহে, দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি, কিছু চিনিতে না পারে॥ ১২৮
গণ্ডগোলে কে কাহারে অবধান করে।
চারিদিগে চাহি চোর পলাইল ডরে॥ ১২৯
"পরম অদ্ভুত!" দুই চোর মনে গণে'।
চোর বোলে "ভেল্‌কি বা দিল কোনো জনে॥" ১৩০
"চণ্ডী রাখিলেন আজি" বোলে দুই চোরে।
সুস্থ হই দুই চোর কোলাকুলি করে॥ ১৩১
পরমার্থে দুই চোর মহা-ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥ ১৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২০। গেলা গোবিন্দ শরণ—বালকের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে শ্রীগোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন। "লৈলা কৃষ্ণের শরণ"-পাঠান্তরও আছে।

১২১। বৈষ্ণবী মায়ায়—বিষ্ণুর শক্তির (লীলাশক্তির) প্রভাবে।

১২৩। নাম বাপ—বাবা, কাঁধের উপর হইতে নামিয়া আইস। "নাম্ব বাপ" এবং "ওলো বাপু" পাঠান্তরও আছে; অর্থ একই। "নামাও"-স্থলেও "ওলাও"-পাঠান্তর। ওলাও—নামাও।

১২৭। রঙ্গ—আনন্দ, হর্ষ। প্রাণ আসি ইত্যাদি—দেহ হইতে কাহারও প্রাণ বাহির হইয়া গেলে তাহার আত্মীয়-স্বজনের যেমন দুঃখ হয়, নিমাঞিকে না পাইয়া সকলের সেইরূপ দুঃখ জন্মিয়াছিল। সেই মৃত লোকের দেহে পুনরায় প্রাণ আসিয়া মিলিলে আত্মীয় স্বজনের যেমন পরমানন্দ জন্মে, এক্ষণে নিমাঞিকে পাইয়াও সকলের তদ্রূপ আনন্দ জন্মিল। "দেহের হইল যেন সঙ্গ"-স্থলে "দেহে আসি হৈল উপসন্ন"-পাঠান্তর আছে। উপসন্ন—উপনীত।

১২৮। "চিনিতে" স্থলে "বলিতে"-পাঠান্তর।

১৩১। চণ্ডী রাখিলেন আজি—আমাদের উপাস্যা চণ্ডী মাতাই আজ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

১৩২। পরমার্থে ইত্যাদি—চোরদ্বয় নিমাঞির অলঙ্কারগুলি নিয়া তাহাদের ব্যবহারিক বিষয়ের কিছু উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেই আশা পূর্ণ না হইলেও পারমার্থিক ব্যাপারে তাহাদের পরম সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল; যেহেতু, স্বয়ং নারায়ণ গৌরকৃষ্ণ ভঙ্গীপূর্বক কৃপা করিয়া তাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছেন। ইহাতেই

এথা সর্ব্ব-গণে মনে করেন বিচার।
"কে আনিল দেখ, বস্ত্র শিরে বান্ধি তার॥" ১৩৩
কেহো বোলে "দেখিলাঙ লোক দুইজন।
শিশু থুই কোন দিগে করিলা গমন॥" ১৩৪
"আমি আনিঞাছি" কোনো জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সভে পড়িলেন ভোলে॥ ১৩৫
সবে জিজ্ঞাসেন "বাপ! কহত নিমাঞি!
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি?" ১৩৬
প্রভু বোলে "আমি গিয়াছিলাঙ গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥ ১৩৭
তবে দুই জন আমা' কোলে ত করিয়া।
কোন পথে এই-খানে থুইল আনিঞা॥ ১৩৮
সভে কহে "মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ আপনি॥" ১৩৯
এইমত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহো তত্ত্ব নাহি জানে॥ ১৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহাদের পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আগুনের দাহিকা শক্তির কথা না জানিয়াও যদি কোনও শিশু আগুনে হাত দেয়, তাহা হইলেও তাহার হাত পুড়িবেই; বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, কোনও রকমে অনাবৃত পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের স স্রবে আসিলেই জীবের সংসার ঘুচিয়া যায়, পরমার্থ লাভ হয়।

১৩৩। বস্ত্র শিরে বান্ধি তার—তাহার মস্তকে বস্ত্র (কাপড়) বাঁধিয়া তাঁহাকে সম্মান করিব এবং পুরস্কৃত করিব। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ স্থলে "কে আনিলা, বস্ত্র শিরে বান্ধিয়ে তাহার" পাঠান্তর।

১৩৪। "লোক"-স্থলে "কোন"-পাঠান্তর।

১৩৫। ভোলে—ধাঁন্দায়। "পড়িলেন ভোলে"-স্থলে "পড়িলা বিভোলে"

১৩৮। "থুইল আনিঞা"-স্থলে "থুইলেক নিঞা"-পাঠান্তর।

১৩৯। দৈবে—পরম-দেবতা স্বয়ংভগবান্। আপনি—নিজেই।

১৪০। বিষ্ণুমায়া—সর্বব্যাপক-তত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়া। মায়া দ্বিবিধা—জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া এবং চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া। উভয়েরই মোহিনী শক্তি আছে। কিন্তু জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া মুগ্ধ করে ভগবদ্‌বহির্মুখ জীবদিগকে; আর লীলার সহায়তা এবং পুষ্টির জন্য যোগমায়া মুগ্ধ করে ভগবৎ-পরিকরদিগকে, জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া ভগবৎ-পরিকরদের উপর কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না (বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী-ইত্যাদি ভা. ১০।১।২৫ শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য)। চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া লীলার সহায়কারিণী বলিয়া লীলাশক্তি-নামেও পরিচিতা। তাহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি আছে—ঐশ্বর্যশক্তি। বিষ্ণুমায়া মোহে—বিষ্ণুমায়াদ্বারা মুগ্ধত্ববশতঃ। এ-স্থলে যাঁহাদের মুগ্ধত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্, প্রভুর পরিকর। সুতরাং চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া বা লীলাশক্তিই তাঁহাদের মুগ্ধতা জন্মাইতে পারে। তাই এ-স্থলে এবং এতাদৃশ অন্যান্য স্থলেও বিষ্ণুমায়া-শব্দে (কোনও কোনও স্থলে মায়া-শব্দে) যোগমায়াকে বা লীলাশক্তিকে বুঝায়

এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়॥ ১৪১
বেদগোপ্য এ-সব আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে॥ ১৪২
হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে॥ ১৪৩
একদিন ডাকি বোলে মিশ্র-পুরন্দর।
"আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর।" ১৪৪
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে।
রুনুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পা'য়ে॥ ১৪৫
মিশ্র বোলে "কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?"
চতুর্দ্দিগে চা'য় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥ ১৪৬
আমার পুত্রের পা'য়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর॥ ১৪৭
"কি অদ্ভুত!" দুইজনে মনে মনে গণে'।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে॥ ১৪৮
পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে (গিয়া) গৃহের মাঝেতে॥ ১৪৯
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ, বজ্র, পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন॥ ১৫০
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন॥ ১৫১
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বোলে "নিস্তারিনু, জন্ম নাহি আর॥" ১৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াই মনে করিতে হইবে। এই লীলাটিও প্রভুর এক ঐশ্বর্য্যময়ী বাল্যলীলা। (১৷৩৷৩২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৪১। "বৈকুণ্ঠের"-স্থলে "ত্রিদশের"-পাঠান্তর। ত্রিদশের রায়—স্বয়ংভগবান্।

১৪৩। অলক্ষিতে—কেহ লক্ষ্য করিতে বা বুঝিতে পারে না, এইরূপ ভাবে **স্বপ্রকা করে**—নিজেকে, অর্থাৎ নিজের ঐশ্বর্যকে, প্রকটিত করেন। চোরদ্বয়কে পথ ভুলাইয়া মিশ্র-গৃহে আনয়নেই প্রভুর ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইয়াছে।

১৪৪। এক্ষণে প্রভুর শূন্যপদে নূপুরের ধ্বনির প্রসঙ্গ বলা হইতেছে।

১৪৭। "কোথায় বাজিল"—ইত্যাদি-স্থলে "বাজিল বাদ্য অতি সুমধুর" এবং "কোথায় শুনিল ধ্বনি মুখর মধুর"-পাঠান্তর আছে।

১৪৯। শূন্যপদে নূপুরের ধ্বনির কথা বলিয়া এক্ষণে গৃহের মেজেতে ধ্বজ-বজ্রাদি-চিহ্নের কথা বলিতেছেন। দেখে—শচী-জগন্নাথ দেখেন।

১৫০। অপরূপ পদচিহ্ন—অদ্ভুত পদচিহ্ন! কোনও লোকের পায়ে যে-সকল চিহ্ন থাকে না, সে-সকল চিহ্ন দেখিলেন বলিয়াই অদ্ভুত বলা হইয়াছে। "অপরূপ"-স্থলে "অদ্ভুত" এবং "বজ্র, পতাকা, অঙ্কুশ"-স্থলে "বজ্রাঙ্কুশ-পতাকাদি"-পাঠান্তর।

১৫১। চরণ- চরণ-চিহ্ন।

১৫২। দোঁহে করে নমস্কার—শচী-জগন্নাথ মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহে যে শালগ্রামরূপে দামোদর আছেন, তিনিই কৃপা করিয়া গৃহে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারই এই সকল পদচিহ্ন। তাঁহার চরণের নূপুর ধ্বনিই তাঁহারা শুনিয়াছেন। এইরূপ বুদ্ধিতে তাঁহারা উভয়ে পদচিহ্নকে নমস্কার করিলেন।

মিশ্র বোলে "শুন বিশ্বরূপের জননি।
ঘৃত পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥ ১৫৩
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান॥ ১৫৪
বুঝিলাঙ— তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি॥" ১৫৫
এইমতে দুইজনে পরম-হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে॥ ১৫৬
আরো এক কথা শুন পরম-অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথসুত॥ ১৫৭
পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ-পর্যটন॥ ১৫৮
ষড়ক্ষর-গোপালমন্ত্রে করে উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন॥ ১৫৯
দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে॥ ১৬০
কণ্ঠে বাল-গোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্য-তেজ অতি অনুপাম॥ ১৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৩। ঘৃত পরমান্ন—ঘৃতসংযুক্ত পরমান্ন। "ঘৃত"-স্থলে "দ্রুত"-পাঠান্তর আছে—অর্থ শীঘ্র।

১৫৬। প্রভু মনে হাসে—শচী-জগন্নাথ হইতেছেন শুদ্ধ-বাৎসল্যের মূর্তবিগ্রহ, নন্দ-যশোদার ন্যায়। এজন্য নিমাঞি-সম্বন্ধে তাঁহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান ছিল না, তাঁহারা নিমাঞিকে তাঁহাদের পুত্রমাত্র মনে করিতেন, নন্দ-যশোদা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পুত্রমাত্র মনে করিতেন, তদ্রূপ। এজন্যই, পদচিহ্নগুলি যে নিমাঞির এবং নিমাঞির চরণেই যে নূপুরের ধ্বনি হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের গাঢ় বাৎসল্যের প্রভাবেই এইরূপ ভাব। তাঁহাদের কথা শুনিয়া নিমাঞি, তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শুদ্ধ-বাৎসল্য দেখিয়া, আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। নূপুর-ধ্বনি এবং পদচিহ্ন-সম্বন্ধীয় লীলাদ্বয়ও প্রভুর ঐশ্বর্যগর্ভা বাল্যলীলা। প্রশ্ন হইতে পারে—নিমাইর চরণে তো নূপুর ছিল না; কিরূপে তাঁহার চরণের নূপুর-ধ্বনি শুনা গেল? উত্তর—ভগবানের বসন-ভূষণাদি তাঁহারই স্বরূপভূত, নিত্যই তাঁহাতে বিরাজমান। তবে কখনও প্রকট, কখনও অপ্রকট থাকে। নরলীল ভগবান্ নরশিশুর ন্যায় আত্ম প্রকট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নূপুর ছিল অপ্রকট। এক্ষণে লীলাশক্তি নূপুরকে প্রকটিত না করিয়াও নূপুরের ধ্বনিকে প্রকটিত করিয়াছেন এবং তাহাই শচী-জগন্নাথ শুনিয়াছেন।

১৫৭। এক্ষণে এক তৈর্থিক বিপ্রের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা বলা হইতেছে।

১৫৮। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ—যে-ব্রাহ্মণ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। তীর্থ পর্য্যটন—তীর্থ-ভ্রমণ।

১৫৯। ষড়ক্ষর গোপাল-মন্ত্র—ছয়টি অক্ষরবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র। ইহা হইতেছে বাৎসল্য-ভাবে বাল-গোপালের উপাসনা-মন্ত্র। গোপাল নৈবেদ্য ইত্যাদি—গোপালের প্রসাদ ব্যতীত তিনি অন্য কিছুই ভোজন করিতেন না। বৈষ্ণব-ভক্তগণ কখনও কোনও অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করেন না।

১৬০। "ভাগ্যবান্"-স্থলে "ভাগ্যযোগে"-পাঠান্তর আছে—অর্থ, সৌভাগ্যের উদয়ে।

১৬১। কণ্ঠে বাল-গোপাল ইত্যাদি—শালগ্রাম-শিলারূপ বাল-গোপাল ভূষণ-স্বরূপে তাঁহার

নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুই চক্ষু ঢুলে ॥ ১৬২
দেখি জগন্নাথমিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার ॥ ১৬৩
অতিথি-ব্যভার-ধর্ম্ম যেন-মত হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয় ॥ ১৬৪
আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন ॥ ১৬৫
সুস্থ হই বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসিলা "কোথা ঘর?" ১৬৬
বিপ্র বোলে "আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি ॥" ১৬৭
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
"জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন ॥ ১৬৮
বিশেষে ত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য ॥" ১৬৯
বিপ্র বোলে "কর মিশ্র! যে ইচ্ছা তোমার।"
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার ॥ ১৭০
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভাল-মতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে ॥ ১৭১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কণ্ঠে শোভা পাইতেছিলেন। দেশে-দেশে ভ্রমণকারী সাধু-মহাত্মাগণ তাঁহাদের পূজার বিগ্রহকে এইভাবেই বহন করিয়া থাকেন।

১৬২। অন্তরে—চিত্তে। "অন্তরে"-স্থলে "অনন্ত" এবং **"আনন্দ"**-পাঠান্তরও আছে। অর্থ, অনন্ত—অপরিসীম। আনন্দ—পরম সুখ। গোবিন্দ-রসে—**শ্রীকৃষ্ণ**-স্মৃতি হইতে উদ্ভূত অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দে। দুই চক্ষু ঢুলে—প্রেমভরে দুইটি চক্ষু আন্দোলিত হইতেছে।

১৬৩। সম্ভ্রমে—আদরের সহিত তাড়াতাড়ি।

১৬৪। অতিথি-ব্যভার-ধর্ম্ম ইত্যাদি—অতিথি-সৎকার-সম্বন্ধে যে-সকল ব্যবস্থা **আছে,** তৎসমস্তের আচরণ। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬৭। উদাসীন—গৃহ-বিত্তাদিতে যাঁহার প্রীতি নাই, তিনি উদাসীন। দেশান্তরী—ভিন্নদেশী, অথবা জন্মস্থান হইতে ভিন্নদেশে ভ্রমণকারী। বিক্ষেপে—চাঞ্চল্যে। কোনও স্থানেই আমার চিত্ত স্থির হয় না; এজন্য, যে-স্থানে গেলে চিত্ত স্থির হইতে পারে, সে-রকম স্থানের অনুসন্ধানে আমি ভ্রমণ করি।

১৬৮। জগতের ভাগ্যে ইত্যাদি—তুমি যে নানাস্থানে ভ্রমণ কর, তাহা জগদ্‌বাসী জীবের পক্ষে সৌভাগ্য। সাধু-মহাত্মাগণ যে-স্থানে গমন করেন, তাঁহাদের প্রভাবে সেই স্থান পবিত্র হয়, যাহার গৃহে গমন করেন, তাহার পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হয়। "মহদ্‌বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ভা. ১০।৮।৪ ॥"

১৭০। উপহার—রন্ধনের উপকরণ।

১৭১। উপস্করি—ধূলা-ময়লাদি দূর করিয়া গোময়-জলে লেপন করিয়া। **সজ্জ—রন্ধনের উপকরণ-দ্রব্যাদি।**

সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥ ১৭২
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে, বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥ ১৭৩
ধ্যান-মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর। ১৭৪
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ ১৭৫
ধূলাময় সর্ব্ব-অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ-নয়ন-কর-চরণ সুন্দর॥ ১৭৬
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে॥ ১৭৭
'হায় হায়' করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন ছচি করিলেক চঞ্চল বালকে॥ ১৭৮
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥ ১৭৯
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥ ১৮০
বিপ্র বোলে "মিশ্র! তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য? ১৮১
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে॥" ১৮২
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥ ১৮৩
বিপ্র বোলে "মিশ্র! দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হৈব, তাহা ঈশ্বর সে জানে॥" ১৮৪
ফল-মূল-আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি সেই করিব আহার॥ ১৮৫
মিশ্র বোলে "মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
আর-বার পাক কর, করি দেও স্থান॥ ১৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৬। দিগম্বর—উলঙ্গ। অরুণ-নয়ন-কর ইত্যাদি—শ্রীগৌরসুন্দরের নয়ন (চক্ষু), কর (হস্ত) এবং চরণ—সমস্তই অতি সুন্দর এবং অরুণ (লাল) বর্ণ। ১৭৫-৭৬ পয়ারদ্বয়ের স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—"ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবরে। মনে মনে গোপাল-মন্ত্র জপে দ্বিজবরে॥ ধ্যানভঙ্গ হইল বিপ্র মেলিল লোচন। বিপ্র দেখে অন্ন খায় শ্রীশচীনন্দন॥"

১৭৮। ছচি—অশুচি, উচ্ছিষ্ট। "ছচি"-স্থলে "অশুচি," "চুরি," "চুহি," "ছুচি," "দৃষ্টি" এবং "ছন্ন"-পাঠান্তর আছে।

১৮০। সম্ভ্রমে—তাড়াতাড়ি। করে—জগন্নাথ মিশ্রের হস্তে।

১৮১। আর্য্য—বয়স্ক ও সম্মানার্হ। অথবা, সরলচিত্ত। কোন্ জ্ঞান বালকের—বালকের কি কোনও ভাল-মন্দ-জ্ঞান আছে? তুমি বয়োবৃদ্ধ এবং সম্মানার্হ ব্যক্তি হইয়াও ইহা বুঝ না কেন? মারিয়া কি কার্য্য—ইহাকে মারিলে (প্রহার করিলে) কি লাভ হইবে? "কোন্ জ্ঞান বালকের"-স্থলে "বালক উহা" এবং "বালকের"-পাঠান্তর।

১৮৪। যে দিনে হৈব ইত্যাদি—কাহার ভাগ্যে কোন্ দিন কি জুটিবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন, জীব তাহা জানিতে পারে না। কর্মফল অনুসারে ঈশ্বরই ফলদাতা; তিনি সকলের সকল কর্মও জানেন; জীব তাহা জানিতে পারে না। ব্যঞ্জনা হইতেছে এই—আমার অদৃষ্টে আজ অন্ন নাই; তাই ভগবান্ এই চঞ্চল বালককে পাঠাইয়া, আমি যাহাতে অন্ন ভোজন করিতে না পারি, তাহাই করিলেন।

১৮৬। দেও—দিতেছি। "দিয়ে"-পাঠান্তরও আছে।

গৃহে আছে রন্ধনের সকল-সম্ভার।
পুন পাক কর তবে সন্তোষ সভার॥" ১৮৭
বলিতে লাগিলা তবে ইষ্ট-বন্ধুগণ।
"আমা'সভা' চাহি তবে করহ রন্ধন॥" ১৮৮
বিপ্র বোলে "যেই ইচ্ছা তোমা'সভাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার॥" ১৮৯
হরিষ হইলা সভে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সভে ততক্ষণে॥ ১৯০
রন্ধনের সজ্জ আনি দিলেন তুরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥ ১৯১
সভেই বোলেন "শিশু পরমচঞ্চল।
আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল॥ ১৯২
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবত।
আর-বাড়ী ল'য়ে শিশু রাখহ তাবত॥" ১৯৩
তবে শচীদেবী পুত্র কোলে ত করিয়া।
চলিলেন আর-বাড়ী প্রভুরে লইয়া॥ ১৯৪
সব নারীগণ বোলে "কেনে রে নিমাঞি।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই?" ১৯৫
হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্র-বদনে।
"আমার কি দোষ, বিপ্র ডাকিল আপনে॥" ১৯৬
সভেই বোলেন 'অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি।
কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি॥ ১৯৭
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে।
তার ভাত খাই জাতি রাখিব কেমনে?" ১৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৭। সম্ভার—রন্ধনের উপকরণাদি। সভার—আমাদের সকলের। "সভার"-স্থলে "আমার"-পাঠান্তর আছে।

১৮৮। "তবে"-স্থলে "যত"-পাঠান্তর আছে। ইষ্ট-বন্ধুগণ—জগন্নাথ মিশ্রের আত্মীয়স্বজনগণ।

১৯০। উপস্করিলেন—পূর্ববর্তী ১৭১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯১। তুরিতে—ত্বরিতে, তাড়াতাড়ি।

১৯৩। আর বাড়ী—অন্য এক বাড়ীতে। ল'য়ে—লইয়া। "ল'য়ে"-স্থলে "নিঞা"-পাঠান্তর।

১৯৫। "কেন রে"-স্থলে "শুনরে"-পাঠান্তর আছে।

১৯৬। বিপ্র ডাকিল আপনে—ব্রাহ্মণ নিজেই আমাকে ভোজনের জন্য ডাকিয়াছেন; তাই আমি গিয়া খাইয়াছি। ভোগ লাগাইয়া বিপ্র যে তাঁহার ইষ্টদেব বালগোপালের ধ্যান করিয়াছেন, ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন, তিনিই সেই বালগোপাল।

১৯৭-৯৮। ঢাঙ্গাতি—ঢঙ্গী, কপট, চঞ্চল। নিমাঞি যে বলিয়াছেন, "বিপ্র আমাকে নিজে ডাকিয়াছেন," নারীগণ তাঁহার এ-কথায় বিশ্বাস করেন নাই; তাঁহারা মনে করিলেন, ইহা নিমাঞির একটা ঢঙ্গ, কপটতা, চালাকি; তাই তাঁহারা নিমাঞিকে 'ঢাঙ্গাতি' বলিয়াছেন। "রাখিব"-স্থলে "রহিব" এবং "রহিল"-পাঠান্তর আছে। নিমাঞির সঙ্গে রঙ্গ বা কৌতুক করার জন্যই নারীগণ এই দুই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। দেশাচার এবং কুলাচার অনুসারে কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তান অজ্ঞাত-কুলশীল ব্রাহ্মণেরও অন্ন গ্রহণ করেন না। আর এই তৈর্থিক বিপ্র সর্বপ্রকারে সে-স্থানের সকলের অপরিচিত। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া নিমাঞি তাঁহার পাচিত এবং স্পৃষ্ট অন্ন খাইয়াছেন। তাই নারীগণ কৌতুকভরে বলিলেন—"নিমাঞি। তোমার তো জাতি নষ্ট হইয়াছে; এখন কি করিবে?"

হাসিয়া কহেন প্রভু "আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্ব-কাল ॥ ১৯৯
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়ে ?"
এত বলি হাসিয়া সভারে প্রভু চাহে ॥ ২০০
ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহো, হেন মায়া তান ॥ ২০১
সভেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন ॥ ২০২
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে-জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে ডোলে ॥ ২০৩
সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন ॥ ২০৪
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর ॥ ২০৫
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র-স্থানে হাসিতে হাসিতে ॥ ২০৬
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লই করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু—দেখে বিপ্রবরে ॥ ২০৭
'হায় হায়' করিয়া উঠিলা বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিলা এক রড় ॥ ২০৮
সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাথে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লই যায় ধাওয়াইয়া ॥ ২০৯
মহাভয়ে প্রভু পলাইয়া এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জগর্জ্জ করে ॥ ২১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৯-২০০। এ-স্থলে লীলাশক্তি নিমাঞির মুখে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভু যে স্বরূপতঃ ব্রজের নন্দগোপ-সুত কানাই, লীলাশক্তি তাহাই জানাইলেন।

২০১। ছলে—নারীগণের সহিত কৌতুকময় কথাবার্তার ছলে। তথাপি না বুঝে ইত্যাদি—প্রভু নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেও তাঁহার মায়ার (লীলাশক্তি যোগমায়ার) প্রভাবে কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; প্রভুর এই কথাগুলিকে তাঁহারা তাঁহার একটি কৌতুকময় রঙ্গ বলিয়া মনে করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলেই প্রভুর পরিকর, বাৎসল্যভাবের পরিকর। প্রভুর প্রতি গাঢ় বাৎসল্যবশতঃ তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের কথা শুনিলেও তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতেন না, ঠিক ব্রজের যশোদামাতা এবং তাঁহার সখীদের ন্যায়। ১।৩।১৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ব্যাখ্যান"-স্থলে "আখ্যান"-পাঠান্তর আছে। করেন ব্যাখ্যান (বা আখ্যান)—প্রকাশ করেন।

২০৩। ডোলে—দোলে, দোলায়িত বা নিমজ্জিত হয়। "ডোলে"-স্থলে "ভোলে" পাঠান্তর। ডোলে—আনন্দে বিহ্বল হয়, অন্য সমস্ত ভুলিয়া যায়।

২০৫। জানিলেন গৌরচন্দ্র ইত্যাদি—বিপ্র যে বালগোপালের ধ্যান করিতেছিলেন, তাঁহার চিত্তের ঈশ্বর (অন্তর্যামী) গৌরচন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন। লীলাশক্তি প্রভুকে তাহা জানাইলেন।

২০৮। রড় (পাঠান্তরে—লড়)—দৌড়। দৌড় দিয়া পলাইয়া গেলেন।

২০৯। সম্ভ্রমে—ত্বরিত গতিতে। বাড়ি—লাঠি। ধাওয়াইয়া—ধাবিত করাইয়া। "যায় তাড়াইয়া" এবং "যায়েন ধাইয়া"-পাঠান্তরও আছে।

২১০। "মহাভয়ে"-স্থলে "ভয় পাঞা"-পাঠান্তর আছে।

মিশ্র বোলে "আজি দেখ করোঁ তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম অবুধ আমি আর্য্য ॥ ২১১
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে ?"
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে ॥ ২১২
সভে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে "এড়, আজি মারিব উহারে।" ২১৩
সভেই বোলেন "মিশ্র। তুমি ত উদার।
উহারে মারিয়া কোন্ সাধুত্ব তোমার ॥ ২১৪
ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ, যে এমন শিশু মারে ॥ ২১৫
মারিলেই কোন্ বা শিখিব হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল-মতি হয় ॥" ২১৬
আথেব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাথে বোলেন বচন ॥ ২১৭
"বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র-রায়।
যে দিনে যে হৈব তাহা হইবারে চায় ॥ ২১৮
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্মকথা কহিলুঁ তোমারে।" ২১৯
দুঃখে জগন্নাথ-মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মহা-দুঃখ ॥ ২২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১১। করোঁ তোর কার্য্য—তোর এই অন্যায় কার্যের জন্য তোকে আজি উপযুক্ত শাস্তি দিব। "তোর"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর—তাহার, তোর অন্যায় কার্যের। অবুধ—অবোধ, বুদ্ধিহীন। আর্য্য—সরল, বোকা। মিশ্রঠাকুর ক্রোধভরে নিমাঞিকে বলিলেন—"তুই মনে করিতেছিস্, আমি নিতান্ত বুদ্ধিহীন, বোকা ; তোর এ-সকল দুষ্টামি আমি বুঝিতে পারিব না।"

২১৩। এড়—ছাড়।

২১৪। সাধুত্ব—সাধুতা, বুদ্ধিমত্তা। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে এইরূপ পাঠান্তর আছে—"উহানে মারিয়া কোন্ সাধ্য বা তোমার ॥" কোন্ সাধ্য বা তোমার—তোমার কোন্ কার্যসিদ্ধি হইবে।

২১৫। পরম অবোধ ইত্যাদি—যাহার ভাল-মন্দ জ্ঞান নাই, এইরূপ শিশুকে যে মারে (প্রহার করে), সে পরম-অবোধ। "এমন"-স্থলে "অবুধে সে"-পাঠান্তর আছে।

২১৬। ইহাকে মারিলেই যে ইহার কোনও শিক্ষালাভ হইবে, তাহা নহে ; কেন না, শিশুরা স্বভাবতঃই চঞ্চল-মতি ; একবার কোনও অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি পাইলেও কতক্ষণ পরে তাহা ভুলিয়া যায়। "নয়"-স্থলে "নয়"-এর অপভ্রংশ "লয়"-পাঠান্তর আছে।

২১৮। বৈষ্ণবোচিতভাবে এবং যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বাভাবিকভাবে তৈর্থিক বিপ্র বলিলেন—"মিশ্র-ঠাকুর ! আমার কথা শুন। এই বালকের কোনও দোষ নাই। জীবের কর্মফল অনুসারে যে-দিন যাহা হওয়ার, সেই দিন তাহা হইবেই। ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না ; এই বালক নিমিত্তমাত্র।" "মিশ্ররায়"-স্থলে "মিশ্রবর"-পাঠও আছে। হইবারে চায়—হইতেই হইবে। "হইলে সে যায়"-পাঠান্তর আছে ; অর্থ—কর্মফল অনুসারে যাহা হইবার, তাহা হইয়া গেলেই কর্মফল-ভোগ হইয়া যায়।

হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্।
সেই-স্থানে আইলেন মহা-জ্যোতির্ধাম ॥ ২২১
সর্ব্ব-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ-ভুবনেও নাহিক উপমা ॥ ২২২
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ ॥ ২২৩
সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-মাত্র করয়ে সদায় ॥ ২২৪
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হই একদৃষ্টে চাহে ঘনেঘন ॥ ২২৫
বিপ্র বোলে "কার পুত্র এই মহাশয় ?"
সভেই বোলেন "এই মিশ্রের তনয় ॥" ২২৬
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন।
"ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন ॥" ২২৭
বিপ্রেরে করিলা বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার ॥ ২২৮
শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি-হেন অতিথি যাহার গৃহে রয় ॥ ২২৯
জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ ॥ ২৩০
ভাগ্য বড়, তুমি-হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব, উপাস তোমার ॥ ২৩১
তুমি উপবাস বা করিবা যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে ॥ ২৩২
হরিষ পাইলুঁ বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইলুঁ বড় এ সব শ্রবণে ॥" ২৩৩
বিপ্র বোলে "কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে ॥ ২৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২১। বিশ্বরূপ—শ্রীনিমাঞির বড় ভাই। ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। ১।২।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। তৈর্থিক বিপ্রের আগমনের পূর্ব হইতেই এতক্ষণ তিনি বাড়ীতে ছিলেন না।

২২৩। মূর্ত্তিভেদে—এক ভিন্ন মূর্তিতে, এক স্বরূপে। নিত্যানন্দ—নিত্যানন্দরূপ বলরাম। ১।২।১৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৪। সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ ইত্যাদি—১।২।১৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ সদা"-স্থলে "সর্ব্বশাস্ত্র-অর্থ-সহে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—অর্থের সহিত সর্বশাস্ত্র তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের মর্মই তাঁহার সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত।

২২৮। "ধার"-স্থলে "সার"-পাঠান্তর আছে।

২২৯। "রয়"-স্থলে "হয়"-পাঠান্তর আছে।

২৩০। জগত শোধিতে ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১৬৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শোধিতে—শুদ্ধ করিতে, পবিত্র করিতে। আত্মানন্দে—পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতির আনন্দে, পূর্ণ হই—চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া, করহ ভ্রমণ—নানাস্থানে ভ্রমণ কর। কৃষ্ণস্মৃতির আনন্দে যাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই তাঁহার অভাব-বোধ থাকে না।

২৩১। উপাস—উপবাস।

২৩২। "করিবা"-স্থলে "করি থাক"-পাঠান্তর আছে।

বনবাসী আমি, অন্ন কোথাই বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই॥ ২৩৫
কদাচিত কোন দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহো যদি অবিরোধে হয় উপসন্ন ২৩৬
যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা' দরশনে।
তাহাতেই কোটিকোটি করিলুঁ ভোজনে॥ ২৩৭
ফল, মূল, নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে॥" ২৩৮
উত্তর না করে কিছু মিশ্র-জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাথ॥ ২৩৯
বিশ্বরূপ বোলেন "বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি মহাশয়॥ ২৪০
পরদুঃখে কাতর-স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ বাঢ়ায় অনুক্ষণ॥ ২৪১
এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া॥ ২৪২
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে, পাই পরানন্দ সুখ॥" ২৪৩
বিপ্র বোলে "রন্ধন করিলুঁ দুইবার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার॥ ২৪৪
তেঞি বুঝিলাঙ আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি, কেনে করহ যতন॥ ২৪৫
কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥ ২৪৬
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করি তথাপিহ সিদ্ধ নয়॥ ২৪৭
নিশাও প্রহর ডেড় দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥ ২৪৮
অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
এইমত কিছু মাত্র করিব আহার॥" ২৪৯
বিশ্বরূপ বোলেন "নাহিক কিছু দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সভার সন্তোষ॥" ২৫০
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন॥ ২৫১
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
"করিব রন্ধন" বিপ্র বলিলা উত্তর॥ ২৫২
সন্তোষে সভেই 'হরি' বলিতে লাগিলা।
স্থান-উপস্কার সভে করিতে লাগিলা॥ ২৫৩
আথেব্যথে স্থান উপস্করি সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা সেইক্ষণে॥ ২৫৪
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধনে।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজনে॥ ২৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৬। "দিবসে বা"-স্থলে "দিন যেবা"-পাঠান্তর আছে। অবিরোধে—নির্বিঘ্নে। উপসন্ন—উপস্থিত।

২৪১। 'স্বভাবে"-স্থলে "স্বভাব"-পাঠান্তর।

২৪২। নিরালস্য হৈয়া—অলসতা ত্যাগ করিয়া, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া।

২৪৭। "করি"-স্থলে "কর" এবং "করুক"-পাঠান্তর।

২৪৮-২৪৯। ডেড়—দেড়। "আজি যত্ন"-স্থলে "আত্মি যত্ন" এবং "আর্ত্তি যত্ন"-পাঠান্তর আছে। আত্মি—আর্তি, কাতরতা প্রকাশ।

২৫৩। "সভে"-স্থলে "তবে" এবং "পুন"-পাঠান্তর আছে।

২৫৫। আবরিয়া—আবৃত করিয়া, শিশুকে বহুলোকের মধ্যে রাখিয়া।

পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন তার মাঝার-ছুয়ারে ॥ ২৫৬
সভেই বোলেন "বান্ধ বাহির-ছুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পায় আর ॥" ২৫৭
মিশ্র বোলে "ভাল ভাল, এই যুক্তি হয়।"
বান্ধিয়া ছুয়ার সভে বাহিরে আছয় ॥ ২৫৮
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বোলেন "চিন্তা নাঞি।
নিদ্রা গেলা, কিছু আর না জানে নিমাঞি ॥" ২৫৯
এইমতে শিশু রাখিয়াছে সর্ব্বজন।
বিপ্রেরো হইল কথোক্ষণেকে রন্ধন ॥ ২৬০
অন্ন উপস্কার করি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি করিতে লাগিলা নিবেদন ॥ ২৬১
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে, বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥ ২৬২
নিদ্রা-দেবী সভারেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
মোহিলেন, সভেই অচেষ্ট নিদ্রা যায় ॥ ২৬৩
যে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন-নিবেদন।
আইলেন সেই-স্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৬৪
বালক দেখিয়া বিপ্র করে "হায় হায়।"
সভে নিদ্রা যায়ে, কেহো শুনিতে না পায় ॥ ২৬৫
প্রভু বোলে "অয়ে বিপ্র! তুমি ত উদার।
তুমি আমা' ডাকি আন কি দোষ আমার? ২৬৬
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা'-স্থান ॥ ২৬৭
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব' তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি ॥" ২৬৮
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অষ্ট-ভুজ-রূপ ॥ ২৬৯
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ ২৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫৬-২৬১। "আছেন"-স্থলে "আছিলা"-পাঠান্তর। উপস্কার করি—ভোগের উপযোগিভাবে সজ্জিত করিয়া। "করিতে লাগিলা"-স্থলে "কৃষ্ণেরে করিলা"-পাঠান্তর।

২৬৭। মোর মন্ত্র জপি ইত্যাদি—তৈর্থিক বিপ্র ছিলেন ষড়ক্ষর-গোপাল-মন্ত্রে বালগোপাল-কৃষ্ণের উপাসক (১।৩।১৫৯-পয়ার)। ভোগ নিবেদন করিয়া তিনি বালগোপাল-কৃষ্ণের মন্ত্রই জপ করিতেছিলেন এবং বাল-কৃষ্ণের রূপই ধ্যান করিতেছিলেন। অথচ, প্রভু বলিলেন—"মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।" ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই—প্রভুতে এবং শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। বিশেষতঃ, প্রভু রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ বলিয়া প্রভুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত—বাহিরে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা, ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। বিপ্রের বাসনা-পূরণের নিমিত্ত প্রভুর ভিতরের শ্রীকৃষ্ণরূপেই তিনি বিপ্রকে দর্শন দিয়াছেন (২৬৯-৭৬-পয়ার)। "একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ চৈ. চ. ২।৯।১৪১ ॥", "মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ ॥ চৈ. চ. ২।৯।১৫-শ্লোক।"

২৬৮। আমারে দেখিতে—শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের জন্যই বিপ্রের ইচ্ছা ছিল; তাই প্রভু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়াছেন। দিলাঙ—দিলাম। এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রভু সেই বিপ্রের নিকটে নিম্নলিখিত কতিপয় পয়ারে কথিত রূপটি প্রকটিত করিলেন।

২৬৯-৭০। সেই ক্ষণে—প্রভু যে-সময়ে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন, ঠিক সেই সময়েই।

শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব-অঙ্গে দেখে রত্নময়-অলঙ্কার॥ ২৭১
নবগুঞ্জা বেঢ়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে॥ ২৭২
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর কুণ্ডল॥ ২৭৩
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥ ২৭৪
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেই-খানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে॥ ২৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত—বিপ্র যাহা দেখিলেন, তাহা ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত; তাহাতে বিভিন্ন স্বরূপের এবং বিভিন্ন লীলার এক অদ্ভুত সমাবেশ ছিল। এতাদৃশ সমাবেশ বিপ্রের অবিদিত ছিল বলিয়াই ইহাকে অদ্ভুত বলা হইয়াছে। শঙ্খ, চক্র, ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ এক অষ্টভুজ-রূপ দেখিলেন; এই আটটি ভুজের (বাহুর) অন্তর্গত চারিটি বাহুর চারিটি হস্তে ছিল—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—এই চারিটি বস্তু; অন্য দুইটি হস্ত ছিল নবনীত-ভোজনে রত; এবং অবশিষ্ট দুইটি হস্ত ছিল মুরলী-বাদনে রত। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এ-স্থলে তাদৃশ চারিটি ভুজের প্রকটনের দ্বারা বোধ হয় ইহাই সূচিত হইল যে, যাঁহার এই অষ্টভুজরূপটি দৃষ্ট হইতেছে, তিনিই শঙ্খ-চক্রাদিধারীরূপে কংসকারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার, নবনীত-ভোজনরত দুই হস্তদ্বারা সূচিত হইল যে, তিনিই ব্রজের যশোদা-দুলাল। মুরলীবাদনরত হস্তদ্বয়ের সূচনা এই যে, পৌগণ্ডে এবং কৈশোরে তিনিই মুরলী বাজাইয়া সকলকে আকর্ষণ করিয়াছেন। মথুরায় কংস-কারাগারে আবির্ভাবের দ্যোতক শঙ্খ-চক্রধারী চারিটি হস্ত, ব্রজলীলায় বাল্যে নবনীত-ভোজন-রত দুইটি হস্ত এবং ব্রজে পৌগণ্ডে এবং কৈশোরে মুরলী-বাদনরত দুইটি হস্ত বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন লীলার দ্যোতক এই আটটি হস্তের একই বিগ্রহে সমাবেশ হইতেছে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

২৭১। শ্রীবৎস—বক্ষঃস্থ দক্ষিণাবর্ত শ্বেতরোমাবলী। কৌস্তুভ—মণিবিশেষ।

২৭২। নবগুঞ্জা বেঢ়া ইত্যাদি—সেই অষ্টভুজ-রূপের শিরে (মস্তকে) নবগুঞ্জা-বেষ্টিত শিখিপুচ্ছ (ময়ূর-পাখা) শোভা পাইতেছে। ইহাদ্বারা ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ দ্যোতিত হইয়াছে। বেঢ়া—বেষ্টিত। "বেঢ়া"-স্থলে "বেঢ়ি" এবং "বেঢ়ি"-পাঠান্তরও আছে, অর্থ একই।

২৭৩। বৈজয়ন্তী মালা—পাঁচরকম বর্ণের পুষ্পদ্বারা গ্রথিত এবং জানু পর্যন্ত বিলম্বিত মালাকে বৈজয়ন্তী মালা বলে। এই মালা কণ্ঠে ধারণ করা হয়। মকর-কুণ্ডল—মকরাকৃতি কুণ্ডল (কর্ণভূষণ)। "নয়ন-কমল"-স্থলে "মকর-কুণ্ডল" এবং "দোলে মকর-কুণ্ডল"-স্থলে "শোভে অতি মনোহর"-পাঠান্তর।

২৭৪। চরণারবিন্দে—চরণ-কমলে। শ্রীরত্ন নূপুর—পরম-শোভাবিশিষ্ট রত্ন-খচিত নূপুর। নখমণি-কিরণে—পরম জ্যোতির্ময় নখরূপ মণির কিরণ-ছটায়। তিমির—অন্ধকার। "শোভে"-স্থলে "দেখে"-পাঠান্তর।

২৭৫। "সেই-খানে"-স্থলে "সেই ক্ষণে"-পাঠান্তর আছে। দেখে—সেই ব্রাহ্মণ দেখেন। নাদ—শব্দ। পক্ষগণে—পক্ষিগণ।

গোপ গোপী গাবী গণ চতুর্দ্দিগে দেখে।
যত ধ্যান করে, তা'ই দেখে পরতেকে ॥ ২৭৬

অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥ ২৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৬। গোপ গোপী ইত্যাদি—সেই ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বৃন্দাবনে এক অদ্ভুত কদম্ববৃক্ষের তলে সেই অষ্টভুজ-রূপের চতুর্দিকে গোপগণ, গোপীগণ এবং গাভীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন। ২৭১-৭৬-পয়ারসমূহে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার দৃশ্যই কথিত হইয়াছে। পরতেকে—প্রত্যেককে। "পরতেখে"-পাঠান্তর আছে। পরতেখে—প্রত্যক্ষভাবে। যত ধ্যান করে ইত্যাদি—সেই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা ধ্যান করিতেন, তৎসমস্তের প্রত্যেকটিকেই প্রত্যক্ষভাবে সে-স্থলে দর্শন করিলেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন বালগোপালের উপাসক; সুতরাং তাঁহার মুখ্য ধ্যেয়বস্তু ছিলেন বাল-গোপাল—যশোদাদুলাল বালকৃষ্ণ। এই বালগোপালের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে জাগিত—ইনিই কংসকারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহার চিত্তে এই কথা জাগ্রত থাকিত, ততক্ষণ তাঁহার মনে শঙ্খচক্রাদিধারী কৃষ্ণের রূপই ভাসিত; সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুতঃ তাঁহার শঙ্খ-চক্রাদিধারী কৃষ্ণের ধ্যানই চলিত। এইরূপে, যখন নবনীত-ভোজনরত কৃষ্ণের কথা ভাবিতেন, তখন নবনীত-ভোজনরত বালগোপালের ধ্যানই তাঁহার চলিত। আবার, বালগোপালের কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলার কথাও তাঁহার মনে পড়িত—পৌগণ্ডে এবং কৈশোরে মুরলী-বাদনের কথা, মস্তকোপরি শোভমান নবগুঞ্জাবেষ্টিত ময়ূর-পুচ্ছের কথা, অরুণ-বর্ণ অধরের কথা, সহাস্যবদনে দোলায়িত নয়নকমলের কথা, বৈজয়ন্তী মালা ও মকর-কুণ্ডলের কথা, চরণ-কমলে রত্নখচিত নূপুরের কথা, নখমণি-কিরণে অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার কথা, অপূর্ব কদম্ববৃক্ষের কথা, বৃন্দাবনে মধুরকণ্ঠ পাখীদের নিনাদের কথা, গোপ-গোপী-গাভীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া অপলক-নয়নে তাঁহার মুখচন্দ্রসুধা পান করিতেছেন, সেই কথা—ইত্যাদি যখন সেই ব্রাহ্মণের মনে পড়িত, তখন বস্তুতঃ সেই সেই বিষয়ের ধ্যানই তাঁহার চলিত। এইরূপে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন লীলার এবং ভূষণাদির যে-ধ্যান সেই বিপ্রের চিত্তে জাগ্রত হইত, এক্ষণে তিনি সে-সমস্তের প্রত্যেকটি লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভূষণাদির অঙ্গীভূত প্রত্যেকটি বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলেন।

২৭৭। অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য—অদ্ভুতরূপে ঐশ্বর্যের বিকাশ এবং সমাবেশ। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টভুজ-রূপের কথা শুনা যায় না, কোনও শাস্ত্রে দেখাও যায় না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টভুজরূপ হইতেছে এক অপূর্ব এবং অদ্ভুত বস্তু। আবার, এই অষ্টভুজরূপের অষ্টভুজে মথুরার এবং ব্রজের বিভিন্ন সময়ের এবং শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বয়সের লীলা দ্যোতিত হইতেছে (পূর্ববর্তী ২৬৯-৭০ পয়ার)। ইহাও এক অপূর্ব অদ্ভুত সমাবেশ। সেই অষ্টভুজরূপের মধ্যেই আবার ব্রজবিহারী দ্বিভুজ কৃষ্ণের ভূষণাদির সমাবেশ এবং সেই অষ্টভুজরূপের সংশ্রবেই বৃন্দাবন, কদম্ববৃক্ষ, গোপ-গোপী-গাভী প্রভৃতি ব্রজবিলাসী দ্বিভুজ-কৃষ্ণের লীলাসহায়ক বস্তু। এ-স্থলেও এক অপূর্ব এবং অদ্ভুত সমাবেশ লক্ষিত হইতেছে।

করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর ॥ ২৭৮
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইলা জড়, না স্ফুরে বচন ॥ ২৭৯
পুনঃপুন মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুন উঠে পুন পড়ে মহা-কুতূহলে ॥ ২৮০
কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন মহানদী বহে ॥ ২৮১
ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন ॥ ২৮২
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর ॥ ২৮৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অদ্ভুত সমাবেশময় এতাদৃশ রূপের প্রকটন যে এক ঐশ্বর্যের খেলা, তাহাতেও সন্দেহ নাই; পূর্ববর্তী ২৬৮ পয়ারে প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই রূপটি ব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ অদ্ভুত সমাবেশের রহস্য কি?

রহস্যটি বোধ হয় এই। পুরাণাদিতে দেখা যায়, যখন ভগবান্ বা তাঁহার লীলাশক্তি, কোনও ঐশ্বর্য প্রকটিত করেন, তখন কোনও কোনও স্থলে ঐশ্বর্যের অদ্ভুত প্রকাশ এবং সমাবেশ থাকে। শ্রীভাগবতবর্ণিত ব্রহ্মমোহন-লীলায়ও তাহা দৃষ্ট হয়। আমরা এক নারায়ণের কথাই জানি, অসংখ্য নারায়ণ আছেন বলিয়া জানি না। এক নারায়ণের অধীনেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতির কথাই আমরা জানি; কিন্তু অসংখ্য নারায়ণের কথা যেমন জানি না, তেমনি অসংখ্য নারায়ণের প্রত্যেকের অধীনে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথাও আমরা জানি না। আবার, এক নারায়ণের অধীন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্যন্ত সকলে যে মূর্ত হইয়া একই সময়ে একই স্থানে সেই নারায়ণের স্তব-স্তুতি করিয়া থাকেন, ইহাও আমরা জানি না। কিন্তু ব্রহ্মমোহন-লীলায় এই সমস্তই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস এবং বৎসপাল গোপশিশু ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই নানালঙ্কার-ভূষিত পীতকৌশেয়বাসা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপবিশিষ্ট হইলেন, প্রত্যেক নারায়ণের অধীনেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্যন্ত সকলেই মূর্ত হইয়া একই সময়ে একই স্থানে স্ব-স্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি নারায়ণের স্তবস্তুতি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অসংখ্য বৎস এবং বৎসপাল ছিলেন; সুতরাং ব্রহ্মা এ-স্থলে অসংখ্য নারায়ণই দেখিয়াছিলেন। এ-স্থলে ঐশ্বর্যের বিকাশ যেমন অপূর্ব এবং অদ্ভুত, বিবিধ ঐশ্বর্যের সমাবেশও তেমনি অপূর্ব এবং অদ্ভুত। শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথিত তৈর্থিক ব্রাহ্মণ যে-ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্যের সমাবেশ দেখিয়াছেন, তাহাও তদ্রূপ অপূর্ব এবং অদ্ভুত। শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে ইহার অনুরূপ ব্যাপারের কথা দৃষ্ট হয়; সুতরাং ইহা গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের কল্পনা নহে, শাস্ত্রসমর্থনহীন কোনও ব্যাপারও নহে। এই গ্রন্থেই পরেও প্রভুর কোনও কোনও লীলায় এইরূপ অদ্ভুতত্ব দৃষ্ট হইবে। সে-সকল স্থানেও এতাদৃশ সমাধানই মনে করিতে হইবে।

২৭৮। "অঙ্গের"-স্থলে "শিরের"-পাঠ আছে; শিরের—মস্তকের।

২৮৩। "শ্রীগৌরসুন্দর"-স্থলে "শ্রীশচীনন্দন" এবং "করিলা উত্তর"-স্থলে "বোলেন বচন"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "শুন শুন অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর ॥ ২৮৪
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে ॥ ২৮৫
আর-জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলাঙ তোমারে, না স্মর' তাহা তুমি ॥ ২৮৬
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে ॥ ২৮৭
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে ॥ ২৮৮
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন দেখাইলোঁ এই রূপ ॥ ২৮৯
এতেকে আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ ॥ ২৯০
কহিলাঙ তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিব সর্ব্বথা ॥ ২৯১
যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কা'রে করিব সংহার ॥ ২৯২
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার ॥ ২৯৩
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ২৯৪
কথোদিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এসব আখ্যান এবে কারো না কহিবা ॥" ২৯৫
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজঘর ॥ ২৯৬
পূর্ব্ববৎ সুতিয়া থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহো নাহি জাগে ॥ ২৯৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৬। আর জন্মে—অন্য জন্মে, দ্বাপরে নন্দগৃহে। না স্মর' তাহা তুমি—এখন তোমার তাহা মনে নাই।

২৮৯। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "তোর অন্ন খাইয়া দেখাই নিজরূপ"-পাঠান্তর।

২৯০। দাসবিনু ইত্যাদি—ভগবানের দাস হইতেছেন ভগবানের ভক্ত; তাঁহার মধ্যে ভক্তি থাকে বলিয়া সেই ভক্তিই তাঁহাকে ভগবানের স্বরূপ দেখাইয়া থাকে। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ॥ মাঠর-শ্রুতি ॥" ভক্তব্যতীত অপর কাহারও সাক্ষাতে ভগবদ্রূপ প্রকটিত থাকিলেও সেই অপর লোক তাঁহাকে দেখিতে পায় না; যে-হেতু তাহার মধ্যে ভক্তির অভাব। "দাস বিনু অন্য মোর"-স্থলে "দাস বহি অন্যে আর"-পাঠান্তর আছে।

২৯১-২৯২। ভক্তভাবময় বলিয়া প্রভু সর্বদাই আত্মগোপন-তৎপর; তাই তৈর্থিক বিপ্রকে এ-সকল কথা বলিয়াছেন। "ইহা নাহি কহিব"-স্থলে "এই কথা না কবে"-পাঠান্তর আছে।

২৯৩-২৯৪। কি উদ্দেশ্যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, বিপ্রের নিকটে তিনি তাহাও বলিতেছেন। ২৯৪-পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "ঘরে ঘরে হইব কীর্ত্তন-অবতার"-পাঠান্তর। বিলাইমু সর্ব্ব—সকলকে বিতরণ করিব। "বিলাইমু"-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, সাধন-ভজনের এবং যোগ্যতা-অযোগ্যতার অপেক্ষা না রাখিয়া আপামর-সাধারণকে দান করিব। "বিলাইমু সর্ব্ব"-স্থলে "বিলাইব মুক্তি"-পাঠান্তর আছে।

২৯৭। সুতিয়া—শুইয়া। "সুতিয়া"-স্থলে "হইয়া"-পাঠান্তর আছে। যোগনিদ্রা—লীলা-সহায়কারিণী যোগমায়া-প্রকটিত নিদ্রা। ১।৩।২৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সব কলেবর ॥ ২৯৮
সর্ব্ব-অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন ॥ ২৯৯
নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
"জয় বাল-গোপাল" বোলয়ে বারবার ॥ ৩০০
বিপ্রের হুঙ্কারে সভে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র কৈলা আচমন ॥ ৩০১
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর।
দেখি সভে সন্তোষ হইলা বহুতর ॥ ৩০২
সভারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
"ঈশ্বর চিনিয়া সভে পাউক মোচন ॥ ৩০৩
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্রঘরে ॥ ৩০৪
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু-জ্ঞান।
কথা কহি সভেই পাউক পরিত্রাণ ॥" ৩০৫
প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বিপ্র কা'রে নাহি কহে ॥ ৩০৬
চিনিঞা ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে ॥ ৩০৭
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরেরে আসিয়া দেখেন প্রতি দিনে ॥ ৩০৮
বেদ-গোপ্য এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা ॥ ৩০৯
আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ।
যাহে শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ ৩১০
সর্ব্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০১। **সম্বরি**—সম্বরণ করিয়া, স্বীয় প্রেমবিকার গোপন করিয়া।

৩০৫। **সে প্রভুরে ইত্যাদি**—যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত ব্রহ্মা-শিবও ইচ্ছা করেন (পূর্ববর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য), সেই প্রভুকে সকল লোক শিশু-মাত্র মনে করে, তাঁহার তত্ত্ব কেহই জানে না। **কথা কহি**—প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে যে-রূপ দেখাইয়াছেন, তাহার কথা এবং তিনি যে নিজেই বলিয়াছেন—তিনি নন্দ-তনয় শ্রীকৃষ্ণ, সে-কথা আমি সকলকে বলি ; আমার নিকটে প্রভুর স্বরূপের পরিচয়, জানিয়া, **সভেই পাউক পরিত্রাণ**—সকলেই সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাউক (প্রাপ্ত হউক)। সকলকে প্রভুর তত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত যে তৈর্থিক বিপ্রের অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, তাহাই এই পয়ার হইতে জানা যায়। "কহি"-স্থলে "কহোঁ"-পাঠান্তর। কহোঁ—কহিব।

৩০৬। এই পয়ার হইতে জানা যায়—বিপ্র প্রভুর যে-অপূর্ব রূপ দেখিয়াছেন এবং প্রভুর মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সকলকে জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইলেও, তাহা প্রকাশ করিতে প্রভু নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া, কাহারও নিকটে কিছু বলিলেন না।

৩০৯। **মহাচিত্র**—অতিশয় বিচিত্র (অদ্ভুত)।

৩১০। **অমৃত-স্রবণ**—অমৃতের ধারা। **যাহে**—যে-আদিখণ্ডে। "যহি"-পাঠান্তর আছে। **নারায়ণ**—মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ (১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩১১। **সর্ব্বলোক**—ভূর্ভুবাদি-চতুর্দশ লোক এবং সর্বভগবদ্ধাম। **বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর**—গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ (১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত ইত্যাদি**—লক্ষ্মীপতি পরব্যোমাধিপতি

ত্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষণ।
নানা-মত লীলা করি বধিলা রাবণ ॥ ৩১২
হইয়া দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
নানা-মতে করিলেন ভূভার-খণ্ডন ॥ ৩১৩
মুকুন্দ অনন্ত যারে সর্ব্ববেদে কহে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সে-ই সুনিশ্চয়ে ॥ ৩১৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩১৫

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে নামকরণ-চাপল্যবিলাসাদিবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নারায়ণ এবং সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রও গৌরসুন্দরই; নারায়ণও রামচন্দ্র স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরের অংশ বলিয়া অংশ ও অংশীর অভেদ-বিবক্ষায়, একথা বলা হইয়াছে।

৩১২-১৪। **কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীসঙ্কর্ষণ (বলরাম)। **মুকুন্দ অনন্ত**—মুকুন্দ এবং অনন্ত। মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণ; অনন্ত—বলরাম। এই তিন পয়ারের সারমর্ম হইতেছে এই:—যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই এই লীলায় শ্রীচৈতন্য; আর যিনি শ্রীবলরাম, তিনিই এই লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁহারাই অংশে শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণরূপে রাবণ-বধ করিয়াছেন।

৩১৫। ১৷২৷২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১৮. ৩. ১৯৬৩—২২. ৩. ১৯৬৩)

আদিখণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে-খড়ি দিবার হইল আসি কাল ॥ ১
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র-পুরন্দর।
হাতে-খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ॥ ২
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ ॥ ৩
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বগণে চা'য় ॥ ৪
দিন দুই-তিনে লিখিলেন সর্ব্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥ ৫
রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন পঢ়েন কুতূহলী ॥ ৬
শিশুগণ-সঙ্গে পঢ়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম-সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায় ॥ ৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শ্রীনিমাইর হাতে খড়ি, সর্বদা রাম-কৃষ্ণাদি ভগবন্নাম-লিখন, শ্রীনিমাইর চাঞ্চল্য, জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য-ভাগবতের বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন, শিশুগণের সহিত নিমাইর বিবিধ লীলা, গঙ্গায় উপদ্রব, জগন্নাথ মিশ্রের নিকটে সকলের অভিযোগ। মিশ্রকর্তৃক তাঁহাদের সান্ত্বনা দান এবং পিতার সহিত নিমাইর চাতুরী। এই অধ্যায়ে প্রভুর পৌগণ্ড-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বাল্য; তাহার পরে দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড।

১। গৌরাঙ্গ গোপাল—গৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণ। হাতে খড়ি—"হাতে খড়ি"-নামক অনুষ্ঠানে বিদ্যারম্ভ হয়। কাল—সময়। পঞ্চম বর্ষে হাতে-খড়ি হয়।

৩। কিছু শেষ (পাঠান্তরে—কিছু পাছে)—হাতে-খড়ির কিছু কাল পরে। কর্ণবেধ—কর্ণ-বিদ্ধ করা, কানে ছিদ্র করা। ইহা চূড়াকরণ-সংস্কারের অন্তর্গত। চূড়াকরণ—দশ রকম সংস্কারের অন্তর্গত একটি সংস্কার। ইহাতে মস্তক-মুণ্ডনপূর্বক শিখামাত্র রাখা হয়।

৫। দিন দুই-তিনে লিখিলেন (পাঠান্তর—দিন দুই-তিনেতে পঢ়িলেন)—হাতে-খড়ির দুই-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত ফলা লিখিতে (বা পঢ়িতে) শিখিলেন। ফলা—এক অক্ষরের সহিত অপর কোনও অক্ষরের সংযোগ করিতে হইলে, যে-অক্ষরটি সংযোজিত হয়, তাহাকে বলে ফলা। যেমন, ব-অক্ষরের সহিত য-অক্ষর সংযোজিত হইলে "ব্য" হয়; এ-স্থলে "্য" (য) হইতেছে ফলা, ব-য়ে য-ফলা ব্য। এইরূপ অনেক ফলা আছে—ণ-ফলা, ন-ফলা, র-ফলা, ম-ফলা, ব-ফলা, ল-ফলা, ইত্যাদি। নামমালা—নামসমূহ; রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী ইত্যাদি।

৬। অহর্নিশি—দিবারাত্রি। লিখেন পঢ়েন—নামমালা লিখেনও এবং পঢ়েনও। কুতূহলী—উৎসুক, আগ্রহের সহিত।

৭। বৈকুণ্ঠের রায়—গোলোক-পতি (১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরম-সুকৃতি সব—মহাভাগ্যবান্ লোকসকল।

কি মাধুরী করি প্রভু 'ক, খ, গ, ঘ' বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্ব-জীব ভোলে॥ ৮
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখনে যে চাহে সেই পরম দুষ্কর॥ ৯
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষ তাহা চাহে।
না পাইলে কান্দিয়া ধুলায় গড়ি যায়ে॥ ১০
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ।
হাথ-পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন॥ ১১
সান্ত্বনা করেন সভে করি নিজ কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর 'দেও দেও' বোলে॥ ১২
সবে এক মাত্র আছে মহা-প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর॥ ১৩
হাথে তালি দিয়া সভে বোলে 'হরি হরি'।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি॥ ১৪
বালকের প্রীতে সভে বোলে হরিনাম।
জগন্নাথ-গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥ ১৫
একদিন সভে 'হরি' বোলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুন করেন ক্রন্দন॥ ১৬
সভেই বোলেন "শুন বাপ রে নিমাঞি।
ভাল করি নাচ এই হরিনাম গাই॥" ১৭
না শুনে বচন কারো, করয়ে ক্রন্দন।
সভেই বোলেন "বাপ। কান্দ কি কারণ?" ১৮
সভে বোলে "বোল বাপ! কি ইচ্ছা তোমার।
সেই দ্রব্য আনি দিব, না কান্দহ আর॥" ১৯
প্রভু বোলে "যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ॥ ২০
জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত॥ ২১
একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥ ২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮। কি মাধুরী করি—কি এক অপূর্ব মধুর এবং মনোহর ভাবে। ভোলে—আনন্দে মুগ্ধ হয়।

৯। যখনে যে চাহে ইত্যাদি—নিমাই যখন যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া অত্যন্ত দুষ্কর (অসম্ভব)। "সেই"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর আছে।

১০। পক্ষ—পক্ষী। চাহে—পাইতে ইচ্ছা করে। "ধুলায়"-স্থলে "ভূমিতে"-পাঠান্তর। গড়ি যায়ে—গড়াগড়ি করে।

১৪। উল্লিখিত অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য আব্দার হইতেছে হরিনাম-প্রচারের জন্য প্রভুর একটি ভঙ্গী।

১৬। এক্ষণে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতের প্রসঙ্গের উপক্রম করা হইতেছে। "পুন"-স্থলে "সদা"-পাঠান্তর।

১৭। "হরিনাম"-স্থলে "হরি হরি"-পাঠান্তর।

২০। প্রাণরক্ষা চাহ—তাৎপর্য হইতেছে এই যে, "আমি যাহার জন্য কাঁদিতেছি, তাহা না পাইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না।" ঝাট—শীঘ্র।

২১। অভিমত—অভীষ্ট বস্তু, যে-জন্য আমি কাঁদিতেছি। "এই দুই স্থানে আমার"-স্থলে "সেই দুই স্থানে মোর"-পাঠান্তর।

২২। উপহার—বিষ্ণুনৈবেদ্যের উপকরণ।

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ॥ ২৩
অসম্ভব্য শুনিঞা জননী করে খেদ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ॥ ২৪
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সভে বোলে "দিব বাপ! সম্বর' ক্রন্দন॥" ২৫
পরম-বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন।
জগন্নাথমিশ্র-সহে অভেদজীবন॥ ২৬
শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর॥ ২৭

দুই বিপ্র বোলে "মহা-অদ্ভুত-কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভো নাহি শুনি॥ ২৮
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥ ২৯
বুঝিলাঙ এ শিশু পরম-রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥ ৩০
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥" ৩১
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব-উপহার।
আনিঞা দিলেন করি হরিষ অপার॥ ৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩। খাইবারে পাঙ—খাইতে পারি। বেড়াঙ—বেড়াইব। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "লইতে নৈবেদ্য যদি তাহা খাইতে পাঙ"-পাঠান্তর। অর্থ—যদি সেই নৈবেদ্য লইতে (আনিতে) এবং খাইতে পাই।

২৪। অসম্ভব্য—অসম্ভব, যাহা হইবার নয়। যেই নহে লোক বেদ—লোকসমাজেও যাহা প্রচলিত নাই, বেদেও যাহার বিধান নাই; সুতরাং যাহা সর্বত্র নিন্দিত। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে-নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হয়, বিষ্ণুকে অর্পণের পূর্বে তাহার ভোজন শাস্ত্রনিষিদ্ধ; তাহা ভোজন করিলে অপরাধ হয়; এজন্য তাহা নিন্দিত। সে-জন্য লোকসমাজেও তাহা প্রচলিত নাই। বিষ্ণুর জন্য প্রস্তুত নৈবেদ্য কেহ ভোজন করিলে লোকসমাজেও তাহার নিন্দা হয়। "যেই নহে লোক বেদ"-স্থলে "যেন না হয় লোক বেদ"-পাঠান্তর আছে।

২৬। এই পয়ারে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অভেদ জীবন—এক-প্রাণ। পরম-সৌহার্দ-সূত্রে আবদ্ধ।

২৯। শ্রীহরিবাসর—একাদশী ব্রত। এই ব্রত পালন করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন।

৩০-৩১। অতএব এদেহে ইত্যাদি—এই শিশুর পরম-সুন্দর রূপ দেখিয়াই মনে হইতেছে, ইঁহার মধ্যে গোপাল-শ্রীকৃষ্ণ—অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁহার অপূর্ব তেজেই এই শিশুর এই অপূর্ব সৌন্দর্য। আবার, এই শিশুর সর্বজ্ঞতা দেখিয়াও তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানা যাইতেছে। আজ যে হরিবাসর এবং আমরা যে বিষ্ণুনৈবেদ্যের জন্য নানাবিধ বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি, এই বয়সের শিশুর পক্ষে তাহা জানা সম্ভব নয়। সর্বজ্ঞ গোপালই এই শিশুর মধ্যে থাকিয়া শিশুর মুখে এ-সকল কথা প্রকাশ করিতেছেন। "পরম রূপবান্"-স্থলে "পরম পুরাণ"-পাঠান্তর। পরম পুরাণ—অনাদি।

৩২। হরিষ অপার—অত্যন্ত আনন্দের সহিত।

দুই বিপ্র বোলে "বাপ! খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের সাৎ হইল আমার॥" ৩৩
কৃষ্ণ-কৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
(যারে কৃপা হয় তানে সেই সে জানয়॥) ৩৪
ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে শুনি॥ ৩৫
হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্মজন্মের কিঙ্করে॥ ৩৬
সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প-অল্প কিছু প্রভু খাইল সভার॥ ৩৭
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥ ৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩। **কৃষ্ণের সাৎ**—শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক স্বীকৃত। "সাৎ"-স্থলে "সাথ" এবং "স্বার্থ"-পাঠান্তর আছে। সাথ—সহিত, বা সাক্ষাৎ। তোমার সাক্ষাতে এই নৈবেদ্য উপস্থিত করাতেই কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত করা হইল (কেন না, তোমার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত)। স্বার্থ—কৃষ্ণের স্বার্থ। শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র স্বার্থ বা অভীষ্ট হইতেছে তাঁহার সেবককে কৃতার্থ করা। তোমার সম্মুখে এই নৈবেদ্য উপস্থিত করাতেই তাঁহার সেবক আমরা কৃতার্থ হইয়াছি (কেন না, তোমার মধ্যেই তিনি বিদ্যমান)।

৩৪। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। **এমত বুদ্ধি**—উল্লিখিতরূপ বুদ্ধি। এই শিশুতে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত—এইরূপ বুদ্ধি। **দাস বিনু অন্যের ইত্যাদি**—"আমি শ্রীকৃষ্ণেরই দাস, অন্য কাহারও দাস নহি"—ঐকান্তিকভাবে এইরূপ অনুভূতি যাঁহাদের চিত্তের অন্তস্তলে বিরাজিত, তাঁহারাই বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের দাস, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে স্বীয় দাসরূপে অঙ্গীকার করেন এবং তাঁহাদের প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন। সেই কৃপার ফলেই উল্লিখিতরূপ বুদ্ধি জন্মিতে পারে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দাস নহেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে বঞ্চিত বলিয়া এতাদৃশী বুদ্ধি তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে পারে না। স্বরূপতঃ এই দুই বিপ্র ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপরিকর, শ্রীগৌরের সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রগাঢ় বাৎসল্য। এই বাৎসল্যের প্রভাবেই তাঁহারা নিমাইকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, নরশিশু বলিয়াই মনে করিয়াছেন। এজন্য নিমাইর মধ্যে সর্বজ্ঞতাদি দেখিয়াও তাঁহারা তাঁহাকে নিমাইর সর্বজ্ঞতা মনে করেন নাই, মনে করিয়াছেন—নিমাইর মধ্যে সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই এই সর্বজ্ঞতা। ব্রজলীলাতেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রজপরিকরদের এইরূপ ভাব ছিল। "এ বুদ্ধি কভু"-স্থলে "এমত বুদ্ধি"-পাঠান্তর।

৩৬। **জন্মজন্মের কিঙ্করে**—নিত্য পরিকরগণ। প্রভু যখন জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার নিত্য পরিকরগণও তখন জন্মলীলার যোগে অবতীর্ণ হয়েন। এইরূপে, প্রভুর যতবার জন্ম বা অবতরণ, তাঁহাদেরও ততবার জন্ম বা অবতরণ। অবতরণকালের জন্মলীলার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই "জন্মজন্মের কিঙ্কর" বলা হইয়াছে।

৩৮। **ঘুচিল**—দূর হইল। **বায়ু**—বায়না, আখুটি। **প্রভুর ইচ্ছায়**—তাঁহার নিত্য কিঙ্কর জগদীশ

'হরি হরি' হরিষে বোলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন-কীর্ত্তনে ॥ ৩৯
কথো ফেলে ভূমিতে কথো বা কারো গা'য়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায় ॥ ৪০
যে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে ॥ ৪১
ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর ॥ ৪২
সভার সহিত গিয়া পড়ে নানা-স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥ ৪৩
অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল ॥ ৪৪
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে ॥ ৪৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতকে কৃতার্থ করার ইচ্ছাতেই ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহাদের বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনের জন্য "বায়না" ধরিয়াছিলেন। নৈবেদ্য ভোজন করিয়া তাঁহার সেই ইচ্ছাকে প্রভু পূর্ণ করিয়াছেন। এখন আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই তাঁহার সেই "বায়না" ঘুচিয়া গেল।

৩৯. আপন কীর্ত্তনে—নিজসম্বন্ধীয় কীর্তনে, নিজের নামকীর্তনে। হরিনাম কীর্তনে ; প্রভু নিজেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি। নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে—নিজের নামকীর্তনের আস্বাদন-জনিত পরমানন্দে প্রভু নৃত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদনের উপায়ের ন্যায়, নামমাধুর্যের আস্বাদনের একমাত্র উপায়ও হইতেছে প্রেম। শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি নামমাধুর্য আস্বাদন করেন প্রেমের বিষয়রূপে, কিন্তু গৌররূপে তিনি শ্রীরাধার অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের আশ্রয় বলিয়া প্রেমের আশ্রয়রূপেই তাহা আস্বাদন করেন। বিষয়রূপে আস্বাদন অপেক্ষা আশ্রয়রূপে আস্বাদনের আনন্দ কোটি গুণ অধিক।

৪০। ত্রিদশ—দেব। ইত্যমরঃ॥ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতা। রায়—শ্রেষ্ঠত্ববাচক শব্দ ; ঈশ্বর। অধিপতি। ত্রিদশের রায়—দেবতাসমূহের ঈশ্বর, অধিপ, পরম দেবতা ; পরব্রহ্ম। "যো দেবানামধিপঃ॥ শ্বেতা॥ ৪।১৩॥ তমীশ্বরীণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥ শ্বেতা॥ ৬।৭॥" এই শ্রুতিবাক্যদ্বয়ে পরব্রহ্মকে দেবতাদের অধীশ্বর পরম দেবতা, ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর পরম-মহেশ্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং "ত্রিদশের রায়" হইতেছেন পরম দেবতা পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। গ্রন্থকার অন্যান্য স্থলেও গৌরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

২।১৮।৮০ পয়ারে গ্রন্থকার স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে "ত্রিদশের রায়" বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে "ত্রিদশের রায়," ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া পরিষ্কারভাবে জানা যায়। শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ বলিয়া গ্রন্থকার এ-স্থলে এবং অন্যান্য স্থলেও শ্রীগৌরকেও "ত্রিদশের রায়" বলিয়াছেন।

৪২। সংহতি—সঙ্গে। বিপ্র অনুচর (পাঠান্তর—দ্বিজের কোঙর)—প্রভুর অনুচর ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ। ইঁহারাও প্রভুর নিত্য পরিকর, এজন্য অনুচর বলা হইয়াছে। কোঙর—কুমার, সন্তান।

৪৫। প্রভুর বালক সব—প্রভুর সঙ্গের বালকগণ (পূর্ববর্তী ৪২ পয়ারে কথিত বিপ্র অনুচরগণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণশিশুগণ) জিনে প্রভু-বলে—প্রভুর শক্তিতে কোন্দলে জয়লাভ করেন।

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর ॥ ৪৬
পঢ়িয়া শুনিঞা সর্ব্ব-শিশুগণ-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু-রঙ্গে ॥ ৪৭
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ-সঙ্গে করে জলফেলাফেলি ॥ ৪৮
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো-ঘাটে স্নান করে ॥ ৪৯
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তহি আসি ॥ ৫০
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥ ৫১
জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।
সভার গা'য়েতে লাগে চরণের নীর ॥ ৫২
সভে মানা করে তভো মানা নাহি মানে।
ধরিতেও কেহো নাহি পারে এক-স্থানে ॥ ৫৩
পুনঃপুন সভারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছুঁয়ে, কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥ ৫৪
না পাইয়া প্রভুর নাগালী বিপ্রগণে।
সভে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥ ৫৫
"শুন শুন ওহে মিশ্র পরম-বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব ॥ ৫৬
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান।"
কেহো বোলে "জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান ॥" ৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৬। লিখন-কালি—লিখিবার কালি। পাঠশালায় গিয়া লিখিবার সময়ে প্রভুর অঙ্গে কালির ফোটা পড়িত; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অঙ্গে তাহা মনোহর শোভা ধারণ করিত।

৪৭। পাঠশালা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মধ্যাহ্নসময়ে সহপাঠী ব্রাহ্মণ-পুত্রদের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেন। "গঙ্গাস্নানে"-স্থলে "গঙ্গাস্থানে"-পাঠান্তর—গঙ্গা যে-স্থানে, সেই স্থানে।

৪৮। মজ্জিয়া গঙ্গায়—গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া, কণ্ঠপর্যন্ত জলে ডুবাইয়া।

৪৯। সম্পত্তি—সম্পদ, গৌরব। অসংখ্যাত—অসংখ্য, অগণিত।

৫০। তহি—সে-স্থানে, গঙ্গায়। "তথা"-পাঠান্তর।

৫১। ভাসে—জল হইতে ভাসিয়া উঠে। "উঠে"-পাঠান্তর।

৫২। নীর—জল।

৫৩। মানা—নিষেধ; চরণের দ্বারা জল ছিটাইতে নিষেধ। "মানা"-স্থলে "নিষেধ" এবং "প্রবোধ"-পাঠান্তর।

৫৪। পুনঃপুন ইত্যাদি—পায়ের জল পুনঃ পুনঃ গায়ে পড়ে; আবার কাহাকেও বা স্পর্শ করেন, কাহারও গায়ে বা কুল্‌কুচার জল দেন। তাহাতে সন্ধ্যাহ্নিকের পক্ষে অপবিত্র হইয়াছেন মনে করিয়া সকলে বার বার স্নান করেন। কারে ছুঁয়ে—কাহাকেও স্পর্শ করিয়া। কুল্লোল—কুল্‌কুচির জল।

৫৫। নাগালী—লাগ। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "না পাইয়া লাগি সে প্রভুর দ্বিজগণে"-পাঠান্তর। তাঁর—প্রভুর। "তাঁর"-স্থলে "প্রভুর"-পাঠান্তর।

৫৬। অপন্যায়—অন্যায় কার্য। "ওহে"-স্থলে "অরে" এবং "আজ"-পাঠান্তর।

আরো বোলে "কা'রে ধ্যান কর এই দেখ। কলিযুগে নারায়ণ মূর্ত্তি পরতেখ ॥" ৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৮। কা'রে ধ্যান কর এই দেখ—যাঁহাকে ধ্যান করিতেছ, তাঁহাকে সাক্ষাতে দেখ। নারায়ণ—মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। পরতেখ—প্রত্যক্ষ। এ-স্থলে লীলাশক্তি প্রভুর মুখ দিয়া প্রভুর তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌরের নরলীলত্ব, নরাভিমানত্ব ও ঐশ্বর্য-প্রকাশ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট। স্বয়ংভগবান্ এবং সমস্ত ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর পরম-মহেশ্বর হইয়াও তিনি নিজেকে নর বলিয়া মনে করেন, ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না (১।১।২-শ্লোকে "জগন্নাথসুতায়"-শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে না করিলেও, স্বরূপতঃ ঈশ্বর বলিয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য থাকিবেই এবং তিনি পূর্ণতম ভগবান্ বলিয়া ঐশ্বর্যের পূর্ণতম বিকাশও তাঁহার মধ্যে থাকিবেই ; যেহেতু, ঐশ্বর্য হইতেছে ঈশ্বরের স্বরূপভূত বস্তু। এই ঐশ্বর্য তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়া প্রয়োজন অনুসারে এই ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার সেবাও করিয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহার নর-অভিমানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাঁহার লীলাতে যথোচিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে (গৌ. বৈ. দ. ॥ বাঁধান প্রথম খণ্ডে ১২।১৩৭-অনুচ্ছেদে, ৩৫৪-৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার ঐশ্বর্যের এতাদৃশী সেবা সাধারণতঃ দুইটি হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশ পায়—প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনও ইচ্ছা জাগিলে, সেই ঐশ্বর্যের বিকাশব্যতীত সেই ইচ্ছার পূরণ যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই ইচ্ছা জানিয়া ঐশ্বর্যশক্তি (যাহার অপর নাম লীলাশক্তি, বা লীলাসহায়-কারিণী যোগমায়াশক্তি) সেই ইচ্ছা পূরণের অনুকূল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূরণরূপ সেবা করিয়া থাকে। তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তিই যে তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিয়াছে, এইরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারেন না ; পারিলে তাঁহার নর-অভিমান ক্ষুণ্ণ হইত, লীলারসের আস্বাদনও ক্ষুণ্ণ হইত। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কোনও ইচ্ছা না জাগিলেও, প্রয়োজনবোধে ঐশ্বর্য আপনা হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন, ব্রহ্মমোহন-লীলার প্রথমভাগে, শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করার নিমিত্ত অঘাসুর যখন বিরাট অজগরের আকার ধারণ করিয়া মুখব্যাদন করিয়া পড়িয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাহাকে পর্বতের একরূপ ভঙ্গী মনে করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহা পর্বতের অঙ্গ নহে, পরন্তু অঘাসুর। আবার তাঁহার মঞ্জুমহিমা দর্শনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা যখন তাঁহার সখা বৎসপালগণকে এবং সমস্ত বৎসকেও হরণ করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এ-সমস্তের অবগতিতে তাঁহার সর্বজ্ঞত্বই সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তিই তাঁহার মধ্যে এই সর্বজ্ঞত্ব প্রকটিত করিয়াছিল। এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন নাই—তাঁহার সর্বজ্ঞত্বের প্রভাবেই তিনি ইহা জানিয়াছেন এবং ইহা জানিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছাও জাগে নাই। তথাপি প্রয়োজন-বোধে ঐশ্বর্যশক্তি তাঁহার মধ্যে সর্বজ্ঞত্ব প্রকটিত করিয়াছে। এইভাবেই নর-অভিমান-বিশিষ্ট

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীগৌরও, নর-অভিমান-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং নর-অভিমান-বিশিষ্টা শ্রীরাধার মিলিত-স্বরূপ বলিয়া, নর-অভিমান-বিশিষ্ট এবং নরলীল। তাঁহার ঐশ্বর্যও উল্লিখিতরূপ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীরাধার সহিত মিলিত বলিয়া তিনি ভক্তভাবময় (দাসভাবময়) এবং গোপীভাবময়। তাঁহার মধ্যে যে-দাসভাব বা ভক্তভাব, গোপীভাব এবং ঈশ্বর-ভাব—এই তিনটি ভাবই প্রকাশ পাইত, শ্রীলমুরারি গুপ্ত তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। আত্মতন্ত্রঃ স্বাত্মরতঃ শিক্ষয়ন্ স্বজনানয়ম্॥ কড়চা ॥ ৩।৩।১৭ ॥ —এই স্বাধীন স্বাত্মারাম প্রভু নিজ-জনগণকে শিক্ষাদানের জন্য কখনও গোপী-ভাবে, কখনও দাসভাবে (ভক্তভাবে), আবার কখনও বা ঈশ্বর-ভাবে বিরাজ করিতেছেন।" তাঁহার ঈশ্বর-ভাবের রহস্য শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর-ভাবের রহস্যেরই অনুরূপ। শ্রীগৌরের ঈশ্বর-ভাব বা ঐশ্বর্যও তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতে, অথবা ইচ্ছায় অভাবেও লীলায় প্রয়োজনবোধে, যথোচিতভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। তাঁহার কোনও ইচ্ছার পূরণের জন্য যখন ঐশ্বর্যশক্তি আত্ম-প্রকট করে, তখন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, তিনিও জানিতে পারেন না যে, তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তি তাঁহার বাসনাপূর্ণ করিয়াছে; বাসনাপূর্ণ হইয়াছে, ইহাই তিনি জানেন; কিরূপে পূর্ণ হইল, তাহা তিনি জানেন না, তৎসম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধানও থাকে না। "লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলশক্তি করে সমাধান॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬৪॥" (২।১৬।৩৩-৩৫ পয়ারটীকা দ্রষ্টব্য)। যে-স্থলে ইচ্ছার উদয় নাই, সেই স্থলেও প্রয়োজনবোধে, যে-উদ্দেশ্যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য-বিধানার্থ, তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তি যথোচিতভাবে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। "ক্বচিদীশ্বরভাবেন ভৃত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্। —এবং নানাবিধাকারৈর্নৃত্যন্ লোকানশিক্ষয়ৎ॥ কড়চা॥ ২।৪।৪॥" —কখনও বা ঈশ্বর-ভাবে ভৃত্যগণকে নানাবিধ বর প্রদান করেন,—এইরূপে নানাবিধ আকার-প্রকটনপূর্বক নৃত্য করিয়া ইনি লোকশিক্ষা দিয়াছেন।"; "নানাবতারানুকৃতিং বিতন্বন্ রেমে নৃ-লোকাননুশিক্ষয়ংশ্চ॥ কড়চা॥ ১।১৬।১৩॥ —কখনও বা লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ অবতারের অনুকরণ করিয়া বিহার করেন।" কিন্তু নর-অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া, বিশেষতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না, জীব বলিয়াই মনে করিতেন এবং অখণ্ড-ভক্তিভাণ্ডারের আশ্রয় বলিয়া ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তিনি কখনও কখনও নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব বলিয়াও মনে করিতেন এবং সাধক জীবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তিও প্রার্থনা করিতেন। "তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥ কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম। তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৬-৭॥ প্রভুর দৈন্যোক্তি॥" নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না বলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি কখনও ঈশ্বর বলিয়া নিজের পরিচয়ও দিতেন না। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে প্রভু বলিয়াছেন—বর্তমান কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম বিতরণ করিবেন। সনাতন জানিতেন—প্রভুই সেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্

কেহো বোলে "মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।"
কেহো বোলে "মোর লই পলায় উত্তরী॥" ৫৯
কেহো বোলে "পুষ্প, দুর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন॥ ৬০
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পহ্নি, তবে করে পলায়নে॥ ৬১
আরো বোলে 'তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে—সে-ই খাইল আপনে॥" ৬২
কেহো বোলে "সন্ধ্যা করি জলেতে নাম্বিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥" ৬৩
কেহো বোলে "আমার না রহে সাজি ধৃতি।"
কেহো বোলে "আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥" ৬৪
কেহো বোলে "পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥ ৬৫
কেহো বোলে "মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
'মুঞি রে মহেশ' বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥" ৬৬
কেহো বোলে "বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥ ৬৭
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে॥ ৬৮
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পহ্নিবার বেলে সভে লজ্জায় বিকল॥ ৬৯
পরম-বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ।
নিত্য এইমত করে, কহিল তোমাত॥ ৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি প্রভুর মুখ হইতে তাহা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রভুর মুখে তাহা প্রকাশ করাইতে পারিলেন না। প্রভুর মধ্যে ঈশ্বর-লক্ষণ বা ঐশ্বর্য দেখিয়া কেহ যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেন, তাহা হইলে, তাহা শুনিয়াছেন বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া প্রভু বিষ্ণু-স্মরণ করিতেন। "প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না কহিয়। জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু করিয়॥ চৈ. চ. ২।১৮।১০৪॥" ঐশ্বর্য-প্রকটন-কালেও, সেই ঐশ্বর্য যে প্রভুর, তাহাও তিনি জানিতে পারিতেন না। লোকের কল্যাণের নিমিত্ত, অথবা ভক্তদিগের বাসনা-পূরণের জন্য ঐশ্বর্য নিজেই যথোচিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিত। এ-সমস্ত কারণে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, আলোচ্য ১।৪।৫৮-পয়ারে, প্রভুর লীলাশক্তিই প্রভুর অজ্ঞাতসারে, প্রভুর মুখে বলাইয়াছেন—"কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেখ॥" ২।১৬।৩৩-৩৫ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৫৯। শিবলিঙ্গ—পূজার নিমিত্ত প্রস্তুত শিবলিঙ্গ। উত্তরী—উত্তরীয়, চাদর। **লই পলায় উত্তরী**—উত্তরীয় লইয়া পলায়ন করে।

৬১। সব খাই—বিষ্ণু নৈবেদ্যের সমস্ত দ্রব্য খাইয়া। পহ্নি—পরিয়া, পরিধান করিয়া। "বৈসে সে"-স্থলে "সে বৈসয়ে"-পাঠান্তর।

৬২। "যার লাগি কৈলে সে-ই"-স্থলে "আমারে খাওয়াইলা আমি"-পাঠান্তর।

৬৪। চোরায়—অপর শিশুদ্বারা চুরি করায়, অথবা চুরি করে।

৬৯। স্ত্রী-বাসে—স্ত্রীলোকের কাপড়। **পুরুষ বাসে**—পুরুষের কাপড়। "বসনে"র অপভ্রংশ-"বাসে"। করয়ে বদল—স্ত্রীলোকের কাপড়ের স্থলে পুরুষের কাপড় এবং পুরুষের কাপড়ের স্থলে স্ত্রীলোকের কাপড় রাখে। স্নানের পরে উপরে উঠিয়া পরিধান করার জন্য স্নানার্থীরা তীরে যে

দুই-প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিব কেমতে॥" ৭১
হেন-কালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা॥ ৭২
শচী সম্বোধিয়া সভে বোলেন বচন।
"শুন ঠাকুরাণী! নিজ পুত্রের করণ॥ ৭৩
বসন করয়ে চুরি, বোলে বড় মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব॥ ৭৪
ব্রত করিবারে কত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥ ৭৫
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে॥ ৭৬
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।"
কেহো বোলে "মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥ ৭৭
ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে।"
কেহো বোলে "মোরে চাহে বিভা করিবারে॥ ৭৮
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাঞি কিবা রাজার কুমার॥ ৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কাপড় রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই কাপড় সম্বন্ধেই এ-সকল কথা। পন্ধিবার—পরিধান করিবার। ৫৯।৬৯-পয়ারসমূহে কথিত ব্যাপারগুলিও প্রভুর লীলা-শক্তির কার্য (১।৪।৫৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭২। হেন-কালে—ব্রাহ্মণগণ যে-সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের নিকটে উল্লিখিত কথাগুলি বলিতেছিলেন, সেই সময়ে। "হেন-বোল"-পাঠান্তর আছে; অর্থ একই। কোপমনে—ক্রুদ্ধ হইয়া। শচীদেবী যথা—যে-স্থানে শচীদেবী ছিলেন, সে-স্থানে।

৭৩। করণ—কার্য।

৭৪। বোলে—বলে। বড় মন্দ - খুব খারাপ কথা। অথবা গালাগালি, কটুকথা। উত্তর করিলে—আমাদিগকে মন্দ বলিলে আমরা যদি তাহার জবাব দিতে যাই, তাহা হইলে। করে দ্বন্দ্ব—কলহ করে। পাঠান্তর "সভা সাথে করে দ্বন্দ্ব" এবং "জন জন শতে" (একজনের পরে আর এক জনের সঙ্গে, এইরূপে আমাদের শত শত বালিকার সঙ্গে কলহ করে)।

৭৫। বল করিয়া—বলপূর্বক, জোর করিয়া।

৭৬। দেই—দেয়।

৭৭। অলক্ষিতে—আমাদের দৃষ্টির অগোচরে, হঠাৎ। বড় বোল—উচ্চস্বরে চীৎকার করে। "বোলে"-স্থলে "ডাকে"-পাঠান্তর। কুল্লোল—কুলকুচার জল।

৭৮। ওকড়ার ফল—ইহা একরকম ছোট ছোট ফল, তার সমস্ত অঙ্গে ছোট ছোট কাঁটা; সুতরাং চুলে লাগিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে "ওকড়াকে" "খাগ্‌ড়া" বলে। কেশের—চুলের। বিভা—বিবাহ।

৭৯। রাজার কুমার—রাজপুত্র। তোমার নিমাঞি ইত্যাদি—শুনিয়াছি, রাজপুত্রেরা অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী; যাহা তাহাদের মনে লয়, তাহাই করে এবং বলে, কাহাকেও ভয় করে না। তোমার নিমাঞি যে এত-সব কাণ্ড করে, সে কি রাজপুত্র? ক্রোধভরে বালিকারা শচীমাতার নিকটে

পূরুবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার।
সেইমত সব করে নিমাঞি তোমার॥ ৮০
দুঃখে বাপ-মা'য়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইব তোমা'সনে॥ ৮১
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥" ৮২
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভা' কোলে করিয়া কহেন প্রিয়-বাণী॥ ৮৩
"নিমাঞি আইলে আজি এড়িমু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া॥" ৮৪
শচীর চরণ-ধূলি লই সভে শিরে।
তবে চলিলেন পুন স্নান করিবারে॥ ৮৫
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সভার সন্তোষ বড় মনে॥ ৮৬
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জ্জেগর্জ্জে সদন্ত-বচনে॥ ৮৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এ-সকল কথা বলিয়াছেন। বালিকাদের কথিত ব্যাপারগুলিও লীলাশক্তিরই কার্য (১।৪।৫৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "ব্যবহার"-স্থলে "অব্যভার"-পাঠান্তর আছে। অব্যভার—অসঙ্গত আচরণ।

৮০। পূরুবে—পূর্বে। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ স্থলে-পাঠান্তর—"সেই মতে তোর সব নিমাঞি ব্যবহার" এবং "সেইভাবে সেই তোমার নিমাঞি কুমার॥"

৮১। কোন্দল—কলহ, ঝগড়া।

৮২। নিবারণ—নিষেধ। ঝাট—শীঘ্র। ছাওয়াল—ছেলেকে। পয়ারের শেষার্ধ স্থলে-পাঠান্তর—"নদীয়ায় এহেন কর্ম্মে নহিবেক ভাল॥" নদীয়ায় (নবদ্বীপে) বহু শিষ্টলোকের বাস। অন্যায় আচরণ কেহ সহ্য করিবে না।

৮৩। প্রিয়বাণী—প্রিয় বাক্য। মধুর বাক্য।

৮৪। এড়িমু বান্ধিয়া—ঘরে বাঁধিয়া রাখিব।

৮৫। "পুন"-স্থলে "গঙ্গা"-পাঠান্তর।

৮৬। পরমার্থে—প্রকৃত প্রস্তাবে, বস্তুতঃ।

৮৭। কৌতুকে—কৌতুকবশতঃ, রঙ্গ-তামাসা উপভোগের নিমিত্ত। যাঁহারা নিমাঞির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও বাস্তবিক প্রভুর নিত্যপরিকর (পরবর্তী ১০৮ পয়ার দ্রষ্টব্য); সুতরাং প্রভুর প্রতি তাঁহাদের বাস্তবিক অপ্রীতি থাকিতে পারে না। লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহারা অবশ্য জানেন না—প্রভু স্বয়ংভগবান্ এবং তাঁহারা তাঁহার পরিকর; তথাপি প্রভুর প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি বিলুপ্ত হয় না। যেহেতু, এই প্রীতি হইতেছে নিত্য, স্বভাবসিদ্ধ। লীলাশক্তি প্রভুর দ্বারা তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা করাইয়াছে, লৌকিকী রীতিতে তাহা অসঙ্গত হইলেও, তাঁহারা প্রভুর প্রতি বাস্তবিক অসন্তুষ্ট হয়েন নাই (পরবর্তী ১০১-৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভুর প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি এ-সমস্ত-আচরণকে প্রভুর বাল্যচাপল্য বলিয়াই মনে করাইয়াছে। তথাপি যে তাঁহারা প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে কেবল কৌতুক—রঙ্গ-তামাসা—অনুভব করা, প্রভুকে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য তাঁহাদের এই অভিযোগ নহে।

"নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সভারে।
ভালমতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে ॥ ৮৮
এই ঝাট যাও তার শাস্তি করিবারে।
সভে রাখিলেহ কেহো রাখিতে না পারে ॥" ৮৯
ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥ ৯০
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-বালকের মধ্যে অতি মনোহর ॥ ৯১
কুমারিকাসভে বোলে "শুন বিশ্বম্ভর!
মিশ্র আইসেন এই, পলাহ সত্বর ॥" ৯২
শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণকুমারী সব ডরে ॥ ৯৩
সভারে শিখায়ে মিশ্র-স্থানে কহিবার।
"স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার ॥ ৯৪
সেই পথে গেলা ঘর পঢ়িয়াশুনিঞা।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া ॥" ৯৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লৌকিক জগতে এতাদৃশ কৌতুকের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কোনও শিশু তাহার ঠাকুরমায়ের সঙ্গে চাঞ্চল্য করিলে ঠাকুরমা শিশুর মাতাকে বলিয়া থাকেন—"দেখো বউমা! তোমার ছেলে কি দজ্জাল, আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।" শিশুপৌত্রকে শাস্তি-দেওয়াইবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরমায়ের এই অভিযোগ নহে, কৌতুক উপভোগ করার জন্যই শিশুর প্রতি বাৎসল্য-স্নেহপরায়ণা ঠাকুরমায়ের এতাদৃশী উক্তি। **শুনি মিশ্র ইত্যাদি**—নিমাঞির আচরণের কথা শুনিয়া মিশ্র-ঠাকুর ক্রোধে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন।

৮৮-৮৯। মিশ্র-ঠাকুর তর্জন-গর্জন করিয়া এই দুই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। "এ ব্যভার"-স্থলে "অব্যভার"-পাঠান্তর, অর্থ—অন্যায় ব্যবহার। **সভে রাখিলেহ ইত্যাদি**—আমার শাস্তি হইতে নিমাঞিকে কেহ রক্ষা করিতে আসিলেও রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে শাস্তি দিবই। —নিমাঞিকে শাসন করার জন্য মিশ্র-ঠাকুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

নিমাইর সম্বন্ধে মিশ্রবরের শুদ্ধবাৎসল্য; এই বাৎসল্যের প্রভাবে তিনি নিমাঞিকে তাঁহার পুত্রমাত্র মনে করেন। শিশুপুত্রের অন্যায় আচরণ দেখিলে, তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত, তাহার শাসন করা পিতার কর্তব্য। এই বুদ্ধিতেই বাৎসল্যঘন-বিগ্রহ মিশ্রপ্রবর নিমাইর শাসনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার যেরূপ ভাব, নিমাইর প্রতি মিশ্র-ঠাকুরের ভাবও তদ্রূপ। বাল-কৃষ্ণের ভাবী মঙ্গলের জন্য যশোদামাতা কৃষ্ণকে তাড়ন-ভৎর্সন করিয়াছেন, রজ্জুদ্বারা বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

৯০। লীলাশক্তি গৌরাঙ্গের মধ্যে সর্বজ্ঞত্ব স্ফুরিত করাইয়া মিশ্রবরের আগমনের কথা জানাইল। **সর্ব্বভুতের ঈশ্বর**—সকল জীবের ঈশ্বর বা অন্তর্যামী।

৯২। **কুমারিকা**—ছোট ছোট কুমারী বালিকা। লীলাশক্তি এই কুমারীদের দ্বারাও মিশ্রবরের আগমনের কথা নিমাইকে জানাইল।

৯৩। **ধরিবারে**—কুমারীগণকে ধরিবার নিমিত্ত।

৯৪-৯৫। নিমাইকে শাসন করার জন্য মিশ্র-ঠাকুর আসিতেছেন—নিমাই ইহা বুঝিতে

শিখাইয়া প্রভু আর-পথে গেলা ঘর।
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥ ৯৬
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিগে চাহে।
শিশুগণমধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়ে ॥ ৯৭
মিশ্র জিজ্ঞাসয়ে "বিশ্বম্ভর কতি গেলা ?"
শিশুগণ বোলে "আজি স্নানে না আইলা ॥ ৯৮
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়াশুনিঞা।
সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া ॥" ৯৯
চারিদিগে চাহে মিশ্র হাথে বাড়ি লৈয়া।
তর্জ্জগর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া ॥ ১০০
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুন বোলয়ে আসিয়া ॥ ১০১
"ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তারে ॥ ১০২
আরবার যদি আসি চপলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে ॥ ১০৩
কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা' স্থানে।
তোমা' বহি ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পারিলেন। পূর্বে (১।৪।৫৮ পয়ায়ের টীকায়), বলা হইয়াছে নিমাইর অজ্ঞাতসারেই লীলাশক্তি ব্রাহ্মণ ও বালিকাগণের প্রতি, যথাদৃষ্টভাবে, অন্যায় আচরণ করিয়াছে ; নিমাই তো তাহা জানিতেন না। তাহা হইলে নিমাইর জ্ঞাতসারে তো নিমাই কোনও অন্যায় কাজ করেন নাই ; সুতরাং মিশ্র-ঠাকুর হইতে শাসনের ভয়ও তাঁহার থাকিতে পারে না। কিন্তু নিমাইর যে ভয় জন্মিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ভয় জন্মিয়াছিল বলিয়াই সঙ্গের বালকদিগকে তিনি এই দুই পয়ারোক্ত কথাগুলি শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়—যে-আচরণ লোকের দৃষ্টিতে অন্যায় বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই আচরণ যে নিমাইরই আচরণ, ইহা লীলাশক্তিই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—প্রভুকর্তৃক মিশ্রবরের শুদ্ধবাৎসল্যের আস্বাদন। তোমার কুমার- তোমার পুত্র। পাঠান্তর—"নিমাঞি তোমার।" সেই পথে—পাঠশালা হইতে সোজাসোজি ঘরে যাওয়ার পথে। তাহার লাগিয়া—নিমাইর আগমনের অপেক্ষায়। নিমাই আসিলে একসঙ্গে গঙ্গাস্নান করার ইচ্ছাতে।

৯৬। আর-পথে—অন্য এক পথে। যে-পথে মিশ্রবরের আসার সম্ভাবনা, তাহা ছাড়া অন্য এক পথে।

৯৯। "পথে"-স্থলে "মতে" এবং "সভে আছি এই তার"-স্থলে "আমরাও আছি তার"-পাঠান্তর।

১০০। বাড়ি—লাঠি।

১০১। "আসিয়া"-স্থলে "হাসিয়া"-পাঠান্তর। যে-কৌতুক বা তামাসা উপভোগ করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মিশ্রবরের নিকটে নিমাইর নামে নালিশ করিয়াছিলেন, সেই তামাসা তাঁহারা এখন উপভোগ করিতে পারিলেন ভাবিয়া তাঁহাদের মুখে আনন্দের হাসি।

১০২। কিছু বোল পাছে তারে—দেখিও মিশ্রবর। নিমাইকে তুমি তোমার লাঠির দ্বারা প্রহার তো করিবেই না, তাহাকে তিরস্কারও করিবে না ; ইহাই আমাদের মিনতি—ইহাতেই বুঝা যায়, বাস্তবিক নিমাইকে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য তাঁহারা নিমাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই।

সে-হেন নন্দন যার গৃহ-মাঝে থাকে।
কি করিবে ক্ষুধা তৃষা ভোখ রোগ শোকে ॥ ১০৫
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এহেন নন্দন ॥ ১০৬
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তভু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে ॥" ১০৭
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এইসব জন।
এ সব উত্তম-বুদ্ধি ইঁহার কারণ ॥ ১০৮
অতএব প্রভু নিজ-সেবক-সহিতে।
নানা-ক্রীড়া করে কেহো না পারে বুঝিতে ॥ ১০৯
মিশ্র বোলে "সোহো পুত্র তোমরাসভার।
যদি অপরাধ লহ—শপথ আমার ॥" ১১০
তা'সভার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে চলিলেন মিশ্র হই কুতূহলী ॥ ১১১
আর-পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর ॥ ১১২
লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে ॥ ১১৩
"জননি !" বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
"তৈল দেহ' মোরে, যাঙ সিনান করিতে ॥" ১১৪
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত ॥ ১১৫
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে মনে গণে'।
"বালিকারা কি বলিল, কিবা বিপ্রগণে ॥ ১১৬
লিখন-কালির বিন্দু আছে সর্ব্ব-অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে ॥" ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৫। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "কি করিতে পারে তারে ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকে"-পাঠান্তর। **ভোখ**—ভোজনের ইচ্ছা সত্ত্বেও ভোজ্যবস্তুর অপ্রাপ্তি।

১০৬। "প্রভুর"-স্থলে "কৃষ্ণের"-পাঠান্তর আছে।

১০৭। ব্রাহ্মণদিগের এই পয়ারোক্তি হইতেই জানা যায়—বিশ্বম্ভরের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি। "হৃদয়-উপরে"-স্থলে "হৃদয়-ভিতরে"-পাঠান্তর।

১০৮। এ-সকল ব্রাহ্মণগণ যে প্রভুর নিত্য পরিকর, "জন্মে জন্মে"-বাক্যে তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী ৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১০। "তোমরা সভার"-স্থলে "তোমা সভাকার"-পাঠান্তর। ব্রাহ্মণদের কথা শুনিয়া মিশ্রঠাকুরের বাৎসল্য-সমুদ্র যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, এই পয়ারোক্তিই তাহার প্রমাণ।

১১৩। **চম্পকে**—চাঁপা ফুলে। **ভৃঙ্গে**—ভ্রমর।

১১৪। **সিনান**—স্নান। "লাগিলা ডাকিতে"-স্থলে "ডাকিতে লাগিলা" এবং "যাঙ সিনান করিতে"-স্থলে "গঙ্গাস্নান করি গিয়া"-পাঠান্তর।

১১৫। **স্নানের চরিত**—স্নান করার লক্ষণ। "চরিত"-স্থলে "উচিত"-পাঠান্তর।

১১৭। **সেই বস্ত্র**—যে-কাপড়খানা পরিয়া নিমাই পাঠশালায় গিয়াছিলেন, এখনও পরিধানে সেই কাপড়খানিই আছে এবং তাহা ভিজাও নহে।

এ-স্থলে লীলাশক্তির আর এক খেলা দেখা যাইতেছে। নিমাই তো বাস্তবিক তাঁহার সহপাঠীদের সহিত গঙ্গায় অনেক "দাপাদাপী" করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পরিধানের কাপড়খানিও

ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর॥ ১১৮
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে॥ ১১৯
মিশ্র দেখে সর্ব্ব-অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নানচিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥ ১২০
মিশ্র বোলে "বিশ্বম্ভর! কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ' কেনে স্নান করিবার? ১২১
বিষ্ণু-পূজা সজ্জ কেনে কর অপহার।
'বিষ্ণু' করিয়াও ভয় নাহিক তোমার॥" ১২২
প্রভু বোলে "আজি আমি নাহি যায় স্নানে।
আমার সকল শিশু গেল আগুয়ানে॥ ১২৩
এ সকল লোকের তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সভে দোষ কহেন আমার॥ ১২৪
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সভার অব্যভার॥" ১২৫
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা-স্নানে।
পুন সেই মিলিলেন শিশুগণ-সনে॥ ১২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভিজিয়া গিয়াছে, অঙ্গের কালিবিন্দুগুলিও মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যখন ঘরে আসিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গে কালির দাগও ছিল না, তাঁহার পরিধানেও শুষ্কবস্ত্র, তাঁহার সমস্ত অঙ্গও আবার ধূলায় ব্যাপিত (পরবর্তী ১২০ পয়ার)। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী লীলাশক্তির প্রভাবে। তাঁহার সেবা, তাঁহার অভীষ্ট-পূরণই লীলাশক্তির কার্য। পিতামাতার নিকটে শাস্তি পাওয়া কোনও শিশুরই কাম্য নহে। নিমাইরও তাহা যে কাম্য ছিল না, বালকদের প্রতি ৯৪-৯৫-পয়ারোক্ত তাঁহার শিক্ষা হইতেই তাহা জানা যায়। গঙ্গা হইতে নিমাই যখন অন্য পথে গৃহে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি বোধ হয় মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন—"কি উপায় করি? আমার ভিজা কাপড় দেখিয়াই তো বাবা-মা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি গঙ্গায় স্নান করিয়াছি। আমি গঙ্গায় গিয়া উপদ্রব করিয়াছি বলিয়া তাঁহারা যে শুনিয়াছেন, আমার ভিজা কাপড় দেখিয়াইতো তাঁহারা তাহা সত্য বলিয়া মনে করিবেন; তখন তো তাঁহারা আমাকে শাস্তি দিবেনই।" তাঁহার এইরূপ চিন্তার কথা জানিয়া লীলাশক্তিই তাঁহার এক নূতন বেশ করিয়া দিলেন, যাহাতে স্নানের কোনও চিহ্নই পাওয়া যাইবে না—শুষ্ক বসন, গায়ে কালির দাগ, ধূলা ইত্যাদি। কিন্তু কিরূপে ইহা হইল, তাহা প্রভু জানিতে পারিলেন না। এই বেশ দেখিয়া আর শাস্তির ভয় নাই ভাবিয়াই তিনি আনন্দে বিভোর, অন্য অনুসন্ধান তাঁহার ছিল না। "লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬৪॥"

১১৯। "পুত্র"-স্থানে "প্রভু"-পাঠান্তর।

১২৩-১২৪। আগুয়ানে—আমার আগে। "সকল শিশু"-স্থলে "সংহতিগণ"-পাঠান্তর, অর্থ—সঙ্গের শিশুগণ। তারা করে অব্যভার—সে-সকল শিশুরাই এ-সকল লোকের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। একখানি পুঁথিতে ১২৪-২৫ পয়ারদ্বয়ের পরিবর্তে এইরূপ পাঠান্তর আছে "সকল লোকের তারা করে অনাচার। না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার॥ সত্য তবে করিব সভার অনাচার। সেই বিষ্ণু জানে, দোষ নাহিক আমার॥"

বিশ্বম্ভরে দেখি সভে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিঞা চাতুরী ॥ ১২৭
সভেই প্রশংসে "ভাল নিমাঞি চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর॥" ১২৮
জলকেলি করে প্রভু সব-শিশু-সনে।
এথা শচী-জগন্নাথ মনে মনে গণে' ॥ ১২৯
"যে যে কহিলেন কথা সেহো মিথ্যা নহে।
তবে কেনে স্নানচিহ্ন কিছু নাহি দেহে ॥ ১৩০
সেইমত অঙ্গে ধূলা, সেইমত বেশ।
সেই পুঁথি সেই বস্ত্র, সেইমত কেশ ॥ ১৩১
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়া-রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর ॥ ১৩২
কোন মহাপুরুষ বা কিছুই না জানি।"
হেনমতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি ॥ ১৩৩
পুত্রদরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহপূর্ণ হৈল দোঁহে, কিছু নাহি আর ॥ ১৩৪
যেই দুই-প্রহর প্রভু যায় পঢ়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে ॥ ১৩৫
কোটি-রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কহে।
তভো এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়ে ॥ ১৩৬
শচী-জগন্নাথ-পা'য়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্র-রূপে যাঁর ॥ ১৩৭
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহো তাহান মায়ায় ॥ ১৩৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৩৯

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শৈশব-ক্রীড়া-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৯। **শিশু-সনে**—শিশুদের সঙ্গে। **মনে মনে গণে**—মনে মনে ভাবেন। "সনে"-স্থলে "সঙ্গে" এবং "মনে গণে"-স্থলে "ভাবে রঙ্গে"-পাঠান্তর।

১৩০। এই পয়ার হইতে ১৩৩-পয়ারের প্রথমার্ধ-পর্যন্ত শচী-জগন্নাথের মনের ভাবনার কথা বলা হইয়াছে। "স্নানচিহ্ন কিছু নাহি দেখি দেহে"-স্থলে "চিহ্ন কিছু নাহি দেহে"-পাঠান্তর।

১৩২-১৩৩। "এ"-স্থলে "তেঞি"-পাঠান্তর। তেঞি—তাহাতে। **দ্বিজমণি**—প্রভু।

১৩৪। **কিছু নাহি আর**—১৩১-৩২-পয়ারোক্ত ভাবগুলি তাঁদের চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। নিমাইর দর্শনে তাঁহাদের চিত্তে যে বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে নিমাই সম্বন্ধে উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারা সম্যক্‌রূপে ভুলিয়া গেলেন।

১৩৫। অধ্যয়নের জন্য নিমাই যে দুই প্রহর কাল গৃহে অনুপস্থিত থাকেন, সেই দুই প্রহর শচী-জগন্নাথের নিকটে দুই যুগ বলিয়া মনে হয়। প্রাণাধিক পুত্র নিমাইর সঙ্গের জন্য এতই তাঁহাদের উৎকণ্ঠা।

১৩৬। "রূপে"-স্থলে "কল্পে" এবং "তভো"-স্থলে "তত"-পাঠান্তর। কল্প—ব্রহ্মার এক দিনকে এক কল্প বলে। নরমাণে ৮৬৪-কোটি বৎসর। **এ দোঁহার**—শচী ও জগন্নাথ—এই দুই জনের। **ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়ে**—ভাগ্যের সমুচ্চয় (সীমা) পাওয়া যাইবে না।

১৩৯। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(১৮. ৩. ১৯৬৩—২৫. ৩. ১৯৬৩)

আদিখণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর—প্রিয়-ভক্তবৃন্দ ॥ ১
জয় জগন্নাথ-শচীপুত্র সর্ব্ব-প্রাণ।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ ॥ ২
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্য-লীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ॥ ৩
নিরন্তর চপলতা করে সভা' সনে।
মা'য়ে শিখালেও প্রবোধ নাহি মানে ॥ ৪
শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥ ৫
ভয়ে আর কিছু না বলয়ে বাপ-মা'য়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায় ॥ ৬
আদিখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ।
যহিঁ শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ ৭
পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥ ৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। বিশ্বরূপের প্রসঙ্গ, ভক্তদের প্রতি পাষণ্ডীদের উপহাসে এবং জগতের ভক্তিহীনতা ও বহির্মুখতা-দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের দুঃখ, বিশ্বরূপের শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাঁহাদের আনন্দ, শিশু-শ্রীচৈতন্যের রূপমাধুরী দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতাদির পরমানন্দ ও আত্মহারা-অবস্থা, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, তাহাতে শচী-জগন্নাথের দুঃখ, ভ্রাতৃবিরহে শ্রীচৈতন্যের মূর্ছা, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের ক্রন্দন, বন্ধু-বান্ধবগণ কর্তৃক মিশ্রঠাকুরের প্রবোধদান, ভক্তদের ক্রন্দন, অদ্বৈত কর্তৃক তাঁহাদের সান্ত্বনাদান, অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞায় ভক্তদের উল্লাস, শ্রীচৈতন্যের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি ও পাঠে অনুরাগ, অধ্যয়ন-বিষয়ে সকলের মুখে নিমাইর প্রশংসা শুনিয়া শচীদেবীর আনন্দ, কিন্তু মিশ্রঠাকুরের দুঃখ, বিদ্যাচর্চা করিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলে নিমাইও পাছে বিশ্বরূপের ন্যায় সংসার-বিরাগী হয়, এই আশঙ্কায় জগন্নাথ মিশ্রের আদেশে নিমাইর পাঠ বন্ধ ও পুনরায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ, বর্জ্য-হাঁড়ীর উপরে নিমাইর উপবেশন এবং তদবস্থায় দত্তাত্রেয়ভাবে শচীমাতার প্রতি তত্ত্বোপদেশ, নিমাইর পুনরায় পাঠারম্ভ।

১। মহামহেশ্বর—১।২।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বিশ্বম্ভর—গৌর। প্রিয়-ভক্তবৃন্দ—বিশ্বম্ভরের প্রিয় ভক্তগণ। অথবা, ভক্তগণ প্রিয় যাঁহার, সেই বিশ্বম্ভর।

৩। বাল্যলীলাছলে ইত্যাদি—বাল্যলীলার (সাধারণ নরবালকের ন্যায় আচরণের) ছলে বিস্তর (বহু) প্রকাশ (স্বীয় ঐশ্বর্যের প্রকটন) করেন। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত আচরণাদি দ্রষ্টব্য।

৪। "সভা-সনে"-স্থলে "শিশু সনে"-পাঠান্তর। সনে—সঙ্গে। মা'য়ে শিখালেও—চপলতা না করার জন্য শচীমাতা শিক্ষা (উপদেশ) দিলেও।

৬। "স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায়"-স্থলে "স্বচ্ছন্দে খেলায় প্রভু এ-বাল্য" এবং "স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ খেলায়"-পাঠান্তর।

প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ ভগবান।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্বগুণের নিধান॥ ৯
সর্ব্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি॥ ১০
শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে॥ ১১
অনুজের দেখি অতি-বিলক্ষণ-রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে' হইয়া বিস্মিত॥ ১২
"এ বালক কভো নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবালগোপাল॥ ১৩
যত অমানুষি-কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি, খেলেন কৃষ্ণ এ-শিশু-শরীরে॥" ১৪
এইমতে চিন্তে বিশ্বরূপ-মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম্ম করয়॥ ১৫
নিরবধি থাকে সর্ব্ববৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ১৬
জগত প্রমত্ত—ধন-পুত্র-মিথ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সভে উপহাসে'॥ ১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। আজন্ম বিরক্ত—জন্মাবধি সংসার-সুখে অনাসক্ত।

১০। সর্ব্বশাস্ত্রে ইত্যাদি—সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতেই বিশ্বরূপ কেবলমাত্র বিষ্ণুভক্তি খ্যাপন করেন। সবে—কেবলমাত্র। বাখানেন—ব্যাখ্যা করেন, খ্যাপন করেন। "ব্যাখ্যা"-স্থলে "বাক্য"-পাঠান্তর।

১২। অনুজের—ছোট ভাই নিমাইর। অতি বিলক্ষণ রীত—অত্যন্ত-অলৌকিক আচরণ। বিলক্ষণ—প্রাকৃত শিশুদের অপেক্ষা অন্যরূপ লক্ষণ।

১৩। প্রাকৃত ছাওয়াল—প্রাকৃত শিশু, জীবতত্ত্ব।

১৪। অমানুষি কর্ম—অলৌকিক কার্য।

১৭। জগত—জগদ্‌বাসী জীব। প্রমত্ত—প্রকৃষ্টরূপে মত্ত। রস—অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারি সুখ। "চমৎকারিসুখং রসঃ॥ অ. কৌ. ৫।১৪॥" সুতরাং পরমলোভনীয়। ধনপুত্র-রসে-ধনসম্পত্তি হইতে এবং পুত্রাদি (পুত্রাদির সঙ্গ, সেবা, সদ্‌ব্যবহার, পুত্রাদির প্রতি স্নেহাদি) হইতে প্রাপ্ত-রসে (পরমলোভনীয় সুখে)। অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব এতাদৃশ সুখেই মত্ত হইয়া থাকে, ইহাকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করে, ইহার অতিরিক্ত যে কোনও সুখ আছে, তাহাও জানে না। কিন্তু গ্রন্থকার এই সুখকে (বা রসকে) "মিথ্যারস" বলিয়াছেন—"ধনপুত্র-মিথ্যারসে জগত প্রমত্ত।" এই সুখকে মিথ্যা বলার হেতু এই যে, ইহা বাস্তবিক সুখ নহে; সুতরাং ইহাকে সুখ বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়, মৃৎচূর্ণকে মিশ্রী বলিলে যেমন মিথ্যা বলা হয়, তদ্রূপ। এ-কথা বলার হেতু কথিত হইতেছে। বাস্তব সুখ কি বস্তু, তাহা আগে জানা দরকার। তাহা হইলেই জানা যাইবে—কোন্ বস্তু বাস্তব সুখ নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা, তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি॥ ছা. উ.॥ ৭।২৩।১॥—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, অল্পবস্তুতে সুখ নাই; ভূমাই সুখ; অতএব ভূমাসম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।" ভূমা-শব্দের অর্থ—অসীম, পূর্ণ। পরব্রহ্মই একমাত্র ভূমাবস্তু, অসীম বস্তু, পূর্ণ বস্তু।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সুতরাং ভূমা-শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝায়। পরব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ—আনন্দ, সুখ। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ॥ তৈ. উ. ॥ ব্রহ্মবল্লী ॥ ১ ॥ আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ॥ ঐ ॥ ৬ ॥" সুতরাং একমাত্র পরব্রহ্মই হইতেছেন আনন্দ বা সুখ; পরব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুই বাস্তব সুখ নহে। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভূমৈব সুখম্—একমাত্র ভূমাই সুখ।" বাস্তব সুখ কি, তাহা এই আলোচনা হইতে জানা গেল।

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি—অল্প বস্তুতে সুখ নাই। যাহা ভূমা বা অসীম নহে, তাহাই অল্প—দেশে (অর্থাৎ আয়তনে, দৈর্ঘ্য-বিস্তারাদিতে) অল্প বা সীমাবদ্ধ, কালে অল্প (অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, সুতরাং উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই যাহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ), এবং যাহা মহিমাদিতেও অল্প বা সীমাবদ্ধ (উৎপত্তি ও বিনাশের সময়ব্যাপীই যাহার মহিমাদি), তাহাই অল্প বা সীমাবদ্ধ বস্তু, অভূমা বা সসীম বস্তু। তাহাতে সুখ থাকিতে পারে না; যেহেতু, সুখ অসীম বস্তু বলিয়া সসীম বস্তুতে তাহা থাকিতে পারে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটিই অল্প বা সসীম বস্তু; কেন না, ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ বা আয়তন আছে,—কোনও ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি-যোজন, কোনও ব্রহ্মাণ্ড লক্ষকোটি যোজন ইত্যাদি; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডসমূহ হইতেছে দেশে সীমাবদ্ধ। আবার, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-বিনাশ আছে; সুতরাং কালে এবং মহিমাদিতেও ব্রহ্মাণ্ড সীমাবদ্ধ; সুতরাং অসীম-স্বরূপ সুখ ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা হইতেছে বাস্তবিক মায়িক-সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসন্নতা; সত্ত্বগুণের চিত্তপ্রসন্নতা-জনিকা বা হ্লাদকরী শক্তি আছে। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ বি. পু. ১৷১২৷৬৯ ॥ –হে ভগবন্। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই ত্রিবৃত্তিবিশিষ্টা এক-স্বরূপশক্তি সর্বাশ্রয় তোমাতেই আছে, কিন্তু (সত্ত্বগুণের) হ্লাদকরী শক্তি, (তমোগুণের) তাপকরী শক্তি এবং (রজোগুণের সুখ-দুঃখ) মিশ্রিতা শক্তি, তোমাতে নাই; যেহেতু, তুমি মায়িক-গুণবর্জিত।" এই বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ হইতে জানা গেল, মায়িক-সত্ত্বগুণের হ্লাদকরী বা চিত্ত-প্রসন্নতা-জনিকা শক্তি আছে। মায়িক-সত্ত্বগুণজাত এতাদৃশী চিত্ত-প্রসন্নতাকেই আমরা সংসারে সুখ বলিয়া মনে করি; কিন্তু এই সুখ যে সীমাবদ্ধ (অল্প), তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে; সুতরাং ইহা বাস্তব সুখ নহে। সুখ তো নহেই, বরং ইহা সুখের বিরোধী বস্তু—দুঃখ। একথা বলার হেতু এই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পরব্রহ্মই হইতেছেন বাস্তবিক সুখ। তিনি হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব—চিদ্‌বস্তু; সুতরাং বাস্তব সুখও হইতেছে চিদ্‌বস্তু। কিন্তু ত্রিগুণময়ী মায়া হইতেছে জড়বস্তু; সুতরাং মায়িক-সত্ত্বগুণ এবং তাদৃশ-চিত্তপ্রসন্নতাও জড়বস্তু। জড় হইতেছে চিদ্‌বিরোধী এবং চিৎ হইতেছে জড়বিরোধী; চিৎ ও জড়ের সম্বন্ধ হইতেছে আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে সম্বন্ধের তুল্য। সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসন্নতারূপ সুখ যখন জড়বস্তু এবং বাস্তবসুখ যখন চিদ্‌বস্তু, তখন তাহারা যে পরস্পর-বিরোধী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা বাস্তব সুখের বিরোধী, তাহাই বস্তুগতভাবে দুঃখ।

আর্য্যাতর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি, সতী, তপস্বীও যাইব মরিয়া ॥ ১৮
তারে বলি সুকৃতি, যে দোলা ঘোঁড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগেপাছে রড়ে ॥ ১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এজন্য সংসার-সুখ হইতেছে বস্তুগতভাবে দুঃখ। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বর্গসুখকেও সংসার-দুঃখ বলিয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ চৈ. চ. ২।২০।১০৪-৫ ॥" এইরূপে জানা গেল—সংসার-সুখ বা ধন-পুত্রাদি হইতে লব্ধ সুখ বাস্তবিক (বস্তুগতবিচারে) সুখ নহে, বস্তু-বিচারে ইহা হইতেছে দুঃখ। যাহা বাস্তবিক দুঃখ, তাহাকে বাস্তবিক সুখ বলিলে মিথ্যাই বলা হয়। এজন্য বলা হইয়াছে—"ধনপুত্র –মিথ্যারস"। ধন-পুত্রাদি হইতে যে-সুখ (অর্থাৎ সংসার-সুখ), তাহা কালে 'অল্প' বলিয়া অনিত্য, অল্পকাল-স্থায়ী। সুতরাং 'মিথ্যা'-শব্দে 'অনিত্য'ও বুঝায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—সংসার-সুখ যদি বাস্তবিক দুঃখই হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুঃখ বলিয়া মনে হয় না কেন? সুখ বলিয়াই বা মনে হয় কেন এবং সুখরূপে আস্বাদিতই বা হয় কেন? উত্তরে বক্তব্য এই—যাহা সুখের ন্যায় আস্বাদ্য বলিয়া মনে হয়, সকল-স্থলে তাহা বস্তুগতভাবে সুখ না হইতেও পারে। যাহা চিনির ন্যায় মিষ্ট, তাহা যে কোনও কোনও স্থলে চিনি নহে, লৌকিক জগতেও তাহা দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা আল্‌কাত্‌রা হইতে একটা বস্তু প্রস্তুত করিয়াছেন, নাম স্যাকারিন্। আল্‌কাত্‌রা কালো; কিন্তু এই বস্তুটি সাদা; অতি ক্ষুদ্র চাক্‌তির আকারে ইহা বাজারে বিক্রীত হয়। জলের সঙ্গে যুক্ত করিলে জল অত্যন্ত মিষ্ট হয়, ঠিক যেন চিনিমিশ্রিত জল। কিন্তু ইহা বাস্তবিক চিনি নহে, আল্‌কাত্‌রা। জলের বা দধি-দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত না করিলে ইহার স্বাদ কিন্তু তিক্ত। আবার জল বা দধি-দুগ্ধাদির সহিত মাত্রাতিরিক্ত স্যাকারিন্ মিশ্রিত হইলেও তাহা তিক্ত হয়। ইহাতেই চিনি হইতে ইহার পার্থক্য জানা যায়।

দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র ইত্যাদি—কোনও বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্রই এ-সমস্ত বহির্ম্মুখ লোকগণ উপহাস করে। উপহাস—ঠাট্টা-বিদ্রূপ। কিভাবে উপহাস করে, পরবর্তী কতিপয় পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

১৮-১৯। আর্য্যা তর্জ্জা—" 'আর্য্যা' ও 'তর্জ্জা' দুইটিই ছন্দের নাম। সংস্কৃতে আর্যাছন্দের এবং শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তর্জাচ্ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনগণ বলেন যে, ভাষায় 'আর্য্যাতর্জ্জা' বলিতে 'ছড়া' ও 'হেঁয়ালি' বুঝায়। অ. প্র.॥" কোনও বৈষ্ণবকে দেখিলে বহির্ম্মুখ লোকগণ "ছড়া" ও "হেঁয়ালি" পড়িয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। তাহারা আরও বলিত—যতি, সতী ইত্যাদি—যতি (সন্ন্যাসী), সতী রমণী এবং তপস্বী—ইহারা তো ধর্মাচরণ করেন। কিন্তু তাঁহারাও মরিয়া যায়েন, অমর হইতে পারেন না; সুতরাং ধর্মাচরণ করিয়া কি লাভ? তাহারা আরও বলে—তারে বলি সুকৃতি ইত্যাদি—সেই লোকই বাস্তবিক সুকৃতি, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ার সময়ে যাঁহাকে হাটিতে হয় না, যিনি পাল্কি বা ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করেন

এতে যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন।
তভু ত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ ২০
ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥" ২১
এইমত বোলে কৃষ্ণভক্তিশূন্য জনে।
শুনি মহাদুঃখ পায় ভাগবতগণে ॥ ২২
কোথাও না শুনে কেহো কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ ॥ ২৩
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান ॥ ২৪
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
কৃষ্ণভক্তিব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায় ॥ ২৫
কুতর্ক ঘুষিয়া সব-অধ্যাপক মরে।
'ভক্তি' হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥ ২৬
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৭
দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে মনে গণে'।
"না দেখিব লোকমুখ, চলিবাঙ বনে ॥" ২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এবং যাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য দশ-বিশ জন লোক যাঁহার আগে আগে এবং পেছনে পেছনে দৌড়াইয়া যায়। অর্থাৎ যাঁহাদের খুব ধনসম্পত্তি আছে, সে-জন্য যাঁহারা স্বচ্ছন্দভাবে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে পারেন, যাঁহাদের অনুগত লোকও অনেক আছে, তাঁহারাই বাস্তবিক সুকৃতি—এইরূপই ছিল বহির্মুখ লোকদিগের ধারণা। রড়ে—রড় দেয়, দৌড়ায়। "নড়ে"-পাঠান্তরও আছে। নড়ে—লড়ে, লড় দেয়, দৌড় দেয়।

২০-২১। গোসাঞি—গোস্বামীর অপভ্রংশ, জগৎ-পতি ভগবান্। ভাবে—প্রেমে। গোসাঞি-ভাবে—ভগবৎপ্রেমে। এই পয়ারও বৈষ্ণবদের প্রতি বহির্মুখদের উক্তি। এই পয়ারও বহির্মুখদের উক্তি। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"ক্রুদ্ধ হব গোসাঞি সে পড়িব বিপাক," তাৎপর্য—বড় ডাক শুনিলে ভগবান্ রুষ্ট হইবেন; তখন বিপদ উপস্থিত হইবে।

২৪। বহির্মুখ লোকদের উল্লিখিতরূপ আচরণ দেখিয়া শ্রীবিশ্বরূপের মনে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিত। না শুনে অভীষ্ট ইত্যাদি—কৃষ্ণকথা-শ্রবণই শ্রীবিশ্বরূপের অভীষ্ট; কিন্তু কোনও স্থানেই তিনি তাহা শুনিতে পায়েন না; ইহা তাঁহার এক দুঃখ। আবার বহির্মুখদের মুখে সর্বত্র বৈষ্ণবের নিন্দাই তিনি শুনিতে পায়েন; ইহাতেও তাঁহার বিশেষ দুঃখ।

২৫। যে-সমস্ত অধ্যাপক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত—এই দুইখানি পারমার্থিক গ্রন্থের অধ্যাপন করিতেন, এই দুইখানি কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক-গ্রন্থের ব্যাখ্যা-কালেও তাঁহারা কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিতেন না।

২৬। কুতর্ক—শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্ক; শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তি-আদির অবতারণা। ঘুষিয়া—ঘোষণা বা প্রচার করিয়া। নাহি জানয়ে সংসারে—ঐ সমস্ত অধ্যাপকদের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া সংসারের লোকজন ভক্তির কথা কিছুই জানিতে পারে না। অথবা, সংসারের লোক, ভক্তি কি তাহা জানে না।

২৮। চলিবাঙ বনে—লোকালয় ছাড়িয়া বনে চলিয়া যাইব। "চলিবাঙ বনে"-স্থলে "চলি যাব বনে" এবং "চলিলা মরণে"-পাঠান্তর।

উষঃকালে বিশ্বরূপ করি-গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি হয় উপস্থান ॥ ২৯
সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিঞা অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার ॥ ৩০
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরিহরি' বোলে ॥ ৩১
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ ॥ ৩২
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহো নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপো না আইসেন আপন-মন্দিরে ॥ ৩৩
রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
"তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে ॥" ৩৪
মা'য়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায় ॥ ৩৫
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোহন্যে করেন কৃষ্ণ-কথন-মঙ্গল ॥ ৩৬
আপন-প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
সভারে করেন শুভদৃষ্টি মনোহর ॥ ৩৭
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম-লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥ ৩৮
দিগম্বর সর্ব্ব-অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ-প্রতি করেন উত্তর ॥ ৩৯
"ভোজনে আইস ভাই। ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ-বসন ধরি চলয়ে আপনি ॥ ৪০
দেখি সে মোহন রূপ সর্ব্বভক্তগণ।
স্থগিত হইয়া সভে করে নিরীক্ষণ ॥ ৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯। উপস্থান—উপস্থিত।

৩২। "স্ফুরয়ে"-স্থলে "স্ফুরে সে"-পাঠান্তর। বিষাদ—দুঃখ।

৩৩। বিশ্বরূপের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া ভক্তগণ এতই আনন্দ পাইতেন যে, তাঁহারা বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া স্ব-স্ব-গৃহে যাইতে পারিতেন না, গৃহে যাওয়ার কথাও তাঁহাদের মনে উদিত হইত না। তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্বরূপও এত আনন্দ পাইতেন যে, তিনিও গৃহ-গমনের কথা ভুলিয়া যাইতেন। আহারের সময় হইলেও তিনি ভক্তদের সঙ্গেই থাকিতেন, গৃহে যাইতেন না। তাই আহারের সময় হইলে শচীমাতা নিমাইকে পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকাইতেন (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৩৫। ল'বার—লইবার, গৃহে নেওয়ার। ছলায়—ছলে। আইসেন ইত্যাদি—অগ্রজকে নেওয়ার জন্য প্রভু অদ্বৈতের সভায় আসিতেন। "অগ্রজেরে ল'বার"-স্থলে "অগ্রজ-নিবার"-পাঠান্তর।

৩৬। বৈষ্ণবমণ্ডল- বৈষ্ণবগণ। অন্যোহন্যে—পরস্পর। করেন কৃষ্ণ-কথন-মঙ্গল—বৈষ্ণবগণ পরস্পর ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণকথার আলাপন করিতেছেন—ইহা প্রভু আসিয়া দেখিতেন।

৩৭। আপন প্রস্তাব—নিজসম্বন্ধীয় কথার আলাপন। প্রভু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণকথাই তাঁহার সম্বন্ধীয় কথা।

৩৮। "লাবণ্যের সীমা"-স্থলে "লাবণ্য-মহিমা"-পাঠান্তর।

৩৯। দিগম্বর—উলঙ্গ।

৪১। স্থগিত—স্তব্ধ, বাহ্যজ্ঞানহারা। অথবা, কৃষ্ণকথার আলাপন বন্ধ করিয়া। নিরীক্ষণ—দর্শন।

সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে॥ ৪২

প্রভু দেখি ভক্তমোহ স্বভাবেই হয়।
বিনু অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়॥ ৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪২। ভক্তগণ সমাধির প্রায়—সমাধিপ্রাপ্ত সাধকের যে-অবস্থা হয়, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে চিত্তের সম্যক্ একাগ্রতা এবং ধ্যেয়-বস্তু-মাত্রেরই স্ফুরণ হয়, অন্য কোনও বিষয়েই অনুসন্ধান থাকে না, তাহাকে বলে সমাধি। প্রভুর দর্শনেও ভক্তগণের তদ্রূপ অবস্থা জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত একমাত্র আনন্দ-স্বরূপ প্রভুতেই একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্য কোনও বিষয়েই তাঁহাদের অনুসন্ধান ছিল না, অন্য কোনও বিষয়ের প্রতিই তাঁহাদের মন যাইত না, অন্য বিষয়ের কথা তাঁহাদের চিত্তেও উদিত হইত না। এজন্য অদ্বৈত-সভায় প্রভুর আগমনের পূর্বে তাঁহারা যে কৃষ্ণকথায় নিরত ছিলেন, সেই কৃষ্ণের কথন ইত্যাদি—কৃষ্ণকথাও আর তাঁহাদের কাহারও জিহ্বায় স্ফুরিত হইতেছিল না। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে প্রভুর দিকেই চাহিয়া ছিলেন। প্রভুর রূপ-মাধুর্যের আস্বাদনেই তন্ময় হইয়া ছিলেন। "হইয়াছে"-স্থলে "হই চাহে"-পাঠান্তর। অর্থ—সমাধির ন্যায় তন্ময় হইয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

৪৩। এই পয়ারে, পূর্বপয়ারে কথিত অবস্থার হেতুর কথা বলা হইয়াছে। প্রভু দেখি—প্রভুর দর্শন পাইলে, ভক্তমোহ—ভক্তদের মুগ্ধতা, আনন্দ-বিহ্বলতা এবং তজ্জনিত অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানহীনত্ব, স্বভাবেই হয়—ভক্তদের স্বভাব-বশতঃ, স্বরূপত ধর্মবশতঃ, আপনা-আপনিই, হইয়া থাকে।

শ্রীঅদ্বৈতের সভায় যে-সকল ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন বাস্তবিক প্রভুর পরিকর ভক্ত। তাঁহাদের চিত্তে ভক্তি অবিচলিতভাবে বিরাজিত; আনন্দ-স্বরূপ প্রভুর দর্শনে, সেই ভক্তিই স্বীয় স্বরূপগতধর্ম প্রকাশ করিয়া, প্রভুতে তাঁহাদের আনন্দ-তন্ময়তা এবং অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানহীনতা জন্মাইয়াছিলেন। ভক্তির এতাদৃশ প্রভাবের ফলে, বিনু অনুভবেও—অনুভব অর্থাৎ প্রভুর স্বরূপের অনুভব (উপলব্ধি বা জ্ঞান) ব্যতীতও, প্রভুর স্বরূপ জানিতে না-পারা-সত্ত্বেও, দাসের—(ভক্তের) চিত্ত লয়—চিত্ত (মন) প্রভুতে লয়প্রাপ্ত (লীন, তন্ময়, সমস্ত চিত্তবৃত্তি প্রভুতে কেন্দ্রীভূত) হইয়া থাকে। ইহাও ভক্তিরই প্রভাব। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"-এই মাঠর-শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, ভক্তি ভক্তকে ভগবানের দর্শন করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ অনুভব জন্মাইয়া থাকেন। এ-স্থলে বলা হইল, "বিনু অনুভবেও" ভক্তের চিত্ত ভগবানে লয় বা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। এ-স্থলে ভক্তি কেন ভগবানের অনুভব জন্মাইলেন না? এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এই। ভক্তি হইতেছে ভগবানের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বৃত্তি; সুতরাং ভগবানের ইচ্ছার অনুরূপ কার্য করিয়া ভগবানের সেবা করাই তাঁহার ধর্ম, ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূল কোনও কার্যে ভক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যে-সময়ের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এ-স্থলে বলা হইয়াছে, সেই সময়ে আত্ম-প্রকাশ করার—কাহাকেও নিজের

প্রভুও সে আপন ভক্তের চিত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে ॥ ৪৪
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥ ৪৫
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম ॥ ৪৬
এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশুসঙ্গে গৃহেগৃহে ক্রীড়া করি বুলে ॥ ৪৭
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও করেন স্নেহ মনে ॥ ৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বরূপ জানাইবার—ইচ্ছা প্রভুর ছিল না। তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতের সভার ভক্তগণ প্রভুর পরিকর হইলেও, ভক্তিদেবী তাঁহাদের নিকটেও প্রভুর-স্বরূপের অনুভব জন্মায়েন নাই। কিন্তু প্রভু যে আনন্দ-স্বরূপ স্বয়ংভগবান্, ইহা না জানিলে প্রভুর দর্শনে আনন্দ-তন্ময়তা কিরূপে জন্মিতে পারে? উত্তরে বলা যায়—ইহা হইতেছে প্রভুর-স্বরূপগত আনন্দের বস্তুগত ধর্ম; বস্তুধর্ম বুদ্ধির বা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না। "ইহা মিশ্রী"—একথা না জানিয়াও মিশ্রী মুখে দিলেই মিষ্টত্বের অনুভব হইয়া থাকে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভক্তব্যতীত অন্যেরাও তো প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন; তাঁহাদের চিত্ত প্রভুতে আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করে নাই কেন? উত্তর—অন্য ভক্তিহীন লোকদের চিত্তে ভক্তি ছিল না; কে তাঁহাদের চিত্তে আনন্দ-তন্ময়তা জন্মাইবে? পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভগবদ্দর্শন-কালে একমাত্র ভক্তিই স্বীয় স্বরূপগত প্রভাবে আনন্দ-তন্ময়তা জন্মাইতে পারেন। "চিত্ত লয়"-স্থলে "চিত্তে বলয়", "চিত্তের লয়" এবং "চিত্তে লয়"-পাঠান্তর আছে।

৪৪। আপন ভক্তের—স্বীয় পরিকর ভক্তের। হরে—হরণ করেন। "আপন ভক্তের"-স্থলে পাঠান্তর-"আপন ভক্তিরসে"। অর্থ—পরিকর ভক্তের চিত্তস্থিত স্বভাব-সিদ্ধ ভক্তিরসের প্রভাবে। "অন্য জনে"-স্থলে পাঠান্তর-"অল্প জনে"। অর্থ—ভক্তিহীন লোক। ভক্তি হইতেছে বিভু, অসীম। তাই ভক্তিহীন লোককে "অল্প—ক্ষুদ্র—জন" বলা যায়।

৪৫। ভাগবতে—শ্রীমদ্ভাগবতে, "ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বস্তু রূপ্যতাম্॥" পর্যন্ত ভা. ১০।১৪।৪৯-৫৭-শ্লোক-সমূহে। পরবর্তী ৪৬-৫৬-পয়ারসমূহে এই ভাগবত-শ্লোকগুলির সারমর্ম প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৬। শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ—পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং শুকদেবের উত্তর-রূপ বিবরণ। অনুপম—তুলনা রহিত।

৪৭। এই গৌরচন্দ্র ইত্যাদি—শ্রীগৌরচন্দ্রই যে দ্বাপর-লীলায় গোকুলে শ্রীনন্দ-যশোদার তনয় শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, এই পয়ারে তাহাই বলা হইল। ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ এবং জগন্নাথ-সুত গৌর তত্ত্বতঃ অভিন্ন। বুলে—ভ্রমণ করেন।

৪৮। জন্ম হৈতে প্রভুরে—গোকুলে গৌর-প্রভুর শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মলীলা-প্রকটনের সময় হইতে সর্বদা। সকল গোপীগণে—এ-স্থলে "গোপীগণে" বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-স্নেহবতী এবং যশোদামাতার সখীস্থানীয়া গোপীদিগকেই বুঝাইতেছে। নিজ পুত্র হইতেও ইত্যাদি—এই সকল

যদ্যপি ঈশ্বরবুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে॥ ৪৯
শুনিঞা বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত।
শুকস্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত॥ ৫০
"পরম অদ্ভুত কথা কহিলা গোসাঞি!
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাঞি॥ ৫১
নিজ-পুত্র হৈতে পর-তনয়-কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ হৈল কেমন প্রকারে?" ৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গোপীদেরও নিজ-নিজ পুত্র ছিলেন এবং এই পুত্রদের প্রতিও স্বভাবতঃই তাঁহাদের স্নেহ ছিল; কিন্তু নিজ-নিজ পুত্রদের প্রতি তাঁহাদের যে-স্নেহ ছিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ছিল তাহা অপেক্ষাও অনেক গুণ অধিক।

৪৯। যদ্যপি ঈশ্বরবুদ্ধ্যে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, ভগবান্, যদিও এইরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞান এই গোপীদের ছিল না। গাঢ় শুদ্ধপ্রেমের প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার পুত্র বলিয়াই মনে করিতেন, ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না। তথাপি যে তাঁহারা নিজ-নিজ পুত্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ পোষণ করিতেন, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, স্বভাবেই পুত্র হৈতে ইত্যাদি—স্বভাববশতঃই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অত্যধিক স্নেহ পোষণ করিতেন। এস্থলে স্বভাব হইতেছে স্বরূপগত নিত্যসিদ্ধ ভাব। পরবর্তী ৫৬-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৫০। শুনিঞা বিস্মিত ইত্যাদি—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের মুখে যখন শুনিলেন যে, ব্রজ-গোপীগণ নিজ-নিজ পুত্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহ পোষণ করেন, তখন তিনি বিস্মিত এবং পুলকিত (রোমাঞ্চিত-দেহ) হইলেন এবং শুকদেবের নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরবর্তী ৫১-৫২-পয়ারদ্বয় শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের প্রশ্ন।

৫২। পর-তনয়-কৃষ্ণেরে—পরের (যশোদার) পুত্র কৃষ্ণের প্রতি। বিষয়টি হইতেছে এই। যে-সময়ের লীলার কথা এ-স্থলে বলা হইয়াছে, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মাত্র বয়সের চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বয়স্ক গোপেরা গাভী লইয়া গোচারণে যায়েন দেখিয়া গোচারণে যাওয়ার জন্য তাঁহারও ইচ্ছা হইল, বাবা-মায়ের নিকটে দিনের পর দিন সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেও লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত শিশু বলিয়া নন্দ-মহারাজ তাহাতে সম্মত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণের আবদারও চলিতে লাগিল। অবশেষে প্রাণ-কানাইর মনে কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া নন্দবাবা বৎস-চারণের অনুমতি দিলেন, গাভী-চারণের অনুমতি দিলেন না। স্থির হইল—কানাইও যাইবেন, তাঁহার সমবয়স্ক অন্য গোপশিশুগণও যাইবেন; কানাইর সঙ্গেও নন্দবাবার বৎসগণ যাইবে, অন্য শিশুদের সঙ্গেও তাঁহাদের বৎস যাইবে। পরমানন্দে কানাই সমবয়স্ক সখাদের সহিত সমস্ত বৎস লইয়া বনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। বলদেবও যাইতেন। অঘাসুর-বধের দিন অঘাসুর-বধ-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহার আরও মঞ্জুমহিমা-দর্শনের জন্য ব্রহ্মার লোভ হইল। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা বৎসপাল-গোপশিশুদিগকে এবং সমস্ত বৎসকে হরণ করিয়া এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের সর্বজ্ঞতা-শক্তি তাঁহাকে জানাইল—তাঁহার মঞ্জু-(পরম-মনোহর) মহিমা-দর্শনের জন্য

শ্রীশুক কহেন "শুন রাজা পরীক্ষিত। পরমাত্মা সর্ব্বদেহে বল্লভ বিদিত ॥ ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্রহ্মাই বৎসপাল ও বৎসদিগকে হরণ করিয়াছেন। সর্বজ্ঞতা-শক্তি ইহাও শ্রীকৃষ্ণকে জানাইল যে, এই সমস্ত গোপশিশুদের জননীগণ এবং বৎসদিগের জননী গাভীগণও তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন, লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব্রহ্মাকর্তৃক অপহৃত সমস্ত গোপশিশু ও বৎসরূপে আত্মপ্রকট করিলেন—শিশুগণ এবং বৎসগণ যেমন-যেমন ছিলেন, অবিকল তেমন-তেমন রূপেই তিনি আত্মপ্রকট করিলেন। এ-সমস্ত বৎস এবং বৎসপালদের লইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; অন্যান্য দিনের ন্যায় শিশুগণ এবং বৎসগণ স্ব-স্ব-জননীর নিকটে গেলেন। সেই দিন বলরাম কিন্তু বাড়ীতেই ছিলেন, গোষ্ঠে যায়েন নাই। শিশুদের এবং বৎসদের জননীগণ মনে করিলেন—তাঁহাদের যে-সন্তানগণ কানাইর সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই অন্যান্য দিনের ন্যায় ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এইদিন হইতে স্ব-স্ব-সন্তানগণের প্রতি জননীদের স্নেহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে হইতে পূর্বে কানাইর প্রতি তাঁহাদের যে-রূপ স্নেহ ছিল, সেই রূপ স্নেহে পরিণত হইল এবং কানাইর প্রতি স্নেহও অপূর্বভাবে বর্ধিত হইল (পূর্বেও তাঁহারা নিজ-নিজ সন্তান অপেক্ষা কানাইর প্রতি অধিক স্নেহ পোষণ করিতেন এবং যশোদার ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন)। এই সময়ে তাঁহাদের প্রত্যেকে যে পুত্র পাইয়াছেন, তাঁহাকে তিনি স্বীয় পুত্র বলিয়া মনে করিলেও তিনি ছিলেন বাস্তবিক যশোদার পুত্র, তাঁহার নিজের পুত্র নহেন, তাঁহার পক্ষে বাস্তবিক পর-পুত্র। এ-জন্যই মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন—"নিজ পুত্র হৈতে পর-তনয়-কৃষ্ণেরে" ইত্যাদি। পূর্বেও যে তাঁহারা স্ব-স্ব পুত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহ পোষণ করিতেন, সে-সম্বন্ধেও পরীক্ষিতের এতাদৃশ প্রশ্ন হইতে পারে! স্বীয়-গর্ভজাত সন্তান বলিয়া স্বীয় পুত্রের সঙ্গে প্রত্যেক জননীরই একটা দেহগত সম্বন্ধ থাকে; তাহার ফলে নিজের সন্তানের প্রতি মাতার একটা স্বাভাবিক স্নেহ থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই গোপীদের তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না; যদিও উল্লিখিত লীলায়, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিজের সন্তান বলিয়াই মনে করিতেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বাস্তবিক যশোদার সন্তান। সুতরাং দেহগত সম্বন্ধের অভাবে তাঁহাকে নিজপুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্র মনে করার স্বাভাবিক কোনও হেতু নাই মনে করিয়াই বোধ হয় পরীক্ষিৎ উল্লিখিতরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। পরবর্তী ৫৩-৫৬-পয়ারে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

৫৩। ৫৩-৫৬-পয়ারে গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।৫০-৫৫ শ্লোকের সার মর্মই প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং মূল-ভাগবত-শ্লোকসমূহের আনুগত্যেই এই কয়-পয়ারের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে; নচেৎ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝা যাইবে না। এজন্য এ-স্থলে মূল শ্লোকগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। প্রথমে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ আত্মৈব বল্লভঃ। ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যা স্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥ ভা. ১০।১৪।৫০॥—(শ্রীশুকদেব মহারাজ পরিক্ষিতের নিকটে বলিলেন) হে রাজন্! আত্মাই হইতেছে সকল জীবের বল্লভ; পুত্র-বিত্তাদি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অপর বস্তু যে প্রিয় হয়, তাহা আত্মার বল্লভতাবশতঃই।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্তী "বল্লভঃ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন--"বল্লভঃ লোকদৃষ্ট্যা আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ঃ। —বল্লভ-শব্দের অর্থ হইতেছে, লোকদৃষ্টিতে আত্যন্তিকী প্রীতির বিষয় (অর্থাৎ লোকের দৃষ্টিতে আত্মাই হইতেছে আত্যন্তিকী প্রীতির বিষয়—পরম প্রিয়)।" চক্রবর্তিপাদ এ-স্থলে দেহাত্মবুদ্ধি জীবগণের কথাই বলিয়াছেন। অনাদি-বহির্মুখতা-বশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া জীব স্বীয়-দেহকেই আত্মা—আমি—বলিয়া মনে করে এবং এই দেহকেই পরম-প্রিয় বলিয়া মনে করে; স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদিকেও প্রিয় মনে করে বটে; কিন্তু দেহের সুখ-সাধক বলিয়াই স্ত্রী-পুত্রাদির প্রিয়ত্ব, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের প্রিয়ত্ব নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন লোক নিজেকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীপুত্র-বিত্তাদিকেও ঘরের মধ্যে রাখিয়া নিজে বাহির হইয়া আসে। এজন্য একটা কথা চলিত আছে যে, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি।" এ জন্যই চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—লোকদৃষ্টিতে আত্মাই (যাহাকে লোক "আমি" মনে করে, সেই দেহই) হইতেছে আত্যন্তিকী প্রীতির বিষয়—পরম-প্রিয়। এই আত্মা প্রিয় বলিয়াই পুত্রবিত্তাদি প্রিয় হয়। এ-কথাই শুকদেবও বলিয়াছেন—"তদ্‌রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্। ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥ ভা. ১০।১৪।৫১॥ —হে রাজেন্দ্র! এই কারণেই দেখা যায়, দেহীদিগের (অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি জীবদিগের) স্ব-স্ব-দেহে যেরূপ স্নেহ, তাহাদের মমতাস্পদ পুত্র-বিত্ত-গৃহাদিতে সেইরূপ স্নেহ থাকে না।" ইহার পরেও শুকদেব বলিয়াছেন—"দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম। যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্॥ ১০।১৪।৫২॥ —হে রাজন্যসত্তম! দেহাত্মবাদী (দেহতে আত্মবুদ্ধি-পোষণকারী) লোকগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয়তম, দেহের পশ্চাতে (পরে) জাত পুত্রাদিকে তাহারা তদ্রূপ প্রিয়তম মনে করে না।" ইহার পরে শুকদেব বলিয়াছেন—"দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ। যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ভা. ১০।১৪।৫৩॥ —দেহাত্মবুদ্ধি লোকের নিকটে দেহ অত্যন্ত মমতাস্পদ (পরম-প্রিয়) হইলেও কিন্তু তাহা আত্মার (জীবাত্মার) ন্যায় প্রিয় নহে। যেহেতু, দেখা যায়, এই দেহ জীর্ণ হইয়া মৃত্যু আসন্ন হইলেও বাঁচিয়া থাকিবার আশা বলবতী থাকে।" জীবাত্মা যতক্ষণ দেহে থাকে, ততক্ষণই লোক বাঁচিয়া থাকে। জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার ব্যাপারটিকেই মৃত্যু বলে। যখন দেহ অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়, মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখনও জীবের, বাঁচিয়া থাকার (অর্থাৎ জীবাত্মাকে দেহের মধ্যে রাখার) ইচ্ছা বলবতী থাকে, জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থাতেও বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। ইহাতেই বুঝা যায়, দেহ অপেক্ষাও জীবাত্মা প্রিয়। দেহ সুস্থ থাকে তো ভালই; তাহা না থাকিলেও জীবাত্মা যেন দেহে থাকে—এতাদৃশীই হইতেছে জীবের বলবতী ইচ্ছা। ইহাতেই বুঝা যায়—জীবাত্মা যেরূপ প্রিয়, লোকের নিকটে দেহ সেইরূপ প্রিয় নহে। ইহার পরে শুকদেব বলিয়াছেন—"তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ভা. ১০।১৪।৫৪॥ —অতএব লোকের নিজের আত্মাই (জীবাত্মাই) হইতেছে প্রিয়তম; আত্মার (জীবাত্মার) নিমিত্তই চরাচর জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে।" সর্বশেষে শুকদেব

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াছেন—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীভাবাতি মায়য়া॥ ভা. ১০।১৪।৫৫॥ —হে রাজন্! এই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি অখিল (সমস্ত) আত্মার (জীবাত্মার) আত্মা বলিয়া জানিবে। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে স্বীয় দেহ প্রকটিত করিয়া দেহীর ন্যায় বিরাজিত।" শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবাত্মার আত্মা বলার হেতু হইতেছে এই। গীতা হইতে জানা যায়, অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, জীব বা জীবাত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ তাঁহার চিদ্রূপা জীবশক্তি। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৫॥" আবার, শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় তিনি জীবকে (জীবাত্মাকে) তাঁহার সনাতন অংশও বলিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥ গী॥ ১৫।৭॥" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতেই জানা গেল—জীবাত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ। জীবাত্মা শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ তাহার শক্তিমান্। জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অংশী। শক্তির মূল বা একমাত্র আশ্রয় হইতেছে শক্তিমান্; অংশেরও একমাত্র আশ্রয় অংশী। জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়া, জীবের অস্তিত্ব সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই অপেক্ষা রাখে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবাত্মার আত্মা বলা হইয়াছে। ভা. ১০।১৪।৫৩-৫৪. শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে—অন্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষা জীবাত্মাই হইতেছে লোকের প্রিয়তম। যাঁহার অংশ জীবাত্মা লোকের প্রিয়তম, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে লোকের পক্ষে প্রিয়তম—জীবাত্মা হইতেও প্রিয়তম—হইবে, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন— পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় (বৃ. আ. ১।৪।৮ এবং ২।৪।৫॥)। তাঁহার সহিত জীবাত্মার (জীবের) সম্বন্ধ হইতেছে স্বরূপতঃ প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। তাঁহার সঙ্গে কেবল জীবেরই যে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, তাহা নহে; সকলের সঙ্গেই, তাঁহার পরিকরদের সহিতও, তাঁহার স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ; যেহেতু, তাঁহার পরিকরগণও তাঁহার শক্তি—স্বরূপশক্তি। শক্তিমাত্রের সহিতই শক্তিমানের প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। এজন্য তিনিই সকলের একমাত্র প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেও তিনি প্রিয়। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ বৃ. আ. ১।৪।৮॥" এইরূপে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জীবের এবং পরিকরগণের প্রিয়ত্ববুদ্ধি হইতেছে স্বরূপগত, স্বাভাবিক; ইহা তাঁহাদের স্বরূপগত ভাব বা স্বভাব। আবার, প্রিয়ত্ব-বস্তুটি স্বরূপগতভাবেই পারস্পরিক বলিয়া জীবের এবং পরিকরগণের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়ত্ববুদ্ধি হইতেছে স্বাভাবিক; এইরূপ প্রিয়ত্বের ভাব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও স্বরূপগত ভাব বা স্বভাব। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণই যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; যশোদার পুত্র বলিয়াই অন্য গোপীদের পক্ষে তিনি পরপুত্র। তথাপি তাঁহার সহিত গোপীদের স্বরূপগত প্রিয়ত্বের ভাব বিদ্যমান বলিয়াই তাঁহারা স্ব-স্ব-পুত্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ পোষণ করেন। শ্রীশুকদেব এইরূপেই মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এক্ষণে প্রস্তাবিত ৫৩-পয়ারের অর্থালোচনা করা হইতেছে।

আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ ॥ ৫৪

অতএব পরমাত্মা সভার জীবন।
সেই পরমাত্মা—এই শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরমাত্মা সর্ব্বদেহে বল্লভ বিদিত—সকলের দেহে অবস্থিত পরমাত্মাই যে সকলের বল্লভ (আত্যন্তিকী-প্রীতির বিষয়), তাহা সুবিদিত। ইহার তাৎপর্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। পরমাত্মা-শব্দ, রূঢ়ি-অর্থে জীবান্তর্য্যামীকে বুঝাইলেও মুখ্য অর্থে পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। তিনি "অখিলাত্মনাম্ আত্মা"। কিন্তু পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্ব-রূপে জীবের মধ্যে থাকেন না, তাঁহার অংশ জীবান্তর্যামি-পরমাত্মারূপে এবং তাঁহার চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ জীবাত্মা-রূপে জীবের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন। অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবের দেহে থাকিলেও দেহাত্ম-বুদ্ধি জীব তাহা বুঝিতে পারে না। জীবাত্মার দেহে অবস্থিতির কথাও দেহাত্ম-বুদ্ধি-জীব জানিতে পারে না; কিন্তু বার্ধক্যে জীর্ণ দেহেও জীবের বাঁচিয়া থাকার জন্য বলবতী ইচ্ছা দ্বারা জীবাত্মার প্রতি তাহার অত্যধিক প্রীতির কথা যে জানা যায়, তাহা শুকদেব বলিয়া গিয়াছেন (পূর্বোদ্ধৃত ভা. ১০।১৪।৫৩ শ্লোকে)। সুতরাং "পরমাত্মা সর্ব্বদেহে বল্লভবিদিত"-এই বাক্যে, পরমাত্মা-শব্দে জীবাত্মাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী ৫৪ পয়ারের "আত্মা"-শব্দ হইতেও তাহাই জানা যায় (পরবর্তী ৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ, পূর্বে আলোচিত মূল ভাগবত-শ্লোকেও শুকদেব জীবের দেহে অবস্থিত জীবাত্মার প্রতি জীবের প্রীতির কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং এ-স্থলে 'পরমাত্মা' বলিতে জীবাত্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই, অর্থাৎ তাঁহার শক্তি এবং অংশ জীবাত্মাই, গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

৫৪। **আত্মা বিনে ইত্যাদি**—দেহ যদি আত্মাহীন হয় (দেহ হইতে আত্মা যখন বাহির হয়, আত্মা যখন দেহে থাকে না, তখন), তাহা হইলে সেই লোকের স্ত্রী (কলত্র), পুত্র বা বন্ধু-বান্ধবগণ ততক্ষণে (তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে) সেই দেহকে ঘর হইতে বাহির করে। লোকের মৃত দেহকেই তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি ঘর হইতে বাহির করিয়া থাকে। জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলেই দেহকে মৃত বলা হয়। সুতরাং এ-স্থলে আত্মা-শব্দের অর্থ যে জীবাত্মা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই পয়ারের অভিপ্রায় হইতেছে এইরূপ। লোকের দেহে যতক্ষণ জীবাত্মা থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ লোক জীবিত থাকে, ততক্ষণই তাহার স্ত্রীপুত্র-বন্ধুবান্ধবাদি তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার দেহ হইতে জীবাত্মা যখন বাহির হইয়া যায়, তখন আর সেই জীবাত্মাহীন দেহের প্রতি কাহারও আদর থাকে না। ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—লোকের স্ত্রীপুত্রাদিও বাস্তবিক তাহার জীবাত্মার প্রতিই প্রীতি পোষণ করে, কেবল তাহার দেহের প্রতি নহে। কেবল দেহের প্রতিই যদি প্রীতি থাকিত, তাহা হইলে জীবাত্মাহীন দেহকে ঘর হইতেও বাহির করিত না, ভস্মীভূতও করিত না।

৫৫। **অতএব পরমাত্মা**—এ-স্থলেও পরমাত্মা-শব্দে পূর্বপয়ারোক্ত "আত্মা বা জীবাত্মাকেই"

অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥" ৫৬

এহো কথা ভক্ত প্রতি, অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেহো স্নেহ না করয়ে ॥ ৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বুঝাইতেছে। এই জীবাত্মা যে লোকের প্রিয়তম, তাহা শুকদেবও বলিয়াছেন (পূর্বোদ্ধৃত ভা. ১০।১৪।৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সভার জীবন—সকল জীবের প্রিয়তম। অথবা, এই জীবাত্মা যতক্ষণ দেহে থাকে, ততক্ষণই সকল লোককে জীবিত বলা হয়। সেই পরমাত্মা এই ইত্যাদি—সেই প্রিয়তম জীবাত্মাই হইতেছেন এই শ্রীনন্দ-নন্দন; অর্থাৎ জীবশক্তিরূপে নন্দ-নন্দনই জীবের মধ্যে অবস্থিত। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বিবক্ষায় এ-কথা বলা হইয়াছে।

৫৬। পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে ইত্যাদি—পরমাত্মার স্বভাব (বা স্বরূপগত ধর্ম)-বশতঃ। পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাতে বাৎসল্যবতী ও তাঁহার নিত্য-পরিকর গোপীগণ—ইঁহাদের মধ্যে স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। সেই প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের স্বাভাবিক ধর্ম বশতঃই গোপীগণ স্ব-স্ব-পুত্রগণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহ পোষণ করেন; যেহেতু, তাঁহাদের পুত্রগণ তাঁহাদের প্রিয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহাদের পুত্রগণ অপেক্ষাও তাঁহাদের অধিকতর প্রিয় (পূর্ববর্তী ৫৩-পয়ারের টীকায় ভাগবত-শ্লোকসমূহের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

৫৭। এহো কথা ভক্তপ্রতি—পূর্ববর্তী পয়ারে যে কথা বলা হইল, সে-কথা কেবল ভক্তের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অন্য প্রতি নহে—অন্যের (যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহাদের) সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। পূর্ববর্তী ৫৩-পয়ারের টীকায় ভাগবত-শ্লোকসমূহের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকর-ভক্ত-গণের সহিত এবং জীবমাত্রের সহিতও, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সকলের একমাত্র প্রিয়, সকলের পক্ষে প্রিয়তম এবং সকলও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। তন্মধ্যে যাঁহারা যথাবিধি শুদ্ধা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং ভক্ত হইয়াছেন, ভক্তির প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সমধিক স্নেহ স্বাভাবিক। আর, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর-ভক্ত, অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত; স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের সমধিক স্নেহ থাকে। কিন্তু যাঁহারা অনাদি-বহির্মুখ সংসারী জীব, মায়ার কবলে পতিত হইয়া তাঁহারা দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করেন এবং দেহ-দৈহিক বস্তুতেই তাঁহাদের সমধিক প্রীতি বা স্নেহ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের তত্ত্বতঃ প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ থাকিলেও, দেহ-দৈহিক-বস্তুতে পরম-আবেশবশতঃ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত নহেন; এজন্যই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের কোনওরূপ স্নেহ বা প্রীতি থাকিতে পারে না। এজন্যই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"এহো কথা ভক্ত প্রতি, অন্য প্রতি নহে।" অন্যথা—অন্য প্রকার, ভক্তগণ হইতে অন্য প্রকার, অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত নহেন। অন্যথা জগতে কেহো ইত্যাদি—এই জগতে যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহাদের কেহই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ বা প্রীতি পোষণ করেন না। "কেহো"-স্থলে "কেনে"-পাঠান্তর আছে; অর্থ—জগতে যাঁহারা ভক্ত

'কংসাদিরো, আত্মা কৃষ্ণ, তবে হিংসে কেনে'?
পূর্ব্ব-অপরাধ আছে তাহার কারণে ॥ ৫৮
সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহো তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে ॥ ৫৯
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাঞ্চি।
এইমত সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্যগোসাঞ্চি ॥ ৬০
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপিহ কেহো না জানিল ভক্ত বিনে ॥ ৬১
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ৬২
মোহিয়া সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর ॥ ৬৩
মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত-মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয় ॥" ৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নহেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ করেন না কেন? তাৎপর্য—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ পোষণ করেন না, সেই অভক্তদের সম্বন্ধে পূর্ব-পয়ারোক্ত কথাগুলি প্রযোজ্য হইতে পারে না। পরবর্তী পয়ারে একটি দৃষ্টান্তের সহায়তায় এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

৫৮। কংসাদিরও আত্মা ইত্যাদি—কংসাদির সহিতও তো শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি পোষণ না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করেন কেন? পূর্ব্ব অপরাধ ইত্যাদি—পূর্বসঞ্চিত অপরাধের ফলেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ না করিয়া হিংসা করেন। "কংসাদিরো"-স্থলে "কংসাদি বা"-পাঠান্তর।

৫৯-৬০। শর্করার দৃষ্টান্ত দিয়া উল্লিখিত বক্তব্যটিকে আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কেহো তিক্ত বাসে—কেহ কেহ শর্করাকেও (শর্করা—চিনি) তিক্ত বলিয়া মনে করে। কেন চিনিকে তিক্ত মনে করে? জিহ্বা-দোষের কারণে—জিহ্বায় দোষ আছে বলিয়া। যাহাদের জিহ্বায় তিক্ত পিত্তের আবরণ থাকে, তাহাদের নিকটে স্বভাবতঃ-মিষ্ট শর্করাও তিক্ত বলিয়া মনে হয়। জিহ্বার যে দোষ ইত্যাদি—জিহ্বার দোষেই শর্করা তিক্ত বলিয়া মনে হয়, শর্করার দোষে নহে; শর্করার তিক্তত্ব-দোষ নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে সুস্থ জিহ্বায়ও শর্করার তিক্তত্ব অনুভূত হইত; কিন্তু তাহা হয় না। এই মত সর্ব্বমিষ্ট ইত্যাদি—শর্করা যেমন স্বভাবঃতই মিষ্ট, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যও স্বভাবতঃ মিষ্ট—পরম-মধুর, সুতরাং স্বরূপতঃ সকলেরই স্নেহের বা প্রীতির পাত্র। পিত্ত-দোষিত জিহ্বায় যেমন শর্করা তিক্ত—সুতরাং আদরের জিনিস নহে—বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ মায়া-কলুষিত-চিত্ত জীবের নিকটে, সকলের একমাত্র প্রিয় (সর্ব্বমিষ্ট) শ্রীচৈতন্যও প্রিয় বলিয়া মনে হয় না। পূর্ববর্তী ৪৪-পয়ারের তাৎপর্যই এ-স্থলে কথিত হইয়াছে।

৬১। "এই নবদ্বীপেতে"-স্থলে "যেই নবদ্বীপে ত"-পাঠান্তর।

৬৩। মোহিয়া—স্বীয় স্বরূপগত স্বভাবে সকলের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া। অগ্রজ লইয়া—বড় ভাই শ্রীবিশ্বরূপকে সঙ্গে লইয়া। পূর্ববর্তী ৪০ পয়ারে বলা হইয়াছে, ভোজনের সময়ে, বিশ্বরূপকে নেওয়ার জন্য শচীমাতা নিমাইকে অদ্বৈতের সভায় পাঠাইয়াছিলেন।

৬৪। পূর্ববর্তী ৩৮-পয়ারে কথিত নিমাইর নিরুপম মাধুর্য দর্শনে শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে চিন্তা

সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈতে।
“কোনো বস্তু এ বালক জানিহ নিশ্চিতে॥” ৬৫
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন॥ ৬৬
নাম-মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুন সেই আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥ ৬৭
না ভায় সংসারসুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্ত্তনে॥ ৬৮
গৃহে আইলেও গৃহব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণুগৃহের ভিতরে॥ ৬৯
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা॥ ৭০
‘ছাড়িব সংসার’ বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
‘চলিবাঙ বনে’—নিত্য এই মনে জাগে॥ ৭১
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে॥ ৭২
জগতে বিদিত নাম ‘শ্রীশঙ্করারণ্য’।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥ ৭৩
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী-জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়॥ ৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিতে লাগিলেন। কি চিন্তা করিলেন? প্রাকৃত মানুষ ইত্যাদি—এই বালক (নিমাই) কখনও প্রাকৃত মনুষ্য (প্রাকৃত জীব—সাধারণ মানুষ) নহেন।

৬৫। শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে উল্লিখিতরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত ভক্তদের নিকটে বলিলেন, **কোনো বস্তু এ-বালক** ইত্যাদি—এই বালক প্রাকৃত মনুষ্য (অর্থাৎ জীব-তত্ত্ব) নহেন। তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিও, এই বালক নিমাই কোনও এক অপূর্ব বস্তু—ইহাতে তোমরা কোনওরূপ সন্দেহ পোষণ করিও না। শ্রীনিমাই যে জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু ভগবত্তত্ত্ব, শ্রীঅদ্বৈত তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। “কোন্ বস্তু এ বালক না জানি”-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য্য—এই বালক নিশ্চয়ই ভগবত্তত্ত্ব; তবে কোন্ ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা এখনও আমি জানিতে পারি নাই।

৬৭। **নাম-মাত্র** ইত্যাদি—বিশ্বরূপ নামে মাত্রই গৃহে গেলেন, কিন্তু গৃহে বেশীক্ষণ থাকিলেন না; আহারের পরেই আবার অদ্বৈতের গৃহে আসিলেন। “সেই আইলেন”-স্থলে “আইলেন শীঘ্র”-পাঠান্তর আছে।

৬৮। **না ভায়**—ভাল লাগে না।

৬৯। **গৃহ-ব্যাভার**—গৃহস্থের ন্যায় ব্যবহার (আচরণ); বৈষয়িক কাজকর্ম।

৭১। **নিত্য**—সর্বদা, নিরবচ্ছিন্নভাবে। “নিত্য”-স্থলে “মাত্র”-পাঠান্তর আছে। অর্থ—আমি সংসার ছাড়িয়া বনে যাইব-এইরূপ কথাই সর্বদা তাঁহার মনে জাগে, অন্য কোনও কথা জাগে না।

৭৩। **অনন্ত-পথে**—অনন্তের (অসীম পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) পথে (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পথে, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল সাধন-পথে)।

৭৪। **দগ্ধ হইলা হৃদয়**—আগুন যেমন কোনও বস্তুকে দগ্ধ করে (পুড়াইয়া ফেলে), বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখের জ্বালাও তেমনি শচী-জগন্নাথের হৃদয়কে (চিত্তকে) দগ্ধ করিয়া দিল। ছন্দের মিল রাখার জন্য “দগ্ধ-হৃদয় হইলা”-স্থলে “দগ্ধ হইল হৃদয়” লিখিত হইয়াছে।

গোষ্ঠী-সহে ক্রন্দন করয়ে উর্দ্ধ-রা'য়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌররায় ॥ ৭৫
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী ॥ ৭৬
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সভে বহু করিলা ক্রন্দন ॥ ৭৭
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিঞা দুঃখ নাহি পায় ॥ ৭৮
জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে 'বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ!' ॥ ৭৯
পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধয়ে যত বন্ধুবান্ধব সকল ॥ ৮০
"স্থির হও মিশ্র! কেনে দুঃখ ভাব মনে?
সর্ব্বগোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে ॥ ৮১
গোষ্ঠীয়ে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥ ৮২
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা-সম্বন্ধ তাহার ॥ ৮৩
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়।"
এত বলি সকলে ধরয়ে হাথে-পা'য় ॥ ৮৪
"এই কুলে ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইব তোমার বংশধর ॥ ৮৫
ইহা হৈতে সর্ব্ব-দুঃখ ঘুচিব তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিব, এ পুত্র যাহার ॥" ৮৬
এইমত সভে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ ৮৭
যে-তে-মতে ধৈর্য্য করে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাসরয় ॥ ৮৮
মিশ্র বোলে "এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে ॥" ৮৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৫। উর্দ্ধ রা'য়—উচ্চস্বরে। রা'য়—রায়ে, শব্দে, স্বরে। "অমুক লোক 'রা' করে না" ইত্যাদি স্থলে "রা"-শব্দে কথা বা শব্দ বুঝায়। "রা" করে না—কথা বলে না, শব্দ করে না।

৭৬। জগন্নাথপুরী—জগন্নাথ মিশ্রের পুরী (গৃহ)।

৭৭। "দেখিয়া"-স্থলে "শুনিঞা"-পাঠান্তর; অর্থ—সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া। "সভে বহু"-স্থলে "ঘরে বড়" এবং "সভে মেলি"-পাঠান্তর আছে।

৮০। "যত"-স্থলে "বড়"-পাঠান্তর। বড়—অত্যন্ত, পুনঃ পুনঃ (প্রবোধ দেন)।

৮৩। বিদ্যাসম্বন্ধ—বিদ্যাশিক্ষার সহিত সম্বন্ধ বা সংযোগ; বিদ্যাশিক্ষা। "সম্বন্ধ"-স্থলে "সম্পূর্ণ"-পাঠান্তর আছে। বিদ্যাশিক্ষা যদি ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্তি জন্মায়, তাহা হইলেই তাহার সার্থকতা।

৮৮। "যে-তে-মতে"-স্থলে "যত মতে"-পাঠান্তর।

৮৯। এই পুত্র—নিমাই। ইহাতে—এই বিষয়ে; নিমাই যে বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাস না করিয়া ঘরে থাকিবে, সেই বিষয়ে। প্রমাণ মোর ইত্যাদি—আমার চিত্তে বিশ্বাস জন্মে না; শাস্ত্র-প্রমাণের উপর সৎলোকদিগের যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে না। "প্রমাণ"-স্থলে "প্রবোধ"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—বন্ধুবান্ধবগণকে মিশ্রঠাকুর বলিতেছেন,—তোমরা যে বলিতেছ, নিমাই ঘরে থাকিয়া আমার বংশধর হইবে, তোমাদের এই কথাতে আমার চিত্ত প্রবোধ (সান্ত্বনা) পাইতেছে না।

দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা, হইল সে-ই সে ॥ ৯০
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেকো শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ! সমর্পিল তোমা' ঠাঞি ॥" ৯১
এইরূপে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহা-ধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির ॥ ৯২
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর ॥ ৯৩
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্ম্মফাঁস ॥ ৯৪
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিঞা ভক্তগণ।
হরিষ-বিষাদ সভে করে অনুক্ষণ ॥ ৯৫
"যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণকথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা' সভাকার ॥ ৯৬
আমরাও না রহিব চলিবাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ- লাক-মুখ না দেখি যেখানে ॥ ৯৭
পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎপথে সর্ব্ব-লোক রত ॥ ৯৮
'কৃষ্ণ' হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা-সুখে ॥ ৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯১। এই পয়ারে "শক্তি"-শব্দের সহিত "স্বতন্ত্র"-শব্দের সম্বন্ধ। পয়ারের প্রথমার্ধের অন্বয়—"জীবের তিলার্দ্ধেকও স্বতন্ত্র শক্তি নাই।" জীব স্বতন্ত্র (স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামত যাহা কিছু করিতে সমর্থ) নহে, পরন্তু ঈশ্বর-পরতন্ত্র; সুতরাং জীবের শক্তিরও স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পায় না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই স্বতন্ত্র-তত্ত্ব; যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে সমর্থ। এইরূপ তত্ত্ব বিচার করিয়া মিশ্রঠাকুর সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। **দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ! সমর্পিল তোমা ঠাঞি**—হে শ্রীকৃষ্ণ। আমি আমার দেহকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম; আমার সম্বন্ধে যাহা করিবার জন্য তোমার ইচ্ছা হয়, তাহাই তুমি করিবে। "তোমা"-স্থলে "তাঁর"-পাঠান্তর। অথবা "স্বতন্ত্র জীবের" ইত্যাদি বাক্যের এইরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা, যাহারা মা. প্রভাবে নিজেদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, সুতরাং নিজেদের শক্তিতেই যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারে বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ তাহা করিবার তিলার্ধেক (অতি সামান্য মাত্র) শক্তিও তাহাদের নাই। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সমস্ত হয়। এ-সমস্ত ভাবিয়া মিশ্রঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচরণেই আত্মসমর্পণ করিলেন।

৯৩। **নিত্যানন্দ-স্বরূপের ইত্যাদি**—ব্রজের বলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীবিশ্বরূপ হইতেছেন পরব্যোমের সঙ্কর্ষণের এক প্রকাশরূপ (১।২।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং সেই সঙ্কর্ষণ হইতেছেন বলরামের (সুতরাং নিত্যানন্দেরও) এক অংশ। অংশ ও অংশীর অভেদ-বিবক্ষাতেই বিশ্বরূপকে নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ-শরীর (অভিন্ন-দেহ) বলা হইয়াছে।

৯৪। **কর্ম্মফাঁস**—মায়াজনিত কর্মবন্ধন। "ফাঁস"-স্থলে "পাস"-পাঠান্তর। পাস—বন্ধন।

৯৫। **হরিষ-বিষাদ**—হর্ষ ও দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ভাবিয়া হর্ষ; কিন্তু বিশ্বরূপের মুখে আর কৃষ্ণকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য হইবে না ভাবিয়া বিষাদ।

৯৯। "নাম"-স্থলে "বোল"-পাঠান্তর। বোল—কথা। **মিথ্যাসুখ**—সংসার-সুখ (১।৫।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

বুঝাইলে কেহো কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো উপহাস সে করয়॥ ১০০
'কৃষ্ণ ভজি তোমার হইল কোন্ সুখ ?
মাগিয়া সে খাও, আরো বাড়ে যত দুঃখ॥' ১০১
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস।
"বনে চলিবাঙ" বলি সভে ছাড়ে শ্বাস॥ ১০২
প্রবোধেন সভারে অদ্বৈত মহাশয়।
"পাইবা পরমানন্দ সভেই নিশ্চয়॥ ১০৩
এবে বড় বাসোঁ মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি 'কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ'॥ ১০৪
সভে 'কৃষ্ণ' গাওসিয়া পরম-হরিষে।
এথাই দেখিবা কৃষ্ণ কথোক দিবসে॥ ১০৫
তোমা 'সভা' লই হইব কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে অদ্বৈত হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥ ১০৬
কদাচিত যাহা পায়ে শুক বা প্রহ্লাদ।
তোমা' সভার ভৃত্যেও সে পাইব প্রসাদ॥" ১০৭
শুনি অদ্বৈতের অতি-অমৃত-বচন।
পরানন্দে 'হরি' বোলে সর্ব্বভক্তগণ॥ ১০৮
'হরি' বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সভার॥ ১০৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৪। এবে বড় বাসোঁ ইত্যাদি—এক্ষণে আমার চিত্তে আমি অত্যন্ত উল্লাস (আনন্দ) অনুভব করিতেছি। তাহাতে আমার মনে হইতেছে, হেন বুঝি ইত্যাদি—আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বোধ হয় কোনও স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৷৫৷৬৪-৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। রঙ্গীয়া গৌর-সুন্দর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিতই রঙ্গ করেন। তাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ন্যায় পরম-ভক্তের নিকটেও একই সময়ে নিজের স্বরূপের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করিলেন না। ইহাই বোধ হয় রসাস্বাদনের রীতি। অথবা, শ্রীঅদ্বৈতের উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির জন্যই প্রভুর এই ভঙ্গী।

১০৫। গাওসিয়া—গান কর। পাঠান্তর—"গাও গিয়া"। কথোক দিবসে—কিছু কাল পরে। শ্রীঅদ্বৈত যাঁহাকে "প্রাকৃত মানুষ" নহেন বলিয়াছেন (১৷৫৷৬৪), সেই বালক নিমাই যে কৃষ্ণচন্দ্র, এইরূপ ভাব কি শ্রীঅদ্বৈতের চিত্তে জাগিয়াছিল ? নচেৎ তিনি বলিলেন কেন—"এথাই দেখিবা কৃষ্ণ কথোক দিবসে।" ?

১০৬-১০৭। পূর্ববর্তী ১০৫ পয়ারে অদ্বৈতাচার্য ভক্তগণকে বলিয়াছেন—"এথাই দেখিবা কৃষ্ণ কথোক দিবসে।" অর্থাৎ কিছু দিন পরে এই নবদ্বীপেই তোমরা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে। এই পয়ারে বলিয়াছেন, তোমা সভা লই ইত্যাদি—এই নবদ্বীপেই তোমাদের সকলকে লইয়া (সকলের সঙ্গে) সেই কৃষ্ণের বিলাস (লীলা) হইবে। তবে সে অদ্বৈত ইত্যাদি—তবে (তাহা হইলেই, তোমাদের সহিত এই নবদ্বীপে কৃষ্ণের বিলাস হইলেই, তাহার সংশ্রবে আসিয়া) অদ্বৈত (অদ্বৈতনামক আমি) শুদ্ধ কৃষ্ণদাস হঙ (হইতে পারিব)। অথবা অদ্বৈত নামক এই আমি যদি শুদ্ধ কৃষ্ণদাস হই, তাহা হইলে আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্যই হইবে। এইরূপ অর্থে, অদ্বৈতের মধ্যে "শুদ্ধ কৃষ্ণদাসত্বের" অভিমান সূচিত হয় বলিয়া ইহা শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। ১৷২৷১৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সে পাইব প্রসাদ—সেই কৃপা পাইবে। এ-স্থলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ব্রজপ্রেমের কথাই বলিয়াছেন।

শিশু-সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ীর ভিতর ॥ ১১০
"কি কার্য্যে আইলা বাপ!" বোলে ভক্তগণে।
প্রভু বোলে "তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে?" ১১১
এত বলি প্রভু শিশু-সঙ্গে ধাই যায়।
তথাপি না জানে কেহো প্রভুর মায়ায় ॥ ১১২
যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির ॥ ১১৩
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে ॥ ১১৪
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥ ১১৫
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সভারে ঠেকায় ॥ ১১৬
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সভেই প্রশংসে।
সভে বোলে "ধন্য পিতা-মাতা হেন বংশে ॥" ১১৭
সন্তোষে কহেন সভে জগন্নাথ-স্থানে।
"তুমি ত কৃতার্থ মিশ্র! এহেন নন্দনে ॥ ১১৮
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব অধ্যয়নে ॥ ১১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১০। বাড়ীর ভিতরে—শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীর মধ্যে।

১১১। তোমরা মোরে ডাকিলে কেনে—ভক্তগণ যে "হরি হরি" বলিয়াছেন, তাহার কথাই প্রভু বলিলেন, অথবা লীলাশক্তি প্রভুর মুখে একথা বলাইলেন (১।৪।৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। লীলাশক্তি এ-স্থলে জানাইলেন—প্রভুই তাঁহাদের "হরি"।

১১২। তথাপি—তিনিই যে ভক্তদের "হরি"-একথা প্রভুর নিজমুখে শুনিলেও। মায়ায়—যোগ-মায়ার বা লীলাশক্তির প্রভাবে। এই মায়া জড়রূপা মায়া নহে; কেন না, জড়রূপা মায়া ভগবদ্ভক্তদের উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। "না জানে"-স্থলে "না চিনে"-পাঠান্তর আছে।

১১৩। কিছু হইলা সুস্থির—চাঞ্চল্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। "কিছু"-স্থলে "চিত্ত"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর প্রভুর চিত্ত সুস্থির হইল; তাঁহার চপলতা সম্পূর্ণ-রূপে দূরীভূত হইল।

১১৪। বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখ যাহাতে শচী-জগন্নাথ ভুলিয়া থাকিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রভু সর্বদাই পিতামাতার নিকটে থাকিতেন। "যেন"-স্থলে "সদা"-পাঠান্তর। সদা—সর্বদা।

১১৬। যে-সূত্রের প্রতি প্রভু একবার দৃষ্টিপাত করেন, দৃষ্টিমাত্রেই সে-সূত্রের তাৎপর্য প্রভু বুঝিতে পারেন। সেই দৃষ্টিপাতের পরে তৎক্ষণাৎ আর একবার নিকটবর্তী পড়ুয়াদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই সূত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না; এইভাবে প্রভু তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন। বস্তুতঃ প্রভু তো সর্বজ্ঞ; তাঁহার অধ্যয়ন হইতেছে তাঁহার নরলীলার একটি ভঙ্গীমাত্র। উলটিয়া—ফিরিয়া। ঠেকায়—পরাজিত করে। সূত্র—অল্পাক্ষরে বা সংক্ষেপে সারগর্ভ বাক্য। ১।৬।৫৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। 'সূত্র'-শব্দে এ-স্থলে ব্যাকরণের সূত্র বুঝায়।

১১৯। অধ্যয়নে—পাঠে, বিদ্যায়। "বিদ্যাবানে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ বৃহস্পতি হইতেও অধিক বিদ্বান্ হইবেন।

শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে॥ ১২০
শুনিঞা পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুন চিত্তে বড় হয় বিমরিষ॥ ১২১
শচী প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
"এহো পুত্র না রহিব সংসার-ভিতর॥ ১২২
এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিল 'সংসার সত্য নহে তিলমাত্র'॥ ১২৩
সর্ব্ব-শাস্ত্র-মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥ ১২৪
এহো যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান।
ছাড়িয়া সংসারসুখ করিব পয়ান॥ ১২৫
এই পুত্র সবে দুইজনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুইজনের মরণ॥ ১২৬
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি।
মূর্খ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥" ১২৭
শচী বোলে "মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে?
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিব কোন জনে॥" ১২৮
মিশ্র বোলে "তুমি ত অবুধ বিপ্রসুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা কৃষ্ণ সভার রক্ষিতা॥ ১২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২০। শুনিলেই ইত্যাদি—নিমাই পাঠ্য-পুস্তকের, বা অপর কোনও বিষয়ের, যাহা কিছু শুনেন, শুনামাত্রেই, অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজেই, তাহার যত রকম অর্থ হইতে পারে, ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রকাশ করেন। বাখানে—ব্যাখ্যা করে। ফাঁকি—কোনও সিদ্ধান্তে বাস্তবিক কোনও অসঙ্গতি না থাকিলেও চাতুরীপূর্ব্বক অসঙ্গতি প্রদর্শনকে ফাঁকি বলে। কৌতুকবশতঃ কোনও বাস্তব বিষয়কে অবাস্তব বলিয়া, অথবা অবাস্তব বিষয়কে বাস্তব বলিয়া, ব্যক্ত করাকেও ফাঁকি বলে।

তান ফাঁকি বাখানিতে—তাঁহার (নিমাইর) ফাঁকির ব্যাখ্যা করিতে। যেখানে বাস্তবিক সিদ্ধান্তের কোনও অসঙ্গতি নাই, চাতুরীপূর্ব্বক নিমাই যখন সেখানেও অসঙ্গতি দেখায়েন, তখন নিমাই-কথিত অসঙ্গতি যে বাস্তবিক অসঙ্গতি নহে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। "বাখানিতে"-স্থলে "প্রবোধিতে"-পাঠান্তর আছে; তাৎপর্য একই। নারে—পারে না।

১২১। স্বীয় পুত্র নিমাইর গুণের কথা লোকের মুখে শুনিয়া পুত্রস্নেহবতী শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন। জননী হরিষ—জননীর হর্ষ (আনন্দ)। কিন্তু নিমাইর অসাধারণ গুণের কথা শুনিয়া মিশ্র-ঠাকুর অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হয়েন। তাঁহার চিন্তা ও দুঃখের কারণ পরবর্তী ১২২-২৭-পয়ারে বলা হইয়াছে। "পুন"-স্থলে "শুনি" এবং "হয়"-স্থলে "করে"-পাঠান্তর আছে। বিমরিষ—বিমর্ষ; চিন্তা ও দুঃখ।

১২৫। পয়ান—প্রয়াণ, প্রস্থান, গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ।

১২৮। জীবেক—জীবিত থাকিবে, বাঁচিয়া থাকিবে। কন্যাও না দিবে—বিবাহের জন্য কন্যা-দানও করিবে না।

১২৯। অবুধ—অবোধ, বুদ্ধিহীন। বিপ্রসুতা—ব্রাহ্মণ-কন্যা। "পিতা"-স্থলে "সেই" এবং "ভর্ত্তা"-পাঠান্তর আছে। ভর্ত্তা—ভরণ (পোষণ)-কর্ত্তা।

জগত পোষণ করে জগতের নাথ ।
'পাণ্ডিত্যে পোষয়ে' কেবা কহিল তোমাত ॥ ১৩০
কিবা মূর্খ, কিবা পণ্ডিত, যাহার যেখানে ।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হৈব আপনে ॥ ১৩১
কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল ।
সভারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্ব-বল ॥ ১৩২
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত ।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ॥ ১৩৩
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে ।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥ ১৩৪
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ ।
কৃষ্ণ সে সভারে করে পোষণ পালন ॥" ১৩৫

তথাহি—
"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্ ।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ ॥" ১ ॥

"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে ।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে ॥ ১৩৬
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন ।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটিকোটি ধন ॥ ১৩৭
যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ ॥ ১৩৮
কিছু বিলসিতে নারে, দুঃখে পুড়ি মরে ।
যার নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে ॥ ১৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩০। জগতের নাথ—জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ। পোষণ—পালন। পাণ্ডিত্যে—বিদ্যাবত্তা। পোষয়ে—পালন করে। তোমাত—তোমাকে।

১৩২। সর্ব্ব-বল—সর্বশক্তি-সম্পন্ন ; অথবা, সকলের একমাত্র বল বা সম্বল, একমাত্র আশ্রয়।

১৩৩। আমাত—আমাতে, অথবা আমাকে। "ঘরে কেনে নাহি"-স্থলে "ঘরেতে নাহি" এবং "ঘরে তভো নাহি"-পাঠান্তর।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য (যে-ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দের চরণের আরাধনা করে না, তাহার), অনায়াসেন (বিনা আয়াসে, বিনা কষ্টে, মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব না করিয়া, সুখে) মরণং (মৃত্যু), দৈন্যেন বিনা (দারিদ্র্যহীন) জীবনং (জীবন) কথং (কিরূপে) ভবেৎ (হইতে পারে ?) ॥ ১।৫।১ ॥

অনুবাদ। যে-লোক শ্রীগোবিন্দের চরণের আরাধনা করে না, তাহার বিনা কষ্টে বা সুখে মৃত্যু এবং দারিদ্র্যহীন জীবন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? (অর্থাৎ হইতে পারে না) ॥ ১।৫।১ ॥

ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। পরবর্তী ১৩৬-৪০ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য কথিত হইয়াছে।

১৩৮। উপভোগ—ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের উপকরণ, ধন-বিত্তাদি। পাঠান্তর—"যার যার গৃহেতে আছয়ে উপভোগ" এবং "উত্তম উপভোগ"।

১৩৯। বিলসিতে নারে—রোগ থাকে বলিয়া উপভোগের দ্রব্য ভোগ করিতে পারে না। দুঃখে—ভোগ করিতে পারে না বলিয়া দুঃখ। "দুঃখ"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর আছে। দেখি—দেখিতেছি। অথবা, উপভোগের দ্রব্য দেখিয়া, তাহা ভোগ করিতে পারে না বলিয়া দুঃখে পুড়িয়া মরে। যার নাহি ইত্যাদি—যাহার ঘরে কোনও উপভোগের দ্রব্য নাই, ভোগ করিতে পারে না

এতেকে জানিহ, থাকিলেও কিছু নহে।
যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা, সে-ই সত্য হয়ে॥ ১৪০
এতেকে না কর চিন্তা পুত্রপ্রতি তুমি।
'কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র' কহিলাঙ আমি॥ ১৪১
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার॥ ১৪২
আমার-সভারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা, তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥ ১৪৩
'পড়িয়া নাহিক কার্য্য' বলিল তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥" ১৪৪
এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বোলে "শুন বাপ! আমার উত্তর॥ ১৪৫
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার॥ ১৪৬
যে তোমার ইচ্ছা বাপ! তাই দিব আমি।
গৃহে বসি পরমমঙ্গলে থাক তুমি॥" ১৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া তাহারও দুঃখ হয়; কিন্তু যাহার গৃহে উপভোগের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণ আছে, অথচ রোগাদিবশতঃ ভোগ করিতে পারে না, তাহার দুঃখ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। "যার নাহি তাহা হৈতে"-স্থলে "যার ভক্তি-ধন নাহি" এবং "যার নাহি তাহাতেও"-পাঠান্তর আছে।

১৪২-৪৩। "আছয়ে" স্থলে "বসয়ে" এবং "দুঃখ" স্থলে "চিন্তা" পাঠান্তর। বসয়ে—বাস করে, থাকে। চিন্তা—ভরণ-পোষণের জন্য চিন্তা। আমার-সভারে—আমাদের সকলের। "আমার অভাবে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—আমার অবর্তমানে, আমি যদি মরিয়াও যাই।

১৪৭। পূর্ববর্তী ১২২ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪৭ পয়ার পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শচীদেবীর প্রতি মিশ্রবরের উক্তি; মধ্যে ১২৮ পয়ারে শচীমাতার উক্তিও আছে। এ-সমস্ত উক্তি দেখিলে মনে হইতে পারে—"পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীব যে-সকল কথা বলিয়া থাকে, শচী-জগন্নাথও সে-সকল কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাও মায়াবদ্ধ সংসারী লোক।" কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তাঁহারা অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবও নহেন এবং পুত্রের প্রতি মায়াবদ্ধ জীবের স্নেহের যে স্বরূপ, নিমাইর প্রতি শচী-জগন্নাথের স্নেহের স্বরূপও তদ্রূপ নহে। গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তি হইতেই যে তাহা জানা যায়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ববর্তী ১।৫।৪৭-পয়ারে গ্রন্থকার পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন—গোকুলেশ্বর-গোকুলেশ্বরী নন্দ-যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণই গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১।১।১০৬-পয়ারেও শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। অন্যত্রও বহুস্থলে গ্রন্থকার তাহা বলিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ-কালে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যপরিকর পিতা-মাতার যোগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; অপর কাহাকেও পিতা বা মাতা করিয়া কখনও অবতীর্ণ হয়েন না। তিনি যখন পূর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন নন্দ-যশোদার যোগেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। আবার, তিনি যখন অংশ-স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন নন্দ-যশোদার অংশ-স্বরূপকে পিতা-মাতা করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-পরিকররূপে তাঁহার পিতা-মাতা নন্দ-যশোদা জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারা হইতেছেন তাঁহার সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্তবিগ্রহ। নন্দ-যশোদার অংশ বলিয়া তাঁহার অংশ-স্বরূপের পিতামাতাও হইতেছেন সন্ধিনী-প্রধানা

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বরূপশক্তিরই মূর্তবিগ্রহ, তাঁহার জীবশক্তির অংশ জীব-তত্ত্ব নহেন। স্বয়ংভগবান্ পূর্ণতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্ররূপে শচী-জগন্নাথের যোগে অবতীর্ণ হয়েন, তখন নন্দ-যশোদাই জগন্নাথমিশ্র-শচীদেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং শচী-জগন্নাথ যে তাঁহার জীবশক্তির অংশ জীব-তত্ত্ব নহেন, পরন্ত সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্তবিগ্রহ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গ্রন্থকার ১।১।৭২-পয়ারে জগন্নাথ মিশ্রকে "বসুদেবপ্রায়" এবং ১।১।৭৩-পয়ারে শচীদেবীকে "দ্বিতীয় দেবকী" বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। বসুদেব-দেবকী যেমন তত্ত্বতঃ, সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি, শচী-জগন্নাথও তেমনি তত্ত্বতঃ সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি। তাঁহারা যখন জীবতত্ত্ব নহেন, তখন তাঁহাদের অনাদি বহির্মুখতাও কল্পনার অতীত, মায়াবদ্ধতাও কল্পনার অতীত; যেহেতু, দুর্দৈববশতঃ জীবই অনাদিবহির্মুখ হইতে পারে এবং অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হয়। স্বরূপ-শক্তিকে সুতরাং—সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত-বিগ্রহ শচী-জগন্নাথকে—মায়া স্পর্শও করিতে পারে না। তবে নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর বলিয়া তাঁহাদেরও নর-অভিমান; তাঁহারাও নিজেদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করেন, বাস্তবিক তাঁহারা মানুষ—জীবতত্ত্ব—নহেন। শচী-জগন্নাথ অনাদিকাল হইতেই গৌরচন্দ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধবাৎসল্য পোষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার বাৎসল্যের ন্যায়, গৌরের প্রতি শচী-জগন্নাথের বাৎসল্যও এত গাঢ় যে, তাহার মধ্যে গৌর-সম্বন্ধে ঐশ্বর্যের জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ করিতে পারে না। সেজন্য, নন্দ-যশোদা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পুত্রমাত্র মনে করেন, শচী-জগন্নাথও তদ্রূপ গৌরকে নিজেদের পুত্রমাত্রই মনে করেন। এই পুত্রের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্য বা স্নেহও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি। পক্ষান্তরে, অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের পুত্রস্নেহ হইতেছে মায়াশক্তির বৃত্তি। কেন না, জীবস্বরূপে স্বরূপ-শক্তি নাই। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ"-ইত্যাদি বি. পু. ১।১২।৬৯-শ্লোক এবং তাহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ তাহা স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া গিয়াছেন। "হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সত্তা, সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠান-ভূতে ত্বয়ি এব, নতু জীবেষু॥ স্বামিপাদ॥" মায়াবদ্ধজীবের পুত্রস্নেহ মায়াশক্তির বৃত্তি বলিয়া তাহা হইতেছে সংসার-বন্ধনজনক। কিন্তু শচী-জগন্নাথের গৌরের প্রতি যে-পুত্রস্নেহ, কিংবা নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে-স্নেহ, তাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া তদ্রূপ বন্ধন-জনক নহে। স্বরূপশক্তি তদ্রূপ বন্ধন তো জন্মায়ই না, বরং মায়াবদ্ধ জীবের মায়াজনিত সংসার-বন্ধনকে সম্পূর্ণ-রূপে অপসারিত করিতে পারে একমাত্র স্বরূপ-শক্তিই। এইরূপে দেখা গেল—গৌরের প্রতি শচী-জগন্নাথের যে-পুত্রস্নেহ, তাহার স্বরূপ, মায়াবদ্ধ জীবের পুত্রস্নেহের স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ। অথচ তাহাদের বাহিরে দৃশ্যমান বা অনুভূয়মান লক্ষণ অনেকটা এক রকম—১।৫।১৭ পয়ারের টীকায় কথিত স্যাকারিন্ ও চিনির মতন, অথবা হরিদ্রাবর্ণের বস্তুসমূহের মতন। হরিদ্রা-বর্ণের যত বস্তু দেখা যায়, তাহাদের সমস্তগুলিই হরিদ্রার রসে রঞ্জিত নহে। প্রাকৃত জগতের

এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তরে।
পঢ়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভরে॥ ১৪৮
নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য, পঢ়িতে না যায়॥ ১৪৯
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুন প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে॥ ১৫০
কিবা নিজগৃহে প্রভু কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায়, তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে॥ ১৫১
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্বরাত্রি শিশু-সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥ ১৫২
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ-প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥ ১৫৩
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে॥ ১৫৪
গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, শিশু-সংহতি পলায়॥ ১৫৫
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মায়াশক্তির বৃত্তিবিশেষ বাৎসল্য বা স্নেহই হউক, কি বা ভগবৎ-পরিকরদের স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ বাৎসল্য বা স্নেহই হউক, সকল প্রকারের বাৎসল্য বা স্নেহই বাৎসল্যের বা স্নেহের পাত্র সন্তানাদির প্রতি পিতামাতাদির মমতা-বুদ্ধি জন্মায় এবং সন্তানাদি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তজ্জন্য বাসনা জন্মায়। মায়াবদ্ধ জীবের বাৎসল্য বা স্নেহ মায়িক বস্তু বলিয়া এবং মায়া স্ব-সুখ-বাসনা জন্মায় বলিয়া, মায়াবদ্ধ জীবের স্নেহ সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে না; এজন্য প্রাকৃত জগতে স্বীয় ক্ষুন্নিবৃত্তি-আদির জন্য সন্তানকে বিক্রয় করিতেও দেখা যায়। কিন্তু ভগবৎ-পরিকরদের স্নেহ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং স্বরূপ-শক্তি কখনও স্ব-সুখ-বাসনা জন্মায় না বলিয়া, সর্বদা স্নেহের পাত্রের সুখের বাসনাই জন্মায় বলিয়া, নিমাইর প্রতি শচী-জগন্নাথের বিশুদ্ধ (অর্থাৎ মায়াগন্ধ-লেশহীন শুদ্ধ) স্নেহ তাঁহাদের চিত্তে কেবল নিমাইর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনাই জাগাইয়া থাকে। তাই নিমাই যাহাতে সর্বদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারেন, যাহাতে সন্ন্যাসের দুঃখ-ভোগ তাঁহাকে করিতে না হয়, সে-জন্য শচী-জগন্নাথের বাসনা উৎকণ্ঠাময়ী হইয়া উঠে। তাহার ফলেই তাঁহারা ১২২-৪৭ পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন এবং মিশ্র-ঠাকুরও নিমাইর অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিমাইর প্রতি শচী-জগন্নাথের যে-বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, নিমাইকে সেই বাৎসল্য-রসের আস্বাদন পাওয়াইবার জন্য এবং পরবর্তী ১৫১-৫৮ পয়ারসমূহে কথিত সমবয়স্ক শিশুরূপ পরিকরগণের সখ্য-রস আস্বাদন করাইবার জন্য, মিশ্র-ঠাকুরের কার্যে লীলাশক্তিও বাধা-সৃষ্টি করেন নাই। অন্যত্রও মিশ্র-ঠাকুরের বা শচীদেবীর এতাদৃশ আচরণ যে-যে-স্থলে দৃষ্ট হইবে, সে-সে-স্থলে এইরূপ সমাধান মনে করিতে হইবে।

১৫০। বিদ্যারস—অধ্যয়নের আনন্দ।

১৫৪। যার বাড়ী—যাহার বাড়ীতে (গৃহে)। "বাড়ী"-স্থলে "ঘরে"-পাঠান্তর।

১৫৬। "কারো ঘরে দ্বার দিয়া"-স্থলে "কাহারো ঘরের দ্বার"-পাঠান্তর। লঘ্বী—মূত্রত্যাগ, প্রস্রাব। গুর্ব্বী—মলত্যাগ।

কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায়॥ ১৫৭
এইমত দিনরাত্রি ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ-সঙ্গে ক্রীড়া করে সর্ব্বদায়॥ ১৫৮
এতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিহ মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥ ১৫৯
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায়ে প্রভু ক্রোধিত-অন্তর॥ ১৬০
বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্য-হাণ্ডীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন॥ ১৬১
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন একমনে।
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥ ১৬২
বর্জ্য-হাঁড়ীগণ সব করি সিংহাসন।
তথি বসি হাসে গৌর সুন্দর-বদন॥ ১৬৩
লাগিল হাঁড়ীর কালী সর্ব্ব-গৌর-অঙ্গে।
কনক-পুতলি যেন লিখিয়াছে অঙ্গে॥ ১৬৪
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচীস্থানে।
"নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে॥" ১৬৫
মা'য়ে আসি দেখিয়া করেন "হায় হায়।
এ স্থানেতে বাপ। বসিবারে না জুয়ায়॥ ১৬৬
বর্জ্য-হাঁড়ী ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান?" ১৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৭। "জাগিলে"-স্থলে "ডাকিলে"-পাঠান্তর আছে।

১৫৮-৫৯। ত্রিদশের রায়—স্বয়ং ভগবান্ (১।৪।৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "সর্ব্বদায়"-স্থলে "সর্ব্বথায়"-পাঠান্তর। অর্থ—সর্ব্বপ্রকারে। শিশুগণ সঙ্গে ইত্যাদি—এই শিশুগণও গৌরের নিত্য, পরিকর; এ-সমস্ত ক্রীড়ার ছলে তিনি তাঁহাদের সখ্যরস আস্বাদন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকেও সখ্যরস আস্বাদন করাইয়াছেন। "এতেক"-স্থলে "যতেক"-পাঠান্তর।

১৬০। এক্ষণে প্রভুর বর্জ্যহাঁড়ীর উপরে উপবেশনের প্রসঙ্গ কথিত হইতেছে।

১৬১। বর্জ্য—বর্জ্জিত বা পরিত্যক্ত। হাণ্ডী—হাঁড়ী; যে মৃদ্‌ভাণ্ডে পূর্ব্বে বিষ্ণু-নৈবেদ্যের জন্য অন্নাদি রন্ধন করা হইয়াছিল।

১৬৩। তথি—সেই স্থানে, বর্জ্যহাঁড়ীর উপরে। "গৌর"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

১৬৪। কনক পুতলি—সোনার পুতুল। প্রভুর দেহ উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহাকে সোনার পুতুলের মত মনে হইত। যেন লিখিয়াছে অঙ্গে—প্রভুর স্বর্ণ-গৌর অঙ্গে বর্জ্যহাঁড়ীর কালি লাগিয়াছিল। দেখিলে মনে হয় যেন কেহ সোনার পুতুলের অঙ্গ কালি দিয়া চিত্রিত করিয়াছে। "লিখিয়াছে অঙ্গে"-স্থলে "লেপিয়াছে গন্ধে"-পাঠান্তর আছে। গন্ধে—সুগন্ধিদ্রব্য-দ্বারা। প্রভুর অঙ্গের চিহ্নগুলি বস্তুতঃ বর্জ্যহাঁড়ীর কালির দাগ—কালবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ অগুরু-চন্দনের বর্ণও কৃষ্ণবর্ণ, গন্ধও অতি মনোরম। তাই দেখিলে মনে হয়—কেহ যেন প্রভুর স্বর্ণগৌর অঙ্গে কৃষ্ণ-অগুরু-চন্দন লেপন করিয়াছে।

১৬৬। না জুয়ায়—সঙ্গত হয় না।

১৬৭। পরশিলে—স্পর্শ করিলে। বর্জ্যহাঁড়ী স্পর্শ করিলে লোক অপবিত্র বা অশুচি হয়, স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়।

প্রভু বোলে "তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে ? ১৬৮
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান।
সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয়-জ্ঞান॥" ১৬৯
এত বলি হাসে বর্জ্য-হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে॥ ১৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৮। তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে—তোমরা আমাকে লেখা-পড়া শিখিতে দাও না, আমি মূর্খ হইয়া রহিয়াছি। ভদ্রাভদ্র—ভদ্র ও অভদ্র, ভাল ও মন্দ, পবিত্র ও অপবিত্র, শুচি ও অশুচি। মূর্খ বিপ্র—মূর্খ ব্রাহ্মণ। প্রভু বলিলেন—আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও অধ্যয়ন করিতে পারি না বলিয়া মূর্খ হইয়াই রহিয়াছি·; সুতরাং কোন্ বস্তু শুচি, আর কোন্ বস্তু অশুচি, তাহা আমি কিরূপে জানিব ? ইহা হইতেছে প্রভুর অভিমানের বা ক্ষোভের কথা।

১৬৯। "সর্ব্বত্র আমার হয়"-স্থলে "সর্ব্বত্র আমার এক"-পাঠান্তর আছে। এক অদ্বিতীয় জ্ঞান—এক এবং দ্বিতীয়হীন জ্ঞান। এক পরব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজিত, পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই কোথাও নাই—এইরূপ জ্ঞান। যাহাকে লোকে পবিত্র বা শুচি বলে, তাহাও যেমন পরব্রহ্ম, যাহাকে লোকে অশুচি বা অপবিত্র বলে, তাহাও তেমনি পরব্রহ্ম—এতাদৃশ জ্ঞান। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭০। দত্তাত্রেয়—দত্তাত্রেয়-সম্বন্ধে পুরাণ-প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্॥ ভা. ১৷৩৷১১॥ —ষষ্ঠ দত্তাত্রেয়-অবতারে অত্রিপত্নী অনসূয়া-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া (অর্থাৎ তোমার সদৃশ আমার একটি পুত্র হউক—অনসূয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে) ভগবান্ বিষ্ণু অত্রিমুনির পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আন্বীক্ষিকীবিদ্য (আত্মবিদ্যা) উপদেশ করিয়াছিলেন।" "অত্রেরপত্য-মভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো দত্তো ময়াহমিতি যদ্‌ভগবান্ স দত্তঃ। যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা যোগর্দ্ধিমাপু-রুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ॥ ভা. ২৷৭৷৪॥ —অত্রি-ঋষি পুত্র কামনা করিলে তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বলিলেন—'আমাকর্তৃক আমি (তোমার পুত্ররূপে) দত্ত (প্রদত্ত) হইলাম।' এজন্য সেই অত্রিপুত্রের নাম হইয়াছে 'দত্ত'। (আর অত্রির পুত্র বলিয়া নাম হইয়াছে 'আত্রেয়'। দত্ত ও আত্রেয়—এই উভয়ে মিলিয়া নাম হইয়াছে—দত্ত + আত্রেয় = দত্তাত্রেয়)। তাঁহার পাদপদ্মের পরাগ (রেণু) দ্বারা পবিত্রগাত্র হইয়া যদু ও হৈহয় প্রভৃতি উভয় প্রকার (ঐহিকী এবং পারলৌকিকী—ভুক্তি-মুক্তি-আদি) যোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।" পূর্বোদ্ধৃত "ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ-ইত্যাদি ভা. ১৷৩ ১১-শ্লোকের" ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্রিণা তৎসদৃশপুত্রোৎপত্তিমাত্রং যাচিতমিতি চতুর্থস্কন্ধাদ্যভিপ্রায়ঃ। এতস্মাত্রানসূয়া তু কদাচিৎ সাক্ষাদেব শ্রীমদীশ্বরত্বেন পুত্রভাবো বৃতোঽস্তীতি লভ্যতে। উক্তঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পতিব্রতোপাখ্যানে। অনসূয়াব্রবীল্লত্বা দেবান্ ব্রহ্মেশকেশবান্। যূয়ং যদি প্রসন্না মে বরার্হা যদি বাপ্যহম্। প্রসাদাভি-মুখাঃ সর্ব্বে মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি শ্রীবিষ্ণোরেবাবতারোঽয়ম্।" এই টীকার সারমর্ম হইতেছে এই—

মা'য়ে বোলে "তুমি যে বসিলা মন্দ-স্থানে
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে ?" ১৭১
প্রভু বোলে "মাতা! তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি॥ ১৭২
যথা মোর স্থিতি, সেই সর্ব্ব পুণ্য-স্থান।
গঙ্গা-আদি সর্ব্ব তীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান॥ ১৭৩
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি॥ ১৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অত্রি ভগবৎ-সদৃশ পুত্রমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন (তাঁহার সদৃশ অপর কেহ হইতে পারে না বলিয়া ভগবান্ নিজেই অত্রির পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিলেন)। অনসূয়া কিন্তু কোনও সময়ে সাক্ষাদ্ভাবেই তাঁহার পুত্রত্ব প্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পতিব্রতোপাখ্যানে এই বিবরণ কথিত হইয়াছে। অত্রি ও অনসূয়ার প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের পুত্ররূপে দত্তাত্রেয়-নামে আবির্ভূত হইলেন। এই দত্তাত্রেয় বিষ্ণুরই অবতার—সুতরাং ভগবৎ-স্বরূপ।

দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু ইত্যাদি—প্রভু তখন (যখন বর্জ্যহাঁড়ির উপরে বসিয়াছিলেন, তখন) দত্তাত্রেয়-ভাব (দত্তাত্রেয়ের ভাববিশিষ্ট) হইলেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—শ্যামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষ্ণ —যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন শ্রীনারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়েন (১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভগবৎ-স্বরূপ দত্তাত্রেয়ও শ্রীগৌরের মধ্যে অবস্থিত। এই দত্তাত্রেয়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু পরবর্তী ১৭২-৭৮ পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, প্রভুকে অধ্যয়ন-রস এবং অধ্যয়ন-কালে সমবয়স্ক শিশুরূপী পরিকরগণের সখ্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত, শচী-জগন্নাথের নিকট হইতে পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভের অনুমতি আদায়ের উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই প্রভুর দেহমধ্যে অবস্থিত দত্তাত্রেয়ের দ্বারা প্রভুর মুখে এই (১৭২-৭৮ পয়ারোক্ত) কথাগুলি প্রকাশ করাইয়াছেন (১।৪।৫৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৭১। **মন্দ স্থানে**—অপবিত্র বা অশুচি জায়গায়। "পবিত্র বা হইবা কেমনে"-স্থলে "পবিত্র হইবা কেন-মনে"-পাঠান্তর। কেন-মনে—কেমনে, কি প্রকারে।

১৭২। **শিশুমতি**—শিশুর মত মতি (বুদ্ধি) যাঁহার, তিনি শিশুমতি। **অপবিত্র স্থানে** ইত্যাদি —আমি কখনও অপবিত্র স্থানে থাকি না, অর্থাৎ আমি যখন যে-স্থানে থাকি, পূর্বে অপবিত্র থাকিলেও, তখন সে-স্থান পবিত্র হইয়া যায়।

১৭৩। **পুণ্য-স্থান**—পবিত্র এবং পবিত্রতা-বিধায়ক স্থান। **গঙ্গা-আদি** ইত্যাদি—আমি যে স্থানে থাকি, গঙ্গা-যমুনা-প্রভৃতি পবিত্রতা-বিধায়ক তীর্থসমূহও সেই স্থানে অবস্থান করে। **তহিঁ**— সে স্থানে।

১৭৪। **আমার সে কাল্পনিক** ইত্যাদি—"শুচি বা অশুচি, এ-সমস্তই আমারই কল্পনা বা জ্ঞান হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ আমারই সৃষ্ট। স্রষ্টা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ইহাতে কিছু দোষ নাই ॥ অ. প্র. ॥"

লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়? ১৭৫
এ সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন ॥ ১৭৬
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সেই হাঁড়ী পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয় ॥ ১৭৭
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে।
সভার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে ॥" ১৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্রহ্মা জীবের কর্ম-ফল-ভোগের উপযোগী দেহ এবং কর্মফলানুসারে ভোগ্য দ্রব্যাদির সৃষ্টি করেন। যাহা কিছু সৃষ্টি করেন, জীবের কর্মফল অনুসারেই তাহা করেন; জীবের কর্মফলের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ নাই, এমন কোনও বস্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন না; তাঁহার নিজের মন-গড়া কোনও বস্তুর সৃষ্টিও করেন না; সুতরাং সৃষ্টি-ব্যাপারে ব্রহ্মার কোনও দোষ নাই। এই সৃষ্টবস্তু-সমূহের মধ্যে কোন্ বস্তু শুচি বা পবিত্র এবং কোন্ বস্তু অশুচি বা অপবিত্র, লোকের নিত্য-নৈমিত্তিক এবং পারমার্থিক কার্যের আনুকূল্য-বিধানার্থ, ভগবান্‌ই তাহা নির্ণয় করেন। তাঁহার এতাদৃশ বিধান তিনি বেদে এবং বেদানুগত পুরাণে জানাইয়া থাকেন। "আমার সে কাল্পনিক"-স্থলে "আমার কল্পনা সে যে"-পাঠান্তর আছে। কল্পনা-শব্দের একটি অর্থ হয়—"রচনা। যথা—প্রবন্ধকল্পনা কথা ইত্যমরঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" রচনা—সৃষ্টি।

১৭৫। বেদ-লোকমতে—বেদের মতে এবং লোকের মতে। "মতে"-স্থলে "রীতি"-পাঠান্তর। রীতি—বিধান। বেদের বিধানে বা লোকের মধ্যে প্রচলিত রীতি বা বিধান অনুসারে। পরশিলেও—স্পর্শ করিলেও। অশুদ্ধতা—অশুচিতা, অপবিত্রতা। আমি পরশিলেও ইত্যাদি—বেদের বিধানে বা লোকসমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে, যদি কোনও বস্তু অশুচি বা অপবিত্রও হয়, সেই বস্তুকে যদি আমি স্পর্শ করি, তাহা হইলেও কি তাহা আর অপবিত্র থাকে? (অর্থাৎ থাকে না। আমার স্পর্শলাভমাত্রেই তাহা পবিত্র হইয়া যায়)। ভগবান্ হইতেছেন পবিত্রতা-স্বরূপ, সমস্ত পাবনত্বের একমাত্র উৎস; সুতরাং তাঁহার স্পর্শে যে-কোনও অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হইয়া যায়।

১৭৭। যে-সমস্ত হাঁড়ীতে বিষ্ণুনৈবেদ্যের দ্রব্য রন্ধন করা হইয়াছিল এবং রন্ধনের পরে যে-সমস্ত হাঁড়ীকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, প্রভু সে-সমস্ত হাঁড়ীর উপরেই বসিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া শচীমাতা বলিয়াছিলেন—"বর্জ্যহাঁড়ী ইহা সব পরশিলে স্নান ॥ ১।৫।১৬৭ ॥" এবং "এবে তুমি পবিত্র বা হইবে কেমনে ॥ ১।৫।১৭১ ॥" এ-সকল বর্জ্যহাঁড়ী যে অপবিত্র নহে, প্রভু এখন তাহাই শচীমাতাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী—বিষ্ণুর নৈবেদ্যের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি রন্ধন করার পাত্র। দুষ্ট—দোষযুক্ত, অপবিত্র। পরশে—স্পর্শে। প্রভু বলিলেন—বিষ্ণু-নৈবেদ্যের রন্ধনপাত্র কখনও অপবিত্র নহে; তাহা পরম-পবিত্র। যে-স্থানে সেই রন্ধন-পাত্র বা হাঁড়ি ফেলিয়া দেওয়া হয়, হাঁড়ীর স্পর্শে সেই স্থানও পবিত্র হইয়া যায়। এ-স্থলে প্রভু জানাইলেন—ভগবানের যেমন পাবনতা-শক্তি, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুরও তেমনি পাবনী শক্তি। "পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্॥ হ. ভ. বি.॥ ৯।১৩৪-ধৃত প্রমাণ॥ —সুরগণ, সিদ্ধবর্গ এবং ঋষিগণ বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পাবন

বাল্যভাবে সর্ব্বতত্ত্ব কহি প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়াবশে ॥ ১৭৯
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
"স্নান আসি কর" শচী বোলেন তখন ॥ ১৮০
না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি আছে।
শচী বোলে "ঝাট আয়, বাপে জানে পাছে ॥" ১৮১
প্রভু বোলে "যদি মোরে না দেহ' পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিলুঁ তোমাতে ॥" ১৮২
সভেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সভে বোলে "কেনে নাহি দেহ' পড়িবারে ॥ ১৮৩
যত্ন করি কেহো নিজ বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে আপনে পড়িতে শিশু চায় ॥ ১৮৪
কোন্ শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে ? ১৮৫
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেকো নাঞি।"
সভেই বোলেন "বাপ! আইস নিমাঞি। ১৮৬
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি করিহ ভালমতে ॥" ১৮৭
না আইসে প্রভু, সেইখানে বসি হাসে।
সুকৃতি-সকল সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ১৮৮
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমণি ॥ ১৮৯
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহো বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ॥ ১৯০
স্নান করাইলা পুত্রে শচী পুণ্যবতী।
হেনকালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥ ১৯১
মিশ্রস্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
"পড়িতে না পায়ে পুত্র, মনে ভাবে ব্যথা ॥" ১৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(পবিত্রতা-বিধায়ক) বলিয়া কীর্তন করেন।" যাহা কিছু ভগবানের জন্য উদ্দিষ্ট হয়, তাহাই ভগবৎ-প্রভাবে পবিত্র হইয়া যায়। • বিষ্ণুর উদ্দেশে যাহা কিছু রন্ধন করা হয়, তাহাও পবিত্র এবং পাবনীশক্তিবিশিষ্ট এবং যে-পাত্রে তাহা রন্ধন করা হয়, তাহাও তদ্রূপ।

১৭৯। **তান মায়াবশে**—তাঁহার মায়ার প্রভাবে। ১।৩।১৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "কহি"-স্থলে "কহে"-পাঠান্তর।

১৮১। "আছে"-স্থলে "হাসে"-পাঠান্তর। **ঝাট**—শীঘ্র। **আয়**—আইস। **বাপে জানে পাছে**—তুমি যে অপবিত্র স্থানে বসিয়াছ, পাছে তোমার বাবা তাহা জানেন। তাৎপর্য—তোমার বাবা ইহা জানিলে তোমাকে খুব শাস্তি দিবেন। "জানে"-স্থলে "দেখে"-পাঠান্তর আছে।

১৮৪। "বালক"-স্থলে "পুত্র সে" এবং "শিশু"-স্থলে "পুত্র"-পাঠান্তর।

১৮৮। "সুখ-সিন্ধু-মাঝে"-স্থলে "দেখি সুখ মাঝে" এবং "দেখিয়া সুখসিন্ধু-মাঝে"-পাঠান্তর।

১৮৯। "হাঁড়ীর কালিতে গৌর-অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, আর তিনি হাস্য করিতেছেন ; বোধ হইতেছে, যেন ইন্দ্রনীলমণি আপনার উজ্জল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে ॥ অ. প্র. ॥" **ইন্দ্রনীলমণি**—নীলবর্ণ মহামণিবিশেষ।

১৯০। **দত্তাত্রেয়-ভাবে**—দত্তাত্রেয়ের ভাবের আবেশে। ১।৫।১৭০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে**—১।৩।১৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯১। "পুত্রে"-স্থলে "লঞা" এবং "নিমাঞি"-পাঠান্তর।

সভেই বোলেন "মিশ্র। তুমি ত উদার।
কা'র বোলে পুত্রে নাহি দেহ' পড়িবার? ১৯৩
যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সে-ই সত্য হয়।
চিন্তা পরিহরি দেহ' পড়িতে নির্ভয়॥ ১৯৪
ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ' ভালমতে॥" ১৯৫
মিশ্র বোলে "তোমরা পরম-বন্ধুগণ।
তোমরা যে বোল, সে-ই আমার বচন॥" ১৯৬
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সর্ব্বকর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন কেহো নাহি জানে মর্ম্ম॥ ১৯৭
মধ্যে মধ্যে কোন জন অতি ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে॥ ১৯৮
"প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি এ বালক রাখিহ হৃদয়ে॥" ১৯৯
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠনায়ক দ্বিজ-অঙ্গনে বিহরে॥ ২০০
পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দবিশেষে॥ ২০১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ২০২

ইতি আদিখণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপসন্ন্যাসাদিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়॥ ৫ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৪। **নির্ভয়**—চিত্তে কোনওরূপ ভয় পোষণ না করিয়া। "নির্ভয়"-স্থলে "তনয়"-পাঠান্তর। তনয়—পুত্র।

১৯৫। **যজ্ঞসূত্র দেহ**—উপনয়ন-সংস্কার কর।

১৯৭। "নাহি জানে"-স্থলে "না জানিয়ে"-পাঠান্তর।

১৯৮। "পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ"-স্থলে "কহিয়াও আছে জগন্নাথ মিশ্র"-পাঠান্তর।

২০০। **গুপ্তভাবে**—প্রভুর স্বরূপের পরিচয় লীলাশক্তির প্রভাবে সকলের নিকটে অজ্ঞাত যাহাতে থাকে, সেই ভাবে। **বৈকুণ্ঠ-নায়ক**—গোলোকের অধিপতি। ১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দ্বিজ-অঙ্গনে**—দ্বিজ জগন্নাথমিশ্রের অঙ্গনে। "বৈকুণ্ঠ-নায়ক দ্বিজ"-স্থলে "বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃষ্ণ" এবং "বৈকুণ্ঠনায়ক নিজ"-পাঠান্তর আছে।

২০২। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের স্থলে "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ-যুগলে। বৃন্দাবনদাস গায় চৈতন্যমঙ্গলে॥"-পাঠান্তর আছে।

ইতি আদিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(২৬. ৩. ১৯৬৩—২. ৪. ১৯৬৩)

আদিখণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর ॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মের নিধান ॥ ২
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩

হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন কেহো চিনিতে না পারে ॥ ৪
বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে ॥ ৫
বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল-পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবানে ॥ ৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শ্রীনিমাইর উপনয়ন-সংস্কার, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে বিদ্যাভ্যাস, পঢ়ুয়াদের সহিত গঙ্গাঘাটে কোন্দলাদি, শ্রীনিমাইর ব্যাখ্যা-শ্রবণে পঢ়ুয়াদের প্রশংসা, জাহ্নবীর বাসনা, শ্রীনিমাইর ধর্ম্মানুরাগ, শ্রীগৌরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জগন্নাথমিশ্রের স্বপ্নদর্শন, তাহাতে মিশ্রবরের চিন্তা ও নিমাই যাহাতে গৃহে অবস্থান করেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে মিশ্রবরের প্রার্থনা, জগন্নাথমিশ্রের অন্তর্ধান, তাহাতে শচীদেবীর মূর্চ্ছা ও নিমাইর ক্রন্দন, নিমাইকর্তৃক জননীর সান্ত্বনা। নিমাইর ক্রোধাবেশ, উপদ্রব ও আবদার। ঘরে কিছুই সম্বল নাই—মাতার মুখে এ-কথা শুনিয়া শ্রীনিমাইকর্ত্তৃক মাতৃহস্তে দুই তোলা সুবর্ণ-প্রদান, তাহাতে শচীদেবীর বিস্ময় ও ভয়। শ্রীনিমাইর ভুবনমোহন রূপ ও বিদ্যাবিলাস। শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্র—জন্ম, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত শিশুদের সঙ্গে কৃষ্ণলীলাদির অনুকরণ-রূপ ক্রীড়া, নিত্যানন্দের গৃহত্যাগ ও বিংশবৎসরব্যাপী তীর্থভ্রমণ, মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তাঁহার মিলন, মাধবেন্দ্রপুরীর অদ্ভুত প্রেম, তীর্থভ্রমনান্তে নিত্যানন্দের মথুরায় অবস্থান এবং নিত্যানন্দের মহিমা।

১। **কৃপাসিন্ধু**—করুণার সমুদ্র। "কৃপাম্বুধি" এবং "কৃপানিধি"-পাঠান্তরও আছে। অর্থ একই। **শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর**—শচী-জগন্নাথের গৃহে শশধর (চন্দ্র)-স্বরূপ হইতেছেন শ্রীগৌরসুন্দর।

২। **সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মের নিধান**—সঙ্কীর্তনের প্রবর্তক। ১।১।১-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। "মহাপ্রভু"-স্থলে "নবদ্বীপে" এবং "আছে প্রভু"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৬। **বেদদ্বারে**—" 'বেদদ্বারে' অর্থাৎ বেদব্যাসদ্বারা। যেরূপ সত্যভামার পরিবর্তে সত্যা বা ভামা, ভীমসেনের পরিবর্তে ভীম, কিংবা বলদেবের পরিবর্তে বল-শব্দের প্রয়োগ, এ-প্রয়োগটিও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। অথবা 'বেদ…পুরাণে'—বেদদ্বারা অর্থাৎ বেদে এবং সকল পুরাণে প্রভুর লীলা প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থকার, ভগবল্লীবর্ণপ্রধান বা ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক গ্রন্থমাত্রকেই বেদ, ভারত, পুরাণ

এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা ॥ ৭

যজ্ঞসূত্র পুত্রের দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিল নিজ-ঘর ॥ ৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বা তন্ত্র প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার-প্রোক্ত 'যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ' প্রভৃতি অংশই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ॥ অ. প্র. ॥"

এ-স্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় একটু দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। "বেদদ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল পুরাণে"-বাক্যে তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয়—"বিজ্ঞব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে প্রভুর লীলার কথা বর্ণন করিয়া গ্রন্থ লিখিবেন এবং সেই গ্রন্থ পুরাণের ন্যায় আদৃত হইবে।" গ্রন্থকারের এইরূপ অভিপ্রায় বলিয়া মনে করার হেতু এই যে, অন্যত্রও তিনি লিখিয়াছেন—"আদিখণ্ডে আছে কত অনন্তবিলাস। কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস ॥ ১।১।৯৭ ॥" একটু কষ্টকল্পনার আশ্রয়ে হইলেও, গ্রন্থকার-কথিত "বেদ"-শব্দের তাৎপর্য হইতেও তাহা জানা যায়। বিদ্-ধাতু হইতে বেদ-শব্দ নিষ্পন্ন। পরস্মৈপদী বিদ্ ধাতুর অর্থ—জানা। সুতরাং জানা যায় যদ্দারা, তাহাই হইতেছে বেদ—জ্ঞান। এইরূপে দেখা গেল, বেদ-শব্দের অর্থ জ্ঞানও হইতে পারে। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাভিধানেও বেদ-শব্দের একটি অর্থ লিখিত হইয়াছে—জ্ঞান। তাহা হইলে "বেদ-দ্বারে"-শব্দের অর্থ হইবে—জ্ঞান-দ্বারে, জ্ঞানের দ্বারা। "জ্ঞান-দ্বারে ব্যক্ত হৈব"-বাক্যের তাৎপর্য হইবে—জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ পাইবে, অর্থাৎ জ্ঞানী বা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রভু-সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বারা (অনুভবের দ্বারা) প্রভুর লীলা ব্যক্ত বা প্রকাশিত করিয়া গ্রন্থাদি লিখিবেন।

সকল পুরাণে—পুরাণ-সমূহে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল পুরাণে।" "হৈব—হইবে" হইতেছে ভবিষ্যৎ-কালবাচক ক্রিয়াপদ। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে, অর্থাৎ গ্রন্থকারের শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হওয়ার পরে, গৌরলীলাত্মক পুরাণ লিখিবেন—এইরূপ উক্তির সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। কেননা, পুরাণসমূহ—পুরাণ বলিতে লোকে যাহা বুঝে, তাহা—অনেক পূর্বেই ব্যাসদেবকর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের এই উক্তির তাৎপর্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়—"বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গৌরলীলা-সম্বলিত যে-সকল গ্রন্থ লিখিবেন, সে-সমস্ত গ্রন্থও, ভগবল্লীলা-বিষয়ক বলিয়া, পুরাণের তুল্য আদরণীয় হইবে।" কিছু শেষে—কিছুকাল পরে। শুনিব—শুনিবে। "জানিব"-পাঠান্তরও আছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অনুভব-লব্ধ জ্ঞানের সহায়তায় যে-সকল গৌরলীলাত্মক গ্রন্থ লিখিবেন, কিছুকাল পরেই ভাগ্যবান্ লোকগণ সে-সমস্ত গ্রন্থ শুনিতে বা জানিতে পারিবেন।

৭। বাল্যরসে—বাল্যলীলার আনন্দে। ভোলা—বিহ্বল, মাতোয়ারা, আত্মহারা। যজ্ঞোপবীতের কাল—উপনয়ন-সংস্কারের সময়। যজ্ঞসূত্র-ধারণরূপ সংস্কারকে উপনয়ন-সংস্কার বলে। গর্ভাবধি ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়নের সময়; তন্মধ্যে গর্ভাষ্টম বর্ষই মুখ্য কাল।

পরম হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য-কার্য্য করিতে লাগিলা ॥ ৯
স্ত্রীগণেতে 'জয়' দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ, সানাঞি, বংশী বা'য় ॥ ১০
বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার।
শচী-গৃহে হইল আনন্দ-অবতার॥ ১১
যজ্ঞসূত্র ধরিবেন, শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচী-ঘর॥ ১২
শুভ মাসে, শুভ দিন, শুভ ক্ষণ করি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৩
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেঢ়িলা কলেবর ॥ ১৪
হইলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সভার বাঢ়ে পরম আনন্দ ॥ ১৫
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখি সর্ব্বগণে।
নর-জ্ঞান কেহো কেহো নাহি করে মনে॥ ১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"তস্য কালঃ॥ ব্রাহ্মণস্য গর্ভাবধিষোড়শবর্ষপর্য্যন্তম্। তত্র গর্ভাষ্টমবর্ষো মুখ্যঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত স্মৃতিপ্রমাণ॥"

১০-১১। বা'য়—বাজায়। রায়বার—স্তুতি-গান। পাঠান্তর—"কায়বার।" অর্থ একই। আনন্দ-অবতার—আনন্দ যেন মূর্ত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে ; অপরিসীম আনন্দ।

১৪। সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা ইত্যাদি—সূক্ষ্মরূপে যেন স্বয়ং 'শেষ'ই প্রভুর কলেবরকে (দেহকে) বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শেষ—অনন্তনাগ (১।১।৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তিনি "ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥ চৈ. চ. ১।৫।১০৬-৭॥ (১।১।৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।" এ-স্থলেও তিনিই কি যজ্ঞসূত্ররূপে গৌর-কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন ?

১৫। বামন—এক ভগবৎ-স্বরূপ ; ইঁহার নাম উপেন্দ্র, খর্বাকৃতি বলিয়া বামন ন. পরিচিত। কশ্যপ এবং অদিতিকে পিতা-মাতা-রূপে অঙ্গীকার করিয়া ইনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ-বটুরূপে বলিমহারাজের নিকটে ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ভা. ৮।১৮-২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। হইলা বামনরূপ ইত্যাদি—যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ-বটুরূপ গৌরচন্দ্র বামনরূপই হইলেন। তাঁহাকে দেখিলে তখন শ্রীবামনদেবের মতনই মনে হইত। বস্তুতঃ বামনদেব তো তখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্রের মধ্যেই অবস্থিত। এই সময়ে প্রভুর লীলানুরোধে তিনিই বোধ হয় আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন। "পরম আনন্দ"-স্থলে "নয়ন আনন্দ"-পাঠান্তর আছে।

১৬। ব্রহ্মণ্যতেজ—ব্রহ্মসম্বন্ধিনী জ্যোতিঃ। "ব্রহ্মণ্যতেজ"-শব্দে শ্রীবামনদেব-সম্বন্ধে ভা. ৮।১৮।১৮-শ্লোকে কথিত "ব্রহ্মবর্চ্চস"-শব্দের তাৎপর্যই বোধ হয় এ-স্থলে অভিপ্রেত। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ব্রহ্মবর্চ্চস-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—ব্রহ্মতেজ। "ব্রহ্মবর্চ্চসেন ব্রহ্মতেজসা॥ ভা. ৮।১৮।১৮-শ্লোকের চক্রবর্তিটীকা॥" তেজোরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। "যস্য প্রভা প্রভবতো-ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৪০-শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি।" "কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥ চৈ. চ. ১।২।১০॥ ব্রহ্মার উক্তি॥" এই

হাথে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্বসেবকের ঘর ॥ ১৭
যার যথা শক্তি ভিক্ষা সভেই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে ॥ ১৮
দ্বিজপত্নী-রূপ ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী ॥ ১৯
শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সভেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া-দিয়া হাসে ॥ ২০
প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা ॥ ২১
জয় জয় শ্রীবামন-রূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ২২
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণ ॥ ২৩
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় নানামত ক্রীড়া করে ॥ ২৪
ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত ॥ ২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সময়ে গৌর-কৃষ্ণের দেহে সেই ব্রহ্মজ্যোতিই প্রকাশিত হইয়াছিল। "ব্রহ্মণ্যতেজ"-স্থলে "বামনরূপ"-পাঠান্তর আছে। "কেহ কেহ"-স্থলে "আর কেহো" এবং "নাহি করে মনে"-স্থলে "না করে ভরমে"-পাঠান্তর আছে। ভরমে—ভ্রমে। না করে ভরমে—প্রভুর অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্যতেজ এবং বামনরূপ দেখিয়া, তিনি যে নর—মানুষ, জীবতত্ত্ব—একথা ভ্রমেও কেহ মনে করেন নাই।

১৭-১৮। হাথে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি ইত্যাদি—উপনয়ন-সংস্কারের সময়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিতে হয়; দণ্ড, ঝুলি প্রভৃতি তাহারই অঙ্গ। ব্রহ্মচারীর বেশে মাতৃবর্গের নিকটে ভিক্ষাও করিতে হয়। প্রভু ব্রহ্মচারীর বেশে তাঁহার সর্ব্বসেবকের—বস্তুতঃ তাঁহার নিত্যপরিকরদের গৃহে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ভক্তগৃহিণীগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়াছেন।

১৯। ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী। রুদ্রাণী—রুদ্রের পত্নী পার্বতী। মুনিবর্গের গৃহিণী—ঋষিগণের পত্নী, অদিতি প্রভৃতি।

২২-২৩। এই দুই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। পদদ্বন্দ্ব—পদযুগল।

২৪। বৈকুণ্ঠ-নায়ক—গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ (গৌররূপে)। ১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বেদের নিগূঢ়—বেদে যাহা অতি প্রচ্ছন্নভাবে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ১।১।৬৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "নানামত"-স্থলে "লীলারস"-পাঠান্তর আছে।

২৫। ঘরে—ঘরে বা গৃহে থাকিয়াই; কাহারও নিকটে অধ্যয়ন না করিয়াই। সর্ব্বশাস্ত্রের সমীহিত—সমস্ত শাস্ত্রের সম্যক্ তাৎপর্য। গোষ্ঠীমাঝে—সমবয়স্ক সঙ্গীদের মধ্যে। চিত—চিত্ত, ইচ্ছা। প্রভু হইতেছেন সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ স্বয়ংভগবান্। বেদান্তাদি-শাস্ত্রের কর্তাও তিনি এবং বেত্তাও তিনি। সুতরাং কোনও শাস্ত্রের গূঢ় মর্মই তাঁহার অবিদিত নাই—সুতরাং অধ্যয়নেরও বাস্তবিক তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি প্রভু নরলীল বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া নরবৎ অধ্যয়নের ইচ্ছা করেন। তাঁহার এই অধ্যয়নও তাঁহার একটি লীলা। এই অধ্যয়ন-লীলার ব্যপদেশে তিনি সমবয়স্ক অধ্যয়নার্থীদের সখ্যরসও আস্বাদন করেন এবং এই সখ্যরসের আস্বাদনের নিমিত্তই "গোষ্ঠীমাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল মন।"

নবদ্বীপে আছে অধ্যাপকশিরোমণি।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি ॥ ২৬
ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিত।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত ॥ ২৭
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্রসঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস-বিপ্র-ঘর ॥ ২৮
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক-আসনে বসিলা ॥ ২৯
মিশ্র বোলে "পুত্র আমি দিল তোমা'স্থানে।
পঢ়াইবাশুনাইবা সকল আপনে ॥" ৩০
গঙ্গাদাস বোলে "বড় ভাগ্য সে আমার।
পঢ়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার ॥" ৩১

শিষ্য দেখি পরম আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্র-প্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ ॥ ৩২
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন ॥ ৩৩
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥ ৩৪
সহস্র সহস্র শিষ্য পঢ়ে যত জনে।
হেন কারো শক্তি নাহি দিবারে দূষণে ॥ ৩৫
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব-গোঠী-শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত ॥ ৩৬
যত পঢ়ে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে ॥ ৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬। যে-হেন—যেন। সান্দীপনি—অবন্তীপুরবাসী মুনি। গত দ্বাপরে এই সান্দীপনি মুনির নিকটে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেলেন। কবিকর্ণপূরের মতে গঙ্গাদাসপণ্ডিত ছিলেন পূর্বলীলার বশিষ্ঠ (গৌ. গ. দী. ॥ ৫৩)।

২৭। তত্ত্ববিত—তত্ত্ববিৎ, অভিজ্ঞ। সমীহিত—ইচ্ছা। "সমীহিত"-স্থলে "হৈল চিত"-পাঠান্তর।

২৮-২৯। ইঙ্গিত—ঠারে-ঠোরে প্রকাশিত ইচ্ছা, ইসারা। এক-আসনে—মিশ্রের সহিত একই আসনে।

৩০। "শুনাইবা"-স্থলে "জানাইবা"-পাঠান্তর আছে।

৩২। পুত্র-প্রায়—নিজের পুত্রের তুল্য। নিজ-পাশ—নিজের পার্শ্বে (নিকটে)।

৩৩। সকৃৎ—একবার। ধরেন—বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেন। পূর্ববর্তী ১।৬।২৫-পয়ায়ের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪। শ্রীনিমাইর অধ্যাপক-গুরু গঙ্গাদাসপণ্ডিত যে-ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, অন্য পঢ়ুয়াদের নিকটে প্রভু প্রথমে সেই ব্যাখ্যার খণ্ডন করেন (দোষ প্রদর্শন করেন); পরে কিন্তু আবার দেখান যে, অধ্যাপকের ব্যাখ্যাই সঙ্গত, তাহাতে কোনও দোষ নাই। এইরূপ চাতুরীকেই "ফাঁকি" বলে। ১।৫।১২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫। দিবারে দূষণে—নিমাইর উক্তির দোষ দেখাইতে (অর্থাৎ খণ্ডন করিতে) পারে।

৩৬। সর্ব্বগোষ্ঠী-শ্রেষ্ঠ করি—সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে নিমাইকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ঘোষণা করিয়া। পূজিত—সম্মানিত, গৌরবান্বিত। "গোষ্ঠী"-স্থলে "শিষ্য"-পাঠান্তর আছে।

৩৭। যত—যত ছাত্র। সভারেই ঠাকুর চালেন ইত্যাদি—ঠাকুর (প্রভু) অনুক্ষণ (সর্বদা) ফাঁকি

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥ ৩৮
সভারে চালয়ে প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহো কিছু না বোলে হাসিয়া॥ ৩৯
এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া॥ ৪০
পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপপুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সভে গঙ্গাস্নান করে॥ ৪১
একো অধ্যাপকের সহস্র-শিষ্যগণ।
অন্যোঽন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥ ৪২
প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল।
পঢ়ুয়াগণের সহ করেন কন্দল॥ ৪৩
কেহ বোলে "তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তার"
কেহো বোলে "বোল এই আমি শিষ্য যার॥" ৪৪
(কেহো বোলে "তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি ধরে?
কোন্ শাস্ত্রে পারগ সে কি পঢ়ায় তোরে?") ৪৫
এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জলফেলাফেলি তবে দেন বালি॥ ৪৬
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গা'য়ে কেহো মারে॥ ৪৭
রাজার দোহাই দিয়া কেহ কা'রে ধরে।
মারিয়া পালায় কেহো গঙ্গার ও'পারে॥ ৪৮
এত হুড়াহুড়ি করে পঢ়ুয়াসকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল॥ ৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জিজ্ঞাসা করিয়া (পরবর্তী ৩৯-পয়ার দ্রষ্টব্য) সকলকেই চালেন (সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে চালিত করেন)। ফাঁকি জিজ্ঞাসা করা হয়, যাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহাদিগকে অপ্রতিভ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্বভাবতঃ কেহই কাহারও নিকটে অপ্রতিভ হইতে—বোকা বনিতে, ঠকিতে—ইচ্ছুক নহে। সুতরাং প্রভু যাঁহাদিগকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, সেই ফাঁকির অসঙ্গতি দেখাইবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করিতে হইত, এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেও বিশেষরূপে পরিচালিত করিতে হইত। তাঁহাদের এই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার মূল হেতু হইতেন প্রভু। এজন্যই বলা হইয়াছে, প্রভু সকলকেই 'চালেন'—সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে চালিত করেন।

৩৮। "শ্রীকমলাকান্ত"-স্থলে "শ্রীকমলা কর"-পাঠান্তর আছে। **গোষ্ঠীর প্রধান**—শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩৯। **চালয়ে**—চালেন। ১।৬।৩৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ফাঁকি**—১।৫।১২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪০। **নিজ-বয়স্য**—নিজের সমবয়স্ক সহপাঠী।

৪১। "গঙ্গাস্নান করে"-স্থলে "গঙ্গাস্নানে চলে"-পাঠান্তর আছে।

৪২। **একো**—একেক। **অন্যোঽন্যে**—পরস্পরে, একে অন্যের সহিত।

৪৩। **প্রথম বয়স**—বাল্য। **কন্দল**—কলহ। পাঠান্তর—কোন্দল। অর্থ একই। বাল্যসুলভ চাপল্যবশতঃ স্ব-স্ব অধ্যাপকের মহিমা লইয়াই কোন্দল বাধিত।

৪৪। **বোল এই** (পাঠান্তর "এই দেখ")—কি বলিবে বল ; এই আমাকে দেখ। **আমি শিষ্য যার**—আমি যাঁহার শিষ্য। তাৎপর্য—আমার সহিত বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে, আমার গুরুর কত বুদ্ধি।

জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণে।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণসজ্জনে ॥ ৫০
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এইমত প্রভু প্রতি-ঘাটেঘাটে যায় ॥ ৫১
প্রতিঘাটে পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি-ঠাঞিঠাঞি ॥ ৫২
প্রতি-ঘাটেঘাটে যায় গঙ্গায় সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি ॥ ৫৩
যতযত প্রামাণিক পঢ়ুয়ার গণ।
তারা বোলে "কলহ করহ কি কারণ? ৫৪
জিজ্ঞাসা করহ, বুঝি কার্ কোন্ বুদ্ধি।
বৃত্তি-পঞ্জী-টীকার কে জানে দেখি শুদ্ধি ॥" ৫৫
সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত প্রভু ভগবান্।
করিলেন সূত্র-ব্যখ্যা যে হয় প্রমাণ ॥ ৫৬
ব্যাখ্যা শুনি সভে বোলে প্রশংসা বচন।
প্রভু বোলে "এবে শুন করিয়ে খণ্ডন ॥" ৫৭
যত বাখানিল তাহা দূষিল সকল।
প্রভু বোলে "স্থাপ' এবে কার্ আছে বল?" ৫৮
চমৎকার সভেই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বোলে "শুন এবে করিয়ে স্থাপনে ॥" ৫৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫২। ঠাকুর—নিমাই-ঠাকুর। "ঠাকুর কলহ করে"-স্থলে "ঠাকুর সহ কলহ"-পাঠান্তর আছে।

৫৩। "যায়"-স্থলে "যায় প্রভু"-পাঠান্তর।

৫৪। প্রামাণিক—যাঁহাদের কথায় সকলেই শ্রদ্ধা পোষণ করে, তাঁহাদিগকে প্রামাণিক ব্যক্তি বলে। বিজ্ঞ, প্রবীণ।

৫৫। "বুঝি কার কোন্"-স্থলে "দেখি কার কত"-পাঠান্তর। বৃত্তি—বৃত্তি, পঞ্জী এবং টীকা হইতেছে পারিভাষিক শব্দ। শ্লোকদ্বারা সংক্ষিপ্ত বিবরণকে বলে বৃত্তি। "সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্বিবরণং বৃত্তিঃ ॥ অমরটীকা ॥" বৃত্তির অপর নাম কারিকা (অর্থবোধক কবিতা বা শ্লোক)। পঞ্জী—যাহাতে পদবিভাগ আছে, তাহাকে বলে পঞ্জী। "পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা ॥ হেমচন্দ্রঃ ॥" পঞ্জীতে মূলবাক্যের পদগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো হয়। টীকা—নিরন্তর ব্যাখ্যা। "টীকা নিরন্তর-ব্যাখ্যা ॥ হেমচন্দ্রঃ ॥" টীকাতে বিচারপূর্বক বাক্যের অর্থ বা তাৎপর্য প্রদর্শিত হয়। শুদ্ধি—শুদ্ধতা। বৃত্তি, পঞ্জী ও টীকার বিশুদ্ধতা।

৫৬। সূত্র—অল্পাক্ষরবিশিষ্ট সারগর্ভ বাক্য। "অল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ, সারবান্, সর্বতোমুখ, নিঃসন্দেহ ও অনবদ্য গ্রন্থই 'সূত্র'-পদবাচ্য। যথা—(স্কান্দে) "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥' শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান ॥" প্রমাণ—বিচারসহ, অখণ্ডনীয়। "যে হয়"-স্থলে "যে হেন"-পাঠান্তর।

৫৮। যত বাখানিল তাহা (পাঠান্তর—যত ব্যাখ্যা কৈল সব) —পূর্বে সূত্রব্যাখ্যা-কালে প্রভু যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তকে দূষিল—দোষ দিলেন; সে-ই ব্যাখ্যা দোষযুক্ত বলিয়া বলিলেন। স্থাপ—স্থাপন কর। পূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যে দোষযুক্ত নহে, তাহা দেখাও। বল—শক্তি, সামর্থ্য।

পুন হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্বমতে সুন্দর, কোথাও নাহি মন্দ ॥ ৬০
যত সব প্রামাণিক পঢ়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সভেই করিলেন আলিঙ্গন ॥ ৬১
পঢ়ুয়া সকলে বোলে "আজি ঘরে যাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাহ ॥" ৬২

এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে খেলা খেলে। ৬৩
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য-সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥ ৬৪
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ও'পার যায় রঙ্গে ॥ ৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬০। মন্দ—দোষ ; দোষযুক্ত কিছু।

৬২। বলিবারে চাহ—বলা চাই। অথবা, বলিবার জন্য পুঁথি দেখ গিয়া (চাহ)।

৬৩। বৈকুণ্ঠ-নায়ক—গোকুলপতি ॥ ১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪। এই ক্রীড়া—পূর্বোক্তরূপ লীলা বা রঙ্গ। সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি—ব্যাপকতম অর্থেই এ-স্থলে "সর্ব্বজ্ঞ" বলা হইয়াছে। পাঠান্তর হইতেও তাহা জানা যায়। "সর্ব্বজ্ঞ"-স্থলে "সর্ব্বাদ্য" এবং "সর্ব্বার্থে" পাঠান্তর-আছে। সর্ব্বাদ্য—সকলের আদি। সর্ব্বার্থে—সর্ব্বতোভাবে, সকল বিষয়ে। বৃহস্পতি—বৃহৎ + পতি (শব্দকল্পদ্রুম)। বৃহৎ—মহৎ (শব্দকল্পদ্রুম)। তাহা হইলে, বৃহৎ + পতি = মহৎ + পতি। সর্বমহান্ পতি, মহামহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বাস্তবিক সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সকলের আদি এবং সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে সর্বমহান্ অধীশ্বর। দেবগুরু বৃহস্পতির এতাদৃশ মহিমা নাই, থাকিতেও পারে না ; সুতরাং এ-স্থলে দেবগুরু বৃহস্পতি গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অভিপ্রেত। বিশেষতঃ "এই ক্রীড়া লাগিয়া"-বাক্যে শ্রীনিমাইর পূর্বোল্লিখিত ক্রীড়ার কথাই বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার সর্বত্রই শ্রীনিমাইকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ; এ-স্থলেও নিমাইই তাঁহার অভীষ্ট। যে-কিছু ব্যাখ্যা করেন, "হয়"কে "নয়" এবং "নয়"কে "হয়" করেন, কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে "বৃহস্পতি" বলা হইয়াছে। দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে তাঁহার বিলক্ষণতা প্রদর্শনের জন্য বৃহস্পতি-শব্দের বিশেষণরূপে "সর্ব্বজ্ঞ", "সর্ব্বাদ্য" এবং "সর্ব্বার্থ" শব্দগুলির প্রয়োগ করা হইয়াছে। শিষ্যসহ নবদ্বীপে ইত্যাদি—সপরিকরে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পূর্বোক্ত লীলায় তাঁহার পঢ়ুয়া-সঙ্গিগণই এ-স্থলে শিষ্য-শব্দে অভিপ্রেত ; যে-হেতু, তাঁহারা তাঁহারই অনুগত এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তাঁহারা আচরণ করেন—শিষ্যের ন্যায়। অথবা, শ্রীগৌরের এইরূপ বিদ্যারসের আস্বাদন-রূপ লীলার দর্শনের নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতি স্বীয় শিষ্যগণের সহিত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যেন এই পয়ারের সহজ অর্থ বলিয়া মনে হয় না।

৬৫। "শিশুগণ"-স্থলে "জাহ্নবীর"-পাঠান্তর আছে। শিশুগণের সঙ্গে গঙ্গায় ক্রীড়ার ছলে, গঙ্গার মনোবাসনা-পূরণের উদ্দেশ্যে, বাস্তবিক গঙ্গার সঙ্গেই প্রভু ক্রীড়া করিয়াছেন। পরবর্তী ৬৬-৬৯-পয়ার দ্রষ্টব্য।

বহু-মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার ॥ ৬৬
"কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।"
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য ॥ ৬৭
যদ্যপিহ গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা ॥ ৬৮
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর ॥ ৬৯
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥ ৭০
যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন ॥ ৭১
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে ॥ ৭২
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তকরসে সর্ব্বদেবমণি ॥ ৭৩
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়।
রাত্রি-দিনে হরিষে কিছুই না জানয় ॥ ৭৪
দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্রমুখ।
তিলে তিলে পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥ ৭৫
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান ॥ ৭৬
সাযুজ্য বা কোন্ উপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি-সুখ মিশ্র অল্প করি মানে ॥ ৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৩। **সূত্রের টিপ্পনী**—কলাপব্যাকরণের সূত্রের টীকা। গঙ্গাদাসপণ্ডিতের নিকটে প্রভু-কলাপ-ব্যাকরণই পড়িতেছিলেন। এই পয়ার হইতে জানা যায়, পাঠ্যাবস্থাতেই প্রভু কলাপব্যাকরণের এক টীকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এখন পাওয়া যায় না। **পুস্তকরসে**—ব্যাকরণ-গ্রন্থের আলোচনার আনন্দে। **সর্ব্বদেব মণি**—সর্বদেবের ঈশ্বর।

৭৫। **তিলে তিলে**—ক্ষণে ক্ষণে। "নিতি নিতি"-পাঠান্তরও আছে। অর্থ—নিত্য, প্রত্যহ।

৭৬। **সশরীরে সাযুজ্য বা ইত্যাদি**—সংসারী জীব ভক্তির সহায়তায় সাধন করিয়া সম্যক্রূপে মায়ানির্মুক্ত হইলে, দেহত্যাগের পরে নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশরূপ দেহবিহিতা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন; তখন ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে তিনি এমনই তন্ময়তা লাভ করেন যে, নিজের অস্তিত্বের কথাও ভুলিয়া যায়েন। পুত্র-নিমাইর রূপ-সুধা পান করিয়া মিশ্রপুরন্দর সেই রূপমাধুর্যের আস্বাদনে এমনভাবে তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তিনি আত্মস্মৃতিহারা হইয়া পড়েন। স্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াই তিনি এইরূপ তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েন, সাধক-জীবের ন্যায় দেহভঙ্গের পরে নহে (সশরীরে)। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন সশরীরে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, মিশ্র-ঠাকুর জীবতত্ত্ব নহেন; তিনি হইতেছেন গৌরের নিত্যসিদ্ধ নিত্যপরিকর, সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ। তাঁহার সম্বন্ধে সাযুজ্যমুক্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাঁহার তৎকালীন অবস্থা, তন্ময়ত্বাংশে, সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের অবস্থার অনুরূপ ছিল বলিয়াই বলা হইয়াছে—"সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান।" ইহা যে বাস্তবিক সাযুজ্য নহে, "সশরীরে"-শব্দেই তাহা সূচিত হইয়াছে; সশরীরে কেহ সাযুজ্য পাইতে পারে না, দেহত্যাগ করার পরেই সাযুজ্য পাওয়া যায়।

৭৭। **উপাধিক সুখ**—যাহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী সুখ নহে, তাহাই উপাধিক (ঔপাধিক)

জগন্নাথ-মিশ্র-পা'য় বহু নমস্কার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যাঁর ॥ ৭৮
এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে।
নিরবধি ভাসে বিপ্র আনন্দসাগরে ॥ ৭৯

কামদেব জিনিঞা প্রভু সে রূপবান।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপাম ॥ ৮০
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
"ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে ॥" ৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সুখ। জীবের স্বরূপানুবন্ধী সুখ হইতেছে—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার সুখ (১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), মুক্তিসুখ এতাদৃশ স্বরূপানুবন্ধী সুখের প্রতিকূল। স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা হইতে মুক্তিসুখের জন্য বাসনার উদ্ভব নহে, স্বীয়-সংসার-দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির বাসনা এবং নিজের পক্ষে মুক্তিসুখ-বাসনা হইতে ইহার উদ্ভব। এজন্য, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধের সহিত সাযুজ্যাদি মুক্তির কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া, মুক্তিসুখকে ঔপাধিক সুখ বলা হইয়াছে। তানে—তাঁহার (জগন্নাথ মিশ্রের) পক্ষে, সাযুজ্যজনিত ঔপাধিক সুখ কি একটা সুখ? অল্প করি মানে—তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। "সাযুজ্যাদি-সুখ মিশ্র" ইত্যাদি-স্থলে পাঠান্তর—"সাযুজ্যাদি মোক্ষ বিপ্র সুখ নাহি মানে।" তাৎপর্য—বিপ্র জগন্নাথমিশ্র সাযুজ্যাদিমোক্ষকে সুখ বলিয়া মনে করেন না (পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যদিও মিশ্রপুরন্দর নিত্যসিদ্ধ পরিকর, সুতরাং যদিও তাঁহার সম্বন্ধে মুক্তিকামনার কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না, তথাপি নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট ভগবানের পরিকর বলিয়া তাহারও নর-অভিমান। এই অভিমানবশতঃ তিনি অন্য লোকের ন্যায় ভজন করেন; কিন্তু তিনি তাহা অনুভব না করিলেও, গৌর-কৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার অনাদিসিদ্ধ শুদ্ধবাৎসল্য তাঁহার চিত্তে অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। সেই বাৎসল্যের প্রভাবে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার জন্যই, সাধক-জীব-অভিমানে, তাঁহার বাসনা। সাযুজ্যাদিমুক্তির সুখ এতাদৃশী বাসনার বিরোধী বলিয়া, মুক্তিসুখকে তিনি তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন।

৮১। ডাকিনী দানব—অপদেবতা-বিশেষ। বল—শক্তি, প্রভাব। বল করে—প্রভাব বিস্তার করে। শুদ্ধ-বাৎসল্যের প্রভাবে মিশ্রঠাকুর নিমাই-সম্বন্ধে মনুষ্যবুদ্ধি পোষণ করিতেন, নিমাইকে নিজের পুত্রমাত্র মনে করিতেন—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নন্দমহারাজের ন্যায়। এজন্য, বাৎসল্যের ধর্মবশতঃ তাঁহার পুত্র নিমাইর কল্যাণের জন্য এবং কোনওরূপ অমঙ্গল যাহাতে নিমাইকে স্পর্শ করিতে না পারে, সে-জন্যও, মিশ্রঠাকুর সর্বদা চেষ্টা করিতেন। নিমাইর কন্দর্পদর্পহর রূপ এবং অনুপম লাবণ্য দেখিয়া, তাঁহার চিত্তে আশঙ্কা জাগিল—নিমাইর সর্বচিত্তহর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া না জানি ডাকিনী-দানবাদি নিমাইর উপরে তাহাদের সর্বনাশা প্রভাব বিস্তার করে; তাহা হইলে তো নিমাইর অমঙ্গল হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, নিমাইর আশঙ্কিত অমঙ্গল দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন—পরবর্তী ৮২-৮৭ পয়ারে।

ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে॥ ৮২
মিশ্র বোলে "কৃষ্ণ! তুমি রক্ষিতা সভার।
পুত্র প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবা আমার॥ ৮৩
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥ ৮৪
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায়ে ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান॥ ৮৫

তথাহি (ভা. ১০।৬।৩)—
"ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥" ১॥ ইতি।

আমি তোর দাস প্রভু! যতেক আমার
রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার॥ ৮৬
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট॥" ৮৭
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
একচিত্তে বর মাগে তুলি তুই হাথ॥ ৮৮
দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর।
হরিষ-বিষাদ বড় হইল অন্তর॥ ৮৯
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবত করে।
"হে গোবিন্দ! নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥ ৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮২। ভয়ে—ডাকিনী-দানব হইতে নিমাইর অমঙ্গলের ভয়ে। পুত্র সমর্পয়ে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুত্র নিমাইকে সমর্পণ করিলেন। আড়ে—আড়ালে, মিশ্রবরের অদৃশ্য স্থানে।

শ্লো॥ ১॥ অন্বয়॥ স্বকর্ম্মসু (নিজ নিজ কর্মে) সাত্বতাং ভর্ত্তু (সাত্বতদিগের ভর্ত্তা বা পতির, শ্রীকৃষ্ণের) রক্ষোঘ্নানি (রাক্ষস-নাশক) শ্রবণাদীনি (শ্রবণাদি) যত্র (যে-স্থানে) ন কুর্ব্বন্তি (জনগণ করে না) তত্র হি (সেই স্থানেই) যাতুধান্যশ্চ (রাক্ষসী প্রভৃতিও)।

অনুবাদ। লোকগণ যে-স্থানে নিজ-নিজ কর্মে (কর্ম-করণ-সময়ে) সাত্বত-পতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস-নাশক শ্রবণাদি (শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপলীলাদির শ্রবণ-কীর্তনাদি) না করে, সেই স্থানেই রাক্ষসী প্রভৃতিও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে॥ ১।৬।১॥

ব্যাখ্যা। কংসের আদেশে বালঘাতিনী পূতনা নবজাত শিশুদিগকে হত্যা করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মহারাজা পরীক্ষিতের আশঙ্কা জন্মিলে শ্রীশুকদেব-গোস্বামী তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন—"মহারাজ! পূতনা অবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখনও পূতনার হত্যার বস্তু নহেন; তাহার এই চেষ্টায় পূতনা নিজেই মরিবে। কেন না, যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদির অভাব, সেই স্থানেই পূতনার ন্যায় রাক্ষসীগণ তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি হয়, সেই স্থানে তাহারা কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। যাঁহার নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্তনাদিরই এতাদৃশ প্রভাব, সাক্ষাৎ তাঁহাকেই পূতনা হত্যা করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাহার চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবে না। বরং পূতনা নিজেই নিধন প্রাপ্ত হইবে (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম)।" ৮৫-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৭। "বিঘ্ন"-স্থলে "বিঘ্নি" পাঠান্তর।

৮৯। শ্রীজগন্নাথমিশ্রের স্বপ্নের কথা বলা হইতেছে। পরবর্তী ৯০-১০২ পয়ারসমূহে এই

সবে এই বর কৃষ্ণ ! মাগোঁ তোর ঠাঞি।
'গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি' ॥" ৯১
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
"এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত ?" ৯২
মিশ্র বোলে "আজি মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
নিমাঞি ক'রেছে যেন শিখার মুণ্ডন ॥ ৯৩
অদ্ভুত-সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে 'কৃষ্ণ' বলি সর্ব্বদায় ॥ ৯৪
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
নিমাঞি বেঢ়িয়া সভে করেন কীর্ত্তন ॥ ৯৫
কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেই সভার মাথায় ॥ ৯৬
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্রবদন।
সভেই গায়েন 'জয় শ্রীশচীনন্দন' ॥ ৯৭
মহাভয়ে চতুর্দ্দিগে সভে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥ ৯৮
কথোক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাঞি বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া ॥ ৯৯
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সভে হরিধ্বনি গায় ॥ ১০০
চতুর্দ্দিগে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব-ভক্তের সংহতি ॥ ১০১
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়' ॥" ১০২
শচী বোলে "স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ, ঘরে রহিব নিমাঞি ॥ ১০৩
পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস তার হইয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥" ১০৪
এইমত পরম উদার দুইজন।
নানাকথা কহে পুত্রস্নেহের কারণ ॥ ১০৫
হেনমতে কথোদিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্ধান হৈলা নিত্য-সিদ্ধ কলেবর ॥ ১০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বপ্নের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই স্বপ্নের ছলে লীলাশক্তি মিশ্রবরকে প্রভুর ভাবী লীলার কথাই জানাইয়াছেন।

৯২। আচম্বিত—হঠাৎ, বিনাকারণে।

৯৩। শিখার মুণ্ডন—মস্তক-মুণ্ডন। সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে মস্তকের সমস্ত কেশ ক্ষুর দ্বারা অপসারিত করিতে হয়। মিশ্রবর নিমাইর সন্ন্যাস-গ্রহণই স্বপ্নে দেখিয়াছেন।

৯৭। চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা। পঞ্চমুখ—মহাদেব। সহস্রবদন- অনন্তদেব।

৯৮। "মহাভয়ে"-স্থলে "মহানন্দে", "মুখে"-স্থলে "ভয়ে" এবং "কিছু"-পাঠান্তর আছে।

৯৯। বুলেন—ভ্রমণ করেন, ঘুরিয়া বেড়ায়েন।

১০০। ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া ইত্যাদি—তাঁহাদের হরিধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডকে স্পর্শ করে।

১০২। বিরক্ত—সংসার-সুখ-বিষয়ে অনাসক্ত।

১০৪। "বিদ্যারস তার"-স্থলে "বিদ্যারস ভাব"-পাঠান্তর।

১০৬। অন্তর্ধান হৈলা—লোকনয়নের অগোচরে চলিয়া গেলেন। **নিত্যসিদ্ধ কলেবর**—(পাঠান্তর—নিত্য শুদ্ধ কলেবর)—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবর ছিলেন শ্রীগৌরের অনাদিসিদ্ধ পরিকর, সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ (১।১।৭২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তাঁহার কলেবরও (দেহও)

মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর॥ ১০৭
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন॥ ১০৮
দুঃখ-রস এ সকল বিস্তারি কহিতে।
দুঃখ হয়, অতএব কহিল সংক্ষেপে॥ ১০৯
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা' সম্বরি॥ ১১০

পিতৃহীন-বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র সেবা বই আর কার্য্য নাঞি॥ ১১১
দণ্ডকে না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায়ে আই দুই চক্ষে হয় অন্ধ॥ ১১২
প্রভুও মায়ের প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস-উত্তর॥ ১১৩
"শুন মাতা! মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি॥ ১১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ছিল নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই তাঁহার এইরূপ দেহ। নরলীল ভগবান্ যখন জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন, বাল্য ও পৌগণ্ডের অবসানে যেমন তিনি স্বীয় নিত্যসিদ্ধরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার পরিকরগণেরও তদ্রূপ। মিশ্রপুরন্দর জীবতত্ত্ব নহেন বলিয়া কোনও নূতন দেহ ধারণ করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ দেহেই, নরলীল বলিয়া লৌকিক জন্মের অনুকরণে বাল্য-পৌগণ্ডাদিকে অঙ্গীকার করিয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বাল্য-পৌগণ্ডাদির পরে তাঁহার নিত্যসিদ্ধরূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবানের জন্মের ন্যায়, তাঁহার জন্মও প্রাকৃত লোকের জন্ম নহে; ইহা তাঁহার আবির্ভাব মাত্র—লোক-নয়নের অগোচর দেহকে লোকনয়নের গোচরীভূত করা মাত্র। তাঁহার এবং তাদৃশ ভগবৎ-পরিকরদের মানুষের মতন মৃত্যুও নাই, তাঁহারা অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হয়েন মাত্র—লোকনয়নের অগোচরে চলিয়া যায়েন—তিরোভাব প্রাপ্ত হয়েন।

১০৭। বিজয়ে—প্রয়াণে, অন্তর্ধানে। পাঠান্তর—"বিরহে" এবং "বিয়োগে"। "বিজয়ে যে-হেন"-স্থলে "বিরহে যেন কৈল"-পাঠান্তর। রঘুবর—শ্রীরামচন্দ্র।

১০৮। দুর্নিবার—যত্নপূর্বকও নিবারণের অযোগ্য। আইর—শচীমাতার। পতিবিরহে শচীমাতারও প্রকট থাকার সম্ভাবনা ছিল না; শুদ্ধবাৎসল্যবশতঃ গৌরচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দুর্নিবার আকর্ষণবশতঃই, পিতামাতার অভাবে তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয় নিমাইর দুঃখ হইবে মনে করিয়াই, তিনি তিরোভাব প্রাপ্ত হয়েন নাই। শচীমাতাও নিত্যসিদ্ধ কলেবরা, সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, জীবতত্ত্ব নহেন (১।১।৭৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৯। "রস"-স্থলে "বড়" এবং "হয়"-পাঠান্তর আছে।

১১০। আপনা সম্বরি—আত্মগোপন করিয়া, প্রাকৃত নর-শিশুর ন্যায় আচরণ করিয়া।

১১৩। প্রবোধেন—প্রবোধ বা সান্ত্বনা দান করেন। তানে—তাঁহাকে, শচীমাতাকে। আশ্বাস-উত্তর—আশ্বাস-জনক বা সান্ত্বনা-জনক উত্তর। পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে আশ্বাস-জনক উত্তর কথিত হইয়াছে। উত্তর—বচন, বাক্য।

ব্রহ্মা-মহেশ্বরো যে দুর্ল্লভ লোকে বোলে।
তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিব হেলে ॥” ১১৫
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ-স্মৃতি-মাত্র নাহি থাকে কিসে দুঃখ ॥ ১১৬
যার স্মৃতি-মাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম।
সে প্রভু যাহার পুত্ররূপে বিদ্যমান ॥ ১১৭
তাহার কেমতে দুঃখ রহিব শরীরে ?
আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে ॥ ১১৮
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভাবসুখে ॥ ১১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৫। লোকে যে-বস্তুকে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পক্ষেও দুর্লভ মনে করে, আমি অনায়াসে তোমাকে সেই বস্তুও আনিয়া দিব। জননীর সান্ত্বনার জন্য লীলাশক্তিই প্রভুর মুখে এই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। হেলে—অবহেলায়, অনায়াসে। **ব্রহ্মা-মহেশ্বরো**—ব্রহ্মার এবং মহেশ্বরেরও।

১১৬। দেহস্মৃতি-মাত্র নাহি ইত্যাদি—স্বীয় প্রাণকোটিপ্রিয় গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখের প্রতি দৃষ্টি করিলে পরমানন্দে, শুদ্ধবাৎসল্যবতী শচীমাতার নিজের দেহের স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, পুত্রের বদন-সৌন্দর্যেই তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, নিজের দেহের সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধানই তাঁহার থাকে না; সুতরাং তখন তাঁহার মনে পতিবিরহ-দুঃখও অনুভূত হয় না।

১১৭। “সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম”-স্থলে “সভে হয় পূর্ণকাম”-পাঠান্তর। উভয় পাঠেরই অর্থ এক—সকলের সকল বাসনা পূর্ণ হয়।

১১৯। বৈকুণ্ঠনাথ—গোলোকনাথ (১৷১৷১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **স্বানুভাবসুখে**—স্বীয় স্বরূপগত অনুভাবের সুখে। **অনুভাব**—লক্ষণ। **স্বানুভাব**—স্বীয় স্বরূপগত অনুভাব বা লক্ষণ। **স্বানুভাবসুখ**—স্বীয় স্বরূপগত লক্ষণ-জনিত সুখ বা আনন্দ, স্বীয় স্বরূপগত লক্ষণের আস্বাদন-জনিত আনন্দ; আত্মানন্দ; নিজানন্দ, স্বানুভাব-রস। প্রভু হইতেছেন স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা এই উভয়ের অনুভাব বা স্বরূপগত লক্ষণই প্রভুতে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার স্বরূপগত লক্ষণ হইতেছে এই যে—তিনি আনন্দ-স্বরূপ, রসস্বরূপ, আনন্দদাতা এবং রসময়ী লীলায় বিলাসবান্। আর, শ্রীরাধার স্বরূপগত লক্ষণ হইতেছে এই যে—শ্রীরাধা অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী, নিখিল-ভক্তকুল-মুকুটমণি, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবায় নিরতা, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-মাধুর্যাদির আস্বাদিকা। রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ বলিয়া, প্রভুর মধ্যে কখনও কৃষ্ণস্বরূপের অনুভাব বা লক্ষণ প্রকাশ পাইত, আবার কখনও রাধা-স্বরূপের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। যখন কৃষ্ণস্বরূপের অনুভাব প্রকাশ পাইত, তখন তিনি সকলকেই আনন্দ দান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন (১৷৫৷৪১-৪৪), কখনও বা বালকৃষ্ণের ভাবাবেশে নানাবিধ কৌতুকময়ী লীলা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন (১৷৫৷১৭০-১২, ১৷৫৷১৫১-৫৮ ইত্যাদি), কখনও বা যুদ্ধলীলায় (১৷৮৷২৩৬), কখনও বা কামলীলায় (১৷৮৷২৩৭), কখনও বা ধনবিতরণ-লীলায় (১৷৮৷২৩৮), কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন-লীলায় (১৷৬৷৯৬), কখনও বা মুরলীধ্বনি প্রকটিত করিয়া (১৷৮৷২১৫-১৯), ইত্যাদিরূপে নানাবিধ বৃন্দাবন-চন্দ্র-ভাব প্রকটিত করিয়া, আনন্দ অনুভব করিতেন। আবার যখন প্রভুর মধ্যে

ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস ॥ ১২০
কি থাকুক, না থাকুক, নাহিক বিচার।
চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর ॥ ১২১
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহো নাহি মানে ॥ ১২২
তথাপিহ শচী, যে চাহেন, সেইক্ষণে।
নানা-যত্নে দেন পুত্রস্নেহের কারণে ॥ ১২৩
একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল আমলকী চাহে জননীর স্থানে ॥ ১২৪
"দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ' মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাঙ গঙ্গা পূজিবারে ॥" ১২৫
জননী কহেন "বাপ। শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া ॥" ১২৬
'আনোঁ গিয়া' যেই-মাত্র শুনিলা বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥ ১২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীরাধার অনুভাব প্রকাশ পাইত, তখন তিনি কখনও বা বায়ুদেহ-মান্দ্যচ্ছলে নানাবিধ প্রেমবিকারের প্রকাশ করিয়া (১।৮।৬৭-৭০), কখনও বা "কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমাবেশে অস্থির (২।১।৪৩) হইয়া, কখনও বা ভক্তভাবে বৈষ্ণবদের পরিচর্যা করিয়া (২।২।৩৫-৪৬), কখনও বা ভক্তগণের সহিত কীর্তনে অদ্ভুত-প্রেমবিকার প্রকাশ করিয়া (২।২।১৫৮-৬৬), ইত্যাদি নানাভাবে আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সমস্তই প্রভুর স্বানুভাবানন্দ।

১২০। অন্বয়॥ (প্রভুর) ঘরে মাত্র (কেবল) দরিদ্রতার প্রকাশ হয় (অর্থাৎ সর্বদাই কেবল দরিদ্রতা। তথাপি প্রভুর মায়ের প্রতি) আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাসের তুল্য। ঘরে মাত্র হয় (পাঠান্তর—ঘরে বোল মহা) ইত্যাদি—প্রভু বাহিরে বিপ্রশিশুদের সহিত ক্রীড়াদিতে আনন্দে বিরাজ করিতেছেন; সে-স্থানে তাঁহার কোনও অভাব বা অভাবজনিত দুঃখও নাই। বস্তুতঃ পূর্ণতম-স্বরূপ প্রভুর কোনও অভাবই নাই, থাকিতেও পারে না, সুতরাং কোনও দুঃখও থাকিতে পারে না; তিনি ষড়ৈশ্বর্যপতি; সুতরাং তাঁহার দারিদ্র্যও থাকিতে পারে না। তথাপি তাঁহাকে শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত লীলাশক্তি তাঁহার "ঘরে মাত্র দরিদ্রতার প্রকাশ" করিয়াছেন। লৌকিকী দৃষ্টিতে শচীমাতার গৃহে মহা দারিদ্র্য বিদ্যমান। এই অবস্থাতেও প্রভুর আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস—শচীমাতার প্রতি প্রভুর আদেশ যেন মহামহেশ্বরের বিলাসজনিত আদেশের অনুরূপ। মহামহেশ্বর স্বয়ংভগবান্ লীলাবেশে যখন যে-আদেশ করেন, তাহা যেমন অলঙ্ঘনীয়, শচীমাতার প্রতি গৌরচন্দ্রের আদেশও ছিল তদ্রূপ অলঙ্ঘনীয়; শচীমাতাকে সেই আদেশ পালন করিতেই হইত; নতুবা প্রভু উৎপাত করিতেন। বস্তুতঃ প্রভুই তো মহামহেশ্বর স্বয়ংভগবান্। লীলাশক্তি তাঁহাদ্বারা এতাদৃশ আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী পয়ারগুলি দ্রষ্টব্য।

১২২। "ভাঙ্গিয়া ফেলেন"-স্থলে "সকল ভাঙ্গেন" এবং "তাহো নাহি মানে"-স্থলে "তাহা নাহি জানে"-পাঠান্তর আছে।

১২৫। চাঙ—চাহি।

১২৬। আনোঁ—আনি। আনিব।

"এখনে যাইবা তুমি মালা আনিবারে।"
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিলা ঘরে ॥ ১২৮
যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ ॥ ১২৯
তৈল, ঘৃত, লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাথে ॥ ১৩০
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্ ॥ ১৩১
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ।
তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য, লোণ, বড়ী, মুদ্গ ॥ ১৩২
যতেক আছিল সিকা টানিঞা টানিঞা।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ॥ ১৩৩
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খানি খানি করি চিরি ফেলে দুই করে ॥ ১৩৪
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥ ১৩৫
দোহাথিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিরোধ করে ॥ ১৩৬
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাথিয়া ॥ ১৩৭
তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৩৮
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহা-ভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া ॥ ১৩৯
ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥ ১৪০
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া ॥ ১৪১
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে ॥ ১৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৮। এখনে যাইবা ইত্যাদি—তুমি মালা আনিবার জন্য এখন যাইবে! ব্যঞ্জনা—এতক্ষণ কি করিয়াছিলে? "এখনে যাইবা তুমি"-স্থলে "অখনে কি যাইবা সে"-পাঠান্তর আছে। অখনে—এখনে।

১৩০। ঠেঙ্গা—লাঠি। "করিলেন ঠেঙ্গা লই"-স্থলে "করি ঠেঙ্গা লই দুই"-পাঠান্তর আছে। দুই হাতেই লাঠি লইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিতে লাগিলেন।

১৩৪। খানি খানি—খণ্ড খণ্ড, টুক্‌রা টুক্‌রা।

১৩৬। দোহাথিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে—দুই হাতে লাঠি ধরিয়া গৃহের উপরে আঘাত করিতে লাগিলেন। নিরোধ করে—বাধা দেয়। "হেন প্রাণ…নিরোধ করে"-স্থলে "হেন প্রাণী নাহি কেহো প্রভু প্রবোধ করে"-পাঠান্তর। প্রবোধ করে—শান্ত করে।

১৩৮। ক্ষমা নাহি হয়—ক্ষান্ত হয়েন না। সমুচ্চয়—সংখ্যা। নাহি সমুচ্চয়—পৃথিবীতে (মাটীর উপরে) যে কতবার ঠেঙ্গা মারিলেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

১৩৯। উপান্তে—প্রান্তভাগে, কোণে। "গৃহের উপান্তে…হৈয়া"-স্থলে "গৃহের একান্তে আই (মাই) সঙ্কুচিতা হঞা"-পাঠান্তর আছে।

১৪১। আরো—আরও। "আরো"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর আছে। আছেন-ব্যঞ্জিয়া—ব্যক্ত (প্রকাশ) করিয়াছেন।

শ্রীকনক-অঙ্গ হৈল বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত॥ ১৪৩
কথোক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া॥ ১৪৪
সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগনিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুই আছেন শ্রীবৈকুণ্ঠপতি॥ ১৪৫
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাহার শয়ন।
লক্ষ্মী যার পাদপদ্ম সেবে অনুক্ষণ॥ ১৪৬
চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥ ১৪৭
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে॥ ১৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৩। **শ্রীকনক-অঙ্গ**—স্বর্ণবর্ণ পরম সুন্দর অঙ্গ। **সেই হৈল মহাশোভা**—স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ বালুকাবেষ্টিত হইয়াও মহাশোভা ধারণ করিল। **অকথ্য চরিত**—অনির্বচনীয় মহিমা। প্রাকৃত নরশিশু "আখুটি" করিয়া যেরূপ আচরণ করে, প্রভুর পূর্বোল্লিখিত আচরণগুলি তদ্রূপই অদ্ভুত বাল্যলীলা।

১৪৫। **সেই মতে**—ভূমিতে শয়ান অবস্থাতেই। "দৃষ্টি কৈলা"-স্থলে "দৃষ্টি হৈল"-পাঠান্তর **যোগনিদ্রা**—যোগমায়া-রচিতা নিদ্রা। প্রভু সেই অবস্থাতেই নিদ্রিত হইলেন। তাঁহার নিদ্রা প্রাকৃত লোকের নিদ্রার ন্যায় তমোগুণজাত নিদ্রা নহে; কেন না, প্রভু হইতেছেন সচ্চিদানন্দতত্ত্ব, প্রাকৃত কোনও গুণই, তমোগুণও, তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। **শ্রীবৈকুণ্ঠপতি**—গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ (১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৪৬। **অনন্তের**—অনন্ত-দেবের। "অনন্তের শ্রীবিগ্রহে"-স্থলে "অনন্ত-বিগ্রহোপরে"-পাঠান্তর আছে।

১৪৭। **চারি বেদে ইত্যাদি**—এ-স্থলে "আসামহো···ভেজে মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ভা. ১০।৪৭।৬১॥"-এই উদ্ধবোক্তি স্মরণীয়। এই পয়ারে শচীসুতের শ্রীকৃষ্ণত্ব কথিত হইয়াছে; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সমস্ত বেদের বেদ্য। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ॥ গী॥ ১৫।১৫॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥"

১৪৮। **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি**— যাঁহার লোমকূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া বেড়ায়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ॥ পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাসসহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে॥ গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥ চৈ. চ. ১।৫।৬০-৬২॥" ইহার প্রমাণ— "যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা-বিশেষো গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্র. স.॥ ৫।৪৮॥ ব্রহ্মার উক্তি।" "মহাবিষ্ণু" হইতেছে কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একটি নাম। এই ব্রহ্মোক্তি হইতে জানা গেল, যাঁহার রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করে, সেই কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ হইতেছেন আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের কলাবিশেষ (অংশাংশ)। অংশাংশীর অভেদবিবক্ষায়, ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দকেই

ব্রহ্মা-শিব-আদি মত্ত যাঁর গুণ-ধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গনে॥ ১৪৯
এইমত মহাপ্রভু স্বানুভাবরসে।
নিদ্রা যায় দেখি সর্ব্বদেবে কান্দে হাসে॥ ১৫০
কথোক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া॥ ১৫১
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া॥ ১৫২
"উঠ উঠ বাপ! মোর, হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গাপূজা কর॥ ১৫৩
ভাল হৈল বাপ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক্ তোমার সব বালাই লইয়া॥" ১৫৪
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত-অন্তর॥ ১৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"অগণিত-ব্রহ্মাণ্ড-সমূহরূপ পরমাণু-সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবরবিশিষ্ট" বলিয়াছেন। "ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ। ক্বেদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরমাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ'তে মহিত্বম্॥ ভা. ১০।১৪।১১॥" তদ্রূপ এ-স্থলেও গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর অংশাশীর অভেদবিবক্ষায় শ্রীগৌর-সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।" অথবা, কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ সম্বন্ধেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।" এ-কথা বলার হেতু কথিত হইতেছে। লিখিত হইয়াছে "সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে॥" অব্যহিতভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা হইতেছেন একমাত্র কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ, অন্য কেহ নহেন। এ-স্থলে দাস-শব্দে কারণার্ণবশায়ীকেই বুঝাইতেছে। তাঁহাকে দাস বলার হেতু এই যে—তিনি হইতেছেন শ্রীগোবিন্দের (সুতরাং শ্রীগৌরেরও) কলা-বিশেষ (ব্রহ্মার উক্তি), অংশাংশ। শ্রীগোবিন্দ (বা শ্রীগৌর) হইতেছেন তাঁহার অংশী। অংশীর সেবাই হইতেছে অংশের স্বরূপগত ধর্ম। কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিলীলার ইচ্ছা পূরণরূপ সেবা করিয়া থাকেন; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে তিনি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীগৌরের) সেবক বা দাস। এই আলোচনার অনুসরণে আলোচ্য পয়ারের অন্বয় এইরূপ হইতে পারে—"যাঁহার লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া বেড়ায়, সেই কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ যে-শ্রীগৌরের দাস এবং যে-শ্রীগৌরের এতাদৃশ দাস সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করেন, সেই শ্রীগৌরপ্রভু শচীর অঙ্গনে নিদ্রা যান।" এইরূপ অন্বয়ই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়; কেননা, আলোচ্য প্রসঙ্গেই পূর্ববর্তী ১৪৭-পয়ারে তিনি শচীপুত্রের শ্রীকৃষ্ণত্বের কথা বলিয়াছেন এবং তৎপূর্বেও ১।১।১০৬, ১।১।১২৫, ১।২।৭৯, ১।২।১৪৯, ১।২।১১৩, ১।৫।৪৭-প্রভৃতি পয়ারেও গ্রন্থকার তাহাই বলিয়াছেন।

১৫০। **স্বানুভাবরসে** (পাঠান্তর—"স্বানুভাবাবেশে" এবং "স্বানুভাবে ভাসে")—যে-বাল্যকে স্বীয় কৈশোরের ধর্মরূপে প্রভু অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই বাল্য (ব্রাল্য-লক্ষণা)-লীলার আস্বাদনের আনন্দে। সার মর্ম—বাল্যলীলার রসে। ১।৬।১১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। **বালাই**—আপদ-বিপদ, **অমঙ্গল**।

এথা শচী সর্ব্বগৃহ করি উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার ॥ ১৫৬
যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়॥ ১৫৭
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ-প্রকারে।
যশোদায়ে সহিলেন গোকুলনগরে ॥ ১৫৮
এইমত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা॥ ১৫৯
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক ॥ ১৬০
সকল সহেন শচী কায়-বাক্য-মনে।
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে॥ ১৬১
কথোক্ষণে মহাপ্রভু করি গঙ্গাস্নান।
গৃহে আইলেন ক্রীড়াময় ভগবান্ ॥ ১৬২
বিষ্ণু-পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥ ১৬৩
ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
হাসিয়া করেন প্রভু তাম্বূলভক্ষণ ॥ ১৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৬। উপস্কার—পরিষ্কার। পাঠান্তর—"পরিষ্কার।"

১৫৭। শচীর চিত্তে ইত্যাদি—শচীমাতার চিত্ত শ্রীনিমাই-সম্বন্ধে শুদ্ধ-বাৎসল্যে ভরপূর; সেই বাৎসল্যসুখেই তিনি বিভোর। এই বাৎসল্যের প্রভাবে তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয় নিমাইর কোনও আচরণেই বাস্তবিক তাঁহার চিত্তে দুঃখ অনুভূত হয় না; তাঁহার গাঢ়তম বাৎসল্যকে ভেদ করিয়া দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ, নিমাই তো তাঁহাকে "আনন্দস্বরূপ" করিয়াছেন (১।৬।১১৮)। যিনি "আনন্দস্বরূপ", তাঁহার আবার দুঃখ কোথায়?

১৬০। ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি ইত্যাদি—ঈশ্বরের লীলা কতই বা কহিতে জানি? অর্থাৎ সমস্ত লীলা বর্ণন করার সামর্থ্য আমার নাই, আমি সমস্ত লীলার কথা জানিও না (গ্রন্থকারের উক্তি)।

১৬১। পৃথিবী আপনে—পৃথিবীর উপরে লোক কত অত্যাচার-উৎপাত করিয়া থাকে, এজন্য পৃথিবী কাহারও প্রতি রুষ্ট হয়েন না, কাহাকেও শাস্তিও দেন না, নীরবে সমস্তই সহ্য করেন; এইভাবে সমস্ত উৎপাত সহ্য করাই পৃথিবীর স্বভাব। এজন্য পৃথিবীর একটি নাম "সর্ব্বংসহা"—তিনি সমস্ত সহ্য করেন। শ্রীনিমাই শচীমাতার সম্বন্ধে অনেক উৎপাত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও শচীমাতার চিত্তে দুঃখ জন্মে নাই ১।৬।১৫৭ পয়ার), তিনি নিমাইর সমস্ত চঞ্চলতা সহ্য করিয়াছেন (১।৬।১৬০ পয়ার)—কায়-বাক্য-মনে—নিমাইর সমস্ত চাঞ্চল্য শচীমাতা কায়-বাক্য-মনে সহ্য করিয়াছেন। কায়ে (শরীরে) সহিষ্ণুতার প্রমাণ—মাতা নিমাইকে কখনও প্রহারাদি করেন নাই। বাক্যে সহিষ্ণুতার প্রমাণ—মাতা নিমাইকে কখনও কঠোর বাক্যে তিরস্কারাদি করেন নাই। মনের সহিষ্ণুতা—নিমাইর চঞ্চলতায় মাতা কখনও মনেও দুঃখ অনুভব করেন নাই। এজন্যই বলা হইয়াছে—"হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে", শচীমাতা নিজে যেন পৃথিবীই হইলেন, পৃথিবীর ন্যায়, "সর্ব্বংসহা" হইলেন।

১৬৪। তাম্বূল—পান। "হাসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভক্ষণ"-স্থলে "আচমন করি করেন তাম্বূল চর্ব্বণ"-পাঠান্তর। আচমন—আহারের পরে মুখ-ধোয়া

ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
"এত অপচয় বাপ! কি কার্য্যে করিলা? ১৬৫
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার॥ ১৬৬
পঢ়িবারে তুমি বোল এখনে যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা?" ১৬৭
হাসে প্রভু জননীর শুনিঞা বচন।
প্রভু বোলে "কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ॥" ১৬৮
এত বলি পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতীপতি চলিলেন পঢ়িবারে॥ ১৬৯
কথোক্ষণ বিদ্যারস করি কুতূহলে।
জাহ্নবীর তীরে আইলেন সন্ধ্যাকালে ১৭০
কথোক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুন আইলেন আপন-মন্দিরে॥ ১৭১
জননীরে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তান হাথে॥ ১৭২
"দেখ মাতা! কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল॥" ১৭৩
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে'॥ ১৭৪
"কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বারেবার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায়ে আসি আর॥ ১৭৫
যেই-মাত্র সম্বল-সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে॥ ১৭৬
কিবা ধার করে, কিবা কোন সিদ্ধি জানে।
কোন্ রূপে কার সোণা আনে বা কেমনে॥" ১৭৭
মহা-অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বারেবার॥ ১৭৮
"দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।"
লোকেরে শিখায় আই "ভাঙ্গাইবি তবে॥" ১৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৬। দায়—দায়িত্ব, ক্ষতি-বৃদ্ধি, লাভ-ক্ষতি। "সে কি দায়"-স্থলে "যে কি দোষ"-পাঠান্তর।

১৬৭। সম্বল—খাওয়া-পরার দ্রব্য বা উপকরণ।

১৬৮। পোষ্টা—পালনকর্তা।

১৭২। নিভৃতে—নির্জনে।

১৭৫। সুবর্ণ—স্বর্ণ, সোনা। বারে বার—বার বার, বহুবার। ইহাতে বুঝা যায়, যখনই মাতার প্রয়োজন হইত, প্রভু তখনই তাঁহাকে সোনা আনিয়া দিতেন (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রমাদ—বিপদ, সঙ্কট। "আর"-স্থলে "মা'র"-পাঠান্তর।

১৭৬। সম্বল-সঙ্কোচ—খাওয়া-পরার দ্রব্যাদির অভাব।

১৭৭। ধার করে—কাহারও নিকট হইতে কর্জ (ঋণ) করে। সিদ্ধি—অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি (ভা. ১১।১৫।৪-৫)।

১৭৮। কৈতব—কপটতা, বঞ্চনা। অকৈতব—কপটতাহীন, বঞ্চনার বাসনাহীন। মহা অকৈতব—অত্যন্ত সরল। ভাঙ্গাইতে—সোনার পরিবর্ত্তে খুচরা টাকা-পয়সা লইতে। ডরায়—ভয় করেন। "ডরায়"-স্থলে "দঢ়ায়"-পাঠান্তর। দঢ়ায়—দৃঢ় করেন; সাবধান করেন। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥ ১৮০
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পঢ়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥ ১৮১
ললাটে শোভয়ে উর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সর্ব্ব-মনোহর॥ ১৮২
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত॥ ১৮৩
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল-নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন॥ ১৮৪
যেই দেখে, সেই একদৃষ্ট্যে রূপ চা'য়।
হেন নাহি 'ধন্যধন্য' বলি যে না যায়॥ ১৮৫
হেন যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিঞা গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥ ১৮৬
সকল পঢ়ুয়ার মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব-প্রধান করিয়া॥ ১৮৭
গুরু বোলে "বাপ! তুমি মন দিয়া পঢ়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি, বলিলাঙ দঢ়॥" ১৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮০। **সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর**—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলে। প্রভু ছিলেন সমস্ত সিদ্ধদিগেরও ঈশ্বর

১৮১। **একক্ষণ**—কোনও সময়েই। পাঠান্তর—"অনুক্ষণ"—সর্বদা। "পঢ়েন"-স্থলে "পঢ়ুয়া"-পাঠান্তর।

১৮৪। **ত্রিকচ্ছ-বসন**—তিনটি কচ্ছযুক্ত বসন (পরিধেয় কাপড়—ধুতি)। কচ্ছ—"পরিধানাঞ্চলম্। কাছা কোঁচা কঁড়্সি ইতি ভাষা। ইত্যমর-মেদিনীকরৌ। শেষস্য পর্য্যায়ঃ—কক্ষা, কচ্ছা, কচ্ছাটিকা। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ কচ্ছটিকা, কচ্ছাটিকা। ইতি শব্দরত্নাবলী॥ তস্য প্রমাণম্। বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কক্ষাত্রয়মুদাহৃতম্। এভিঃ কক্ষৈঃ পরিধত্তে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ॥ ইতি স্মৃতিঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—কচ্ছা-শব্দে সাধারণতঃ বস্ত্রাঞ্চল বুঝায়। লৌকিকী ভাষায় কচ্ছাকে কাছা, কোঁচা এবং কঁড়্সিও বলা হয়। ইহার অপর একটি নাম হইতেছে—কক্ষা। বামে, পৃষ্ঠে ও নাভিতে—এই তিন স্থানে কক্ষা বা কচ্ছা দিয়া যে বিপ্র ধুতিবস্ত্র পরিধান করেন, তিনি শুচি বা পবিত্র। অর্থাৎ যে বিপ্র তিনটি কচ্ছযুক্ত (ত্রিকচ্ছ) ধুতিবস্ত্র পরিধান করেন, তিনি পবিত্র। বামে, পৃষ্ঠে ও নাভিতে কচ্ছের বিবরণ এইরূপ। কোমরে জড়াইয়া যখন ধুতি পরা হয়, তখন ধুতির একটি প্রান্ত কোঁচাইয়া পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের উপরে গুঁজিয়া দেওয়া হয়; ইহা একটি কচ্ছ। ধুতির অপর প্রান্ত, যাহা সম্মুখভাগে থাকে, তাহা, ধুতির যে পাইড়টি কোমরে জড়ান থাকে, সেই পাইড় ধরিয়া কোঁচাইয়া নাভির নিকটে গুঁজিয়া রাখা হয়; ইহাও একটি কচ্ছ। আবার, ধুতির প্রান্তভাগ হইতে অপর পাইড়টি ধরিয়া কোঁচাইয়া নাভির বামদিকে কোমরে গুঁজিয়া রাখিলে তাহা হইবে আর একটি কচ্ছ। এইরূপে ধুতি পরিলেই তাহা হইবে ত্রিকচ্ছ-ধুতি বা ত্রিকচ্ছ-বসন।

১৮৫। "বলি যে"-স্থলে "বলিয়া"-পাঠান্তর আছে।

১৮৮। **ভট্টাচার্য্য**—মীমাংসাশাস্ত্রে এবং ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে ভট্টাচার্য বলে। **বলিলাঙ দঢ়**—আমি দৃঢ় (দৃঢ় বা নিশ্চিতরূপে) বলিলাম।

প্রভু বোলে "তুমি-আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ দুর্লভ তাহারে?" ১৮৯
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পঢ়ুয়া যে দিবেক উত্তর ॥ ১৯০
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন ॥ ১৯১
কেহ যদি কোনমতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সুরীতে ॥ ১৯২
কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র-বিনে ॥ ১৯৩
এইমতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে।
প্রকাশ না করে জগতের দিন-দোষে ॥ ১৯৪
হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎসঙ্গ অসৎপথ বহি নাহি আর ॥ ১৯৫
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ-ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে ॥ ১৯৬
মিথ্যা-সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ সব দুঃখিত-অন্তর ॥ ১৯৭
'কৃষ্ণ' বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ ॥ ১৯৮
হেন দেহ পাইয়া না হৈল কৃষ্ণে রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি ॥ ১৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯১। সূত্র—১।৬।৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কলাপব্যাকরণের সূত্রই এ-স্থলে অভিপ্রেত।

১৯২। সুরীতে—উত্তম প্রকারে।

১৯৩। পর্য্যটনে—ভ্রমণে, বেড়াইবার সময়ে।

১৯৪। প্রকাশ না করে—প্রভু আত্মপ্রকাশ করেন না; নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব কি, তাহা কাহাকেও জানান না। দিন-দোষে—সময়ের দোষে। তখনও প্রভুর আত্মপ্রকাশের সময় হয় নাই বলিয়া। পরবর্তী তিন পয়ারে তৎকালীন দেশের অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

১৯৬। পুত্রাদির মহোৎসব—পুত্রাদির জন্ম, অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষ্যে আড়ম্বরপূর্ণ-আয়োজনাদি করিয়া বহু অর্থব্যয়। দেহ-গেহ-ব্যতিরিক্ত ইত্যাদি—দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, গৃহাদির সাজ-সজ্জা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের কথা মনে জাগে না।

১৯৭। মিথ্যাসুখ—১।৫।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৯। হেন দেহ—ভজনের উপযোগী মনুষ্যদেহ। "না হৈল কৃষ্ণে রতি"-স্থলে "কৃষ্ণতে নহে মতি"-পাঠান্তর আছে।

উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ভা. ১১।২০।১৭ ॥"—"নরদেহই হইতেছে (কর্ম করার এবং ভজন করার পক্ষে) আদ্য (প্রথম। অন্য কোনও দেহেই জীব কোনও নূতন কর্মও করিতে পারে না, ভজনও করিতে পারে না।) এই নরদেহ সুলভ এবং সুদুর্লভ (জীব নিজে চেষ্টা করিয়া নরদেহ লাভ করিতে পারে না, সুতরাং নিজের চেষ্টায় নরদেহ হইতেছে সুদুর্লভ; কিন্তু ভগবান্ কৃপা করিয়া নরদেহ দিয়া থাকেন বলিয়া ইহা সুলভ হইয়াছে)। গুরুকে কর্ণধার করিলে (ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে এই নরদেহ) হইতেছে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

একটি সুগঠিত প্লব (তরণী, নৌকা)। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) করুণারূপ পবনের দ্বারা চালিত হইয়া ইহা ভবসাগরের অপর তীরে উপনীত হইতে পারে। (এত সুযোগ সত্ত্বেও) যে পুরুষ (নরদেহ-ধারী জীব) ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে আত্মঘাতী।" মর্ম—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ বলিয়া, সুতরাং কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া, জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজনে স্বরূপতঃ অধিকার থাকিলেও দেহগত অধিকার কেবল মানুষেরই আছে। "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা"-এই প্রমাণ অনুসারে মন-আদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তাতেই শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হয়। কিন্তু মনুষ্যেতর জীবগণ স্ব-স্ব কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহ, মন, বুদ্ধি-আদিই প্রাপ্ত হয়; সাধন-ভজনের, এমন কি নূতন কোনও কর্ম করার, উপযোগিনী বুদ্ধি প্রভৃতি তাহাদের নাই। মানুষকেও তাহার কর্মফল ভোগ করিতে হয়; সুতরাং তদনুরূপ বুদ্ধি-আদি মানুষেরও আবশ্যক। ভগবান্ মানুষকে তদনুরূপ বুদ্ধিও দিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্যে তদতিরিক্ত বুদ্ধি-আদিও দিয়াছেন। সুতরাং এই অতিরিক্ত শক্তির যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা মানুষ যদি ভগবদ্ভজন করে, তাহা হইলেই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষগণ সেই অতিরিক্ত শক্তিকে ভগবদ্ভজনে না লাগাইয়া দেহের সুখের জন্য নিয়োজিত করে; তাহার ফলে নূতন নূতন কর্ম করিয়া সংসার-বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে। এইরূপে সেই শক্তির অপব্যবহারে দুর্ভাগ্য লোকগণ নূতন কর্মও করিয়া থাকে; অন্য জীবের এই অতিরিক্ত বুদ্ধি বা শক্তি নাই বলিয়া অন্য জীব নূতন কোনও কর্ম করিতে পারে না। সুতরাং নরদেহই হইতেছে—নূতন কর্ম করার পক্ষেও আদি, ভজনের পক্ষেও আদি—"নৃদেহমাদ্যম্"। নিজের সামর্থ্যে কোনও জীব নরদেহ পাইতে পারে না। জীবের পক্ষে নিজের সামর্থ্যে ইহা "সুদুর্লভ"। ভগবান্ কৃপা করিয়া নরদেহ দেন বলিয়া জীবের পক্ষে তাহা "সুলভ" হয়। জীবকে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়; আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণের পরে পরম কৃপালু এবং জীবের একমাত্র প্রিয় ভগবান্ জীবকে চারিলক্ষ বার পর্যন্ত মনুষ্যযোনিতে জন্মিবার সুযোগ দিয়া থাকেন—ভজনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ এই নরদেহকে "প্লব—নৌকা" বলিয়াছেন—সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকা। ইহাকে তিনি "সুকল্প প্লব—সুগঠিত নৌকা"ও বলিয়াছেন—সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার উপযোগী নৌকা। কিন্তু নৌকার কর্ণধার না থাকিলে নৌকা ঠিক সোজা পথে চলিতে পারে না; কর্ণধার হাল ধরিয়া নৌকাকে অভীষ্ট-পথে চালাইয়া থাকে। নরদেহরূপ তরণীতে যদি গুরুকে কর্ণধার করা হয়, তাহা হইলেই গুরু-কর্ণধারের পরিচালনায় তরণী সংসার-সমুদ্র পার হইয়া অপরতীরে ভগবচ্চরণে উপনীত হইতে পারে—"গুরুকর্ণধারং সুকল্পং প্লবম্।" কিন্তু কেবল কর্ণধার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিলেই কি নৌকা চলিবে? দাঁড় টানারও প্রয়োজন, অনুকূল বাতাসেরও প্রয়োজন। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানরূপ দাঁড়-টানা তো চলিবেই; কিন্তু কেবল তাহাতেই নরদেহরূপ তরণী অপর তীরে পৌঁছিতে পারিবে না, অনুকূল পবনেরও প্রয়োজন। পরমকৃপালু ভগবান্ই অনুকূল পবনের সহায়তা দিয়া থাকেন—"ময়ানুকূলেন নভস্বতা ঈরিতম্"—তাঁহার করুণারূপ পবনের দ্বারা চালিত হইয়া এই নৌকা ভবসমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছিতে পারিবে। এ-সকল কথা বলিয়া

যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে॥ ২০০
কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি-কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥ ২০১
তোমার সে জীব প্রভু! তুমি সে রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা, তুমি সে সর্ব্ব-পিতা॥" ২০২
এই মত ভক্তগণ সভার কুশল।
চিন্তেন গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥ ২০৩
বিস্তারস করে গৌরচন্দ্র ভগবান।
এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান॥ ২০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে লোক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে আত্মঘাতী। —পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।"

২০০। যে নর-শরীর লাগি ইত্যাদি—নরদেহই ভজনের উপযোগী বলিয়া, দেবতারাও নরদেহ-প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করেন। যাঁহারা বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানজাত পুণ্য অর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করেন, এই পয়ারে "দেব"-শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। তাঁহারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন; পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহাদিগকেও স্বর্গ হইতে আবার মর্ত্যলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। গী॥" সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁহারাও নরদেহ-প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন। ভা. ৫।১৯।২০-২৪-শ্লোক দ্রষ্টব্য। মিথ্যা সুখ—১।৫।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বিহারে—ভোগে। "মিথ্যাসুখের বিহারে"-স্থলে "মিছা সুখেতে বিহরে"-পাঠান্তর আছে।

২০১। কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব—" 'যাত্রা—চন্দনযাত্রা প্রভৃতি দ্বাদশযাত্রা। 'মহোৎসব'—বসন্তমহোৎসবাদি। 'পর্ব্ব'—অক্ষয়তৃতীয়াদি। —অ. প্র.॥"

২০২। দ্বিতীয়ার্ধে "তুমি"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

২০৪। এই পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ-কথনের সূচনা করা হইয়াছে। এই পয়ার-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণগোস্বামি-মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—" 'বিস্তারস করে' হইতে 'আখ্যান' পর্য্যন্ত দুইটি পংক্তি মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে:—'এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান। সূত্ররূপে কহি কিছু মহিমা তাহান॥' ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি আদিখণ্ডে মিশ্রচন্দ্র-পরলোক-নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু॥ জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ। জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের নিধান॥ জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর। জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর॥' " এই বিবরণ হইতে জানা যায়, প্রভুপাদ-কথিত মুদ্রিত পুস্তকে, প্রভুপাদের সম্পাদিত গ্রন্থের "বিস্তারস করে"-ইত্যাদি পয়ারের স্থলে "এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান"-ইত্যাদি পয়ারের পরে, অধ্যায়-শেষে গ্রন্থকারের সাধারণ উপসংহার-পয়ার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান"-ইত্যাদিতেই অধ্যায়-সমাপ্তি হইয়াছে এবং মুদ্রিত পুস্তকে এই সমাপ্ত অধ্যায়কে আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায় বলা হইয়াছে; অথচ, প্রভুপাদের সম্পাদিত গ্রন্থে ইহা হইতেছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের পূর্ব্বাংশ।

পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায় ॥ ২০৫
হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা-নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি ॥ ২০৬
শিশু হৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের ধাম ॥ ২০৭
সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব-সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল ॥ ২০৮
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥ ২০৯
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈলা যেন সকল-সংসারে ॥ ২১০
কথো লোক বলিলেক "হইল বজ্রপাত।"
কথো লোক মানিলেক পরম উৎপাত ॥ ২১১
কথো লোক বলিলেক "জানিল কারণ।
মৌড়েশ্বর-গোসাঞির হইল গর্জ্জন ॥" ২১২
এইমত সর্ব্বলোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহো নাহি চিনিল মায়ায় ॥ ২১৩
হেনমতে আপনা' লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥ ২১৪
শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥ ২১৫
দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর-রূপে কেহো করে নিবেদনে ॥ ২১৬
তবে পৃথ্বী লৈয়া সভে নদীতীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ঊর্দ্ধ-রা'য় ॥ ২১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৫-৬। শ্রীঅনন্ত—ব্রজের বলরামকেই এ-স্থলে "শ্রীঅনন্ত" বলা হইয়াছে। ১।১।৩৪-৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। রাঢ়ে—রাঢ়-দেশে। লীলায়-জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া। হাড়ো-ওঝা—"হাড়াই"-শব্দের অপভ্রংশে "হাড়ো"। শ্রীনিত্যানন্দের পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত (১।২।২২৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। উপাধ্যায়-শব্দের অপভ্রংশে "ওঝা।" হাড়ো-ওঝা—হাড়াই উপাধ্যায়। একচাকা—বর্ত্তমান নাম "একচক্রা", বীরভূম-জেলায়। মৌড়েশ্বর—মৌড়েশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ-বিগ্রহ। যথি—যে-স্থানে, যে একচাকা-গ্রামে। "যথি"-স্থলে "তথি"-পাঠান্তর আছে। তথি—সে-স্থানে; সেই একচাকা-গ্রামে।

২০৯। এই পয়ার হইতে জানা যায়, শ্রীগৌরের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরের আবির্ভাব জানিতে পারিয়া প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিয়াছিলেন।

২১২। মৌড়েশ্বর-গোসাঞির—মৌড়েশ্বর-শিবের।

২১৫। বাল্যকালে শ্রীনিত্যানন্দ সমবয়স্ক শিশুদের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয়রূপ খেলাই খেলিতেন, অন্য কোনওরূপ খেলার কথা তাঁহার চিত্তে জাগিত না। "কার্য্য বিনা"-স্থলে "কর্ম্ম বহি"-পাঠান্তর আছে। বহি—বিনা, ব্যতীত। নাহি স্ফুরে—স্ফুরিত হয় না, মনে জাগে না।

২১৬-১৭। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১ অধ্যায় হইতে জানা যায়—অসুর-স্বভাব নৃপতিগণের ও তাঁহাদের সেনানীগণের উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়া ধরণীদেবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া প্রতিকারের আশায় ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তখন রুদ্রাদি দেবতাগণকে সঙ্গে লইয়া ধরণীর সহিত

কোন শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে॥" ২১৮
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া॥ ২১৯
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহো নাহি জাগে॥ ২২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শিশুগণের সহিত এই লীলারই অভিনয় করিয়াছিলেন। দেবসভা ইত্যাদি—ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণের সভার অনুকরণে শ্রীনিত্যানন্দ শিশুগণকে লইয়া এক সভা করিলেন। পৃথিবীররূপে ইত্যাদি—ধরণী যেমন গাভীরূপধারণ করিয়া দেবসভায় ব্রহ্মার নিকটে স্বীয় দুঃখের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন, কোনও এক শিশুও সেইভাবে, পৃথিবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া শিশুগণের দেবসভায় দুঃখ নিবেদন করিলেন। শিশুগণ মেলি ইত্যাদি—ধরণীর ভূমিকা অভিনয়কারী শিশুর দুঃখের কথা শুনিয়া দেবতাদিগের ভূমিকা অভিনয়কারী শিশুগণ এক নদীতীরে উচ্চস্বরে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন—যেন ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর চরণেই ধরণীর দুঃখের কথা জানাইতেছেন। "মেলি"-স্থলে "লৈয়া"-পাঠান্তর আছে—নিত্যানন্দ শিশুগণকে লইয়া নদীতীরে গেলেন। উর্দ্ধরায়—উচ্চস্বরে।

২১৮। রুদ্রাদি দেবগণের সহিত ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে যাইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর চরণে ধরণীর দুঃখের কথা জানাইবার জন্য ব্রহ্মা ধ্যাননিমগ্ন হইলে সমাধি-অবস্থায় তিনি এক আকাশবাণী শুনিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন—ধরণীর দুর্দশার কথা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছেন এবং পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত তিনি বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। এ-স্থলেও কোন শিশু লুকাইয়া ইত্যাদি—ব্রহ্মা যে আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন, সেই আকাশবাণী কে বলিলেন, তাহা ব্রহ্মা বা অন্য কোনও দেবতা দেখেন নাই। এ-স্থলেও কোনও শিশু, কেহ যেন তাঁহাকে দেখিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে এক নিভৃত-স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, উচ্চস্বরে আকাশবাণী ব্যক্ত করিলেন। এ-স্থলে আকাশবাণীটি হইতেছে—"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে।" ব্রহ্মা যে আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল মথুরায় জন্মের কথাই আছে, গোকুলের কথা নাই। এ-স্থলে "মথুরা-গোকুলে" বলার তাৎপর্য হইতেছে এই যে—হরিবংশ হইতে জানা যায়, যে-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংস-কারাগারে চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিয়া দেবকী-বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি গোকুলেও দ্বিভুজরূপে নন্দ-যশোদার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা পরীক্ষিতের নিকটে শুকদেব বর্ণন না করিলেও "নন্দাত্মজ উৎপন্নে॥ ভা. ১০।৫।১॥"-ইত্যাদি উক্তিতে তাহা ইঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছেন।

২১৯। এই পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দকর্তৃক দেবকী-বসুদেবের বিবাহ-লীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। বিয়া (পাঠান্তরে-বিহা)—বিবাহ।

২২০। এই পয়ারে মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। বন্দিঘর করিয়া—কারাগার সাজাইয়া। অত্যন্ত নিশাভাগে—অনেক রাত্রিতে (অর্দ্ধ

গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে। মহামায়া দিল লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥ ২২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

রাত্রিতে)। "অত্যন্ত"-স্থলে "অনন্ত"-পাঠান্তর আছে। কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন (পাঠান্তর—প্রভু জন্ম করায়েন)—কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার অভিনয় করাইয়া থাকেন। কেহো নাহি জাগে—কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সময়ে মথুরার কোনও লোকই যেমন জাগিয়া ছিল না, সকলেই নিদ্রিত ছিল, তদ্রূপ এই অভিনয়েও অভিনেতারা ব্যতীত আর সকল শিশুই নিদ্রার অভিনয় করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণ"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

২২১। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ যখন নানালঙ্কারভূষিত পীতবসন-পরিহিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন দেবকী-বসুদেব ঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু বাৎসল্যের উদ্রেকে, কংস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না মনে করিয়া, বিশেষতঃ চতুর্ভুজ শিশুকে কোনও স্থানে লুকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া, দেবকী চিন্তিত হইলেন এবং ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার নিকটে তাহা জানাইলেনও। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ নরশিশুর রূপ প্রকটিত করিয়া বলিলেন—"আমাকে গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার সূতিকা-গৃহে রাখিয়া আইস এবং সে-স্থানে একটি কন্যা দেখিবে, তাহাকে এখানে লইয়া আইস।" এই কন্যাটি হইতেছেন মায়াদেবী। হরিবংশ হইতে জানা যায়—গোকুলে যশোদা হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবির্ভাব হইয়াছিল অষ্টমী তিথিতে, তাহার পরে নবমীতে যশোদার গর্ভে মায়াদেবীর জন্ম হইয়াছিল। কৃষ্ণ-জন্মের পরেই যোগমায়ার প্রভাবে যশোদা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কন্যার জন্মের কথা তিনি জানিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বসুদেব যে তাঁহার দ্বিভুজ শিশুকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া কন্যাটিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। এই পয়ারে এ-সকল লীলার অভিনয়ের কথাই বলা হইয়াছে। গোকুল সৃজিয়া—অভিনয়ের জন্য গোকুল প্রস্তুত করিয়া। তথি—সেই গোকুলে। মহামায়া—যশোদাগর্ভ-সম্ভূতা মায়া। দিল লৈয়া (পাঠান্তর-"নিয়া দিয়া")—বসুদেব মহামায়াকে নিয়া কংস-কারাগারে দেবকীর নিকটে দিলেন। ভাণ্ডিলা কংসেরে—কংসকে প্রতারিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দেবকীর অষ্টম সন্তান। দেবকীর বিবাহের পরে কংস যখন তাঁহাকে অতি সমারোহের সহিত শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন এক আকাশ-বাণী তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসের নিহন্তা হইবে। পরে নারদ কংসকে জানাইয়াছিলেন—দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হইবেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কংস-কারাগারে এই অষ্টম সন্তানের জন্মের কথা কারারক্ষীরা জানিতে পারিয়াছিল—গোকুল হইতে মায়াদেবীকে লইয়া বসুদেবের প্রত্যাবর্তনের পরে। তাহারা কংসকে সেই সংবাদ দিলে কংস আসিয়া দেখেন—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানটি শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু একটি কন্যা। এই কন্যাটিকেই হত্যা করার জন্য কংস তাঁহাকে একখণ্ড পাথরের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ কন্যাটি আকাশে উঠিয়া অষ্টভুজা দেবীরূপে কংসকে বলিয়াছিলেন—"অরে মূর্খ। আমাকে হত্যা

কোনো শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহো স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥ ২২২
কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥ ২২৩
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥ ২২৪
তানে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ২২৫
যাহার বালক, তারা কিছু নাহি বোলে।
সভে স্নেহ করিয়া রাখেন নিঞা কোলে ॥ ২২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিলে তোর কোনও লাভ হইবে না ; তোর নিহন্তা জন্মিয়াছেন, অন্যত্র আছেন।" ইহাই হইতেছে কংসকে প্রতারিত করা।

২২২। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূতনা-বধ-লীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ একজন শিশুকে পূতনা সাজাইয়াছেন, আর একজনকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া তাহার দ্বারা পূতনার স্তন পান করাইয়াছেন।

২২৩। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণকর্তক শকটভঞ্জনলীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। একদিন যশোদামাতা শিশু-কৃষ্ণকে একখানি গো-শকটের (গরুর গাড়ীর) তলদেশে শোয়াইয়া রাখিয়া অন্য কার্যে গিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে শিশু-কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্তন্যপানার্থে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে হাত-পা ছড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চরণ-স্পর্শে শকটখানি পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

২২৪। প্রতিবেশীদের গৃহে শিশু-কৃষ্ণ যে নবনীতাদি চুরি করিতেন, এই পয়ারে সেই লীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে।

২২৫। তানে—তাঁহাকে, নিত্যানন্দকে। নিত্যানন্দ-সংহতি—নিত্যানন্দের সঙ্গে। বিহরে—খেলা করে। শিশুদের দ্বারা নিত্যানন্দ গোয়ালাদের ঘরে চুরি করায়েন বলিয়া শিশুরা তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ খারাপ ধারণা পোষণও করেন না ; তাঁহারাও ইহাতে আনন্দ পায়েন এবং এজন্য তাঁহারা কখনও নিত্যানন্দের সঙ্গ ছাড়েন না।

২২৬। যাহার বালক—নিত্যানন্দ যাঁহার বালক (পুত্র)। তারা—তাহারা ; যে-গোয়ালাদের ঘরে শিশুদের সহিত নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চৌর্যলীলার অভিনয় করেন, সেই গোয়ালারা। সভে স্নেহ করিয়া ইত্যাদি —শিশুদের লইয়া নিত্যানন্দ যে-সমস্ত গোয়ালার ঘরে চুরি করেন, সে-সমস্ত গোয়ালারা কিন্তু তাহাতে রুষ্ট হয়েন না, রুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের পিতার নিকটেও কিছু বলেন না ; তাঁহারা বরং অত্যন্ত স্নেহের সহিত নিত্যানন্দকে নিয়া কোলে করিয়া আদর যত্ন করেন। নিত্য-আনন্দময় নিত্যানন্দের সকল কার্যেই আনন্দের ফোয়ারা ছুটে।

অথবা, যে-শিশুগণকে লইয়া নিত্যানন্দ গোয়ালাদের ঘরে চুরি করেন, এবং যে-শিশুগণ সর্বদা নিত্যানন্দের সঙ্গেই থাকেন, সেই শিশুগণ যাঁহাদের বালক (পুত্র), তাঁহারাও নিত্যানন্দকে এজন্য কিছু বলেন না, শিশুদের দ্বারা চুরি করায়েন বলিয়া নিত্যানন্দকে তিরস্কার

সভে বোলে "নাহি দেখি হেনমত খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ?" ২২৭
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥ ২২৮
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহো অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া ॥ ২২৯
কোনদিন শিশু-সঙ্গে তালবনে গিয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া ॥ ২৩০
শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক, অঘ, বৎসক, করিয়া তাহা মারে ॥ ২৩১
বিকালে আইসে ঘরে গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে ॥ ২৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করেন না। তাঁহারা সকলে বরং নিত্যানন্দকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং স্নেহের সহিত তাঁহাকে কোলেও করিয়া থাকেন।

২২৭। "হেন মত"-স্থলে "হেন দিব্য" এবং "এনমত"-পাঠান্তর আছে। শিশু নিত্যানন্দ যে-সমস্ত কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছেন, এই বয়সের কোনও নরশিশুর পক্ষে সে-সমস্ত লীলার বিবরণ জানা সম্ভব নয়। নিত্যানন্দ ভগবত্তত্ত্ব হইলেও নর-অভিমানবিশিষ্ট। তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব-শক্তি বা লীলাশক্তিই তাঁহার মধ্যে এ-সকল লীলার বিবরণ স্ফুরিত করিয়াছেন।

২২৮-২২৯। এই দুই পয়ারে কালীয়-হ্রদে কৃষ্ণসখা গোপবালকদের লীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। ভা. ১০।১৫ অধ্যায় হইতে জানা যায়, একদিন গ্রীষ্মকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখা গোপবালকগণকে লইয়া যমুনাতীরে গিয়াছিলেন। বালকগণ এবং গাভীসমূহ তৃষ্ণার্ত হইয়া সর্পবিষ-মিশ্রিত কালীয়-হ্রদের জল পান করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া স্বীয় অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা তাঁহাদের চেতনা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। পত্রের—গাছের পাতা দ্বারা। নাগগণ—সর্পসমূহ। অচেষ্ট—চেষ্টাশূন্য, অচেতনের ন্যায়।

২৩০। এই পয়ারে তালবনে ধেনুকাসুর-বধ-লীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। ভা. ১০।১৫ অধ্যায় হইতে জানা যায়—এক সময়ে কৃষ্ণ-বলরাম সমবয়স্ক গোপশিশুদের সহিত তালবনে প্রবেশ করিয়া তাল ভোজন করিতেছিলেন। এমন সময় গর্দভাকৃতি ধেনুকাসুর সে-স্থলে আসিলে বলরাম তাহার দুটি পা ধরিয়া মাথার উপর দিয়া কয়েকবার ঘুরাইয়া তালগাছের উপর ছুড়িয়া ফেলিলেন। ধেনুকাসুর গতাসু হইল।

২৩১। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বকাসুর, অঘাসুর ও বৎসাসুরাদির বধ-লীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। "বৎসক করিয়া"-স্থলে "বৎসাসুর করি"-পাঠান্তর আছে।

২৩২। এই পয়ারে, গোষ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গৃহে প্রত্যাবর্তন-লীলার অভিনয়ের কথা বলা হইয়াছে। গোষ্ঠীর সহিতে—শিশুগণের সহিত। এ-স্থলে "গোষ্ঠের সঙ্গতি"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—গোষ্ঠের সহিত; গাভী ও গোপবালকগণের সহিত। বাইতে বাইতে—বাজাইতে বাজাইতে। "শিশুগণসঙ্গে"-ইত্যাদি পয়ারার্ধের স্থলে "বেণুসিঙ্গা বাজাইয়া আইসে লঘুগতি"-পাঠান্তর আছে। লঘুগতি—ধীরে ধীরে।

কোনদিন করে গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোনদিন করে খেলা॥ ২৩৩
কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন॥ ২৩৪
কোনো শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া॥ ২৩৫
কোনদিন কোনো শিশু অক্রূরের বেশে।
লই যায়ে রাম-কৃষ্ণ কংসের নিদেশে॥ ২৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৩। গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোবর্ধন-ধারণ-লীলা। ভা. ১০৷২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। রচি—রচনা করিয়া।

২৩৪। বসন হরণ—কাত্যায়নী-ব্রত-পরায়ণা গোপকন্যাদের বস্ত্রহরণ-লীলা। ভা. ১০৷২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যজ্ঞপত্নী-দরশন—ভা. ১০৷২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩৫। কাচয়ে—সাজে। কংস-স্থানে ইত্যাদি—বিবাহের পরে দেবকীকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়ার সময়ে আকাশবাণী শুনিয়া কংস যখন জানিতে পারিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁহার নিহন্তা হইবেন, তখন কংস দেবকীকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হইলে বসুদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—যখনই দেবকীর যে-সন্তান জন্মিবে, তখনই তিনি সেই সন্তানকে কংসের হস্তে অর্পণ করিবেন। বসুদেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া কংস আর দেবকীকে হত্যা করিলেন না। ইহার পরে দেবকীর যখন প্রথম সন্তান—পুত্র—জন্মিল, তখন বসুদেব স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সেই পুত্রটিকে আনিয়া কংসের নিকটে দিলেন। বসুদেবের প্রতি তুষ্ট হইয়া এবং সেই সন্তানটি দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান নহে মনে করিয়া, কংস সেই পুত্রটিকে বসুদেবের নিকটে ফিরাইয়া দিলেন। দেবগণের সভায় এই কথা আলোচিত হইল। সেই সভা হইতে নারদ কংসের উপবনে আসিয়া কংসকে সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া কংস উপবনে আসিলে, বসুদেবের প্রথম পুত্রটিকে ফিরাইয়া দেওয়া যে কংসের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই, তাহা বুঝাইয়া নারদ তাঁহাকে জানাইলেন—পূর্বজন্মেও কংসকে ভগবান্‌ই হত্যা করিয়াছেন, এই জন্মেও করিবেন। আরও বলিলেন—মথুরায় এবং ব্রজে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু সেই ভগবানের আপন জন। এইভাবে নারদ কংসকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ ত্বরান্বিত করা। মন্ত্র—মন্ত্রণা, উপদেশ।

২৩৬। এই পয়ারে, কংসের আদেশে অক্রূরকর্তৃক কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ভা. ১০৷৩৬ অধ্যায় হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কংসচর অরিষ্টাসুর বধের পরে, নারদ কংসের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "রাজন্! তুমি যে-কন্যাটিকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়াছ, সে দেবকীর কন্যা নহে, পরন্তু নন্দপত্নী যশোদার কন্যা। আর, ব্রজে যশোদার পুত্র বলিয়া পরিচিত যে-কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণও যশোদার আত্মজ নহেন, তিনিই দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত সন্তান। ব্রজে রোহিণীপুত্র বলরাম হইতেছেন দেবকীর সপ্তম গর্ভজাত সন্তান। তোমার ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণকে এবং রোহিণীকে তাঁহার পরম সুহৃৎ নন্দের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। এই কৃষ্ণই তোমার চরদিগকে নিহত করিয়াছেন।" নারদের মুখে এ-সকল কথা শুনিয়া মহাক্রোধে কংস

আপনেই গোপীভাবে যে করে রোদন।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ ॥ ২৩৭
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহো লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥ ২৩৮
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেণ শিশু-সঙ্গে।
কেহো হয় মালী তবে মালা পরে রঙ্গে ॥ ২৩৯
কুব্জা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক করিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে ॥ ২৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বসুদেবকে হত্যা করার জন্য শাণিত খড়্গ ধারণ করিলে, নারদ বলিলেন—"বসুদেবকে হত্যা করিলে রাম-কৃষ্ণ অন্যত্র পলায়ন করিবেন; বসুদেবকে হত্যা করা সঙ্গত নহে।" কংস নিবৃত্ত হইলেন এবং রাম-কৃষ্ণের বধের উপায় চিন্তা করিলেন। কংস ছলনাময় এক ধনুর্যাগের আয়োজন করিলেন এবং অক্রূরকে আদেশ করিলেন—অক্রূর যেন ব্রজে যাইয়া ধনুর্যজ্ঞদর্শনের এবং মথুরার শোভা-দর্শনের লোভ দেখাইয়া রাম-কৃষ্ণকে এবং ব্রজবাসীদিগকেও মথুরায় লইয়া আসেন। কৃষ্ণ মথুরায় আসিলে কংসের মহাবলবান্ হস্তী কুবলয়াপীড়দ্বারা কৃষ্ণকে সংহার করা হইবে; তাহা সম্ভব না হইলে, মল্লদিগের দ্বারা হত্যা করা হইবে। কংসের আদেশে অক্রূর ব্রজে যাইয়া রথে করিয়া রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে নন্দমহারাজাদিও গিয়াছিলেন। নিদেশে—আদেশে।

২৩৭। অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজ হইতে মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন তীব্র-কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখে কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত রোদন করিয়াছিলেন। আপনেই—শ্রীনিত্যানন্দ নিজেই। গোপীভাবে—কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীদের ভাবে। "নদী বহে হেন সব দেখে"-স্থলে "নদী বহে নয়নে দেখয়ে"-পাঠান্তর আছে।

২৩৮। বিষ্ণুমায়ামোহে—লীলাশক্তিদ্বারা মুগ্ধ হইয়া। ১।৩।১৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৯। মধুপুরী—মথুরা। অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি মথুরা-নগরে ভ্রমণ-কালে কৌতুকবশতঃ তত্রত্য মালাকারদের নিকট হইতে মালা লইয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। মালী—মালাকার; ফুলের মাল্য-বিক্রেতা। "কেহো হয় মালী"-স্থলে "কাহো (কারো) করে মালী"-পাঠান্তর আছে। রঙ্গে—কৌতুক-বশতঃ।

২৪০। কুব্জা-বেশ করি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন রাজপথে গমন-কালে দেখিলেন, একটি সুন্দর-বদনা, অথচ কুব্জা, যুবতী রমণী চন্দনাদি অঙ্গ-বিলেপন-পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া যাইতেছেন। ইনি ছিলেন সৈরিন্ধ্রী, কংসের অঙ্গানুলেপন যোগাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কুব্জা তাহা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—তোমার এই উত্তম অঙ্গবিলেপন আমাদের দুইজনকে (কৃষ্ণ-বলরামকে) দাও, তোমার মঙ্গল হইবে। তখন কুব্জা তাঁহাদের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধা হইয়া উভয়কেই সুগন্ধি অনুলেপন প্রদান করিলেন (ভা. ১০।৪২ অধ্যায়)। "কারো"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর আছে। তার—তাহার, কুব্জার।

ধনুক করিয়া ("করিয়া"-স্থলে "গড়িয়া"-পাঠান্তর) ইত্যাদি। মথুরায় উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসীদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া কংসের আয়োজিত ধনুর্যজ্ঞ-স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,

কুবলয়, চানূর, মুষ্টিক, মল্ল মারি।
কংস করি কাহারো পাড়য়ে চুলে ধরি ॥ ২৪১
কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে ॥ ২৪২
এইমত যতযত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ॥ ২৪৩
কোনদিন নিত্যানন্দ হয়েন বামন।
বলি-রাজা করি, ছলে তাহার ভুবন ॥ ২৪৪
বৃদ্ধ-কাচে শুক্ররূপে কেহো মানা করে।
ভিক্ষা লই চঢ়ে প্রভু শেষে তার শিরে ॥ ২৪৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় এক অদ্ভুত ধনু পড়িয়া রহিয়াছে; তাহা মহা-ঐশ্বর্যযুক্ত এবং সুষ্ঠুভাবে অধিষ্ঠিত, বহু লোকের দ্বারা রক্ষিত। রক্ষিগণের নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সেই ধনু তুলিয়া লইলেন এবং অবলীলাক্রমে স্বীয় বামহস্তে স্থাপনপূর্বক ধনুকে জ্যাযুক্ত করিলেন এবং মহাবিক্রমশালী মত্তহস্তী ইক্ষুদণ্ডকে যেমন অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত করে, শ্রীকৃষ্ণও নিমিষ-মধ্যে সেই ধনুটিকে অনায়াসে মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধনুর্ভঙ্গের ধ্বনিতে স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ এবং দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হইল এবং ভোজপতি কংস সেই ধ্বনি শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইলেন (ভা. ১০।৪২-অধ্যায়)।

২৪১। কুবলয়—সহস্র হস্তীর বলশালী কংসের কুবলয়াপীড়-নামক হস্তী। চানূর, মুষ্টিক—কংসের অনুচর প্রবল পরাক্রান্ত দুইজন মল্লের নাম।

প্রথমে কুবলয়ের দ্বারা, তাহা সম্ভব না হইলে মল্লদিগের দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করাইবার উদ্দেশ্যে কংস একটি মনোহর মল্লক্রীড়া-স্থান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; তাহার চতুষ্পার্শ্বে দর্শকদিগের জন্যও মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল। কংস মথুরাবাসীদিগকে এবং শ্রীনন্দাদি গোপদিগকেও মঞ্চোপরি বসাইলেন এবং নিজেও এক বিশেষ মঞ্চে বসিলেন। রঙ্গস্থলে চানূর, মুষ্টিক প্রভৃতি মহাপরাক্রম মল্লগণ মল্লক্রীড়ার উপযোগী বেশে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত। মল্লযুদ্ধ-ক্ষেত্রের দ্বারদেশে কুবলয়াপীড়। ধনুর্ভঙ্গের পরের দিন কৃষ্ণ-বলরাম সুসজ্জিত হইয়া মল্লরঙ্গ-স্থলের দিকে আসিলেন। দ্বারদেশে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড়কে ও তাহার মাহুতকে নিহত করিলেন এবং কুবলয়ের দন্তদ্বয় উৎপাটিত করিয়া একটি দন্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং অপরটি দন্ত বলরাম নিজ নিজ স্কন্ধে রাখিয়া চলিলেন। সে-স্থলেও কংসের বহু অনুচর বীর ছিলেন, তাঁহারাও নিহত হইলেন। তাহার পরে তাঁহারা রঙ্গস্থলে উপনীত হইয়া, মল্লগণকর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। চানূর-মুষ্টিকাদি গতাসু হইল। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চের উপরে উঠিয়া কংসের নিকটে গেলেন; কংসও খড়্‌গ ধারণ করিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কংসের চুলে ধরিয়া তাঁহাকে নীচে ফেলিয়া দিলেন এবং নিজেও তাঁহার উপরে পতিত হইলেন; তাহাতেই কংস গতাসু হইলেন। ভা. ১০।৪৩-৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৪২। নাচয়ে—নিত্যানন্দ নৃত্য করেন। "নাচয়ে"-স্থলে "চলয়ে"-পাঠান্তর।

২৪৩-২৪৫। শিশুদের লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণলীলারই অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, তাঁহাদের অনেকের লীলারও অনুকরণ করিয়াছেন। ৪৪-৪৫—দুই পয়ারে বামনদেবের লীলানুকরণের কথা বলা

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে। বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে ॥ ২৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছে। "নিত্যানন্দ হয়েন"-স্থলে "নিত্যানন্দ হইয়া", "ছলে তাহার ভুবন"-স্থলে "চলে তাহার ভবন" এবং "তার শিরে"-স্থলে "বলি-শিরে"-পাঠান্তর আছে। ছলে—ছলনা করেন। বৃদ্ধকাচে—বৃদ্ধ সাজিয়া। শুক্ররূপে—বলিরাজার গুরু শুক্রাচার্যরূপে। মানা—নিষেধ।

বামনদেবের পরিচয় ১।৬।১৫-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। বামনদেবকর্তৃক বলি-মহারাজের ছলনার কথা ভা. ৮।১৮-২৩ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। খর্ব্বাকৃতি বামনদেব ব্রাহ্মণ-বটুবেশে, প্রহ্লাদের পৌত্র বলি-মহারাজের অশ্বমেধ-যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলে, বলি তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন—"আপনার যাহা ইচ্ছা, যাচ্ঞা করুন; যাহা চাহিবেন, আমি তাহাই আপনাকে দিব।" একথা শুনিয়া বামনদেব বলিলেন—"আমার পদ-পরিমাণ ত্রিপাদ ভূমি আমাকে দাও; আমি আর কিছুই চাহি না।" অতি সামান্য বস্তু চাহিতেছেন বলিয়া বলি বামনদেবকে আরও কিছু চাওয়ার জন্য অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু বামনদেব অন্য কিছুই চাহিলেন না। তখন বলিমহারাজ ত্রিপাদ ভূমি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ইহা শুনিয়া বলিকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এই খর্বকায় বামনকে তুমি চিন না; ইনি ভগবান্; দেবতাদের সহায়। ছলনাপূর্বক তোমার সর্বস্ব লইয়া ইন্দ্রকে দিবেন। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিও না, নিজের সর্বনাশ করিও না।" বলি কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প। যথাবিহিতভাবে তিনি ব্রাহ্মণবটুকে ত্রিপাদ ভূমি অর্পণ করিলেন। এই সময়ে বামনদেব এক বিরাট বপু প্রকটিত করিলেন, তাঁহার এক পদেই সমস্ত ভূর্লোক ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার শরীরের দ্বারা আকাশ ও দিক্‌সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় পদ স্বর্গকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; তৃতীয় পদ রাখার স্থান আর নাই। তৃতীয় পদে স্থান দেওয়ার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে বলি বলিলেন—"তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন।" পরে বামনদেব বলিকে বন্ধন করিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া সুতলে বাস করিবার আদেশ করিলেন এবং নিজে গদাহস্তে সুতলে থাকিয়া বলিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভিক্ষা লই—প্রার্থিত ত্রিপাদ ভূমি লইয়া (গ্রহণ করিয়া)। চড়ে প্রভু শেষে ইত্যাদি—এই লীলানুকরণে নিত্যানন্দ সাজিয়াছিলেন বামনদেব এবং এক শিশু সাজিয়াছিলেন বলি-মহারাজ। এই শিশুরূপ বলির নিকট হইতে নিত্যানন্দরূপ বামনদেব স্বীয় প্রার্থিত বস্তু গ্রহণ করিয়া অবশেষে শিশুরূপ বলির মাথায় চড়িয়াছিলেন। পূর্বপ্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে—বামনদেবকর্তৃক দ্বিপাদ ভূমি গ্রহণের পরে তৃতীয় পদের স্থান আর ছিল না। তখন বলি বামনদেবকে বলিয়াছিলেন, "তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন কর।" শিশুরূপ বলিও বোধ হয়, এ-কথা বলিয়াছিলেন; তখন নিত্যানন্দরূপ বামনদেব তাঁহার মস্তকে স্বীয় চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রভু—নিত্যানন্দ।

২৪৬। এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক লঙ্কাবিজয়-লীলার অনুকরণের কথা বলা হইতেছে।

ভেরেণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি "জয় রঘুনাথ" বোলে॥ ২৪৭
শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিলা আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে॥ ২৪৮
"আরেরে বানরা! মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয়॥ ২৪৯
সুবেল-পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা! তুমি কর সুখ?" ২৫০
কোনদিন ক্রুদ্ধ হ'য়ে পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র! পলাহ সত্বরে॥" ২৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পিতৃ-সত্য রক্ষার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিয়া যখন দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লঙ্কেশ্বর রাবণ শূন্য কুটীর হইতে সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিলেন। বানর-সৈন্য লইয়া রামচন্দ্র লঙ্কাবিজয়ের জন্য অগ্রসর হইলেন। সমুদ্রতীরে যাইয়া মূর্ত্তিমান্ সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সমুদ্র প্রথমে আসেন নাই; পরে, শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধোদ্রেকে ভীত হইয়া সমুদ্র শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া স্তবস্তুতি করিলে এবং সমুদ্রের উপরে সেতু নির্মাণ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন বানর-সৈন্যগণ পর্বতশৃঙ্গ, প্রস্তর ও বৃক্ষাদিদ্বারা সেতু নির্মাণ করিলেন (ভা. ৯।১০ অধ্যায়, রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ২২ সর্গ)।

২৪৭। এই পয়ারে সেতুবন্ধন-লীলানুকরণের কথা বলা হইয়াছে। "ভেরেণ্ডার"-স্থলে "এরেণ্ডার"-পাঠান্তর আছে। ভেরেণ্ডা—ভেরণ। এরেণ্ডা—এরণ। শ্রীরামের সৈন্যগণ যেমন সমুদ্রে সেতুনির্মাণের জন্য প্রস্তর-বৃক্ষাদি সমুদ্রের জলে ফেলিয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের শিশুগণও তদনুকরণে ভেরেণ্ডাদি গাছ কোনও জলাশয়ের জলে ফেলিয়াছিলেন। "মেলি"-স্থলে "লই"-পাঠান্তর।

২৪৮। প্রভু—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। ধনু- ধনুক। কোপে—ক্রোধাবেশে। সুগ্রীব—কপিরাজ বালির ভ্রাতা।

২৪৯। বানরা—বানর। সুগ্রীবের সাজে সজ্জিত শিশুর প্রতি লক্ষ্মণ-কাচে সজ্জিত নিত্যানন্দের উক্তি। মোর প্রভু—রামচন্দ্র। দুঃখ-পায়—সীতা-বিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ঝাট্—শীঘ্র।

২৫০। সুবেল পর্ব্বতে—"সুবেল পর্বতে—এই পাঠ সকল পুঁথিতেই পাওয়া যায়, সুতরাং মূলমধ্যে সন্নিবেশিতও হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণ যে-সময়ে সুগ্রীবের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন, শ্রীরামচন্দ্র তখন মাল্যবান্ বা প্রবর্ষণ পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রবর্ষণ-পর্বত সমুদ্রের এ-পারে এবং সুবেল-পর্বত ও-পারে অর্থাৎ লঙ্কার পারে। মুদ্রিত পুস্তকে 'ঋষভ-পর্ব্বতে' পাঠ আছে, কিন্তু একখানি পুঁথিতেও উক্ত পাঠ পাওয়া যায় না, আর তাহাও অসঙ্গত। সে যাহা হউক, বোধ হয়, লিপিকরের দোষেই এরূপ পাঠবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।—অ. প্র.॥"

২৫১। পরশুরাম—ভৃগুমুনির পুত্র। বিপ্র—পরশুরাম।

লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥ ২৫২
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ ॥ ২৫৩
"কে তোরা বানর সব। বুল বনেবনে।
আমি রঘুনাথভৃত্য বোল মোর স্থানে।" ২৫৪
তারা বলে "আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি ॥" ২৫৫
তা'সভারে কোলে করি আইসে লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ২৫৬
ইন্দ্রজিত-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণভাবে হারে ॥ ২৫৭
বিভীষণ করিয়া আনেন রামস্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে ॥ ২৫৮
কোনো শিশু বোলে "মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর' লক্ষ্মণ!" ২৫৯
এতবলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া ॥ ২৬০
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়ে ছাওয়াল সব তভো নাহি জাগে ॥ ২৬১
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাথ দিয়া শিরে ॥ ২৬২
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥ ২৬৩
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্বলোক আসি হইলা বিস্মিতে ॥ ২৬৪
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন শিশুগণ।
কেহো বোলে "বুঝিলাঙ—ভাবের কারণ ॥ ২৬৫
পূর্ব্বে দশরথভাবে এক নটবর।
রামবনবাসে এড়িলেন কলেবর।" ২৬৬
কেহো বোলে "কাচ কাচি আছয়ে ছাওয়াল।
হনুমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল।" ২৬৭
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সভারে।
'পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দিহ আমারে ॥ ২৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫২। ভাবে—ভাবের আবেশে। প্রভু—নিত্যানন্দ।

২৫৩। পঞ্চ বানরের—"সুগ্রীব এবং হনুমান্ প্রভৃতি তাঁহার আর চারিজন মন্ত্রীর॥ অ. প্র.॥" বুলে—ভ্রমণ করে।

২৫৬। এই পয়ারের স্থলে পাঠান্তর—"তাঁসভারে সঙ্গে করি আইসে লক্ষ্মণে। দণ্ডবৎ হই পড়ে শ্রীরামচরণে॥"

২৫৭। হারে—ইন্দ্রজিতের নিকটে পরাজিত হয়।

২৫৮। বিভীষণ—রাবণের ভাই, কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত এবং পক্ষপাতী। লঙ্কেশ্বর অভিষেক ইত্যাদি—শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার অধিপতিরূপে অভিষেক করিয়াছিলেন।

২৬১। "ছাওয়াল"-স্থলে "শিশু"-পাঠান্তর আছে। ছাওয়াল—শিশু।

২৬২। পরমার্থে—বাস্তবিক। ধাতু—চর্ম, মাংস প্রভৃতি সপ্তধাতু। এ-স্থলে—জীবনীশক্তি।

২৬৬। নটবর—শ্রেষ্ঠ নট (অভিনয়কারী)। এড়িলেন—ত্যাগ করিলেন।

২৬৭। "আছয়ে"-স্থলে "আছে এ"-পাঠান্তর।

২৬৮। বেড়ি কান্দিহ আমারে—আমাকে বেড়িয়া (বেষ্টন করিয়া) কাঁদিও।

ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান্।
নাকে দিলে ঔষধ আসিবে মোর প্রাণ ॥ ২৬৯
নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ ॥ ২৭০
ছন্ন হইলেন সভে, শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
"উঠ ভাই!" বলি মাত্র কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ২৭১
লোকমুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনুমান্-কাচে শিশু চলিলা তখন ॥ ২৭২
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে ॥ ২৭৩
"রহ বাপ! ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা'-হেন জন ॥" ২৭৪
হনুমান্ বোলে "কার্য্যগৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব ॥ ২৭৫
শুনিঞাছ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ ॥
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ ॥ ২৭৬
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন ॥" ২৭৭
তপস্বী বোলয়ে "যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান কর কিছু খাই করহ বিজয় ॥" ২৭৮
নিত্যানন্দ-শিক্ষায়ে বালকে কথা কহে।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে চাহি রহে ॥ ২৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭০। নিজ ভাবে—নিজের অংশ লক্ষ্মণের ভাবে। লক্ষ্মণ হইতেছেন বলরামের অংশ এবং নিত্যানন্দ হইতেছেন বলরাম। বিকল—হতবুদ্ধি।

২৭১। ছন্ন—মতিচ্ছন্ন, হতবুদ্ধি। শিক্ষা নাহি স্ফুরে—নিত্যানন্দপ্রদত্ত, পূর্ববর্তী ২৬৯ পয়ারোক্ত শিক্ষা কাহারও মনে পড়ে নাই।

২৭২। লোকমুখে শুনি—পূর্ববর্তী ২৬৭ পয়ারে কথিত লোকগণের কথা শুনিয়া, "হনুমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল"-এই কথা শুনিয়া।

২৭৩। তপস্বীর বেশে--তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া। আশংসে—সম্বর্ধনা করে। শক্তিশেলে চেতনাহারা লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার জন্য ঔষধ আনিবার নিমিত্ত হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্বতে যাইতে-ছিলেন, তখন রাবণের এক অনুচর তপস্বীর বেশে পথিমধ্যে খুব প্রীতি দেখাইয়া হনুমানকে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন—তাহার উদ্দেশ্য ছিল, হনুমান যেন গন্ধমাদন পর্বতে যাইতে না পারেন, সুতরাং লক্ষ্মণও যেন বাঁচিয়া না উঠেন।

২৭৪। হনুমানের প্রতি তপস্বীবেশী রাবণানুচরের উক্তি এই পয়ার।

২৭৫। কার্য্যগৌরবে—গুরুতর জরুরী কার্য্যের জন্য। আসিবারে চাহি—যে গুরুতর কাজের জন্য আমি একস্থানে যাইতেছি, সেইস্থান হইতে কার্য্য সমাধা করিয়া আমাকে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হইবে। এ-স্থানে ফলমূল আহার করিতে গেলে সে-স্থানে যাইতে আমার বিলম্ব হইবে। সুতরাং আমি এ-স্থানে রহিবারে না পারিব—থাকিতে বা অপেক্ষা করিতে পারিব না।

২৭৬-৭৭। কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছেন, হনুমান-বেশধারী বালক এই দুই পয়ারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

২৭৮। বিজয়--গমন।

তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণে ॥ ২৮০
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া।
হনুমান্ শিশু আনে কূলেতে টানিঞা ॥ ২৮১
কথোক্ষণে রণ করি জিনিঞা কুম্ভীর।
আসি দেখে হনুমান্ আর মহাবীর ॥ ২৮২
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচে।
হনুমান্ খাইবারে যায় তার পাছে ॥ ২৮৩
"কুম্ভীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা' খাঙ, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে ॥" ২৮৪
হনুমান্ বোলে "তোর রাবণ কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তু-বুদ্ধি, তুই পালা দূর ॥" ২৮৫
এইমত দুইজনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী ॥ ২৮৬
কথোক্ষণে সে কৌতুকে জিনিঞা রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি হইল প্রবেশে ॥ ২৮৭
তহিঁ গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা'সভার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কথোক্ষণ ॥ ২৮৮
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন ॥ ২৮৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮০। তপস্বীর কথায় হনুমান সে-স্থানে রহিলেন এবং তপস্বীর উপদেশমত এক সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। সেই সরোবরটিতে অনেক কুম্ভীর ছিল ; সে-জন্যই তপস্বী হনুমানকে সেখানে স্নান করিতে পাঠাইয়াছিল—উদ্দেশ্য হনুমানকে কুম্ভীরে গিলিয়া ফেলিবে ; সুতরাং হনুমানের গন্ধমাদনে যাওয়াও হইবেনা, লক্ষ্মণও বাঁচিয়া উঠিবেন না। আর শিশু—অন্য এক শিশু ; কুম্ভীরের অনুকরণকারী এক শিশু। ধরিলা চরণ—হনুমানবেশী শিশুর চরণ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

২৮১। হনুমান্—হনুমানের অনুকরণকারী শিশু কুম্ভীরের অনুকরণকারী শিশুকে জল হইতে টানিয়া তীরে লইয়া আসিলেন। রামচন্দ্রের অনুচর বাস্তব হনুমানকে যখন বাস্তব কুম্ভীরে ধরিয়াছিল, তখন হনুমানও এইরূপ করিয়াছিলেন।

২৮২। রণ—যুদ্ধ। "রণ"-স্থানে "রঙ্গ" এবং "রস"-পাঠান্তর আছে। রঙ্গ—কৌতুক। রস—আনন্দ। জিনিঞা—পরাজিত করিয়া। আর মহাবীর—আর এক জন মহাবীর (পর পয়ারোক্ত রাক্ষসের সাজে সজ্জিত এক শিশু)। অথবা, মহাবীর হনুমান আসিয়া আরও (এক ব্যাপার) দেখিলেন। কি সেই ব্যাপার, পরবর্তী পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

২৮৫। তোর রাবণ কুক্কুর—তোর প্রভু রাবণ তো কুকুরের তুল্য একটি অতি তুচ্ছ প্রাণী। তারে নাহি বস্তুবুদ্ধি—তোর প্রভু রাবণ যে একটা বস্তু, তাহাই আমি মনে করি না ; অর্থাৎ রাবণ তো একটা অপদার্থ জীব ; তার সেবক তোর মধ্যেই বা কোন্ পদার্থ আছে ? তুই পালা দূর—শীঘ্র তুই আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন কর ; নচেৎ আমার হাতে প্রাণ হারাইবি।

২৮৮। তহিঁ—সেই গন্ধমাদন পর্বতে। "ধরি"-স্থলে "দেখে" এবং "হয়" এবং "হয়"-স্থলে "হৈল"-পাঠান্তর আছে।

২৮৯। "যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ"-স্থলে "কৌতুকে গন্ধর্ব্ব জিনি থাকি কথোক্ষণ"-পাঠান্তর আছে। "আনিলেন"-স্থলেও "আইলেন" এবং "আইসেন"-পাঠান্তর আছে।

আর এক শিশু তহি বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি॥ ২৯০
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি মাতা-পিতা-আদি হাসে সর্ব্বজনে॥ ২৯১
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥ ২৯২
সভে বোলে "বাপ! ইহা কোথায় শিখিলা?"
হাসি বোলে প্রভু "মোর এসকল লীলা॥" ২৯৩
প্রথম-বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোলে হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥ ২৯৪
সর্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহো বিষ্ণুমায়াবশে॥ ২৯৫
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥ ২৯৬
পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্বশিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে অনুক্ষণ॥ ২৯৭
সে সব শিশুর পা'য়ে রহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যার এমত বিহার॥ ২৯৮
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ-রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনে নাহি ভায়॥ ২৯৯
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেনমত স্ফুরে যারে॥ ৩০০
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥ ৩০১
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্যগোচর॥ ৩০২
নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে' দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥ ৩০৩
যে প্রভু করিল সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার।
করুণাসমুদ্র যাহা বহি নাহি আর॥ ৩০৪
যাহার কৃপায়ে জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্যমহত্ত্ব॥ ৩০৫
শুন শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থমণ্ডলী-ভ্রমণ॥ ৩০৬
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর॥ ৩০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯০। তহিঁ—সে-স্থানে; লক্ষ্মণের নিকটে। "তহিঁ"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। তবে—তাহার পরে; গন্ধমাদন লইয়া হনুমান লক্ষ্মণের নিকটে আসার পরে।

২৯১। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু—শ্রীনিত্যানন্দই লক্ষ্মণ সাজিয়াছিলেন।

২৯৩। লীলা—খেলা।

২৯৫। পুত্র হৈতে ইত্যাদি—সকল লোকেই নিজ নিজ পুত্র অপেক্ষাও নিত্যানন্দকে অধিক স্নেহ করেন।

২৯৮। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। "রহু"-স্থলে "বহু" এবং "মোর"-পাঠান্তর আছে।

২৯৯। নাহি ভায়—ভাল লাগে না।

৩০২। "বিংশতি"-স্থলে পাঠান্তর "অনেক"। চৈতন্যগোচর—শ্রীচৈতন্যের নিকটে, নবদ্বীপে।

৩০৭। তীর্থ বক্রেশ্বর—বীরভূম-জেলার অন্তর্গত; এ-স্থলে বক্রেশ্বর-শিব আছেন। বৈদ্যনাথ—বর্ত্তমান "দেওঘর"। একেশ্বর—একেলা, একাকী। পূর্ববর্তী ৩০১ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই ৩০৭-পয়ারে বলা হইয়াছে, তিনি "একেশ্বর" বক্রেশ্বর

গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যহিঁ ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী ॥ ৩০৮
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায় ॥ ৩০৯
প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্বজন্মস্থান ॥ ৩১০
যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত বুলেন কুতূহলী ॥ ৩১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়া বৈদ্যনাথ গেলেন। ইহাতে জানা যায়—শ্রীনিত্যানন্দের নিজের ইচ্ছায় একাকীই তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দকে নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ২।৩।৭৭-৯৫ পয়ার দ্রষ্টব্য। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই দুইটি উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দুইটি উক্তির প্রত্যেকটিই সত্য। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। গ্রন্থকার এই ৩০৭-পয়ারে বলিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দ বৈদ্যনাথ-বনে একেশ্বর (একাকী) গিয়াছেন। তিনি প্রথমে যে বক্রেশ্বর-তীর্থে গিয়াছিলেন, সে-স্থানে যে তিনি একাকী গিয়াছেন, তাহা গ্রন্থকার বলেন নাই। বৈদ্যনাথেই একাকী গিয়াছেন এবং বৈদ্যনাথের পরে অন্যান্য যে-যে তীর্থে শ্রীনিত্যানন্দ গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে, কি মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে, বলিয়াছেন, সর্বত্রই যে শ্রীনিত্যানন্দ একাকী ছিলেন, গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে-সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ বক্রেশ্বর-গমন পর্যন্তই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাহার পরে তিনি একাকীই তীর্থ-ভ্রমণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর। হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥ ২।৩।৯৫ ॥" ইহার পরে সেই সন্ন্যাসি-সম্বন্ধে গ্রন্থকার আর কিছু বলেন নাই। বক্রেশ্বর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ নিজে ইচ্ছা করিয়াই কি সন্ন্যাসীর সঙ্গ ত্যাগ করিলেন, না কি সন্ন্যাসীই নিত্যানন্দকে ছাড়িয়া বক্রেশ্বর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন, অথবা নাকি বক্রেশ্বরেই সেই সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিলেন—এ-সমস্ত কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে ইহাই নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, বক্রেশ্বর-গমনের পরে শ্রীনিত্যানন্দ একাকীই বৈদ্যনাথ হইয়া অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন।

৩০৮। শিব-রাজধানী—কাশী সর্বপ্রধান শিবতীর্থ। এ-স্থলে বিশ্বেশ্বর-শিব বিরাজিত। বিশ্বেশ্বর-শিবের প্রধান স্থান বলিয়া কাশীকে শিব-রাজধানী বলা হইয়াছে।

৩০৯। আর্ত্তি—গঙ্গাস্নানের জন্য এবং গঙ্গাজল-পানের জন্য আর্তি—বলবতী লালসা।

৩১০। পূর্ব্ব জন্মস্থান—নিত্যানন্দ হইতেছেন স্বয়ংবলরাম। দেবকীর সপ্তম গর্ভরূপে বলরাম প্রথমে মথুরায় কংস-কারাগারেই দেবকীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; যোগমায়া তাঁহাকে দেবকীগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন করেন। এইরূপে, মথুরাই হইতেছে বলরামের আদি জন্মস্থান। সেই বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া মথুরাকে তাঁহার পূর্ব (পূর্বলীলার, দ্বাপর-লীলার) জন্মস্থান বলা হইয়াছে।

৩১১। যমুনা-বিশ্রামঘাটে—"যমুনার বিশ্রামঘাট। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধানন্তর মথুরায় উক্ত ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই 'বিশ্রামঘাট' নাম হইয়াছে। অ. প্র. ॥" বুলেন—ভ্রমণ করেন।

শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥ ৩১২
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥ ৩১৩
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর—পাণ্ডবের পুরী ॥ ৩১৪
ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ৩১৫
বলরামকীর্ত্তি দেখি হস্তিনানগরে।
"ত্রাহি হলধর!" বলি নমস্কার করে ॥ ৩১৬
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ ॥ ৩১৭
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান ॥ ৩১৮
শিব-কাঞ্চী বিষ্ণু-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব ॥ ৩১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১২। দ্বাদশবন—বৃহদ্‌বন (মহাবন), মধুবন, তালবন, কাম্যবন, বহুলাবন, কুমুদবন, খদিরবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীর বন, শ্রীবন (বেলবন), লোহবন (লোহজঙ্ঘবন) ও বৃন্দাবন—এই দ্বাদশ বন।

৩১৫। ভক্তস্থান—পাণ্ডবাদি কৃষ্ণভক্তগণের স্থান। তৈর্থিক—তীর্থবাসী, হস্তিনাপুর-তীর্থবাসী সাধারণ লোকগণ। ভক্তিশূন্যের কারণ—হস্তিনাপুর-তীর্থবাসী সাধারণ লোকগণ কৃষ্ণভক্তিহীন বলিয়া, শ্রীনিত্যানন্দ কেন ক্রন্দন করিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

৩১৬। বলরাম-কীর্ত্তি—দ্বাপর যুগে শ্রীবলরামের কীতি। শ্রীকৃষ্ণমহিষী জাম্ববতীর তনয় শাম্ব এক সময়ে সয়ম্বর-সভা হইতে দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন কর্ণ প্রভৃতি কৌরবগণ যুদ্ধে শাম্বকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্মণার সহিত তাঁহাকে পুরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নারদের মুখে এই সংবাদ জানিয়া, দ্বারকার সহিত হস্তিনাপুরের বিরোধ যাহাতে বর্ধিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে বলরাম হস্তিনাপুরে যাইয়া দুর্যোধনাদিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন। বলদেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় হলের দ্বারা হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও হস্তিনাপুরের দক্ষিণদিকে সেই চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে (ভা. ১০।৬৮ দ্রষ্টব্য)। এই চিহ্নটিই বলরামের কীতি।

৩১৮। সিদ্ধপুর—"গুজরাটে। এখন 'সিটপুর' বা 'সিদ্‌পুর' নামে খ্যাত। এই স্থান কপিলের জন্মভূমি এবং কর্দম ঋষির আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। অ. প্র ॥" "সিদ্ধ"-স্থলে "সিন্ধু"-পাঠান্তর। "মৎস্যতীর্থে মহোৎসবে"-স্থলে "তবে মৎস্যতীর্থে" এবং "মৎস্যতীর্থে মৎস্যকে"-পাঠান্তর আছে। মৎস্যতীর্থ—"অনেকে অনুমান করেন যে, এই তীর্থটি বর্তমান 'মস্‌লিবন্দরই' হইবে। (?) ॥ অ. প্র. ॥"

৩১৯। শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী—কাঞ্চী "এখন 'কাঞ্চীপুর' বা 'কাঞ্জিভেরাম' নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপুর জেলায় (পেলার নদীর তীরে)—মাদ্রাজ হইতে ৪৩ মাইল (মতান্তরে ৫৬ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বিষ্ণুকাঞ্চী—কাঞ্চির দক্ষিণাংশ। শিবকাঞ্চী—কাঞ্চীর উত্তরাংশ ॥ অ. প্র. ॥" দুইগণে—বিষ্ণুর গণ এবং শিবের গণ; বিষ্ণুর ভক্তগণ এবং শিবের ভক্তগণ।

কুরুক্ষেত্রে পৃথূদক বিন্দুসরোবর। প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবর ॥ ৩২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মহা-মহাদ্বন্দ্ব—মহা বিবাদ। স্ব-স্ব উপাস্যের উৎকর্ষ-খ্যাপনার্থ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ। **দেখি হাসে**—তাঁহাদের বিবাদ দেখিয়া নিত্যানন্দ হাসিতে লাগিলেন। যে-স্থানে উপাস্য-স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, সে-স্থলেই বিবাদ। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর কোনওরূপ বিবাদই থাকে না।

৩২০। **পৃথূদক**—"থানেশ্বর বা কুরুক্ষেত্র হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে—সরস্বতীতীরে। বেণনন্দন পৃথুরাজা এইস্থানে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন (ভা. ১০।৭৮।১০ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য)। [বর্তমান নাম 'পেহবা'।] অ. প্র.॥" পৃথূদক"-স্থলে "পুণ্যোদক" এবং "পৃথুদর"-পাঠান্তর আছে। উদক—জল। **বিন্দুসরোবর**—"কর্দম-ঋষির আশ্রম। ভা. ৩।২১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'গুর্জ্জর দেশীয় সিদ্ধপুরবর্ত্তি ইতি বৈষ্ণবতোষণী। (ভা. ১০।৭৮।১০)। 'সিদ্ধপুর' দেখুন। পূর্ববর্তী ৩১৮ পয়ার)। অ. প্র.॥" **প্রভাস**—"কাঠিয়াবারে। প্রসিদ্ধ 'সোমনাথপত্তন' এই প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। অ. প্র.॥" **সুদর্শন তীর্থ**—"গুজরাটের অন্তর্গত—সোমনাথের নিকটস্থ একটি তীর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১০ শ্লোকের বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, এটি কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী কোন তীর্থ॥ অ. প্র.॥"

কুরুক্ষেত্র—"থানেশ্বরের নিকটবর্তী প্রাচীনতম তীর্থ। পুরাকালে কুরু-নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম (মহাভারত, শল্যপর্ব ৫৩।২)। ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩০), শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৫।১।১৪), কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র (২৪।৬।৪), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ (১৫।১৬।১১), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৫।১) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের নাম আছে। দৃশদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতী নদীর দক্ষিণে এই ক্ষেত্র বিদ্যমান। ইহার পরিমাণ ৪৮ ক্রোশ। এই স্থানে ৩৬৫টি তীর্থ আছে। গৌ. বৈ. অ.॥" শ্রীলদামোদর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার ১।১-শ্লোকোক্ত "কুরুক্ষেত্রে"-শব্দপ্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—"কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ সংবরণ-তপতী-নন্দন সুবিখ্যাত কুরুরাজার আবির্ভাবের পূর্বে এই ভূমি সমন্তকপঞ্চক নামে অভিহিত ছিল এবং তখনও ইহা তীর্থরূপে পরিগণিত হইত। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। 'তিনি (পরশুরাম) স্ববিক্রম-প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমন্তপঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। তিনি রোষ-পরায়ণ হইয়া সেই হ্রদের রুধিরদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, 'হে মহাভাগ রাম! তোমার এইরূপ অবিচলিত পিতৃভক্তি ও অসাধারণ বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি ; এক্ষণে তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' রাম কহিলেন, 'হে পিতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর প্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে, ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংসকরতঃ যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে

ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা। তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা ॥ ৩২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রখ্যাত হয়, এরূপ বর প্রদান করুন'। পিতৃগণ 'তথাস্তু' বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর প্রদান-পূর্বক, সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। সেই শোণিতময় পঞ্চ-হ্রদের সন্নিধানে যে-সকল প্রদেশ আছে, তাহাকেই পরম পবিত্র সমন্তপঞ্চক বলিয়া নির্দেশ করে। ঐ সমন্তপঞ্চকতীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষ-বর্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয়। সেই তীর্থ অতি পবিত্র ও রমণীয়। মহাভারত আদিপর্ব। * * কুরুক্ষেত্র-নামের ইতিহাস নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে। 'সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরমযত্নসহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ?' কুরুরাজ কহিলেন, 'হে পুরন্দর! যে-সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অতি সুনির্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে, আমার ভূমিকর্ষণের এই উদ্দেশ্য।' সুররাজ, কুরুরাজের বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহীপতি কুরু, ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া একান্তমনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐরূপে বারংবার কুরুর সমীপে আগমনপূর্বক তাঁহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকটে আগমনপূর্বক কহিলেন, 'রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই; আমি কহিতেছি, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে বাণপথবর্তী হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে।' সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। ভূপতিগণ এ-স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্রলোক লাভে সমর্থ হইবেন।" মহাভারত, শল্যপর্ব।

৩২১। ত্রিতকূপ—"কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর। **২ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কূপ (ভা. ১০।৭৮।১০ তোষণী) ॥ গৌ. বৈ. অ. ॥" বিশালা - "(ভা. ১০।৭৮।১০) বৈষ্ণবতোষণীমতে—অবন্তী; ২ সরস্বতী-তীরবর্তী বিশাল-নাম তীর্থ ও বদরিকাশ্রম ॥ গৌ. বৈ. অ ॥" ব্রহ্মতীর্থ—"আজমীর হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী 'পুষ্কর' তীর্থ ॥ গৌ. বৈ. অ ॥" চক্রতীর্থ—"চক্রতীর্থ অনেকগুলি। একটি প্রভাসে, একটি শ্রীক্ষেত্রে, আর একটি ত্র্যম্বকনগর হইতে ৬ মাইল দূরে গোদাবরীতীরে। এটি কিন্তু উক্ত তিনটির একটিও নহে। এটি কুরুক্ষেত্রে। (ভা ১০।৭৮।১০ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য)। অ. প্র. ॥"

প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষ-অরণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥ ৩২২
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যানগর।
রামজন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর ॥ ৩২৩
তবে গেলা গুহকচণ্ডালরাজ্য যথা।
মহা-মূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥ ৩২৪
গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন ॥ ৩২৫
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥ ৩২৬
তবে গেলা সরযূ কৌশিকী করি স্নান।
তবে গেলা পুলহ-আশ্রম পুণ্যস্থান ॥ ৩২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২২। প্রতিস্রোতা—"[সরস্বতী] সরস্বতী নদী অনুলোমরূপে আসিতে আসিতে আবার যে-স্থানে প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। স্থানটি সম্ভবত কুরুক্ষেত্রের সমীপেই ছিল। (ভা. ১০।৭৮।৯ শ্লোকের স্বামিটীকা ও চক্রবর্তিটীকা দ্রষ্টব্য)॥ অ. প্র." প্রাচীসরস্বতী—"'কুরুক্ষেত্রবর্ত্তিনী' ইতি বৈষ্ণবতোষণী (ভা. ১০।৭৮।১০)। অ. প্র.॥"

নৈমিষ-অরণ্য—"(বর্তমান নাম—নিমসার)। গোমতী নদীর বামদিকে অবস্থিত। আউধ রোহিলখণ্ড রেইলওয়ের নিমসার ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে সীতাপুর হইতে বিশ মাইল এবং লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ৬০,০০০ ঋষি এ-স্থানে বাস করিতেন। মহর্ষি বেদব্যাসকর্তৃক বহু পুরাণ এ-স্থলে লিখিত হয়। গৌ. বৈ. অ.॥"

৩২৩। অযোধ্যা—"ফয়জাবাদ ষ্টেশন হইতে অযোধ্যাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া তুই মাইল—সরযূতীর-প্রভৃতি। যুক্ত প্রদেশের জেলা। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান। গৌ. বৈ. অ.॥"

৩২৪। গুহক চণ্ডালরাজ্য—"বর্তমান চণ্ডালগড় বা চূণার। কলিকাতা হইতে চূণার ষ্টেশন ৪৮৯ মাইল। কেহ কেহ বলেন, 'চূণার' দেশের বিশুদ্ধ নাম—'চরণাদ্রি'। মতান্তরে—এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 'বাঁদা' বা 'বান্দা' গুহক-চণ্ডালরাজ্য। কাহারও কাহারও মতে—শৃঙ্গবেরপুর, 'এলাহাবাদ জেলাস্থ আধুনিক শঙ্গরুর'। অ. প্র.॥"

৩২৫। গুহক চণ্ডাল—বনবাস-কালে শ্রীরামচন্দ্রের একজন মিত্র।

৩২৬। "বিরহে"-স্থলে "আনন্দে"-পাঠান্তর। গড়ি যায়—ভূমিতে গড়াগড়ি করেন।

৩২৭। সরযূ—"অযোধ্যার প্রান্তবর্তিনী নদী। বর্তমান নাম—'খাগ্রা' বা 'গাগ্রা'। অ. প্র.॥" কৌশিকী—"বর্তমান নাম 'কুশী'। এই নদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কাহালগাঁ-নামক গ্রামের কিছু দক্ষিণে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। নিত্যানন্দপ্রভু সম্ভবত এই নদীর 'মহাকোশী-প্রপাত'-নামক প্রসিদ্ধ প্রপাত-স্থানে স্নান করিয়া হিমালয়ের উপর দিয়া 'পুলহ আশ্রমে' গমন করিয়াছিলেন। অ. প্র.॥" "কৌশিকী করি স্নান"-স্থলে "কৌশিকী মুনি-স্থান"-পাঠান্তর আছে।

পুলহ-আশ্রম—"অপর নাম 'শালগ্রাম'। ইহারই অতি নিকটে গণ্ডকী নদীর উৎপত্তি-স্থান। মহা-তিব্বতের দক্ষিণ সীমায় হিমালয়-পর্বতের 'সপ্তগণ্ডকীরেঞ্জ'-নামক পর্বতে অবস্থিত।

গোমতী গণ্ডকী শোণ তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্ব্বত চূড়োপরি ॥ ৩২৮
পরশুরামেরে তহিঁ করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গাজন্মভূমি—হরিদ্বার ॥ ৩২৯
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।
বেণ্বা-তীর্থে বিপাশায় মজ্জন আচরি। ৩৩০
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী ॥ ৩৩১
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি ॥ ৩৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়, ৩০-সংখ্যাঙ্কিত "শালগ্রামং পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম' এই গদ্যাংশের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—'শালবৃক্ষোপলক্ষিতং গ্রামং—শালগ্রামম্।' ইহার অপর নাম—হরিক্ষেত্র। ভা. ৫।৭।৮ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য।" অ. প্র ॥

৩২৮। গোমতী—"এখন 'গুম্‌তি'-নামেই প্রসিদ্ধ। লক্ষৌনগর এই নদীরই তীরে অবস্থিত। অ. প্র.॥" গণ্ডকী—"পুলহাশ্রমের নিকটবর্তী মুক্তিনাথপর্বত হইতে নির্গতা নদীবিশেষ। ইনি পাটনার পরপারে শোণপুর বা হরিহরছত্র-নামক স্থানে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহার অপর নাম—চক্রনদী, ভা. ৫।৭।১০ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য। অ. প্র.।" শোণতীর্থ—"প্রসিদ্ধ 'শোণ'-নদ। বাঁকিপুরের অতি নিকটে শোণনদ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অ. প্র.।', "শোণতীর্থে"-স্থলে "শৈলেতীর্থ"-পাঠান্তর আছে।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—"গঞ্জাম-প্রদেশে সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ পর্বত। এখন ইহাকে 'ইষ্টার্ণ ঘাট' বা 'পূর্বঘাট' বলে। অ. প্র.।"

৩২৯। হরিদ্বার—হিমালয়ের পাদদেশে অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

৩৩০। পম্পা—"দাক্ষিণাত্যে—বেল্লেরি জেলায়। বর্তমান নাম—'হাম্পী'। অ. প্র.।" ভীমরথী—"এখন 'ভীমা' নামে প্রসিদ্ধ। এই নদী দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অ. প্র.।" সপ্তগোদাবরী—"দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী জেলায় ছোলঙ্গীপুরস্থিত তীর্থস্থান। পিঠাপুর (সমুদ্রগুপ্তের শাসনে লিখিত পিষ্টপুর) হইতে ১৭ মাইল দূরে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে অনতিদূরে বিদ্যমান। মতান্তরে গোদাবরী সপ্তমুখের (মোহনার) সঙ্গমস্থল (রাজতরঙ্গিণী ৮।৩৪৪৯ শ্লোক)। গোদাবরীর সপ্তশাখা যথা—বাণগঙ্গা, ঊর্দ্ধা, পানিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। গোদাবরী-নদী উত্তর ও দক্ষিণ দুই ধারায় বিভক্ত। উত্তরধারা গৌতমী ও দক্ষিণধারা বশিষ্ঠা নামে খ্যাত হইয়া যথাক্রমে 'তুল্যা', 'আত্রেয়ী' ও 'ভারদ্বাজী' এবং 'বৃদ্ধ গৌতমী' ও 'কৌশিকী' নামক শাখাসমূহে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীসপ্তকের নামই সপ্তগোদাবরী। গৌ. বৈ. অ.।" বেণ্বাতীর্থ—"বেণ্বা (বেন্না, বেণ্যা, বেণা) তীর্থ—কৃষ্ণা ও বেণ্বানদীর সঙ্গম-স্থল। হাইদরাবাদরাজ্যে। অ. প্র.।" বিপাশা—পঞ্চনদের বিখ্যাত নদী। অ. প্র.।" পাঞ্জাবে (গৌ. বৈ. অ)।

৩৩১। কার্ত্তিক—কার্তিক-নামক শ্রীবিগ্রহ। শ্রীপর্ব্বত—"মলয় পর্বতের উত্তরাংশ। 'পাল্‌নি হিল্‌স্' নামে খ্যাত। অ. প্র.।"

নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজনে। অবধূতরূপে করে তীর্থ-পর্য্যটনে ॥ ৩৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৩। নিজ-ইষ্টদেব ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দরূপ বলরাম হইতেছেন মহেশ ও পার্বতী—এই দুই জনের ইষ্টদেব, উপাস্য।

অবধূত—সন্ন্যাসাশ্রমী (শব্দকল্পদ্রুম)। কিন্তু সন্ন্যাসিমাত্রকেই অবধূত বলা হয় না। যে সন্ন্যাসী একটি বিশেষ—তুরীয়াতীত—অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাকেই অবধূত বলা হয়। এতাদৃশ তুরীয়াতীত অবধূতের লক্ষণ শ্রুতিতে, তুরীয়াতীতোপনিষদে, কথিত হইয়াছে। এ-স্থলে শ্রুতিবাক্য-গুলি উদ্ধৃত হইতেছে। "অথ তুরীয়াতীতাবধূতানাং কোঽয়ং মার্গস্তেষাং কা স্থিতিরিতি পিতামহো ভগবন্তং পিতরমাদিনারায়ণং পরিসমেত্যোবাচ। তমাহ ভগবান্নারায়ণো যোঽয়মবধূতমার্গস্থো লোকে দুর্ল্লভতরো ন তু বাহুল্যো যদ্যেকো ভবতি স এব নিত্যপূতঃ স এব বৈরাগ্যমূর্ত্তিঃ স এব জ্ঞানাকারঃ স এব বেদপুরুষ ইতি জ্ঞানিনো মন্যন্তে। মহাপুরুষো যতস্তচ্চিত্তং ময্যেবাবতিষ্ঠতে। অহং চ তস্মিন্নেবাবস্থিতঃ সোঽয়মাদৌ তাবৎক্রমেণ কুটীচকো বহূদকত্বং প্রাপ্য বহূদকো হংসত্বমবলম্ব্য হংসঃ পরমহংসো ভূত্বা স্বরূপানুসংধানেন সর্ব্বপ্রপঞ্চং বিদিত্বা দণ্ডকমণ্ডলুকটিসূত্রকৌপীনাচ্ছাদনং স্ববিধ্যুক্ত-ক্রিয়াদিকং সর্ব্বমপ্সু সংন্যস্য দিগম্বরো ভূত্বা বিবর্ণজীর্ণবল্কলাজিনপরিগ্রহমপি সংত্যজ্য তদূর্ধ্বমমন্ত্র-বদাচরন্ ক্ষৌরাভ্যঙ্গস্নানোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিকং বিহায় লৌকিকবৈদিকমপ্যুপসংহৃত্য সর্ব্বত্র পুণ্যাপুণ্যবর্জ্জিতো জ্ঞানাজ্ঞানমপি বিহায় শীতোষ্ণসুখদুঃখমানাবমানং নির্জ্জিত্য বাসনাত্রয়পূর্ব্বকং নিন্দাঽনিন্দাগর্ব্বমৎসর-দম্ভদর্পদ্বেষকামক্রোধলোভমোহহর্ষামর্ষাসূয়াত্মসংরক্ষণাদিকং দগ্ধ্বা স্ববপুঃ কুণপাকারমিব পশ্যন্নযত্নে-নানিয়মেন লাভালাভৌ সমৌ কৃত্বা গোবৃত্ত্যা প্রাণসংধারণং কুর্ব্বন্ যৎপ্রাপ্তং তেনৈব নির্লোলুপঃ সর্ব্ববিদ্যাপাণ্ডিত্যপ্রপঞ্চং ভস্মীকৃত্য স্বরূপং গোপয়িত্বা জ্যেষ্ঠাঽজ্যেষ্ঠত্বানপলাপকঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বসর্ব্বাত্ম-কত্বাদ্বৈতং কল্পয়িত্বা মত্তো ব্যতিরিক্তঃ কশ্চিন্নান্যোঽস্তীতি দেবগুহ্যাদিধনমাত্মন্যুপসংহৃত্য দুঃখেন নোদ্বিগ্নঃ সুখেন নানুমোদকো রাগে নিস্পৃহঃ সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপরমঃ স্বপূর্ব্বাপন্নাশ্রমাচারবিদ্যাধর্ম্মপ্রাভবমননুস্মরংস্ত্যক্তবর্ণাশ্রমাচারঃ সর্ব্বদা দিবনক্তসমত্বেনাস্বপ্নঃ সর্ব্বদা সংচারশীলো দেহমাত্রাবশিষ্টো জলস্থলকমণ্ডলুঃ সর্ব্বদাঽনুন্মত্তো বালোন্মত্ত-পিশাচবদেকাকী সংচরন্নসং-ভাষণপরঃ স্বরূপধ্যানেন নিরালম্বমবলম্ব্য স্বাত্মনিষ্ঠানুকূলেন সর্ব্বং বিস্মৃত্য তুরীয়াতীতাবধূতবেষেণা-দ্বৈতনিষ্ঠাপরঃ প্রণবাত্মকত্বেন দেহত্যাগং করোতি যঃ সোঽবধূতঃ স কৃতকৃত্যো ভবতীত্যুপনিষৎ ॥"

স্থূল মর্ম। তুরীয়াতীত অবধূতগণের মার্গ এবং স্থিতি সম্বন্ধে ব্রহ্মার জিজ্ঞাসার উত্তরে আদি নারায়ণ (মূলনারায়ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াছেন—জগতে অবধূতমার্গস্থ লোক দুর্লভতর, কিন্তু তাঁহাদের বাহুল্য নাই। যদি একজন অবধূতমার্গস্থ হয়েন, তাহা হইলে তিনিই নিত্যপূত (নিত্যপবিত্র), তিনিই বৈরাগ্যমূর্তি, তিনিই জ্ঞানাকার এবং তিনিই বেদপুরুষ—এইরূপই জ্ঞানিগণ মনে করেন। তিনি মহাপুরুষ; যেহেতু, তাঁহার চিত্ত আমাতেই (আদিনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেই) অবস্থান করে, আমিও (মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণও) তাঁহাতেই অবস্থান করি। এই অবধূত যথাক্রমে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন—প্রথমে তিনি কুটীচক (স্বাশ্রমধর্মপ্রধান) হয়েন ; তাহার পরে বহূদকত্ব প্রাপ্ত হয়েন (যিনি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রাধান্য দান করেন, তাঁহাকে বহ্বোদ বা বহূদক বলে)। বহূদকত্ব লাভের পরে তিনি হংসত্ব অবলম্বন করিয়া হংস (জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ) হয়েন এবং তাহার পরে পরমহংস (নিষ্ক্রিয়-প্রাপ্ততত্ত্ব) হয়েন। (কুটীচকাদির পরিচয়, "ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ॥ ভা. ১৩।১২।৪৩-শ্লোকের" শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতে গৃহীত। টীকার উপসংহারে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"এতে চ সর্ব্বে যথোত্তরং শ্রেষ্ঠাঃ—অর্থাৎ কুটীচক হইতে বহূদক, বহূদক হইতে হংস এবং হংস হইতে নিষ্ক্রিয় বা পরমহংস শ্রেষ্ঠ)। পরমহংস হইয়া তিনি স্বরূপ-অনুসন্ধানের দ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চকে অবগত হয়েন এবং দণ্ড-কমণ্ডলু-কটিসূত্র-কৌপীনাচ্ছাদন এবং স্ববিধিপ্রোক্ত ক্রিয়াদি সমস্ত জলে বিসর্জন দিয়া দিগম্বর হইয়া, বিবর্ণ-জীর্ণ-বল্কলাজিনকেও পরিত্যাগ করিয়া তদূর্ধ্বাবস্থায় আরোহণ করিয়া ক্ষৌর, অভ্যঙ্গ-স্নান এবং উর্ধ্বপুণ্ড্রাদিকেও পরিত্যাগপূর্বক লৌকিক এবং বৈদিক আচারাদিরও উপসংহার (সমাপ্তি) করিয়া সর্বত্র পুণ্যাপুণ্যবর্জিত হইয়া জ্ঞানাজ্ঞানকেও পরিত্যাগ করেন এবং শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অবমানকে নির্জিত করিয়া, নিন্দা, অনিন্দা, গর্ব, মৎসর, দম্ভ, দর্প, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, অমর্ষ, অসূয়া এবং আত্ম-সংরক্ষণাদিকে দগ্ধ করিয়া, নিজের দেহকে কুণপাকারের (শবাকারের) ন্যায় মনে করিয়া, অযত্নে এবং অনিয়মে, লাভ-অলাভকে সমান মনে করিয়া, গোবৃত্তি দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতে থাকেন ; যাহা প্রাপ্ত হয়েন, নির্লোভ হইয়া তাহাতেই তুষ্ট থাকেন, এবং সর্ববিদ্যা-পাণ্ডিত্য-প্রপঞ্চকে ভস্মীভূত করিয়া, নিজের স্বরূপকে গোপন করিয়া, জ্যেষ্ঠ-অজ্যেষ্ঠত্বের অনপলাপ করিয়া, সর্বোৎকৃষ্টত্ব-সর্বাত্মকত্ব-অদ্বৈত কল্পনা করিয়া, আমা (মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ)-ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই—ইহা মনে করিয়া, দেবগুহ্যাদি ধন আত্মমধ্যে উপসংহার করিয়া, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন, সুখের অননুমোদক, রাগে (আসক্তিতে) নিঃস্পৃহ হইয়া, সর্বত্র শুভাশুভবিষয়ে অনভিস্নেহ হইয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উপরত করিয়া, স্বীয় পূর্বাশ্রমের আচার, বিদ্যা, ধর্ম, প্রভাবাদিকে মনে স্মরণ না করিয়া, বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ পূর্বক, সর্বদা দিবারাত্রিকে সমান মনে করিয়া, সর্বদা সঞ্চারশীল হইয়া, দেহমাত্রাবশিষ্ট জলস্থলদণ্ডকমণ্ডলু হইয়া, সর্বদা অনুন্মত্ত থাকিয়া, বালক, উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় একাকী বিচরণ করেন, কাহারও সহিত সম্ভাষাদি করেন না ; স্বরূপ-ধ্যানের দ্বারা নিরালম্ব অবলম্বন করিয়া স্বীয় নিষ্ঠার অনুকূলে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তুরীয়াতীত অবধূতের বেশে অদ্বৈতনিষ্ঠাপর হইয়া প্রণবাত্মকত্ব-দ্বারা যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি অবধূত। তিনি কৃতকৃত্য হয়েন।

শ্রুতির এই বিবরণ হইতে জানা গেল—যিনি অবধূত, তিনি হইতেছেন আদিনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণোপাসক, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার চিত্ত আত্যন্তিকী নিষ্ঠা প্রাপ্ত, তাঁহার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত—"প্রণয়-রশনাদ্বারা ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম" হইয়াই বোধ হয়। তিনি কোনওরূপ আশ্রম-চিহ্নাদি ধারণ করেন না, বর্ণাশ্রম ধর্মের পালনও করেন না। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক তন্ময়তা-বশতঃ, তিনি সর্বত্রই তাঁহার হৃদয়ের ধন শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেন, অন্য কিছুর পৃথক্ অস্তিত্বই তাঁহার অনুভূত হয় না ; ইহাই তাঁহার অদ্বৈত-ভাব।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তিনি নির্দ্বন্দ্ব, নিরভিমান, অন্য লোকের সঙ্গ বা অন্য লোকের সহিত আলাপাদি তিনি করেন না। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকে বলিয়া অন্য কোনও বিষয়ের স্মৃতিও তাঁহার চিত্তে কখনও স্থান পায় না।

উল্লিখিত লক্ষণ-বিশিষ্ট অবধূতের পক্ষে আচারাদির অপালন বোধ তাঁহার ইচ্ছাকৃত বা বিচার-সম্ভূত নহে; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তন্ময়তাই বোধ হয় ইহার হেতু। শ্রীনিত্যানন্দ এতাদৃশ কৃষ্ণরস-নিমগ্ন অবধূতই ছিলেন। পরবর্তী ৩৫৪, ৩৫৯, ৩৬৩-৬৬, ৩৭৮, ৩৮৩, ৩৯০ প্রভৃতি পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দের কৃষ্ণপ্রেম-বিকারের কথা বলা হইয়াছে; কৃষ্ণপ্রেমাবেশে যে তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞানও থাকিত না, ৩৮০, ৩৯০ প্রভৃতি পয়ারে তাহাও বলা হইয়াছে। এতাদৃশ অবধূত যে কখনও দণ্ডকমণ্ডলু-আদি ধারণ করেন না, সর্বদাই যে দিগম্বর থাকেন, তাহাও মনে হয় না। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে যখন বাহ্যস্মৃতি থাকে না, অন্য কোনও বিষয়ে কোনওরূপ অনুসন্ধান থাকে না, তখনই বোধহয় দণ্ড-কমণ্ডলু কৌপীনাদির প্রতিও তাঁহার অনুসন্ধান থাকে না, সে সমস্ত তখন ব্যবহারও করেন না; কিন্তু যখন কৃষ্ণবিষয়ক-তন্ময়তা তরলতা প্রাপ্ত হয়, তখন বোধ হয় সে-সমস্ত ধারণ করেন। এই গ্রন্থেরই মধ্যখণ্ড হইতে জানা যায়—শ্রীনিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু এবং পরিচ্ছদও ছিল। ব্যাসপূজার পূর্বরাত্রিতে তিনি তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থান-কালে ভাবাবেশে তিনি কখনও কখনও দিগম্বর হইয়াও বিচরণ করিতেন, কখনও কখনও বালকের ন্যায় আচরণও করিতেন।

বেদবহির্ভূত তন্ত্রশাস্ত্রেও কয়েক রকম অবধূতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; কিন্তু নিত্যানন্দ তাদৃশ তান্ত্রিক অবধূত ছিলেন না; তিনি ছিলেন বেদানুগত পরমহংস অবধূত; এতাদৃশ অবধূতের কথাই উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্রুতিতে অবধূতকে "তুরীয়াতীতাবধূত" বলা হইয়াছে। অবধূত হইতেছেন—তুরীয়ের অতীত, তুরীয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। "তুরীয়"-শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—চতুর্থ। "তুরীয়ম্ (চতুর + নীয়, নি)। চতুর্থঃ। ইতি মুগ্ধবোধম্॥ শব্দকল্পদ্রুম।" "নারায়ণে তুরীয়াখ্যে" ইত্যাদি ভা. ১১।১৫।১৬-শ্লোকের টীকায় তুরীয়ের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যত্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে॥ —বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, এবং কারণ (মহত্তত্ত্বাদি)—এই তিনটি হইতেছে ঈশ্বরের উপাধি (ভেদক)। এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধশূন্য যে বস্তু, তাহা হইতেছে তুরীয় (চতুর্থ)।" অর্থাৎ বিরাটাদি তিনটি বস্তুর সহিত মায়ার সম্বন্ধ আছে। যাঁহার সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই, তিনি—সেই তিনের অতীত চতুর্থ বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তুরীয়। এইরূপে "তুরীয়"-শব্দের তাৎপর্য পাওয়া গেল—মায়াতীত। তুরীয়াতীত—তুরীয়েরও—মায়াতীতেরও—অতীত। যাঁহারা মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য যথাবিহিত উপায়ে সাধন-ভজন করেন, তাঁহারা জীবিত-কালেই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। মায়াতীত বলিয়া তখন তাঁহারা তুরীয়। তাঁহারা কেবল মুক্তিই চাহেন। শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে নারায়ণাদি

পরমসন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥ ৩৩৪
পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥ ৩৩৫
কি অন্তর কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রবিড়ে গেলেন॥ ৩৩৬
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী সরিদ্বরা গিয়া গেলেন কাবেরী॥ ৩৩৭
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য স্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রের পয়ান॥ ৩৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে-সকল স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, সে-সকল স্বরূপের মধ্যে যে-কোনও মায়াতীত স্বরূপের উপাসনাতেই মুক্তি পাওয়া যায়; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণভজনের অত্যাবশ্যকত্ব নাই। কিন্তু যাঁহারা স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম—ব্রজপ্রেম—লাভ করিতে পারেন এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিও লাভ করেন। যাঁহারা কেবল তুরীয় বা মায়ামুক্ত, তাঁহাদিগ অপেক্ষা, যাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় ব্রজপ্রেম লাভ করেন, তুরীয়ত্ব হইতেও পরমোৎকর্ষময় একটি বস্তু—ব্রহ্মাদিরও দুর্লভব্রজপ্রেম—তাঁহারা লাভ করেন। সুতরাং তাঁহারা হইলেন—তুরীয়াতীত, তুরীয়েরও অতীত, তুরীয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে অবধূতের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন আদিনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার চিত্তের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, কৃষ্ণপ্রেমাবেশে তিনি অন্য সমস্ত ভুলিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাকে বলা হইয়াছে—তুরীয়াতীত অবধূত।

৩৩৬। অন্তর কথা—মনের কথা। "কি অন্তর"-স্থলে "কি অনন্তের" এবং "একান্তে কি"-পাঠান্তর আছে। দ্রবীড়—কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণবর্তী প্রদেশ। "দ্রবীড়—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে অবস্থিত। দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুর্জর, মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ—এই পঞ্চবিধ দ্রাবিড়। কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ ভারত। গৌ. বৈ. অ.।"

৩৩৭। বেঙ্কটনাথ—"বেঙ্কটাচল। মাদ্রাজ হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 'দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ॥ (ভা. ১০।৭৯।১৩)। অঃ প্রঃ॥" কামকোষ্ঠী পুরী—"শ্রীশৈল ও দক্ষিণ মথুরার (বর্তমান "মাদুরা") মধ্যবর্তী স্থান। গৌ. বৈ. অ.।" কাঞ্চী—১।৬।৩১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সরিদ্বরা—"এই 'সরিদ্বরা' কোন তীর্থবিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। এটি 'কাবেরীর' বিশেষণ। ভা. ১০।৭৯।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। অ. প্র.।" সরিদ্বরা—শ্রেষ্ঠ সরিৎ বা নদী। কাবেরী—"দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত প্রসিদ্ধ নদী। (বর্তমান নাম 'অর্দ্ধগঙ্গা নদী'।) অ. প্র.।"

৩৩৮। শ্রীরঙ্গনাথ—"মান্দ্রাজ প্রভিন্সের অন্তর্গত ত্রিচিনোপলির উত্তরে 'সেরিন্থান্' (শ্রীরঙ্গম) নামে খ্যাত। এই স্থানটি কাবেরী নদীর উত্তরে অবস্থিত। [দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর জেলায়—কুম্ভকোণ হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে।]. অ. প্র.।" হরিক্ষেত্র—"বর্তমান নাম 'হরিকান্তম্ সেল্লর'। মান্দ্রাজ প্রদেশে 'বিল্বপুর' রেল-ষ্টেশন হইতে ২২ মাইল দূরে—পেন্নার নদীর তীরে। অ. প্র.।" পয়ান—প্রয়াণ, গমন।

ঋষভ-পর্ব্বত গেলা দক্ষিণ মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা-উত্তরা ॥ ৩৩৯
মলয়-পর্ব্বত গেলা—অগস্ত্য-আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয় ॥ ৩৪০
তা'সভার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রম গেলা পরম-আনন্দ ॥ ৩৪১
কথোদিন নরনারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জ্জনে ॥ ৩৪২
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয় ॥ ৩৪৩
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসের দণ্ড-প্রণত হইলা ॥ ৩৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৯। **ঋষভ-পর্ব্বত**—"দক্ষিণ প্রদেশে [illegible] জেলার প্রা[illegible] নাম একটি পর্বত। এই পর্বতটি এখন 'পাল্‌নি হিল' নামে পরিচিত। অ. প্র।" **দক্ষিণ মথুরা**—"এখন 'মদুরা বা মাদুরা' নামে খ্যাত। মান্দ্রাজ প্রদেশের মাদুরা জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। অ. প্র.।" **কৃতমালা**—"বর্তমান নাম 'ভাইগা' (মতান্তরে 'ভাগাই', নদী। মাদুরা বা দক্ষিণ মথুরা এই নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মলয় পর্ব্বত হইতে এই নদী নিঃসৃত হইয়াছে। অ. প্র.।" **তাম্রপর্ণী**—"ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমায় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কন্যাকুমারীর নিকটে প্রবাহিত নদী। বর্ত্তমান নাম টিনিভেলী। অ. প্র.।" **যমুনা-উত্তরা**—"এটি 'যমুনোত্রী' কি? 'যমুনোত্রী' প্রাচীন কলিন্দদেশে। এই স্থান হইতে যমুনানদী নির্গতা হইয়াছেন। এখন এই স্থানটির নাম 'বান্দরপুচ্ছ রেঞ্জ'। এ-স্থানটি হিমালয় পর্ব্বতের একাংশে। মূল গ্রন্থের বর্ণনক্রম অনুসরণ করিলে কিন্তু এ স্থানটি 'কৃতমালা', 'তাম্রপর্ণী' ও 'মলয় পর্ব্বতের' সমীপস্থ কোন তীর্থ হইয়া পড়ে (?)। অ. প্র.।"

৩৪০। **মলয় পর্ব্বত**—"মলবার উপকূলের প্রসিদ্ধ গিরিমালার সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। বর্ত্তমান নাম 'ওয়েষ্টার্ণ ঘাট' বা 'পশ্চিম ঘাট'। এই স্থানে অগস্ত্যমুনির আশ্রম। (ভা. ১০৷৭৯৷১৬-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) কেহ কেহ বলেন যে, কর্ণাটে ও দ্রাবিড় দেশের সমস্ত পর্ব্বতই 'মলয়' নামে প্রসিদ্ধ। কেহ বা বলেন,—নীলগিরি পর্ব্বতই মলয় পর্বত। অ. প্র.।"

৩৪১। "অতিথি হইলা"-স্থলে "আদর লইয়া"-পাঠান্তর আছে। **বদরিকাশ্রম**—"হিমালয় পর্ব্বতের উপরিভাগে। হরিদ্বার হইতে পদব্রজে ১৫ দিনে যাওয়া যায়। 'কাট গুদাম' হইতেও যাইবার পথ আছে। অ. প্র.।"

৩৪২। **নরনারায়ণের আশ্রম**—"বদরিকাশ্রম। হরিদ্বার হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের উপরিভাগে যাইতে হয়। অলকনন্দা (বর্ত্তমান নাম—'বিশেন গঙ্গা') তীরে ও তপনকুণ্ডের পার্শ্বে অবস্থিত। অ. প্র.।"

৩৪৩। **ব্যাসের আলয়**—"এখন 'মানাল' বা 'মনাল' নামে খ্যাত। হিমালয়ের উপরিভাগে—'গড়বাল'-জেলায়—বদ্রীনাথ বা বদরিকাশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রাম। অ. প্র.।" "সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে 'শম্যাপ্রাস', শ্রীভাগবতাধিবেশনের প্রথম স্থান। গৌ. বৈ. অ.।" "নিত্যানন্দ"-স্থলে "নন্দীগ্রামে" পাঠান্তর আছে।

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥ ৩৪৫
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥ ৩৪৬
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥ ৩৪৭
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণসাগর ॥ ৩৪৮
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চঅপ্সরা-সরোবরে ॥ ৩৪৯
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কেরলেতে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরেঘরে ॥ ৩৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৪৫। বৌদ্ধের ভবন—বৌদ্ধাশ্রম। "দক্ষিণদেশে—বর্ত্তমান নাম—'পুত্থবেলি গোপুরম্'। গ্রন্থের লিখনভঙ্গী দেখিয়া ঠিক বুঝা যায় না যে, এই বুদ্ধাশ্রমটি কোথায়? কেন না, বদরিকাশ্রমের উত্তরে তিব্বতেও বৌদ্ধাশ্রম আছে। অ. প্র.।"

৩৪৬। জিজ্ঞাসেন প্রভু—শ্রীনিত্যানন্দ বৌদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় কোনও কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী, নাস্তিক। বেদানুগত শাস্ত্রানুসারে বৌদ্ধধর্ম বাস্তবিক ধর্ম নহে, পরন্তু অধর্ম (১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের বেদবিরুদ্ধ-মতের প্রচার ও আদর্শ-স্থাপন করিয়া জগতের পারমার্থিক অমঙ্গলই সাধন করিতেছেন। এজন্য শ্রীনিত্যানন্দ ক্রুদ্ধ হই ইত্যাদি—তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। যদি নিত্যানন্দের জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁহারা কিছু বলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, প্রভু তাঁহাদিগকে হিতোপদেশই দিতেন, ক্রুদ্ধ হইতেন না।

৩৪৮। কন্যকানগর—"এখন 'কুমরিকা অন্তরীপ' বা 'কেপ কমোরীণ' নামে খ্যাত; দাক্ষিণাত্যের সর্বদক্ষিণ সীমায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত। অ. প্র.।" দক্ষিণসাগর—"সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের নিকট মান্নার-উপসাগর। অ. প্র.।"

৩৪৯। শ্রীঅনন্তপুরে—"দাক্ষিণাত্যে অনন্তপুর জেলায়; বেল্লারী হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। [দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটি অনন্তপুর আছে]। ইহার অপর নাম—'ফাল্গুন'; ভা. ১০।৭৯।১৮ শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য। অ. প্র.।" পঞ্চ-অপ্সরা সরোবর—"ফাল্গুন বা অনন্তপুরের নিকটে হইবে বলিয়াই বোধ হয়। কেন না, ভাগবতের "ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্" (১০।৭৯।১৮) ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া ঐরূপই অনুমান হইয়া থাকে। অ. প্র.।"

৩৫০। গোকর্ণাখ্য—"গোকর্ণ—বর্তমান নাম 'জেডিয়া'। দাক্ষিণাত্যে পশ্চিম সমুদ্রকূলে উত্তর ক্যানেরা প্রদেশে—বর্তমান গোয়ানগরীর ৩০ মাইল (মতান্তরে ৩৩ মাইল) দূরে অবস্থিত। অ. প্র.।" কেরল—"দাক্ষিণাত্যের মলয়বর (মালাবার) প্রদেশে ও ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের অধিকারভুক্ত। অ. প্র.।" "কেরলে"-স্থলে "কুলালে"-পাঠান্তর আছে। ত্রিগর্ত্ত—"বর্তমান জলন্ধর প্রদেশ ও কাঙ্গাড়া। মতান্তরে—তিব্বত বা টিবেট্। অ. প্র.।" "লাহোর জেলার কিয়দংশ, জলন্ধর রাজ্য। 'ত্রিগর্ত্ত' বলিতে রাবি, বিপাশা ও (শতদ্রু) সাতলেজ নদীদ্বারা প্লাবিত দেশ। মতান্তরে—উত্তর কানারা। গৌ. বৈ. অ.।"

দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেন লীলায়॥ ৩৫১
রেবা মাহিষ্মতীপুরী মন্নু তীর্থ গেলা।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা॥ ৩৫২
এইমত অভয়-পরমানন্দ-রায়।
ভ্রমে' নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায়॥ ৩৫৩
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস॥ ৩৫৪
এইমত নিত্যানন্দ প্রভু ভ্রমে' বন।
দৈবে মাধবেন্দ্র সহে হৈল দরশন॥ ৩৫৫
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥ ৩৫৬
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরীদেহে কৃষ্ণের বিহার॥ ৩৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৫১। **দ্বৈপায়নী আর্য্যা**—"দাক্ষিণাত্যে—গোকর্ণতীর্থের সমীপে হইবে বোধ হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।৭৯।১৯-২০) দেখা যায় যে, শ্রীবলদেব গোকর্ণতীর্থে শিবমূর্তিসন্দর্শন এবং দ্বৈপায়নী-আর্যা দর্শনানন্তর শূর্পারকে গমন করেন। 'দ্বৈপায়নী'-পদটি 'আর্য্যা' এই পদের বিশেষণ। কেননা, শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—দ্বীপময়নং যস্যাস্তাম্।' দ্বৈপায়নী-শব্দের অর্থ—দ্বীপনিবাসিনী। আর্য্যা—দেশের নাম নহে,—দেবীর নাম। একখানি অতি প্রাচীন পুঁথিতে 'দেবী' বলিয়া নোট করা আছে। দেবীর নামেই স্থানটি প্রখ্যাত বোধ হয়। অ. প্র.॥" **নির্ব্বিন্ধ্যা**—"বিন্ধ্যপর্বত হইতে নির্গত একটি ক্ষুদ্রনদী—চম্বলে আসিয়া পড়িয়াছে। অ. প্র.।" **পয়োষ্ণী**—"দাক্ষিণাত্যে। কেহ কেহ বলেন যে, বিন্ধ্যপাদপর্বতের (বর্তমান নাম—'সাতপুরা রেঞ্জ') দক্ষিণে প্রবাহিতা নদী। এই নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া তাপ্তী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম—'পূর্ত্তি'—বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। মতান্তরে, বর্তমান নাম—'পারপুনী' নদী। অ. প্র.।" **তাপী**—"বর্তমান 'তাপ্তী' নদী। 'সুরাট' নগর এই নদীরই তীরে অবস্থিত। অ. প্র.।"

৩৫২। **রেবা**—"প্রসিদ্ধ নর্মদা নদী। 'রেবাম্ভসি– নর্ম্মদাজলে' ইতি ভা. ৯।১৫।২০ স্বামিটীকা। অ. প্র.।" **মাহিষ্মতীপুরী**—"রেবা বা নর্মদা (ভা. ৯।১৫,১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) নদীর তীরবর্তী বর্তমান 'মহেশ্বরপুর'। [ইণ্ডোর রাজ্যের ৪০ মাইল দক্ষিণে। (?)] অ. প্র.।" **মন্নুতীর্থ**—"এ-স্থানটি রেবা ও নর্ম্মদা নদীর তীরবর্তী মহিষ্মতীপুরী বা বর্তমান মহেশ্বরপুর ও প্রভাসের মধ্যস্থলে হইবে বোধ হয়। কেন না, শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে'—…রেবামগমদ্‌যত্র মাহিষ্মতীপুরী। মন্নুতীর্থমুপব্রজ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ॥' (১০।৭৯।২১) অ. প্র.।" "মন্নু"-স্থলে "মল্ল"-পাঠান্তর আছে। **সূর্পারক**—"(শূর্পারক)—বর্তমান নাম 'সুপার'। সুরাটের দক্ষিণে (প্রায় ১০০ মাইল দূরে ?) অবস্থিত। অ. প্র.।" **প্রতীচী**—পশ্চিম দিক্।

৩৫৩। **কাহায়**—কাহাকেও। "কাহায়"-স্থলে "কোথায়"-পাঠান্তর। কোথায়—কোনও স্থানে।

৩৫৫। "প্রভু ভ্রমে বন"-স্থলে "প্রভুর ভ্রমণ"-পাঠান্তর আছে। **মাধবেন্দ্র সহে**—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত।

৩৫৭। **কৃষ্ণরস**—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদির এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির

যার শিষ্য মহাপ্রভু-আচার্য্যগোসাঞি।
কি কহিব আর তার প্রেমের বড়াই ॥ ৩৫৮
মাধব-পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ ॥ ৩৫৯
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা' পাসরি ॥ ৩৬০
'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥ ৩৬১
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি-শিষ্যগণে ॥ ৩৬২
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজনে।
অন্যোহন্যে গলায় ধরি করেন ক্রন্দনে ॥ ৩৬৩
বনে গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে ॥ ৩৬৪
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥ ৩৬৫
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাঞি।
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৩৬৬
নিত্যানন্দ বোলে "যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ ॥ ৩৬৭
নয়নে দেখিলুঁ মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥" ৩৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আস্বাদনজনিত আনন্দ। "কৃষ্ণরস বিনু আর"-স্থলে "কৃষ্ণের সাধনে যার"-পাঠান্তর আছে। অর্থ- শ্রীকৃষ্ণভজন-জনিত আনন্দে। নাহিক আহার—আহার ছিল না। ভজনানন্দেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৪ অধ্যায় হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন কায়মনোবাক্যে অযাচক; অযাচিত ভাবে দুগ্ধাদি গব্যদ্রব্য পাইলে তাহা আহার করিতেন, না পাইলে কিছুই আহার করিতেন না। ভজনানন্দে সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকিতেন বলিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা তাঁহার কোনও গ্লানি জন্মাইতে পারিত না।

৩৫৮। মহাপ্রভু-আচার্য্যগোসাঞি—শ্রীল অদ্বৈতাচার্য-প্রভু গোস্বামী। বড়াই—বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমা।

৩৫৯। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শনমাত্রেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। নিস্পন্দ—নিষ্ক্রিয়, অচেতনপ্রায়। "মূর্চ্ছা"-স্থলে "পূর্ণ"-পাঠান্তর আছে। প্রেমে পূর্ণ। ততক্ষণে—তৎক্ষণাৎ, দর্শনমাত্রে।

৩৬১। ভক্তিরসে আদি ইত্যাদি—ভক্তিরসবিষয়ে আদি সূত্রধার হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র- পুরী। "জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর। ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ চৈ. চ. ১।৯।১৮ ॥"

৩৬২। ঈশ্বরপুরী-আদি শিষ্যগণে—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ- পুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যগণ।

৩৬৩। বাহ্যদৃষ্টি—বাহ্যস্মৃতি। অন্যোহন্যে—পরস্পর, একে অপরের।

৩৬৪। "বনে"-স্থলে "বালু" এবং "কৃষ্ণপ্রেমের"-স্থলে "দুহু কৃষ্ণের"-পাঠান্তর আছে। দুহু—দুই জনে।

৩৬৮। "হইল"-স্থলে "আমার"-পাঠান্তর আছে।

মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে—রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেমজলে ॥ ৩৬৯
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি ॥ ৩৭০
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত।
সর্ব্ব-শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥ ৩৭১
সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন ॥ ৩৭২
সভেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বনে সভে ভ্রমেন দেখিয়া ॥ ৩৭৩
অন্যোঽন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোঽন্যে দেখি কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ ॥ ৩৭৪
কথোদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥ ৩৭৫
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥ ৩৭৬
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায় ॥ ৩৭৭
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্টঅট্ট হাসে ॥ ৩৭৮
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৩৭৯
রাত্রিদিন কেহো নাহি জানে প্রেমরসে।
কতকাল যায়, কেহো ক্ষণ নাহি বাসে ॥ ৩৮০
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ ৩৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৭২। সভে যত মহাজন ইত্যাদি—সেই বনে অন্য যে-সকল সাধনরত মহাজন ছিলেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে জানা যায়, তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম ছিল না। তাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন না। সম্ভাষা—অলাপ।

৩৭৩। সভেই পায়েন দুঃখ ইত্যাদি—এ-সমস্ত ভক্তিহীন লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্যগণ মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন।

৩৭৪। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র—ইঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে এবং উভয়ের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ দর্শন করিয়া সকলেরই, ভক্তিহীন লোকদের সহিত আলাপজনিত দুঃখ দূরীভূত হইল।

অন্যোঽন্যে সে সব দুঃখের ইত্যাদি—ভক্তিহীন লোকদের সহিত আলাপে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর যে সকল দুঃখ জন্মিয়াছিল, সে সকল দুঃখ দূরীভূত হইল। কিরূপে তাহা দূরীভূত হইল তাহা বলিতেছেন—অন্যোঽন্যে দেখি ইত্যাদি—মাধবেন্দ্রপুরী ও নিত্যানন্দ—এই দুই-জনের পরস্পর দর্শনে উভয়ের মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাঁহাদের দুঃখ দূর হইয়াছিল।

৩৭৬। মেঘ দেখিলেই ইত্যাদি—মেঘ দর্শন করিলেই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িতেন।

৩৮১। কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ—তাহার প্রমাণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানেন।

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥ ৩৮২
মাধবেন্দ্র বোলে "প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥ ৩৮৩
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি॥ ৩৮৪
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময়॥ ৩৮৫
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥ ৩৮৬
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥" ৩৮৭
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন করেন রতি মতি॥ ৩৮৮
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥ ৩৮৯
এইমত অন্যোহন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি॥ ৩৯০
কথোদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ॥ ৩৯১
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহো নিজ দেহ নাহি স্মরে। ৩৯২
অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে॥ ৩৯৩
নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র-দুই-দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৩৯৪
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে' প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কথোক দিবসে॥ ৩৯৫
ধনু-তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়া নগর॥ ৩৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৮৩। "সর্ব্বতীর্থ"-স্থলে "মহাতীর্থ"-পাঠান্তর আছে।

৩৮৫। বৈকুণ্ঠাদিময়—বৈকুণ্ঠাদি মায়াস্পর্শলেশশূন্য ভগবদ্ধামময়। "শ্রীবৈকুণ্ঠময়"-পাঠান্তরও আছে।

৩৮৭। ৩৮৩-৮৭ পয়ারসমূহে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন।

৩৮৯। গুরুবুদ্ধি—গুরুদেবের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি-সম্মানের পাত্র—এইরূপ বুদ্ধি। ব্যতিরিক্ত—ব্যতীত।

৩৯১। সেতুবন্ধ—" 'সেতুবন্ধ-রামেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ দ্বীপ। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, তথা হইতে মাদুরা, তথা হইতে ৪৫ (মতান্তরে ৫২) ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে। ইংরাজী নাম—'অ্যাভাম্‌স্ ব্রীজ'। —ইণ্ডিয়া ও সিলোনের মধ্যবর্ত্তী। অ. প্র.।"

৩৯২। সরযূ—পূর্ববর্তী ৩২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "দেহ"-স্থলে "দেশ"-পাঠান্তর।

৩৯৩। অতএব—দেহস্মৃতি ছিল না বলিয়া। সে-বিরহে—শ্রীমাধবেন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দ—এই উভয়ের পরস্পরের বিরহ-দুঃখে। বাহ্য—বাহ্যস্মৃতি, দেহস্মৃতি।

৩৯৬। ধনুতীর্থ—"বর্ত্তমান 'পম্বন্ প্যাসেজ'। ইণ্ডিয়া ও সিলোনের মধ্যবর্ত্তী। লক্ষ্মণের ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের সেতুবন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 'ধনুতীর্থ' নাম হইয়াছে। অ. প্র.।" রামেশ্বর—পূর্ববর্তী ৩৯১ পয়ারের টীকায় "সেতুবন্ধ" দ্রষ্টব্য। বিজয়ানগর—"অনেকেই বলেন যে, বিদ্যানগর-

মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়—নৃসিংহদেবপুরী ॥ ৩৯৭
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্য-স্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান ॥ ৩৯৮

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে ॥ ৩৯৯
দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ ॥ ৪০০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শব্দের অপভ্রংশই—বিজয়া নগর। এই বিদ্যানগর তিনটি। একটি দাক্ষিণাত্যে—তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে আন্নগুণ্ডির দক্ষিণে; আর একটি গোদাবরীতীরে—বর্ত্তমান 'রাজমহেন্দ্রী'; আর একটি মালোয়াদেশে —সিন্ধ্ (সিন্ধু) এবং পারা (পার্ব্বতী) নদীর সঙ্গম-স্থলে। মতান্তরে—'ভিজিয়ানা গ্রাম'। অ. প্র।"

৩৯৭। মায়াপুরী—" 'হরিদ্বার' ব্রাঞ্চ লাইনের 'জোয়ালাপুর' ষ্টেশন হইতে 'গড়বাল' রাজ্যের অন্তর্গত 'তপোবন' নামক স্থান পর্য্যন্ত ভূখণ্ড 'মায়াক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে 'কনখল', 'হরিদ্বার', 'হৃষীকেশ' এবং 'তপোবন' নামে চারিটি মহাতীর্থ আছে। 'মায়াপুরী' বলিতে সময়ে সময়ে সমস্ত 'মায়াক্ষেত্র' বুঝায় এবং সময়ে সময়ে 'জ্বালাপুর', 'কনখল' এবং 'হরিদ্বার' এই তিনটি মাত্র স্থান বুঝাইয়া থাকে। অ. প্র।" অবন্তী—"বর্ত্তমান উজ্জয়িনী। সিপ্রাতীরে অবস্থিত। রাজপুতানা-মালওয়া রেলওয়ে 'উজ্জয়িনী' ষ্টেশন। 'অবন্তী' মালবদেশের নাম—তাহা হইতে মালব-দেশের রাজধানী উজ্জয়িনীকেও 'অবন্তী' বলে। এ-স্থলে তাহাই বলা হইয়াছে। অ. প্র।" গোদাবরী—"দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ নদী। নাসিক হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত (মতান্তরে 'জটাফট্কা পর্ব্বত) হইতে উৎপন্ন। অ. প্র।" জিওড়—"(জীয়ড়) দাক্ষিণাত্যে। এই স্থানটি কূর্ম্মক্ষেত্র ও কাঞ্চীর মধ্যবর্ত্তী হইবে বলিয়া বোধ হয়। কেন না, মহাপ্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে এই স্থানে এবং তথা হইতে কাঞ্চী গমন করেন। অ. প্র।" এই স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির বিদ্যমান।

৩৯৮। ত্রিমল্ল—"এখন 'তিরুমল্' নামে খ্যাত। মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। অথবা, বর্ত্তমান 'তিরুবর্ণমলায়'—দক্ষিণ আর্কট জেলার বিল্বপুর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। অ. প্র।" কূর্ম্মনাথ—কূর্মক্ষেত্র। "এখন 'শ্রীকূর্ম্মম্' নামেই খ্যাত। গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে। কূর্ম্ম-অবতার শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। অ. প্র।" নীলাচলচন্দ্র—পুরীতে শ্রীজগন্নাথ। "দেখি মাত্র মূর্চ্ছা"-স্থলে "দেখিতেই কম্প"-পাঠান্তর আছে। ধ্বজা—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা।

৪০০। চতুর্ব্ব্যূহ—আদি চতুর্ব্যূহ হইতেছেন দ্বারকার বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। চতুর্ব্ব্যূহরূপ জগন্নাথ—চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীজগন্নাথ। শ্রীজগন্নাথদেব যে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইল। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ব্যূহাত্মক—চতুর্ব্যূহরূপে আত্মপ্রকট করিয়া দ্বারকায় বিহার করেন। প্রকট পরমানন্দ ইত্যাদি—পরমানন্দস্বরূপ শ্রীজগন্নাথ ভক্তবর্গের (স্বীয় পরিকরবর্গের) সহিত পুরীধামে প্রকট (আবির্ভূত) হইয়াছেন। ভক্তবর্গসাথ—সুভদ্রা-বলরামাদি পরিকরবর্গের সহিত। "ভক্তবর্গ"-স্থলে "সুভদ্রাদি"-পাঠান্তর আছে।

দেখি মাত্র হইলেন আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
পুন বাহ্য হয় পুন পড়ে পৃথিবীতে ॥ ৪০১
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ? ৪০২
এইমত কথোদিন বসি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে ॥ ৪০৩
তান তীর্থ-যাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তান কৃপা হৈতে ॥ ৪০৪
এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায় ॥ ৪০৫
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি ॥ ৪০৬
আহার নাহিক—কদাচিত দুগ্ধ-পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান ॥ ৪০৭
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে ॥ ৪০৮
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন-সেবা তবে ॥" ৪০৯
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥ ৪১০
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে ॥ ৪১১
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব-শক্তি।
তথাপিহ কারেও না দিলেন বিষ্ণুভক্তি ॥ ৪১২
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তান সে আজ্ঞায় ভক্তি দানের বিলাস ॥ ৪১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪০১। "আনন্দে"-স্থলে "পুলকে"-পাঠান্তর আছে।

৪০২। বিকার—অশ্রু-কম্প-স্বেদাদি প্রেম-বিকার।

৪০৩। "কথোদিন বসি"-স্থলে "নিত্যানন্দ থাকি"-পাঠান্তর আছে। গঙ্গাসাগর—"এখন 'বে অফ্ বেঙ্গল নামে' খ্যাত। অবশ্য সমস্ত 'বে অফ্ বেঙ্গল' গঙ্গাসাগর নয়, যে-স্থানে গঙ্গাদেবী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই টুকুই গঙ্গাসাগর। অ. প্র.।"

৪০৮। গুপ্তভাবে—আত্মগোপন করিয়া, আত্মপ্রকাশ না করিয়া।

৪১০। মানসিক—মনন, সঙ্কল্প, মনে মনে স্থির। এই মানসিক করি—পূর্ববর্তী ৪০৯-পয়ারোক্ত সঙ্কল্প করিয়া।

৪১১। কালিন্দী—যমুনা।

৪১২। সর্ব্বশক্তি—সর্ববিষয়ে সামর্থ্য, বিষ্ণুভক্তি দানের শক্তিও। "কারেও না দিলেন বিষ্ণুভক্তি"-স্থলে "কারে দিতে না পারেন ভক্তি"-পাঠান্তর আছে। বিষ্ণুভক্তি-দানের শক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীনিত্যানন্দ কাহাকেও বিষ্ণুভক্তি দিলেন না কেন, বা দিতে পারেন না কেন, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪১৩। তান সে আজ্ঞায়—প্রভুর আদেশেই। মহাপ্রভুর পরিকরগণ হইতেছেন, তাঁহার ভক্ত—পরিকর। প্রভুর সঙ্গে যখন তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়েন, তখন প্রভুর লীলার আনুকূল্য করাই তাঁহাদের কার্য। ভক্ত বলিয়া তাঁহারা প্রভুর আদেশের অপেক্ষা রাখেন, কোনওরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন না। বিলাস—লীলা।

কেহো কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে॥ ৪১৪
কি অনন্ত, কিবা শিব, অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥ ৪১৫
ইহাতে যে পাপিগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সেই পাপী সর্ব্বথায়॥ ৪১৬
সাক্ষাতেই দেখ সভে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে॥ ৪১৭
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥ ৪১৮
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে।
তানে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়ে॥ ৪১৯
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যমহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥ ৪২০
চৈতন্যকৃপায়ে হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি॥ ৪২১
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥ ৪২২
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥" ৪২৩
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥ ৪২৪
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥ ৪২৫
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ ৪২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪১৪। অল্পতা—হেয়তা। প্রভুগণে—প্রভুর গণভুক্ত বা পরিকরভুক্ত ভক্তগণ। "ভক্তগণে"-পঠান্তর।

৪১৫। অনন্ত—অনন্তদেব। শিব—মহাদেব, জগতের হর্তা বা সংহার-কর্তা। অজ—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। হর্ত্তা—হরণকারী, সংহার-কর্তা। কর্ত্তা—সৃষ্টিকর্তা। পালয়িতা—পালনকর্তা, ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু।

৪১৭। "দেখ সভে এই"-স্থলে "এই দেখ এবে"-পাঠান্তর আছে।

৪১৮। "যশ"-স্থলে "রস"-পাঠান্তর আছে।

৪২২। সংসারের পার হই—সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া। যে ডুবিব—যিনি ডুব দিতে, নিমজ্জিত হইতে, ইচ্ছা করেন।

৪২৪। যতি—সন্ন্যাসী। "যতি"-স্থলে "যোগী"-পাঠান্তর আছে; অর্থ—ভক্তিযোগী। কেনি—কেন।

৪২৫। "তভু সেই পাদপদ্ম"-স্থলে "সেই পাদপদ্ম মোর" এবং "তোমার সেই পাদপদ্ম"-পাঠান্তর আছে।

৪২৬। পরিহার—দোষাপনয়ন, অঙ্গীকার, শপথ, মিনতি, অনুরোধ (গৌ. বৈ. অ.)। এ-স্থলে মিনতি বা অনুরোধ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। নিন্দা করে—শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা করে। তবেলাথি মারোঁ ইত্যাদি—তাহা হইলে তাহার মাথার উপরে লাথি মারিব। ইহা হইতেছে গ্রন্থকারের খেদোক্তি। নিত্যানন্দের নিন্দাকারীদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলতাবশতঃ এবং নিত্যানন্দের নিন্দা হইতে তাঁহাদের যে সর্বনাশ হইবে, তজ্জন্য গাঢ় দুঃখ বশতঃই গ্রন্থকারের এই উক্তি। নিত্যানন্দের

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভজনের নিমিত্ত গ্রন্থকারের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তাঁহারা নিত্যানন্দের ভজন করিতেছেন না, পরন্তু নিত্যানন্দের নিন্দা করিতেছেন—এজন্য তাঁহাদিগের দৈহিক শাস্তি বিধানের জন্যই যে গ্রন্থকার এ-কথা বলিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কেননা, এইরূপ শাস্তি বিধানের বাসনা জন্মে আত্মাভিমান হইতে; মায়ার প্রভাবে যাঁহারা দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করেন, মায়ার প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যেই এতাদৃশ আত্মাভিমান জন্মে। গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের ন্যায় পরমভাগবতের মধ্যে এইরূপ আত্মাভিমান থাকা সম্ভব নহে। নিন্দাকারীদের শাস্তি তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না; তাঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গল এবং নিত্যানন্দ-নিন্দাজনিত সর্বনাশ হইতে তাঁহাদের অব্যাহতিই তাঁহার অভিপ্রেত। লৌকিক জগতে এইরূপ খেদোক্তি আরও দৃষ্ট হয়। কোনও লোক যদি উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে, কাহারও হিতোপদেশও গ্রাহ্য না করে, তাহা হইলে তাহার পিতামাতাও গভীর দুঃখে তাহার সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন—"ও মরুকুগে", "ওর মুখে আগুন" ইত্যাদি। পিতামাতা সন্তানের মৃত্যুকামনা অবশ্যই করেন না, অন্তরের গভীর দুঃখ হইতেই পিতামাতার এতাদৃশী খেদোক্তি। বস্তুতঃ, ভক্তের অভিসম্পাতও জীবের পারমার্থিক কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—কুবের-তনয় নলকুবর ও মণিগ্রীব। তাঁহাদের বৃক্ষবৎ আচরণ দেখিয়া নারদ তাঁহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন—তাঁহারা যেন বৃক্ষযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। নারদের অব্যর্থ অভিসম্পাতের ফলে তাঁহারা বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন—কিন্তু অন্য কোনও স্থানে নহে, নারদের কৃপায় গোকুলে। তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শ লাভ করিয়া নলকুবর-মণিগ্রীব চরম এবং পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-নিন্দাকারীদের মাথায় লাথি মারিয়া তাঁহাদের দৈহিক শাস্তিবিধান গ্রন্থকারের বাস্তব অভিপ্রায় না থাকিলেও, কোনও কারণে কেহ যদি তাঁহার চরণ-স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে পরমার্থভূত বস্তু-লাভের পথে অগ্রসর হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, গ্রন্থকার এ-স্থলে নিত্যানন্দের নিন্দাকারীদের সম্বন্ধেই এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। নিত্যানন্দের ভজন না করিলেই এবং নিত্যানন্দের নিন্দা করিলেই, কি কেহ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইবে?

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমার্থভূত বস্তুর কথা দূরে, ভক্তির কৃপাব্যতীত কেহ যে সংসার-বন্ধন হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না, একথা অর্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন (গীতা ॥ ৭।১৪-১৬ ॥, ৮।১৬ ॥)। ভক্তিদাতা হইতেছেন—"কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা" এবং "মূল ভক্ত-অবতার" শ্রীবলরাম। শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দই হইতেছেন সেই বলরাম। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম ॥ ১।২।৩৬, ১।২।১২৭ ॥" এজন্যই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥ ১।১।৫৬ ॥" কেবল বৃন্দাবনদাসই যে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে এ-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে; বৃন্দাবনের শ্রীজীবগোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্য এবং শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়ও তাঁহার প্রার্থনায়

কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দপ্রতি। মন্দ বোলে হেন দেখ, সে কেবল স্তুতি ॥ ৪২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া গিয়াছেন—"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥", "নিতাইপদ-কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, যে ছায়ায় জগত জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই, দৃঢ়করি ধর নিতাইর পায়॥ সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জনম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার। মজিয়া সংসার-সুখে, নিতাই না বলিল মুখে, বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥ অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া, অসত্যেরে সত্য করি মানি। নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ভজ নিতাইর চরণ-দুখানি॥" ইত্যাদি। বৃন্দাবনদাস ছিলেন "অক্রোধ পরমানন্দ" এবং "অভিমান শূন্য" শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য, পরম-ভাগবত। ক্রোধ এবং অভিমান হইতে জাত ঔদ্ধত্য বা অসহিষ্ণুতা তাঁহার মধ্যে উদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার অসাধারণ দৈন্যের কথা (ভূমিকা।১ চ. অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বিবেচনা করিলেও জানা যায়, তাঁহার ঔদ্ধত্যাদি থাকিতে পারে না।

৪২৭। কোন চৈতন্যের লোক—শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও ভক্ত বা পরিকর। মন্দ বোলে—মন্দ কথা বলেন, নিন্দা করেন। হেন দেখ—এই রূপ যদি দেখ। সে কেবল স্তুতি—সেই মন্দকথার তাৎপর্য হইতেছে কেবল নিত্যানন্দের স্তুতি, গুণকীর্তন, অন্য কিছু নহে। গৌরভক্তগণের গৌরে যেমন প্রীতি, নিত্যানন্দেও তেমনি প্রীতি। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তগণের আবার শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি অসঙ্কোচ-প্রীতি। তাহার ফলে, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে সময় সময় প্রেম-কোন্দলও চলিত। এই প্রেম-কোন্দলে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেন, অনভিজ্ঞ লোকের নিকটে, সে-সকল কথায় নিত্যানন্দের নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হইত; কিন্তু তাহা বাস্তবিক নিন্দা ছিল না, ছিল নিত্যানন্দের মহিমা-সূচক স্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি—ব্যাজস্তুতি। সন্ন্যাসের পরে, তিন দিন তিন রাত্রি বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণের পরে, মহাপ্রভুকে শ্রীনিতাই যখন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে লইয়া আসিলেন, তখন আহারকালে শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"কৈল তিন উপবাস। আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ॥ আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে। অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে॥ আচার্য্য কহে—তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী। কভু ফল-মূল খাও. কভু উপবাসী॥ দরিদ্র ব্রাহ্মণঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অন্ন। ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভমন॥ নিত্যানন্দ কহে—যবে কৈলা নিমন্ত্রণ। তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন॥ শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত। কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত। —ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে। সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥ তুমি খাইতে পার দশ-বিশ চাউলের অন্ন। আমি তাহা কাহাঁ পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ। পাগলাই না করিহ—না ছড়াইহ ঝুট॥ এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন। * * *। নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল। লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥ এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে

নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥ ৪২৮
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যে।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সে ॥ ৪২৯
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ॥ ৪৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লঞা। উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥ ভাত দুইচারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে। ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে॥ অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে। পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে॥ (তখন অদ্বৈত আবার বলিলেন) তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল। তোর জাতিকুল নাহি—সহজে পাগল॥ আপন-সমান মোরে করিবার তরে। ঝুটা দিলে, বিপ্র বলি ভয় না করিলে? নিত্যানন্দ কহে—এই কৃষ্ণের প্রসাদ। "ইহাকে 'ঝুটা' কহিলে তুমি—কৈলে অপরাধ॥ শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন। তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥ আচার্য্য কহে-না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ। সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম॥ চৈ. চ. ২।৩।৭৬-৯৮॥" (গৌ. কৃ. ত. দ্রষ্টব্য)। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের উল্লিখিত উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ইহা ছিল তাঁহাদের প্রেম-কোন্দল, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নিঃসঙ্কোচ গাঢ়প্রীতি হইতে ইহার উদ্ভব। শ্রীঅদ্বৈতের উক্তিগুলি যথশ্রুত অর্থে নিন্দা বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু নিন্দার ছলে অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দের মহিমা এবং তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দের স্তুতিই করিয়াছেন (গৌ. কৃ. ত. দ্রষ্টব্য)।

৪২৮। নিত্যসিদ্ধ—অনাদিসিদ্ধ। যাঁহাদের ভগবৎ-প্রেম কোনও সাধনের ফলে প্রাপ্ত নহে, পরন্তু অনাদিকাল হইতে স্বাভাবিকভাবেই চিত্তে বিরাজিত, তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলে। কেবলমাত্র ভগবৎ-পরিকরগণই নিত্যসিদ্ধ। "নিত্য"-স্থলে "শুদ্ধ"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—স্বসুখ-বাসনা-গন্ধ-লেশশূন্য। "নিত্যসিদ্ধ", বা "নিত্যশুদ্ধ" হইতেছে "বৈষ্ণব-সকল"-শব্দের বিশেষণ। বৈষ্ণব সকল—গৌরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ভক্তগণ। জ্ঞানবন্ত—নিতাই-গৌরের তত্ত্ব-মহিমাদির অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন। পয়ারের প্রথমার্ধের অর্থ—বৈষ্ণব-সকল (মহাপ্রভুর অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণ হইতেছেন) নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবন্ত; তাঁহাদের জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই সর্বদা তাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত; সুতরাং কোনও অসঙ্গত কথা বলা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কুতুহল—রঙ্গ, তামাসা। গাঢ়-প্রীতি হইতে উত্থিত কৌতুক। পূর্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪২৯। ইথে—ইহাতে; পূর্বপয়ারে কথিত "কলহ" দেখিয়া। এক জনের হইয়া পক্ষ যে—যে ব্যক্তি দুইজন কলহকারীর মধ্যে একজনের পক্ষ হইয়া, এক জনের পক্ষাবলম্বন করিয়া। এই বাক্যের স্থলে পাঠান্তর—"যে পক্ষ লৈয়া হাসে"—যে ব্যক্তি এক জনের পক্ষাবলম্বন করিয়া হাসে—অপরজন সম্বন্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপের হাসি হাসে। ক্ষয় যায় সে (পাঠান্তর-"ক্ষয় যায় শেষে")—সে ব্যক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার অমঙ্গল হয়।

৪৩০। নিত্যানন্দস্বরূপে সে ইত্যাদি—নিত্যানন্দস্বরূপই, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দই, নিন্দা না

হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥ ৪৩১
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তান হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ৪৩২
নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্ম জন্ম পঢ়িবাঙ এই অভিমত ॥ ৪৩৩
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৪৩৪
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয় ॥ ৪৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লওয়ায়—কাহাকেও নিন্দা লওয়ায় না, নিন্দা করার নিমিত্ত কাহারও প্রবৃত্তি জাগায়েন না। অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করেন, শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ের ফলে, কাহাকেও নিন্দা করার প্রবৃত্তি তাঁহাদের চিত্তে জাগে না। এ-স্থলে "সে"-শব্দ নির্দ্ধারণে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থ-"ই"। তাঁর পথে ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দের উপদিষ্ট পথে, শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে, থাকিলেই গৌর-চরণ-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে, অন্যথা নহে। সার মর্ম হইতেছে এই—যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষেই গৌর-চরণ-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে এবং কাহারও নিন্দা করার নিমিত্তও তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। নিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় না, গৌর-চরণও তাঁহাদের পক্ষে সুদুর্লভ এবং তাঁহারাই অপরের নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধেও "সে"-শব্দ নিধারণে প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪৩২। স্বামী—প্রভু, নিয়ন্তা, পরিচালক। তান হৈয়া—তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) হইয়া, শ্রীনিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিয়া, শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে।

৪৩৩। নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে—শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে, নিত্যানন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া, শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য স্বীকার করিয়া। এই অভিমত—ইহাই আমার (গ্রন্থকারের) অভিপ্রায়। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন—গৌর-তত্ত্বজ্ঞ, কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞ। তাঁহার কৃপাব্যতীত, তাঁহার চরণাশ্রয়ব্যতীত, কেহই শ্রীগৌরের বা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বা লীলারহস্য অবগত হইতে পারে না। তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া, তাঁহার আনুগত্যে, ভাগবতের (ভগবৎ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের) অনুশীলন করিলেই ভাগবত-রহস্য জানিতে পারা যায়।

৪৩৪। দিলাও নিলাও তুমি—হে গৌরচন্দ্র! তুমিই আমাকে নিত্যানন্দ দিয়াছ, তুমিই আবার নিত্যানন্দকে লইয়া গিয়াছ। এ-স্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে—শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাতেই গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দকে স্বীয় গুরুরূপে পাইয়াছেন; সেই গৌরচন্দ্রই আবার তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পরেই গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন।

৪৩৫। তথাপিহ—তবুও; যদিও তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছ, তথাপি। তোমাতে তাহাতে—তোমার (শ্রীগৌরের) এবং তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) চরণে। রয়—রহে, থাকে।

তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
তুমি তানে দিলে বিনা কোন্ জনে পায় ? ৪৩৬
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে' নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র ॥ ৪৩৭
নিত্যানন্দস্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ৪৩৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪৩৯

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে মহাপ্রভোরুপনয়ন-পাঠাভ্যাসাদি-বর্ণনং তথা শ্রীনিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রাদিকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩৬। তুমি তানে দিলে বিনা—তুমি তাঁহাকে দেওয়াব্যতীত, তুমি তাঁহাকে (শ্রীনিত্যানন্দকে) না দিলে।

৪৩৭। এই পয়ারে অধ্যায়-সমাপ্তির উপক্রম করা হইয়াছে। যে-পর্যন্ত শ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ না করিয়াছেন, সে-পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন নাই, বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানেই সে-পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন।

৪৩৯। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(৪. ৪. ১৯৬৩—১৭. ৪. ১৯৬৩)

আদি খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর। জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। প্রভুর বিদ্যাবিলাস—অধ্যয়নলীলা এবং অধ্যাপন-লীলা; উভয়ত্র নানাবিধ কৌতুক-রঙ্গ-প্রকটন। বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ। স্বগৃহে শচীদেবীকর্তৃক অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন। পড়ুয়াবৃন্দের সহিত গৌরের নগর-ভ্রমণ এবং তদুপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের সহিত তর্কবিতর্কে ঔদ্ধত্যের ভাব প্রকটন। যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকেই প্রভুর ফাঁকি-জিজ্ঞাসা। প্রভুকে পথে দেখিলে ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের পলায়ন। মুকুন্দাদি ভক্ত-পড়ুয়াদের অদ্বৈতের সভায় গোবিন্দ-চর্চা, মুকুন্দের সহিত প্রভুর কৌতুক-রঙ্গ। প্রভুর বিদ্যোন্মত্ততা দেখিয়া ভক্তগণের হরিষে বিষাদ। মুকুন্দের প্রসঙ্গে কৌতুকরঙ্গচ্ছলে নিজমুখে প্রভুকর্তৃক তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্তব্য-কথন। কীর্তনবিরোধী বহির্মুখ লোকদের কীর্তন-নিন্দায় ভক্তদের দুঃখ ও উচ্চক্রন্দন, শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভাবিত করিবার আশ্বাসে তাঁহাদের দুঃখনাশ ও পুনরায় আনন্দ-কীর্তন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমনপ্রসঙ্গ—নবদ্বীপে আগমন, অলক্ষিতবেশে অদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপ-ভবনে গমন, মুকুন্দদত্তের মুখে কৃষ্ণলীলাত্মক গান-শ্রবণে প্রেমাবেশ, গোপীনাথ আচার্যের গৃহে কয়েকমাস অবস্থান, গদাধর পণ্ডিতের সহিত পরিচয়, স্নেহভরে তাঁহাকে স্বরচিত "শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত"-নামক গ্রন্থের অধ্যাপন, প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর গৃহে পুরীগোস্বামীর ভিক্ষা, তাঁহার গ্রন্থের দোষপ্রদর্শনের জন্য প্রভুকে অনুরোধ, প্রভুর সহিত স্বরচিত গ্রন্থের আলোচনা, পরে নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র গমন।

১। "গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর"-স্থলে "শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর"-পাঠান্তর আছে। নিত্যানন্দ-প্রিয়—শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় যিনি, অথবা শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন প্রিয় যাঁহার, তিনি নিত্যানন্দ-প্রিয়। ইহা "গৌরচন্দ্র"-শব্দের বিশেষণ। নিত্য-কলেবর—ইহাও "গৌরচন্দ্র"-শব্দের বিশেষণ। নিত্য হইতেছে কলেবর (দেহ) যাঁহার, তিনি নিত্য-কলেবর, শ্রীগৌরচন্দ্র। শ্রীগৌর হইতেছেন নিত্য-কলেবর, ত্রিকালসত্য। অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার দেহ নিত্য—অবিকারী। তাঁহার দেহ, জীবের দেহের ন্যায়, পঞ্চভূতাত্মক নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দ, চিদানন্দঘন; এজন্য অবিকারী, নিত্য। জড় পঞ্চভূতই বিকারী, জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তু বিকারধর্মী নহে। ভগবানে বাস্তবিক দেহ-দেহিভেদও নাই, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; যেই দেহ, সেই তিনি; যেই তিনি, সেই তাঁহার দেহ।

জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ ২
জয় জয় জগন্নাথপুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্তসমাজ॥ ৩
জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমললোচন।
হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন॥ ৪
আদিখণ্ডে শুন ভাই! চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥ ৫
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাতিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥ ৬
উষঃকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পঢ়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্যগণ-সাথ॥ ৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২। শ্রীগোবিন্দ—ইনি ছিলেন নীলাচলে মহাপ্রভুর অঙ্গসেবক। কেবল অঙ্গসেবক নহেন, প্রভুসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্যই শ্রীগোবিন্দ নির্বাহ করিতেন। কোনও ভক্ত প্রভুর নিমিত্ত যাহা কিছু আনিতেন, তাহা শ্রীগোবিন্দের নিকটেই দিতেন, প্রভুকে জানাইতেনও না; শ্রীগোবিন্দই সেই ভক্তের নাম করিয়া তাহা প্রভুর নিকটে উপস্থিত করিতেন। নীলাচলে প্রভু যখন যে-স্থানে যাইতেন, শ্রীগোবিন্দ সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন। কোনও কারণে প্রভু কাহারও 'দ্বার-মানা' করিলে (অর্থাৎ গম্ভীরায় প্রবেশ নিষেধ করিলে) শ্রীগোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে থাকিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিতেন না; সুতরাং শ্রীগোবিন্দ প্রভুর দ্বার-পালের (দ্বার-রক্ষকের) কাজও করিতেন। এজন্যই শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহাকে "দ্বারপালক" বলিয়াছেন এবং মহাপ্রভুকে "শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ—শ্রীগোবিন্দ-নামক দ্বার-রক্ষকের নাথ" বলিয়াছেন।

৩। শ্রীভক্তসমাজ—ভক্তসমূহ। সম্মানার্থে শ্রী-শব্দের প্রয়োগ। অথবা, শ্রীশব্দে সম্পত্তিও বুঝায়। শ্রীভক্ত—ভক্তিসম্পদ্‌বিশিষ্ট ভক্ত।

৪। তোর যশে রহু মন—তোমার যশে (কীর্তিতে—মহিমাদিতে, মহিমাদি-কথনে) যেন আমার মন নিবিষ্ট থাকে। অধ্যায়ারম্ভে প্রথম চারি পয়ারে গ্রন্থকার তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীগৌরচন্দ্রের জয়কীর্তনরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

৫। বিদ্যার বিলাস—বিদ্যাশিক্ষারূপ (অধ্যয়নরূপ) লীলা। যথা—যে-প্রকারে।

৬। রাতিদিন—দিবারাত্রি। বিদ্যারসে নাহি অবসর—সর্বদাই অধ্যয়নের আনন্দে নিমগ্ন থাকেন বলিয়া অন্য কার্যের অবসর বা সুযোগ থাকে না।

৭। উষঃকালে—প্রত্যূষে; দিবারম্ভে। সন্ধ্যা—সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকৃত্য। ত্রিদশের নাথ—স্বয়ংভগবান্। ১।৪।৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সর্ব্বশিষ্যগণ-সাথ—সমস্ত শিষ্যগণের সহিত। এ-স্থলে "শিষ্য"-শব্দে প্রভুর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শিষ্যগণকেই বুঝাইতেছে। ১।৬।১৮৭ পয়ারে বলা হইয়াছে—গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিজেই প্রভুকে "সর্ব্বপ্রধান করিয়া" বসাইয়াছেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সর্বপ্রধান শিষ্য বলিয়া তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণও প্রভুর নিকটে পাঠ বুঝিতেন এবং প্রভুর আনুগত্য করিতেন। এজন্য তাঁহারাও প্রভুর শিষ্যতুল্যই ছিলেন। তখন-পর্যন্ত প্রভু নিজে টোল করিয়া অধ্যাপন আরম্ভ করেন নাই; সুতরাং তখন পর্যন্ত প্রভুর বাস্তবিক কোনও শিষ্য ছিলেন না।

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥ ৮
প্রভুস্থানে পুঁথি নাহি চিন্তে যে যে জনে।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণে॥ ৯
পঢ়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা-ভিতে॥ ১০
না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুঁথি প্রভুস্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাহানে॥ ১১
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন॥ ১২
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ-তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতি॥ ১৩
গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদন-মোহন।
ষোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথমযৌবন॥ ১৪
বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য পরকাশে।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে হাসে॥ ১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮। **পক্ষ-প্রতিপক্ষ**—কোনও বিষয় লইয়া বিচার করিতে হইলে সাধারণতঃ দুইটি দল থাকে। এই দুই দলকে বলা হয় পক্ষ। একদল যাহা বলেন, অপর দল তাহার খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। এই দুই দলের এক দলকে বলে পক্ষ, অপর দলকে বলে প্রতিপক্ষ। এক পক্ষ বাদী, অপর পক্ষ বিবাদী।

৯। **প্রভুস্থানে ইত্যাদি**—যাঁহারা প্রভুর নিকটে পুঁথির অর্থ বা তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করেন না, জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু যাহা বলিতেন, সেই বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগও গ্রহণ করেন না। **কদর্থেন**—কদর্থ (নিন্দা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, বিড়ম্বনা) করেন। **চিন্তে**—অনুশীলন করে।

১০-১১। **চিন্তাইতে**—চিন্তা করাইতে, আলোচনা বা অনুশীলন করাইবার নিমিত্ত। **নানা-ভিতে**—নানা দিকে। ছাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রভুর চারিদিকে বসিতেন। "যার"-স্থলে "আর"-পাঠান্তর আছে। **চালেন**—১।৬।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **যোগপট্ট**—সন্ন্যাসীদের বস্ত্রধারণের প্রকার-বিশেষ। "পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্‌দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজ্ঞু স্তিষ্ঠেৎ তদ্‌যোগপট্টকম্॥ পদ্মপুরাণ, কার্তিকমাহাত্ম্য ২য় অধ্যায়॥ —পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়ের সমাযোগে বেষ্টন করিয়া যে-বলয়াকার দৃঢ়বস্ত্র ঊর্দ্ধজানুতে অবস্থিতি করে, তাহাকে যোগপট্ট বলে।" **ছান্দ**—ধরণ, ফ্যাসান। **যোগপট্ট-ছান্দে**—যোগপট্টের ধরণে বা ফ্যাসানে। যোগপট্টের আকারে। প্রভু কৌতুকবশতঃ যোগপট্টের আকারে পৃষ্ঠ ও জানুতে কাপড় বাঁধিতেন। **বীরাসন**—যোগীদিগের এক রকম আসন (বসিবার ভঙ্গী)। "একং পাদং অথৈকস্মিন্ বিন্যসে দূরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিন্ তথা বাহুং বীরাসনমিদং স্মৃতম্॥ ভা. ৪।৬।৩৮-শ্লোকের স্বামিটীকায় ধৃত যোগশাস্ত্র-বচন॥ —দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপরে এবং বাম পদ দক্ষিণ উরুর উপরে রাখিয়া এবং বাহুকেও সেই ভাবে রাখিয়া যে-উপবেশন, তাহাকে বলে বীরাসন।"

১৩। **সুভাতি**—উত্তম দীপ্তিবিশিষ্ট। **গঞ্জয়ে**—নিন্দা করে। **দশনের**—দন্তের। "শ্রীদশনের"-স্থলে "দিব্য দশনের"-পাঠান্তর আছে—সুন্দর দন্তের।

১৫। **স্বতন্ত্র**—প্রভুর আনুগত্য স্বীকার না করিয়া। **পুঁথি চিন্তে**—পুঁথির অনুশীলন বা

প্রভু বোলে "ইথে আছে কোন্ বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন ? ১৬
সন্ধি-কার্য্য না জানিঞা কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা' ॥ ১৭
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয় ॥" ১৮
শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু কার্য্য করে আপনার ॥ ১৯
তথাপিহ প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায় ॥ ২০
প্রভু বোলে "বৈদ্য ! তুমি ইহা কেন পড়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ় ॥ ২১
ব্যাকরণশাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥ ২২
মনেমনে চিন্তি তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥" ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আলোচনা—তাৎপর্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন। করে হাসে—হাস্য করেন, পরিহাস করেন। "করে হাসে"-স্থলে "পরিহাসে"-পাঠান্তর আছে। কিরূপে পরিহাস করিতেন, তাহা পরবর্তী ১৬-১৮ পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৬। ইথে—এই স্থানে। আমার স্থাপন—আমি যেই অর্থ করিয়াছি, তাহা। স্থাপন—সিদ্ধান্ত।

১৭। সন্ধিকার্য্য—ব্যাকরণের সন্ধিপ্রকরণের নিয়মাদি। ব্যাকরণের প্রথম দিকেই সন্ধি-প্রকরণ থাকে। আপনে চিন্তয়ে পুঁথি—অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজে নিজেই পুঁথির তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে। প্রবোধে আপনা—নিজের চিন্তাতে যে অর্থ নির্ণয় করে, তাহাতেই নিজেকে প্রবোধ বা সান্ত্বনা দেয়। তাহাই প্রকৃত অর্থ মনে করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে। ব্যঞ্জনা এই যে—বাস্তবিক তাহা প্রকৃত অর্থ নহে।

১৮। ভালে—কপালে, কপাল-দোষে।

১৯। আটোপ-টঙ্কার—উল্লিখিত সগর্ব বা দম্ভময় বাক্য।

২০। সেবক—পরিকর-ভক্ত। মুরারিগুপ্ত ছিলেন প্রভুর নিত্যপরিকর। দ্বিজরায়—দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরচন্দ্র। সেবক দেখিয়া ইত্যাদি—তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ মুরারিগুপ্তকে দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। এই সুখের উচ্ছ্বাসে প্রভু মুরারিগুপ্তের সহিত পরিহাস-কৌতুক আরম্ভ করিলেন। পরবর্তী তিন পয়ারে মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রভুর পরিহাস-বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে।

২১-২৩। এই তিন পয়ার হইতেছে মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রভুর পরিহাসোক্তি। পূর্ববর্তী ১৫-পয়ারে বলা হইয়াছে, "স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে", প্রভু তাঁহাকে পরিহাস করেন। মুরারিগুপ্ত স্বতন্ত্রভাবেই পুঁথি চিন্তা করিতেন ; তাই তাঁহার প্রতি প্রভুর পরিহাস। "পড়"-স্থলে "কর" এবং "নিঞা"-স্থলে "দিয়া"-পাঠান্তর আছে। বৈদ্য—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, কবিরাজ। মুরারিগুপ্তের আবির্ভাব বৈদ্যকুলে ; তাই প্রভু তাঁহাকে "বৈদ্য" বলিয়াছেন। এই বৈদ্য-শব্দটীও এ-স্থলে পরিহাসাত্মক। ইহা কেন পড়—ব্যাকরণ পড়িতেছ কেন ? লতাপাতা নিঞা (বা দিয়া)—লতা-পাতা লইয়া। আয়ুর্বেদীয়

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ঔষধে লতা-পাতাও থাকে ; সেজন্য প্রভু একথা বলিয়াছেন। অথবা, পরিহাসমূলক অর্থে—আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করার যোগ্যতা তো তোমার নাই ; তুমি কেবল লতা-পাতা দিয়াই চিকিৎসা কর গিয়া, অর্থাৎ "হাতুড়ে চিকিৎসা" ব্যতীত অন্যরকম চিকিৎসার যোগ্যতা তোমার নাই, হইবেও না। অবধি—শেষ সীমা। বিষয়ের অবধি—অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত দুর্বোধ্য। ইথি—ইহাতে, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে। কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ইত্যাদি—মুরারি ! তুমি বৈদ্য, চিকিৎসা তোমার কুলগত বৃত্তি। কফ-পিত্ত অজীর্ণাদি রোগের কি কি লক্ষণ, এ-সমস্ত রোগের ঔষধই বা কি, তাহাই তোমার শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সে-সমস্ত কিছুই নাই। তুমি অনর্থক কেন ব্যাকরণ পড়িতেছ ? মনে মনে চিন্ত ইত্যাদি—একে তো ব্যাকরণ-শাস্ত্র অতি দুর্বোধ্য, বিশেষতঃ তোমার পক্ষে। কোনও বিজ্ঞ লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাকরণের আলোচনা করিলে হয়তো কিছু বুঝিতে পারিতে ; কিন্তু তুমি কোনও বিজ্ঞলোকের সহায়তা না লইয়া নিজে নিজেই, অর্থ-নির্ধারণের জন্য মনে মনে চিন্তা করিতেছ। তাহাতে তুমি ব্যাকরণের তাৎপর্য কি বুঝিবে ? (অর্থাৎ কিছুই বুঝিবেনা। চিকিৎসা-বিদ্যায় নিপুণ হইতে হইলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অনুশীলন আবশ্যক। কিন্তু তজ্জন্যও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক ; কেননা, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। নিজের চেষ্টায় ব্যাকরণেও তুমি ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবেনা, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়নও তোমার পক্ষে সম্ভব হইবেনা। কেবল লতা-পাতা লইয়া তোমাকে "হাতুড়ে বৈদ্যই" হইতে হইবে)। ঘরে যাহ—তুমি এই পাঠশালা ছাড়িয়া ঘরে যাও, ঘরে যাইয়া "হাতুড়ে বৈদ্য" হওয়ারই চেষ্টা কর। দঢ়—দৃঢ়-শব্দের অপভ্রংশ। দঢ়—দৃঢ়। "শক্ত ক'রে ধর, অর্থাৎ জিনিসটিকে এমন ভাবে ধর, যাহাতে হাত হইতে পড়িয়া যাইতে না পারে", "এই কাঠের টুক্‌রাগুলিকে শক্ত ক'রে বাঁধ, অর্থাৎ এমন ভাবে বাঁধিবে, যেন টুক্‌রাগুলি পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে না পারে"-ইত্যাদি স্থলে "শক্ত" বলিতে "দৃঢ় বা দঢ়"ই বুঝায়। সুতরাং "দৃঢ় বা দঢ়" শব্দের একটী অর্থ "শক্ত"ও হইতে পারে। যে বস্তু এইরূপ শক্ত বা দৃঢ় (দঢ়), তাহাকে নাড়া দিলে সমস্ত বস্তুটিই এক সঙ্গে নড়ে, তাহার কোনও অংশ পৃথক্‌ভাবে নড়েনা। লোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাহার শবদেহটিও এইরূপ শক্ত বা দৃঢ় (দঢ়) হয় ; পা ধরিয়া নাড়া দিলে সমস্ত দেহটিই নড়িতে থাকে। মুরারি গুপ্তকে প্রভু ২১ পয়ারে বলিয়াছেন—"লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়।" আবার ২৩ পয়ারেও বলিলেন—"ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া।" এ-স্থলে "রোগী দঢ় কর"-বাক্যে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কি, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। "রোগীকে দঢ়—দৃঢ় বা শক্ত" কর, ইহা যে প্রভুর পরিহাসোক্তি, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আদ্যোপান্ত সমস্ত, বিশেষতঃ পরবর্তী ২৭-পয়ারে প্রভুর প্রতি মুরারি গুপ্তের "বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল 'কি জানিস্ তুই"-এই উক্তি বিবেচনা করিলে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—"রোগীকে দঢ় কর"-বাক্যে "রোগীকে শক্ত কর"-ইহাই অভিপ্রায়। তাৎপর্য—রোগীর শবত্ব প্রতিপাদন কর, মারিয়া ফেল। "হাতুড়ে" চিকিৎসকদের হাতে অনেক রোগীই মারা যায়। প্রভুর পরিহাসোক্তির তাৎপর্যও এইরূপ বলিয়াই মনে হয়।

রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥ ২৪
প্রত্যুত্তর দিল "কেনে বড় ত ঠাকুর।
সভারেই চাল' দেখি, গর্ব্ব হব চূর॥ ২৫
সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা যত হেন কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর॥ ২৬
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল 'কি জানিস্ তুই'।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলির মুঞি॥" ২৭
প্রভু বোলে "ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।"
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥ ২৮
গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহো কারে নারে জিনিবার॥ ২৯
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত॥ ৩০
সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্ম-হস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত॥ ৩১
চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়ে।
"প্রাকৃত-মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে॥ ৩২
এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়ে।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময়ে॥ ৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪। রুদ্র-অংশ—রুদ্রের অংশতুল্য, অর্থাৎ কোপন-স্বভাব। **পরম খরতর**—রূঢ়বাক্য প্রয়োগেও অত্যন্ত নিপুণ। তথাপি নহিল ইত্যাদি—কোপন-স্বভাব এবং রূঢ়বাক্য-প্রয়োগে নিপুণ হওয়া সত্ত্বেও মুরারিগুপ্ত প্রভুর উল্লিখিত বাক্য শুনিয়া, বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না, কোনও রূপ রূঢ়বাক্যও বলিলেন না। পরবর্তী কতিপয় পয়ার হইতে দেখা যায়, তিনি বরং অত্যন্ত দৈন্য-বিনয়ের সহিত প্রভুর কথার উত্তর দিয়াছেন। ইহার হেতু বোধ হয় এই;—মুরারিগুপ্ত যে প্রভুর সেবক—অন্তরঙ্গ পার্ষদ—লীলাশক্তির প্রভাবে তিনি তাহা জানিতেন না। প্রভুর বাক্যগুলি যে পরিহাসময়, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই; প্রভুর বাক্যগুলিকে তিনি তাঁহার প্রতি তিরস্কারময় বাক্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং তিরস্কৃত-হওয়ার হেতু যে কিছু নাই, তাহাই তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন—কিন্তু দৈন্য-বিনয়ের সহিত, প্রভুর প্রতি সেবকের যেরূপ মর্যাদা-প্রদর্শন সঙ্গত, সেইরূপ মর্যাদা-প্রদর্শন করিয়াই মুরারি প্রভুর কথার উত্তর দিয়াছেন। লীলাশক্তিই মুরারিদ্বারা প্রভুর মর্যাদা রক্ষণ করিয়াছেন।

২৫। ২৫, ২৬, ২৭—এই তিন পয়ার প্রভুর প্রতি মুরারিগুপ্তের উক্তি। "কেনে"-স্থলে "কেবল" এবং "গর্ব্ব হব চূর"-স্থলে "গর্ব্বহ প্রচুর"-পাঠান্তর আছে। **গর্ব্ব হব চূর**—তোমার গর্ব চূর্ণ হইবে। পাঠান্তরে—তোমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গর্বও বিদ্যমান। মুরারিগুপ্ত প্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, অধ্যয়নও করিতেন উপরের শ্রেণীতে। সে-জন্যই বোধ হয় একথাগুলি বলিয়াছেন।

২৬। সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা—১।৬।৫৫-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পাঁজী—পঞ্জী।**

২৭। "কি জানিস্"-স্থলে "কি বুঝিস্"-পাঠান্তর আছে।

২৮। "পড়িলা"-স্থলে "চাহিলা"-পাঠান্তর আছে। চাহিলা—পুঁথিতে অদ্য যাহা দেখিলে।

৩০। "হন"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর আছে।

৩২। "আপন"-স্থলে "আনন্দ"-পাঠান্তর আছে। **প্রাকৃত মনুষ্য ইত্যাদি**—জগতের সাধারণ প্রাকৃত (মায়াকবলিত এবং মায়িক পঞ্চভূতাত্মক দেহবিশিষ্ট) মানুষ নহেন। **প্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শের ফলে**

চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লাজ নাঞি।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব-নবদ্বীপে নাঞি॥" ৩৪
সন্তোষিত হইয়া বোলেন বৈদ্যবর।
"চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর॥" ৩৫
ঠাকুর সেবকে হেনমতে করি রঙ্গ।
গঙ্গাস্নানে চলিলা লইয়া সব সঙ্গ॥ ৩৬
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যারসে ঈশ্বর বিহরে॥ ৩৭
মুকুন্দ-সঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান্।
যাহার মন্দিরে বিদ্যাবিলাসের স্থান॥ ৩৮
তাহার পুত্ত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়ে।
তাহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায়ে॥ ৩৯
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিগে বিস্তর পড়ুয়া তহিঁ ধরে॥ ৪০
গোষ্ঠী করি তাহাঁই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেইস্থানে চৈতন্যের বিদ্যার সমাজ॥ ৪১
কথোরূপে ব্যাখ্যা করে কথো বা খণ্ডন।
অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥ ৪২
প্রভু কহে "সন্ধি-কার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য-পদবী তাহার॥ ৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মুরারিগুপ্তের মনে যে-ভাব জাগিয়াছিল, ৩২-৩৪ পয়ারে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—অবশ্য মনে মনে, কেবল নিজের নিকটে।

৩৮। **মুকুন্দ-সঞ্জয়**—"'মুকুন্দ' নাম, 'সঞ্জয়' উপাধি। অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথিতে 'সঞ্জয়ের' পরিবর্তে 'অঞ্জয়' পাঠ আছে, এমন কি, স্থানে স্থানে সন্ধি করিয়া 'মুকুন্দাঞ্জয়' লিখিত হইয়াছে। কোন্‌টি-সত্য? অ. প্র.।" বস্তুতঃ "মুকুন্দ-সঞ্জয়" বলিতে এক জনকেই বুঝায়; মুকুন্দ একজন এবং সঞ্জয় আর একজন, তাহা নহে। এই পয়ারে "যাহার" এবং পরবর্তী-পয়ারে "তাহার"—এই একবচনান্ত-শব্দদ্বয় হইতেও তাহা জানা যায়।

৩৯। **তাহার পুত্ত্রেরে**—মুকুন্দ-সঞ্জয়ের পুত্রকে। এই পুত্রের নাম ছিল পুরুষোত্তমদাস (১।১০।১৮৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৪১। **পড়ান**—ছাত্রদিগকে পড়াইয়া থাকেন। **বিদ্যার সমাজ**—বিদ্যাদানের সভা। এই পয়ার হইতে বুঝা যায়—প্রভু এই সময়ে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বিস্তীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপে নিজেই টোল করিয়া অধ্যাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল ছিল তাঁহার নিজ বাড়ীতে, মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নহে।

৪২। **অধ্যাপক-প্রতি**—অন্য অধ্যাপকদের প্রতি। **আক্ষেপ**—"বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত নিষেধোক্তি। তিরস্কার-বচন। দুঃখ। নিন্দা। অ. প্র.।" পরবর্তী ৪৩-পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, এ-স্থলে আক্ষেপ অর্থ—তিরস্কার-বচন।

৪৩। এই পয়ার হইতেছে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি প্রভুর আক্ষেপ বা তিরস্কার-বচন। **সন্ধি-কার্য্য**—১।৭।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভট্টাচার্য্য-পদবী**—১।৬।১৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কলিযুগে**—কলিকালে। কলিকালের ধর্মই হইতেছে এই যে, অযোগ্য ব্যক্তিও যোগ্যত্ব-সূচক উপাধি ধারণ করিয়া থাকে।

হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি, ভট্ট মিশ্র পদবী সভার ॥” ৪৪
এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে, চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥ ৪৫
কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥ ৪৬
দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ-আচার্য্য নাম—জনকের সম ॥ ৪৭
তান কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্য পতি ॥ ৪৮
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইস্থানে ॥ ৪৯
নিজ-লক্ষ্মী চিনিঞা হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব ॥ ৫০
হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা ॥ ৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৪। ফাঁকি—১।৫।১২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বলুক—অর্থ করুক। অথবা, আমার এটা যে ফাঁকি, তাহা বলুক। “বলুক”-স্থলে “দুষুক”-পাঠান্তর আছে। দুষুক—আমার ফাঁকির দোষ দেখাইয়া দেউক। “সভার”-স্থলে “তাহার”-পাঠান্তর আছে। ভট্ট, মিশ্র হইতেছে বিদ্যাবত্তা-সূচক পদবী বা উপাধি।

৪৫। কোন দাসে—কোনও পরিকর-ভক্ত। লীলাশক্তির প্রভাবে প্রভুর পরিকর-ভক্তগণও তখন পর্যন্ত প্রভুর স্বরূপের পরিচয় জানিতে পারেন নাই।

৪৭। “দৈবে সেই নবদ্বীপে”-স্থলে “সেই নবদ্বীপে বৈসে”-পাঠান্তর আছে। জনকের সম—সীতাদেবীর পিতা জনকের তুল্য। কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে বল্লভাচার্য ছিলেন জনক ও ভীষ্মকের মিলিত স্বরূপ (গৌ. গ. দী. ॥ ৪৪)।

৪৮। নিরবধি—সর্বদা। বিপ্র—বল্লভ-আচার্য। তার চিন্তে যোগ্য পতি—স্বীয় কন্যা যাহাতে যোগ্য পতি লাভ করিতে পারে, সেই বিষয়ে চিন্তা করেন।

৪৯। লক্ষ্মী—লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, বল্লভ-আচার্যের কন্যা। তাঁহাতে জানকী ও রুক্মিণী এই উভয় স্বরূপ বিরাজিত (গৌ. গ. দী ॥ ৪৫)।

৫০। নিজ লক্ষ্মী—স্বীয় নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সী। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীতে জানকী ও রুক্মিণী বিরাজিত। জানকী হইতেছেন শ্রীগৌরের রামচন্দ্র-স্বরূপের কান্তা এবং রুক্মিণী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের মহিষী। নিজলক্ষ্মী চিনিঞা ইত্যাদি—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে দেখিয়া প্রভু চিনিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার নিত্যকান্তা; চিনিতে পারিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন। লীলাশক্তিই প্রভুকে ইহা জানাইয়াছেন। বন্দিলা—বন্দনা বা নমস্কার করিলেন। মনে—মনে মনে বন্দনা করিলেন। পদদ্বন্দ্ব—পদযুগল। লীলাশক্তি গৌর ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার চিত্তে তাঁহাদের নিত্যসম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত করিয়াছিলেন।

৫১। দোঁহা—দুই জনে। “দোঁহা চিনি দোঁহা”-স্থলে “দুঁহে দোঁহা চিনিলে”-পাঠান্তর আছে।

ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র—বনমালী নাম।
সেইদিন গেলা তিঁহো শচীদেবী স্থান ॥ ৫২
নমস্করি আইরে বসিলা বিপ্রবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥ ৫৩
আইরে বোলেন তবে বনমালী-আচার্য্য।
"পুত্রবিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য ॥ ৫৪
বল্লভ-আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥ ৫৫
তার কন্যা লক্ষ্মীপ্রায় রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥" ৫৬
আই বোলে "পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পঢ়ুক আগে, তবে কার্য্য আর ॥" ৫৭
আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥ ৫৮
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈলা প্রভু রঙ্গে ॥ ৫৯
প্রভু বোলে "কহ গিয়াছিলে কোন্ ভিতে?"
বিপ্র বোলে "তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥ ৬০
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাঙ তানে।
না জানি, শুনিঞা শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে।" ৬১
শুনি তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥ ৬২
জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে।
"আচার্য্যের সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে?" ৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫২। ঈশ্বর-ইচ্ছায়—শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেরণায়। শচীমাতার নিকটে যাইবার জন্য শ্রীগৌরই বিপ্র-বনমালীর চিত্তে প্রেরণা দিয়াছিলেন। অথবা, ঈশ্বর-ইচ্ছায়—ঈশ্বর গৌরচন্দ্রের ইচ্ছাতে। লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা, ইহা বুঝিতে পারিয়াই বনমালী আচার্য সেই দিনই শচীদেবীর নিকটে গিয়াছিলেন। পরবর্তী ৬৩ পয়ার এবং ৬৪-পয়ারের প্রথমার্ধ হইতে এইরূপ অর্থই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত গৌরসুন্দরের বিবাহের ব্যাপারে বিপ্র বনমালী ঘটকের কার্য করিয়াছিলেন। জানকীর সহিত রামচন্দ্রের বিবাহের ব্যাপারে যে বিশ্বামিত্র ঘটকের কার্য করিয়াছিলেন এবং রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া রুক্মিণীদেবী যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই বনমালী বিপ্রে বিরাজিত ছিলেন (গৌ. গ. দী. ॥ ৪৯)। "গেলা তিঁহো শচীদেবী"-স্থলে "আইলেন শ্রীশচীর"-পাঠান্তর আছে।

৫৬। "মানে"-স্থলে "নামে"-পাঠান্তর। নামে—বল্লভ-আচার্যের কন্যার নাম লক্ষ্মী।

৫৭। জীউক—জীবিত থাকুক। তবে কার্য্য আর—তাহার পরে বিবাহাদি অন্য কার্য। বনমালী আচার্যের প্রস্তাবে শচীদেবী সম্মতি দিলেন না।

৫৮। রস—সুখ।

৬০। কোন্ ভিতে—কোন্ দিকে, কোথায়।

৬২। তান—তাঁহার, বনমালী আচার্যের। মৌন হৈলা—চুপ করিয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। মন্দিরে—নিজের গৃহে।

৬৩। "হাসিয়া বোলেন"-স্থলে "আসি বলিলেন"-পাঠান্তর আছে।

পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আরদিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা॥ ৬৪
শচী বোলে "বিপ্র! কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ, বলিল এই আমি॥" ৬৫
আইর চরণধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন॥ ৬৬
বল্লভ-আচার্য্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহু মান্য করি বসাইলেন্ আসনে॥ ৬৭
আচার্য্য বোলেন "শুন আমার বচন।
কন্যা-বিবাহের এবে কর সু-লগন॥ ৬৮
মিশ্রপুরন্দর-পুত্র—নাম বিশ্বম্ভর।
পরম-পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর॥ ৬৯
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাঙ এই, কর যদি চিত্তে লয়॥" ৭০

শুনিঞা বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে।
"সেহেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে॥ ৭১
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে॥ ৭২
তবে সে সেহেন আসি মিলিব জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করাহ সর্ব্বথা॥ ৭৩
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাঞি॥ ৭৪
কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরীতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥" ৭৫
বল্লভ-মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সর্ব্ব কার্য্য॥ ৭৬
সিদ্ধি কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।
"সফল হইল কার্য্য কর শুভ-ক্ষণে॥" ৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৫। "বিপ্র"-স্থলে "বাপ" এবং "তাহা করাহ বলিল"-স্থলে "তুমি করহ কহিলুঁ"-পাঠান্তর আছে।

৬৭। "তাহানে"-স্থলে "তাহারে" এবং "বসাইলেন আসনে"-স্থলে "তারে বসাইল আদরে"-পাঠান্তর আছে।

৬৮। সু-লগন—শুভলগ্ন। শুভ সময় দেখিয়া কন্যাবিবাহের আয়োজন। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে—"অবিলম্বে কর বিচারিবার নাহি ক্ষণ"-পাঠান্তর আছে। ক্ষণ—সময়।

৭১। "বল্লভাচার্য্য"-স্থলে "বল্লভ-ভট্ট" এবং "বল্লভ মিশ্র" পাঠান্তর আছে।

৭৩। "আসি"-স্থলে "মোরে" এবং "করাহ"-স্থলে "করহ" পাঠান্তর আছে।

৭৫। পঞ্চ হরীতকী দিয়া—পাঁচটি হরীতকী দিয়াই আমি আমার কন্যাকে পাত্রস্থ করিব, অলঙ্কারাদি বা তৈজস-পত্রাদি দেওয়ার সামর্থ্য আমার নাই। কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে এখনও দরিদ্র পিতা এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। এই আজ্ঞা সবে ইত্যাদি—আমার এই কথা শচীদেবীকে জানাইয়া তাঁহার সম্মতি মাগিয়া (ভিক্ষা করিয়া) আনিবে। কিন্তু ইহা হইতেছে বল্লভাচার্যের দৈন্যোক্তি মাত্র। পরবর্তী ৯৩-পয়ার হইতে জানা যায়, তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াই পাত্রস্থ করিয়াছিলেন।

৭৬। "বাক্য"-স্থলে "আজ্ঞা"-পাঠান্তর।

৭৭। সিদ্ধি—কার্য-সিদ্ধি। "সিদ্ধি"-স্থলে "শুভ" এবং "সফল"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর আছে।

আপ্ত লোক শুনি সভে হরষিত হৈলা।
সভেই উদ্‌যোগ আসি করিতে লাগিলা॥ ৭৮
অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভ-দিনে।
নৃত্য গীত নানা বাদ্য বা'য় নটগণে॥ ৭৯
চতুর্দ্দিগে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্রসম বসিলেন দ্বিজমণি॥ ৮০
ঈশ্বরেরে গন্ধ-মাল্য দিয়া শুভক্ষণে॥
অধিবাস করিলেন আপ্ত-বিপ্র গণে॥ ৮১
দিব্য গন্ধ চন্দন তাম্বূল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হর্ষ হৈয়া॥ ৮২
বল্লভ-আচার্য্য আসি যথা-বিধি-রূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥ ৮৩
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান-দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥ ৮৪
নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দ্দিগে 'লেহ দেহ' শুনি কোলাহল॥ ৮৫
কত বা মিলিলা আসি পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ ৮৬
খই, কলা, সিন্দুর, তাম্বূল, তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া॥ ৮৭
দেবগণ দেববধূগণ—নররূপে।
প্রভুর বিবাহে আসি আছেন কৌতুকে॥ ৮৮
বল্লভ-আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষমনে॥ ৮৯
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলী-সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের আলয়ে॥ ৯০
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী-সনে।
আনন্দসাগরে মগ্ন হৈলা সভে মনে॥ ৯১
সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বরিলেন পরম কৌতুকে॥ ৯২
শেষে সর্ব্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ॥ ৯৩
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সভে প্রভুরে পৃথ্বী হইতে॥ ৯৪
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
জোড়-হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥ ৯৫
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা ফেলাফেলী।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে মহাকুতূহলী॥ ৯৬
দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্মসমর্পণে॥ ৯৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৯। "শুভদিনে"-স্থলে "শুভক্ষণে"-পাঠান্তর। বা'য়—বাজায়।

৮০। "চন্দ্র সম বসিলেন"-স্থলে "চন্দ্রপ্রায় বসিয়াছে"-পাঠান্তর। দ্বিজমণি—গৌরচন্দ্র।

৮১। "আপ্ত-বিপ্র"-স্থলে "আগে বিপ্র" এবং "আত্মবর্গ"-পাঠান্তর।

৮৪। "উঠিয়া প্রভু"-স্থলে "চলিলা বিপ্র"-পাঠান্তর।

৯০। "শুভক্ষণে"-স্থলে "শুভলগ্নে"। মিশ্রের—বল্লভ মিশ্রের (বল্লভাচার্যের)। ৭১-পয়ারের পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।

৯২। বরিলেন—বরণ করিলেন। "বরিলেন"-স্থলে "বসাইলা"-পাঠান্তর।

৯৩। "প্রভুর"-স্থলে "পাত্রের"-পাঠান্তর।

৯৪। পৃথ্বী—পৃথিবী। "প্রভুরে পৃথ্বী"-স্থলে "লক্ষ্মী পৃথিবী"-পাঠান্তর আছে।

সর্ব্বদিগে মহা-জয়-জয়-হরি-ধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ, আর নাহি শুনি॥ ৯৮
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম-পাশে॥ ৯৯
প্রথম-বয়স প্রভু জিনিঞা মদন।
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ॥ ১০০
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্রঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে॥ ১০১
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা-দান।
বসিলেন যেহেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥ ১০২
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর-ব্রহ্মার।
জগত জিনিতে শক্তি হইল সভার॥ ১০৩
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিলা কলেবর॥ ১০৪
যথাবিধি-রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥ ১০৫
তবে যত কিছু কুলব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে॥ ১০৬
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর-দিনে।
নিজগৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী-সনে॥ ১০৭
লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন, দেখিতে সকল লোক ধায়॥ ১০৮
গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ॥ ১০৯
সর্ব্ব-লোক দেখি মাত্র 'ধন্য ধন্য' বোলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥ ১১০
"কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥ ১১১
অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে?
"এই হর-গৌরী হেন বুঝি" কেহো বোলে॥ ১১২
কেহো বোলে "ইন্দ্র শচী, রতি বা মদন।"
কোন নারী বোলে "এই লক্ষ্মী নারায়ণ॥" ১১৩
কোন নারীগণ বোলে "যেন সীতা রাম।
দোলায় শোভিয়া আছে অতি অনুপাম॥" ১১৪
এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে।
শুভদৃষ্ট্যে সভে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥ ১১৫
হেনমতে নৃত্যগীত-বাদ্যে-কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥ ১১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৮। আর নাহি শুনি—"মহা জয়-জয়-হরিধ্বনি" ব্যতীত অন্য কিছু শুনা যায় না।

৯৯। রসে—পরমানন্দে।

১০২। ভীষ্মক—রুক্মিণীদেবীর পিতা। ১।৭।৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভীষ্মক বিদ্যমান—** সাক্ষাৎ ভীষ্মক, স্বয়ংভীষ্মক।

১০৩। "জিনিতে"-স্থলে "সৃজিতে"-পাঠান্তর আছে। সৃজিতে—সৃজন করিতে।

১০৬। কুলব্যবহার—কৌলিক রীতি, স্ত্রী-আচারাদি।

১০৭। "আইলা মহাপ্রভু"-স্থলে "চলিলেন প্রভু"-পাঠান্তর আছে।

১০৯। কজ্জলে—কাজলে। নয়নের কাজলই এ-স্থলে অভিপ্রেত।

১১০। ভোলে—ভুলে, ভ্রান্তিতে। নানারকম সংশয়ে। পরবর্তী ১১১-১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য। অথবা, ভোলে—বিস্ময়জনিত বিহ্বলতায়।

১১৫। শুভদৃষ্ট্যে ইত্যাদি—লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং গৌরসুন্দর সকলের প্রতি শুভদৃষ্টি করিলেন।

তবে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥ ১১৭
বিপ্র-আদি যত জাতি নট বাজনিঞা।
সভারে তুষিলেন ধন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া॥ ১১৮
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা।
তাহার সংসারবন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥ ১১৯
প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মী হইলেন বিদ্যমান।
শচীগৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম॥ ১২০
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে॥ ১২১
কখনো পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥ ১২২
কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণেক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥ ১২৩
আই চিন্তে "বুঝিলাঙ কারণ ইহার।
এ-কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥ ১২৪
অতএব জ্যোতি দেখি, পদ্মগন্ধ পাই।
পূর্ব্বপ্রায় দরিদ্রতা-দুঃখ এবে নাঞি॥ ১২৫
এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে॥" ১২৬
এইমত নানা মনকথা আই কহে।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়ে॥ ১২৭
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
কিরূপে করেন কোন্ কালের বিহার॥ ১২৮
ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥ ১২৯
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
'যারে তান কৃপা হয় সে-ই জানে তানে'॥ ১৩০
এইমত গুপ্তভাবে আছে বিপ্ররাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ॥ ১৩১
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি রূপ মনোহর।
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম-লাবণ্য সুন্দর॥ ১৩২
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ান।
অধরে তাম্বূল, দিব্য-বাস-পরিধান॥ ১৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৮। 'যত জাতি'-স্থলে "যত করি"-পাঠান্তর। বাজনিঞা—বাদ্যকর।

১১৯ তাহার সংসার বন্ধ ইত্যাদি—কোনও প্রকারেই তাহার সংসার-বন্ধন হয় না, তাহার সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়।

১২০। "লক্ষ্মী হইলেন বিদ্যমান"-স্থলে "লক্ষ্মীর হইল অবস্থান"-পাঠান্তর আছে। জ্যোতির্ধাম—জ্যোতির্ময় স্থান।

১২১। "জ্যোতি"-স্থলে "রূপ"-পাঠান্তর আছে। লখিতে না পারে—চাহিতে পারেন না। ঘরের ভিতরে এবং বাহিরে শচীমাতা সর্বদা কেবল জ্যোতিই দেখেন। সেই জ্যোতি এমন অদ্ভুত যে, তিনি সেই দিকে চাহিতে পারেন না।

১২৪। কমলার—নারায়ণ-কান্তা লক্ষ্মীদেবীর।

১২৭। ব্যক্ত হইয়াও ইত্যাদি—সর্বত্র অদ্ভুত জ্যোতি এবং দরিদ্রতা-নাশের দ্বারা প্রভুর ভগবত্তার প্রভাব কিছু ব্যক্ত হইলেও, প্রভু তখনও আত্ম-প্রকাশ করেন নাই, প্রভুর স্বরূপের পরিচয় কেহ তখনও পায়েন নাই।

১২৮। "কালের বিহার"-স্থলে "কালে কি প্রকার" এবং "কার্য্য ব্যবহার"-পাঠান্তর আছে।

সর্ব্বদায়ে পরিহাসমূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পঢ়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু চলে ॥ ১৩৪
সর্ব্বনবদ্বীপে ভ্রমে' ত্রিভুবনপতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী ॥ ১৩৫
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥ ১৩৬
সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান্।
যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান ॥ ১৩৭
সকল সংসারিলোক বোলে "ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার, তাহার কোন্ দৈন্য ?" ১৩৮
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন-সমান।
পাষণ্ডিয়ে দেখে যেন যম বিদ্যমান ॥ ১৩৯
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সভে যার যেন মতি ॥ ১৪০
দেখি বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ-বিষাদ হই মনে ভাবে সব ॥ ১৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৪। "সঙ্গে যবে প্রভু"-স্থলে "প্রভু সঙ্গে সঙ্গে"-পাঠান্তর আছে।

১৩৫। করে—হস্তে। পঢ়ুয়াগণের সহিত প্রভু যখন সর্বনবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার হস্তে পুস্তক থাকিত। ভগবৎ-প্রেয়সী দেবী সরস্বতীই যেন পুস্তকের রূপ ধারণ করিয়া প্রভুর হস্তে বিরাজিত থাকিতেন। ইহাদ্বারা প্রভুর সর্বশাস্ত্রজ্ঞত্ব সূচিত হইয়াছে।

১৩৬। ব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা। শাস্ত্রব্যাখ্যা। "ব্যাখ্যান"-স্থলে "আখ্যান"-পাঠান্তর আছে।

১৩৭। এই পয়ারে প্রভুর ব্যাখ্যান-কৃতিত্বের প্রসঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্যাতিশয্যের কথা বলা হইয়াছে। অন্বয়। যার (যে-গঙ্গাদাস পণ্ডিতের) ঠাঞি (নিকটে) প্রভু (যাঁহার ব্যাখ্যা নবদ্বীপের কোনও পণ্ডিতই বুঝিতে পারেন না, সেই প্রভু) বিদ্যার আদান করে (বিদ্যার গ্রহণ—বিদ্যাশিক্ষা-করেন), সবে (কেবল, কেবলমাত্র) এক (একাকী) গঙ্গাদাস (সেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতই) মহাভাগ্যবান্ (জগতের মধ্যে সমস্ত অধ্যাপক অপেক্ষা পরম সৌভাগ্যবান্—গঙ্গাদাসের মত মহাভাগ্যবান্ অধ্যাপক জগতে আর কেহই নাই)। শিষ্যের কীর্তিতেই অধ্যাপকের কীর্তি। যে-প্রভুর ব্যাখ্যা কোনও পণ্ডিতই বুঝিতে পারেন না—সুতরাং যে-প্রভুর ব্যাখ্যান-কৃতিত্বের কীর্তি সর্বাতিশায়িনী, সেই প্রভু হইতেছেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শিষ্য। সেই প্রভুকে শিষ্যরূপে পাওয়ার সৌভাগ্য অন্য কোনও অধ্যাপকেরই হয় নাই—সুতরাং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ন্যায় সৌভাগ্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও অন্য কোনও অধ্যাপকের পক্ষে ঘটে নাই। আদান—গ্রহণ।

১৩৮। "সংসারিলোক"-স্থলে "সংসারী দেখি"-পাঠান্তর। দৈন্য—দরিদ্রতা।

১৩৯-৪০। প্রকৃতি—স্ত্রীলোক। "দেখে সভে"-স্থলে "দেখয়ে যত"-পাঠান্তর। যার যেন মতি—যাঁহার মনের ভাব যে-রকম, তিনি প্রভুকে সে-রকমই দেখেন।

১৪১। হরিষ-বিষাদ—হর্ষ ও দুঃখ। প্রভুর "দিব্য শরীর" এবং "বিদ্যা" দেখিয়া বৈষ্ণবদের হর্ষ (আনন্দ), কিন্তু প্রভুর মধ্যে "কৃষ্ণরস" না দেখিয়া তাঁহাদের দুঃখ। "হই"-স্থলে "দুই"-পাঠান্তর। দুই—হর্ষ ও বিষাদ।

"হেন-দিব্য-শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ॥" ১৪২
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তভু কেহো দেখিতে না পায়॥ ১৪৩
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহো কেহো বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে?" ১৪৪
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্য।
প্রভু বোলে "তোমরা শিখাও মোর ভাগ্য॥" ১৪৫
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবকে চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে॥ ১৪৬
চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঁড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥ ১৪৭
চাটীগ্রামনিবাসীও অনেক তথায়।
পঢ়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়॥ ১৪৮
সভেই জন্মিঞা আছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সভেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায়॥ ১৪৯
অন্যোঽন্যে মিলি সভে পঢ়িয়া শুনিঞা।
করেন গোবিন্দচর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া॥ ১৫০
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥ ১৫১
বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সভে হয়েন মিলন॥ ১৫২
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন্ ভিত॥ ১৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪২ কৃষ্ণরস—কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি-জনিত আনন্দ। কালবশ—কালের বশীভূত, যমের কবলে পতিত। কি করিব বিদ্যায় ইত্যাদি—যখন যম আসিয়া কেশাকর্ষণ করিবেন, তখন বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য যমের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, যমদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র কৃষ্ণভক্তি।

১৪৩। মায়ায়—যোগমায়ার বা লীলাশক্তির প্রভাবে (১।৩।১৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "তভু"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর। তভু—তথাপি।

১৪৪। গোঙাও কাল—সময় অতিবাহিত কর। বিদ্যাভোলে—বিদ্যারসে বিহ্বল হইয়া (ভুলিয়া)।

১৪৫। তোমরা শিখাও ইত্যাদি—তোমরা যে আমাকে এইরূপ শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

১৪৭। বিদ্যারস—বিদ্যাশিক্ষার আনন্দ বা সার; অধ্যয়নের সার্থকতা।

১৪৮। গঙ্গায়—গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপে।

১৪৯। বিরক্ত—সংসার-বিরক্ত, সংসারাসক্তিশূন্য।

১৫০। গোবিন্দ-চর্চ্চা—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অনুশীলন, কৃষ্ণকথার আলাপন। "চর্চ্চা"-স্থলে "গান"-পাঠান্তর আছে। গোবিন্দগান—কৃষ্ণকীর্তন।

১৫১। মুকুন্দ—মুকুন্দ দত্ত। ইঁহার আবির্ভাব চট্টগ্রাম জেলায়। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত।

১৫২। "বিকাল হইলে"-স্থলে "উষঃকাল হৈলে"-পাঠান্তর। অদ্বৈত-সভায়—অদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপের গৃহে।

১৫৩। "জানি"-স্থলে "জানে"-পাঠান্তর। ভিত—দিকে।

কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহো বস্ত্র না সম্বরে ॥ ১৫৪
হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট্‌ মারে।
কেহো গিয়া মুকুন্দের দুই পা'য়ে ধরে ॥ ১৫৫
এইমত উঠয়ে পরমানন্দ-সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ ॥ ১৫৬
প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে ॥ ১৫৭
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বোলে "কিছু নহে", আর লাগে দ্বন্দ্ব ॥ ১৫৮
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি প্রভু-সনে লাগে ॥ ১৫৯
এইমত প্রভু নিজ সেবক চিনিঞা।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সভে যায়েন হারিয়া ॥ ১৬০
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সভে পলায়েন ॥ ১৬১
সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে ॥ ১৬২
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহো শেষে উপহাসে' ॥ ১৬৩
যদি কেহো দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সভে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ডরে ॥ ১৬৪
কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সভে ভাল বাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে ॥ ১৬৫
রাজপথ দিয়া প্রভু আইসে এক-দিন।
পঢ়ুয়ার সঙ্গে মহা-ঔদ্ধত্যের চিন ॥ ১৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৮। ফাঁকি—১।৫।১২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বাখানে—ব্যাখ্যা করেন, ফাঁকির তাৎপর্য প্রকাশ করেন। দ্বন্দ্ব—কলহ, প্রেম-কোন্দল।

১৫৯। পক্ষ-প্রতিপক্ষ—১।৭।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬০। "চিনিঞা"-স্থলে "জিনিঞা"-পাঠান্তর। জিনিয়া—পরাজিত করিয়া।

১৬১। মিথ্যাবাক্যব্যয়-ভয়ে—কৃষ্ণকথাব্যতীত অন্য সমস্ত কথাই মিথ্যা—মানব-জীবনের পক্ষে অসার্থক, বরং বহির্মুখতা-সম্পাদক ও বহির্মুখতা-বর্ধক। এতাদৃশ কথাবার্তায় যে-সময় ব্যয় করা হয়, তাহাও বৃথাই ব্যয়িত হয়। ভক্তগণ এজন্য কৃষ্ণ-কথাব্যতীত অন্য কথায় বাক্য ও সময় ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রভু যে-ফাঁকি জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কোনও কথাই নাই; সুতরাং সেই ফাঁকির উত্তর দেওয়ায় যে-সময় ব্যয় হয়, তাহাও অসার্থক।' এজন্য প্রভুর ফাঁকি শুনিলেই ভক্তগণ ভয়ে—মিথ্যাবাক্যব্যয়ের ভয়ে—পলায়ন করেন।

১৬২। বাসে—ভালবাসে, অথবা বাসনা (ইচ্ছা) করেন।

১৬৩। প্রবোধিতে—ফাঁকির উত্তরে লোকগণ যাহা বলেন, তদ্দ্বারা প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে। শেষে উপহাসে—শেষকালে প্রভু তাঁহাদিগকে উপহাস করেন।

১৬৬। অন্বয়—একদিন প্রভু পঢ়ুয়াদের সঙ্গে রাজপথ দিয়া আসিতেছেন এবং "মহা-ঔদ্ধত্যের চিন" প্রকাশ করিতেছেন। মহা-ঔদ্ধত্যের চিন—অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের চিহ্ন। পঢ়ুয়াদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে প্রভু কথায় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে-সকল ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে বুঝা যাইত তিনি অত্যন্ত ঔদ্ধত্য (প্রগল্‌ভতা) প্রকাশ করিতেছিলেন।

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কথোদূরে ॥ ১৬৭
দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে।
"এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে ?" ১৬৮
গোবিন্দ বোলেন "আমি না জানি পণ্ডিত !
আর কোনো কার্য্যে বা চলিলা কোনভিত ॥"১৬৯
প্রভু বোলে "জানিলাঙ যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না জুয়ায় ॥ ১৭০
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজী বৃত্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র ॥ ১৭১
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা' দেখি করে পলায়ন ॥" ১৭২
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে ॥ ১৭৩
প্রভু বোলে "আরে বেটা! কথোদিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক ॥" ১৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৭। আড়ে—আড়ালে ; প্রভু তাঁহাকে দেখিতে না পায়েন, এমন স্থানে।

১৬৮। গোবিন্দ—প্রভুর সঙ্গী কোনও পড়ুয়ার নাম।

১৭০। বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা ইত্যাদি—আমাকে কৃষ্ণবহির্মুখ মনে করিয়া এবং কৃষ্ণবহির্মুখ লোকের সহিত সম্ভাষা (কথাবার্তা বলা) সঙ্গত নহে বলিয়াই মুকুন্দ আমাকে দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। পরবর্তী দুই পয়ারে প্রভু মুকুন্দের পলায়নের কারণ বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

১৭২। "নাহি"-স্থলে "নহে"-পাঠান্তর।

মঙ্গলময় ভগবানের প্রত্যেক লীলাতেই জীবের প্রতি মঙ্গলময়ী শিক্ষা বিরাজিত। প্রভুর ঔদ্ধত্যময়ী লীলাতেও তাদৃশী শিক্ষা রহিয়াছে। ঔদ্ধত্যময়ী লীলাতে প্রভু দেখাইলেন—উদ্ধত লোককে কেহ প্রীতি করে না, তাহাকে দেখিলেই লোক অন্যত্র পলায়ন করে। ঔদ্ধত্য যে সঙ্গত নহে, এ-স্থলে প্রভু তাহাই দেখাইলেন। বিদ্যোন্মত্ততা, ফাঁকি-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি লীলায় প্রভু জানাইলেন—কৃষ্ণপ্রসঙ্গহীন ব্যবহারিক বিদ্যানুশীলনে, লোকের মনুষ্যজন্ম বাস্তব সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, যমদণ্ড হইতেও অব্যাহতি লাভ করা যায় না। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে এতাদৃশ ব্যবহারিক-বিদ্যোন্মত্ত লোকের সংস্রব সর্বতোভাবে বর্জনীয়। যাঁহারা ভজনের উপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-সঙ্গে গোবিন্দ-চর্চাই তাঁহাদের কর্তব্য।

১৭৩-১৭৪। সন্তোষে পাড়েন গালি ইত্যাদি—মুকুন্দের ভক্তজনোচিত আচরণে প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এই সন্তুষ্টিবশতঃই প্রভু মুকুন্দকে গালি দিতে, তিরস্কার করিতে, লাগিলেন। প্রভুর গালির বাহিরের রূপটিই তিরস্কারের রূপ, ভিতরে কিন্তু মুকুন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতি। চিনির পুতুলের আকারটি সাপের মত হইলেও চিনির মিষ্টত্ব যেমন তাহা হইতে অন্তর্হিত হয় না, তদ্রূপ। প্রভুর এই প্রীতিময় তিরস্কারের বিবরণ পরবর্তী ১৭৪-৭৮ পয়ারসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যপদেশে—উপলক্ষ্যে, ছলে। গালির ছলে। প্রকাশ করেন আপনারে—নিজের তত্ত্ব বা নিজের ভবিষ্যকর্ম ব্যক্ত করিয়াছেন। এড়াইবে—ছাড়িয়া যাইতে, বা অব্যাহতি পাইতে, পারিবে। পাক—পাক-চক্র, কৌশল।

হাসি বোলে প্রভু "আগে পঢ়োঁ কথোদিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন ॥ ১৭৫
এমত বৈষ্ণব মুঞি হইব সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার ছুয়ারে ॥ ১৭৬
শুন ভাইসব। এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ববিলক্ষণ ॥ ১৭৭
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায় ॥" ১৭৮
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজশিষ্যবর্গের সহিতে ॥ ১৭৯
এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥ ১৮০
হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে ॥ ১৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৫। পঢ়োঁ—পড়া-শুনা (অধ্যয়ন) করিব। কথোদিন—কয়েক দিন, কিছুকাল। তবে—তাহার পরে। চিন—চিহ্ন, লক্ষণ। তবে সে দেখিবে ইত্যাদি—এখন আমার মধ্যে "মহা-ঔদ্ধত্যের চিন" দেখিতেছ (১।৭।১৬৬ পয়ার), পরে আমার মধ্যে বৈষ্ণবের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। এই পয়ারে প্রভু ভঙ্গীতে তাঁহার ভবিষ্য আচরণের কথা বলিয়াছেন।

১৭৬। অজ—ব্রহ্মা। ভব—মহাদেব। এ-স্থলে প্রভু তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন—তিনি হইতেছেন ব্রহ্মা-শিবাদির বন্দ্য স্বয়ংভগবান্।

১৭৭। ভাইসব—প্রভু তাঁহার সঙ্গের পঢ়ুয়াদের "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। প্রভুর শিষ্যবর্গের প্রতি তাঁহার যে কত প্রীতিময় অন্তরঙ্গ ভাব ছিল, ইহাতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। সর্ব্ববিলক্ষণ—সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ (১।২।৬-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধা হইতেছেন পূর্ণতম (অখণ্ড) প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারিণী। তাঁহার সহিত একই বিগ্রহে মিলিত বলিয়া গৌরসুন্দরও শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেমভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া ভক্তভাবময় হইয়াছেন। তাঁহার এই ভক্তভাব হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত এবং তাঁহার এই ভক্তভাব শ্রীরাধার ভক্তভাব হইতে অভিন্ন। শ্রীরাধার—সুতরাং গৌরসুন্দরেরও—এই ভক্তভাবের মতন ভক্তভাব অন্য কাহারও মধ্যেই নাই; ইহা হইতেছে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময়, "সর্ব্ববিলক্ষণ"। এ-স্থলে "বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ববিলক্ষণ"-বাক্যে প্রভু জানাইলেন—তিনি তাঁহার "সর্ব্ববিলক্ষণ" ভক্তভাব (শ্রীরাধার ভক্তভাব, বা শ্রীরাধার ভাব) প্রকটিত করিবেন। এ-স্থলে প্রভু তাঁহার ভবিষ্য আচরণের কথার সঙ্গে স্বীয় স্বরূপতত্ত্বও ভঙ্গীতে প্রকাশ করিলেন।

১৭৮। "আমারে"-স্থলে "মোহরে"-পাঠান্তর। মোহরে—আমাকে।

১৮১। সকল নদীয়া—নদীয়া (নবদ্বীপ)-বাসী লোকগণ। ধন-পুত্র-রসে—ধন (বিষয়-সম্পত্তি)-ভোগের এবং পুত্রাদির সঙ্গের ব্যবহারিক আনন্দে। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮৭ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে তৎকালীন জনসাধারণের ভগবদ্‌বহির্মুখতার কথা বলা হইয়াছে।

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বোলে "সব পেট পুষিবার আশ ॥" ১৮২

কেহো বোলে "জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন্ ব্যভার ॥" ১৮৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৩। জ্ঞান-যোগ—জ্ঞান ও যোগ; অথবা জ্ঞানযোগ, জ্ঞানমার্গের সাধন। জ্ঞান—জ্ঞানমার্গের সাধন। ইহা দুই রকমের—বেদবিহিত জ্ঞানমার্গের সাধন এবং বেদবহির্ভূত জ্ঞানমার্গের সাধন। যাঁহারা বেদবিহিত নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশরূপ সাযুজ্যমুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের সাধনকে বলা হয় বেদবিহিত জ্ঞানমার্গের সাধন। আর যাঁহারা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকল্পিত নির্বিশেষ-ব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব-প্রাপ্তি কামনা করেন, তাঁহাদের সাধন হইতেছে বেদবহির্ভূত জ্ঞানমার্গের সাধন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—জীব ও ব্রহ্মে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই, ব্রহ্মই মায়ার কবলে পতিত হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন এবং মায়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলে জীব ব্রহ্মই (তাঁহার কল্পিত নির্বিশেষ ব্রহ্মই) হইয়া যায়। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিও শ্রুতিবিরুদ্ধ। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ পাদে দেখাইয়াছেন—মুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এ-সমস্ত কারণে শঙ্করানুগত জ্ঞানমার্গ হইতেছে বেদবহির্ভূত। যোগ—যোগমার্গ। ইহাও দুই রকমের—বেদানুগত এবং বেদবহির্ভূত। বেদানুগত যোগমার্গের লক্ষ্য হইতেছে বেদকথিত জীবান্তর্যামী পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন; ইহাও বেদকথিত সাযুজ্য-মুক্তির অনুরূপ। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে কয়েক রকমের যোগমার্গকে বেদবহির্ভূত বলিয়াছেন; এ-সমস্ত হইতেছে বেদবহির্ভূত যোগমার্গ। যেমন, নিরীশ্বর-সাংখ্যযোগ এবং পতঞ্জলি-কথিত যোগ। ২।২।১—২।২।১০ ব্রহ্মসূত্র এবং ২।১।৩ ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যাদির ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে জীব (জীবাত্মা) হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তি (গীতা॥ ৭।৫) এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বিবক্ষায় জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সনাতন অংশ (গীতা॥ ১৫।৭) শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য হইতেছে কেবল শক্তিমানেরই আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা এবং অংশেরও স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য হইতেছে কেবল অংশেরই আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা। জীব যখন স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও অংশ, তখন জীবেরও স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য হইবে কেবলমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবা। জীব ও পরব্রহ্মের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ থাকিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, জীবের সহিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধটি হইতেছে প্রীতির সম্বন্ধ এবং এজন্য সেই শ্রুতি প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, তাহাই সেই শ্রুতি বলিয়াছেন (পূর্ববর্তী ১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সেই স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা প্রাপ্তির জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে তাদৃশী সেবার—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার—বাসনা, যাহার নাম প্রেম বা প্রেমভক্তি। কেন না, সেবার বা

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রীতিবিধানের বাসনা না থাকিলে বাস্তবিক সেবা হয় না। প্রীতিবিধানের বাসনাশূন্যা সেবা হয় যান্ত্রিকী সেবার তুল্য। যন্ত্রও যন্ত্রচালকের অভীষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেয়; তাহাতে যন্ত্রচালকও প্রীতি অনুভব করেন; কিন্তু তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য যন্ত্রের কোনও ইচ্ছা থাকে না; তাহাই যদি থাকিত, তাহা হইলে, অবস্থাবিশেষে যন্ত্র যন্ত্র-চালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষ্পেষিত করিত না। এইরূপে দেখা গেল—জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে—কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য বাসনা বা প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ চৈ. চ. ১।৪।১৪১॥" এই প্রেমই হইতেছে কৃষ্ণবিষয়া ভক্তি—শুদ্ধাভক্তিমার্গের বা রাগানুগামার্গের ভজনে যাহা পাওয়া যায়। এই শুদ্ধাভক্তির সাধনে শ্রুতিবিহিত জ্ঞান-যোগ-মার্গেরও কোনওরূপ সংস্রব থাকিতে পারে না; কেন না, তত্তৎমার্গের লক্ষ্য হইতেছে মোক্ষ। কিন্তু মোক্ষ হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বিরোধী (১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আলোচ্য-পয়ারোক্ত জ্ঞান-যোগও হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবালাভের বিরোধী।

জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার ইত্যাদি—জ্ঞান ও যোগমার্গ সম্বন্ধে বিচার পরিত্যাগ করিয়া কীর্তনে উদ্ধতের ন্যায় নৃত্য, ইহা কিরকম ব্যভার (ব্যবহার, আচরণ)? এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কোনও কোনও লোক জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে-জ্ঞান-যোগকে সঙ্গত মনে করিতেন, তাহা বেদবিহিত জ্ঞান-যোগ নহে। কেন না, বেদবিহিত জ্ঞান-যোগ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সাহচর্য্য ব্যতীত অভীষ্ট মুক্তি দিতে পারে না। "ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান॥ চৈ. চ. ২।২২।১৪॥" গীতার ৭।১৪-১৬ শ্লোকের তাৎপর্যও তাহাই। নামসঙ্কীর্তন হইতেছে ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (চৈ. চ.॥ ৩।৪।৬৬)। সুতরাং যাঁহারা বেদবিহিত জ্ঞান-যোগমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা সঙ্কীর্তনের নিন্দা করিতে পারেন না। এই পয়ারে কথিত লোকগণ বেদবহির্ভূত জ্ঞান-যোগমার্গেরই পক্ষপাতী।

এ-স্থলে অভিপ্রেত বেদবিরুদ্ধ জ্ঞান এবং যোগ কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

পূর্বকথিত শ্রীপাদ শঙ্করের "জ্ঞান" এবং নিরীশ্বর সাংখ্যের ও পতঞ্জলির "যোগ" এ-স্থলে অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেন না, এতাদৃশ জ্ঞান এবং যোগ যে তখন এতদঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ছিল, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তি হইতে তাহা জানা যায় না। তন্ত্রমতই যে তখন বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহাই জানা যায়। পরবর্তী আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

তন্ত্র দুই রকমের—বেদানুগত তন্ত্র এবং বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র। তাহাদের কয়েকটি লক্ষণ এ-স্থলে কথিত হইতেছে।

বেদানুগত তন্ত্র। বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রমতে, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম এবং জগতের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং মুখ্য উপাদান-কারণ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই জীবের অনাদি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; এজন্যই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সমস্ত বেদের বেদ্য। একথা অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গিয়াছেন। ॥ বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥ গী ॥ ১৫।১৫ ॥” এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, মায়াস্পর্শহীন। তিনি আনাদিকাল হইতে যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদিরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারাও সচ্চিদানন্দ এবং মায়া-স্পর্শহীন। শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ-ব্রহ্মও তাঁহারই এক রূপ। তিনি এবং তাঁহার রাম-নৃসিংহাদিস্বরূপ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহেই তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, মায়িক বা পঞ্চভূতাত্মক-রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন না। তাঁহাদের পরিকরগণও মায়াস্পর্শহীন ; ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ-কালে তাঁহারাও পঞ্চভূতাত্মক মায়িক দেহ গ্রহণ করেন না। জীব (বা জীবাত্মা) হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্‌রূপা শক্তি (জীবশক্তি। গী। ৭।৫) এবং শক্তিরূপ সনাতন অংশ (গী।১৫।৭)। জীব হইতেছে স্বরূপে অণু-পরিমিত, মুক্ত-অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে (ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ পাদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জীবের উপাস্য এবং জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক—সেব্য-সেবক-ভাব। ভক্তিযোগেই তাঁহার উপাসনা। “ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি”-ইত্যাদি মাঠর-শ্রুতিবাক্য স্মর্তব্য। এই ভক্তি হইতেছে সাধনলভ্যা ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি।

যে-সমস্ত তন্ত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত বেদমত অনুসৃত হয় এবং তদনুরূপ উপদেশাদি থাকে, সে-সমস্ত তন্ত্র হইতেছে বেদানুগত তন্ত্র।

বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধতন্ত্র

শৈবতন্ত্র। এক রকম তন্ত্র আছে, যাহাতে শিবকেই পরব্রহ্ম এবং জগৎ-কারণ বলা হয়। এই তন্ত্রমতে শিব হইতেছেন স্বরূপতঃ নিরাকার নির্বিশেষ ; কিন্তু উপাস্যরূপে তিনি সাকার এবং সবিশেষ, পঞ্চভূতাত্মক। এই মতে, শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে এই শিবই লীলা করেন। এই মতে জীবও স্বরূপতঃ শিবই। সাধক জীবের লক্ষ্য হইতেছে শিবত্ব-প্রাপ্তি। এই মতে পশু-শব্দে জীবকেও বুঝায় বলিয়া এই শিবকে পশুপতিও বলা হয়। ব্যাসদেব “পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥”-এই ২।২।৩৭-ব্রহ্মসূত্রে বেদের সহিত এই মতের অসামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছেন এবং ভাষ্যে শ্রীপাদ-শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণ এই মতের বেদবিরুদ্ধতার কথা বলিয়াছেন। বৈদিক শাস্ত্রে যে শিবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি পরব্রহ্মও নহেন, জগৎকর্তাও নহেন। পরব্রহ্ম মূল নারায়ণ হইতেই তাঁহার উদ্ভব এবং তিনি ভক্ত ভাবাপন্ন। (মশ্রী॥ ১৫।৮খ অনুচ্ছেদে, “পাশুপত বা শৈবদর্শন” প্রসঙ্গে শ্রুতি-স্মৃতিপ্রমাণাদি দ্রষ্টব্য)। এই মতের উপাসকদিগকে শৈবযোগী বলা হয় এবং তাঁহাদের উপাসনাকে “যোগ” বা যোগমার্গ বলা হয়। এই “যোগ” হইতেছে বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র-সম্মত “যোগ”। জীবদেহস্থিত ষট্‌চক্রের সহায়তাতে ইঁহাদের সাধন। বেদানুগত সাধকদিগের ষট্‌চক্রের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। “যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥ ৩।৪।৪১২ ॥” এই পয়ারে শ্রীলবৃন্দাবনদাস এই শ্রেণীর তান্ত্রিক-যোগীদের প্রতি তৎকালীন জনসাধারণের অনুরক্তির কথাই বলিয়াছেন।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শাক্ততন্ত্র। আর এক রকমের তন্ত্র আছে, যাহাতে শিব-শক্তিকেই জগৎকারণ এবং পরব্রহ্ম বলা হয়। এই শিব-শক্তি কিন্তু বেদ-কথিত শিবের শক্তি দুর্গা নহেন। বৈদিকী দেবতা দুর্গা হইতেছেন শ্রীরাধার অংশ এবং ভক্তভাবাপন্না (মন্ত্রী। পূর্বোল্লিখিত অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। এই শিবশক্তির উপাসকদিগকে শাক্ত বলা হয়। এই শিবশক্তিও স্বরূপতঃ নিরাকার নির্বিশেষ। কিন্তু উপাস্যরূপে তিনি সাকার, সবিশেষ, পঞ্চভূতাত্মকবিগ্রহা। এই মতে এই শিব-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে লীলা করিয়া থাকেন। (তন্ত্রমতে এই শ্রীকৃষ্ণাদিও পঞ্চভূতাত্মক। "পঞ্চ-ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ি কান্দে")। জীব হইতে তাঁহার কোনও ভেদ নাই। এজন্য এই তান্ত্রিক শাক্তগণ জীবমাত্রকেই ভগবান্ বলিয়া মনে করেন। এই ভগবান্ অবশ্য তান্ত্রিক ভগবান্, বৈদিক ভগবান্ নহেন। বৈদিক শাস্ত্রানুসারে, জীবের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা এবং রুদ্রকেও যদি নারায়ণের সমান মনে করা হয়, তাহা হইলে অপরাধ এবং পাষণ্ডিত্ব জন্মে। "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যতে স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ পদ্মপুরাণ॥" এই তান্ত্রিক শাক্তগণও দেহস্থিত ষট্‌চক্রের সহায়তায় সাধন করেন এবং জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তিকেই "ভক্তি" মনে করেন। ইহাও বেদবিরুদ্ধ। বৈদিকশাস্ত্রকথিত শিবের এবং শিব-শক্তির এবং বেদবহির্ভূত তন্ত্রশাস্ত্র-কথিত শিবের এবং শিবশক্তির, গুণমহিমাদিরূপ লক্ষণও একরূপ নহে। বৈদিকী শিব-শক্তির রূপের সহিতও তান্ত্রিকী শিব-শক্তির রূপের পার্থক্য বিদ্যমান।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২।১৯ অধ্যায়ে যে-বামাচারী সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন, তিনি, এবং ৩।২।২৬১-৬৯ পয়ার-সমূহে যে-শাক্ত-সন্ন্যাসীর কথা এবং ৩।২।২৬৫ পয়ারে অন্যান্য স্থানে যে-সকল শাক্তের অবস্থিতির কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন মদ্যপ শাক্ত-তন্ত্রানুগামী। বৃন্দাবনদাস একাধিক স্থলে তৎকালীন জনগণকর্তৃক বাশুলীর পূজার কথাও বলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান-ধৃত তন্ত্রসারের উক্তি অনুসারে (মহাবিদ্যা-প্রসঙ্গে) বাশুলী (বা বাসলীও) হইতেছেন এক তান্ত্রিকী দেবতা। পরবর্তী ১।১১।১০-১৬ পয়ারে যে-সকল বৈষ্ণবনিন্দকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও বেদবিরুদ্ধতন্ত্রমতানুরাগী ছিলেন (১।১১।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির কীর্তন করেন না; তাঁহারা বরং এইরূপ কীর্তনের বিরোধী। কেননা, যিনি পরতত্ত্ব, পরম-কারণ, তিনিই উপাস্য, তাঁহার নাম-গুণাদিই কীর্তনীয়। বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বীদের মতে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম নহেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদির কীর্তন তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। এজন্য তাঁহারা কৃষ্ণকীর্তনকারীদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন। এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ বাস্তবিক কীর্তনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ। এজন্য কীর্তনকারী ভক্তগণ তাঁহাদের আচরণে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। ইঁহারা কীর্তনকারীদের ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলার যুক্তিও করিতেন (১।১১।১৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)। অধুনা অবশ্য কোনও কোনও তান্ত্রিক কৃষ্ণকীর্তনাদির অনুমোদন করেন; কিন্তু এ-স্থলে উদ্দেশ্য অন্যরূপ।

যাহা হউক, যে-কারণে তান্ত্রিক শৈবমত বেদবিরুদ্ধ, সেই কারণেই তান্ত্রিক শাক্তমতও

কেহো বোলে "কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলুঁ পথ ॥ ১৮৪
শ্রীবাসপণ্ডিত-চারি-ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই! ভোজন করিয়া ॥ ১৮৫
ধীরেধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে কাঁদিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ॥" ১৮৬
এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণব—করেন সংকথন ॥ ১৮৭
শুনিঞা বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়।
'কৃষ্ণ' বলি সভেই কাঁদেন উর্দ্ধ-রা'য় ॥ ১৮৮
"কতদিনে এ-সব দুঃখের হব নাশ।
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র! করহ প্রকাশ ॥" ১৮৯
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে ॥ ১৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বেদবিরুদ্ধ। "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রের পরবর্তী কয়েকটি সূত্রের ভাষ্যকারগণ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "জ্ঞান" হইতেছে "জীব-ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান বা অভেদ-জ্ঞান।" পরতত্ত্বের স্বরূপসম্বন্ধে এবং জীবের স্বরূপসম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের মতের সহিত তান্ত্রিক শাক্তদের মতের ঐক্য আছে বলিয়া তান্ত্রিক শাক্তগণ মনে করেন, শঙ্করের মত তাঁহাদের অনুকূল এবং শঙ্করের ন্যায় তাঁহারাও তাঁহাদের সাধন-পন্থাকে "জ্ঞান" বা "জ্ঞানমার্গ" বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক শঙ্করের কল্পিত ব্রহ্ম এবং সাধন এবং শাক্তদের কল্পিত ব্রহ্ম এবং সাধন একরূপ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর বরং এই তন্ত্রমতের বেদবিরুদ্ধতার কথাই জানাইয়া গিয়াছেন। আলোচ্য পয়ারের "জ্ঞান" হইতেছে এই বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতেরই "জ্ঞান"। এই প্রসঙ্গে ১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যায় আলোচিত "ধর্ম" ও "অধর্ম" দ্রষ্টব্য।

১৮৪। "কত বা পড়িলুঁ"-স্থলে "কতরূপ পড়িল"-পাঠান্তর আছে। পড়িলুঁ—পড়িলাম, পাঠ করিলাম। কতরূপ পড়িল—কতভাবে পড়িলাম, অর্থাৎ অনেকবার পড়িয়াছি। ভাগবত—শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ। নাচিব কাঁদিব ইত্যাদি—কীর্তনে নৃত্য ও ক্রন্দন করা যে কোন সাধনের একটি পন্থা, তাহা ভাগবতে দেখি নাই। বস্তুতঃ কীর্তনই হইতেছে ভজনের অঙ্গ। কীর্তনের ফলে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে নৃত্য ও ক্রন্দনাদির প্রকাশ পায়। "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা"-ইত্যাদি ভা. ১১।২।৪০-শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহুস্থলে কৃষ্ণকীর্তনের উপদেশ বিদ্যমান।

১৮৫। শ্রীবাস পণ্ডিত-চারিভাই—শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চারি সহোদর ছিলেন—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি এবং শ্রীনিধি। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিতেন।

১৮৬। "কাঁদিলে"-স্থলে "গাইলে"-পাঠান্তর। ডাক ছাড়িলে—উচ্চস্বরে কীর্তন করিলে। কি হয়ে—কি লাভ? অথবা কি পুণ্য হয়?

১৮৭। সংকথন—নানারূপ উপহাসাত্মক বাক্য।

১৮৮। উর্দ্ধ-রায়—উচ্চস্বরে। "উর্দ্ধ-রায়"-স্থলে "উভরায়" এবং "উচ্চ রায়" পাঠান্তর আছে। অর্থ একই—উচ্চস্বরে।

শুনিঞা অদ্বৈত হয় ক্রোধ-অবতার।
"সংহারিমু সব" বলি করয়ে হুঙ্কার ॥ ১৯১
"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর ॥ ১৯২
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ১৯৩
আর দিনকথো গিয়া থাক ভাই-সব।
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ-অনুভব ॥" ১৯৪
অদ্বৈত-বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সভে করেন কীর্ত্তন ॥ ১৯৫
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল।
অদ্বৈত-সহিতে সভে হইলা বিহ্বল ॥ ১৯৬
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এইমত পুলকিত নবদ্বীপ-পুর ॥ ১৯৭
অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাঢ়ায় ॥ ১৯৮
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর-পুরী।
আইলেন অতি-অলক্ষিত-বেশ ধরি ॥ ১৯৯
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি-দয়াময় ॥ ২০০
তান বেশে তানে কেহো চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ ২০১
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হৈয়া ॥ ২০২
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়।
পুনঃপুন অদ্বৈত তাহান পানে চায় ॥ ২০৩
অদ্বৈত বোলেন "বাপ! তুমি কোন্ জন?
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি, হেন লয় মন ॥" ২০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯১। "ক্রোধ-অবতার"-স্থলে "রুদ্র-অবতার"-পাঠান্তর।

১৯২-১৯৪। ১।২।৮৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৫। "বাক্য শুনি"-স্থলে "বাক্যে সব"-পাঠান্তর।

১৯৯। শ্রীঈশ্বরপুরী—ইনি হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। গুরুকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর। অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি—যে-বেশে (পোষাকে) তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষিত হয় না; তিনি ভক্ত, না কি অন্য কোনওরূপ সাধক, তাহা বুঝা যায় না যে-বেশে, তাহাই অলক্ষিত বেশ। তাৎপর্য এই যে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আত্মগোপন করিয়াই নবদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃই ভক্তগণ আত্মগোপন-তৎপর হইয়া থাকেন। "বেশ ধরি"-স্থলে "বেশধারী"-পাঠান্তর আছে।

২০১। তান—তাঁহার, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর। তানে—তাঁহাকে। দৈবে—আচম্বিতে। অদ্বৈত-মন্দিরে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপস্থ গৃহে।

২০৩। বৈষ্ণবেতে না লুকায়—বৈষ্ণবের (ভক্তের) নিকটে লুকায়িত (গোপন) থাকে না। পানে—দিকে। "পানে"-স্থলে "ভিতে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই।

২০৪। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী—বিষ্ণুভক্ত (শ্রীকৃষ্ণোপাসক) সন্ন্যাসী। "এখানে 'বৈষ্ণব সন্ন্যাসী' বলিতে কেহ যেন আজকালের 'ভেকধারী বাবাজী' মনে না করেন। ***। সে-সময়ে এরূপ ভেকাশ্রয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। আধুনিক ভেকধারী বাবাজী এবং এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সমশ্রেণীর নহেন, ইহা সুনিশ্চিত। অ. প্র.।"

বোলেন ঈশ্বর-পুরী "আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ॥" ২০৫
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি-প্রেমের সহিত॥ ২০৬
যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বর-পুরী ঢলি পৃথিবীতে॥ ২০৭
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাঁহান।
পুনঃপুন বাঢ়ে প্রেম-ধারার পয়ান॥ ২০৮
আথেব্যথে অদ্বৈত তুলিলা নিজ কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥ ২০৯
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃপুন বাঢ়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পঢ়ে। ২১০
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সভার॥ ২১১
পাছে সভে চিনিলেন শ্রীঈশ্বর-পুরী।
প্রেম দেখি সভেই স্মরেন 'হরিহরি'॥ ২১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৫। **ক্ষুদ্রাধম**—অতি হীন অধম জীব। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ পুরীগোস্বামী এ-কথা বলিয়াছেন। ভক্তের স্বভাবই এই যে—"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে॥ চৈ. চ.॥ ২।২৩।১৪॥" এই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয় লিখিয়াছেন—"এই স্থানে 'ক্ষুদ্রাধমের' পরিবর্তে কেহ কেহ 'শূদ্রাধম' পাঠ কল্পনা করিয়া কহেন যে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী জাতিতে 'শূদ্র' ছিলেন। তাঁহাদিগের কথা যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক, তাহা মৎপ্রণীত 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।" শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার পুরী-উপাধি হইতেই তাহা জানা যায়। শূদ্রের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ শাস্ত্রে বিহিত কিনা, তাহাও এ-প্রসঙ্গে বিবেচ্য। ১।১২।১০০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০৬। **বুঝিয়া মুকুন্দ** ইত্যাদি। পুরীগোস্বামীর মধ্যে ভক্তি হইতে উত্থিত বৈষ্ণব তেজঃ দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনি বৈষ্ণব। আবার, বৈষ্ণব-সুলভ দৈন্য দেখিয়া মুকুন্দ দত্তও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনি ভক্ত বৈষ্ণব। ইহা বুঝিয়া, পুরীগোস্বামীর লুক্কায়িত ভক্তভাবকে উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্যই, অথবা পুরীগোস্বামীর প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যেই, মুকুন্দ অত্যন্ত প্রেমাবেশের সহিত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একটি গান গাহিতে লাগিলেন।

২০৭। মুকুন্দের মুখে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গানটি শ্রবণমাত্রেই পুরীগোস্বামী প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তিনি যাহা গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

২০৮। "তাহান"-স্থলে "তাঁহার" এবং "প্রেমধারার পয়ান"-স্থলে "শ্রাবণ-ধারার" এবং "বহে অশ্রুধার"-পাঠান্তর আছে।

২০৯। **আথেব্যথে**—তাড়াতাড়ি। "তুলিলা নিজ"-স্থলে "তুলিয়া নিল" এবং "করিয়া নিল"-পাঠান্তর আছে।

২১২। "চিনিলেন"-স্থলে "জানিলেন"-পাঠান্তর আছে। তিনি যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, ভক্তগণ পরে তাহা জানিতে পারিলেন। গিরি, পুরী, বন, ভারতী প্রভৃতি হইতেছে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের উপাধি। শঙ্কর-সম্প্রদায় ভক্তিবিরোধী। অথচ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অদ্ভুত প্রেমবিকারের কথা ২০৭-১১ পয়ারে বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন অতি উচ্চ অধিকারী বৈষ্ণব ভক্ত। ইহাতে মনে হয়—তিনি পূর্বে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে সেই সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকারপূর্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের পুরী-উপাধি হইতেও মনে হয়, তিনিও পূর্বে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে সেই সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা শঙ্কর-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও সেই সম্প্রদায়-প্রদত্ত নাম এবং পোষাকও তাঁহাদের রহিয়া গিয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি ছিলেন শ্রীপাদ মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইহা ঠিক কথা নহে; কেন না, উল্লিখিত পুরীগোস্বামীদের মধ্যে মাধ্বসম্প্রদায়ের কোনও লক্ষণই ছিল না। একথা বলার হেতু এই। প্রথমতঃ, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রাদি ছিলেন পুরী-উপাধিধারী। পুরী, গিরি, ভারতী প্রভৃতি হইতেছে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের উপাধি। মাধ্বসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীদের মধ্যে পুরী-প্রভৃতি উপাধি নাই; তাঁহাদের সকলেরই উপাধি তীর্থ। অন্য উপাধিধারী কোনও সন্ন্যাসী মাধ্বসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলে মাধ্বসম্প্রদায়ী আচার্যগণ তাঁহার পূর্ব উপাধি ছাড়াইয়া তাঁহাকেও তীর্থ-উপাধিই দিয়া থাকেন। সুতরাং পুরী-উপাধিধারী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রাদি কখনও মাধ্বসম্প্রদায়ী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের মতে বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণই হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ও পরব্রহ্মত্ব স্বীকার করিতেন না। আবার শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকেও তিনি স্বর্গীয় অপ্সরা (স্বর্বেশ্যা) মাত্র মনে করিতেন। তাঁহার মতাবলম্বী মাধ্বসম্প্রদায়ীরা শ্রীনারায়ণেরই উপাসক, শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক নহেন। এখন পর্যন্তও মাধ্বসম্প্রদায়ী আচার্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না এবং শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকেও স্বর্বেশ্যা বলিয়া মনে করেন। মাধ্বসম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণের, বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা কোনও সময়েই প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই। এই অবস্থায়, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রাদিকে কিরূপে মাধ্বসম্প্রদায়ী বলা যাইতে পারে? সম্প্রদায়-শব্দের অভিধানিক অর্থ হইতে জানা যায়—শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশকে বলে সম্প্রদায়; যাঁহারা শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত একই উপদেশের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকেও একটি সম্প্রদায় বলা হয়। রাধাকৃষ্ণের উপাসনা যখন মাধ্বসম্প্রদায়ে নাই, কখনও ছিলও না, তখন রাধাকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশও মাধ্বসম্প্রদায়ে থাকিতে পারে না; সুতরাং রাধাকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশও মাধ্বসম্প্রদায় হইতে শিষ্টপরম্পরায় পাওয়া যাইতে পারে না। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রাদি যখন রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, তাঁহারা মাধ্বসম্প্রদায় হইতে সেই উপাসনার উপদেশ লাভ করেন নাই। এইরূপে, সম্প্রদায়-শব্দের সর্বজন-স্বীকৃত আভিধানিক অর্থ হইতেও জানা যায়, উল্লিখিত পুরীগোস্বামিগণ মাধ্বসাম্প্রদায়ী ছিলেন না।

এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ-পুরে।
অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহো নারে ॥ ২১৩
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পঢ়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ॥ ২১৪
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে ॥ ২১৫
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্ব-মতে সর্ব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর ॥ ২১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাঁহারা মনে করেন; শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, লৌকিকী লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, মহাপ্রভুও মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাও একটী অদ্ভুত অভিমত। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকাদি গোপীগণসম্বন্ধে মাধ্বসম্প্রদায় পূর্বোল্লিখিত মত পোষণ করেন বলিয়া, মহাপ্রভু নিজেই মাধ্বসম্প্রদায়কে নিন্দনীয় সম্প্রদায় বলিয়াছেন। নিজের সম্প্রদায়কে কেহ নিন্দনীয় বলে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন মধ্বাচার্যের শ্রীপাট উড়ুপীতেও গিয়াছিলেন। সে-স্থানে মাধ্বসম্প্রদায়ী আচার্যদের সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভু আলোচনাও করিয়াছিলেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায়ের আচার্যগণ যাহা বলিয়াছিলেন, শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক প্রভু তাহার খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন—জীবের পক্ষে পরমার্থভূত বস্তু হইতেছে শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধনে লভ্য কৃষ্ণপ্রেম; মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহার বিরোধী। মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্যগণ নিরুত্তর হইলেন এবং প্রভু যাহা বলিলেন, তাহাকে সত্য বলিয়াও স্বীকার করিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রভুর মত গ্রহণ করেন নাই। এই আলোচনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়কে একাধিকবার "তোমার সম্প্রদায়" বলিয়াছেন, কখনও "আমার সম্প্রদায়" বলেন নাই। মহাপ্রভুর অনুগত পার্ষদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য, কবিকর্ণপূর, রূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণ এবং তাঁহাদের পরবর্তী আচার্য বলদেববিদ্যাভূষণও গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আধুনিক কালের বৈষ্ণবাচার্য—অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ রাধামোহন গোস্বামী (শান্তিপুর), প্রভুপাদ রাধিকামোহন গোস্বামী (বৃন্দাবনবাসী), নিত্যানন্দবংশীয় প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামী (কলিকাতা), প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী (নবদ্বীপ), শ্রীনিবাসাচার্যবংশীয় পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা) প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই (গৌ. বৈ. দ. বাঁধানো পঞ্চমখণ্ডের পরিশিষ্টে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

২১৫। ভৃত্য দেখি—সেবককে (শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে) দেখিয়া। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। প্রভুও তত্ত্বতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত-স্বরূপ; সুতরাং পুরীগোস্বামী তত্ত্বতঃ প্রভুরও সেবক ছিলেন। তথাপি প্রভু নমস্করিলা আপনে—প্রভু নিজেই পুরীগোস্বামীকে নমস্কার করিলেন। প্রভু তখন গৃহস্থ, পুরীপাদ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী যে গৃহস্থের নমস্য, তাহাই প্রভু

যদ্যপিহ তান মর্ম্ম কেহো নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্ব-জনে॥ ২১৭
চা'হেন ঈশ্বর-পুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম-গম্ভীর॥ ২১৮
জিজ্ঞাসেন "তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুঁথি পঢ়াও পঢ়, কোন স্থানে ঘর?" ২১৯
শেষে সভে বলিলেন "নিমাঞি পণ্ডিত।"
"তুমি সে!" বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥ ২২০
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিয়া তাহানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥ ২২১
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণুগৃহে বসিলা আসিয়া॥ ২২২
শ্রীকৃষ্ণপ্রস্তাব তবে কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা বিহ্বল হইলা। ২২৩
দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ।
ন' প্রকাশে' আপনা' লোকের দিন-দোষ॥ ২২৪
মাস-কথো গোপীনাথ-আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপ-পুরে॥ ২২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দেখাইলেন। বিশেষতঃ, প্রভু ভক্তভাবময় বলিয়া, ভক্তপ্রবর পুরীগোস্বামীকে নমস্কার করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

২১৭। তান মর্ম্ম—তাঁহার মর্ম বা স্বরূপ। সাধ্বস—ভয়।

২১৮। সিদ্ধপুরুষের প্রায়—সিদ্ধপুরুষের তুল্য। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যেরূপ পরম গম্ভীর হইয়া থাকেন, পুরীগোস্বামী দেখিলেন, প্রভুও তদ্রূপ পরম-গম্ভীর, চাঞ্চল্যের লেশমাত্রও প্রভুতে নাই।

২২০। সভে—সে-স্থানে অন্য যে-সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে। তুমি সে!—অহো! তুমি সেই নিমাঞি পণ্ডিত? ইহাতে বুঝা যায়, পুরীগোস্বামী প্রভুকে পূর্বে না দেখিয়া থাকিলেও, তাঁহার নাম এবং অধ্যাপন-কীর্তির কথা শুনিয়াছিলেন। "তুমি সে! বলিয়া"-স্থলে "শুনিঞা মনেতে" পাঠান্তর আছে।

২২১। ভিক্ষা নিমন্ত্রণ—প্রভুর গৃহে আহারের জন্য আহ্বান। সন্ন্যাসীদের আহারকে ভিক্ষা বলা হয়।

২২৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রস্তাব—শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। বিহ্বল—প্রেমাবিষ্ট। "বিহ্বল"-স্থলে "অবশ"-পাঠান্তর আছে। অবশ—আত্মহারা।

২২৪। প্রেমের ধারা—কৃষ্ণপ্রেমের রীতি বা বিকার। অথবা প্রেমাশ্রু-ধারা। "দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর"-স্থলে "অপূর্ব্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া"-পাঠান্তর আছে। না প্রকাশে আপনা—প্রভু আত্মপ্রকাশ করেন না। প্রভুর মধ্যে যে-অখণ্ড-প্রেমের ভাণ্ডার বিরাজিত, তখনও প্রভু তাহা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। দিন-দোষ—অদৃষ্টের দোষে। দিনের দোষে—সময়ের দোষে। এখনও প্রভুর আত্মপ্রকাশের সময় হয় নাই বলিয়া।

২২৫। মাস-কথো—কয়েক মাস। গোপীনাথ আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী এক ভক্ত। ইনিই বাসুদেব-সার্বভৌমের ভগিনীপতি; পরে নীলাচলে সার্বভৌমের গৃহে বাস করিতেন। প্রভু নবদ্বীপে

সভে বড় উলসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে॥ ২২৬
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণব সকল॥ ২২৭
শিশু-হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥ ২২৮
গদাধরপণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত'॥ ২২৯
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে॥ ২৩০
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত।
প্রভু হেন না জানেন, তভু বড় প্রীত॥ ২৩১
হাসিয়া বলেন "তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥ ২৩২
সকল বলিবা কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥" ২৩৩
প্রভু বোলে "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সে-ই পাপী জন॥ ২৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যখন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও গোপীনাথ আচার্য নবদ্বীপে ছিলেন এবং প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বের অনুভবও লাভ করিয়াছিলেন।

২২৬। তাহানে—তাঁহাকে, পুরীগোস্বামীকে। "তাহানে"-স্থলে "তাঁহারে", এবং "আপনে"-স্থলে "সত্বরে"-পাঠান্তর আছে।

২২৭। গদাধর পণ্ডিত—গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। প্রেমজল—কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কালে প্রেমাশ্রু।

২২৮। শিশু হইতে—শিশুকাল হইতে। সংসারে—সংসারে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু-বিষয়ে। বিরক্ত বড় মনে—গদাধরপণ্ডিতের মন অত্যন্ত অনাসক্ত।

২২৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী "কৃষ্ণলীলামৃত"-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত স্নেহের সহিত তিনি সেই গ্রন্থ গদাধর পণ্ডিতকে পড়াইতেন।

২৩০। পড়াইয়া—শিষ্যদিগকে পড়াইয়া। পড়িয়া—নিজেও গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া। ঠাকুর—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

২৩১। প্রভু হেন না জানেন—নিমাই পণ্ডিত যে প্রভু (স্বয়ংভগবান্), শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তাহা জানিতেন না। লীলাশক্তিই তাঁহাকে ইহা জানিতে দেন নাই। নচেৎ তাঁহার প্রেমের প্রভাবে পুরী-গোস্বামী তাহা অবশ্যই জানিতে পারিতেন। তভু বড় প্রীত—পুরীগোস্বামী প্রভুর স্বরূপ না জানিলেও প্রভুকে দেখিলেই প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতি অত্যধিকরূপে উচ্ছ্বসিত হইত। প্রভুর স্বরূপগত ধর্মের প্রভাবেই এইরূপ হইত। আগুনকে আগুন বলিয়া চিনিতে না পারিলেও আগুনের নিকটে গেলে উত্তাপ অনুভূত হয়। পুরীগোস্বামীর ভক্তিই এই প্রীতি জন্মাইয়াছে।

২৩৩। পুরী-গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে আমি একখানা পুঁথি (গ্রন্থ) লিখিয়াছি। এই পুঁথিখানি দেখিয়া তাহার কোন্ স্থানে কি দোষ আছে, তাহা যদি বলিয়া দাও, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।"

২৩৪। পুরী-গোস্বামীর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—একে তো ভক্তের বাক্য (অর্থাৎ ভক্ত

ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥ ২৩৫
মূর্খে বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥ ২৩৬

তথাহি—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥" ১॥ ইতি

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥ ২৩৭
অতএব তোমার যে প্রেমের বর্ণন।
ইহা দূষিবেক কোন্ সাহসিক জন॥" ২৩৮
শুনিঞা ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত সিঞ্চিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর॥ ২৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কর্তৃক লিখিত), তাহাতে আবার সেই বাক্য (সেই লেখা) হইতেছে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনাত্মক। ইহার মধ্যে কোনও দোষই থাকিতে পারে না। যে-ব্যক্তি ইহাতে দোষ দেখে, সে-ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাপী।" পরবর্তী ২৩৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২৩৫। ভক্তের কবিত্ব—ভক্তকর্তৃক প্রীতি ও ভক্তির সহিত লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্য। যে-তে-মতে কেনে নয়—সেই কাব্য যে-কোনও রূপেই লিখিত হউক না কেন, তাহাতে কোনওরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও। সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত ইত্যাদি—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে আনন্দলাভ করেন। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-প্রীতি-রসলোলুপ। সেই প্রীতিরস যে-ভাবেই তাঁহার নিকটে উপস্থাপিত করা হউক না কেন, তাহাতেই তিনি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। পরবর্তী ২৩৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩৬। ভক্তকর্তৃক প্রীতি ও ভক্তির সহিত লিখিত কৃষ্ণবিষয়ক কাব্যে ব্যাকরণগত ভ্রম বা ত্রুটি থাকিলেও তাহা যে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-দায়ক হয়, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। বিষ্ণায় বিষ্ণবে—বিষ্ণু-শব্দের চতুর্থীর এক বচনে হয় "বিষ্ণবে"। যাঁহারা মূর্খ, ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ, "বিষ্ণবে" না বলিয়া তাঁহারা যদি "বিষ্ণায়" বলেন, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে রুষ্ট হয়েন না। পণ্ডিতের (ধীর ব্যক্তির) "বিষ্ণবে"-শব্দের ন্যায়, মূর্খের "বিষ্ণায়"-শব্দও শ্রীকৃষ্ণ সমানভাবেই গ্রহণ করেন। কেন না, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়ের ভাবটিই গ্রহণ করেন, সেই ভাব প্রকাশের ভাষার শুদ্ধতা তাঁহার লক্ষ্য নহে। "ভাবগ্রাহী জনার্দন।" এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ১॥ অন্বয়॥ [বিষ্ণোঃ প্রণামকালে—শ্রীবিষ্ণুর প্রণামসময়ে] মূর্খঃ (মূর্খ লোক) বিষ্ণায় বদতি ('বিষ্ণায়'—বিষ্ণায় নমঃ বলেন; কিন্তু) ধীরঃ (ধীর বা পণ্ডিত ব্যক্তি) বিষ্ণবে ('বিষ্ণবে' নমঃ) বদতি (বলেন)। উভয়স্তু (তথাপি কিন্তু উভয়ের—মূর্খের ও ধীরের) পুণ্যং সমং (পুণ্য সমান। কেন না) জনার্দ্দনঃ (জনার্দন ভগবান্ হইতেছেন) ভাবগ্রাহী (ভক্তের হৃদয়ের ভাবগ্রহণকারী)। ১।৭।১॥

অনুবাদ। (শ্রীবিষ্ণুর প্রণাম-সময়ে) মূর্খলোক 'বিষ্ণায় নমঃ' বলেন; কিন্তু ধীর বা পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন 'বিষ্ণবে নমঃ"। তথাপি কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের পুণ্য সমানই। কেন না, জনার্দন ভগবান্ ভাবগ্রাহী (ভক্তের চিত্তের ভাবটিমাত্র তিনি গ্রহণ করেন; সেই ভাব-প্রকাশক বাক্যের শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না)। ১।৭।১॥

২৩৭। ইহাতে—ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণ-গত দোষাদি থাকিলেও। যে দোষ দেখে—যিনি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কেবল সেই দোষটি লক্ষ্য করেন, ভক্তের চিত্তের ভাবের প্রতি যাঁহার লক্ষ্য থাকে না। যিনি দোষের উপরই প্রাধান্য আরোপ করেন, চিত্তস্থ ভাবের উপরে প্রাধান্য দেন না। তাহাতে সে দোষ—ভক্তবাক্যের দোষ (ত্রুটি-বিচ্যুতি) যিনি দেখেন (ত্রুটি-বিচ্যুতির) উপরই যিনি প্রাধান্য দেন, তাঁহার মধ্যেই দোষ বিরাজিত। কেন না, "ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ।" "তাহাতে"-স্থলে "তাহার" পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য—ভক্তের বাক্যে যিনি দোষ দেখেন, সেই দোষটি তাঁহারই ; ভক্তের কৃষ্ণপ্রীতিময় বাক্যে দোষ দর্শনই দোষাবহ।

যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই ভক্তের লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থের মাধুর্য অনুভব করিতে পারেন, তাঁহাদের চিত্তই সেই গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হয় ; সেই গ্রন্থে কোনও দোষ তাঁহারা দেখিলেও সেই দোষের প্রতি তাঁহারা গুরুত্ব প্রদান করেন না। তাঁহারাই বাস্তবিক গুণজ্ঞ এবং সারভাগী। সুগন্ধি গোলাপ-ফুলের জন্য যাঁহার লোভ আছে, তিনি কখনও গোলাপগাছের কণ্টকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন না, কণ্টকময় বলিয়া গোলাপ-গাছের প্রতি অনাদরও প্রকাশ করেন না ; বরং গোলাপগাছটি যাহাতে রক্ষিত এবং পরিপুষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্যই সর্বদা চেষ্টা করেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিহীন, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থাদির মাধুর্য তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহাদের নিকটে তাদৃশ গ্রন্থাদির আদরও নাই। পরন্তু ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত হয় মায়াকলুষিত, তাঁহাদের চিত্ত মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা, পরের দোষানুসন্ধিৎসা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকে। কৃষ্ণলীলাত্মক গ্রন্থাদির মাধুর্য তো তাঁহারা অনুভব করিতে পারেনই না, বরং সে-সকল গ্রন্থাদির দোষকেই তাঁহারা প্রাধান্য দিয়া থাকেন ; তাঁহারা গুণজ্ঞ বা সারগ্রাহী হইতে পারেন না। মাৎসর্যাদি হইতেছে মায়াকলুষত্বের ফল—পাপের পরিচায়ক,-মহাদোষ। এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দেখে দোষ সে-ই পাপীজন॥ ১।৭।২৩৪॥" এবং "ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ॥ ১।৭।২৩৭॥" যাঁহারা গুণজ্ঞ এবং সারভাগী, কোনও বস্তুর মধ্যে অসংখ্য দোষ থাকিলেও তাহাতে যদি একটিমাত্রও মহাগুণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই বস্তুর প্রশংসাই করিয়া থাকেন। কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার একটি মহাগুণ এই যে, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনের ফলেই জীব সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া পরমার্থভূত বস্তু লাভ করিতে পারে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহা মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ভা. ১২।৩।৫১॥" যোগীন্দ্র করভাজনও নিমি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—কলিতে কেবল সঙ্কীর্তনের দ্বারাই সমস্ত স্বার্থলাভ হইতে পারে, সংসারাসক্তি বিনষ্ট হইতে পারে, পরমা শান্তিও লাভ হইতে পারে—যাহা অপেক্ষা পরম-লাভ সংসার-ভ্রমণরত জীবদিগের আর কিছু থাকিতে পারে না। এই একটি গুণের জন্যই গুণজ্ঞ এবং সারভাগী মহাত্মাগণ চারিযুগের মধ্যে কলিযুগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং সত্যাদিযুগের লোকগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণই কামনা করেন। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ নহতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ। যতো বিন্দেত পরমাং

পুন হাসি বোলেন "তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই-ঠাঞি॥" ২৪০
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই-চারি-দণ্ড রঙ্গে॥ ২৪১
একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিঞা।
হাসি দূষিলেন "ধাতু না লাগে" বলিয়া॥ ২৪২
প্রভু বোলে "এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।"
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥ ২৪৩
ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হরষিত॥ ২৪৪
প্রভু গেলে সেই 'ধাতু' করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত কল্লেন তহি অশেষপ্রকার॥ ২৪৫
সেই 'ধাতু' করেন 'আত্মনেপদী' নাম।
আর-দিনে প্রভু গেলে করিলা ব্যাখান॥ ২৪৬
"যে ধাতু 'পরস্মৈপদী' বলি গেল তুমি।
তাহা এই সাধিল 'আত্মনেপদী' আমি॥" ২৪৭
ব্যাখ্যান শুনিঞা প্রভু পরম-সন্তোষ।
ভৃত্য-জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥ ২৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥ কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥ ভা. ১১।৫।৩৬-৩৮॥" মহাপ্রভু নবদ্বীপে আগত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের নিকটে অন্য কাব্যসম্বন্ধেও বলিয়াছেন—"তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি। যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী॥ তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার। তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥ ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস। তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥ দোষ-গুণ-বিচার এই 'অল্প' করি মানি। কবিত্ব-করণে শক্তি—তাহা যে বাখানি॥ চৈ. চ॥ ১।১৬।৯৩-৯৬॥" দিগ্‌বিজয়ীর কবিত্বে বহু দোষ থাকা সত্ত্বেও প্রভু তাঁহার নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

২৪০। প্রভুর কথা শুনিয়া পুরীগোস্বামী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে প্রভুকে বলিলেন, তোমার দোষ নাঞি—তুমি বলিয়াছ, কৃষ্ণবিষয়ক কাব্যে যে ব্যক্তি দোষ দেখে, সেই ব্যক্তিরই দোষ হয়। তুমি আমার গ্রন্থখানি দেখিয়া, কোন্‌স্থলে কি দোষ আছে তাহা অবশ্য আমাকে বলিবে; তাহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না। (কেননা, আমার গ্রন্থখানিকে সর্বতোভাবে দোষহীন করার জন্যই তুমি আমার দোষগুলি দেখাইয়া দিবে; তাহাতে আমার হেয়ত্ব-প্রতিপাদন তোমার উদ্দেশ্য থাকিবে না)।

২৪২। ধাতু না লাগে বলিয়া—ব্যাকরণে কৃ, ভূ প্রভৃতি ক্রিয়াসূচক প্রকৃতিকে ধাতু বলে। কতকগুলি ধাতু আছে আত্মনেপদী, কতকগুলি পরস্মৈপদী, আবার কতকগুলি উভয়পদী. (আত্মনে-পদী প্রভৃতি হইতেছে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ)। আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদী, অথবা পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদী প্রত্যয় প্রয়োগ করিলে দোষ হয়। পুরীগোস্বামীর গ্রন্থে একস্থলে একটি পরস্মৈপদী ধাতুকে তিনি আত্মনেপদী রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এজন্য প্রভু বলিলেন—"ধাতু না লাগে", এই আত্মনেপদী প্রত্যয়কে লাগান সঙ্গত হয় নাই। পরবর্তী পয়ারে প্রভু তাঁহার উক্তির হেতু বলিয়াছেন—"এ ধাতু আত্মনেপদী নয়"।

২৪৪। "সর্ব্বশাস্ত্রেতে"-স্থলে "সর্ব্বপুস্তকে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই।

'সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভৃত্য-জয়।'
এই তান স্বভাব সকল-বেদে কয়॥ ২৪৯
এইমত কথোদিন বিষ্ঠারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে॥ ২৫০
ভক্তিরসে চঞ্চল—একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥ ২৫১
যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্য-কথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণপাদপদ্ম যথা॥ ২৫২
যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে॥ ২৫৩
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি-নির্ব্বিরোধে॥ ২৫৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ২৫৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ঈশ্বরপুরী-মিলনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫১। **একত্র নহে স্থিতি**—একস্থানে বহুদিন থাকেন না।

২৫৩। **যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর ইত্যাদি**—নির্যানের প্রাক্কালে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর দেহ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অকাতরে এবং অম্লানবদনে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। "ঈশ্বরপুরী গোসাঞি করে শ্রীপাদসেবন। স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন॥ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ। কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণশ্লোক শুনান অনুক্ষণ॥ তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥ সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর। চৈ. চ. ৩৷৮৷২৭-৩০॥"

২৫৪। **অতি-নির্ব্বিরোধে**—কাহারও সহিত কোনওরূপ বিরোধ না করিয়া। অথবা, অন্য কেহও কখনও তাঁহার সহিত কোনও বিরোধ করে নাই; স্বচ্ছন্দভাবে তিনি সর্বত্র বিচরণ করিয়াছেন।

২৫৫ ১৷২৷২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(২৬. ৪. ১৯৬৩—১. ৫. ১৯৬৩)

আদি খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউ প্রভুর যতেক অনুচর॥ ১
হেনমত নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥ ২
যত অধ্যাপক—প্রভু চালেন সভারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোনজনে নাহি ধরে॥ ৩
ব্যাকরণশাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্যপ্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান॥ ৪
স্বানুভাবানন্দে করে নগর-ভ্রমণ।
সংহতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ॥ ৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। মুকুন্দ ও গদাধরের সহিত প্রভুর শাস্ত্রালোচনা-প্রসঙ্গে কৌতুক। বিদ্যা-রসোন্মত্ত প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কোনও অনুসন্ধান না দেখিয়া বৈষ্ণবগণের দুঃখ, কৃষ্ণভজনে প্রভুর মতি দেওয়ার জন্য বৈষ্ণবগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা। শ্রীবাসাদি ভক্তগণের প্রতি প্রভুর শ্রদ্ধা, তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রভুকর্তৃক শিরোধার্য-করণ। বায়ুরোগের ছলে প্রভুর প্রেমভক্তি-বিকার-প্রকটন, ও স্বীয় তত্ত্ব-প্রকাশ। প্রেমবিকার ও স্বীয় তত্ত্ব-প্রকাশের পরে মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে পুনরায় অধ্যাপন। প্রভুর নিত্যকৃত্য। শির্য্যবর্গের সহিত প্রভুর নগর-ভ্রমণ এবং তদুপলক্ষ্যে তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বূলী ও শঙ্খবণিকের গৃহে গমন, তাঁহাদের সহিত কৌতুক-রঙ্গ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অভিলষিত দ্রব্যগ্রহণ, সর্বজ্ঞের গৃহে গমন এবং তাঁহার নিকটে প্রভুর পূর্ব-জন্ম-বিবরণ-জিজ্ঞাসা ও তদুপলক্ষ্যে রঙ্গ, খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে গমন এবং তাঁহার সহিত প্রেম-কোন্দল। শচীমাতা-কর্তৃক গৌরের বৈভব-দর্শন। কৌতুকবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্ধত-লোকের ন্যায় আচরণ। গৌরের প্রতি শ্রীবাসপণ্ডিতের কৃষ্ণভজনার্থ উপদেশ। শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট প্রভুর শোভাদির সহিত উপমা দেওয়ার বস্তুর প্রাকৃত জগতে অভাব-প্রদর্শন। গঙ্গাতীরে প্রভুর অদ্ভুত শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যাসম্বন্ধে অহঙ্কার-প্রকাশ। ক্রমশঃ প্রভুর শিষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি।

৩। চালেন—১।৬।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রবোধিতে—প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে।

৪। বিদ্যার আদান—বিদ্যাপ্রাপ্তি। ব্যাকরণশাস্ত্রে ইত্যাদি—প্রভু কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেরই অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং অনুশীলন করিতেন। তথাপি ভট্টাচার্য্যপ্রতিও ইত্যাদি—ন্যায়-মীমাংসাদি দর্শন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগকেও তৃণজ্ঞান করিতেন না, তাঁহাদিগকেও নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিতেন।

৫। স্বানুভাবানন্দে—১।৬।১১৯, ১৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সংহতি—প্রভুর সঙ্গে থাকেন।

দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বোলেন বচন॥ ৬
"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা' প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও?" ৭
মনে ভাবে মুকুন্দ "আজ জিনিব কেমনে?
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে॥ ৮
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার।
মোর সনে যেন গর্ব্ব না করেন আর॥" ৯
লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভুসনে।
প্রভু খণ্ডে' যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে॥ ১০
মুকুন্দ বোলেন "ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র।
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র॥ ১১
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা' সনে।"
প্রভু কহে "বুঝ তোর যথা লয় মনে॥" ১২
বিষমবিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পঢ়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥ ১৩
সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ডখণ্ড করি দোষে' সব অলঙ্কার॥ ১৪
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন॥ ১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭। **প্রবোধিয়া বিনা**—আমাকে প্রবোধ না দিয়া (অর্থাৎ আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিয়া)। দেখি যাও—যাও দেখি, অর্থাৎ আমাকে প্রবোধ না দিয়া এ-স্থান হইতে যাইতে পারিবে না।

৮। "জিনিব কেমনে"-স্থলে "জিনিমু কেন-মনে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—কিরূপে জয় লাভ করিব? কেন-মনে—কেমনে, কি প্রকারে।

৯। **ঠেকাইমু**—নিরুত্তর করিব, জব্দ করিব। **অলঙ্কার**—অলঙ্কার-শাস্ত্রের কথা।

১১। **শিশুশাস্ত্র**—শিশুদের অধ্যয়নের উপযোগী শাস্ত্র। সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে ব্যাকরণ পড়িতে হয়; কেন না, ব্যাকরণে জ্ঞান না থাকিলে কাব্য-আদি অন্য কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নের যোগ্যতা লাভ হয় না। এজন্য ব্যাকরণকে শিশুশাস্ত্র বলা হয়। জীবনের প্রথম-সময়কে যেমন শিশু-কাল বলা হয়, তেমনি সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ে সর্বপ্রথমে ব্যাকরণ পড়িতে হয় বলিয়া ব্যাকরণ হইতেছে শিশুশাস্ত্র।

১২। "যথা"-স্থলে "যে বা"-পাঠান্তর।

১৩। **বিষম বিষম**—অত্যন্ত কঠিন—দুর্বোধ্য। **পঢ়িয়া**—আবৃত্তি করিয়া। কোনও কাব্যগ্রন্থের অতিদুর্বোধ্য কোনও অংশ আবৃত্তি করিয়া, সেই অংশে কি কি অলঙ্কার আছে, অলঙ্কারগুলির ব্যঞ্জনাই বা কি, মুকুন্দ প্রভুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৪। **সর্ব্বশক্তিময়** ইত্যাদি—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ এই গৌরচন্দ্র হইতেছেন সর্বশক্তিময়, সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ তাঁহার মধ্যে; তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎও; সুতরাং লৌকিকীলীলায় কেবলমাত্র শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের চর্চা করিলেও সমস্ত শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য তাঁহার বিদিত। **খণ্ড খণ্ড করি** ইত্যাদি—মুকুন্দের জিজ্ঞাসিত অলঙ্কারগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া তাহাদের দোষ প্রদর্শন করিলেন।

১৫। **মুকুন্দ স্থাপিতে নারে** ইত্যাদি—প্রভুর উক্তির খণ্ডন করিয়া (অযৌক্তিকতা দেখাইয়া) মুকুন্দ নিজের মত স্থাপন করিতে পারিলেন না।

"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ॥" ১৬
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥ ১৭
"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা॥ ১৮
এমত সুবুদ্ধি—কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥" ১৯
এইমত বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আরদিনে গদাধর॥ ২০
হাসি দুই হাথে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
"ন্যায় পঢ় তুমি, আমা' যাও প্রবোধিয়া॥" ২১
"জিজ্ঞাসহ" গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে "কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ?" ২২
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বোলে "ব্যাখ্যান করিতে না জানিলা॥" ২৩
গদাধর বোলে "আত্যন্তিক-দুঃখ-নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥" ২৪
নানারূপে দোষে' প্রভু সরস্বতীপতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥ ২৫
হেন জন নাহিক যে প্রভুসনে বোলে।
গদাধর ভাবে "আজি বর্ত্তি পলাইলে॥" ২৬
প্রভু বোলে "গদাধর। আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিহ সত্বর॥" ২৭
নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব নগরে নগরে॥ ২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০-২১। এই দুই পয়ারে কথিত গদাধর হইতেছেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। "ন্যায় পঢ় তুমি" এই বাক্য হইতে কেহ যেন মনে না করেন—ইনি ছিলেন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য; কেন না, তিনি প্রভুর সম-সময়িক ছিলেন না। প্রভুর সময় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী; কিন্তু নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্যের সময় হইতেছে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী।

২৩। শাস্ত্র-অর্থ যেন ইত্যাদি—শাস্ত্রে মুক্তির যে-লক্ষণ কথিত আছে, গদাধর তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন।

২৪। আত্যন্তিক দুঃখনাশ—সংসার-দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ। যে-ভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে দুঃখ আবার ফিরিয়া আসিতে পারে না, তাহাকেই বলে আত্যন্তিক বিনাশ। মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ হইলেই সংসার-দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হইতে পারে এবং দুঃখের এইরূপ আত্যন্তিক বিনাশের নামই মুক্তি, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি।

২৫। নানারূপে দোষে—নানা প্রকারে গদাধরের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করেন। তার্কিক—তর্কশাস্ত্রে প্রবীণ। করিবেক স্থিতি—প্রভুর বাক্য খণ্ডন করিয়া স্ব-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন।

২৬। প্রভুসনে বোলে—প্রভুর সহিত কথা বলিতে (অর্থাৎ বিচার করিতে) সমর্থ। ভাবে—মনে মনে বলেন। "ভাবে"-স্থলে "বোলে" পাঠান্তর আছে। বর্ত্তি—বাঁচি। "পলাইলে"-স্থলে "না আইসে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—আজ এখানে না আসিলেই বাঁচিতাম।

২৭। বুঝিবাঙ—বুঝিব।

পরম-পণ্ডিত-জ্ঞান হইল সভার।
সভেই করেন দেখি সম্ভ্রম অপার॥ ২৯
বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব-পঢ়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গাতীরে আসিয়া বৈসেন মহা-রঙ্গে। ৩০
সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর॥ ৩১
চতুর্দ্দিকে বেঢ়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥ ৩২
বৈষ্ণবসকলো তবে সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতূহলে॥ ৩৩
দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে।
হরিষ-বিষাদ সভে ভাবে মনে মনে॥ ৩৪
কেহো বলে "হেন রূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার॥" ৩৫
সভেই বোলেন "ভাই। উহানে দেখিয়া।
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥" ৩৬
কেহো বোলে "দেখা হৈলে না দেন এড়িয়া।
মহা-দানী-প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥" ৩৭
কেহো বোলে "ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোনা মহাপুরুষ বা হয় হেন বাসি॥ ৩৮
যদ্যপিহ নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাঙ উহা দেখি॥ ৩৯
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥" ৪০
অন্যোহন্যে সভেই সাধেন সভা' প্রতি।
"সভে বোল 'ইহান হউক কৃষ্ণে রতি'॥" ৪১
দণ্ডবত হই সভে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব-ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥ ৪২
"হেন কর' কৃষ্ণ। জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্য-মন॥ ৪৩
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ'। দেহ' আমা'সভাকারে॥" ৪৪
অন্তর্যামী প্রভু—চিত্ত জানেন সভার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করেন নমস্কার॥ ৪৫
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥ ৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১। সিন্ধুসূতা—"সমুদ্র-তনয়া লক্ষ্মী। অ. প্র.।"

৩৩। "তবে"-স্থলে "যথা" এবং "মিলি"-পাঠান্তর আছে। যথা—যে-গঙ্গাতীরে। মিলি—মিলিত হয়েন।

৩৬। এই পয়ার বৈষ্ণবদের পরস্পরের প্রতি উক্তি। ফাঁকি—১।৫।১২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৭। এড়িয়া—ছাড়িয়া। মহাদানী—রাজ-করাদি আদায়ের জন্য অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

৩৮। ব্রাহ্মণের—নিমাই পণ্ডিতের। অমানুষী—অলৌকিকী, যাহা কোনও মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। হেন বাসি—এইরূপ মনে হয়। "হেন"-স্থলে "হেন মনে"-পাঠান্তর।

৩৯। "সন্তোষ বড় পাঙ উহা"-স্থলে "সাধ্বস বড় পাই ইহা"-পাঠান্তর। সাধ্বস—ভয়। উহা—উঁহাকে, নিমাই পণ্ডিতকে।

৪১। সাধেন—অনুনয়-বিনয়ের সহিত বলেন।

৪৩। "অন্যমন"-স্থলে "অধ্যয়ন"-পাঠান্তর আছে।

৪৫। "করেন"-স্থলে "হয়েন"-পাঠান্তর আছে।

কেহো কেহো সাক্ষাতেই প্রভু দেখি বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে॥" ৪৭
কেহো বোলে "হেরদেখ নিমাঞিপণ্ডিত।
বিদ্যায় কি লাভ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥ ৪৮
পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ?" ৪৯

হাসি বোলে প্রভু "বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি-সার॥ ৫০
তুমিসব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয়, সে-ই ভাগ্যবান্॥ ৫১
কথোদিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥" ৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭। বিদ্যাভোলে—বিদ্যাচর্চার মত্ততায়।

৪৮। "লাভ"-স্থলে "তরি" এবং "কার্য্য"-পাঠান্তর আছে। তরি—সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হই (হওয়া যায়)।

৪৯। এই পয়ারোক্তির তাৎপর্য এই—অধ্যয়নের বাস্তব সার্থকতা হইতেছে কৃষ্ণভক্তির অবগতিতে। অধ্যয়নের ফলে যদি কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে সেই অধ্যয়নের বাস্তব সার্থকতা কিছু নাই। অধ্যয়ন করিয়া বড় পণ্ডিত হওয়া যায়, লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-ধারণ করাও যায়; কিন্তু সংসার-সমুদ্র হইতে, মায়াবন্ধন হইতে, অব্যাহতিও পাওয়া যায় না, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাও পাওয়া যায় না; মানব জন্মই ব্যর্থ হইয়া যায়। নরতনুই ভজনের মূল (১।৬।১৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সেই নরদেহ লাভ করিয়া যদি কৃষ্ণভজন না করা যায়, তাহা হইলে নরদেহ-লাভের কি সার্থকতা থাকিতে পারে ? সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে; তাহার ফলে মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণাদি ভোগ করিতেছে। তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যু হইতে এবং মায়ার কবল হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়, ইহার আর অন্য কোনও পন্থা নাই। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ শ্রুতি॥" তাঁহাকে জানার উপায়ও হইতেছে ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি॥ গীতা॥"। যে ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, তাহা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানেই পাওয়া যায়। তাই কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ে জ্ঞান অপরিহার্য। মানুষব্যতীত অপর কোনও জীব সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রবিহিত পন্থায় সাধনভজন আরম্ভ করিলে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার কৃপা বিতরণ করেন, যাহার ফলে জীব সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—এত সুযোগ থাকা-সত্ত্বেও নরদেহধারী যে জীব সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে আত্মঘাতী। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ভা. ১১।২০।১৭॥" এজন্যই বলা হইয়াছে—"পড়ে কেনে লোক ? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কিবা করে ?"

এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহো প্রভুরে না চিনে॥ ৫৩
এইমত ঠাকুর সভার চিত্ত হরে।
হেন নাহি, যে জনে অপেক্ষা নাহি করে॥ ৫৪
এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।
কখন ভ্রমেন প্রতি নগরে নগরে॥ ৫৫
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ॥ ৫৬
নারীগণ দেখি বোলে "এই ত মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন॥" ৫৭
পণ্ডিত দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥ ৫৮
যোগিগণে দেখে যেন সিদ্ধ-কলেবর।
দুষ্টগণ দেখে যেন মহা-ভয়ঙ্কর॥ ৫৯
দিবসেকো যারে প্রভু করেন-সম্ভাষ।
বন্দিপ্রায় হয় যেন, পরে প্রেমফাঁস॥ ৬০
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন তথাপি প্রীত প্রভুরে সভার॥ ৬১
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত॥ ৬২
পঢ়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ-পুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে॥ ৬৩
পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন॥ ৬৪
গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান্।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে তান॥ ৬৫
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর চলে ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥ ৬৬
একদিন বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তিবিকার সকল॥ ৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৪। অপেক্ষা নাহি করে—মুখাপেক্ষী হয় না। সম্মান করে না। অথবা, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দর্শন করে না।

৫৮। "আদি"-স্থলে "আসি"-পাঠান্তর আছে।

৬০। পরে প্রেম ফাঁস—প্রেমের ফাঁস (রজ্জু) গলায় ধারণ করে, প্রভুর প্রতি বিশেষ প্রীতি পোষণ করে। "ফাঁস"-স্থলে "পাঁশ"-পাঠান্তর আছে। পাশ—রজ্জু।

৬১। শুনেন—অহঙ্কারের কথা শুনিলেও।

৬৩। বৈকুণ্ঠনাথ—বৈকুণ্ঠ বা মায়াতীত ভগবদ্ধাম-সমূহের অধিপতি; স্বয়ংভগবান্। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "মন্দিরে"-স্থলে "দুয়ারে"-পাঠান্তর। দুয়ার—দ্বার।

৬৪। পক্ষ প্রতিপক্ষ—১।৭।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সূত্র—১।৬।৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৬-৬৭। বৈকুণ্ঠের নায়ক—বৈকুণ্ঠনাথ। পূর্ববর্তী ৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বায়ু-দেহ-মান্দ্য—বায়ুরোগের প্রভাবে দেহের মান্দ্য (মন্দতা, অসুস্থতা)। "দেহ-মান্দ্য"-স্থলে "দেহে মান্দী"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই। প্রেমভক্তি বিকার—প্রেমভক্তির বহির্লক্ষণ। চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইলে বাহিরে যে-সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে প্রেমভক্তির বিকার বলে। পরবর্তী ৬৮-৭০ ও ৭৫ পয়ারে প্রভুর প্রেমবিকার বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমবিকারের পারিভাষিক নাম—অনুভাব। এই অনুভাব দুই রকমের—উদ্ভাস্বর অনুভাব এবং সাত্ত্বিক অনুভাব। রোদন, চীৎকার, নৃত্য, গীত,

আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে। গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ ৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হাস্য প্রভৃতিকে বলে উদ্ভাস্বর অনুভাব এবং অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, পুলক, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ, স্বেদ (ঘর্ম), মূর্ছা প্রভৃতিকে বলে সাত্ত্বিক অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায়, কিংবা দুর্জয়-মানাদির সময়ে শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধ প্রেম আরও অনেক রকম অদ্ভুত বিকার প্রকাশ করিয়া থাকে।

"বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি ছল"—এ-স্থলে প্রভুর মধ্যে প্রকাশিত "বায়ুদেহমান্দ্যকে" "ছল" বলার হেতু এই যে, বাস্তবিক প্রভুর "বায়ুদেহ-মান্দ্য" হয় নাই ; ইহা তাঁহার একটি "ছল"—ছলনা মাত্র। একথা বলার হেতু এই। মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের পঞ্চভূতাত্মক দেহেই বায়ু-পিত্ত-কফ-জনিত রোগ জন্মিয়া থাকে। কোনও না কোনও পাপের বা অপকর্মের ফলেই জীবের প্রাকৃত বা পঞ্চভূতাত্মক দেহে রোগ প্রকাশ পায়। মহাপ্রভু কিন্তু প্রাকৃত জীব নহেন, তিনি হইতেছেন তত্ত্বতঃ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ (১।২।৫-৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার দেহও পঞ্চভূতাত্মক নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দ-ঘন বস্তু। তাঁহার কোনও পাপও থাকিতে পারে না। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "অপহতপাপ্মা—পাপশূন্য" বলিয়াছেন (ছান্দো ॥ ৮।১।৫, ৮।৭।১) ; সুতরাং পাপজনিত কোনও রোগও তাঁহার থাকিতে পারে না। শ্রুতি পরিষ্কার কথাতেই পরব্রহ্মকে "অনাময়—নীরোগ" বলিয়াছেন (শ্বেতা ॥ ৩।১০)। যে-সময়ের কথা এই পয়ারে বলা হইয়াছে, সেই সময় পর্যন্ত তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নাই ; সুতরাং প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব তখনও কেহ জানিত না। "প্রভুর মায়ায় কেহো প্রভুরে না চিনে ॥ ১।৮।৫৩)।" তাঁহার অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া কেহ কেহ প্রভুকে বরং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোকমাত্র মনে করিতেন, কিন্তু জনসাধারণ প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারে নাই। এজন্য প্রভুর দেহে প্রেমবিকার দেখিয়া লোকে মনে করিত—প্রভু বায়ুরোগগ্রস্ত—উন্মাদ—হইয়াছেন। উন্মাদ রোগের কয়েকটি লক্ষণ কয়েকটি প্রেমবিকারের অনুরূপ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতস্বরূপ বলিয়া প্রভু স্বরূপতঃই ভক্তভাবময় (১।৭।১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার মধ্যে অখণ্ড প্রেমভাণ্ডার নিত্যবিরাজিত। কখনও কখনও সেই প্রেমের বিকার বাহিরে প্রকাশিত হইত। সাধারণ লোক প্রেমবিকারের স্বরূপ জানিত না বলিয়া কোনও কোনও বিকার-দর্শনে মনে করিত, বায়ুর প্রকোপবশতঃ প্রভু উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছেন।

৬৮। অলৌকিক-শব্দ—লৌকিক জগতে সাধারণতঃ যে সকল শব্দ শুনা যায় না, সে-সকল শব্দ। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন। এতাদৃশ ভাবের আবেশেই বোধ হয় প্রভু তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া কোনও অলৌকিক শব্দ বলিয়াছেন, অন্য লোকও তাহা শুনিতে পাইয়াছে। আবার কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই বোধ হয়, অত্যন্ত দুঃখভরে, শ্রীরাধার ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন। বিরহে কখনও কখনও কৃষ্ণস্ফূর্তিও হয়। কৃষ্ণস্ফূর্তিতেই বোধহয় প্রভু আনন্দের আতিশয্যে হাসিতেছিলেন। ঘর ভাঙ্গি ফেলে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত তীব্র দুঃখ—শ্রীরাধার এই দুইটি ভাবের আবেশেই বোধ হয়

হুঙ্কার গর্জ্জন করে, মালসাট্ পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে ॥ ৬৯

ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোক দেখি পায় ভয় ॥ ৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভু ঘরকে কুঞ্জ মনে করিয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। তীব্র কৃষ্ণবিরহ-দুঃখে শ্রীরাধা কখনও কখনও মনে করিতেন, মথুরায় যাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে অক্রূর তাঁহাকে লইয়া যাইতেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা করিয়াই মথুরায় গিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরাধা কখনও কখনও মনে করিতেন, তাঁহার এই দুঃখের কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই। ইহা মনে করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইতেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অবস্থান-কালে যে কুঞ্জে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন, সেই কুঞ্জের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পূর্বমিলনের স্মৃতি চিত্তে জাগ্রত হইত এবং তৎক্ষণাৎই শ্রীকৃষ্ণের স্বেচ্ছাকৃত মথুরা-গমনের—সুতরাং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির—কথা মনে করিয়া তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত; কৃষ্ণশূন্য-কুঞ্জের দর্শন যেন তাঁহার বিরহাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকিত; এই সময়ে নিজের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের কথা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার রোষও প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইত। এই উভয় ভাবের আবেশে, নির্দয় এবং প্রীতি-মমতাহীন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের চিহ্নস্বরূপ এবং তাঁহার বিরহানলে ঘৃতাহুতিপ্রদ কুঞ্জের অস্তিত্ব লোপ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার চিত্তে জাগিত। শ্রীরাধার এতাদৃশ ভাবের আবেশেই বোধহয় মহাপ্রভু কোনও ঘরকে কুঞ্জ মনে করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

৬৯। **মালসাট্ পূরে**—মল্লের ন্যায় আস্ফালন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন শ্রীরাধা এক সময়ে মল্লবেশে তাঁহার সহিত মল্লক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সেই ভাবের আবেশেই প্রভু মল্লের ন্যায় আস্ফালন করিয়াছিলেন। হুঙ্কার-গর্জনাদি প্রেমের উদ্‌ভাস্বর অনুভাব। **মারে**—হস্তাদি দ্বারা তাড়না করেন। **সম্মুখে দেখয়ে যারে ইত্যাদি**—যাহাকে সম্মুখে দেখেন, তাহাকেই তাড়না করেন। ইহা দুর্জয়-মানবতী শ্রীরাধাভাবের আবেশের ফল বলিয়া মনে হয়। কখনও কখনও কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে দুর্জয়-মানে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা স্বীয় সখীগণকে বলিতেন —"সেই কপট শঠ কৃষ্ণকে আর আমার কুঞ্জে আসিতে দিও না; তাঁহার কোন দূত বা দূতীও যেন আমার নিকটে আসিতে না পারে, তাহাই তোমরা করিবে; তাঁহার নাম পর্যন্ত আমাকে কেহ শুনাইবে না।" এই অবস্থায় কেহ কৃষ্ণের সহিত মিলনের, বা কৃষ্ণের অনুকূলে, কোনও কথা বলিলে শ্রীরাধা তাঁহাকেও তাড়ন-ভর্ৎসনাদি করিতেন। শ্রীরাধার এতাদৃশ-ভাবের আবেশেই প্রভু, যাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণপক্ষীয় লোক মনে করিয়া তাঁহার তাড়না করিতেন। উল্লিখিত প্রেমবিকার-সমূহ যে একই সময়ে প্রকটিত হইত, তাহা নহে। যখন যে রকম ভাবের আবেশ হইত, তখন প্রভু তদনুরূপ আচরণ করিতেন।

৭০। **স্তম্ভাকৃতি**—স্তম্ভের ন্যায় নিস্পন্দ। ইহা স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাব। **মূর্চ্ছা**—প্রলয় নামক সাত্ত্বিক ভাব। **দেখি পায় ভয়**—মূর্ছা দেখিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া লোক ভীত হয়।

শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার॥ ৭১
বুদ্ধিমন্ত-খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠীসহ আইলেন প্রভুর আলয়॥ ৭২
বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সভে করে প্রতিকার, যার যেন স্ফুরে॥ ৭৩
আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥ ৭৪
সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন॥ ৭৫
প্রভু বোলে "মুঞি সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্ব ধরোঁ মোর নাম 'বিশ্বম্ভর'॥ ৭৬
মুঞি সেই, মোরে ত না চিনে কোন জনে।"
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্বগণে॥ ৭৭
আপনা'-প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহো তান মায়াবলে॥ ৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭১-৭২। **বায়ুর বিকার**—প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে এবং প্রেম-বিকার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকগণ প্রভুর উল্লিখিত আচরণগুলিকে বায়ুরোগের লক্ষণ বলিয়া মনে করিত। **করে প্রতিকার**—বায়ুরোগ চিকিৎসার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা করেন। **বুদ্ধিমন্তখান**—নবদ্বীপের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি; প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্। **মুকুন্দসঞ্জয়**—ইঁহারই চণ্ডীমণ্ডপে প্রভু অধ্যাপন করিতেন এবং ইঁহার পুত্রও প্রভুর নিকটে অধ্যয়ন করিতেন। **গোষ্ঠীসহ**—বাড়ীর সমস্ত লোকজনের সহিত। **আলয়**—গৃহে।

৭৩। বিষ্ণুতৈল ও নারায়ণতৈল হইতেছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র-কথিত বায়ুরোগের ঔষধ।

৭৪। **আপন ইচ্ছায় প্রভু ইত্যাদি**—স্বীয় নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রভুর চিত্তে যখন যে ইচ্ছা জাগাইয়াছে, সেই ইচ্ছার বশীভূত হইয়াই তিনি নানা কর্ম—উল্লিখিত নানারূপ প্রেম-বিকার প্রকটন—করিয়াছিলেন। এ-সমস্ত ছিল প্রভুর প্রেম-বিকার, শারীরিক বা মানসিক রোগ ছিল না; সুতরাং বায়ুরোগের চিকিৎসায় তাঁহার প্রেমবিকার দূর হইতে পারে না।

৭৫। **হুঙ্কার**—প্রেম-হুঙ্কার; উদ্‌ভাস্বর অনুভাব-বিশেষ। "হুঙ্কার শুনিয়ে"-স্থলে "হুঙ্কার করিলে" এবং "হুঙ্কার শুনিতে"-পাঠান্তর আছে।

এই পয়ারে লীলাশক্তির প্রভাবে প্রভু নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। **সর্ব্বলোকের ঈশ্বর**—সমস্ত লোকের, অর্থাৎ অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডের এবং বৈকুণ্ঠ-লোকাদি সমস্ত মায়াতীত ভগবদ্ধামের ঈশ্বর। স্বয়ংভগবান্। **বিশ্ব ধরোঁ**—বিশ্বকে ধারণ করি; এজন্য "মোর নাম বিশ্বম্ভর।" **বিশ্বম্ভর**—বিশ্বকে ধারণ এবং পোষণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর। এ-স্থলে "বিশ্ব"-শব্দে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামসমূহই অভিপ্রেত।

৭৭। **মুঞি সেই**—আমি হইতেছি সেই "সর্ব্বলোকের ঈশ্বর" স্বয়ংভগবান্ এবং সেই বিশ্বম্ভর (২।২।৮৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **না চিনে**—আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানে না। **লড় দেই**—দৌড় দিতে থাকেন। তখন তাঁহাকে **ধরে সর্ব্বগণে**—তাঁহার পরিকরগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখেন।

৭৮। **মায়াবলে**—যোগমায়া-শক্তির প্রভাবে। ১।৩।১৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কেহো বোলে "হইল দানব-অধিষ্ঠান।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥" ৭৯
কেহো বোলে "সদাই করেন বাক্য-ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু, জানিহ নিশ্চয়॥" ৮০
এইমত সর্ব্বজনে করেন বিচার।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিঞা তাঁর॥ ৮১
বহুবিধ পাকতৈল সভে দেই শিরে।
তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে॥ ৮২
তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥ ৮৩
এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হৈল প্রভু বায়ু পরিহরি॥ ৮৪
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরিধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেই, হেন নাহি জানি॥ ৮৫
সর্ব্বলোক শুনিঞা হইলা হরষিত।
সভে বোলে "জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত॥" ৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮১। বিষ্ণুমায়া—যোগমায়া। ১।৩।১৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮২। তৈলদ্রোণ—তৈল রাখিবার জন্য খুব বড় কাষ্ঠনির্মিত পাত্র।

৮৩। ভাসে—বহু তৈলপূর্ণ বড় পাত্রে তৈলের মধ্যে ভাসিতেছেন। অথবা ভাসে—অপূর্ব দীপ্তিতে শোভা পাইতেছেন। ভাস-ধাতু "দীপ্তৌ ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" ভাস-ধাতুর অর্থ—দীপ্তি, শোভা। তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু—প্রভু তৈলদ্রোণে বসিয়া দীপ্তি প্রকাশ করিতেছেন, অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। আর তিনি, হাসে খল খল—খল খল করিয়া হাসিতেছেন। প্রভুর এই হাসি হইতেছে কৌতুক-রঙ্গের হাসি, অথবা আনন্দের হাসি, অথবা উভয়ের হাসি। প্রভুর প্রতিকারকামীরা প্রভুর প্রেমবিকারকে বায়ুরোগের বিকার বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা প্রভুকে তৈলদ্রোণে বসাইয়াছেন। প্রভুর আচরণ-সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণাও ভ্রান্ত এবং তাহার চিকিৎসার উপায়টিও ভ্রান্ত। তাঁহাদের এই ভ্রান্তিতে প্রভু কৌতুক অনুভব করিয়া সেই কৌতুক-রঙ্গে তিনি খল খল করিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিতেছেন। প্রতিকারকামীদের প্রতি প্রভু রুষ্ট হয়েন নাই; যেহেতু, প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃই তাঁহারা তাঁহাদের ধারণার অনুরূপ প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রীতি-দর্শনে প্রভুর আনন্দ এবং এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে প্রভুর হাসি। "ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।"

৮৪। স্বাভাবিক হৈলা—পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। "স্বাভাবিক হৈলা"-স্থলে "স্বভাব হইলা"-পাঠান্তর আছে। কিরূপে "স্বাভাবিক" হইলেন? বায়ু পরিহরি—যে-সকল প্রেমবিকার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যে-সকল প্রেমবিকারকে লোকে বায়ুরোগের লক্ষণ বলিয়া মনে করিত, সে-সকল প্রেম-বিকারকে সম্বরণ বা অপ্রকট করিয়া প্রভু "স্বাভাবিক"-হইলেন।

৮৫। "কেবা কারে"-স্থলে "কে কাহারে"-পাঠান্তর। প্রভুর আরোগ্যের সংবাদে আনন্দের উচ্ছ্বাসে লোক-সকলের পরস্পরকে বস্ত্রদান প্রসঙ্গ এ-স্থলে কথিত হইয়াছে।

৮৬। জীউ জীউ—জীবিত থাকুক, জীবিত থাকুক। বেঁচে থাকুক।

এইমত রঙ্গ করে ত্রিদশের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥ ৮৭
প্রভুরে দেখিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ।
সভে বোলে "ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ॥ ৮৮
ক্ষণেকে নাহিক বাপ! অনিত্য শরীর।
তোমারে কে শিখাইব, তুমি মহাধীর॥" ৮৯
হাসি প্রভু সভারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার ৯০
মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে॥ ৯১
পরম-সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু-শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেই, প্রভু ব্যাখ্যা করে॥ ৯২
চতুর্দ্দিগে মহা পুণ্যবন্ত-শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগতজীবন॥ ৯৩
সে শোভার মহিমা ত কহিতে না পারি।
উপমা কি দিব কোন না দেখি বিচারি॥ ৯৪
হেন বুঝি যেন সনকাদি-শিষ্যগণে।
নারায়ণ বেঢ়ি বৈসে বদরিকাশ্রমে॥ ৯৫
তাহা সভা' লৈয়া যেন সে প্রভু পঢ়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায়॥ ৯৬
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শ্রীশচীনন্দন॥ ৯৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৭। ত্রিদশের রায় (পাঠান্তর—বৈকুণ্ঠের রায়)—স্বয়ংভগবান্। ১।৪।৪০ ও ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)

৯৩। "মহা"-স্থলে "শোভে"-পাঠান্তর। শোভে—শোভা পায়। মহাপুণ্যবন্ত—মহাভাগ্যবান্। প্রভুর নিকটে অধ্যয়নের এবং প্রভুর মস্তকে তৈলমর্দনরূপ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়াই প্রভুর শিষ্যগণকে মহাপুণ্যবন্ত বা মহাভাগ্যবান্ বলা হইয়াছে।

৯৪। "কহিতে না পারি"-স্থলে "কহিবারে নারি" এবং "কি দিব"-স্থলে "দিবাও কিবা"-পাঠান্তর আছে। কোন না দেখি বিচারি—বিচার বা চিন্তা-ভাবনা করিয়াও কোনও যোগ্য উপমা দেখিতে পাই না, খুঁজিয়া পাই না।

৯৫। বদরিকাশ্রম—১।৬।৩৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। নারায়ণ—নর ও নারায়ণ হইতেছেন দুই ভগবৎস্বরূপ, অংশ-অবতার। ধর্মদেবের পুত্ররূপে তাঁহারা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বদরিকাশ্রমে বিরাজিত ছিলেন। সনকাদি মুনিগণ বদরিকাশ্রমে শ্রীনারায়ণের নিকটে ভগবৎ-কথাদি শুনিতেন। "বৈসে"-স্থলে "যেন" এবং "সভে"-পাঠান্তর আছে।

৯৭। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি হইতেছেন স্বয়ংভগবান্। স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও তাঁহার মধ্যে অবস্থিত থাকেন। "পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ চৈ. চ. ১।৪।৯-১১॥" সুতরাং মহাপ্রভুর মধ্যেও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ—বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণও—বিদ্যমান। শ্রীনারায়ণ হইতেছেন শ্রীগৌরের অংশ, শ্রীগৌর তাঁহার অংশী। অংশী ও অংশের অভেদ-বিবক্ষায়, এ-স্থলে শচীনন্দনকে বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ বলা হইয়াছে। অথবা, অধ্যাপন-

অতএব শিষ্যসঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥ ৯৮
পঢ়াইয়া প্রভু দুই-প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে ৯৯
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কথোক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন ১০০
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসেন গিয়া বলি 'হরি হরি' ॥ ১০১
লক্ষ্মী দেই অন্ন, খাএ বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥ ১০২
ভোজন-অন্তরে করি তাম্বূল-ভক্ষণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥ ১০৩
কথোক্ষণ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুন প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া ॥ ১০৪
নগরে উঠিয়া করে অশেষ বিলাস।
সভার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ ॥ ১০৫
যদ্যপি প্রভুর কেহো তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্বজনে ॥ ১০৬
নগরভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্ব্বজন ॥ ১০৭
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে ॥ ১০৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লীলায় বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণের লীলা প্রকটিত হইয়াছে মনে করিয়াও হয়তঃ গ্রন্থকার এ-স্থলে শচীনন্দনকে সেই নারায়ণ বলিয়া থাকিবেন। শচীনন্দন যে তত্ত্বতঃ বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ, এ-স্থলে তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় হইতে পারে না। যেহেতু, তিনি বহুস্থলে গৌরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (১।১।৭২-৭৪, ১।১।১০৬, ১।১।১২৫, ১।২।৭৯, ১।২।১৭৩, ১।৫।৪৭ ইত্যাদি পয়ার দ্রষ্টব্য)। ১।২।১৭৫, ১।২।১৮১, ১।২।১৮৩ প্রভৃতি পয়ারে এবং ১।২।৫-৬ শ্লোকে, গৌরচন্দ্র যে মুণ্ডক-শ্রুতিকথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্, তাহাও গ্রন্থকার ভঙ্গীতে জানাইয়াছেন।

৯৮। বৈকুণ্ঠের নায়ক—স্বয়ংভগবান্। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০০। "শ্রীবিষ্ণু"-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণ"-পাঠান্তর আছে।

১০২। লক্ষ্মী—লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী। আই—"আর্য্যা"-শব্দের অপভ্রংশ, শচীমাতা। বৈকুণ্ঠের পতি—স্বয়ংভগবান্। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৩। লক্ষ্মী—লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী। "সেবেন"-স্থলে "লয়েন"-পাঠান্তর।

১০৪। যোগনিদ্রা—লীলাসহায়কারিণী যোগমায়া-রচিত নিদ্রা। প্রাকৃত জীবের নিদ্রা হইতেছে মায়ার প্রভাব-জাত। ভগবান্‌কে এবং ভগবানের নিত্যপরিকরগণকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের নিদ্রা মায়ার প্রভাব-জাত নহে। তাঁহাদের নিদ্রাও একটি লীলা। লীলা-সহায়কারিণী শক্তি যোগমায়াই তাঁহাদের নিদ্রালীলা বিস্তার করেন (১।৩।১৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যোগনিদ্রা প্রতি ইত্যাদি—ঘুমাইয়া। "পুন প্রভু"-স্থলে "পুনরপি"-পাঠান্তর আছে।

১০৫। "উঠিয়া করে অশেষ"-স্থলে "আসিয়া করে বিবিধ"-পাঠান্তর।

১০৮। তন্ত্র—তন্ত্র-শব্দের একটি অর্থ হয়—পরিচ্ছদ, বস্ত্রাদি। "তন্ত্র (তন + ট্রন্)। পরিচ্ছদঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" তন্তুবায়—"(তন্ত্র + বে + ষণ্, ঘে)। বয়তি বয়তে তন্ত্রং তন্ত্রবায়ঃ। ইতি

"ভাল বস্ত্র আন" প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ ॥ ১০৯
প্রভু বোলে "এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা?"
তন্তুবায় বোলে "তুমি আপনে যে দিবা ॥" ১১০
মূল্য করি বোলে প্রভু "এবে কড়ি নাঞি।"
তাঁতি বোলে "দশে-পক্ষে দিবা বা গোসাঞি ॥ ১১১
বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে ॥" ১১২
তন্তুবায়-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালের পুরী ॥ ১১৩
বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে ॥ ১১৪
প্রভু বোলে "আরে বেটা! দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান ॥" ১১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দুর্গাদাসঃ ॥ শব্দকল্পদ্রুম ॥" তন্ত্র বা বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ বয়ন করেন যিনি, তিনি তন্ত্রবায়। তন্তু (সূত্র বা সূতা) দ্বারাই তন্ত্র (বা বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ) বয়ন (প্রস্তুত) করা হয়। এ-জন্য তন্ত্রবায়কে তন্তুবায়ও বলা হয়। তন্তুবায়—তাঁতি।

১১১। এবে কড়ি নাই—সঙ্গে এখন টাকা-পয়সা নাই। দশেপক্ষে দিবা বা—এখন মূল্য দিতে না পারেন, দশ দিন বা পনর দিন পরে দিলেও চলিবে। পনর দিনে এক পক্ষ হয়। "দশে পক্ষে দিবা বা"-স্থলে "দশে পক্ষে দিও বা" এবং "দশ-পক্ষে দিবা হে"-পাঠান্তর আছে।

১১২। সমাবেশে—সংগ্রহ করিয়া সুবিধামত সময়ে।

১১৪। "মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে"-স্থলে "গিয়া প্রভু গোয়ালের ঘরে"-পাঠান্তর। **ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধ**—ব্রাহ্মণ-কুলের সহিত সম্বন্ধ। প্রভু ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন; সে-জন্য ব্রাহ্মণকুলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে—ব্রাহ্মণকুলের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীয় ব্রাহ্মণকুলকে উপলক্ষ্য করিয়া, ব্রাহ্মণকুলের দোহাই দিয়া, গোয়ালাদের সহিত পরিহাস (কৌতুক-রঙ্গ) করিতে লাগিলেন।

১১৫। এই পয়ারে প্রভুর পরিহাস-বাক্যের কথা বলা হইয়াছে। দান—মূল্য না লইয়া, মূল্য দিতে চাহিলেও মূল্য গ্রহণ না করিয়া, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত কাহাকেও কোনও বস্তু দেওয়া হইলে, সেই দেওয়াকে বলে দান; সেই দানের বস্তুকেও দান বলা হয়। মহাদান—এ-স্থলে, মহাদান বলিতে, প্রচুর পরিমাণে দানদ্রব্যকে, অথবা অনেক রকমের দানদ্রব্যকে, বুঝাইতেছে। "ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করিয়া" এই পয়ারে যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। প্রভু বলিলেন—"আরে বেটা! ব্রাহ্মণকে কোনও বস্তু দান করিলে যে মহাপুণ্য হয়, তাহা তো তুই জানিস্। আমি তো ব্রাহ্মণ; আমাকে কিছু দান করিলেও তোর মহাপুণ্য হইবে। তোর অশেষ মহাপুণ্য যাহাতে হয়, সেজন্য আমি "আজি তোর ঘরে লইব মহাদান—তোর ঘরে আজি আমি প্রচুর পরিমাণ দানদ্রব্য লইব এবং বহুরকমের দানদ্রব্যও লইব। দধি-দুগ্ধাদি কি আছে তোর ঘরে, নিয়ে আয়।" ইহা যে প্রভুর পরিহাস-বাক্য, কৌতুকরঙ্গমূলক বাক্য, গোয়ালাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। পরবর্তী পয়ারসমূহ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

গোপবৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি সুন্দর আসন ॥ ১১৬
প্রভু-সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি' সভে করেন সম্ভাষ ॥ ১১৭
কেহো বোলে "চল মামা! ভাত খাই গিয়া।"
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া ॥ ১১৮
কেহো বলে "আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলা মনে নাহিক তোমা'ত ?" ১১৯
সরস্বতী সত্য কহে, গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥ ১২০
দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সর্ব্ব গোপ দেয় আনি ॥ ১২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৬। "দেখে"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর-।

১১৭। প্রভুর বাক্যকে পরিহাসময় বুঝিতে পারিয়া গোপগণও প্রভুর সহিত পরিহাস করিতে লাগিলেন। "প্রভুসঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।" পরিহাস-চ্ছলে তাঁহারা প্রভুকে "মামা মামা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন এবং পরিহাসময় আচরণ করিতে লাগিলেন। প্রভুকে "মামা" বলার হেতু বোধ হয় এই। হিন্দুসমাজে সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণজাতিই শ্রেষ্ঠ—সুতরাং সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র—বলিয়া স্বীকৃত। এ-জন্য কোনও ব্রাহ্মণের নামের উল্লেখ করিয়া সাধারণতঃ কোনও ব্রাহ্মণেতর জাতির লোক তাঁহার সহিত আলাপাদি করেন না। ব্রাহ্মণেতর উচ্চ জাতির লোকেরা সাধারণতঃ কোনও বয়স্ক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিতে গেলে তাঁহার পদবীর উল্লেখ করিয়াই আহ্বান করেন—মিশ্রমহাশয়, চক্রবর্তীমহাশয়, বিদ্যাবাচস্পতিমহাশয়, ইত্যাদিরূপে। যাঁহারা সামাজিকভাবে উচ্চ জাতির নহেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কোনও ব্রাহ্মণকে "দাদাঠাকুর, বাবাঠাকুর"—ইত্যাদিরূপেই আহ্বান করেন এবং কোনও ব্রাহ্মণ-পুত্র অতি অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহাকেও "দাদা-ঠাকুর" ইত্যাদিই বলিয়া থাকেন। এই গোপগণের মায়েরা শ্রীনিমাইর শিশুকাল হইতেই তাঁহাকে দাদাঠাকুর বলিতেন বলিয়া গোপগণ প্রভুকে "মামা মামা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। প্রভু বাস্তবিক তাঁহাদের মামা (মাতুল) ছিলেন না বলিয়াই এ-স্থলে "মামা"-সম্বোধন পরিহাসময় হইয়াছে। পরবর্তী দুই পয়ারে গোপদের আরও পরিহাসময় বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে।

১১৯। পূর্ব্বে—পূর্বদ্বাপরে। পূর্বদ্বাপরে প্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপে গোকুলে নন্দগোপের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে ॥ ১।৫।৪৭)। তখন তিনি নিজেও ছিলেন গোপ এবং তখন গোকুলবাসী গোপদের অন্নও খাইয়াছেন। লীলাশক্তি বা সরস্বতীই নবদ্বীপস্থ গোপদের মুখে সে-কথাই প্রকাশ করাইয়াছেন।

১২০-১২১। গোপ নাহি জানে—যে-গোপ পূর্বপয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন, তিনি বাস্তবিক জানিতেন না যে, এই নিমাই পণ্ডিতই পূর্বদ্বাপরে নন্দগোপের পুত্ররূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন না, তখনও প্রভুর তত্ত্ব কেহ জানিতেন না। হাসে মহাপ্রভু ইত্যাদি—গোপের কথা শুনিয়া প্রভুও কৌতুকভরে হাসিতে লাগিলেন। "সর"-স্থলে "রস"-পাঠান্তরও আছে। কিন্তু এ-স্থলে "সর—দুধের সর"-পাঠই সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় "সর"-পাঠ গৃহীত হইল।

গোয়ালাকুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া॥ ১২২
সম্ভ্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বোলে "আরে ভাই! ভাল গন্ধ আন॥" ১২৩
দিব্য-গন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ।
"কি মূল্য লইবা?" বোলে শ্রীশচীনন্দন॥ ১২৪
বণিক বোলয়ে "তুমি জান" মহাশয়।
তোমা' স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয়? ১২৫
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর।
কালি যদি গা'য়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর॥ ১২৬
ধুইলেও যদি গা'য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে॥" ১২৭
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব-অঙ্গে।
গন্ধ দেই বণিক, না জানি কোন্ রঙ্গে॥ ১২৮
সর্ব্ব-ভূত-হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব-মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন? ১২৯
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকারের ঘর॥ ১৩০
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার।
সাদরে আসন দিয়া করে নমস্কার॥ ১৩১
প্রভু বোলে "ভাল মালা দেহো মালাকার।
কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার॥" ১৩২
সিদ্ধপুরুষের-প্রায় দেখে মালাকার।
মালী বোলে "কিছু দায় নাহিক তোমার॥" ১৩৩
এত বলি মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব-পঢ়ুয়ার সঙ্গে॥ ১৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গোপগণের সঙ্গে মহাপ্রভুর আচরণের একটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, নগরভ্রমণ-উপলক্ষ্যে প্রভু অনেক লোকের গৃহে গিয়াছেন, নানাভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দ্রব্যও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই প্রভুর নিত্যপরিকর ভক্ত। ভক্তবৎসল এবং ভক্তদ্রব্য-লোলুপ প্রভু নানাভাবে তাঁহাদের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন, নিজেও আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু গোপগণের গৃহব্যতীত অন্য কোনও স্থলেই প্রভু বিনামূল্যে দ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, "এবে কড়ি নাই"—এইরূপ কথা বরং বলিয়াছেন, কিন্তু "আমাকে বিনামূল্যে দ্রব্য দাও"—একথা বলেন নাই। গোপদিগের গৃহে কিন্তু মূল্যের কোনও প্রসঙ্গই ছিল না; সে-স্থলে গিয়াই প্রভু বলিলেন—"আজি তোর ঘরের লইব মহাদান।" গোপগণও প্রভুর সঙ্গে প্রীতিভরে রঙ্গ-কৌতুক করিয়াছেন এবং "দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী। সন্তোষে প্রভুরে সর্ব্ব গোপ দেয় আনি॥" এইরূপে দেখা গেল, গোপগণের সহিত প্রভুর এবং প্রভুর সহিতও গোপগণের আচরণ ছিল অত্যন্ত প্রীতিময়; অন্য যে-সকল স্থলে প্রভু গিয়াছিলেন, সে-সকল স্থলে এইরূপ প্রীতিময় আচরণ দৃষ্ট হয় না। প্রভুর দ্বাপর-লীলার ভাবের আবেশই কি ইহার হেতু?

১২৫। "বলিতে যুক্ত হয়"-স্থলে "কিছু নিতে যুক্ত নয়"-পাঠান্তর আছে।

১৩০-১৩২। মালাকার—ফুলের মালা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়কারী। লগে—সঙ্গে।

১৩৪। সর্ব্ব পঢ়ুয়ার সঙ্গে—এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভু একাকী নগর-ভ্রমণে বাহির হয়েন নাই, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পঢ়ুয়া শিষ্যগণও ছিলেন।

মালাকার-প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি।
উঠিলা তাম্বূলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ১৩৫
তাম্বূলী দেখয়ে রূপ মদন-মোহন।
চরণের ধূলি লই দিলেন আসন॥ ১৩৬
তাম্বূলী বোলয়ে "বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে তুমি আমা'-ছারের দুয়ার॥" ১৩৭
এত বলি আপনেই পরম-সন্তোষে।
দিলেন তাম্বূল আনি, প্রভু দেখি হাসে॥ ১৩৮
প্রভু বোলে "কড়ি-বিনা কেনে গুয়া দিলা?"
তাম্বূলী বোলয়ে "চিত্তে হেনই লইলা॥" ১৩৯
হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিঞা বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বূল-ভক্ষণ॥ ১৪০
দিব্য পর্ণ, কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি দিলা, তার নাহি নিল মূল॥ ১৪১
তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি গৌর-রায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্বনগরে বেড়ায়॥ ১৪২
মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী।
একো জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি॥ ১৪৩
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা॥ ১৪৪
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শ্রীশচীনন্দন॥ ১৪৫
তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি শঙ্খবণিক সম্ভ্রমে নমস্করে॥ ১৪৬
প্রভু বোলে "দিব্য-শঙ্খ আন' দেখি ভাই।
কেমনে বা নিব শঙ্খ, কড়ি-পাতি নাঞি॥" ১৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৫। "শুভদৃষ্টি"-স্থলে "শুভদৃষ্টি-পাত"-পাঠান্তর আছে। তাম্বূলী—তাম্বূল—পান। যাহারা পানের চাষ করে এবং পান বিক্রয় করে, তাহাদিগকে তাম্বলী বলে।

১৩৬। "মদন-মোহন"-স্থলে "নয়ন-মোহন"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—নয়নের মুগ্ধতা-সম্পাদক।

১৩৭। আমা-ছারের—আমার মত তুচ্ছ লোকের।

১৩৮। "দেখি"-স্থলে "মনে"-পাঠান্তর আছে।

১৩৯। গুয়া—সুপারি।

১৪০। "ভক্ষণ"-স্থলে "চর্ব্বণ"-পাঠান্তর আছে।

১৪১। পর্ণ—পান। "পর্ণ"-স্থলে "চূর্ণ"-পাঠান্তর আছে। চূর্ণ—পানের মশলার চূর্ণ। অনুকূল—যে-সমস্ত মশলাচূর্ণ পানের স্বাদবৃদ্ধির অনুকূল, তৎসমস্ত। মূল—মূল্য। "তার নাহি লয় মূল"-স্থলে "সেই তাম্বূলী তাম্বূল"-পাঠান্তর আছে।

১৪৪। "থুইয়াছে"-স্থলে "থুইলেন" এবং "থুইছেন"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—রাখিয়া দিয়াছেন।

১৪৫। পূর্ব্বে—গত দ্বাপর-লীলায়। গত দ্বাপরে অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন মধুপুরীতে (মথুরাতে) গিয়াছিলেন, তখন তিনি মথুরানগরে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে বস্ত্র, মাল্য, গন্ধদ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪৬। "ঘরে"-স্থলে "দ্বারে"-পাঠান্তর আছে। নমস্করে—নমস্কার করে।

১৪৭। কড়ি পাতি—পয়সা-কড়ি। "কড়ি পাতি"-স্থলে "কপর্দ্দক"-পাঠান্তর আছে। কপর্দ্দক—কড়ি।

দিব্য-শঙ্খ শাঁখারি আনিঞা সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে ॥ ১৪৮
"শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি!
পাছে কড়ি দিহ, না দিলেও দায় নাঞি ॥" ১৪৯
তুষ্ট হৈলা প্রভু শঙ্খবণিক-বচনে।
চলিলেন হাসি শুভ দৃষ্টি করি তানে ॥ ১৫০
এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া ॥ ১৫১
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ ॥ ১৫২
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ॥ ১৫৩
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজান।
বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম ॥ ১৫৪
প্রভু বোল "তুমি সর্ব্বজান ভাল শুনি।
বোল দেখি, অন্য-জন্মে কি আছিলাঙ আমি?" ১৫৫
"ভাল" বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপালমন্ত্র দেখে সেইক্ষণে ॥ ১৫৬
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ১৫৭
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দিঘরে।
পিতা-মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে ॥ ১৫৮
সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লই কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিঞা গোকুলে ॥ ১৫৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৮। "করিল প্রণামে"-স্থলে "বোলে প্রীতমনে" এবং "বোলে পূত মনে"-পাঠান্তর আছে। পূত—পবিত্র।

১৪৯-১৫০। দায়—দাবী। "শুভ"-স্থলে "প্রভু" পাঠান্তর আছে।

১৫৩। পয়ান—প্রয়াণ, গমন।

১৫৪। সর্ব্বজান—সমস্ত জানেন যিনি, সর্ব্বজ্ঞ।

১৫৬। জপিতে গোপাল-মন্ত্র—গোপাল-মন্ত্র জপ করিতে করিতে। এই সর্বজ্ঞ ছিলেন বালগোপালের উপাসক। পরবর্তী ১৬১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৫৭। যে-সমস্ত সাজ-সজ্জার সহিত এবং যে-শঙ্খ-চক্রাদি-শোভিত চতুর্ভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, গোপালমন্ত্র জপিতে জপিতে সর্বজ্ঞ, প্রভুকে সেই জ্যোতির্ময় চতুর্ভুজরূপেই দেখিলেন।

১৫৮। নিশাভাগে—অর্ধরাত্রিতে। বন্দিঘরে—কারাগারে, কংসের কারাগারে। "দেখে অবতীর্ণ বন্দিঘরে" "দেখে জন্ম বসুদেব-ঘরে"-পাঠান্তরও আছে। পিতা-মাতা—বসুদেব ও দেবকী। কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণ যখন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পীতবসনধারিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন দেবকী-বসুদেব তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন।

১৫৯। দেবকী-বসুদেব ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিলেও দেবকীদেবী স্তব-কালেই মধ্যে মধ্যে বাৎসল্যের উদ্রেকে কংস হইতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেন। তাহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"আমাকে নিয়া গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আইস এবং সে-স্থানে যশোদার শয্যায় একটি কন্যা দেখিবে; আমাকে সেখানে রাখিয়া সেই কন্যাটিকে এখানে লইয়া আসিবে।" একথা

পুন দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত তুই করে ॥ ১৬০
নিজ-ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ ॥
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ ॥ ১৬১
পুন দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দ্দিগে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ ॥ ১৬২
দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলে সর্ব্বজান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃপুন করে ধ্যান ॥ ১৬৩
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে "শুন শ্রীবালগোপাল।
কে আছিলা দ্বিজ এই, দেখাহ সকাল ॥" ১৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ দিগম্বর দ্বিভুজরূপ হইলেন। বসুদেব এই দ্বিভুজ শিশুকে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া গেলেন। বস্তুতঃ যে-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই গোকুলে যশোদা হইতেও তিনি দিগম্বর দ্বিভুজ শিশুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (শ্রীহরিবংশে তাহা কথিত হইয়াছে)। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরেই যশোদা যোগনিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, এবং সেই অবস্থাতেই তাঁহার গর্ভ হইতে একটি কন্যারূপে মায়াদেবীও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (হরিবংশ)। যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন বলিয়া যশোদা তাহা জানিতে পারেন নাই। যোগমায়ার প্রভাবে কংস-কারাগারে আবির্ভূত চতুর্ভুজরূপ অন্তর্ধান-প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে-স্থলে যশোদা হইতে আবির্ভূত দিগম্বর দ্বিভুজ কৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিলেন। সুতরাং বসুদেব যাঁহাকে গোকুলে লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন বস্তুতঃ যশোদানন্দন। বসুদেব অবশ্য তাহা জানিতে পারেন নাই। এই দ্বিভুজ কৃষ্ণকে গোকুলে যশোদার শয্যায় রাখিয়া বসুদেব যশোদার কন্যা মায়াদেবীকে লইয়া গিয়াছিলেন।

১৬০-১৬১। "পুন"-স্থলে "পুত্র"-পাঠান্তর। সর্বজ্ঞ এ-স্থলে যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই গোকুলে দেখিয়াছেন। কটিতে কিঙ্কিণীযুক্ত, তুই হস্তে নবনীতধারী, দিগম্বর দ্বিভুজ কৃষ্ণ হইতেছেন বালগোপাল—কৃষ্ণ। নিজ ইষ্টমূর্ত্তি—এই উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, সর্বজ্ঞ ছিলেন বালগোপালের উপাসক। "সর্ব্বজ্ঞ"-স্থলে "সর্ব্বাঙ্গে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—স্বীয় ইষ্টদেব বালগোপালের ধ্যান-কালে সর্বজ্ঞ বালগোপালের সমস্ত অঙ্গে যে-সকল লক্ষণের চিন্তা করিতেন, এক্ষণে দৃষ্ট বালগোপালের সর্বাঙ্গেও সেই সকল লক্ষণ দেখিলেন। এ-স্থলে তিনি প্রভুকেই বালগোপালরূপে দেখিয়াছিলেন।

১৬২। বালগোপালরূপ দর্শনের পরে সর্বজ্ঞ প্রভুকে কিশোর-গোপালরূপেও দেখিলেন। কিশোর-গোপাল সর্বজ্ঞের ধ্যেয় না হইলেও প্রভুর সম্যক্ পরিচয়ের জন্য এই রূপের দর্শনও তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল; এ-জন্য তাঁহার ইষ্টদেব (অথবা লীলাশক্তি) তাঁহাকে এই কৈশোর-রূপও দেখাইয়াছেন। যন্ত্রগীত—বাদ্যযন্ত্রাদির সহযোগে গান। "যন্ত্রগীত গায়"-স্থলে "যন্ত্রে গীত করে"-পাঠান্তর আছে। যন্ত্র—বীণা-প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

১৬৪। "শুন"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। এ-স্থলে "প্রভু" হইতেছে "শ্রীবালগোপাল"-শব্দের বিশেষণ। সকাল—শীঘ্র। "সকাল"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর।

তবে দেখে, ধনুর্দ্ধর দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান ॥ ১৬৫
পুন দেখে প্রভুরে প্রলয়জল-মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে ॥ ১৬৬
পুন দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার।
মহা-উগ্র-রূপ ভক্তবৎসল অপার ॥ ১৬৭
পুন দেখে প্রভুরে বামন-রূপ ধরি।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি ॥ ১৬৮
পুন দেখে মৎস্য-রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে ॥ ১৬৯
সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুন দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে ॥ ১৭০
পুন দেখে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সর্ব্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম ॥ ১৭১
এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়া তান ॥ ১৭২
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
হেন বুঝি "এ ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রবিত ॥ ১৭৩
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে' আমারে বা ছলে' বিপ্ররূপে ॥ ১৭৪
অমানুষি-তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' করিয়া কিবা কদর্থে আমারে ?" ১৭৫
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
"কে আমি, কি দেখ, কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া॥" ১৭৬
সর্ব্বজ্ঞ বোলয়ে "তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল-মনে।" ১৭৭
"ভাল ভাল,' বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা ॥ ১৭৮
শ্রীধরেরে বড় প্রভু সন্তুষ্ট অন্তরে।
নানা ছলে আইসেন প্রভু তান ঘরে ॥ ১৭৯
বাকোবাক্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড করি চলে প্রভু রঙ্গে ॥ ১৮০
প্রভু দেখি শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার ॥ ১৮১
পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায়॥ ১৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৫। শ্রীশচীনন্দন বিভিন্ন সময়ে যে-সকল বিভিন্ন স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সর্বজ্ঞের প্রার্থনায় তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীবালগোপাল সর্বজ্ঞকে সে-সমস্ত বিভিন্ন স্বরূপও দেখাইলেন। বীরাসন— ১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭০। হলধররূপ—শ্রীবলরামের রূপ।

১৭২। "কিছু"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর।

১৭৯-১৮০। "সন্তুষ্ট"-স্থলে "প্রসন্ন"-পাঠান্তর। বকোবাক্যে—কথাবার্তার বা প্রশ্নোত্তরের ছলে।

১৮২। ব্যবসায়—ব্যবহার, আচরণ। উদ্ধতের প্রায়—উদ্ধতের তুল্য। যেন উদ্ধতের প্রায়— প্রভুর আচরণ দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহার আচরণ উদ্ধত লোকের আচরণের তুল্য। এ-স্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, প্রভুর বাহিরের ব্যবহারই—কথাবার্তাদিই—উদ্ধত লোকের ব্যবহারের মতন, তাঁহার ভিতরে ঔদ্ধত্যের ভাব নাই, প্রভু উদ্ধত-স্বভাব নহেন। "যেন" এবং "প্রায়"-শব্দদ্বয় হইতেই তাহা বুঝা যায়। প্রভু বাহিরে ঔদ্ধত্যের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন কেবল শ্রীধরের সহিত কৌতুক-রঙ্গ করার উদ্দেশ্যে।

প্রভু বোলে "শ্রীধর। তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ? ১৮৩
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি?" ১৮৪
শ্রীধর বোলেন "উপবাস ত না করি।
ছোট হউ বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি॥" ১৮৫
প্রভু বোলে 'দেখিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঞি।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি নাঞি॥ ১৮৬
দেখ এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া॥" ১৮৭
শ্রীধর বোলেন "বিপ্র! বলিলা উত্তম।
তথাপি সভার কাল যায় এক-সম॥ ১৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৩। প্রভু শ্রীধরকে বলিলেন—"শ্রীধর! শাস্ত্র হইতে জানা যায়, হরিনাম সর্বার্থপ্রদ। তুমি তো সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিনাম-কীর্তন করিতেছ; তথাপি তোমার দুঃখ-দৈন্য কেন?"

১৮৪। লক্ষ্মী—লক্ষ্মীদেবী, সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী। লক্ষ্মীকান্ত—লক্ষ্মীপতি। সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি বলিয়া লক্ষ্মীকান্তের আয়ত্তেই সমগ্র ঐশ্বর্য, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সেবককে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী করিতে পারেন। এতাদৃশ লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়াও শ্রীধরের অন্নবস্ত্রের দুঃখ কেন, তাহাই প্রভু শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৮৫। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন—"আমার অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ কোথায়? আমি তো উপবাসীও থাকি না, উলঙ্গও থাকি না। ছোট হউক, কিবা বড় হউক, একখানা কাপড়ও আমি পরিধান করিয়া থাকি; তুমি তো দেখিতেই পাইতেছ, আমার পরিধানে বস্ত্র আছে।"

১৮৬। "দেখিলাঙ"-স্থলে "দেখি বস্ত্র" এবং "দেখিতেছি"-স্থলে "দেখিতেছি খড়গাছি"-পাঠান্তর আছে। গাঁঠি—গ্রন্থি, গিরো। কাপড় পুরাতন হইলে স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যায়; দরিদ্র লোকেরা ছেঁড়া যায়গায় গ্রন্থি (গিরো) দিয়া সেই কাপড় ব্যবহার করে। শ্রীধরের পরিধানের কাপড়েও দশ যায়গায় (অর্থাৎ অনেক যায়গায়) এইরূপ গ্রন্থি ছিল। ঘরে বোল ইত্যাদি—তোমার ঘরও আছে, তুমি খোলা যায়গায় আকাশের নীচে ঘুমাও না—একথা যদি বল, তাহা হইলে আমি বলিতেছি—তোমার ঘর আছে বটে; কিন্তু দেখিতেছি সেই ঘরের চালে একগাছি খড়ও নাই, ঘরে শুইয়া শুইয়াই তুমি আকাশের তারাগুলিকে দেখিতে পাও।

১৮৭। প্রভু শ্রীধরকে আরও বলিলেন—"শ্রীধর! দেখ, এই নবদ্বীপে যাহারা চণ্ডীর বা বিষহরির (মনসার) পূজা করে, তাহাদের কাহারও কি ঘরের, বা অন্ন-বস্ত্রের অভাব আছে? সকলেই ভাল ঘরে থাকে, ভাল কাপড় পরে, ভাল ভাল জিনিস খায়ও। তোমার মত খড়হীন ঘরেও কেহ থাকে না, বহু-গ্রন্থিযুক্ত কাপড়ও কেহ পরে না।" প্রভুর এই উক্তির পরিহাসময় ব্যঞ্জনা এই যে, "শ্রীধর! লক্ষ্মীকান্তের উপাসনা করিয়া তো তোমার এই দুর্দশা। তুমি লক্ষ্মীকান্তের উপাসনা ছাড়িয়া চণ্ডী-বিষহরির পূজা কর; তাহা হইলে তোমার কোনও দুঃখ-দৈন্যই থাকিবে না।" নগরিয়া—নবদ্বীপ-নগরবাসী লোকগণ।

১৮৮। শ্রীধরও প্রভুর কথার উত্তর দিয়াছেন ১৮৮-৯০ পয়ারসমূহে। কাল—সময়, জীবন।

রত্নঘরে থাকে রাজা, দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে ॥ ১৮৯

কাল পুন সভার সমান হই যায়।
সভে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥" ১৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

একসম—একরূপে। কিরূপে সকলের সময় একভাবেই অতিবাহিত হয়, পরবর্তী দুই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

১৮৯। রত্নঘরে—মণিরত্ন-খচিত প্রাসাদে। দিব্য—অতি উত্তম দ্রব্য। খায়—ভোজন করে। পরে—পরিধান করে। "বৃক্ষের উপরে"-স্থলে "বৃক্ষের কুটিরে"-পাঠান্তর আছে। কুটিরে—খড়-কূটা দ্বারা নির্মিত নীড়ে (পাখীর বাসায়)। বৃক্ষের কুটিরে—বৃক্ষের উপরে খড়কূটানির্মিত নীড়ে (বাসায়)।

১৯০। কাল পুন ইত্যাদি—রাজা মণিরত্নখচিত রাজপ্রাসাদে বাস করেন, অতি উপাদেয় বস্তু ভোজন করেন, বহুমূল্য বস্ত্রাদিও পরিধান করেন। বহু দাসদাসী সর্বদা তাঁহার সেবায় তৎপর থাকে। রাজা খুব সুখে-স্বচ্ছন্দেই থাকেন। আবার পক্ষীর দাস-দাসীও নাই, নিজেই নিজের খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে; গাছের উপর নিজের পরিশ্রমে খড়কূটাদ্বারা রচিত নীড়েই পক্ষীকে বাস করিতে হয়। তথাপি বিচার করিলে দেখা যায়, রাজার যে-ভাবে কাল অতিবাহিত হয়, পাখীরও সেই ভাবেই অতিবাহিত হয়। যেহেতু, রাজার বিচার-বুদ্ধিতে যাহা অতি উত্তম, রাজা সেই জিনিষই উপভোগ করেন। পাখীও যাহা আহার করে, পাখীর বিচার-বুদ্ধিতে তাহাই উত্তম। নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে উত্তম বস্তুর উপভোগজনিত যে-তৃপ্তি, তাহা উভয়েরই সমান। যাহাদ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা হউক না কেন, ক্ষুন্নিবৃত্তিজনিত তৃপ্তি উভয়েরই সমান। মণিরত্ন-খচিত রাজপ্রাসাদে এবং বহুমূল্য পালঙ্কের উপরে বহুমূল্য দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে নিদ্রাজনিত রাজার যে-তৃপ্তি, খড়কূটারচিত নীড়ে থাকিয়া পাখীর নিদ্রাজনিত তৃপ্তিও সেইরূপই। রাজারও রোগ-ব্যাধি-শোকাদি আছে, পাখীরও আছে। সুতরাং উভয়ের সময়-কর্তন, জীবনযাপন, বস্তুতঃ একভাবেই চলিতে থাকে। সভে নিজ কর্ম্মভুঞ্জে ইত্যাদি—রাজা, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরেচ্ছায় নিজ-নিজ কর্মফলমাত্র ভোগ করিয়া থাকে। স্ব-স্ব প্রারব্ধ কর্মের ফলেই কেহ রাজা হয়, কেহ দরিদ্রও হয়; কেহ মানুষ, বা দেবতা, গন্ধর্বাদি হয়, কেহ বা পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি হইয়া থাকে। তাহাদের উপভোগের দ্রব্যাদিও তাহাদের কর্মফলের অনুরূপ। কর্মফল অনুসারে যে-জীব যে-দেহ বা যে-ভোগ্যবস্তু লাভ করে, তাহার অন্যথা করার সামর্থ্য কাহারও নাই। কিন্তু স্ব-স্ব কর্মফলানুসারে প্রাপ্ত দেহে থাকিয়া কর্মফলানুসারে প্রাপ্ত দ্রব্যের উপভোগজনিত তৃপ্তি, বা কর্মফলজনিত সুখ-দুঃখ-শোকাদির ভোগজনিত সুখ-দুঃখের স্বরূপ সকলেরই একরকম। কর্ম্মভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়—ঈশ্বরের ইচ্ছায় বা নির্দেশেই সকলে স্ব-স্ব-কর্মফল ভোগ করে। ঈশ্বরই সকলের কর্মফলদাতা।

শ্রীধরের সহিত পরিহাসময়ী-লীলাতে প্রভু জগতের জীবকে কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ, জীব স্ব-স্বকর্মফল অনুসারেই বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং

প্রভু বোলে "তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥ ১৯১
তাহা মুঞি বিদিত করিমু কথো-দিনে।
তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥" ১৯২
শ্রীধর বোলেন "ঘরে চলহ পণ্ডিত!
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত॥" ১৯৩
প্রভু বোলে "আমি তোমা' না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা' তাহা বোল এইক্ষণে॥" ১৯৪
শ্রীধর বোলেন "আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব, তাহা বলহ গোসাঞি॥" ১৯৫
প্রভু বোলে "যে তোমার পোঁতা ধন আছে।
সে থাকুক্ এখনে, পাইব তাহা পাছে॥ ১৯৬
এবে কলা মূলা থোড় দেহো কড়ি-বিনে।
দিলে আমি কন্দল না করি তোমা'সনে॥" ১৯৭
মনে গণে শ্রীধর "উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দঢ়॥ ১৯৮
মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি।
কড়ি-বিনি প্রতি-দিন দিবারেও নারি॥ ১৯৯

নিতাই-করুনা-কল্লোলিনী টীকা

মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইলেও কর্মফল অনুসারেই কেহ দরিদ্র বা কেহ ধনী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যে-দ্রব্য যাহার কর্মফলের অনুরূপ নহে, শতচেষ্টাদ্বারাও সে-ব্যক্তি সেই বস্তু পাইতে পারে না; সুতরাং প্রারব্ধের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, প্রারব্ধকর্মের ফলে যাহা আসিয়া পড়ে, তাহার উপভোগজনিত সুখ বা দুঃখের স্বরূপ সকলেরই সমান। মায়াবদ্ধ ভগবদ্‌বহির্মুখ লোক তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া ঈর্ষ্যা-দ্বেষাদির যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, যাঁহারা ভাগ্যবশতঃ ভগবদ্‌ভজনে রত, যে-কোনও অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কর্মফল-অনুসারে সেই অবস্থাই তাঁহাদের প্রাপ্য মনে করিয়া তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। ব্যবহারিক জগতের দুরবস্থার দূরীকরণের জন্য, কিংবা ব্যবহারিক জগতের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহারা নিজেরা তো কোনও চেষ্টা করেনই না, অপর কেহ প্ররোচনা দিলেও তাঁহারা তাহার প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পঞ্চমতঃ, শ্রীধরের ন্যায় সাধকের স্বীয় ইষ্টদেবে এবং পরমার্থ-ভূতবস্তুতে যে-নিষ্ঠা, তাঁহার সেই নিষ্ঠা কিছুতেই, ব্যবহারিক প্রবল প্রলোভনেও বিচলিত হয় না।

১৯১। **বিস্তর আছে ধন**—প্রভু এ-স্থলে শ্রীধরের ভক্তিসম্পত্তির কথাই বলিয়াছেন। **তুমি তাহা লুকাইয়া ইত্যাদি**—তুমি তোমার ভক্তিসম্পদকে লুকাইয়া রাখিয়া গোপনে-গোপনে তাহা উপভোগ করিতেছ। শ্রীধর স্বীয় ভক্তিকে অত্যন্ত গোপন রাখিতেন; তাঁহার যে ভক্তি আছে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণোপাসক, তাহা অপর লোক জানিত না।

১৯২। **ভাণ্ডিবা**—ভাঁড়াইবা।

১৯৬। **পোঁতা ধন**—মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখা ধন। প্রভু এ-স্থলে শ্রীধরের গুপ্ত ভক্তিধনের কথাই বলিয়াছেন।

১৯৭। **দেহো**—দাও। "দেহো"-স্থলে "পাত"-পাঠান্তর। **কড়ি বিনে**—বিনা মূল্যে।

১৯৮। **কিলায়**—কিল মারে। **দঢ়**—দৃঢ়, দৃঢ়রূপে।

১৯৯। "ব্রাহ্মণের কি করিতে"-স্থলে "এ ব্রাহ্মণেরে কি বলিতে"-পাঠান্তর আছে।

তথাপিহ বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য, সে দিবাঙ প্রতি-দিনে॥" ২০০
চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে "শুনহ গোসাঞি।
কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি॥ ২০১
থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মনে।
সবে আর কন্দল না কর' আমা'সনে॥" ২০২
প্রভু বোলে "ভালভাল, আর দ্বন্দ্ব নাঞি।
সবে থোড় কলা মূলা ভাল যেন পাই॥" ২০৩
(যাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
যার থোড় কলা মূলা হয় শ্রীব্যঞ্জন॥ ২০৪
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ-মরিচের ঝালে॥) ২০৫
প্রভু বোলে "আমারে কি বাসহ শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥" ২০৬
শ্রীধর বোলেন "তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ।"
প্রভু বোলে "না জানিলা, আমি গোপ-বংশ॥ ২০৭
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল॥" ২০৮
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ-প্রভু মায়ার কারণ॥ ২০৯
প্রভু বোলে "শ্রীধর। তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা' হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব॥" ২১০
শ্রীধর বোলেন "ওহে পণ্ডিত নিমাঞি।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাঞি॥ ২১১
বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হ'য়ে।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে॥" ২১২
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ২১৩
বিষ্ণুদ্বারে বসিসেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চলিলা পঢ়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥ ২১৪
দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয়　২১৫
অপূর্ব্ব-মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বই আর কেহো না পায় শুনিতে॥ ২১৬
ত্রিভুবনমোহন মুরলী শুনি আই।
প্রথমে আনন্দে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঁই॥ ২১৭
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করেন শ্রবণ॥ ২১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০১। কিছুই দায় নাঞি—কিছুই দিতে হইবে না।

২০২। "এই"-স্থলে "ভাল" এবং "কন্দল না কর"-স্থলে "কলি না করিবা"-পাঠান্তর আছে। কন্দল—কলহ, ঝগড়া। কলি—কলহ।

২০৬। কি বাসহ—কি মনে কর।

২০৭-২০৮। প্রভুর মুখে এ-স্থলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি গোপরাজ-নন্দের তনয়, সুতরাং গোপবংশীয়।

২১০। "মহত্ত্ব"-স্থলে "মাহাত্ম্য"-পাঠান্তর। আমা হৈতে ইত্যাদি—আমা হইতে (অর্থাৎ আমার চরণ হইতে) উদ্ভব বলিয়াই গঙ্গার মহিমা। গঙ্গা হইতেছে বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা।

২১৫। পৌর্ণমাসী-চন্দ্র—পূর্ণিমা তিথির চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র। বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভাব (প্রভুর চিত্তে উদিত হইল)। "হৃদয়"-স্থলে "উদয়"-পাঠান্তর আছে।

২১৭। "প্রথমে আনন্দে"-স্থলে "আনন্দ-মগনে" এবং "পরম আনন্দে"-পাঠান্তর আছে।

যেখানে বসিয়া আছেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সেই দিগে শুনেন মুরলী মনোহর॥ ২১৯
অদ্ভুত শুনিঞা আই আইলা বাহিরে।
দেখে পুত্র বসি আছে বিষ্ণুঘরদ্বারে॥ ২২০
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥ ২২১
পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চা'হে চারিভিতে॥ ২২২
গৃহে আই বসি গিয়া লাগিলা চিন্তিতে।
কি হেতু নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে॥ ২২৩
এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ, তাহার অন্ত নাঞি॥ ২২৪
কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত বাদ্যযন্ত্র বা'য় কত শত জনে॥ ২২৫
বহুবিধ মুখবাদ্য, নৃত্য, পদতাল।
যেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥ ২২৬
কোনদিন দেখে সর্ব্ব বাড়ী ঘর দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু না দেখেন আর॥ ২২৭
কোনদিন দেখে অতি-দিব্য-নারীগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় সভে, হস্তে পদ্ম-বিভূষণ॥ ২২৮
কোনদিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি পুন আর নাহি পায় দরশন॥ ২২৯
আইর এসব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে॥ ২৩০
আই যারে সকৃত করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয়ে অধিকারী এ সব দেখিতে॥ ২৩১
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী॥ ২৩২
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা' প্রকাশে'।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে॥ ২৩৩
হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥ ২৩৪
যখন যেরূপ লীলা করেন ঈশ্বর।
সই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তার নাহিক সোসর॥ ২৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৩। "না পারে করিতে"-স্থলে "না পারে লখিতে" এবং "না পারি কহিতে"-পাঠান্তর আছে।

২২৫। বা'য়—বাজায়।

২২৭। "দেখে"-স্থলে "আই" এবং "বাড়ী"-স্থলে "রাতি"-পাঠান্তর আছে।

২২৮। "সভে"-স্থলে "শোভে"-পাঠান্তর। শোভে—শোভা পায়।

২৩০-২৩১। বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী—অপ্রাকৃত শুদ্ধবাৎসল্য-ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ। সকৃত—সকৃৎ, একবার। "করেন"-স্থলে "দেখেন"-পাঠান্তর আছে। অধিকারী—যোগ্য।

২৩২। গৌরসুন্দর বনমালী—গৌরচন্দ্ররূপ বনমালী (শ্রীকৃষ্ণ)। নিজানন্দে—আত্মানন্দে, স্বানুভাব-সুখে (১৬৷১১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৩৪। "তেমত উদ্ধত"-স্থলে "হেন মত ঔদ্ধত্য"-পাঠান্তর। এই পয়ারে যে-ঔদ্ধত্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও প্রভুর কৌতুক-রঙ্গের উদ্দেশ্যে ঔদ্ধত্য, বাস্তব ঔদ্ধত্য নহে।

২৩৫। "নাহিক"-স্থলে "না থাকে"-পাঠান্তর। সোসর—সদৃশ, তুল্য। "সোসর" বোধ হয় "সোদর" বা "সহোদর"-শব্দের অপভ্রংশ।

যুদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন॥ ২৩৬

কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়॥ ২৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৬। "তেমন"-স্থলে "তখন"-পাঠান্তর। অস্ত্র-শিক্ষা-বীর—অস্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বীর; অথবা, অস্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে শিক্ষাদানের পক্ষে যোগ্য বীর। আর না থাকে তেমন—প্রভুর মতন তাদৃশ বীর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে তাঁহার সখাদের সহিত কৌতুকবশতঃ যুদ্ধলীলা করিতেন। সেই ভাবের আবেশে গৌররূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনও কখনও কখনও সেই ভাব-প্রকাশক ভঙ্গী প্রকাশ করিতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, এতাদৃশ বীর আর কোথাও নাই। সেই সময়ে প্রভু বোধ হয় উদ্ধত-লোকের ন্যায় আস্ফালন করিয়া বলিতেন—"আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সাহস কাহার আছে, আইস; আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

২৩৭। লক্ষার্ব্বুদ—অসংখ্য। বনিতা—রমণী, স্ত্রীলোক। করেন বিজয়—অসংখ্য রমণীকে পরাভূত করেন, বশীভূত করেন, অনুগত করেন। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাবের আবেশেই প্রভু এই কামলীলা করিতেন। কামলীলা-শব্দের তাৎপর্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। কাম-শব্দের অর্থ হইতেছে কামনা, বাসনা, অভীষ্ট-প্রাপ্তির বাসনা। অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধজীবের অভীষ্ট হইতেছে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি; ইহারই অপর নাম হইতেছে কাম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা, তারে বলি কাম॥ চৈ. চ. ১৷৪৷১৪১॥" এই কাম রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ॥ গীতা॥ ৩৷৩৭॥" রজঃ ইহতেছে ত্রিগুণাত্মিকা এবং জড়রূপা মায়ার একটি গুণ; সুতরাং মায়ার প্রভাবেই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনারূপ কামের উদ্ভব। এই মায়া কিন্তু কেবল বহির্জগৎকেই বেষ্টন করিয়া (বহির্জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া) বিরাজিত, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌কে (এবং অনাদিকাল হইতে তিনি যে-সকল সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরজিত, সে-সকল স্বরূপকেও) স্পর্শও করিতে পারে না। একথা শ্রুতিই বলিয়া গিয়াছেন। "মায়য়া বা এতৎসর্বং বেষ্টিতং ভবতি নাত্মানং মায়া স্পৃশতি তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি॥ নৃ. পূ. তা. ॥ ৫৷১॥" কোনও সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-স্বরূপকে মায়া যখন স্পর্শও করিতে পারে না, তখন মায়া যে ভগবৎ-স্বরূপের উপর কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। একমাত্র চিচ্ছক্তিই (বা পরাশক্তিই) হইতেছে ভগবৎ-স্বরূপের স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা শক্তি (শ্বেতা॥ ৬৷৮)। এই চিচ্ছক্তি পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা বলিয়া ইহাকে স্বরূপশক্তিও বলা হয়। তিনি "স্বরাট্" বলিয়া একমাত্র এই স্বরূপ-শক্তিরই অপেক্ষা রাখেন (স্বেনৈব স্ব-স্বরূপশক্ত্যা রাজতে যঃ স স্বরাট্)। তাঁহার চিত্তে যে-বাসনা জাগে, তাহাও স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তি কখনও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা জাগায় না; সুতরাং স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মে—সুতরাং তাঁহার প্রকাশ অন্য কোনও সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-স্বরূপেও—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনারূপ কাম থাকিতে পারে না। স্বরূপশক্তি কেবল প্রিয়ের প্রীতি-বাসনাই জাগায়। ভগবানের প্রিয় হইতেছেন তাঁহার সাধুভক্তগণ। তিনি যেমন সাধু-

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভক্তগণের হৃদয়তুল্য প্রিয়, সাধু ভক্তগণ যেমন তাঁহাকে ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না, সাধুভক্তগণও তদ্রূপ তাঁহার হৃদয়তুল্য প্রিয় এবং তিনিও সাধুভক্তগণ ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না। একথা ভগবান্‌ই বলিয়া গিয়াছেন। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদণ্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ভা. ৯।৪।৬৮॥" এজন্য তাঁহার হৃদয়তুল্য প্রিয় সাধুভক্তগণের চিত্ত-বিনোদন ব্যতীত অন্য কার্য তাঁহার নাই। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণে ভগবদুক্তি॥" তাঁহার "ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তিবিনু নাহি অন্য কৃত্য॥ চৈ. চ. ॥ ২।১৫।১৬৬॥" নিজের জন্য, নিজের সুখের উদ্দেশ্যে ভগবান্ কখনও কিছু করেন না; তিনি যাহা কিছু করেন, তাঁহার ভক্তের প্রীতির জন্যই তাহা করেন। ভক্তের প্রীতিবিধানের জন্য ভগবানের এই যে বাসনা—স্বরূপ-শক্তি হইতে যাহার উদ্ভব, তাহা—হইতেছে তাঁহার ভক্তবিষয়ক প্রেম। সুতরাং ভগবানের কাম বা কামনাও হইতেছে স্বরূপতঃ প্রেম। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাঁহাদের চিত্তে যে-কামনা বা বাসনার উদয় হয়, তাহাও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি; সুতরাং তাহারও ধর্ম হইতেছে তাঁহাদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য যে কামনা বা কাম, তাহাই হইতেছে তাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। আর তাঁহাদের প্রীতিবিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে-বাসনা বা কাম, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবিষয়ক প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের পরিকর ভক্তদের অন্য কোনও কাম বা বাসনাই নাই। এজন্য তাঁহাদের কামকেও প্রেম বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজগোপীদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু॥ পূর্ববিভাগ॥ ২।১৪৩॥ —গোপরামাগণের প্রেমই 'কাম' এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে (কিন্তু ইহা স্বরূপতঃ কাম নহে); এজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্‌ভক্তগণও ইহা পাইতে ইচ্ছা করেন।"

শ্রীগৌর হইতেছেন স্বরূপতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কামলীলা যেমন বস্তুতঃ প্রেমলীলা, ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভাবে আবিষ্ট শ্রীগৌরের কামলীলাও তদ্রূপ বস্তুতঃ প্রেমলীলা। মায়া যখন তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, তখন মায়ার রজোগুণ হইতে উদ্ভূত আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনারূপ কামও তাঁহার মধ্যে থাকিতে পারে না।

আলোচ্য পয়ারের তাৎপর্য হইতেছে এই। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজগোপীদের সহিত লীলায় বিলসিত হইতেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য-মাধুর্য অসমোর্ধ্বরূপে বিকশিত হইত; তাঁহার সেই সৌন্দর্য-মাধুর্য সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিত; ব্রজরামাগণ তো তাঁহার রূপের আকর্ষণে বেদধর্ম-কুলধর্ম-স্বজনার্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিনামূল্যের দাসীরূপে তাঁহার প্রীতি-বিধানাত্মিকা সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গৌরসুন্দর যখন ব্রজললনাগণ-সহ-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহার মধ্যেও অসমোর্ধ্ব-সৌন্দর্য-মাধুর্য বিকশিত হইত; তাহার এমনই প্রভাব ছিল যে, তখন তাঁহাকে দর্শন করিলে "লক্ষার্ব্বুদ বনিতার" চিত্তও আকৃষ্ট হইতে পারিত। শচীনন্দন গৌর বস্তুতঃ যে অন্যরমণীদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত

ধন বিলসিতে বা যখন ইচ্ছা হয়।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময় ॥ ২৩৮
এমত উদ্ধত গৌরসুন্দর এখানে।
এই প্রভু বিরক্তি আশ্রয়িবেন যখনে ॥ ২৩৯
সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা নাহি ত্রিভুবনে।
অন্যে কি সম্ভবে তাহা ব্যক্ত সর্ব্বজনে ॥ ২৪০
এইমত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম্ম ॥ ২৪১
একদিন প্রভু আইসেন রাজপথে।
সাত পাঁচ পঢ়ুয়া প্রভুর চারিভিতে ॥ ২৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লীলা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কেন না, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অন্যত্র শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরই লিখিয়াছেন—প্রভু কোনও সময়েই অন্য রমণীর প্রতি নয়ন-কোণেও দৃষ্টিপাত করিতেন না, অন্য রমণীর উপস্থিতি জানিতে পারিলে তিনি নতমস্তকে এক পার্শ্বে গিয়া অবস্থান করিতেন। ১।১০।২০৮॥ এবং ২।১০।১৯৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩৮। "নিধি"-স্থলে "লক্ষ"-পাঠান্তর আছে। প্রভু হইতেছেন স্বয়ংভগবান্। তাঁহার মধ্যে ষড়ৈশ্বর্যের পূর্ণতম বিকাশ। যখন তিনি এই ঐশ্বর্যের ভাবে আবিষ্ট হইতেন, তখন যাঁহার প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করিতেন, তিনিই লোভনীয় ধনসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন। প্রজার—লোকের।

প্রভুর যুদ্ধলীলা, কামলীলা এবং ধনবিলাস-লীলার উল্লেখ কিন্তু মুরারী গুপ্ত, কবিকর্ণপূর এবং পরবর্তীকালের কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না।

২৩৯। বিরক্তি—সন্ন্যাস। আশ্রয়িবেন- আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। "প্রভু বিরক্তি আশ্রয়িবেন"-স্থলে "বিপ্র বিরক্তি আশ্রয়িলা"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই। সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা—পরবর্তী-কালে প্রভু যখন সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন যে-বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যে ভক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, সেই বৈরাগ্যের এবং সেই ভক্তির এক কণিকাও ত্রিভুবনে দৃষ্ট হয় না। "ভক্তি-কণা নাহি"-স্থলে "ভক্তিকলা নাহি" এবং "ভক্তি কোথায়"-পঠান্তরও আছে। ভক্তিকলা—ভক্তির অংশ। ব্যক্ত সর্ব্বজনে—সকলেই জানে।

২৪১। সবে সেবকেরে হারে—তাঁহার সেবকের (ভক্তের) নিকটে তিনি হার-মানেন, পরাজয় স্বীকার করেন। তিনি নিজেই সকলের বশীকর্তা; তথাপি তিনি কিন্তু তাঁহার সাধুভক্তগণের বশীভূত; তিনি ভক্তপরাধীন; তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ হইলেও ভক্তের নিকটে তিনি অস্বতন্ত্রের তুল্য। একথা ভগবান্ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্রইব দ্বিজ ॥ ভা. ৯।৪।৬৩। ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ভা. ৯।৪।৬৬॥" কেন এ-রূপ হয়? সে তাহান্ ধর্ম্ম—ইহা ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম, স্বভাব; তাঁহার স্বরূপগত ভক্তবাৎসল্যের ধর্ম।

মাঠরশ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ —সেই পরম-পুরুষ ভক্তির বশীভূত।" যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি বিরাজিত, ভক্তিই ভগবান্‌কে সেই ভক্তের বশীভূত করাইয়া দেন।

২৪২। রাজপথ—রাস্তা।

ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র মাত্র পরিধান।
অঙ্গে পানীতোলা পীত-পট্টের সমান ॥ ২৪৩
অধরে তাম্বূল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বোলে "মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন ?" ২৪৪
ললাটে তিলক-উর্দ্ধ পুস্তক-শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্মনেত্রে সর্ব্ব-তাপ হরে ॥ ২৪৫
স্বভাবে চঞ্চল পঢ়ুয়ার বর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে ॥ ২৪৬
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা-হাস ॥ ২৪৭
তানে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার।
"চিরজীবী হও" বোলে শ্রীবাস উদার ॥ ২৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪৩-২৪৪। ব্যবহারযোগ্য—"যাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করা চলিতে পারে, অর্থাৎ সাধারণ বা আটপৌরে। অ. প্র.।" পানীতোলা—"গামোছা। অ. প্র.।" পীত পট্টের সমান—পীত (হলদে) বর্ণ পট্টসূত্রনির্মিত কাপড়ের তুল্য। গামোছা-খানা বোধ হয় পীতবর্ণ ছিল। এই পয়ারের স্থলে পাঠান্তর—"ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান। অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥" রাজযোগ্য বস্ত্র—রাজাদের পরিধানের উপযোগী বহু মূল্য বস্ত্র। মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন—ইনি কি মূর্তিমান মদন ? "এই কি"-স্থলে "আইসে" এবং "এইত"-পাঠান্তর আছে।

২৪৫। তিলক উর্দ্ধ—উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক। উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলকই বেদানুগত শাস্ত্রের বিধান। "হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্। মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধ পুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতি॥ হ. ভ. বি. ৪।৮৭-ধৃত যজুর্বেদের হিরণ্যকেশীয় শাখা-বাক্য। —যাঁহার শরীরে হরিপদচিহ্ন বিরাজমান থাকে, তিনি পরতত্ত্ব ভগবান্ হরির প্রিয় হয়েন এবং তিনিই পুণ্যবান্। যিনি মধ্যে ছিদ্রযুক্ত-উর্ধ্বপুণ্ড্র-তিলক ধারণ করেন, তিনি মুক্তিভাক্ (মোক্ষলাভের যোগ্য) হইয়া থাকেন।"; "উর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্। হ. ভ. বি. ৪।৬৯ ধৃত-পাদ্মোত্তর-বচন। —প্রথমে ললাটদেশে উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ সকলের পক্ষেই নির্দিষ্ট"; উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধরেদ্ বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ। ন তির্য্যক্ ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন॥ হ. ভ. বি. ৪।৭৪-ধৃত পাদ্মোত্তর-বচন।—বৈদিক বিপ্র শুভ্র মৃত্তিকাদ্বারা উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি আপৎকালেও কখনও তির্যক পুণ্ড্র ধারণ করিবেন না।"; "তির্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ॥ হ. ভ. বি. ৪।৭৫-ধৃত স্কান্দবচন। —মরণ উপস্থিত হইলেও তির্যক্পুণ্ড্র ধারণ করিবে না।"; "ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য উর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে। তং পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রে ন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকম্। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥ হ. ভ. বি. ৪।৭৬-ধৃত প্রমাণ॥—যে-বিপ্রের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু উর্ধ্বপুণ্ড্র দৃষ্ট হয় না, তাঁহার স্পর্শ বা দর্শন করিলে সবস্ত্রে স্নান করিবে। বৈষ্ণবেরা উর্ধ্বপুণ্ড্র-স্থলে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন না। যিনি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন, তাঁহার কোনও কর্মই শ্রীহরির প্রীতির হেতু হয় না।" "সর্ব্ব-তাপ"-স্থলে "সর্ব্ব-পাপ"-পাঠান্তর আছে।

২৪৭। "মহা-হাস"-স্থলে "হইল উল্লাস"-পাঠান্তর আছে। উল্লাস—আনন্দ।

২৪৮। "চির জীবী"-স্থলে "চিরঞ্জীব-পাঠান্তর। অর্থ একই।

হাসিয়া শ্রীবাস বোলে "কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥ ২৪৯
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পঢ়াও? ২৫০
পঢ়ে লোক কেনে? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? ২৫১
এতেকে সর্ব্বথা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পঢ়িলা ত, এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥" ২৫২
হাসি বোলে মহাপ্রভু "শুনহ পণ্ডিত!
তোমার কৃপায় সেহো হইব নিশ্চিত॥" ২৫৩
এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি শিষ্য-সহিতে বসিলা॥ ২৫৪
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥ ২৫৫
কোটিমুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥ ২৫৬
চন্দ্র-তারাগণ বা বলিব, সেহো নহে।
সকলঙ্ক, তার কলা-ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়ে॥ ২৫৭
সর্ব্ব-কাল-পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক, তেঞি সে উপমা দূরে গেলা॥ ২৫৮
বৃহস্পতি-উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তেঁহো একপক্ষে—দেবগণের সহায়॥ ২৫৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪৯। কতি—কোথায়।

২৫১। ১।৮।৪৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৪। "বসিলা"-স্থলে "মিলিলা"-পাঠান্তর।

২৫৭-২৫৮। চন্দ্র এবং তারকাগণও গৌরের শোভার উপমা হইতে পারে না। কেন না, চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ বটে; কিন্তু সর্বদা তাহার এই পূর্ণতা থাকে না; কলার ক্ষয় আছে। কিন্তু গৌরের শোভা সর্বদা পরিপূর্ণ, তাহা কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। আবার চন্দ্রে কলঙ্কও আছে; কিন্তু গৌরের শোভায় কোনও কলঙ্ক নাই। এই শোভা সর্বদা সর্বত্র পরমোজ্জ্বল। তারকাগণের ঔজ্জ্বল্য তো অতি ক্ষীণ; তাহা জগৎকে আলোকিত করিতে পারে না। পূর্ণচন্দ্র জগৎকে আলোকিত করিলেও গুহাকে আলোকিত করিতে পারে না; কিন্তু গৌরের শোভা জগদ্‌বাসীর চিত্তগুহাকেও আলোকিত করিয়া তত্রত্য কল্মষরূপ অন্ধকারকে সর্বকালের জন্য নিঃশেষে বিদূরিত করে। **সকলঙ্ক**—চন্দ্র কলঙ্কযুক্ত। **তার কলা ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়ে**—চন্দ্রের কলার (অংশের) ক্ষয়ও আছে, বৃদ্ধিও আছে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের কলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অমাবস্যাতে সমস্ত কলাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার অমাবস্যার পরে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পূর্ণিমাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। **নিষ্কলঙ্ক**—প্রভুর শোভা কলঙ্কহীন। প্রভুর শোভার যে উপমা নাই, তাহা বলিয়া প্রভুসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়েরও যে উপমা নাই, পরবর্তী কয় পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

২৫৯। **না জুয়ায়**—উপযুক্ত হয় না। কেন না, **তেঁহো**—বৃহস্পতি। **এক পক্ষে**—কেবল দেবগণের পক্ষে থাকেন বৃহস্পতি। তিনি দেবগুরু। তিনি অসুরগণের বিরোধী, সুতরাং পক্ষপাত-দোষে দোষী।

এ প্রভু সভার পক্ষ, সহায় সভার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইহার॥ ২৬০
কামদেব-উপমা বা দিব, সেহো নহে।
তিঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয়ে॥ ২৬১
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে, সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম-নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়॥ ২৬২
এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নহে।
সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয়ে॥ ২৬৩
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ-মধ্যে বসি করেন বিহার॥ ২৬৪
সেই-গোপবৃন্দ লই, সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ॥ ২৬৫
গঙ্গাতীরে যে যে জনে দেখে প্রভুর মুখ।
সেই পায়ে অতি-অনির্ব্বচনীয় সুখ॥ ২৬৬
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি-বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্ব্বজন॥ ২৬৭
কেহো বোলে "এত তেজ মানুষের নহে।"
কেহো বোলে "এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়ে॥" ২৬৮
কেহো বোলে "বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, হেন বুঝি, কখনো না নড়ে॥ ২৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬০। এ প্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই; তিনি সকলেরই সহায়তা করেন।

২৬১। "উপমা বা দিব, সেহো নহে"-স্থলে "উপমা দিব সেহো ইহঁ নহে"-পাঠান্তর আছে। কামদেবও প্রভুর উপমার যোগ্য নহে; কেন না তিঁহো চিত্তে ইত্যাদি—চিত্তে কামদেব জাগ্রত হইলে চিত্তের ক্ষোভ জন্মে, কামবেগে চিত্ত চঞ্চল হয়। প্রাকৃত কামদেব মায়িক রজোগুণকে উচ্ছ্বসিত করিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায়।

২৬২। সর্ব্ববন্ধক্ষয়—মায়ার সমস্ত-বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তাহার ফলে পরম-নির্ম্মল ইত্যাদি—চিত্ত পরম-নির্মল ও সুপ্রসন্ন হয়।

২৬৩। এই গৌরচন্দ্রের একটিমাত্র উপমা আছে। সেই উপমা হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (পরবর্তী ২৬৪-৬৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয়ে"-স্থলে "একমাত্র উপমান সবে (মোহর) চিত্তে লহে"-পাঠান্তর। উপমান—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহাকে "উপমান" এবং যাহার উপমা দেওয়া হয়, তাহাকে "উপমেয়" বলে। যেমন, "এই মুখখানা চন্দ্রের তুল্য সুন্দর"—এস্থলে "চন্দ্র" হইতেছে "উপমান" এবং "মুখ" হইতেছে "উপমেয়"।

২৬৪। কালিন্দী—যমুনা। "করেন"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর।

২৬৭। কাণাকাণি করে—পরস্পরের কাণে কাণে কথা বলাবলি করে। "কাণাকাণি করে"-স্থলে "নানা বাণী কহে"-পাঠান্তর আছে। বাণী—কথা।

২৬৯। বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে—গৌড় (বাংলা) দেশে একজন বিপ্র রাজা হইবেন, এইরূপ একটি প্রবাদ-বাক্য তখন প্রচলিত ছিল। সেই প্রবাদ-বাক্য স্মরণ করিয়াই কেহ কেহ এ-সকল কথা বলিয়াছেন। সেই এই—এই গৌরই সেই বিপ্র, যিনি ভবিষ্যতে গৌড়ের রাজা হইবেন। হেন বুঝি—এই রূপই আমার মনে হইতেছে। কখনো না নড়ে—ইহার নড়্‌চড়্‌ (অন্যথা) হইবে না। ইনিই গৌড়ের রাজা হইবেন, ইহা নিশ্চিত। "কখনো"-স্থলে "কখন"-পাঠান্তর আছে।

রাজচক্রবর্ত্তি-চিহ্ন দেখিয়ে সকল।"
এইমত বোলে যার যত বুদ্ধিবল॥ ২৭০
অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা-সমীপে বসিয়া॥ ২৭১
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয়॥ ২৭২
প্রভু বোলে "তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥ ২৭৩
সেই বাক্য যদি বাখানিয়ে আর-বার।
আমা' প্রবোধিব, হেন দেখি শক্তি কার?" ২৭৪
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা সভার॥ ২৭৫
কত বা প্রভুর শিষ্য, তার অন্ত নাঞি।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞিঠাঞি॥ ২৭৬
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার।
আসিয়া প্রভুর পা'য় করে নমস্কার॥ ২৭৭
"পণ্ডিত! আমরা পড়িবাঙ তোমা' স্থানে।
কিছু জানি, হেন কৃপা করিবা আপনে॥" ২৭৮
'ভাল ভাল' হাসি প্রভু বোলেন বচন।
এই মত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ॥ ২৭৯
গঙ্গাতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া॥ ২৮০
চতুর্দ্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক॥ ২৮১
সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন্ জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক? ২৮২
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে' সংসারবন্ধন॥ ২৮৩
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, নহিল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥ ২৮৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭০। রাজচক্রবর্ত্তি-চিহ্ন—রাজচক্রবর্তীর লক্ষণসমূহ। রাজ চক্রবর্ত্তী—রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। "রাজশ্রী বা রাজচিহ্ন" এবং "রাজগ্রীবা রাজচিহ্ন"-পাঠান্তরও আছে। রাজশ্রী—রাজার ন্যায় সৌন্দর্য। রাজগ্রীবা—রাজার গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা (ঘাড়)। বুদ্ধিবল—বুদ্ধির সামর্থ্য।

২৭১। অধ্যাপক-প্রতি সব—সমস্ত অধ্যাপকের প্রতি।

২৭৩। "একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত"-স্থলে "এক ব্যাখ্যা করে যদি আমার সমীপ"-পাঠান্তর আছে।

২৭৪। বাখানিয়ে—ব্যাখ্যা করিয়া। "সেই বাক্য বাখানিয়ে"-স্থলে "সেই ব্যাখ্যা যদি বাখানিঞা" এবং "দেখি শক্তি"-স্থলে "শক্তি আছে"-পাঠান্তরও আছে।

২৭৫। ব্যঞ্জেন—ব্যক্ত করেন। "সর্ব্বগর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা"-স্থলে "চিত্তবৃত্তি প্রভু তবে জানিঞা"-পাঠান্তর আছে।

২৭৭। পায়—চরণে। "করে"-স্থলে "হয়"-পাঠান্তর আছে। প্রতি দিনই প্রভুর নিকটে দশ-বিশ জন নূতন বিদ্যার্থী আসেন।

২৭৮। কিছু জানি—আমরা কিছু যেন শিখিতে পারি।

২৮০। বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি—স্বয়ংভগবান্। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮১। অশোক—শোক-দুঃখহীন।

তথাপিহ এই কৃপা কর' গৌরচন্দ্র।
সে লীলা মোহর স্মৃতি হউ জন্মজন্ম ॥ ২৮৫
স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথাযথা।
লীলা কর, মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা ॥ ২৮৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৮৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ-নগর-ভ্রমণাদিবর্ণনং
নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৬। "ভৃত্য হঙ তথা"-স্থলে "ভৃত্য হঙ তথা তথা"-পাঠান্তর আছে।

২৮৭। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(২. ৫. ১৯৬৩—৮. ৫. ১৯৬৩)

আদি খণ্ড

নবম অধ্যায়

জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্ত-গোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ ॥ ১
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু শুভ-দৃষ্টি-পাত ॥ ২
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের শ্রীভক্তসমাজ ॥ ৩
হেনমতে বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
বৈসেন সভার করি বিদ্যা-গর্ব্ব-পাত ॥ ৪
যদ্যপিহ নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা-শাস্ত্র-রাজ ॥ ৫
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী, মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো নাহি কোনো কার্য্য ॥ ৬
যদ্যপিহ সভেই স্বতন্ত্র, সভে জয়ী।
শাস্ত্রচর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সহী ॥ ৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। প্রভুর বিদ্যারসের আস্বাদন। নবদ্বীপে এক মহাপ্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন; তাঁহার আগমনে নবদ্বীপের গৌরবহানিভয়ে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের চিন্তা ও ভয়। প্রভুকর্তৃক সরস্বতীর বরপুত্র সেই দিগ্বিজয়ীর পরাজয়। তাঁহাকে পরাজিত করিয়াও প্রভুর শিষ্যদের সাক্ষাতে প্রভুকর্তৃক দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যের ও কবিত্ব-শক্তির উচ্চ প্রসংশা। সরস্বতীর চরণে দিগ্বিজয়ীর দুঃখ-নিবেদন এবং স্বপ্নে সরস্বতীকর্তৃক দিগ্বিজয়ীর নিকটে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব-কথন এবং প্রভুর চরণে শরণ-গ্রহণের নিমিত্ত দিগ্বিজয়ীর প্রতি উপদেশ। দিগ্বিজয়িকর্তৃক প্রভুর চরণাশ্রয়, তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা, তাহার ফলে দিগ্বিজয়ীর সংসার-বৈরাগ্য এবং শ্রীকৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ।

১। **দ্বিজকুল-দীপ**—দ্বিজকুলের প্রদীপতুল্য। "দীপ"-স্থলে "চন্দ্র"-পাঠান্তর আছে। **ভক্ত-গোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ**—ভক্তগণের চিত্তের আনন্দস্বরূপ (গৌরচন্দ্র)।

২। **দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ**—১।৭।২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। **শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ**—মায়াতীত ভগবদ্ধামসমূহের অধীশ্বর; স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিদ্যাগর্ব্ব-পাত**—বিদ্যার গর্বকে অধঃপাতিত (করিয়া)।

৫। "কোট্যর্ব্বুদ"-স্থলে "কোটিসংখ্য" এবং "রাজ"-স্থলে "জাত" এবং "সাজ"-পাঠান্তর আছে। **নানা-শাস্ত্র-রাজ**—"রাজা যেরূপ প্রজাগণকে বশীভূত করেন, এইরূপ যাঁহারা নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লোকরঞ্জন-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন বা সমধিক শোভাসম্পন্ন হইয়াছেন। অ. প্র.।" বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। পাঠান্তরে, **নানাশাস্ত্র-জাত**—নানা শাস্ত্রের অনুশীলনজনিত পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট। **নানা-শাস্ত্র-সাজ**—নানা শাস্ত্রের অনুশীলন-জনিত পাণ্ডিত্যরূপ সজ্জা-(শোভা)-বিশিষ্ট।

৭। **স্বতন্ত্র**—অন্যনিরপেক্ষ; শাস্ত্রসম্বন্ধে কোনও বিষয়ে অপরের সাহায্যের অপেক্ষাহীন। **জয়ী**—শাস্ত্রযুদ্ধে অন্যান্য পণ্ডিতগণের পরাজয়কারী। "জয়ী"-স্থলে "সর্ব্বজয়ী"-পাঠান্তর আছে।

প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরম্পরা সাক্ষাতেও সভেই শুনেন ॥ ৮
তথাপিহ হেন জন নাই প্রভু-প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো কভো নহে মতি ॥ ৯
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সভেই যায়েন একদিগে নম্র হৈয়া ॥ ১০
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি-বড় দাস ॥ ১১
প্রভুর পাণ্ডিত্যবুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সভেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল-মতে ॥ ১২
কোনরূপে কেহো প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সভার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে ॥ ১৩
প্রভু দেখি স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি সভে হয় বশ ॥ ১৪
তথাপিহ হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তানে হেন জন নাই ॥ ১৫
তেঁহো যদি না করেন আপনা' বিদিত।
তবে তানে কেহো নাহি জানে কদাচিত ॥ ১৬
তেঁহো পুন নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বরীতে।
তাহান মায়ায় পুনী সভে বিমোহিতে ॥ ১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নাহি সহী—সহ্য করেন না; পরাজিত করার উদ্দেশ্যে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কোচ অনুভব করেন না। **ব্রহ্মারেও**—ব্রহ্মা নারায়ণের নিকটে বেদশাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়া মহাবিজ্ঞ হইয়াছেন; সেই ব্রহ্মাকেও, বা ব্রহ্মার ন্যায় মহাবিজ্ঞ পণ্ডিতকেও।

৮। **নিরবধি**—সর্বদা। **আক্ষেপ**—অন্য পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের নিন্দা। **পরম্পরা**—অন্য-লোকের মুখে। "পরম্পরা"-স্থলে "পরস্পর"-পাঠান্তর আছে। **পরস্পর**—এক অধ্যাপক পণ্ডিত অপর অধ্যাপকের নিকটে যখন বলেন, তখন।

৯। প্রভু সর্বদা সকল অধ্যাপকের নিন্দা করিতেছেন, ইহা শুনিলেও প্রভুর উক্তির প্রতিবাদ করিতে কোনও অধ্যাপকেরই মতি—ইচ্ছা বা সাহস হয় না। "কভো নহে মতি"-স্থলে "নাহি শক্তি কতি"-পাঠান্তর। **শক্তি কতি**—কোনও শক্তি বা কোথাও শক্তি।

১০। প্রতিবাদ করিতে কেন মতি হয় না, এই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। **সাধ্বস**—ভয়, ত্রাস, সঙ্কোচ।

১১। **করেন সম্ভাষ**—আপনা হইতে কাহারও সহিত কথা বলেন। **অতি বড় দাস**—নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রভুর অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়েন।

১২। **গঙ্গাতীরে**—গঙ্গার তীরবর্তী নবদ্বীপে।

১৩। "চিত্তে"-স্থলে "সদা"-পাঠান্তর আছে। **চিত্তে জাগয়ে অন্তরে**—চিত্তের অন্তস্তলে জাগ্রত হয়।

১৪। **স্বভাবেই**—আপনা-অপনিই। "স্বভাবেই"-স্থলে "সভারেই", এবং "স্বভাবেও" এবং "অতএব"-স্থলে "প্রভাবেই" এবং "স্বভাবেই"-পাঠান্তর।

১৫। **বড়াই**—মহিমা।

১৭। "পুন"-স্থলে "পুনী" এবং "পুণ্য"-পাঠান্তর। **পুনী**—পুনঃ।

হেনমতে সভারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ ॥ ১৮

হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই ॥ ১৯
সরস্বতীমন্ত্রের একান্ত-উপাসক।
মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ ॥ ২০
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণু-বক্ষ-স্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা—সরস্বতী জগন্মাতা ॥ ২১
ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
'ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী' করি বর দিলা ॥ ২২
যাঁর দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
'দিগ্বিজয়ী' বর বা তাহান কোন্ শক্তি ॥ ২৩
পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান।
সংসার জিনিঞা বিপ্র বুলে স্থানেস্থান ॥ ২৪
সর্ব্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর ॥ ২৫
যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোন-জনে।
দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে ॥ ২৬
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিতসমাজ যত, তার নাহি সীমা ॥ ২৭
পরম-সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই।
সভা' জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী ॥ ২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮। "রঙ্গ"-স্থলে "আনন্দ"-পাঠান্তর।

১৯। মহাদিগ্‌বিজয়ী—অতি প্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। কোনও প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরের মতে ইঁহার নাম ছিল কাশ্মীরদেশীয় কেশব-ভট্ট বা কেশব-কাশ্মিরী।

২১। এই পয়ারে সরস্বতীর স্বরূপতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। দেবী সরস্বতী হইতেছেন, **বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী**—বিষ্ণু (কৃষ্ণ)-ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি আবার **বিষ্ণুবক্ষ-স্থিতা**—শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা, বিষ্ণু-প্রেয়সী। **মূর্ত্তিভেদে রমা**—এই জগন্মাতা সরস্বতীরই এক মূর্তি বা স্বরূপ হইতেছেন রমা (লক্ষ্মীদেবী)। লক্ষ্মীরূপেই তিনি বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা।

২২। **ব্রাহ্মণেরে**—পূর্বোল্লিখিত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে। **প্রত্যক্ষ হইলা**—দর্শন দিয়াছিলেন। **ত্রিভুবন দিগ্‌বিজয়ী ইত্যাদি**—দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে দর্শন দিয়া সরস্বতী তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন—"তুমি ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী হইবে।"

২৩। **কোন্ শক্তি**—কোন্ শক্তির বিকাশ? অর্থাৎ যাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে বিষ্ণুভক্তি জন্মিতে পারে, দিগ্বিজয়ী হওয়ার বরদান তাঁহার বাস্তব কৃপার পরিচায়ক নহে; ইহা তাঁহার কৃপার বা শক্তির আভাসের ফল।

২৪। **বুলে**—ভ্রমণ করে।

২৬। **কক্ষা**—পূর্বপক্ষ, প্রশ্ন।

২৮। **পরম সমৃদ্ধ**—অত্যন্ত ধনসম্পত্তিবিশিষ্ট। **অশ্ব**—ঘোড়া। **গজ**—হাতী। সেই দিগ্বিজয়ী নানাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া পুরস্কারস্বরূপ বহু ধনসম্পত্তি এবং হাতী-ঘোড়া লাভ করিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, নবদ্বীপে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত

প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি পণ্ডিতসভায়।
মহা-ধ্বনি উপজিল সর্ব্ব-নদীয়ায়॥ ২৯
"সর্ব্ব-রাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥" ৩০
'সরস্বতীর বরপুত্র' শুনি সর্ব্বজনে।
পণ্ডিতসভার বড় চিন্তা হৈল মনে॥ ৩১
"জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থানে।
সভা' জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখানে॥ ৩২
হেন-স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিঞা।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিঞা॥ ৩৩
যুঝিতে বা কার্ শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে॥ ৩৪
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভো পারে তার সনে?" ৩৫
সহস্র সহস্র মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য।
সভেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥ ৩৬
চতুর্দ্দিগে সভেই করেন কোলাহল।
"বুঝিবাঙ এই যার যত বিদ্যাবল॥" ৩৭
এ সব বৃত্তান্ত যত পঢ়ুয়ার গণে।
কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥ ৩৮
"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিঞা বুলে জয়পত্র ধরি॥ ৩৯
হস্তী ঘোঁড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈল নবদ্বীপে স্থিতি॥ ৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আছেন, তখন তাঁহাদিগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার হাতী-ঘোড়াদি সহ নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন।

৩০। জয়পত্র—তর্কযুদ্ধে বা শাস্ত্রবিচারে পণ্ডিতদিগকে কেহ পরাজিত করিলে, পরাজিত পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে, স্বীয়-জয়সূচক যে-পত্র বা লিখন তিনি প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকে তাঁহার (সেই বিজয়ী পণ্ডিতের) জয়পত্র বলে।

৩২। জম্বুদ্বীপ—এই পৃথিবী হইতেছে সপ্তদ্বীপা। সেই সাতটি দ্বীপের নাম হইতেছে—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর (ভা. ৫।১।৩২)। জম্বুদ্বীপ হইতেছে এই সাতটি দ্বীপের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। ভারতবর্ষ এই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। এই দ্বীপগুলি হইতেছে বস্তুতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ। জম্বুদ্বীপে খ্যাতনামা পণ্ডিতদের যে-সকল প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তাহাদের মধ্যে নবদ্বীপও একটি প্রসিদ্ধ-পণ্ডিত-প্রধান স্থান এবং সেই নবদ্বীপ অন্যান্য পণ্ডিত-স্থান অপেক্ষা সমধিক গৌরবময়—একথা সমস্ত জগতেই বিদিত।

৩৩। সংসারেই—জগদ্বাসী সকলেই। "সংসারেই"-স্থলে "সংসারে এই"-পাঠান্তর আছে। অপ্রতিষ্ঠা—কলঙ্ক।

৩৪। যুঝিতে—তর্কযুদ্ধ করিতে। "যুঝিতে"-স্থলে "বুঝিতে" পাঠান্তর আছে।

৩৫-৩৬। বাদে—বাদ-বিতণ্ডায়, তর্কযুদ্ধে। "মনে"-স্থলে "বড়"-পাঠান্তর আছে।

৩৭। বুঝিবাঙ—বুঝিব। কাহার বিদ্যার কতটুকু শক্তি, এইবার বুঝা যাইবে।

৪০। দোলা—পাল্কী। লোক অনেক সংহতি—সঙ্গে অনেক লোক। স্থিতি—অবস্থান, বাস। "আসিয়া হৈল নবদ্বীপে স্থিতি"-স্থলে "আইলা তেঁহো নবদ্বীপ-প্রতি"-পাঠান্তর আছে।

নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল-সভায়॥" ৪১
শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥ ৪২
"শুন ভাইসব! এই কহি তত্ত্ব-কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥ ৪৩
যে যে-গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥ ৪৪
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥ ৪৫
হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিঞাছ যে যে জন॥ ৪৬
বুঝ দেখি, কার্ গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়ে?
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥ ৪৭
এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।
দেখিবা এথাই সব হইব সংহার॥" ৪৮
এত বলি হাসি প্রভু সর্ব্ব-শিষ্য-সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥ ৪৯
গঙ্গাজল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি।
বসিলেন গঙ্গাতীরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ৫০
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে পরম-শোভন॥ ৫১
ধর্ম্ম-কথা শাস্ত্র-কথা অশেষ কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে॥ ৫২
কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে? ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪১। প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিপক্ষ, বিরুদ্ধপক্ষে বিচার করিতে ইচ্ছুক।

৪২-৪৩। তত্ত্ববাণী—তত্ত্ব-কথা, প্রকৃত কথা। "তত্ত্ব-কথা"-স্থলে "সত্য কথা"-পাঠান্তর।

৪৬। হৈহয়—মাহিষ্মতীপুর-পতি কার্তবীর্যার্জুন। দত্তাত্রেয়ের নিকটে বর লাভ করিয়া ইনি সহস্রবাহু হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত গর্বিত হইয়াছিলেন। তিনি পরশুরামের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন। নহুষ—রাজা যযাতির পিতা। ইনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্বিত হইয়াছিলেন; পরে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের শাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেণ—রাজর্ষি অঙ্গের পুত্র এবং রাজা পৃথুর পিতা। গর্বিত হইয়া ইনি বহু জীবহিংসা করিয়াছিলেন, পরে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "বেণ"-স্থলে "বাণ" এবং "বলি"-পাঠান্তর আছে। নরক—নরকাসুর। বরাহরূপী বিষ্ণু হইতে পৃথিবীর গর্ভে ইহার জন্ম। গর্বিত হইয়া ইনি জগদ্বাসীর উপর অশেষ উপদ্রব করিয়াছিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। রাবণ—লঙ্কেশ্বর। অত্যন্ত গর্বিত ও অত্যাচারী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। মহাদিগ্বিজয়ী—হৈহয়াদি সকলেই স্ব-স্ব-ব্যাপারে মহাদিগ্বিজয়ী ছিলেন এবং তাঁহাদের ন্যায় মহাদিগ্বিজয়ী আরও কেহ কেহ ছিলেন।

৪৮। তাহার—নবদ্বীপে আগত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের।

৪৯। "আইলেন"-স্থলে "চলিলেন"-পাঠান্তর।

৫০। "গঙ্গাতীরে"-স্থলে "শিষ্য-সঙ্গে"-পাঠান্তর আছে।

৫২। "অশেষ"-স্থলে "অনেক"-পাঠান্তর আছে।

৫৩। প্রভু কাহারও নিকটে কিছু প্রকাশ না করিয়া, কি প্রকারে দিগ্‌বিজয়ীর গর্ব চূর্ণ

এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।
'জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর'॥ ৫৪
সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে॥ ৫৫
লাঘবো বিপ্রেরে করিবেক সর্ব্ব-লোকে।
লুঠিবেক সর্ব্বস্ব, মরিবে বিপ্র শোকে॥ ৫৬
দুঃখ না পাইব বিপ্র, গর্ব্ব হৈব ক্ষয়॥
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ি-জয়॥" ৫৭
এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশায়ে আইলা সেই-স্থানে॥ ৫৮
পরম-নির্ম্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী॥ ৫৯

॥ ধানশী রাগ ॥

(হরি বলি গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি।
জগ-মন বান্ধল করুণ বোল বলি॥ ধ্রু॥) ৬০
শিষ্য-সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব্ব-মনোহর॥ ৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিবেন, নিজের মনে সে-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে পরাজিত করিবেন, সে-বিষয়ে প্রভুর চিন্তা নহে। তিনি যে অনায়াসেই দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিতে পারিবেন, সে-বিষয়ে প্রভু নিঃসন্দেহ। পরাজিত হইলেই দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কার ধূলিসাৎ হইবে। কিন্তু কিভাবে, কোন্ স্থলে তাঁহাকে পরাজিত করিলে দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়ের কথা লোকে জানিতে পারিবে না, লোকের সাক্ষাতে পরাজয়-জনিত দুঃখও দিগ্বিজয়ী অনুভব করিতে পারিবেন না, এই বিষয়েই প্রভু মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। লোকের সাক্ষাতে সম্মানিত ব্যক্তির অসম্মান করা যে সঙ্গত নহে, প্রভু এ-স্থলে তাহাই জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন। প্রভুর চিন্তার বিবরণ পরবর্তী ৫৪-৫৭ পয়ারে প্রদত্ত হইয়াছে।

৫৪। মহা-অহঙ্কার—অত্যন্ত অহঙ্কার। "জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর"—এইরূপ ধারণাই দিগ্বিজয়ীর মহা-অহঙ্কারের পরিচায়ক। মোহর—মোর, আমার।

৫৫। সভামধ্যে—বহু লোকের সাক্ষাতে। মৃততুল্য—মৃত বা প্রাণহীন লোকের ন্যায়। মৃত ব্যক্তির সহিত যেমন কেহ কথা বলে না, সম্ভাষার অযোগ্য মনে করিয়া তদ্রূপ ইহার সহিতও কেহ বাক্যালাপ করিবে না। সকলে মনে করিবে, ইহার বাস্তবিক কোনও পাণ্ডিত্যই নাই। ইহা হইবে ইহার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক এবং অত্যন্ত দুঃখজনক। "সংসার-ভিতরে"-স্থলে "সকল সংসারে"-পাঠান্তর আছে।

৫৬। লাঘব—লঘুতা, হেয়তা। লাঘবো বিপ্রেরে ইত্যাদি—দিগ্বীজয়ী বিপ্রের হেয়তা বুঝিতে পারিয়া সকলে তাঁহাকে ধিক্কারও দিবে। "লাঘবো বিপ্রেরে"-স্থলে "অনাদর বিপ্রেরে"-পাঠান্তর আছে। "লুঠিবেক সর্ব্বস্ব, মরিবে বিপ্র"-স্থলে "সর্ব্বস্ব নিবেক, বিপ্র মরিবেক"-পাঠান্তর আছে। শোকে—সর্বসমক্ষে পরাজয়ের দুঃখে।

৫৭। বিরলে—নির্জন স্থানে।

৫৯। "হইয়া আছেন"-স্থলে "হইয়াছে অতি"-পাঠান্তর আছে।

হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন ॥ ৬২
মুক্তা জিনি শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব-কলেবর ॥ ৬৩
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥ ৬৪
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তহি অনন্ত-বিজয় ॥ ৬৫
শ্রীললাটে উর্দ্ধ-সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর ॥ ৬৬
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম-উরু-মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥ ৬৭
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ ॥ ৬৮
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥ ৬৯
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে "এই বুঝি নিমাঞি-পণ্ডিত ?" ৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৪। সিংহগ্রীব—সিংহের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাঁহার, তাহাকে বলে সিংহগ্রীব। গ্রীবা—ঘাড়। গজ—হস্তী। গজ-স্কন্ধ—হাতীর স্কন্ধের (কাঁধের) ন্যায় স্কন্ধ যাঁহার, তাঁহাকে বলে গজস্কন্ধ। বিলক্ষণ—অসাধারণ।

৬৫। শ্রীবিগ্রহ—শ্রী (শোভা) সম্পন্ন বিগ্রহ (শরীর)। "শ্রীবিগ্রহ"-স্থলে "সুবিগ্রহ"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—উত্তম শরীর। এই শ্রীবিগ্রহের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সুপ্রকাণ্ড—সু (উত্তম) এবং প্রকাণ্ড, অথবা উত্তমরূপে প্রকাণ্ড। প্রকাণ্ড—খুব বড়। সাধারণ লোকের শরীর অপেক্ষা মহাপ্রভুর শরীর অনেক বড় ছিল। প্রভুসম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"তপ্তহেমসম কান্তি—প্রকাণ্ড শরীর। নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥ চৈ. চ. ॥ ১।৩।৩২ ॥" "প্রকাণ্ড-শরীর"-শব্দের তাৎপর্য কি, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। "দৈর্ঘ্য বিস্তারে যেই আপনার হাথে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ চৈ. চ. ॥ ১।৩।৩৩-৩৪ ॥" এ-স্থলে "প্রকাণ্ড শরীরের" লক্ষণ বলা হইয়াছে। দৈর্ঘ্যে (উচ্চতায়) এবং বিস্তারে (প্রস্থে—অর্থাৎ দুই বাহু প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তারে) নিজের হাতের মাপে যাঁহার শরীর চারিহাত পরিমাণ হয়, তাঁহার সেই শরীরকে বলে "প্রকাণ্ড শরীর" অথবা "ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল শরীর"। একমাত্র ভগবৎ-স্বরূপের শরীরই হয় এতাদৃশ "প্রকাণ্ড শরীর"। মানুষের শরীর হয়, নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত বা সাত বিঘত। বর্তমান কল্পের ব্রহ্মাও জীবতত্ত্ব; তাঁহার শরীরও যে সাত বিঘত, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।" সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ॥ ভা. ১০।১৪।১১ ॥" হৃদয়—বক্ষঃস্থল। যজ্ঞসূত্ররূপে ইত্যাদি—যজ্ঞসূত্র (উপবীত)-রূপে শ্রীঅনন্তদেব (শেষনাগ) বিশেষরূপে জয়যুক্ত (বা শোভা সম্পন্ন) হইতেছেন। অনন্ত-বিজয়—অনন্তদেবের আগমন (যজ্ঞসূত্র-রূপে)।

৬৭। যোগপট্টছান্দে—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯। "বসিয়া আছেন"-স্থলে "প্রভুরে বেঢ়িয়া"-পাঠান্তর। বেঢ়িয়া—বেষ্টন করিয়া।

অলখিতে সেই-স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য চা'হে একদৃষ্টি হই ॥ ৭১
শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা 'কি নাম ইহান ?"
শিষ্য বোলে 'নিমাঞি পণ্ডিতখ্যাতি যা'ন ॥" ৭২
তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥ ৭৩
তানে দেখি প্রভু কিছু ঈষত হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া ॥ ৭৪
পরম-নিঃশঙ্ক সেই, দিগ্বিজয়ী আর।
তভো প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার ॥ ৭৫
ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এই মত হয়।
দণ্ড দেখিতে কি বাহু কখন উঠয় ? ৭৬
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্র-সঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে ॥ ৭৭
প্রভু কহে "তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি, যাহা তুমি না কর' বর্ণনা ॥ ৭৮
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিঞা সভার হউ পাপ-বিমোচন ॥" ৭৯
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥ ৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭১। অলক্ষিতে—কাহারওকর্তৃক লক্ষিত না হইয়া। তাঁহার উপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করিতে বা জানিতে, পারে নাই।

৭৪। "বসিতে বলিলা"-স্থলে "বসাইলা প্রভু"-পাঠান্তর।

৭৫। পরম নিঃশঙ্ক—অত্যন্ত নির্ভয়। দিগ্বিজয়ী আর—(তাতে আবার) তিনি দিগ্বিজয়ী; সুতরাং কাহারও নিকট হইতে তাঁহার ভয়ের বা আশঙ্কার হেতু কিছুই নাই। তভো—তথাপি। সাধ্বস—ভয়, সঙ্কোচ।

৭৬। ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি—ঈশ্বরের স্বাভাবিকী শক্তি বা স্বরূপগত প্রভাব। এইমত হয়—এই-রূপই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের (ঈশ্বর শ্রীগৌরের) স্বাভাবিক বা স্বরূপগত প্রভাবই এইরূপ যে, স্বভাবতঃ নির্ভীক এবং তাতে আবার দিগ্বিজয়ী হইয়াও প্রভুর দর্শনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ভয় জন্মিয়াছিল। একটি দৃষ্টান্তের সহায়তায় এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা হইয়াছে—"দণ্ড দেখিতে কি বাহু কখন উঠয়—দণ্ড দেখিলে কি কখনও বাহু উত্থিত হয় ? অর্থাৎ বাহু কখনও উত্থিত হয় না।" দেখিতে—দেখিতে পাইলে, দেখিলে। তাৎপর্য হইতেছে এই। কোনও লোকের নিজের হাতে যদি দণ্ড (লাঠি) বা তদ্রূপ কোনও কিছুই না থাকে, তিনি যদি দেখেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরুদ্ধপক্ষ লাঠি লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বাহু উত্থিত করিয়া সেই বাহুদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর লাঠিকে রোধ করার জন্য চেষ্টা করেন না, প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্যত লাঠি দেখিয়া তিনি ভয়ই পাইয়া থাকেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। তদ্রূপ, প্রভুর স্বাভাবিক প্রভাব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের চিত্তে ভয় জন্মিল, প্রভুর সহিত বাদানুবাদ করার ইচ্ছা তাঁহার আর রহিল না। "দেখিতে কি" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের স্থলে "দেখিতেই মাত্র তার সাধ্বস জন্মায়" এবং "দেখি দিগ্বিজয়ী হৈল পরম বিস্ময়"-পাঠান্তরও আছে।

৭৭। রঙ্গে—কৌতুকবশতঃ।

দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কত-রূপে বোলে তার কে করিবে সীমা? ৮১
কত মেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জ্জন।
এইমত কবিত্বের গাম্ভীর্য্য পঠন॥ ৮২
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বোলয়ে সে-ই হয়ে অত্যন্ত-প্রমাণ॥ ৮৩
মনুষ্যের শক্তি তাহা দুষিবেক কে।
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি বুঝিবেক যে॥ ৮৪
সহস্রসহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্য হইলা সভে শুনিঞা বর্ণন॥ ৮৫
'রাম রাম অদ্ভুত!' স্মরেন শিষ্যগণ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন? ৮৬
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর॥ ৮৭
সর্ব্ব-শাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে যে জন।
হেন শব্দ তানা বুঝিবারেও বিষম॥ ৮৮
এইমত প্রহর-খানেক দিগ্বিজয়ী।
পড়ে দ্রুত বর্ণনা তথাপি অন্ত নাহি॥ ৮৯
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮১। "দ্রুত যে"-স্থলে "দ্রুত তেজে" এবং "বোলে"-স্থলে "বর্ণে"-পাঠান্তর আছে। দ্রুত—ত্বরিত গতিতে, খুব তাড়াতাড়ি, অবিশ্রান্তভাবে। দ্রুত তেজে—অবিশ্রান্তভাবে খুব তেজের সহিত, গর্বের সহিত।

৮২। কত মেঘে ইত্যাদি—দিগ্বিজয়ীর সতেজ বর্ণনা শুনিলে মনে হয় যেন কত (বহু) মেঘ একই সময়ে গর্জন করিতেছে। "কত মেঘে শুনি যেন করয়ে"-স্থলে "শতমেঘে শুনি যেন করিতে"-পাঠান্তর আছে। "গাম্ভীর্য্য"-স্থলে "আশ্চর্য" এবং "শুনি এ" পাঠান্তর আছে। গাম্ভীর্য্য-পঠন—গম্ভীরতাপূর্ণ বাক্যোচ্চারণ। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—প্রভু দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার বর্ণন করিতে বলিলে, "শুনিঞা ব্রাহ্মণ গর্বে বর্ণিতে লাগিলা। ঘটি-একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৩৪॥"

৮৩। অত্যন্ত প্রমাণ – অত্যন্ত প্রমাণস্থানীয়, যুক্তিযুক্ত, দোষশূন্য।

৮৫। অবাক্য—বিস্ময়ে অবাক্।

৮৬। স্মরেন—স্মরণ করেন। অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া "রাম রাম" স্মরণ করিতে লাগিলেন। "স্মরেন"-স্থলে "বোলেন সকল"-পাঠান্তর। ৮৬-৮৮ পয়ার প্রভুর শিষ্যদের বিস্ময়োক্তি।

৮৮। "সর্ব্ব-শাস্ত্রে"-স্থলে "শব্দ-শাস্ত্রে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—বিবিধ শব্দের বিবিধ-অর্থ-বোধক শাস্ত্র। মহা-বিশারদ—মহা বিজ্ঞ, সুনিপুণ। বিষম—কষ্টকর। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এমন সব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, শব্দার্থ বিষয়ে অতি অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাহাদের অর্থ বুঝিতে কষ্ট অনুভব করেন, সহজে বুঝিতে পারেন না।

৮৯। "পড়ে দ্রুত বর্ণনা"-স্থলে "অদ্ভুত পড়য়ে"-পাঠান্তর।

৯০। অবসর—ক্ষান্ত, বিরত।

"তোমার যে শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে, বুঝন না যায়॥ ৯১
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বোল তুমি সে-ই সুপ্রমাণ॥" ৯২
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্বমনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর॥ ৯৩
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে॥ ৯৪
প্রভু বোলে "এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার॥ ৯৫
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি।
বোল দেখি ?" কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ৯৬
এত-বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বুদ্ধি গেল কহিঁ॥ ৯৭
সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।
যে বোলেন, তাহি দোষে' গৌরাঙ্গসুন্দরে॥ ৯৮
সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র, কি বোলে আপনে॥ ৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯১। যে শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়—যে-অভিপ্রায়ে (অর্থাৎ যে-অর্থে) যে-শব্দের গ্রন্থন (প্রয়োগ) করিয়াছ। তুমি বিনে বুঝাইলে—তুমি বুঝাইয়া না দিলে।

৯২। সুপ্রমাণ—উত্তম প্রমাণ। "সুপ্রমাণ"-স্থলে "সে প্রমাণ"-পাঠান্তর আছে। সেই সুপ্রমাণ—তুমি যে-ব্যাখ্যা করিবে, সেই ব্যাখ্যাই (সে-ই), তোমার অভিপ্রায়-সম্বন্ধে সু-প্রমাণ (উত্তম প্রমাণ) হইবে। ৯১-৯২ পয়ারে প্রভু দিগ্বিজয়ীকে যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই। প্রভু বলিলেন—"তোমার শ্লোকে তুমি যে-অর্থে যে-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা তুমিই জান; তুমি বুঝাইয়া না দিলে তাহা অন্য কেহ বুঁঝিতে পারিবে না। এজন্য বলি, তুমি নিজে ব্যাখ্যা করিয়া তোমার অভিপ্রায় বলিয়া দাও। তুমি যাহা বলিবে, তোমার অভিপ্রায়-সম্বন্ধে তাহাই হইবে উত্তম প্রমাণ।" দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে যে দোষ আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াই রঙ্গীয়া প্রভু দিগ্বিজয়ীর নিজমুখে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিলেন। ইহাতে দিগ্বিজয়ীর প্রতি প্রভুর ব্যবহারের সৌজন্যও প্রকাশ পাইল।

৯৪। "সেইক্ষণে"-স্থলে "সেইখানে"-পাঠান্তর। সেইক্ষণে—তৎক্ষণাৎ। সেইখানে—সেখানে, সেই স্থানে; যে-স্থলে যে-ব্যাখ্যা করেন, সে-স্থলের সেই ব্যাখ্যার। দূষিলেন—দিগ্বিজয়ীর ব্যাখ্যার দোষ দেখাইলেন। আদি-মধ্য-অন্তে তিন-স্থানে—ব্যাখ্যার প্রথম স্থলে, মধ্যস্থলে এবং শেষ স্থলে, এই তিন স্থলেই, অর্থাৎ সর্বত্রই।

৯৫। শব্দ অলঙ্কার—শব্দ ও অলঙ্কার, অথবা শব্দালঙ্কার। প্রভু দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন—"তুমি যে সকল শব্দ ও অলঙ্কার (অথবা শব্দালঙ্কার) তোমার শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছ, তত্তৎ-শাস্ত্রানুসারে তাহাদের বিশুদ্ধতা-প্রদর্শন অত্যন্ত কঠিন। বিষম অপার—অত্যন্ত কঠিন। অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে, তোমার শব্দ ও অলঙ্কার অশুদ্ধ।

৯৭। কহিঁ—কোথায় ?

৯৯। "বিপ্র"-স্থলে "কিছু"-পাঠান্তর।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দিগ্বিজয়ীর উক্তিতে দোষ আছে, গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর কেবল তাহাই বলিলেন; কিন্তু কি কি দোষ আছে, তাহা বলিলেন না। আবার, প্রভু দিগ্বিজয়ীর দোষ দেখাইয়া দিলেন—একথাই গ্রন্থকার বলিলেন; কিন্তু কোন্ শাস্ত্রপ্রমাণকে ভিত্তি করিয়া প্রভু দিগ্বিজয়ীর দোষ দেখাইলেন, তাহাও গ্রন্থকার বলিলেন না। দিগ্বিজয়ীর প্রসঙ্গ-কথনে কবিরাজ-গোস্বামী তাহা—দিগ্বিজয়ীর বাক্যে যে-সমস্ত দোষ আছে, তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া এবং যে-সমস্ত শাস্ত্রবাক্যকে ভিত্তি করিয়া প্রভু দিগ্বিজয়ীর দোষ দেখাইয়াছেন, সে-সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়া, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা—বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে যে কেবল দোষই ছিল, কোনও গুণই ছিল না, তাহা নহে। গুণও ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর কোনও গুণের কথা বলেন নাই। কবিরাজ-গোস্বামী গুণগুলির কথাও বলিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসঠাকুর দিগ্বিজয়ীর প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই, সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই দিয়াছেন; তবে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে-অংশ পরিস্ফুটভাবে বর্ণন করেন নাই, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন। "তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়িজয়। বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার। স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার। সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার। যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।২৩-২৫॥" কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, দিগ্বিজয়ী গঙ্গার মহিমা-সম্বন্ধে যে-সকল শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি শ্লোক-সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছিল। সেই শ্লোকটি হইতেছে এই। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা। দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥"

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া দিগ্বিজয়ীকে "প্রভু কহে—কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ॥ (তখন দিগ্বিজয়ী) বিপ্র কহে—শ্লোকে নাহি দোষের আভাস। উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥ (তখন) প্রভু কহেন—কহি কিছু না করহ রোষ। কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ। প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা-সন্তোষে (সরস্বতীর কৃপায়)। ভালমতে বিচারিলে জানি গুণদোষে॥ তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার। কবি কহে—যে কহিল সেই বেদসার। ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পঢ় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার? (তখন) প্রভু কহেন—অতএব পুছিয়ে তোমারে। বিচারিয়া গুণদোষ বুঝাহ আমারে॥ নাহি পঢ়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ। তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষগুণ॥ (প্রভুর কথা শুনিয়া) কবি কহে—কহ দেখি কোন্ গুণ-দোষ। প্রভু কহেন—কহি শুন, না করিহ রোষ॥ পঞ্চদোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার। ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৪২-৫১॥" ইহার পরে এই শ্লোকে যে পাঁচটি দোষ এবং পাঁচটি অলঙ্কার-রূপ গুণ আছে, প্রভু বিস্তৃতভাবে তাহা দেখাইলেন (চৈ. চ.॥ ১।১৬।৫২-৭৭ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য)। শেষে প্রভু বলিলেন—স্থূল এই পঞ্চদোষ, পঞ্চ অলঙ্কার। সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি—আছয়ে অপার॥ প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে। অবিচার কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ-বাদে॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল। সালঙ্কার হৈলে—অর্থ করে ঝলমল॥ শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত॥ কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর। চৈ. চ.॥ ১।১৬।৭৮-৮২॥

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর পূর্বে (৭৫-৭৬ পয়ারে) বলিয়াছেন, প্রভুর দর্শনমাত্রেই প্রভুর প্রভাবে দিগ্বিজয়ীর চিত্তে "সাধ্বস" জন্মিয়াছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে প্রভুর সহিত তর্ক করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। অথচ, উপরে উদ্ধৃত কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, দিগ্বিজয়ী প্রভুকে "ব্যাকরণীয়া"-আদি বলিয়া প্রভুর প্রতি উপহাসাত্মক কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। দিগ্বিজয়ী ভয় পাইয়াছিলেন সত্য এবং সেজন্য প্রভুর সহিত তর্ক করিতেও তাঁহার যে সাহস ছিল না, তাহাও সত্য। কিন্তু তাঁহার গর্ব দূর হয় নাই। তখনও তাঁহার গর্ব ছিল বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন—"শ্লোকে নাহি দোষের আভাস," বরং গুণ আছে —"উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥" প্রভুর দর্শনে ভয় পাইয়াও এ-স্থানে যে তিনি নিজের অহঙ্কার প্রকাশের সাহস পাইয়াছেন, তাহা সরস্বতীর কৃপার এক অদ্ভুত ভঙ্গী। তাঁহার গর্ব চূর্ণ করাইয়া প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির সুযোগ-দানের উদ্দেশ্যেই সরস্বতী এই কৃপাভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার মুখে গর্বোক্তি এবং প্রভুর প্রতি কটাক্ষোক্তি প্রকাশ করাইয়া সরস্বতী তাঁহার গর্বের পরিচয় দিয়াছেন। পরে, তাঁহার বুদ্ধিলোপ ঘটাইয়া প্রভুর কথার উত্তরদানে অসামর্থ্য জন্মাইয়া তাঁহার গর্ব চূর্ণ করাইয়াছেন। দুঃখভরে দিগ্বিজয়ী যখন সরস্বতীর স্তবস্তুতি করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তখন দেবী সরস্বতী কৃপা করিয়া তাঁহার নিকটে বাস্তব তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রভুর চরণে শরণ গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন (চৈ. ভা. পরবর্তী ১১৮-১৪৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

আরও একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে। প্রভু পূর্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, লোকের সাক্ষাতে তিনি দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিবেন না, নির্জনে তাঁহার গর্ব চূর্ণ করিবেন (পূর্ববর্তী ৫৩-৫৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)। অথচ, তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের সাক্ষাতেই দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের বহুদোষ দেখাইয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিলেন—দিগ্বিজয়ীর পরাজয় দেখাইলেন। ইহারই বা তাৎপর্য কি ? তাৎপর্য এই। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় যিনি যাহাই বলুন না কেন, তাহাতে যদি কোনও দোষ থাকে, তাহা হইলে, অপ্রিয় হইলেও সেই দোষ দেখাইয়া দেওয়াই সঙ্গত। "শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্॥ বি. পু.॥ ৩।১৩।৪৪।" এজন্য প্রভু দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের দোষ দেখাইয়াছেন,—দিগ্বিজয়ী যেন এইরূপ দোষ আর কখনও না করেন, সর্বদাই যেন বিচারপূর্বক শব্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগ করেন—এই উদ্দেশ্যে। ইহা দিগ্বিজয়ীর হিতের জন্যই প্রভু করিয়াছেন। কিন্তু এই দোষ প্রদর্শন-কালেও প্রভু কোনওরূপ দম্ভ বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই। দিগ্বিজয়ী যখন প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পড় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ?" তখন প্রভু কোনওরূপ উষ্মা প্রকাশ করেন নাই ; বরং বলিয়াছেন—"নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।" ইহার পরেই প্রভু সহজভাবে দিগ্বিজয়ীর দোষগুলির কথা বলিলেন। এ-স্থলে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—নির্জনেই

প্রভু বোলে "এ থাকুক্ পড় কিছু আর।"
পঢ়িতেও পূর্ব্ববৎ শক্তি নাহি আর॥ ১০০

কোন্ চিত্র তাহার সম্মোহ প্রভু-স্থানে?
বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে॥ ১০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভু দোষগুলি দেখাইতে পারিতেন; তাঁহার শিষ্যগণের সাক্ষাতে দোষগুলি দেখাইয়া শিষ্যদের সাক্ষাতে দিগ্বিজয়ীর হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন কেন? উত্তরে বক্তব্য এই। দিগ্বিজয়ীর অনর্গল কবিত্ব দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ৮৫-৮৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)। দিগ্বিজয়ীর উক্তিতে যে কোনও দোষ আছে, প্রভুর শিষ্যগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সাক্ষাতেই দোষগুলি দেখাইয়া দেওয়া প্রভুর পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা তো দিগ্বিজয়ীর হেয়ত্ব বুঝিতে পারিলেন? সুতরাং তাঁহাদের নিকটে তো প্রভু দিগ্বিজয়ীর সম্মানের হানি করিলেন? উত্তরে বক্তব্য এই। দিগ্বিজয়ীর পরাভব দেখিয়া প্রভুর "শিষ্য-গণ হাসিবারে উদ্যত হইলা॥ (কিন্তু) সভারেই প্রভু করিলেন নিবারণ। (পরবর্তী ১০৯-১০ পয়ার)।" নিবারণ করিয়াই প্রভু ক্ষান্ত হয়েন নাই, শিষ্যদের চিত্তে দিগ্বিজয়ীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব জাগ্রত করার জন্য তাঁহাদের সাক্ষাতেই দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-মহিমার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৈন্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। "তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল। তাসভা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল॥ তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি। যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্য-বাণী॥ তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার। তোমাসম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥ ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস। তাসভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥ দোষ-গুণ বিচার এই 'অল্প' করি মানি। কবিত্ব-করণে শক্তি—তাহা যে বাখানি॥ শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার। শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥ আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার। শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার। চৈ. চ.॥ ১।১৬।৯২-৯৮॥" প্রভুর এ-সকল কথা শুনার পরে, দিগ্বিজয়ী-সম্বন্ধে প্রভুর শিষ্যদের চিত্তে আর হেয়তার ভাব থাকিতে পায়ে না, দিগ্বিজয়ীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাবেই তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে দোষ কিরূপে স্থান পাইল? এই প্রশ্নের উত্তর বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সরস্বতীর মুখেই ব্যক্ত করাইয়াছেন (পরবর্তী ১৩০-৩২ পয়ার দ্রষ্টব্য)। কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন "বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল। বিচার-সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল॥ চৈ. চ.॥ ১।১৬।৯১।" পূর্বেই বলা হইয়াছে—ইহা হইতেছে দিগ্বিজয়ীর প্রতি সরস্বতীর এক কৃপাভঙ্গী।

১০০-১০১। প্রভু বোলে ইত্যাদি—গঙ্গার মহত্ত্ব-বর্ণনাত্মক-শ্লোকসম্বন্ধে প্রভুর উক্তির কোনও রূপ উত্তর দিতে না পারিয়া দিগ্বিজয়ী মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। সেই দুঃখ হইতে তাঁহার মনকে অন্য দিকে সরাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"যে বিষয়ে, আলোচনা হইতেছিল, তাহা এখন থাকুক (রেখে দাও), 'পঢ় কিছু আর'—অন্য কোনও বিষয়ে কিছু বর্ণনা কর।" "পঢ় কিছু"-স্থলে "পঠ দেখি"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই। কোন্ চিত্র—প্রভুর নিকটে দিগ্বিজয়ীর

আপনে অনন্ত, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চানন।
যা'সভার দৃষ্ট্যে হয়ে অনন্ত ভুবন॥ ১০২
তানাও মানেন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
কোন্ চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে॥ ১০৩
লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে' যা'সভার ছায়া॥ ১০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে মোহ জন্মিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে? "তাহার সম্মোহ"-স্থলে "তাহা সম্মোহন"-পাঠান্তর আছে। সম্মোহন—সম্যক্‌রূপে মোহন (মুগ্ধতা, হতবুদ্ধিতা)।

১০২-১০৩। অনন্ত—অনন্তদেব। চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা। পঞ্চানন—শিব। যা'সভার—যে-সকলের, ব্রহ্মাদির। তানাও—তাঁহারাও; অনন্ত, ব্রহ্মা এবং শিবও। যাঁর বিদ্যমানে—যিনি সাক্ষাতে বিদ্যমান থাকিলে। এ-স্থলে "যাঁর"-শব্দে শ্রীগৌরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাঁর—যে-গৌরের। শ্রীগৌর স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতে সকলেরই মোহ উপস্থিত হয়। কোন্ চিত্র—ইহাতে বিচিত্রতা (আশ্চর্যের বিষয়) কি আছে? বিপ্রের—দিগ্বিজয়ীর। "বিপ্রের মোহ প্রভুস্থানে"-স্থলে "দিগ্বিজয়ি-মোহ তান স্থানে"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য একই।

পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি "একো বশী॥ শ্বেতা॥ ৬।১২॥"—তিনি একাই অন্য সকলের বশীকর্তা, তাঁহার প্রভাবে—অচিন্ত্য শক্তি-রূপ-গুণ-মাধুর্যাদির প্রভাবে—সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন। সহস্রবদন অনন্তদেব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া এবং বশীভূত হইয়া সর্বদা তাঁহার গুণকীর্তন করিতেছেন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে মুগ্ধ এবং বশীভূত হইয়া তাঁহার আদেশ-পালনার্থ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য করিতেছেন এবং হর (শিব) জগতের সংহার-কার্য করিতেছেন। স্বয়ংব্রহ্মাই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ॥ ভা. ২।৬।৩২॥" শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিতে ব্রহ্মার মুগ্ধতার বিবরণ শ্রীভাগবতে ব্রহ্মমোহন-লীলাতেই কথিত হইয়াছে। শ্রীশিব ভগবানের নামমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া যে রাম-নাম কীর্তন করেন এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা তিনি নিজেই ভগবতীর নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। "রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড॥ ৭২।৩৩৫॥" কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম হইতেছেন—"ঈশানং ভূতভব্যস্য॥ ২।১।৫॥ ঈশানো ভূতভব্যস্য॥ ২।১।১৩॥"—পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতেছেন সকলের—কালত্রয়ের—ঈশান (নিয়ন্তা)। স্ব-শক্তিতে সকলকে মোহিত করিয়াই তিনি সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার দর্শন পায়েন না, তাঁহারাও তাঁহাকর্তৃক মোহিত হইয়া তাঁহার নিকটে বশ্যতা-সূচক কার্যাদি করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হয়েন, তাঁহারা যে তাঁহাকর্তৃক মোহ-প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি থাকিতে পারে?

১০৪। যোগমায়া—শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি॥ চৈ. চ. ॥২।২১।৮৫॥" শ্রীভা. ১০।২৯।১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকায় "যোগমায়া"-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ—পরাশক্তিনাম্নী অচিন্ত্যশক্তি।" চিচ্ছক্তিরই অপর নাম

তাঁহারা পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥ ১০৫
বেদকর্ত্তা সব মোহ পায় যাঁর স্থানে।
কোন চিত্র দিগ্বিজয়ি-মোহ বা তাহানে ? ১০৬
মনুষ্যে এ সব কার্য্য অসম্ভব দঢ়।
তেঞি বলি, তান এ সকল কর্ম্ম বড় ॥ ১০৭
মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার-হেতু দুঃখিত-জীবেরে ॥ ১০৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরাশক্তি। এই চিচ্ছক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা—স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্যা—বলিয়া ইহাকে স্বরূপশক্তিও বলে। ভগবানের বিভিন্ন ধামের নিত্যপরিকরগণ এই চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। লক্ষ্মী-সরস্বতীও ভগবানের নিত্যপরিকর ; সুতরাং তাঁহারাও যোগমায়ার বা চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ। এজন্য বলা হইয়াছে, লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া—লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রভৃতি যতরূপে যোগমায়া বা স্বরূপ-শক্তি বিরাজিত। যা' সভার ছায়া—যে-লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদির ছায়া। এ-স্থলে বহিরঙ্গা জড়রূপা মায়াকেই "লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদির" অর্থাৎ যোগমায়ার বা চিচ্ছক্তির ছায়া বলা হইয়াছে। বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে যোগমায়ার বা চিচ্ছক্তির বহিরঙ্গ অংশ ; সর্পকর্তৃক পরিত্যক্ত খোলস যেমন বস্তুতঃ সর্পেরই অংশ, তদ্রূপ। যোগমায়ার ন্যায় বহিরঙ্গা মায়ারও মোহিনী শক্তি আছে ; কিন্তু যোগমায়া মুগ্ধ করে ভগবৎ-পরিকরগণকে ; জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া ভগবৎ-শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া বহির্মুখ জীবগণকে মুগ্ধ করে। যোগমায়ার জড়রূপ বহিরঙ্গ অংশ বলিয়া এবং মোহিনী শক্তিতে কিছু সাম্য আছে বলিয়াই বহিরঙ্গা মায়াকে যোগমায়ার "ছায়া" বলা হইয়াছে।

১০৫। লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যে-যোগমায়ার মূর্ত বিগ্রহ, সেই যোগমায়ার (অথবা যোগ-মায়ার মূর্তবিগ্রহ লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদির) ছায়া বহিরঙ্গা মায়াই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে (অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী বহির্মুখ জীবগণকে) মুগ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং সেই যোগমায়ার (বা লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদির) মোহিনী শক্তি যে কত অধিক, তাহা বলা যায় না। তথাপি কিন্তু তাঁহারাও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (গৌরকৃষ্ণের) সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে মোহপ্রাপ্ত হয়েন, এজন্য সাক্ষাতে কখনও থাকেন না, সর্বদা পশ্চাতে থাকিয়াই তাঁহার সেবা করেন। "সর্ব্বক্ষণে"-স্থলে "সর্ব্বজনে"-পাঠান্তর আছে।

১০৬। বেদকর্ত্তা—বেদ-বিভাগ-কর্তা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসাদি। "সব"-স্থলে "শেষ"-পাঠান্তর আছে। শেষ—সহস্রবদন অনন্তদেব। কোন্ চিত্র ইত্যাদি—তাঁহার নিকটে দিগ্বিজয়ী যে মোহপ্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি ?

১০৭। এ-সব কার্য্য—দিগ্বিজয়ীর মত মহাপণ্ডিতের মোহোৎপাদন। দঢ়—দৃঢ়, নিশ্চিত। এ-সকল কর্ম্ম বড়—দিগ্বিজয়ীর মোহোৎপাদনাদি কার্য হইতেছে বড়—মহত্তম। পরব্রহ্ম বলিয়া তিনি যেমন মহত্তম বা বৃহত্তম তত্ত্ব, তাঁহার কার্যও তদ্রূপ মহত্তম, অনূর্দ্ধ এবং অসম।

১০৮। মূলে যত কিছু ইত্যাদি—মূল কথা এই যে, ঈশ্বর স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র যত কিছু কার্য করেন, সংসার-দুঃখে দুঃখগ্রস্ত জীবের উদ্ধারের জন্যই তিনি তৎসমস্ত করিয়া থাকেন। মায়ার

দিগ্বিজয়ী যদি পরাভবে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা॥ ১০৯
সভারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র-প্রতি বলিলেন মধুর-বচন॥ ১১০
"আজি চল তুমি শুভ কর' বাসা-প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি॥ ১১১
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া॥" ১১২
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়॥ ১১৩
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিঞাও সভারে তোষেন প্রভু পাছে॥ ১১৪
"চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুঁথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ॥" ১১৫
জিনিঞাও কারো না করেন তেজ-ভঙ্গ।
সভেই পায়েন প্রীত, হেন তান রঙ্গ॥ ১১৬
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সভার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥ ১১৭
শিষ্যগণ-সহিত চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী বড় হৈলা লজ্জিত অন্তর॥ ১১৮
দুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
"সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥ ১১৯
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন।
বৈশেষিক, বেদান্তে নিপুণ যত জন॥ ১২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভাবেই জীবের সংসার-দুঃখ। মায়ার প্রভাবেই দিগ্বিজয়ী দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া ব্যবহারিক জগতের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-প্রতিভার জন্য গর্ব অনুভব করিতেন। সেই গর্ব তাঁহার মায়াবন্ধন আরও দৃঢ়তর করিত। তাঁহার উদ্ধারের জন্যই প্রভু তাঁহার মোহ উৎপাদন করিয়া তাহা-দ্বারা দোষযুক্ত বাক্য বলাইয়াছেন (পূর্ববর্তী ৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৯। পূর্ব কতিপয় পয়ারে দিগ্বিজয়ীর মোহের হেতু বলিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে অন্যকথা বলিতেছেন। পরাভবে প্রবেশিলা—পরাজয়ে প্রবেশ করিলেন, প্রভুর নিকটে পরাজিত হইলেন। শিষ্যগণ হাসিবারে ইত্যাদি—যে-দিগ্বিজয়ীর এত বড় অহঙ্কার ছিল যে, জগতে তাঁহার সঙ্গে বিচার করার যোগ্য পণ্ডিত কেহই ছিল না বলিয়া তিনি মনে করিতেন, প্রভুর নিকটে তাঁহার পরাজয় দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাসিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের হাসি ছিল উপহাসের হাসি। "পরাভবে"-স্থলে "পরাজয়ে"-পাঠান্তর আছে।

১১০। প্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে হাসিতে নিষেধ করিলেন (পূর্ববর্তী ৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বিপ্রপ্রতি ইত্যাদি—প্রভুর শিষ্যদের চিত্তে দিগ্বিজয়ীর সম্বন্ধে যে অবজ্ঞার ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রভু মধুর বাক্যে দিগ্বিজয়ীকে পরবর্তী পয়ারদ্বয়োক্ত কথাগুলি বলিলেন (পূর্ববর্তী ৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১১৩। কোমল—স্নিগ্ধ। ব্যবসায়—ব্যবহার, আচরণ। "কোমল"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য এই যে, প্রভুর সকল ব্যবহারই এইরূপ যে, "যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়।" প্রভুর কিরূপ ব্যবহারে পরাজিত ব্যক্তিও মনে দুঃখ অনুভব করেন না, পরবর্তী ১১৪-১৬ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

হেন জন না দেখিল সংসার ভিতরে।
জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে ॥ ১২১
শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পঢ়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোরে জিনিল হেন বিধির ঘটন ॥ ১২২
সরস্বতীর বরো ত অন্যথা দেখি হয়।
এহো মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয় ॥ ১২৩
দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ।
অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ ॥ ১২৪
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।"
এত বলি মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ ॥ ১২৫
মন্ত্র জপি, দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা ॥ ১২৬
কৃপা-দৃষ্টো ভাগ্যবন্ত-ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী ॥ ১২৭
সরস্বতী বোলেন "শুনহ বিপ্রবর!
বেদগোপ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ১২৮
কারো স্থানে ভাঙ্গ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হবে অল্পায়ু সর্ব্বথা ॥ ১২৯
যার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ তিঁহো সুনিশ্চয় ॥ ১৩০
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি ॥ ১৩১

তথাহি (ভাঃ ২।৫।১৩) নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—
"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥"১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২১-১২২। কক্ষা—পূর্বপক্ষ, জিজ্ঞাসা। "সে মোরে জিনিল"-স্থলে "সেহো মোরে জিনে"-পাঠান্তর। জিনে—আমার সহিত বিচারে জয়লাভ করে, আমাকে পরাজিত করে।

১২৭। গোপ্য—গোপনীয় কথা। "অতি গোপ্য"-স্থলে "গোপ্য করি"-পাঠান্তর আছে।

সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ীর নিকটে গৌরের স্বরূপতত্ত্ব, গৌরের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা, গৌরের সাক্ষাতে দিগ্বিজয়ীর মোহপ্রাপ্তির হেতু প্রভৃতি বলিয়া দিগ্বিজয়ীর কি কর্তব্য, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন। পরবর্তী কতিপয় পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

১২৯। ভাঙ্গ—প্রকাশ কর, বল।

১৩০। এই পয়ারে এবং পরবর্তী ১৩৮-৪৪ পয়ারসমূহে সরস্বতীদেবী গৌরের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, স্বয়ংভগবান্।

১৩১। এই পয়ারে গৌরের সহিত সরস্বতীদেবীর নিজের সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে। আমি যাঁর পাদপদ্মে ইত্যাদি—দাসীরূপে আমি সর্বদা এই গৌরের পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকি। তাঁহার সম্মুখবর্তিনী হইতেও আমি লজ্জা অনুভব করিয়া থাকি। এই উক্তির প্রমাণরূপে শ্রীমদ্-ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকব্যাখ্যার শেষভাগে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ যস্য (যাঁহার—যে-ভগবান্ বাসুদেবের) ঈক্ষাপথে (দৃষ্টি-পথে) স্থাতুং (অবস্থান করিতে) বিলজ্জমানয়া (যিনি লজ্জিতা হয়েন, তাঁহাদ্বারা) অমুয়া (ইহাদ্বারা, যিনি লজ্জিতা হয়েন, তাঁহাদ্বারা) বিমোহিতাঃ (বিমোহিত, বিশেষরূপে মোহপ্রাপ্ত) দুর্দ্ধিয়ঃ (দুর্বুদ্ধি লোকগণ) মম (ইহা 'আমার') অহং (এই 'আমি') ইতি (এইরূপ) বিকত্থন্তে (আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে) [তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ] (আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি)। ১।৯।১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অনুবাদ। যাঁহার (যে-ভগবান্ বাসুদেবের) নয়ন-পথে অবস্থান করিতেও যিনি লজ্জিত হয়েন, সেই ইঁহাদ্বারা (সেই মায়াদ্বারা) বিশেষরূপে মোহপ্রাপ্ত হইয়া দুর্বুদ্ধি লোকগণ—ইহা 'আমার', ইহা 'আমি'-ইত্যাদিরূপে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকে, [আমি (ব্রহ্মা) সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি]॥ ১।৯।১ ॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি হইতেছে নারদের প্রশ্নের উত্তরে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি। এই শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি। যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুম্ ॥—যাঁহার দুর্জ্জয়-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া লোকগণ আমাকে জগদ্‌গুরু বলিয়া থাকে, আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, তাঁহার ধ্যান করি।" ইহার পরেই ব্রহ্মা আলোচ্য "বিলজ্জমানয়া যস্য"—ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন ; সুতরাং যিনি ভগবান্ বাসুদেবের নয়ন-পথে অবস্থান করিতেও লজ্জিত হয়েন, তিনি যে পূর্বশ্লোক-কথিত মায়া—বাসুদেবের বহিরঙ্গা শক্তি জড়রূপা মায়া—তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। এই মায়া হইতেছেন ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী। কেন তিনি লজ্জিত হয়েন ? বিলজ্জমানয়া—স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন, "মৎকপটমসৌ জানাতি ইতি যস্য দৃষ্টিপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া ॥—"ইনি (ভগবান্ বাসুদেব) আমার কপটতা জানেন'—ইহা ভাবিয়া মায়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিত হয়েন।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—"তম-আদিময়ত্বেন স্বস্য সদোষত্বাৎ। সচ্চিদানন্দ-ঘনত্বেন যস্য নির্দোষস্য নেত্রগোচরে বিলজ্জমানয়া ॥—তম-আদিময়ত্বহেতু (অর্থাৎ মায়া সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা বলিয়া) নিজের সদোষত্ব বিবেচনা করিয়া এবং ভগবান্ বাসুদেব সচ্চিদানন্দঘন—সুতরাং মায়িক-গুণস্পর্শহীন—বলিয়া নির্দোষ। এ-সমস্ত ভাবিয়া বাসুদেবের নয়ন-পথে অবস্থান করিতে মায়া লজ্জিত হয়েন।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—"বিলজ্জমানয়া মৎকপটমসৌ জানাতীতি কপটিন্যা স্ত্রিয়া ইব যস্য দৃষ্টিপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া অর্থাৎ তৎপৃষ্ঠদেশ ইব স্থিতবত্যা অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা বিকথ্যন্তে। অত্র তদ্‌বিমুখতৈব তৎপৃষ্ঠদেশো জ্ঞেয়ঃ। তদ্বৈমুখ্যে সত্যেব তস্যাঃ প্রভাবো ন সাম্মুখ্যে ইত্যর্থঃ ॥—'আমার কপটতা ইনি (বাসুদেব) জানেন'—ইহা ভাবিয়া, কপটিনী স্ত্রীর ন্যায় (কপটিনী স্ত্রী যেমন স্বামীর সম্মুখে অবস্থান করিতে লজ্জিত হয়, তদ্রূপ) মায়া ইঁহার (বাসুদেবের) দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিত হয়েন, তাঁহার (বাসুদেবের) পৃষ্ঠ-দেশেই অবস্থানকারিণী মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া লোকগণ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে। এ-স্থলে বাসুদেবে বিমুখতাই বাসুদেবের পৃষ্ঠদেশ বলিয়া জানিতে হইবে। কেন না, যে-স্থলে বাসুদেব-বৈমুখ্য, সে-স্থলেই মায়ার প্রভাব, বাসুদেব-সাম্মুখ্যে মায়ার প্রভাব নাই।" বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে বিমোহিত হইয়াই ভগবদ্‌বহির্মুখ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে, দেহকেই 'আমি' মনে করে এবং দেহের সুখের জন্য লালায়িত হয়। দেহের সুখ-সাধক বস্তুকেই "আমার" বলিয়া মনে করে। দেহের রূপ-গুণাদিতে এবং সুখ-সাধক বস্তুর প্রাচুর্যে মত্ত হইয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে।

যাহাহউক, মায়ার কপটতা কি, পূর্বোদ্ধৃতটীকোক্তির সহায়তায় তাহা বিবেচিত হইতেছে।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চক্রবর্তিপাদ মায়াকে কপটিনী স্ত্রীর তুল্য বলিয়াছেন। স্ত্রীর ধর্ম হইতেছে, আন্তরিকতাদ্বারা স্বীয় পতিকে প্রীতিমুগ্ধ করিয়া প্রাণ-মন-ঢালা সেবাদ্বারা, সাক্ষাদ্ভাবে, পতির প্রীতিবিধান করা। যিনি তাহা করেন না, পরপুরুষেরই তদ্রূপ সেবা করেন, স্ত্রীর ধর্ম তাঁহাতে থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে বস্তুত স্ত্রীও বলা যায় না। তাঁহার স্ত্রীত্ব কপটতাময়; কেননা, স্বীয় পতির সেবা ত্যাগ করিয়া পরপুরুষের সেবা করিয়াও তিনি তাঁহার পতির স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এই পরিচয়ের আবরণে তাঁহার ভ্রষ্টাচারকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। তিনি হইতেছেন কপটিনী স্ত্রী। তাঁহার কপটতার হেতু হইতেছে তাঁহার ভ্রষ্টাচাররূপ দোষ। মায়ারও এইরূপ কপটতা আছে। তাহা এই। মায়া হইতেছেন স্বরূপতঃ ভগবান্ বাসুদেবের শক্তি। শক্তির একমাত্র কর্তব্য হইতেছে—সাক্ষাদ্ভাবে তাহার শক্তিমানের প্রীতিময়ী সেবা। মায়া ভগবান্ বাসুদেবের শক্তি বলিয়া মায়ারও কর্তব্য হইতেছে বাসুদেবেরই সেবা, বাসুদেবের চিত্তকে প্রীতিমুগ্ধ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার প্রীতিময়ী সেবা। কিন্তু মায়া তাহা করেন না। ভগবান্ বাসুদেবের তাদৃশী সেবা না করিয়া মায়া স্বীয় মোহিনী-শক্তিতে বাসুদেব-বিমুখ দুর্বুদ্ধি লোকেদের সেবা করেন, তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-জনক ভোগ্যবস্তুরূপে, তাহাদের ভোগ্যারূপে, নিজেকে পরিণত করিয়া, তাহাদেরই প্রীতিবিধান করেন। সুতরাং মায়া হইতেছেন কপটিনী স্ত্রীর তুল্য। তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম বাসুদেব-সেবা না করিয়া বাসুদেব-বিমুখদের সেবা করিয়াও বাসুদেবের শক্তি বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার এই কপটতার হেতু হইতেছে তাঁহার গুণময়ত্ব-দোষ—"তম-আদিময়ত্বেন স্বস্থ সদোষত্বাৎ॥ শ্রীজীব।" বস্তুতঃ, মায়া চিদ্বিরোধি-জড়রূপ-ত্রিগুণময়ী বলিয়াই সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ বাসুদেবকে স্পর্শও করিতে পারেন না। মায়া কেবল বহির্জগৎকেই বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। "মায়য়া বা এতৎসর্বং বেষ্টিতং ভবতি, নাত্মানং মায়া স্পৃশতি, তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি॥ নৃ. পূ. তা. শ্রুতি॥ ৫।১॥"

১৩১-পয়ারের আলোচনা। দিগ্বিজয়ীর নিকটে সরস্বতীদেবীর উক্তির—পূর্ববর্তী ১৩১-পয়ারের—প্রমাণরূপেই দেবী আলোচ্য ভাগবত-শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩ -পয়ারে দেবী বলিয়াছেন—"আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী" এবং এ-কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার বলিয়াছেন—"সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি।" এই "সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি"-উক্তির সমর্থকই হইতেছে ভাগবত-শ্লোকটি, "আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী"—এই উক্তির সমর্থক নহে। একথা বলার হেতু কথিত হইতেছে।

∵ ভাগবত-শ্লোক-কথিত ভগবান্ বাসুদেব এবং দিগ্বিজয়ী যাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়াছেন, সেই "অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ" গৌরচন্দ্র—এই উভয় স্বরূপের অভেদ-বিবক্ষাতেই সরস্বতী এই কথাগুলি বলিয়াছেন। দেবী গৌরচন্দ্রের "পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী" এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন—সেই গৌরচন্দ্রের "সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি।"

যিনি গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী, দাসীরূপে যিনি সর্বদা গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম-নিকটে থাকিয়া গৌরচন্দ্রের সেবা করেন, তাঁহার পক্ষে গৌরচন্দ্রের সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করার এবং

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তজ্জন্য গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম-সমীপে অনুপস্থিতির প্রশ্ন উঠিতে পারে না। গৌরচন্দ্রের নিকটে যদি তিনি উপস্থিত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে গৌরচন্দ্রের "পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী" হইতে পারেন ? অথচ, ভাগবত-শ্লোকটিতে যে-মায়ার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার লজ্জা এত গাঢ় যে, তিনি গৌরচন্দ্রের (ভগবান্ বাসুদেবের) দৃষ্টি-পথেও আসিতে পারেন না, সর্বদা বহির্জগতে বাসুদেব-বিমুখদের নিকটেই থাকেন। এজন্য পূর্বে বলা হইয়াছে—ভাগবত-শ্লোকটি পয়ারের প্রথমার্ধের সমর্থক নহে, দ্বিতীয়ার্ধেরই সমর্থক।

তাহা হইলে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—দেবী সরস্বতী যদি নিরন্তর গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মের দাসীই হইবেন, তাহা হইলে তিনি আবার কেন বলিলেন—"আমি গৌরচন্দ্রের 'সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি' " এবং এই উক্তির সমর্থনে তিনি ভাগবত-শ্লোকটিরই বা উল্লেখ করিলেন কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। এই অধ্যায়েরই পূর্ববর্তী ১০৪-পয়ারে বলা হইয়াছে—লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি হইতেছেন যোগমায়া বা চিচ্ছক্তি, চিচ্ছক্তির মূর্তরূপ এবং তাঁহাদের ছায়া—বহিরঙ্গামায়া—অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। সরস্বতীদেবী যে জড়স্পর্শহীনা চিচ্ছক্তির মূর্তবিগ্রহ, তাহা এই ১০৪ পয়ার হইতে জানা গেল এবং চিচ্ছক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়া গৌরচন্দ্রের পাদ-পদ্ম-সমীপে থাকিয়া দাসীরূপে গৌরচন্দ্রের সেবা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, বরং তাহাই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী-কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার ছায়া ত্রিগুণময়ী জড়রূপা মায়া সচ্চিদানন্দঘন গৌরচন্দ্রের দৃষ্টিপথেও আসিতে পারেন না, অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডেই তাঁহার অবস্থিতি। মায়া গৌরচন্দ্রের সমীপে আসিতে না পারিলেও এবং মায়িক বহির্জগতে থাকিলেও সেই বহির্জগতে তিনি গৌরচন্দ্রের সেবাই করিতেছেন, গৌরচন্দ্রের আজ্ঞা-পালনরূপ সেবা—বহির্জগতের মায়িক-সম্পদ রক্ষারূপ সেবা। "তার (পরব্যোমের) তলে বাহ্যাবাস—বিরজার পার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরি অপার॥ 'দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী। জগল্লক্ষ্মী রাখি রহে যাহাঁ মায়াদাসী॥ চৈ. চ. ॥ ২।২১।৩৮-৩৯॥" ১৩১-পয়ারে সরস্বতীদেবী জানাইলেন—সরস্বতীরূপেও তিনি গৌরচন্দ্রের দাসী এবং তাঁহার ছায়া মায়াদেবী রূপেও তিনি গৌরচন্দ্রের দাসী। সরস্বতীরূপে তিনি সাক্ষাদ্ভাবে গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মের সমীপে থাকিয়া তাঁহার সেবা করেন; কিন্তু মায়ারূপে তাঁহার পাদপদ্মের নিকটে থাকিতে না পারিলেও বহির্জগতে থাকিয়া গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাপালন-রূপ সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপে দেবী সরস্বতী দিগ্বিজয়ীকে জানাই-লেন—যে-স্বরূপে এবং যে-স্থানেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, সর্বত্র এবং সকল সময়েই তিনি গৌরচন্দ্রের দাসী। এই তথ্য প্রকাশের জন্যই দেবী ভাগবত-শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবীর লজ্জা সম্বন্ধেও একটি লক্ষিতব্য বিষয় আছে। বহিরঙ্গা মায়ারূপেও গৌরচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার লজ্জা আছে, চিচ্ছক্তির মূর্ত বিগ্রহ সরস্বতী-রূপেও লজ্জা আছে। তবে এই লজ্জার স্বরূপ একরূপ নহে। মায়ার লজ্জা তাঁহার দোষহেতুক-ভীতি-মিশ্রিত; সরস্বতীর লজ্জা প্রীতি-মিশ্রিত। এই প্রীতি-মিশ্রিত লজ্জা হইতেছে বস্তুতঃ সঙ্কোচ। পতির গুণমুগ্ধা এবং পতির প্রতি প্রীতি-পরায়ণা

"আমি সে বলিয়ে বিপ্র! তোমার জিহ্বায়।
তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥ ১৩২
আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্।
সহস্র-জিহ্বায় বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥ ১৩৩
অজ-ভব-আদি যাঁর উপাসনা করে।
হেন 'শেষ' মোহ মানে যাঁহার গোচরে॥ ১৩৪
পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥ ১৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সৎস্ত্রী যেমন পতির বাস্তব পরাজয় কামনা করেন না, পতিকে বাস্তবরূপে পরাজিত করার নিমিত্ত তিনি যেমন পতির সহিত বাদানুবাদ করেন না, পতির বাস্তব বিরুদ্ধপক্ষকেও কোনওরূপ সহায়তা করেন না, দেবী সরস্বতীও তদ্রূপ গৌরচন্দ্রের সহিত গুণমুগ্ধতাবশতঃই এইরূপ করিতে তিনি লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করেন। পরবর্তী ১৩২ পয়ারে দেবীর উক্তিই তাহার প্রমাণ।

১৩২। এই পয়ারে গৌরচন্দ্রের সাক্ষাতে দিগ্বিজয়ীর মোহ-প্রাপ্তির হেতু বলা হইয়াছে। "বলিয়ে"-স্থলে "বুলিয়ে" এবং "বলিয়া" এবং "বসে"-স্থলে "হয়" পাঠান্তর আছে। এই পয়ারে দেবী বলিলেন—দিগ্বিজয়ীর জিহ্বায় তিনিই কথা বলেন; কিন্তু গৌরচন্দ্রের সম্মুখে তাঁহার কথা বলার শক্তি থাকে না; সেজন্য দিগ্বিজয়ীর জিহ্বায় তিনি কোনও কথা বলিতে পারেন নাই। পূর্ববর্তী শ্লোকব্যাখ্যায় লজ্জাবিষয়ক অংশের শেষভাগ দ্রষ্টব্য।

১৩৩। আমার কি দায়—আমার কথা দূরে। শেষ দেব—সহস্র বদন অনন্তদেব। "জিহ্বায়"-স্থলে "বদনে"-পাঠান্তর আছে।

১৩৪। অজ—ব্রহ্মা। ভব- মহাদেব। যাঁর উপাসনা করে—যে-অনন্তদেবের উপাসনা করেন।

১৩৫। শ্রীগৌরচন্দ্র হইতেছেন পরব্রহ্ম, তিনি নিত্য (ত্রিকালসত্য), শুদ্ধ (নিত্য-মায়াস্পর্শ-হীন), অখণ্ড (সর্বব্যাপক অসীম বা পূর্ণতত্ত্ব, টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় খণ্ডিত হওয়ার অযোগ্য) এবং অব্যয় (ক্ষয়হীন, অচ্যুত)। পরিপূর্ণ হই—পরিপূর্ণ (অসীম) হইয়াও। বৈসে সভার হৃদয়—অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। হৃদয় হইতেছে অতি ক্ষুদ্র স্থান; যিনি পরিপূর্ণ বা অসীম, ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁহার অবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্র পরব্রহ্ম অসীমতত্ত্ব হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে পরমাত্মারূপে জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অবস্থান-কালেও তিনি পরিপূর্ণই থাকেন। তিনি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্॥ শ্রুতি॥" তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে "মহতো-মহীয়ান্—সর্ববৃহত্তম" হইয়াও তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র হইতে পারেন এবং অণু হইতে ক্ষুদ্র হইলেও তখনও তিনি সর্ববৃহত্তমই থাকেন; কেন না, সর্ববৃহত্তমতা, বা পূর্ণতা, বা অসীমত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম কখনও বস্তুকে ত্যাগ করে না। টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর খণ্ডবৎ ক্ষুদ্র অংশে যে তিনি জীবহৃদয়ে বাস করেন, তাহা নহে। কেন না, তিনি "অখণ্ড"—খণ্ডিত হওয়ার অযোগ্য। যিনি পূর্ণ অর্থাৎ অসীম, তাঁহার বাহির বলিয়া কিছু নাই। যাঁহার বাহির নাই, তিনি টঙ্কচ্ছিন্ন-প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় খণ্ডিত হওয়ার অযোগ্য। প্রস্তরের বাহির আছে বলিয়া, বাহিরে স্থান আছে বলিয়া, তাহাকে খণ্ডিত করা সম্ভব; কিন্তু তাঁহার বাহিরে স্থান নাই বলিয়া তাঁহার খণ্ড অসম্ভব।

ভক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ, অশুভাদি যত।
দৃশ্য দৃশ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত॥ ১৩৬

সকল প্রলয় হয় শুন যাঁহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে॥ ১৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৬-১৩৭। ভক্তি-জ্ঞানাদি এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি, যে গৌরচন্দ্র হইতেই হইয়া থাকে, এই দুই পয়ারে তাহাই বলা হইয়াছে। "দৃশ্যাদৃশ্য"-স্থলে "দুষ্যাদুষ্য" এবং "প্রলয়"-স্থলে "প্রবর্ত্ত"-পাঠান্তর আছে। **ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি**—গৌরচন্দ্রের কৃপা হইলেই হৃদয়ে ভক্তির, ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের (অথবা ব্যবহারিক জ্ঞানেরও), বিদ্যার (পরা এবং অপরা বিদ্যার) উদয় হইতে পারে। **শুভ, অশুভাদি**—প্রারব্ধ কর্মজনিত সংস্কার অনুসারে শুভ বা অশুভাদি কর্মে প্রবৃত্তিও গৌরচন্দ্রের প্রেরণাতেই হইয়া থাকে। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।"—এই ২।৩।৩৩ ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি সূত্রে ব্যাসদেব জীবের কর্তৃত্বের কথা বলিয়া "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ॥ ২।৩।৪১॥"-সূত্রে বলিয়াছেন—জীবের কর্তৃত্বের হেতু হইতেছেন পরব্রহ্ম। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"এষ হি এব সাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ হি এব অসাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে॥ কৌষীতকি শ্রুতি॥৩৮॥—এই ভগবান্-পরব্রহ্ম (জীবের কর্মফল অনুসারে) যাঁহাকে এই সমস্ত লোক হইতে ঊর্ধ্বে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদ্বারা সাধুকর্ম করাইয়া থাকেন এবং যাঁহাকে এইসকল লোক হইতে নীচে নামাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদ্বারা অসাধু কর্ম করাইয়া থাকেন।" গীতাও বলিয়া গিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ গীতা॥ ১৮।৬১॥—ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় লোকের ন্যায়, মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া থাকেন।" **দৃশ্যাদৃশ্য**—নয়নের গোচরীভূত এবং নয়নের অগোচরেও যত বস্তু আছে। পাঠান্তর **দুষ্যাদুষ্য** স্থলে—দোষযুক্ত এবং দোষহীন যত বস্তু আছে, তৎসমস্তের হেতুই যিনি (যে-গৌরচন্দ্র)। **সকল প্রলয়**—সকল রকমের প্রলয়। প্রলয় তিন রকমের—নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্মপ্রলয়, প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ে সপ্ত পাতাল এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটি লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের একদিন অন্তে এই নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক প্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শতবর্ষ পূর্ণ হইলে মহাপ্রলয় হয়। আত্যন্তিক প্রলয় ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মাণ্ডের অংশ বিশেষের লয় বা ধ্বংস নহে। উহা হইতেছে জীববিশেষের মায়াবন্ধনের আত্যন্তিক ধ্বংস। গৌ. বৈ. দ. বাঁধান তৃতীয় খণ্ডে ৩।২৮-৩১ অনুচ্ছেদে, ১৫০৪-৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। "প্রলয়"-স্থলে "প্রবর্ত্ত"-পাঠান্তরে, **প্রবর্ত্ত**—প্রবর্ত্তন, উদ্ভব। ভক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ, অশুভাদি, দৃশ্যাদৃশ্য বা দুষ্যাদুষ্য প্রভৃতি সমস্তের প্রবর্তন বা উদ্ভব হয় যাঁহা (যে-গৌরচন্দ্র) হইতে। **বিপ্ররূপে**—ব্রাহ্মণ (গৌরচন্দ্র) রূপে। "বিপ্ররূপে"-স্থলে "বিশ্বরূপে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—বিশ্বরূপকে; যিনি এই বিশ্বরূপে নিজেকে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাকে। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৬ ব্রহ্মসূত্র॥"-এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়, স্বয়ং ব্রহ্মই এই বিশ্বরূপে নিজেকে পরিণত করিয়াছেন। শ্রুতি প্রমাণ—"তৎ আত্মানং

আব্রহ্মাদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়।
সকল জানিহ বিপ্র! উহান আজ্ঞায়॥ ১৩৮
মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি যত শুন অবতার।
ওই প্রভু সর্ব্ব বিপ্র! দুই নাহি আর॥ ১৩৯
উহি সে বরাহরূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা।
উহি সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা॥ ১৪০
উহি সে বামন-রূপে বলির জীবন।
যাঁর পাদ-নখ হৈতে গঙ্গার জনম॥ ১৪১
উহি সে হইয়া অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায়॥ ১৪২
উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্রপুত্র বিদ্যারসে কুতূহলী॥ ১৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বয়ম্ অকুরুত॥ তৈ. উ. ব্রহ্মবল্লী॥ ৭॥" কিন্তু বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তিনি অবিকৃত থাকেন। "আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ২।১।২৮ ব্রহ্মসূত্র॥"

১৩৮। আব্রহ্মাদি—ব্রহ্মাদি পর্যন্ত। উহান আজ্ঞায়—উহাঁর (গৌরচন্দ্রের) আদেশে। সকল জীবই স্ব-স্ব কর্মফল অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। সমস্ত ফলের, কর্মফলেরও, দাতা হইতেছেন পরব্রহ্ম। "ফলমত উপপত্তেঃ॥ ৩।২।৩৮ ব্রহ্মসূত্র॥" "উহান আজ্ঞায়"-স্থলে "ইহান মায়ায়"-পাঠান্তর আছে—এই গৌরচন্দ্রের মায়াশক্তির প্রভাবে। মায়ার প্রভাবেই লোক ভোগ-প্রাপক কর্ম করে এবং তাহার ফলও ভোগ করে। বর্তমান কল্পের ব্রহ্মাও জীবতত্ত্ব; এজন্য ব্রহ্মাদির সুখ-দুঃখের কথা বলা হইয়াছে।

১৩৯। এই গৌরচন্দ্রই যে সমস্ত অবতারের বা ভগবৎ-স্বরূপের মূল, এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে, ১৩৯-৪৩ পয়ারে।

ওই প্রভু সর্ব্ব—ঐ প্রভু গৌরচন্দ্রই সমস্ত, মৎস্য-কূর্ম-আদি সমস্ত অবতার বা ভগবৎ-স্বরূপ। দুই নাহি আর—এই গৌরচন্দ্র ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই; তিনিই শ্রুতিকথিত "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্॥" তিনি একই এবং দ্বিতীয়হীন। তাৎপর্য—মৎস্য-কূর্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ স্বতন্ত্র নহেন, গৌরচন্দ্র-নিরপেক্ষ নহেন। তাঁহারা গৌরচন্দ্রেরই বিভিন্ন স্বরূপ। "এই প্রভু সর্ব্ব বিপ্র দুই"-স্থলে "অই প্রভু সেই (বিনা) বিপ্র কিছু"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য একই।

১৪০। উহি—ঐ গৌরচন্দ্রই। "উহি"-স্থলে "অই"-পাঠান্তর আছে। অই—ঐ। বরাহ—ভগবানের অবতার-বিশেষ। পৃথিবী যখন প্রলয়সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তখন ইনি অবতীর্ণ হইয়া দন্তদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্ষিতি-স্থাপয়িতা—পৃথিবীর স্থাপন-কর্তা। প্রহ্লাদ-রক্ষিতা—প্রহ্লাদের রক্ষাকর্তা। ভগবান্ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর উৎপীড়ন হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৪১। বামন—১।৬।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বলির জীবন—বামনদেব বলিকে ছলনা করিয়া তাঁহার সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া থাকিলেও পরে বলির প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'বলির জীবন' বলা হইয়াছে। ১।৬।২৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। বসুদেব-নন্দ-পুত্র—বসুদেবের পুত্র এবং নন্দমহারাজের পুত্র। অর্থাৎ ইনিই শ্রীকৃষ্ণ।

বেদেও কি জানেন উহান অবতার।
জানাইলে জানেন, অন্যথা শক্তি কার্? ১৪৪
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ি-পদ ফল না হয় তাহার॥ ১৪৫
মন্ত্রের যে ফল তাহা এবে সে পাইলা।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা॥ ১৪৬
যাহ শীঘ্র বিপ্র! তুমি উহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥ ১৪৭
স্বপ্ন-হেন না মানিহ এ-সব বচন।
মন্ত্র-বশে কহিলাঙ বেদ-সঙ্গোপন॥” ১৪৮
এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান্॥ ১৪৯
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষঃকালে প্রভু-স্থানে॥ ১৫০
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা॥ ১৫১
প্রভু বোলে “কেনে ভাই! একি ব্যবহার?”
বিপ্র বোলে “কৃপাদৃষ্টি যেহেন তোমার॥” ১৫২
প্রভু বোলে “দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর’ কেনে?” ১৫৩
দিগ্বিজয়ী বোলেন “শুনহ বিপ্ররাজ!
তোমা’ ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্ব্ব-কাজ॥ ১৫৪
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন? ১৫৫
তখনেই মোর চিত্তে হইল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয়॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৫। দেবী সরস্বতী দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন—“তুমি আমার যত মন্ত্র জপ করিয়াছ, তোমার দিগ্বিজয়ী হওয়া তাহার মুখ্য ফল নহে।”

১৪৬। আমার মন্ত্রজপের মুখ্য ফল হইতেছে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পতি গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শন। তুমি এখন সেই ফল পাইয়াছ।

১৪৭। দেবী সরস্বতী এক্ষণে দিগ্বিজয়ীকে হিতোপদেশ দিতেছেন। **দেহ গিয়া সমর্পণ করহ**—যাইয়া তোমার দেহ (শরীর) গৌরচন্দ্রের চরণে সমর্পণ কর, সর্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও।

১৪৮। “স্বপ্ন হেন”-স্থলে “অল্প করি”-পাঠান্তর আছে। **মন্ত্রবশে**—তুমি যে আমার মন্ত্র জপ করিয়াছ, সেই মন্ত্রজপের ফলে তোমার (তোমার প্রীতির) বশীভূত হইয়া, **কহিলাঙ**—তোমার নিকটে বলিলাম। কি বলিলেন? **বেদ-সঙ্গোপন**—বেদেও যাহা গুপ্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে বলা হইয়াছে, (তাহা তোমার নিকটে বলিলাম)। ১।১।৬৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫২। **একি ব্যবহার**—তোমার এইরূপ আচরণ কেন? তুমি আমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে কেন? **কৃপাদৃষ্টি যে হেন তোমার**—তোমার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, সেইরূপই আমার ব্যবহার। তাৎপর্য—আমার প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই আমার সমস্ত অভিমান দূর হইয়াছে, তোমার চরণে প্রণত হওয়ার বুদ্ধি জাগিয়াছে। “যে হেন”-স্থলে “যে নহে”-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য—ইহা কি তোমার কৃপাদৃষ্টির ফল নহে? ইহা তোমার কৃপাদৃষ্টিরই ফল।

১৫৫। **নারায়ণ**—মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ।

তুমি যে অগর্ব্ব সর্ব্ব-ঈশ বেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিল, অন্যথা কভু নহে॥ ১৫৭
তিন বার আমারে করিলা পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলা গৌরব॥ ১৫৮
এহো কি ঈশ্বরশক্তি বিনে অন্য হয়?
অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয়॥ ১৫৯
গৌড়, তিরোত, ডিল্লী, কাশী আদি করি।
গুজ্জরাট, বিজয়ানগর, কাঞ্চী-পুরী॥ ১৬০
হেলঙ্গ, তেলঙ্গ, ওড্র, দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥ ১৬১
দূষিব আমার বাক্য সে থাকুক্ দূরে।
বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে॥ ১৬২
হেন আমি তোমা'স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিল, সর্ব্ববুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে॥ ১৬৩
এহো কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
'সরস্বতীপতি তুমি' সেই দেবী কহে॥ ১৬৪
বড় শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে।
তোমা' দেখিলাঙ ডুবিয়াঙ ভব-কূপে॥ ১৬৫
অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি তত্ত্ব আপনা' বঞ্চিয়া॥ ১৬৬
দৈব-ভাগ্যে পাইলুঁ তোমার দরশন।
এবে শুভদৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচন॥ ১৬৭
পর-উপকার-ধর্ম্ম স্বভাব তোমার।
তোমা বই শরণ্য দয়ালু নাহি আর॥ ১৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৭। অগর্ব্ব—গর্বশূন্য। সর্ব্ব-ঈশ—সর্বেশ্বর। "বেদে"-স্থলে "ইহা (প্রভু) সর্ব্ববেদে"-পাঠান্তর আছে।

১৬০। গৌড়—বাংলাদেশের প্রাচীন নাম গৌড়। তিরোত—ত্রিহুত। ১।২।৩৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ডিল্লী—বর্তমান দিল্লী। কাশী—বারাণসী-তীর্থ। গুজ্জরাট—বর্তমান গুজরাট। বিজয়ানগর—১।৬।৩৯৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কাঞ্চী—১।৬।৩১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পুরী—শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল।

১৬১। হেলঙ্গ—কোন্ স্থানকে হেলঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। আমাদের দৃষ্ট কোনও গ্রন্থে ইহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তেলঙ্গ—তৈলঙ্গ। "গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী গঞ্জাম হইতে রাজমহেন্দ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। গৌ. বৈ. অ.॥" ওড্র—উড়িষ্যা। "ওড্র-দেশ আর কত"-স্থলে "বঙ্গ ওড্র দেশ কত" এবং সমগ্র পয়ার স্থলে "পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত। সভারে করিল আমি পরাভব কত॥"-পাঠান্তর আছে।

১৬৪। "কিছু"-স্থলে "কভো" এবং "সেই দেবী"-স্থলে "দেবী মোরে"-পাঠান্তর আছে।

১৬৫। ডুবিয়াঙ—ডুবিয়াও, নিমজ্জিত হইয়াও। "ডুবিয়াঙ"-স্থলে "বুড়িয়াঙ" এবং "অসাধনে"-পাঠান্তর। বুড়িয়াঙ—নিমজ্জিত হইয়াও। ভবকূপে—সংসার-কূপে।

১৬৬। অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে—অবিদ্যা (মায়া)-জনিত বাসনা (সংসার-সুখ-বাসনা) দ্বারা আবদ্ধ হইয়া।

১৬৭। "শুভদৃষ্ট্যে মোরে"-স্থলে "দৃষ্টি আর"-পাঠান্তর আছে।

১৬৮। শরণ্য—শরণ-গ্রহণের যোগ্য। "তোমা বই শরণ্য"-স্থলে "তুমি বিনু অন্য যে"-পাঠান্তর আছে।

হেন উপদেশ মোরে কর' মহাশয়।
আর যেন দুর্ব্বাসনা মোর চিত্তে নয়॥" ১৬৯
এইমত কাকুর্ব্বাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া॥ ১৭০
শুনিঞা বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু কহিলা উত্তর॥ ১৭১
"শুন বিপ্রবর তুমি মহা-ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥ ১৭২
'দিগ্বিজয় করিব' বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিদ্যায় সভে কহে॥ ১৭৩
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কেহো নাহি চলে॥ ১৭৪
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বরসেবা দৃঢ়-চিত্ত করি॥ ১৭৫
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র। সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥ ১৭৬
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥ ১৭৭
সে-ই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়'॥ ১৭৮
মহা-উপদেশ এই কহিল তোমারে।
'সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে'॥" ১৭৯
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বিপ্রেরে চাপিয়া॥ ১৮০
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥ ১৮১
প্রভু বোলে "বিপ্র। সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥ ১৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭০। কাকুর্ব্বাদ—দৈন্যোক্তি।

১৭৩। দিগ্বিজয় করিব ইত্যাদি—"আমি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দিগ্বিজয় করিব"-এইরূপ অভিমান বিদ্যাশিক্ষার বাস্তব ফল নহে। "দিগ্বিজয় করিব"-স্থলে "দিগ্বিজয়ী করিবার"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য—কাহাকেও দিগ্বিজয়ী করা বিদ্যার বাস্তব কার্য নহে। ঈশ্বরে ভজিলে ইত্যাদি—বিদ্যায় (বিদ্যা লাভ করিয়া, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া) ঈশ্বরে ভজিলে (ঈশ্বরের ভজন করিলেই) [বিদ্যার কার্য প্রকাশ পায়, বিদ্যাশিক্ষার বাস্তব ফল পাওয়া যায়, ইহাই] সভে কহে (সকলে বলিয়া থাকেন)। ১।৮।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ঈশ্বরে ভজিলে'-'স্থলে "ঈশ্বরে ভজিতে" এবং "সভে"-স্থলে "সত্য" এবং "সবে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

১৭৪। দেহ ছাড়িয়া চলিলে—জীবাত্মা যখন দেহ (শরীর) ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন; অর্থাৎ লোকের মৃত্যু হইলে। পৌরুষ—পুরুষকারের দ্বারা অর্জিত ধনসম্পত্তি-মান-সম্মানাদি।

১৭৫। "ঈশ্বরসেবা দৃঢ়চিত্ত"-স্থলে "ঈশ্বর-চিন্তা দৃঢ়ভক্তি" এবং "ঈশ্বর সেবা কৃষ্ণ-চিত্ত"-পাঠান্তর আছে। দৃঢ় ভক্তি—অচলা বা অব্যভিচারিণী ভক্তি। কৃষ্ণ-চিত্ত—কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্ত, শ্রীকৃষ্ণে চিত্তকে একান্তভাবে স্থাপন-পূর্বক।

১৭৮। ১।৮।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮০। চাপিয়া—বুকে চাপিয়া ধরিয়া।

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র। আর কহ কাহা'প্রতি ॥ ১৮৩
বেদগুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥" ১৮৪
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ॥ ১৮৫
পুনঃপুন পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৬
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৮৭
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ি-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র ॥ ১৮৮
হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার ॥ ১৮৯
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ ॥ ১৯০
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম ॥ ১৯১
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবীরখাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস ॥ ১৯২
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাসে তাহা পরিহরে। ১৯৩
তাবত রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি মানে।
ভক্তিসুখ-মহিমা যাবত নাহি জানে ॥ ১৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৩। তাহা পাছে ইত্যাদি—তাৎপর্য, স্বরস্বতী তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্য কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না।

১৮৭। ভক্তি—কৃষ্ণভক্তি। বিরক্তি—সংসার-বৈরাগ্য। বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান; শ্রীকৃষ্ণ ভজনেই মানব-জীবনের সার্থকতা, এইরূপ বাস্তব অনুভূতি।

১৮৯। সম্ভার—সম্পত্তি। পাত্রসাৎ করিয়া—লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়া। "পাত্রসাৎ" ইত্যাদি পয়ারার্ধ স্থলে পাঠান্তর—"পাঁচ সাত করিয়া দিলেন সভাকার।"

১৯০। অসঙ্গ—নিঃসঙ্গ, একাকী। অথবা, সংসার অনাসক্ত।

১৯১। স্বাভাবিক ধর্ম্ম—স্বরূপগত ধর্ম, স্বভাব, স্বাভাবিক প্রভাব। "স্বাভাবিক"-স্থলে 'স্বভাব এই"-পাঠান্তর আছে। শ্রীগৌরচন্দ্রের বাস্তব-কৃপার স্বাভাবিক ধর্মই এই যে, যিনি সেই কৃপা লাভ করেন, তিনি "রাজ্যপদ ইত্যাদি।" রাজ্যপদ—রাজত্ব, অথবা, রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য।

১৯২। শ্রীদবীরখাস—শ্রীপাদরূপগোস্বামী। "দবীরখাস" ছিল তাঁহার রাজকর্মোচিত পদবী, নাম নহে। তিনি ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের "দবীরখাস"-একান্ত সচিব, প্রাইভেট্ সেক্রেটরী। তাঁহার অগ্রজ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ছিলেন হুসেন সাহের "সাকরমল্লিক"—প্রধানমন্ত্রী। এই "সাকরমল্লিক"ও শ্রীপাদ সনাতনের রাজকর্মোচিত পদবী। রামকেলিতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেও হুসেনসাহের দবীরখাসের নাম যে "রূপ" ছিল, চৈ. চ. ২।১।১৭৪ পয়ার হইতে তাহা জানা যায়। রামকেলিতেই মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ-সনাতনের প্রথম মিলন হয়। প্রভু যখন রামকেলি গিয়াছিলেন, তখন "অর্দ্ধরাত্রে দুইভাই আইলা প্রভুস্থানে। প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে॥ তাঁরা দুইজন (নিত্যানন্দ ও হরিদাস) জানাইল প্রভুর গোচরে। রূপ-সাকরমল্লিক আইলা তোমা

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দেখিবারে॥ চৈ. চ. ॥ ২।১।১৭৩-৭৪ ॥" তাঁহাদের দৈন্যোক্তি শুনিয়া প্রভুও বলিয়াছিলেন—"শুন রূপ দবীরখাস। তুমি দুইভাই মোর পুরাতন দাস॥ আজি হৈতে দোঁহার নাম—রূপ সনাতন। দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ চৈ. চ. ২।১।১৯৪-৯৫॥" এ-স্থলেও প্রভু প্রথমেই দবীর-খাসকে "রূপ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং তাহার পরে প্রভু বলিয়াছেন—"আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।" কবিরাজ-গোস্বামীর এই সকল উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, মহাপ্রভুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের পূর্ব হইতেই দবীরখাসের নাম ছিল "রূপ"। হুসেন সাহের সাকরমল্লিকের নামও যে পূর্ব হইতেই "সনাতন" ছিল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব-গোস্বামীর উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পিতার নাম ছিল কুমারদেব। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তিন জনই "মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ-শ্রেষ্ঠ" ছিলেন—প্রথম শ্রীলসনাতন, দ্বিতীয় শ্রীসনাতনের অনুজ শ্রীরূপ এবং তৃতীয় শ্রীবল্লভ। "তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে * আদিঃ শ্রীলসনাতন স্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ শ্রীমদ্বল্লভনামধেয় বলিতো নির্ব্বিষ্য যে রাজ্যতঃ। আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহর-প্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে॥ লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকার উপসংহারে শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি।" এই শ্রীজীবগোস্বামী ছিলেন শ্রীশ্রীরূপসনাতনের অনুজ শ্রীবল্লভের পুত্র। শ্রীবল্লভও হুসেন সাহের অধীনে চাকুরী করিতেন, তাঁহার রাজদত্ত পদবী ছিল "অনুপম"। শ্রীজীব শ্রীবল্লভের পদবীর উল্লেখ করেন নাই, পিতৃদত্তনাম "শ্রীবল্লভই" বলিয়াছেন। সেই সঙ্গে "শ্রীসনাতন" ও "শ্রীরূপনামা" বলিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়—বল্লভ যেমন "অনুপমের" পিতৃদত্ত নাম, "সনাতন" এবং "রূপ"ও তদ্রূপ সাকরমল্লিক এবং দবীরখাসের পিতৃদত্ত নাম। "আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ"-ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহা আরও পরিস্ফুটভাবে জানা যায়—"তাহার পরে (ততঃ) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অতিকৃপা লাভ করিয়া তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমভক্তিসম্পত্তির সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।" এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মহপ্রভুর চরণ-দর্শনের পূর্ব হইতেই তাঁহারা যদি তাঁহাদের পিতৃদত্ত নামে—সনাতন ও রূপ নামে—পরিচিত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে মহাপ্রভু যে বলিলেন—"আজি হৈতে দোঁহার নাম—রূপ সনাতন," ইহার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হইতেছে এই—প্রভু তাঁহাদিগকে জানাইলেন, "আজি হইতে তোমরা তোমাদের পিতৃদত্ত রূপ ও সনাতন নামেই অভিহিত হইবে, পিতৃদত্ত নামের সঙ্গে, এখন হইতে, তোমাদের রাজকর্মোচিত পদবী "দবীরখাস" ও সাকরমল্লিক" সংযোজিত হইবে না। তাঁহারা যে আর রাজকর্ম করিবেন না, সুতরাং রাজকর্মোচিত পদবী ধারণের সার্থকতাও কিছু তাঁহাদের থাকিবে না, প্রভু ভঙ্গীতে তাহাই জানাইলেন। বস্তুতঃ পরের দিন হইতেই তাঁহারা আর রাজকর্মে যোগদান করেন নাই।

রাজ্যসুখ ছাড়ি—রাজ্যশাসনে যে-সুখ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া। শ্রীপাদ রূপ বহুসম্মানিত রাজকার্যকেও তুচ্ছ মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অরণ্যে বিলাস—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে বৃন্দাবন-নামক অরণ্যে বাস করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

রাজ্যাদিসুখের কথা সে থাকুক্ দূরে।
মোক্ষসুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে ॥ ১৯৫
ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বরের ভজন বেদে কহে ॥ ১৯৬
হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কথন ॥ ১৯৭
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া-নগরে ॥ ১৯৮
সকল-লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
"নিমাঞি-পণ্ডিত হয় বড় বিদ্যাবান ॥ ১৯৯
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিলা যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাঞি ॥ ২০০
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি-পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত ॥" ২০১
কেহো বোলে "এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পঢ়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কথন না নড়ে ॥ ২০২
কেহো কেহো বোলে "ভাই! মিলি সর্ব্বজনে ॥
'বাদিসিংহ' বলিয়া পদবী দিব তানে ॥" ২০৩
হেন সে তাঁহার অতি মায়ার বড়াঞি।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাঞি ॥ ২০৪
এইমত সর্ব্বনবদ্বীপে সর্ব্বজনে।
প্রভুর সংকীর্ত্তি সভে ঘোষে সর্ব্বগণে ॥ ২০৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৫। মোক্ষসুখ—সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবাই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য, তাঁহারা কোনও রকমের মুক্তি নিজেরা তো চাহেনই না, ভগবান্ উপযাচক হইয়া তাহা দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ভা. ৩।২৯।১৩॥" অল্প মানে—তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; কেন না, মোক্ষ জীবের স্বরূপগত ধর্মের অনুকূল নহে। ১।২।৩-৪-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৮। প্রভু দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিলে প্রভুর সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসীদের যে ধারণা জন্মিয়াছিল, ১৯৯-২০৫ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

১৯৯। বড় বিদ্যাবান—বড় পণ্ডিত। "হয় বড়"-স্থলে "এত বড়"-পাঠান্তর আছে।

২০০। "কোথা শুনি নাঞি"-স্থলে "না জানি এই ঠাঞি" এবং "নাহি জানিয়ে এথাই"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই।

২০২। ন্যায়—ন্যায়-শাস্ত্র। ভট্টাচার্য্য—ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে ভট্টাচার্য বলে। কথন না নড়ে—এ-কথার আর অন্যথা হইবে না; ইহা নিশ্চিত।

২০৩। বাদিসিংহ—প্রতিবাদীর, বা প্রতিপক্ষের, নিকটে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী।

২০৪। মায়ার বড়াঞি—মায়ার প্রভাব। এত দেখিয়াও ইত্যাদি—প্রভুর মায়ার এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে, তাঁহার এ-সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়াও তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব কেহ জানিতে পারিলেন না। সকল লোক প্রভুকে কেবল এক অসাধারণ পণ্ডিত মাত্রই মনে করিলেন।

২০৫। প্রভুর সংকীর্ত্তি ইত্যাদি—সভে (সকলে) সর্ব্বগণে (নিজের নিজের অনুগত সকল লোকের সহিত) প্রভুর সংকীর্ত্তি (অসাধারণ পাণ্ডিত্যাদির কীর্তি) ঘোষে (ঘোষণা করেন, ঘোষণা বা সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন)। "সভে"-স্থলে "সার" এবং "সবে"-পাঠান্তর। সবে—একমাত্র,

নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার ॥ ২০৬
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়িজয়।
কোথাও তাহান পরাভব নাহি হয় ॥ ২০৭
বিদ্যারস গৌরাঙ্গের অতি-মনোহর।
ইহা যেই শুনে, হয় তাঁর অনুচর ॥ ২০৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৯

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-বিমোচনং নাম নবমোঽধ্যায় ॥ ৯ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কেবল। সার—পাণ্ডিত্যাদির সৎকীর্তিকেই প্রভুর কীর্তির সার বলিয়া লোকগণ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। প্রভুর স্বরূপের কথা কেহ জানিতেন না বলিয়া সেই বিষয়ে কেহ কিছুই ঘোষণা করেন নাই। সর্ব্বগণে—ঘোষণাকারীদের প্রত্যেকেই স্বীয় অনুগত লোকদের সহিত। ঘোষে—ঘোষণা করেন, সর্বত্র প্রচার করেন। "ঘোষে সর্ব্বগণে"-স্থলে "ঘোষে সর্ব্বক্ষণে" এবং "করয়ে ঘোষণে"-পাঠান্তর।

২০৮। "যেই শুনে হয়"-স্থলে "শুনিলে সে হই"-পাঠান্তর আছে। তাঁর অনুচর—শ্রীগৌরাঙ্গের কিঙ্কর, সেবক। ২০৭-৮ পয়ারে, শ্রদ্ধাপূর্বক প্রভুর দিগ্বিজয়ি-জয়-লীলা-শ্রবণের মহিমার কথা বলা হইয়াছে।

২০৯। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে নবম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা।
(৯. ৫. ১৯৬৩—১৫. ৫. ১৯৬৩)

দশম অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর প্রাণ ধন ॥ ২
জয় জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর' প্রভু সর্ব্বজীবে ত্রাণ ॥ ৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়—প্রভুর অতিথি-সেবা। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকর্তৃক অতিথিদের জন্য রন্ধন। লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর নিত্যকৃত্য। শচীদেবীকর্তৃক বৈভব-দর্শন। প্রভুর বঙ্গদেশে গমন। পূর্ববঙ্গে পদ্মায় প্রভুর জলকেলিরঙ্গ, পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজে প্রভুর সমাদর, বহু পণ্ডিতকে অধ্যাপন। কিছুকাল প্রভুর পূর্ববঙ্গে অবস্থানের ফলে সে-স্থলে অদ্যাপিও শ্রীচৈতন্যসংকীর্তন, ভক্ত-অবতারদের কথা। প্রভুর অধ্যাপন-বিলাস। প্রভুর পূর্ববঙ্গে অবস্থান-কালে নবদ্বীপে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধান। প্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা জানিয়া তত্রত্য শিষ্যবর্গকর্তৃক প্রভুকে নানাবিধ উপহার প্রদান, পূর্ববঙ্গ হইতে অনেক পড়ুয়ার নবদ্বীপে প্রভুর নিকটে অধ্যয়নের জন্য প্রভুর সহিত নবদ্বীপে গমনের প্রস্তুতি। তপনমিশ্রের কাহিনী—সাধ্যসাধন-তত্ত্ব-নিরূপণে তপনমিশ্রের অসামর্থ্য, তজ্জন্য অস্বস্তি, স্বপ্নযোগে এক "মূর্তিমান্ দেব" কর্তৃক মিশ্রের নিকটে প্রভুর তত্ত্ব-কথন এবং সাধ্য-সাধন-নিরূপণার্থ প্রভুর নিকটে যাওয়ার উপদেশ, তপনমিশ্রকর্তৃক প্রভুর চরণাশ্রয়, প্রভুকর্তৃক সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-কথন, নামসংকীর্তনের উপদেশ-দান। প্রভুর সহিত নবদ্বীপে গমনের জন্য মিশ্রের ইচ্ছা, প্রভুর নিষেধ এবং বারাণসী-গমনের উপদেশ। প্রভুর স্বগৃহে আগমন। পত্নী-বিয়োগ-শ্রবণে লোকানুকরণে প্রভুর দুঃখ, প্রভু-কর্তৃক শোকাতুরা জননীর প্রবোধ-প্রদান। মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে পুনরায় অধ্যাপনারম্ভ। শিষ্যবর্গের প্রতি প্রভুর ধর্মোপদেশ, ব্রাহ্মণের পক্ষে তিলক-ধারণের আবশ্যকতা-কথন। শ্রীহট্টদেশীয় ভাষার অনুকরণ করিয়া প্রভুকর্তৃক নবদ্বীপস্থ শ্রীহট্টিয়াদের প্রতি ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং তজ্জন্য তাঁহাদের ক্রোধ। প্রভুর দৈনন্দিন কৃত্য; পুনরায় বিদ্যৌদ্ধত্য-কৌতুক-প্রকটন। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে প্রভুর সতর্কতা। প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহ—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত।

১। **নিত্যানন্দ-প্রিয়**—নিত্যানন্দের প্রিয় যিনি, অথবা নিত্যানন্দ প্রিয় যাঁহার, অথবা নিত্যানন্দের প্রিয় যিনি এবং নিত্যানন্দও প্রিয় যাঁহার, তিনি হইতেছেন নিত্যানন্দ-প্রিয়; ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষণ। **নিত্য-কলেবর**—যাঁহার কলেবর বা শরীর হইতেছে নিত্য—সুতরাং অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ, ত্রিকাল-সত্য। ভগবৎ-স্বরূপমাত্রেই নিত্যকলেবর।

২। **শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র**—নীলাচলবাসী এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভক্ত। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন নীলাচলে (পুরীতে) থাকিতেন, তখন একদিন এই প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর নিকটে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে

আদিখণ্ড-কথা ভাই! শুন একমনে।
বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে॥ ৪
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যারসে বিহরেন লই শিষ্যগণ॥ ৫
সর্ব্বনবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে।
শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যারসে ক্রীড়া করে॥ ৬
সর্ব্বনবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি।
'নিমাঞি-পণ্ডিত অধ্যাপকশিরোমণি'॥ ৭
বড় বড় বিজয়ী সকল দোলা হৈতে।
নাম্বিয়া করেন নমস্কার বহুমতে॥ ৮
প্রভু দেখি-মাত্র জন্মে সভার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি, যে না হয়ে বশ॥ ৯
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে॥ ১০
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥ ১১
দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌর-হরি॥ ১২
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে॥ ১৩
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সভা' নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥ ১৪
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥ ১৫
ঘরে কিছু নাঞি, আই চিন্তে মনে মনে।
"কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে?" ১৬
চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি দেই সেই-ক্ষণে॥ ১৭
তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি বৈসে॥ ১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইচ্ছা করিলে প্রভু তাঁহাকে রায়রামানন্দের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। রায়রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া ইনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি ছিলেন গৌরগত-প্রাণ। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। শ্রীপরমানন্দপুরী—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য; নীলাচলে প্রভুর নিকটে থাকিতেন। প্রভু তাঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন, কখনও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেন না, প্রয়োজন হইলে "পুরীগোস্বামী" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। প্রাণধন—প্রভু ছিলেন শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর প্রাণতুল্য প্রিয়। "প্রাণ"-স্থলে "মহাপাত্র"-পাঠান্তর আছে। মহাপাত্র—অত্যন্ত প্রীতির পাত্র।

৮। নাম্বিয়া—নামিয়া। বহুমতে—বহু প্রকারে।

১১-১২। পরমব্যয়ী—মুক্তহস্তে ব্যয় (খরচ) করাই স্বভাব যাঁহার। কোনওরূপ কৃপণতাই যাঁহার নাই। ঈশ্বর-ব্যভার—ঈশ্বরের (ভগবানের) ব্যবহার। ঈশ্বরের কৃপণতা নাই, তিনি স্বভাবতঃই পরমব্যয়ী। "ব্যভার"-স্থলে "স্বভাব"-পাঠান্তর আছে। কপর্দ্দক—কড়ি, পয়সা-কড়ি।

১৫। ভিক্ষা—সন্ন্যাসীর আহার্য এবং আহারকে ভিক্ষা বলে। ঝাট—শীঘ্র।

১৭। সম্ভার—রন্ধনের উপকরণ, তণ্ডুলাদি।

১৮। লক্ষ্মীদেবী—লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, প্রভুর গৃহিণী। "বিশেষ"-স্থলে "অশেষ"-পাঠান্তর আছে। তবে—রন্ধন হইয়া গেলে।

সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥ ১৯
এইমত যতেক অতিথি আসি হয়।
সভারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়॥ ২০
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥ ২১
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥ ২২
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥ ২৩

তথাহি (মনুসংহিতায়াং ৩।১০১)—
"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥" ১॥

সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি শূন্য না হয় তাহার॥ ২৪
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথির ভক্তি'॥" ২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০। জিজ্ঞাসা—যথোচিত সমাদর। অথবা, কাহার কি অভাব আছে, কাহার কি প্রয়োজন, কে কেমন আছেন—এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। "কৃপাময়"-স্থলে "মহাশয়"-পাঠান্তর।

২২। অতিথি না করে—আতিথ্য বা অতিথির সেবা না করে।

২৩। পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে- পূর্বকর্ম-ফলে। পূর্বকর্মফল-জনিত দরিদ্রতাবশতঃ অতিথির যথাযোগ্য সেবা করিতে না পারিলে অতিথিকে তৃণ-জলাদি দিবে। তৃণ—বিছানা দিতে না পারিলে শয়নের জন্য তৃণ দিবে। জল—পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল দিবে। ভূমি—বিশ্রামের জন্য ভূমি বা স্থান দিবে। সন্তোষে—প্রীতির সহিত, অথবা অতিথির সন্তোষের নিমিত্ত। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি মনুসংহিতা-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥১॥ অন্বয়॥ সতাং (সাধু বা ধার্মিক লোকদিগের) গেহে (গৃহে) তৃণানি (আসনের বা শয়নের নিমিত্ত তৃণসমূহ) ভূমিঃ (বিশ্রামের নিমিত্ত ভূমি বা স্থান) উদকং (জল—পাদপ্রক্ষালন বা পানের নিমিত্ত জল) চতুর্থী (পূর্বোক্ত তিনটি বস্তুর পরে চতুর্থস্থানীয়া) সুনৃতা বাক্ চ (শ্রবণসুখকর সত্য ও প্রিয় বচন) —এতানি অপি (এই সমস্তও—অতিথিকে অন্নাদি দিতে না পারিলেও এ-সমস্ত বস্তু) কদাচন (কখনও) ন উচ্ছিদ্যন্তে (উচ্ছেদ বা অভাব প্রাপ্ত হয় না)। ১।১০।১॥

অনুবাদ। (দরিদ্রতাবশঃ অন্নদানে অসমর্থ হইলেও, অতিথির) শয়নের বা বসিবার জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি বা স্থান, পাদ-প্রক্ষালনাদির বা পানের জন্য জল, আর চতুর্থতঃ শ্রবণসুখকর সুমধুর সত্য ও প্রিয়বাক্য— ধার্মিকের গৃহে এ-সমস্তের অভাব কখনও হইতে পারে না। ১।১০।১॥

২৪-২৫। এই দুই পয়ারে পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য কথিত হইয়াছে। করি পরিহার—নিজের দৈন্য জ্ঞাপনপূর্বক অন্নাদি-দানের অসামর্থ্য জানাইয়া অন্নাদি না দেওয়ার জন্য দোষের অপনয়ন করিয়া। তথাপি—অন্নাদি দিতে না পারিলেও, পরিহার পূর্বক কেবল সত্য বাক্য বলিলেও। অতিথিশূন্য ইত্যাদি—তাঁহার গৃহ অতিথিশূন্য হয় না; পূর্বোক্তরূপ মিষ্টবাক্যাদি দ্বারা অতিথির পরিচর্যা করিলেও, অন্নাদি না পাইলেও অতিথির প্রতি তাঁহার প্রীতি দেখিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি

অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে ॥ ২৬
সেই সব ভিক্ষুক পরম-ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণে যারে করে অন্ন-দান ॥ ২৭
যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত, তাহা খায় যে-তে-জন ॥ ২৮
কেহো কেহো ইথিমধ্যে কহে অন্য-কথা।
"সে অন্নের যোগ্য অন্য না হয় সর্ব্বথা ॥ ২৯
ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি।
সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী ॥ ৩০
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সভে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে ॥ ৩১
অন্যথা সে-স্থানে যাইবার শক্তি কার।
ব্রহ্মা-আদি বিনে কি সে অন্ন পায় আর ?" ৩২
কেহো বোলে "দুঃখিত তারিতে অবতার।
সর্ব্বমতে দুঃখিতের করেন নিস্তার ॥ ৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আসেন। অথবা অন্নাদি দিতে না পারিলেও, পূর্বোক্তরূপ তৃণ-জলাদি দিলেও তাঁহার (দরিদ্র গৃহস্থের) অতিথি শূন্য হয় না (আতিথ্য-হীনতা হয় না, তাহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের অনুরূপ আতিথ্য বা অতিথি-সৎকার হইয়া থাকে)। "শূন্য না"-স্থলে "সিদ্ধতা"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—অতিথি-সিদ্ধতা, অর্থাৎ আতিথ্য-সিদ্ধতা হয়, অতিথি-সেবা হয়। অকৈতবে—অকপট ভাবে। চিত্তসুখে—চিত্তে আনন্দ অনুভব করিয়া। অতিথির ভক্তি—অতিথির প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা।

২৬। জিজ্ঞাসা করেন—কাহার কি অভাব, কাহার কি প্রয়োজন, কে কেমন আছেন—ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং সামর্থ্য-অনুসারে অতিথির অভাবাদি দূর করেন। অথবা, সম্বর্ধনা করেন।

২৭। লক্ষ্মী-নারায়ণে—মূলনারায়ণ শ্রীগৌর এবং তাঁহার কান্তাশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী।

২৮। যে-তে জন—যে-সে ব্যক্তি, নির্বিচারে যে-কোনও লোক। "যে-তে"-স্থলে "যে-যে"-পাঠান্তর আছে।

২৯। ইথিমধ্যে—ইহার মধ্যে, প্রভুর অতিথি-সেবার সম্বন্ধে। কহে অন্য কথা—অন্যরূপ কথা বলে। অন্যরূপ কথা কি, তাহা এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৬-পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে। সে অন্নের যোগ্য ইত্যাদি—লক্ষ্মী-নারায়ণের অন্ন গ্রহণের যোগ্য সর্বথা (কোনও প্রকারেই) অন্য (পর পয়ারোক্ত ব্রহ্মা-শিবাদিব্যতীত অপর কেহই) না হয় (হইতে পারে না)।

৩০-৩২। প্রভুর গৃহে আগত অতিথির সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকদের অভিমত এই কয় পয়ারে বলা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—"ব্রহ্মা, শিব, শুক, ব্যাস এবং নারদাদিই এবং সুর (দেবতা)-সিদ্ধ প্রভৃতিই, লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া, ভিক্ষুকের বা অতিথির রূপে প্রভুর গৃহে উপনীত হয়েন। অন্য লোকের পক্ষে সে-স্থানে যাওয়ার, কিম্বা সেই অন্ন গ্রহণের, কি শক্তি বা যোগ্যতা থাকিতে পারে ?"

৩৩-৩৬। এই কয় পয়ারে অন্য এক শ্রেণীর লোকদের অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—"অতিথিরূপে যাঁহারা প্রভুর গৃহে আসেন, তাঁহারা ব্রহ্মাদি দেবতা নহেন। ব্রহ্মাদি দেবতা

ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁর অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।
সর্ব্বথা তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য সঙ্গ ॥ ৩৪
তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
'ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভো দিব সকল জীবেরে' ॥ ৩৫
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজগৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ॥" ৩৬
একেশ্বর লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন।
তথাপিহ পরমসন্তোষযুক্ত মন ॥ ৩৭
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢ়ে অতি ॥ ৩৮
উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম।
আপনে করেন সব, সে-ই তান ধর্ম্ম ॥ ৩৯
দেবগৃহে করেন সে স্বস্তিকমণ্ডলী।
শঙ্খ-চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥ ৪০
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল।
ঈশ্বরপূজার সজ্জ করেন সকল ॥ ৪১
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন ॥ ৪২
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর ॥ ৪৩
কোনদিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদমূলে অনুক্ষণ ॥ ৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তো প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন দেহের নিত্যসঙ্গী, তাঁহারাও তদ্রূপ প্রভুর নিত্যসঙ্গী, অতিথি সাজিয়া প্রভুর গৃহে আসার কোনও প্রয়োজনই তাঁহাদের থাকিতে পারে না। রহস্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ বস্তু নির্বিচারে সকল জীবকে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প করিয়াই প্রভু এইবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই সংসার-দুঃখে দুঃখিত লোকদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভু নিজের গৃহে উপস্থিত সকলকেই নিজে অন্ন দান করিয়া থাকেন, সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন, কৃতার্থ হয়েন।" ইহাদের মতে—যাঁহারা প্রভুর গৃহে অতিথি হয়েন, তাঁহারা ব্রহ্মাদি দেবতা নহেন, পরন্তু সংসারী জীব। "সর্ব্বথা"-স্থলে "সর্ব্বদা"-পাঠান্তর আছে।

৩৭। একেশ্বর—একাকিনী, অন্য কাহারও সহায়তাব্যতীত। **পরম সন্তোষযুক্ত মন**—অন্য কাহারও সহায়তাব্যতীত, নিজে একাকিনী রন্ধনাদি করিলেও, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ; কোনওরূপ কষ্ট বা দুঃখ তিনি অনুভব করিতেন না। তাৎপর্য এই যে, তিনি অত্যন্ত প্রীতির সহিতই অতিথিদের জন্য রন্ধন করিতেন।

৪০। দেবগৃহে—শচীমাতার গৃহস্থিত দেবমন্দিরে। **স্বস্তিকমণ্ডলী**—বিষ্ণুপূজার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুমন্দিরে মণ্ডল-রচনা, অর্থাৎ উপলেপন ও চিত্র-রচনা। স্বস্তিক চারিকোণের চতুষ্কোণকে ষোড়শ অংশে ভাগ করিয়া শুক্ল, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণদ্বারা লেপন করিলে স্বস্তিক হয়। মণ্ডলের জন্য পাঁচরকম বর্ণের চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়। শালিতণ্ডুল চূর্ণ, অথবা যবচূর্ণদ্বারা শ্বেতবর্ণের চূর্ণ। কুঙ্কুম, সিন্দুর, অথবা গৈরিকাদিদ্বারা লোহিত বা রক্তবর্ণ। হরিতাল বা হরিদ্রাচূর্ণদ্বারা পীতবর্ণ। দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যবদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ। দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যবচূর্ণের সহিত পীত মিশ্রিত করিলেই হরিদ্বর্ণ হয়। (হ. ভ. বি. ॥ ৪।১৯)।

অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্রপদতলে।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিপুঞ্জ শিখা জ্বলে॥ ৪৫
কোনদিন মহা পদ্মগন্ধ শচী আই।
ঘরে দ্বারে সর্ব্বত্র পায়েন, অন্ত নাই॥ ৪৬
হেনমতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহো নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে। ৪৭
তবে কথোদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥ ৪৮
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন আনি।
"কথোদিন প্রবাস করিব মাতা! আমি॥" ৪৯
লক্ষ্মী-প্রতি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
আইর সেবন করিবারে নিরন্তর॥ ৫০
তবে প্রভু কথো আপ্ত শিষ্যবর্গ লয়্যা।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হয়্যা॥ ৫১
যে যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সে-ই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে॥ ৫২
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বোলে "হেন পুত্র যার।
ধন্য তার জন্ম, তার পা'য়ে নমস্কার॥ ৫৩
যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি।
স্ত্রীজন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী॥" ৫৪
এইমত পথে যত দেখে স্ত্রী-পুরুষে।
পুনঃপুন সভে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে॥ ৫৫
বেদেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।
যে-তে-জনে প্রভু দেখে তান কৃপা হৈতে॥ ৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৫। মহাজ্যোতির্ম্ময় অগ্নিপুঞ্জ—প্রভুর চরণমূলে উপবিষ্টা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকেই শচীমাতা মহাজ্যোতির্ময় অগ্নিপুঞ্জের শিখার তুল্য দেখিলেন। লীলাশক্তির প্রভাবে এ-স্থলে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর স্বরূপগত বৈভব প্রকটিত হইয়াছে। ১।৭।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। এই পয়ারে কথিত অদ্ভুত পদ্মগন্ধও লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর স্বরূপগত বৈভব। অন্ত নাই—যে গন্ধের অন্ত বা শেষ নাই। শচীমাতা নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্বদা সেই গন্ধ অনুভব করিতে থাকেন।

৪৮। বঙ্গদেশ—এ-স্থলে "বঙ্গদেশ" বলিতে পূর্ববঙ্গকেই বুঝাইতেছে। কেননা, নবদ্বীপও বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রভু যে-সকল স্থানে গিয়াছিলেন, সে-সকল স্থান ছিল বঙ্গদেশের পূর্বাংশে, আর নবদ্বীপ পশ্চিমাংশে। বঙ্গদেশের পূর্বাংশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গেই প্রভু গিয়াছিলেন।

৪৯। "আনি"-স্থলে "বাণী"-পাঠান্তর। বাণী—কথা। প্রবাস—ভিন্ন স্থানে বাস।

৫৬। "বেদেও"-স্থলে "দেবেও"-পাঠান্তর। তান কৃপা হৈতে—প্রভুর কৃপা হইতে, প্রভুর কৃপার প্রভাবে। ভগবান্ হইতেছেন স্বপ্রকাশ তত্ত্ব; কৃপা করিয়া যখন যাহাকে তিনি দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন, অন্যথা, তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাঁহার নিজের কৃপাশক্তিতেই তিনি দৃষ্ট হয়েন। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্। নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন॥" যখন সেই কৃপাশক্তিকে তিনি সার্বজনীনভাবে প্রকাশিত করেন, তখন সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। ইহাই তাঁহার প্রাকট্য বা ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব। কিন্তু সকলে তাঁহাকে দেখিলেও সকলে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ গীতা॥ ৭।২৫॥" এজন্য স্বয়ংভগবান্ নরাকৃতি বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর ধীরে ধীরে।
কথোদিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥ ৫৭
পদ্মাবতীনদীর তরঙ্গশোভা অতি।
উত্তম পুলিন-বন, জল বহু তথি ॥ ৫৮
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা-কুতূহলে।
গণসহ স্নান করিলেন তান জলে ॥ ৫৯
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্ব-লোক পবিত্র করিতে ॥ ৬০
পদ্মাবতী-নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর ॥ ৬১
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেইস্থানে রহিলেন তান ভাগ্যবশে ॥ ৬২
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ-সহিতে পরম কুতূহলে ॥ ৬৩
সেই ভাগ্য ইবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতিদিন প্রভু জলক্রীড়া করে তথি ॥ ৬৪
বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥ ৬৫
পদ্মাবতীতীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ ॥ ৬৬
"নিমাঞি-পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি।
আসিয়া আছেন" সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি ॥ ৬৭
ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ন-হস্তে আইলেন সেই-ক্ষণ ॥ ৬৮
সভে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার ॥ ৬৯
"আমা' সভাকার মহা-ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ-দেশেতে ॥ ৭০
অর্থ-বিত্ত লই সর্ব্ব-গোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে ॥ ৭১
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিঞা দিলেন আমা' সভার দুয়ারে ॥ ৭২
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর। ৭৩
বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নহে।
ঈশ্বরের অংশ তুমি' হেন মনে লয়ে ॥ ৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সাধারণ মানুষ বলিয়াও মনে করে। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবম-জানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ গীতা ॥ ৯।১১॥"

৫৭। পদ্মাবতী—পূর্ববঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ নদী। সাধারণতঃ পদ্মা-নামে খ্যাত।

৫৮। "তরঙ্গশোভা"-স্থলে "তরঙ্গ শোভে"-পাঠান্তর। পুলিন-বন—নদীতীরস্থিত বন।

৬২। "রহিলেন তান"-স্থলে "করিলেন স্নান"-পাঠান্তর। তান—তাঁহার, পদ্মাবতীর।

৬৪। ইবে—এবে, এক্ষণে।

৬৭। "আসিয়া আছেন"-স্থলে "আসিয়াছেন পণ্ডিত" এবং "আসিয়াছেন প্রভু"-পাঠান্তর আছে। সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি—প্রভুর আগমনের সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইল।

৬৮। উপায়ন—উপঢৌকন, ভেট।

৭০। বিজয়—শুভাগমন।

৭১। "অর্থবিত্ত"-স্থলে "অর্থ-বৃত্তি"-পাঠান্তর। বৃত্তি—জীবিকা, জীবিকানির্বাহের উপায় বা সম্বল।

অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমন পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভো, লয়ে চিত্ত-বৃত্ত ॥ ৭৫
সবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর' কিছু আমা' সভাকারে॥ ৭৬
উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি। ৭৭
সাক্ষাতেও শিষ্য কর' আমা' সভাকারে।
থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল সংসারে ॥" ৭৮
হাসি প্রভু সভা-প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কথো-দিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস ॥ ৭৯
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব-বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥ ৮০
মধ্যেমধ্যে মাত্র কথো পাপিগণ গিয়া।
লোক-নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥ ৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৫। "লয়ে"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর। লয়ে চিত্ত-বৃত্ত—আমাদের চিত্তে এইরূপ বৃত্তি জাগিয়াছে, আমাদের এইরূপ মনে হয়। পাঠান্তরে, হেন চিত্তবৃত্ত—এইরূপ চিত্তবৃত্তি—আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদের দেশে আগমনের মনোবৃত্তি—ঈশ্বরব্যতীত অন্যের হইতে পারে না।

৭৭। অন্বয়। হে দ্বিজমণি (দ্বিজশ্রেষ্ঠ)! আমরা সভে (সকলে) উদ্দেশে (তোমার অসাক্ষাতে তোমাকে স্মরণ করিয়া) তোমার টিপ্পনী (তোমার কৃত ব্যাকরণের টীকা) লই (লইয়া, সংগ্রহ করিয়া) পড়ি (নিজেরাও পড়িয়া থাকি এবং) পড়াই (আমাদের ছাত্রদিগকেও পড়াইয়া থাকি)।

পূর্ববর্তী-এক উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভু ব্যাকরণের টিপ্পনী বা টীকা লিখিয়াছিলেন। "আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী ॥ ১।৬।৭৩ ॥" পদ্মাতীরবর্তী স্থানে প্রভুর নিকটে আগত পণ্ডিতগণ —প্রভুর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত প্রভুর শিষ্যগণের নিকট হইতে, কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে,—সেই টীকা সংগ্রহ করিয়া নিজেরাও পড়িতেন এবং তাঁহাদের শিষ্যদিগকেও পড়াইতেন। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, যে সমস্ত পণ্ডিত প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেরাও অধ্যাপক ছিলেন।

৭৮। সাক্ষাতেও শিষ্য কর—এ-স্থলে "ও"-কারের তাৎপর্য এই যে, তোমার টিপ্পনী যখন আমরা পড়ি, পড়িয়া জ্ঞানলাভ করি, তখন আমরা তোমার শিষ্যই; তবে আমাদের এই শিষ্যত্ব লাভ হইয়াছে তোমার অসাক্ষাতে; এক্ষণে তুমি নিজে আমাদিগকে পড়াইয়া আমাদিগকে তোমার সাক্ষাৎ শিষ্য কর।

৮০। স্ত্রী-পুরুষে—স্ত্রীলোকেরাও শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন করেন, পুরুষেরাও করেন। পরবর্তী ১৪১-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৮১। এই ৮১ পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ৮৬ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে গ্রন্থকার "নকল অবতারের" কথা বলিয়াছেন। পরমার্থ-বিমুখ, স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়সুখ-সর্বস্ব, পাপিষ্ঠগণই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নকল অবতার সাজিয়া সরলবুদ্ধি লোকদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা ম. শ্রী ॥ চতুর্দশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

উদর-ভরণ লাগি পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহো বোলে॥ ৮২
কোন পাপিসব ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ॥ ৮৩
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥ ৮৪
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে॥ ৮৫
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায়ে 'গোপাল'।
অতএব তারে সভে বোলেন 'শিয়াল'॥ ৮৬
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর॥ ৮৭
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
"অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ—শ্রীচৈতন্যহরি॥ ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লোক নষ্ট করে—সরলবুদ্ধি লোকগণের পরমার্থ নষ্ট করে। আপনারে লওয়াইয়া—বাস্তব-ভগবৎ-স্বরূপের পরিবর্তে নিজেকে প্রচার করাইয়া। পাপীরা নকল অবতার সাজিয়া নিজেদিগকেই ভগবান্ বলিয়া প্রচার করাইয়া, লোকের মতিভ্রম জন্মায়।

৮২। 'রঘুনাথ' করি ইত্যাদি—নকল অবতারদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদিগকে 'রঘুনাথ—রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র' বলে। "আমিই রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র" এইরূপ বলিয়া থাকে।

৮৩। "ভূতগণ—ভূতের (প্রেতাত্মার) ন্যায় দুষ্টচরিত্র লোকগণ। "কত বা ভূতগণ"-স্থলে "বলিয়া নারায়ণ"-পাঠান্তর আছে। কেহ বা নিজেকে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রচার করে এবং সরলচিত্ত লোকদিগকে কৃষ্ণকীর্তন ছাড়াইয়া নিজের গুণ-মহিমাদি কীর্তনের জন্য প্রবর্তিত করে।

৮৪। তিন অবস্থা—"জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। প্রকৃতির উপাদানে যাহাদিগের দেহ গঠিত, বা প্রাকৃত বস্তুতেই যাহাদিগের চিত্ত আসক্ত, তাহাদিগকে উক্ত তিন প্রকার অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ভগবান্ প্রকৃতির অতীত, সুতরাং তাঁহার এই তিন অবস্থাও নাই। তিনি যে তুরীয় বস্তু। অ. প্র.।" সংসারী প্রাকৃত জীবের দেহ পঞ্চভূতাত্মক, মায়িক; প্রাকৃত জীব মায়ার বশীভূত। মায়ার প্রভাবে তাহার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, নিদ্রা আছে। সংসারী জীব—ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা—এই তিনটি অবস্থার অধীন; ইহা প্রত্যক্ষভাবেই দৃষ্ট হইতেছে। এতাদৃশ প্রাকৃত জীব কোন্ লাজে ইত্যাদি—যে নিজেকে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করে এবং কৃষ্ণ কীর্তনের পরিবর্তে নিজের কীর্তন প্রচার করে, ইহাতে কি তাহার লজ্জা হয় না? ইহাতে তাহার লজ্জা অনুভব করাই উচিত। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—ভগবান্ আপ্তকাম, পূর্ণ; তাঁহার ক্ষুধা-পিপাসাদি কিছুই নাই, আপ্তকাম এবং পূর্ণ বলিয়া থাকিতেও পারে না। তিনি মায়াতীত, মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, নকল অবতারদের কথা শুনিয়া তাঁহারা যে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন, ইহাও কি তাহারা একবার ভাবিয়া দেখে না?

৮৫। রাঢ়ে—রাঢ়দেশে (১৷২৷৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বিপ্র কাচ মাত্র কাচে—ব্রাহ্মণের পোষাকমাত্র ধারণ করে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে। অন্তরে রাক্ষস—তাহার চিত্তে লোকঘাতক রাক্ষসের প্রবৃত্তি

যাঁর নাম-স্মরণে সমস্ত-বন্ধ-ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্রে বিজয়॥ ৮৯
সকল-ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভু পা'য়॥" ৯০
হেনমতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥ ৯১
মহা-বিদ্যা-গোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥ ৯২
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কোন্ ঠাঁই॥ ৯৩
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি-পণ্ডিত-স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥ ৯৪
হেন কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সভেই হইলা বিদ্যাবান্॥ ৯৫
কত শতশত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া॥ ৯৬
এইমতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥ ৯৭
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে॥ ৯৮
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥ ৯৯
নামেরে সে অন্ন-মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বরবিচ্ছেদে বড় দুঃখিত অন্তরে॥ ১০০
একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন-ক্ষণ॥ ১০১
ঈশ্বরবিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥ ১০২
নিজ প্রতিকৃতি-দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভুপাশে অতি-অলক্ষিতে॥ ১০৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৯। **যাঁর দাস-স্মরণেও**—যাঁহার ভক্তের স্মরণ করিলেও। **বিজয়**—বিশেষরূপে, সর্ববিষয়ে, জয় লাভ হয়। "সর্ব্বত্রে বিজয়"-স্থলে "সর্ব্বসিদ্ধ হয়"-পাঠান্তর আছে।

৯২। **মহাবিদ্যাগোষ্ঠী**—মহামহা পণ্ডিতের সমাজ। মহাপ্রভু বঙ্গদেশে বহু লোককে বহুবিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন। "মহাবিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু"-স্থলে "মহাপ্রভু বিদ্যাগোষ্ঠী"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য একই।

৯৮। **লক্ষ্মী**—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী।

১০০। "নামেরে অন্নমাত্র"-স্থলে "নামে মাত্র অন্ন লক্ষ্মী"-পাঠান্তর। **পরিগ্রহ**—গ্রহণ, আহার।

১০২। "যাইতে"-স্থলে "চলিতে" এবং "আসিতে"-পাঠান্তর।

১০৩। **নিজ প্রতিকৃতি দেহ ইত্যাদি**—"আমাদিগের দেহ যেরূপ প্রাকৃত বস্তু ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু দ্বারা গঠিত, ভগবান্ কিম্বা তাঁহার লীলা-পরিকরগণের দেহ সেরূপ নহে—তাহা অপ্রাকৃত। ভগবান্ বা তাঁহার লীলাপরিকরগণ যখন নরলীলা বিস্তার করেন, তখন লীলাপুষ্টির অভিপ্রায়ে, ভগবানের লীলাসাধিনী শক্তি যোগমায়া তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত দেহে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্যজনোচিত ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি করিতে থাকেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবানের পরাশক্তি; সুতরাং তাঁহার দেহও অপ্রাকৃত—প্রকৃতির রাজ্যে সে দেহ থাকিবার কথা নয়; অথচ অপ্রকট হইবার সময় একটি দেহ না রাখিয়া গেলে নরলীলার সম্পূর্ণ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্ফূর্ত্তি হয় না। সুতরাং তাঁহাকে একটি দেহ পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে হইল। সেই দেহটি উপলক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার কহিতেছেন—'নিজ * * * পৃথিবী তে।' অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে দেহটি পৃথিবীতে রাখিয়া গেলেন, সেটি ঠিক তাঁহার দেহ নহে, কিন্তু সেটি তাঁহার অপ্রাকৃত দেহের অনুরূপ বা প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ একটি দেহমাত্র। অ. প্র.।" নিজ প্রতিকৃতি দেহ—নিজের দেহের প্রতিমূর্ত্তিরূপ একটি দেহ। নিজের বাস্তব দেহ নহে, তাহার প্রতিমূর্ত্তি, ঠিক অনুরূপ একটি দেহ। কোনও লোকের চিত্রপট, বা মৃণ্ময়ী, প্রস্তরময়ী, ধাতুময়ী মূর্ত্তিকে তাঁহার প্রতিকৃতি বলে। লক্ষ্মপ্রিয়াদেবীও তাঁহার এইরূপ একটি প্রতিকৃতি-দেহ পৃথিবীতে রাখিয়া নিজে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। নরলীল স্বয়ংভগবান্ জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনাদিসিদ্ধ সচ্চিদানন্দদেহে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা পূর্বে (১।১।২-শ্লোকব্যাখ্যায়) বলা হইয়াছে। তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরদিগকেও তিনি, যথাসময়ে, তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহেই, জন্মলীলার ব্যপদেশে, অবতারিত করাইয়া থাকেন। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ড হইতে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার উল্লিখিতরূপ প্রতিকৃতি তিনি রাখিয়া যায়েন না, সশরীরেই তিনি লোকনয়নের অগোচরে চলিয়া যায়েন। কিন্তু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরদিগকে অন্তর্ধাপিত করাইয়াও তাঁহাদের উল্লিখিতরূপ প্রতিকৃতি তিনি রাখিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ যদুপরিকরদিগকে অন্তর্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের প্রতিকৃতি রাখিয়াছিলেন; এই প্রতিকৃতিসমূহই মৌষল-লীলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে তাহা জানা যায়। লীলাসহায়কারিণী যোগমায়াই এইরূপ প্রতিকৃতি রচনা করেন। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীও শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁহার দেহও অপ্রাকৃত, চিন্ময়—পঞ্চভূতাত্মক নহে। তিনি যখন গৌরের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি, অপরের অদৃশ্য নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় দেহেই গৌরের নিকটে গেলেন; যোগমায়া তাঁহার একটি প্রতিকৃতি রচনা করিয়া নবদ্বীপে রাখিয়া দিলেন। "প্রতিকৃতি"-স্থলে "প্রকৃতি" এবং "প্রাকৃত"-পাঠান্তর আছে। অর্থ, নিজপ্রকৃতি-দেহ—প্রকৃতি বা মায়া হইতে জাত নিজের দেহ, প্রাকৃত দেহ। নিজ প্রাকৃত-দেহ—সাধারণ লোকের প্রতীতিতে সেই দেহটি প্রাকৃত দেহই ছিল। কেন না, গ্রন্থকার ইতঃপূর্বেই বহুস্থলে বলিয়া গিয়াছেন, তখন পর্যন্ত শ্রীগৌরের স্বরূপতত্ত্বও, তাঁহারই মায়ায়, কেহ জানিত না; সুতরাং লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী যে গৌরের নিত্যপরিকর, বস্তুতঃ প্রাকৃত জীব ছিলেন না—তাহাও কেহ জানিত না। লোকে তাঁহাকে প্রাকৃত জীব বলিয়াই মনে করিত; এজন্য যোগমায়া-রচিত তাঁহার প্রতিকৃতি-দেহকেও—লোকে প্রাকৃত দেহ বলিয়া মনে করিত। লোকে যখন লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর স্বরূপ-তত্ত্ব জানিত না, তখন তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তাঁহার একটি "প্রতিকৃতি দেহ" না থাকিলে, লৌকিকী দৃষ্টিতে তাঁহার পরলোকগমনের কথাও কেহ জানিতে পারিত না; লোকে মনে করিত—তিনি কোথাও চলিয়া গিয়াছেন। এজন্যই লীলাশক্তি যোগমায়া তাঁহার একটি "প্রতিকৃতি দেহ" রচনা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। অতি-অলক্ষিতে -অতি গোপনে। তিনি যে গৌরের নিকটে চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

প্রভুপাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥ ১০৪
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ দ্রবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে॥ ১০৫
সে সকল দুঃখরস না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাঙ সূত্রমতে॥ ১০৬
সাধুগণ শুনি বড় হইলা দুঃখিত।
সভে আসি কার্য্য করিলেন যথোচিত॥ ১০৭
ঈশ্বর থাকিয়া কথোদিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবাসে॥ ১০৮
তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি।
যার যেন শক্তি সভে দিলা ধন আনি॥ ১০৯
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।
সুরঙ্গ-কম্বল, বহু-প্রকার বসন॥ ১১০
উত্তম-পদার্থ যত ছিল যার ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥ ১১১
প্রভুও সভার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ১১২
সন্তোষে সভার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজ-গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥ ১১৩
অনেক পঢ়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পঢ়িতে॥ ১১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৪-১০৫। গঙ্গাতীরে বসিয়া প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। করিলা বিজয়- প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করিলেন। "কহিতে"-স্থলে "সহিতে"-পাঠান্তর।

১০৬। সূত্রমতে—ব্যাকরণাদির সূত্রের ন্যায়; অতি সংক্ষেপে। "বর্ণিতে"-স্থলে "সহিতে"-পাঠান্তর; অর্থ—সহ্য করিতে।

১০৮। নিজ-গৃহ-বাসে—নবদ্বীপে নিজের গৃহে। "নিজ গৃহ-বাসে"-স্থলে "কথোক দিবসে" পাঠান্তর আছে। অর্থ—কয়েক দিনের মধ্যে।

১১০। সুরঙ্গ কম্বল—সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত কম্বল। "বসন"-স্থলে "রতন"-পাঠান্তর। রতন—রত্ন।

১১১-১১২। সন্তোষে—প্রীতির সহিত। পরিগ্রহ—গ্রহণ, অঙ্গীকার।

১১৩। "হইয়া"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

১১৪। তথাই—সে-স্থানে, নবদ্বীপে। বঙ্গদেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী প্রভুর নিকটে অধ্যয়নের জন্য প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে চলিলেন—যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

[এই সংস্করণে সর্বত্র আমরা প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামি-মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ-স্থলে একটু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। এই ১১৪-পয়ারের পরবর্তী ১১৫-১৪৯ পয়ারগুলি এবং তদন্তর্গত শ্লোক কয়টি তিনি মূলের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। হেতুরূপে তিনি লিখিয়াছেন—"ইহার (অর্থাৎ ১১৪-পয়ারের) পর নিম্নলিখিত পয়ার ও শ্লোকগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকেই স্থান পাইয়াছে; আমাদের অবলম্বিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতেও ইহার কিয়দংশও দেখা গেল না।" এই সংস্করণে আমরা পাদটীকায় উদ্ধৃত পয়ার ও শ্লোকগুলি মূলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। ইহাই আমাদের ব্যতিক্রম। এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। প্রথমতঃ, কোনও না কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে এই পয়ার ও শ্লোকগুলি অবশ্যই ছিল; নচেৎ মুদ্রিত

হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন॥ ১১৫
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে। ১১৬
নিজ-ইষ্ট মন্ত্র সদা জপে রাত্র-দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥ ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পুস্তকে তাহারা স্থান পাইত না। সেই হস্তলিখিত পুঁথি বা পুঁথিগুলি হয়তো প্রভুপাদের দৃষ্টিতে আসে নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রভুপাদের গৃহীত মূল অনুসারে তপনমিশ্রের কোনও প্রসঙ্গই শ্রীচৈতন্যভাগবতে থাকে না (পাদটীকার পয়ারাদিতে তপনমিশ্রের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে)। কিন্তু তপনমিশ্রের প্রসঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ। প্রভুপাদের গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত পয়ারাদির বিবরণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়া গিয়াছেন। পাদটীকার পয়ারগুলি হইতে জানা যায়, প্রভুর আদেশেই তপনমিশ্র কাশীতে গিয়াছিলেন। তপনমিশ্র যে কাশীতে গিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তপনমিশ্রের গৃহেই যে প্রভু ভিক্ষা করিতেন, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কবিরাজগোস্বামী কোনও পুঁথিতে তপনমিশ্রের বিবরণ দেখিয়া থাকিবেন। নির্ভরযোগ্য-সূত্রে তাহা জানিবার সুযোগও কবিরাজগোস্বামীর ছিল। প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে ছিলেন, তখন শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও কাশীতে ছিলেন এবং তপনমিশ্রের গৃহে আহারাদিও করিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে নীলাচল গমনের পথে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও কাশীতে কয়েকদিন ছিলেন এবং তপন মিশ্রের সহিত তাঁহার মিলন এবং কথাবার্তাও হইয়াছিল। তপনমিশ্রের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা (যাহা পাদটীকার পয়ারে কথিত হইয়াছে, তাহা) শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন অবশ্যই জানিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকটে কবিরাজগোস্বামীও শুনিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ, তপনমিশ্রের পুত্র শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী কবিরাজগোস্বামীর একজন শিক্ষাগুরু ; তাঁহার নিকটেও কবিরাজগোস্বামী ঐ-সমস্ত বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন। পাদটীকার পয়ারগুলির মৌলিকতা স্বীকার না করিলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার সহিত কোনওরূপেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এ-সমস্ত কারণে এই পয়ারগুলি আমরা মূলগ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি।]

১১৫। হেনই সময়ে—প্রভু যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন। অতি সারগ্রাহী—সমস্ত বিষয়ের সার তথ্যটি গ্রহণ করাই স্বভাব যাঁহার, তাদৃশ ব্যক্তি।

১১৬। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব—জীবের বাস্তব—পরমার্থভূত—সাধ্যবস্তু কি এবং তাহার সাধনই বা কি, তাহা। নিরূপিতে নারে—নির্ণয় করিতে পারেন না। হেন জন নাহি ইত্যাদি—সে স্থানে (তথা—তপনমিশ্রের নিকটবর্তী-স্থানে) এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তিও ছিলেন না, যাঁহার নিকটে তিনি সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

১১৭। তপনমিশ্র দিবারাত্রি মনে মনে কেবল নিজের ইষ্টমন্ত্রেরই (দীক্ষামন্ত্রেরই) জপ করিতেন, সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্য কোনও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ সোয়াস্তিও (শান্তিও) ছিল না।

ভাবিতে চিন্তিতে এক-দিন রাত্রিশেষে।
সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে ॥ ১১৮
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥ ১১৯
"শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির ॥ ১২০
নিমাঞি-পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিহোঁ কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন ॥ ১২১
মনুষ্য নহেন তিহোঁ—নর-নারায়ণ।
নর রূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ ॥ ১২২
বেদগোপ্য এ সকল না কহিবে কা'রে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে ॥" ১২৩
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥ ১২৪
অহো ভাগ্য মানি পুন চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥ ১২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৮। **ভাবতে চিন্তিতে**—জীবের বাস্তব সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে তিনি সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করিতেন। **সুস্বপ্ন**-অতি উত্তম স্বপ্ন; তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ক স্বপ্ন। পরবর্তী ১১৯-২৩ পয়ারে এই স্বপ্নের বিবরণ কথিত হইয়াছে।

১১৯। **দেব মূর্ত্তিমান**—মূর্ত দেবতা। অন্তর্যামী ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভুই কি, অথবা প্রভুর লীলাশক্তিই কি, এক দেবমূর্তি ধারণ করিয়া তপনমিশ্রকে দর্শন দিয়াছিলেন? **গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান**—গুপ্তচরিত্র-প্রভুর বিবরণ। প্রভু তখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে "গুপ্তচরিত্র" বলা হইয়াছে—তাঁহার চরিত্র—ঈশ্বরলীলা—তখনও লোকের নিকটে গুপ্ত ছিল।

১২২। "মূর্ত্তিমান্ দেব" এই পয়ারে তপনমিশ্রের নিকটে নিমাই-পণ্ডিতের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।—নিমাই-পণ্ডিত মনুষ্য (অর্থাৎ জীব-তত্ত্ব) নহেন; তিনি হইতেছেন নর-নারায়ণ। জগতের মঙ্গলের জন্য নররূপে তাঁহার লীলা। **নর-নারায়ণ**—নরতনু নারায়ণ, মূল নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এ-স্থলে বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ অভিপ্রেত নহেন; কেন না, তিনি নরতনু (অর্থাৎ দ্বিভুজ) নহেন, তিনি চতুর্ভুজ। বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণ যে কখনও কখনও দ্বিভুজ নরতনুরূপে ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। **নররূপে লীলা**—নরলীলা। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। চৈ. চ. ॥ ২।২১।৮৩॥" প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ দ্বিভুজ নরবপু হইলেও তিনি তো কৃষ্ণবর্ণ বা শ্যামবর্ণ; কিন্তু নিমাই-পণ্ডিত তো শ্যামবর্ণ নহেন, তিনি হইতেছেন পীতবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ; সুতরাং নিমাই-পণ্ডিত কিরূপে মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই। কোনও কোনও কলিতে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে পীতবর্ণে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে (১।২।৫-৬ শ্লোক ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। **জগত-কারণ**—জগতের (জগদ্‌বাসী জীবের) মঙ্গলের নিমিত্ত (তাঁহার নরলীলার প্রকটন)।

১২৪-২৫। **ব্রাহ্মণ জাগিল**—ব্রাহ্মণ তপনমিশ্র নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। **বিপ্র কান্দিতে লাগিলা**—তপনমিশ্র কাঁদিতে লাগিলেন। **অহো ভাগ্য মানি**—তপনমিশ্র মনে করিলেন, তাঁহার

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥ ১২৬
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল সভার সদনে॥ ১২৭
বিপ্র বোলে "আমি অতি দীন হীন জন।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর মোর সংসারমোচন॥ ১২৮
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা' প্রতি কহিবা আপনি॥ ১২৯
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়।" ১৩০
প্রভু বোলে "বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥ ১৩১
ঈশ্বরভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥ ১৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরম-সৌভাগ্যবশতঃই তিনি এই সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন। নিমাই-পণ্ডিত যে স্বরূপতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পরন্তু জীবতত্ত্ব নহেন; ভাগ্যবান্ তপনমিশ্র হৃদয়ের অন্তস্তলে তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন; তাই তিনি পরমানন্দে ক্রন্দন করিতেছিলেন—আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। ভগবৎকৃপাব্যতীত এইরূপ অনুভব—সুস্বপ্ন দেখিলেও, কিম্বা প্রকটলীলায় সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের দর্শন পাইলেও—কাহারও জন্মিতে পারে না। তপনমিশ্র সেই কৃপা লাভ করিয়াছেন। মনে হয়, মূর্ত্তিমান্ দেবরূপে স্বয়ং মহাপ্রভুই স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃপা করিয়াছেন। জাগ্রত হইয়াই তপনমিশ্র কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রভুর সমীপে চলিলেন। সেইক্ষণে—জাগ্রত হওয়ামাত্রই, কালবিলম্ব না করিয়া। ধেয়াইয়া—ধ্যান করিতে করিতে।

১২৬-২৭। যথা—যে-স্থানে। যোড়হস্তে দাণ্ডাইল ইত্যাদি—প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তপনমিশ্র প্রভুকে প্রণাম করিলেন এবং উঠিয়া প্রভুর শিষ্যবর্গের সম্মুখেই প্রভুর অগ্রভাগে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভুর শিষ্যগণের সাক্ষাতে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে তিনি কোনওরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। প্রভুর কৃপায় তাঁহার সর্ববিধ অভিমান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল।

১২৮-৩০। এই কয় পয়ার হইতেছে প্রভুর চরণে তপনমিশ্রের দৈন্যোক্তি। পরবর্তী ১৩১-৪১ পয়ারসমূহে তপনমিশ্রের প্রতি প্রভুর কৃপোপদেশের কথা বলা হইয়াছে।

১৩১। সর্ব্বথা—সর্বপ্রকারে, কায়মনোবাক্যে, সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা। অল্পভাগ্যে কাহারও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি জন্মে না; ভগবৎ-কৃপা, বা ভক্তকৃপা, অথবা ভক্তির কৃপা হইতেই এতাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, অন্যথা নহে। এইরূপ কৃপাপ্রাপ্তিই পরম সৌভাগ্য। প্রভু তপন-মিশ্রকে বলিলেন—"বিপ্র। সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য যে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা তোমার পরম-সৌভাগ্য। তোমার এই সৌভাগ্য অনির্বচনীয়।"

১৩২। ঈশ্বর-ভজন ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণভজন অত্যন্ত দুর্গম ও অপার। দুর্গম—দুরধিগম্য। কাহার ভজন করিতে হইবে, কি রকম চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট লোক ভজনের যোগ্য, জীবের স্বরূপ কি, ভজনীয় ঈশ্বরের স্বরূপই বা কি, জীবের সহিত ভজনীয়-তত্ত্বের স্বরূপগত সম্বন্ধই বা কি, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যই বা কি—ভজন করিতে হইলে এ-সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে॥ ১৩৩

তথাহি (গীতা ॥ ৪।৮)—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ২॥

তথাহি (ভা. ১০।৮।১৩)—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" ৩॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কিন্তু এ-সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে সহজ নয়। এজন্যই বলা হইয়াছে—"ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম।" অপার—এ-স্থলে "ঈশ্বর-ভজন" বলিতে "ঈশ্বর-ভজনের উপায়" বুঝিতে হইবে। ভজনের উপায় বা বিধি, ভজনাঙ্গও, অনেক। ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং তাহাদের অভীষ্ট বা কাম্য বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। সকল রকমের কাম্য বস্তুর অনুকূল সাধনের কথাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অভীষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অভীষ্ট-প্রাপ্তির সাধনও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সকল অভীষ্ট জীবের স্বরূপানুবন্ধী অভীষ্ট নহে; সুতরাং বিভিন্ন অভীষ্ট প্রাপ্তির অনুকূল-সাধন-পন্থার মধ্যে সকল সাধন-পন্থাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের বা স্বরূপানুবন্ধী অভীষ্ট প্রাপ্তির অনুকূল নহে। জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য-প্রাপ্তির অনুকূল সাধন কি, তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। এ-জন্যই বলা বইয়াছে—"ঈশ্বরভজন—জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য-প্রাপ্তির অনুকূল ভজন বা সাধন অপার—সাধনপন্থারূপ-সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে সেই সমুদ্র পার হইয়া অভীষ্ট-প্রাপ্তির অনুকূল সাধন-পন্থায় উপনীত হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।

যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে ইত্যাদি—ভগবান্ কৃপা করিয়া যুগধর্ম প্রচার করিয়া স্থাপন করিয়াছেন—কোন্ যুগের কি ধর্ম, তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। সকল যুগের সংসারী লোকই অনাদিবহির্মুখ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যুগে লোকের চিত্তবৃত্তি একরকম নহে। সাধরণভাবে যে যুগের লোকের চিত্তবৃত্তি যে রকম, সেই যুগের লোকের জন্য তাহাদের চিত্তবৃত্তির অনুকূল সাধন-পন্থাই ভগবান্ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাই সেই যুগের যুগধর্ম। **পরচার**—প্রচার।

১৩৩। **চারি যুগে**—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটি যুগের উপযোগী, **চারি ধর্ম্ম**—চারি প্রকারের যুগধর্ম। **ক্ষিতিতলে**—পৃথিবীতে। **স্বধর্ম্ম**—স্বধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ বর্ণাশ্রম ধর্মকেই বুঝায়। **"স্ব-ধর্ম"** বলিতে জীবের স্বরূপগত ধর্মকেও—যে ধর্মের অনুশীলনে জীব তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা লাভ করিতে পারে, সেই ধর্মকেও—বুঝাইতে পারে। **প্রভু নিজ-স্থানে চলে**—স্বীয় ধামে গমন করেন। ইহাতে সূচিত হইতেছে যে—প্রভু ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াই যুগধর্ম স্থাপন করেন এবং তাঁহার পরে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন। জগতের কল্যাণের জন্য প্রভু যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি গীতা-শ্লোক এবং একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥২॥ অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৩-৪-শ্লোক-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

শ্লো॥৩॥ অন্বয়। অনুযুগং (যুগে যুগে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে) তনূঃ (শরীরসমূহ—ভিন্ন ভিন্ন যুগে

ভিন্ন ভিন্ন শরীর) গৃহ্নতঃ (গ্রহণ বা প্রকটনকারী) অস্য (ইঁহার—নন্দ-নন্দনের) শুক্লঃ (শুক্ল) রক্তঃ (রক্ত) তথা পীতঃ (তদ্রূপ পীত) [ইতি—এই] ত্রয়ঃ বর্ণাঃ (তিনটি বর্ণ—তিন বর্ণে আবির্ভাব) আসন্ (হইয়া গিয়াছে), ইদানীং (এইবার—এই দ্বাপরে ইনি) কৃষ্ণতাং গতঃ (কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন)। ১।১০।৩॥

অনুবাদ। (শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য গোপরাজ শ্রীনন্দের নিকটে বলিয়াছিলেন—হে গোপরাজ!) তোমার এই পুত্রটি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করেন (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকট করেন)। শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটি বর্ণ (অর্থাৎ এই তিনটি বর্ণবিশিষ্ট তিনটি রূপ, গত তিনযুগে) ইঁহার হইয়া গিয়াছে (প্রকটিত হইয়াছেন)। এইবার (এই দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১।১০।৩॥

ব্যাখ্যা। কৃষ্ণতাং গতঃ—কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ রূপ প্রকটিত করিয়াছেন। এই নন্দ-নন্দদের একটি নাম যে "কৃষ্ণ" এবং তাঁহার বর্ণও যে কৃষ্ণ, এই "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে গর্গাচার্য ভঙ্গীতে তাহাই জানাইলেন। কিন্তু "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ"—এই বাক্যে গর্গাচার্য অপর তিনটি স্বরূপের বর্ণের (অথবা বর্ণবিশিষ্ট রূপের) স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—শুক্ল, রক্ত ও পীত। এ-স্থলে তদ্রূপভাবে "কৃষ্ণ" না বলিয়া "কৃষ্ণতাং গতঃ—কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন" বলার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হইতেছে এই। এই নন্দ-নন্দনের স্বয়ংভগবত্তা প্রকাশ করাই গর্গাচার্যের উদ্দেশ্য। "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে কিরূপে স্বয়ংভগবত্তা প্রকাশ পায়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। কৃষ্-ধাতু হইতে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন। কৃষ্-ধাতু আকর্ষণে। তদনুসারে কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ হইতেছে—আকর্ষক; আকর্ষণ করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণতা-শব্দের অর্থ—আকর্ষকতা। এই দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণতা—আকর্ষকতা—প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাহাকে আকর্ষণ করিয়া তিনি আকর্ষকতা প্রাপ্ত হইলেন? তাহা বলা হইতেছে। পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকে গর্গাচার্য বলিয়াছেন—"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ভা. ১০।৮।১৫॥—হে গোপরাজ! গুণ-কর্মের অনুরূপভাবে তোমার এই পুত্রটির বহু নাম এবং রূপও আছে। (অনন্ত বলিয়া) সে-সমস্ত নাম ও রূপ আমিও জানি না, লোকেরাও জানে না।" এ-স্থলে বহু নাম ও বহুরূপের সম্বন্ধে বর্তমান-কালবাচক "সন্তি—আছে" ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে গর্গাচার্য নন্দ-নন্দনের দুইটি মাত্র নাম রাখিয়াছেন—"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে ভঙ্গীতে "কৃষ্ণ"-একটি নাম এবং ভা. ১০।৮।১৪-শ্লোকে "বাসুদেব"- আর একটি নাম। অথচ ১০।৮।১৫-শ্লোকে তিনি বলিলেন—এই নন্দ-নন্দনের বহু নাম এবং বহু রূপ আছে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই। বর্তমান-কালবাচক "সন্তি—আছে"—ক্রিয়াপদে নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। গুণ-কর্মানুসারে এই নন্দ-নন্দনের বহু নাম ও বহু রূপ নিত্য বিরাজিত। সর্বজ্ঞ গর্গাচার্যও তাহা জানেন না, অন্য লোকও জানে না—ইহা দ্বারা নাম ও রূপের আনন্ত্য সূচিত হইতেছে। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতেই যে-সকল অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, সে-সকল স্বরূপের নাম এবং রূপও নিত্য এবং তাঁহারা পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবানেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া তাঁহাদের নাম এবং রূপও তত্ত্বতঃ স্বয়ংভগবানেরই নাম এবং

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

রূপ। "এই নন্দ-নন্দনের বহু অর্থাৎ অনন্ত নাম ও রূপ আছে"—এই বাক্যে গর্গাচার্য এই নন্দ-নন্দনের পরব্রহ্মত্ব এবং স্বয়ংভগবত্তার কথাই জানাইলেন। স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াই অবতীর্ণ হয়েন, নারায়ণ-বাসুদেবাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তখন তাঁহার মধ্যে অবস্থিত থাকেন (১।৮।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই নন্দ-নন্দন ভা. ১০।৮।১৫-শ্লোককথিত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াই আকর্ষকতা বা কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং "কৃষ্ণতাং গতঃ"—বাক্যে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাই প্রকাশ পাইয়াছে।

আসন্—অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ। নন্দ-নন্দনের তিনটি বর্ণ—শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটি বর্ণ গত দ্বাপরের পূর্বেই প্রকটিত হইয়াছেন। শুক্ল হইতেছেন সত্যযুগের যুগাবতার, রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার। দ্বাপরের পূর্ববর্তী সত্যযুগে ও ত্রেতাযুগে তাঁহাদের আবির্ভাব সম্ভব। কিন্তু "পীত" কে ? কি রকম স্বরূপ ? পীতও কি শুক্ল ও রক্তের ন্যায় কোনও যুগের যুগাবতার ? উত্তরে বক্তব্য এই যে, পীতবর্ণ কোনও যুগাবতারের কথা শাস্ত্রে দেখা যায় না। চারিযুগের চারিজন যুগাবতার—সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরযুগে শুকপত্রাভ এবং কলিযুগে কৃষ্ণ বা শ্যাম। পীতবর্ণ কোনও যুগাবতার নাই। এ-স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যুগাবতারগণ হইতেছেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ, তাঁহারাও নিত্য, পরব্যোমে তাঁহাদেরও ধাম আছে। বিভিন্ন যুগে যুগধর্ম-প্রবর্তনের জন্য তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। যাহা হউক, গর্গাচার্যকথিত পীতবর্ণ-স্বরূপের পরিচয় কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। শ্লোকস্থ "তথা পীতঃ"-এই বাক্যের অন্তর্গত "তথা"-শব্দ হইতে তাহা জানা যায়। যে-স্থলে "তথা" থাকে, সে-স্থানে "যথা" এবং যে-স্থলে "যথা থাকে", সে-স্থলে "তথা" থাকিবেই—"যেমন" থাকিলে যেমন "তেমন" থাকিবেই, তদ্রূপ। তবে, কখনও কখনও ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কায় যথা ও তথা-এই অব্যয় শব্দদ্বয়ের কোনওটির উল্লেখ করা হয় না। এ-স্থলেও ছন্দোভঙ্গ হইবে বলিয়া "যথা"-শব্দের উল্লেখ করা হয় নাই। উল্লিখিত "তথা"-শব্দই "যথা"-শব্দকে টানিয়া আনিবে। নচেৎ শ্লোকের অর্থ নির্ধারণ করা যাইবে না। এক্ষণে বিবেচ্য—এই উহ্য "যথা"-শব্দের অন্বয় কোন্ শব্দের বা কোন্ বাক্যের সহিত হইতে পারে। "তথা"-শব্দ তো "পীতঃ"-শব্দের সহিত অন্বিত আছেই।

আলোচ্য "আসন্‌বর্ণা"-শ্লোকের প্রথমার্ধে কোনও স্থলে "যথা"-শব্দের অন্বয়ের সঙ্গতি থাকিতে পারে না। শেষার্ধেই কোনও স্থলে "যথা"-শব্দ বসাইতে হইবে। "যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ"-এইরূপও অন্বয় হইতে পারে এবং "যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ বা পীততাং গতঃ"-এইরূপও হইতে পারে। এই দুইটির কোনও একটি গ্রহণ করিতেই হইবে ; নচেৎ "যথা"-শব্দের এবং "তথা"-শব্দেরও সার্থকতা থাকে না। এক্ষণে দেখিতে হইবে—উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ের কোন্‌টি বিচারসহ।

"যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ"-এই অন্বয় বিচারসহ নহে। কেননা, "যথা" ও "তথা" দ্বারা যে দুইটি বস্তু অন্বিত হয়, তাহাদের মধ্যে কিছু সমধর্মতা থাকা প্রয়োজন। "যথা চন্দ্র, তথা বদন"-এ-স্থলে

"কলি-যুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥ ১৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমধর্মতা হইতেছে সৌন্দর্যাংশে—বদনখানি চন্দ্রের তুল্য সুন্দর। শুক্ল ও রক্ত হইতেছেন যুগাবতার, তাঁহাদের স্বরূপগত ধর্ম—যুগাবতারত্ব। পীতও যদি যুগাবতার হয়েন, তাহা হইলেই উল্লিখিত অন্বয় সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, পীতবর্ণ কোনও যুগাবতার নাই। সুতরাং শুক্ল ও রক্তের সহিত পীতবর্ণ-স্বরূপের সমধর্মতা থাকিতে পারে না এবং সেজন্য "যথা শুক্লোরক্তঃ তথা, পীতঃ"-এইরূপ অন্বয়, অর্থাৎ শুক্ল-রক্তের সহিত "যথা"-শব্দের অন্বয়, বিচারসহ হইতে পারে না। তাহা হইলে, অপর বাক্যটি স্বীকার করিতেই হইবে—"যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ, পীততাং গতঃ।" এ-স্থলে সমানধর্মত্ব স্বীকার না করিলে "তথা"-শব্দ-প্রয়োগই নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ-স্থলে সমানধর্মত্ব কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে, "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হয়। এই স্বয়ং-ভগবত্তাই হইবে এ-স্থলে সমান ধর্ম; অর্থাৎ পীতবর্ণ-স্বরূপও স্বয়ংভগবান্।

এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কোন্ যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? যুগ মোট চারিটি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। গর্গাচার্য তিনটি যুগের উল্লেখ করিয়াছেন—শুক্লের উল্লেখে সত্যযুগের, রক্তের উল্লেখে ত্রেতাযুগের এবং "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে দ্বাপরের উল্লেখ। তিনি কলিযুগের উল্লেখ করেন নাই। একটি যুগ বাকী রহিয়াছে—কলি। কিন্তু গত দ্বাপরের পরবর্তী কলিযুগ গর্গাচার্যের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, সেই কলিযুগ তখনও ভাবী; অথচ তিনি বলিয়াছেন—শুক্ল ও রক্তের ন্যায় পীতবর্ণ-স্বরূপও পূর্বেই—গতদ্বাপরের পূর্বেই- অবতীর্ণ হইয়াছেন—"আসন্"। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গত দ্বাপরের পূর্ববর্তী কোনও কলিযুগেই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "আসন্ বর্ণা"-ইত্যাদি শ্লোকসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ম. শ্রী॥ ২।৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১৩৪। পূর্ববর্তী ১৩৩ পয়ারে বলা হইয়াছে, ভগবান্ চারিযুগেই অবতীর্ণ হয়েন এবং যুগধর্ম প্রচার করেন। স্বধর্ম স্থাপন করিয়া তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ববর্তী ২ ও ৩ শ্লোকে ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। "আসন্বর্ণা"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হয়েন এবং কোনও কোনও কলিতে পীতবর্ণ স্বয়ং-ভগবান্রূপেও অবতীর্ণ হয়েন; এবং তাঁহার অংশ-স্বরূপ যুগাবতার-রূপেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ যুগাবতারগণই যুগধর্ম প্রচার করিয়া থাকেন। যে-যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন বলিয়া আর পৃথক্রূপে অবতীর্ণ হয়েন না; সেই যুগে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্ই আনুষঙ্গিকভাবে সেই যুগের যুগধর্মও প্রচার করেন। কলি-যুগধর্ম ইত্যাদি—কলিযুগের যুগধর্ম হইতেছে নাম-সঙ্কীর্তন। চারিযুগে চারিধর্ম—পূর্ববর্তী ভাগবত-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ১২।৩।৫২)—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥" ৪ ॥

"অতএব কহিলেন নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে, নাহি হয় পার ॥ ১৩৫
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে-শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ ১৩৬
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহা ভাগ্য ॥ ১৩৭
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া ॥ ১৩৮
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥ ১৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো ॥ ৪ ॥ অন্বয় ॥ কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং (সর্বব্যাপকতত্ত্ব পরব্রহ্মের) ধ্যায়তঃ (ধ্যানকারীর), ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) মখৈঃ (বেদবিহিত যজ্ঞসমূহদ্বারা) যজতঃ (যজনকারীর), দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে) পরিচর্য্যায়াং (পরিচর্যায়, অর্চনে) যৎ (যাহা—যে ফল—পাওয়া যায়), কলৌ (কলিযুগে) হরিকীর্তনাৎ (শ্রীহরির—সেই সর্বব্যাপকতত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণাদির কীর্তন হইতেই) তৎ (তাহা—সেই ফল পাওয়া যায়)। ১।১০।৪ ॥

অনুবাদ। সত্যযুগে বিষ্ণুর ((সর্বব্যাপক-তত্ত্ব পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের) ধ্যানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, ত্রেতাযুগে বেদবিহিত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাপরযুগে সেই পরব্রহ্মের পরিচর্যা বা অর্চনের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণাদির কীর্তনেও সেই ফলই পাওয়া যায়। ১।১০।৪ ॥

১৩৫। কহিলেন—উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোক বলিলেন। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে ইত্যাদি—অন্য কোনওরূপ ধর্মের আচরণ করিলে কলিযুগে উদ্ধার নাই। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণ ॥"

১৩৬। "খাইতে শুইতে"—এই উক্তি হইতেই জানা যায়—যে কোনও সময়ে, যে-কোনও অবস্থাতেই শ্রীহরিনাম কীর্তন করা যায়। খাওয়া-শোওয়ার সময়ে সংখ্যারক্ষণাদি সম্ভব হয় না। সুতরাং সংখ্যারক্ষণ না করিয়াও—নামকীর্তন যে অবৈধ, তাহা নহে।

১৩৭। নাহি তপযজ্ঞ—তপস্যারূপ যজ্ঞ, অথবা তপস্যা ও যজ্ঞ। কলিযুগে তপ-যজ্ঞের সামর্থ্যও লোকের নাই, তাহার সার্থকতাও নাই। কলিতে একমাত্র হরিনামই সর্বসিদ্ধিপ্রদ। ১৩৫ পয়ারে উদ্ধৃত বৃহন্নারদীয়-বচন দ্রষ্টব্য।

১৩৯। হরিনাম-সঙ্কীর্তনের ফলেই সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব মিলিবে—পাওয়া যাইবে। "সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ-নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥ সঙ্কীর্ত্তন হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥ কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণ-প্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ চৈ. চ. ॥ ৩।২০।৮-১১ ॥ স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি ॥"; "এক কৃষ্ণনামে

তথাহি (বৃহন্নারদীয় বচন ॥ ৩৮।১২৬)—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" ৫ ॥

অথ মহামন্ত্র।—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" ৬ ॥

"এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥ ১৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করে সর্ব্ব পাপনাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ চৈ. চ. ॥ ১।৮।২২ ॥" প্রেমের কারণ ভক্তি—প্রেমাবির্ভাবের হেতুভূত সাধনভক্তি।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে বৃহন্নারদীয়পুরাণের একটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয়॥ হরেঃ নাম (শ্রীহরির নাম), হরেঃ নাম (শ্রীহরির নাম), হরেঃ নাম (শ্রীহরির নাম) এব কেবলং (একমাত্র শ্রীহরির নামই গতি)। কলৌ (কলিযুগে) অন্যথা গতিঃ (অন্য কোনও প্রকারের গতি—পরমার্থভূত বস্তুর প্রাপ্তির উপায়) নাস্তি এব (নাই-ই) নাস্তি এব (নাই-ই) নাস্তি এব (নাই-ই)। ১।১০।৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীহরির নামই, শ্রীহরির নামই, শ্রীহরির নামই একমাত্র গতি। কলিযুগে অন্যগতি নাই-ই, অন্যগতি নাই-ই, অন্যগতি নাই-ই। ১।১০।৫ ॥

শ্লো ॥ ৬ ॥ অন্বয়াদি অনাবশ্যক।

পূর্ববর্তী ১৩৪ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন—কলির যুগধর্ম হইতেছে নামসঙ্কীর্তন। কোন্ নামের কীর্তন কলির যুগধর্ম, তাহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

১৪০। এই শ্লোক—পূর্বকথিত "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি শ্লোক। এই শ্লোক নাম বলি ইত্যাদি—এই শ্লোকটি মহামন্ত্র নাম বলিয়া (যেহেতু এই শ্লোকটি মহামন্ত্র-নাম, সেই হেতু) লয় (সাধকগণ গ্রহণ বা কীর্তন করেন)। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর—মহামন্ত্রস্বরূপ এই শ্লোকটিতে ষোলটি ভগবন্নাম আছে ; প্রত্যেক নামে দুইটি অক্ষর ; সুতরাং শ্লোকস্থ ষোলটি নামে বত্রিশটি অক্ষর আছে। কোন্ কোন্ নামের কীর্তন কলির যুগধর্ম, মহাপ্রভু তাহা বিশেষভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। ষোলটি নামের বত্রিশটি অক্ষরবিশিষ্ট "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি শ্লোক-কথিত নামগুলির কীর্তনই হইতেছে কলির যুগধর্ম। তন্ত্র—"সিদ্ধান্তঃ। প্রধানম্। শ্রুতিশাখা-বিশেষঃ। করণম্। অর্থসাধকঃ। শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান।" এই ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র হইতেছে "প্রধান—সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ", "করণ—উপায়—ভবসমুদ্র-উত্তরণপূর্ব্বক জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়", "অর্থসাধক—সর্ব্বার্থপ্রদ", এবং "সিদ্ধান্ত—সমস্ত শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত।" শ্রুতির শাখাবিশেষ "কলিসন্তরণোপনিষৎ"-নামক গ্রন্থে এই ষোড়শ-নামাত্মক মহামন্ত্রটি আছে এবং এই মহামন্ত্রটিই যে কলিতে কীর্তনীয়, তাহাও কথিত হইয়াছে। কলিসন্তরণোপণিষদে মহামন্ত্রটি এইরূপে লিখিত দৃষ্ট হয়—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥" বেদানুগত অপৌরুষেয় শাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কিন্তু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-

সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥" ১৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইত্যাদিরূপেই দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-কথিত ক্রমেই এই মহামন্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন। কলিসন্তরণোপনিষৎ-বাক্যের আলোচনা ম. শ্রী॥ ১৫।৭ খ (৩) উ-অনুচ্ছেদে, ৭৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত মহামন্ত্রে "হরি", "কৃষ্ণ" এবং "রাম"-এই তিনটি নামই আছে। সম্বোধনে—হরি-স্থলে "হরে—হে হরে।" কৃষ্ণ-স্থলে "কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ।" এবং রাম-স্থলে "রাম—হে রাম!"—এইরূপ আকার হয়। "হরে" আছে আটবার, "কৃষ্ণ" চারিবার এবং "রাম" চারিবার—মোট সম্বোধনাত্মক ষোলটি নাম। এ-স্থলে "হরি", "কৃষ্ণ" ও "রাম"—তিনটি নামই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামঃ "গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন"—এ-স্থলে যেমন "রাম"-শব্দে গোপাল শ্রীকৃষ্ণেই বুঝায়, তদ্রূপ। মহামন্ত্রে কথিত নামগুলির সম্বোধনাত্মক রূপের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া খুব প্রীতির সহিত নামকীর্তন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ যেন সম্মুখেই বিদ্যমান, এইরূপ মনে করিয়া "হে হরে! হে কৃষ্ণ। হে রাম"-ইত্যাদিরূপে অত্যন্ত প্রীতির এবং আকুলতার সহিত যেন তাঁহার আহ্বান করা হইতেছে। নামগুলির সম্বোধনাত্মক রূপের এইরূপই ব্যঞ্জনা।

সাধকের রুচি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম কীর্তনের বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ষোড়শনামাত্মক মহামন্ত্র-কীর্তন কলির যুগধর্ম বলিয়া, তাহা অবশ্যই কীর্তনীয়; অন্য নাম সময়ে সময়ে কীর্তন করিলেও ষোড়শনামাত্মক মহামন্ত্রও অবশ্য-কীর্তনীয়, মহামন্ত্রের কীর্তন কখনও বর্জনীয় হইতে পারে না।

১৪১। সাধিতে সাধিতে—সাধন করিতে করিতে, উল্লিখিত মহামন্ত্রের কীর্তন করিতে করিতে। প্রেমাঙ্কুর—প্রেমের অঙ্কুর, প্রথম বিকাশ। অঙ্কুর বৃক্ষ নহে, বীজের বৃক্ষরূপে পরিণতির প্রথম বিকাশমাত্র। অনুকূল অবস্থায় বীজ প্রথমে অঙ্কুরে পরিণত হয় এবং বিকাশের নানা স্তরের ভিতর দিয়া সেই অঙ্কুরই ক্রমশঃ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। সুতরাং অঙ্কুর হইতেছে বৃক্ষের সর্বপ্রথম বিকাশ। তদ্রূপ সাধনের ফলে ভগবৎকৃপায় কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের যে স্তরটি সর্বপ্রথমে সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাহাকে বলে প্রেমাঙ্কুর; ইহার পারিভাষিক নাম হইতেছে রতি বা ভাব। সূর্যের তুলনায় তাহার কিরণ যাহা, প্রেমের তুলনায় প্রেমাঙ্কুরও তাহা। বস্তুতঃ উভয়ই এক তত্ত্ব—পার্থক্য কেবল তরলত্বে এবং ঘনত্বে। কিরণ হইতেছে তরল তেজ এবং সূর্য হইতেছে ঘন তেজ—তেজোঘন। তেজ উভয়েই সাধারণ। তদ্রূপ প্রেম হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি, তাহার তরলাবস্থা প্রেমাঙ্কুরও স্বরূপশক্তির বৃত্তি। প্রেমাঙ্কুর অপেক্ষা প্রেমে স্বরূপশক্তি বেশী গাঢ়।

তপনমিশ্রকে প্রভু বলিলেন—নাম-সাধন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হওয়ার পরে যখন চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মিবে, চিত্তে প্রেমের প্রথম স্তর আবির্ভূত হইবে, তখনই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিতে পারিবে।

এ-স্থলে একটি বিবেচ্য বিষয় আসিয়া পড়িতেছে। পূর্ববর্তী ১৩১ পয়ারে প্রভু কৃষ্ণভজনের

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইচ্ছাকে মহাভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়াছেন। আবার ১৩৮ পয়ারে তপনমিশ্রকে কৃষ্ণভজনের উপদেশও প্রভু দিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণভজন-লভ্য শ্রীকৃষ্ণসেবাই যে জীবের সাধ্যবস্তু, তাহাই প্রভু জানাইলেন। তাহার সাধন যে মহামন্ত্র-নামকীর্তন, তপনমিশ্রকে তাহাও প্রভু জানাইয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সাধ্য ও সাধনের কথা তপনমিশ্রকে প্রভু পূর্বেই জানাইয়াছেন এবং প্রভুর কৃপায় তপনমিশ্র তাহাতে তৃপ্তি লাভও করিয়াছেন। তথাপি প্রভু তাঁহাকে আবার কেন বলিলেন—মহামন্ত্র-নাম "সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥ ১৪১ পয়ার॥" মিশ্র তো পূর্বেই তাহা জানিয়াছেন?

প্রভুর উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এইরূপ। "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্"-ইত্যাদি ভা. ২।৯।৩০-শ্লোক হইতে দুই রকম জ্ঞানের কথা জানা যায়—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থম্। বিজ্ঞানমনুভবঃ॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্দ্ধারণম্। তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ।" এইরূপে দেখা গেল—শাস্ত্রালোচনাদ্বারা, কিম্বা কাহারও মুখে শুনিয়া, কোনও বস্তু সম্বন্ধে যথার্থরূপে যাহা জানা যায়, তাহা হইতেছে জ্ঞান; ইহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়; ইহার স্থান মস্তিষ্কে। আর তাহার যে অনুভব, অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা হইতেছে বিজ্ঞান। ইহার স্থান হৃদয়ে। পুথি-পুস্তকাদি হইতে বরফের শীতলত্ব-সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা হইতেছে বরফ-সম্বন্ধে জ্ঞান। আর সেই বরফ হাতে পাইলে তাহার শীতলত্ব সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা হইতেছে বিজ্ঞান। জ্ঞানে বস্তুর স্বরূপের অনুভব হয় না, বিজ্ঞানে তাহা হয়। সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ শুনিয়া তপনমিশ্র যাহা জানিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে তাঁহার জ্ঞান। প্রেমাঙ্কুর জন্মিলে সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে তিনি যাহা অনুভব করিবেন, তাহা হইবে তাঁহার বিজ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, বাস্তব অনুভব। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে, ভগবান্‌কে এবং ভগবানের তত্ত্ব ও মহিমাদিকে দেখাইতে—অপরোক্ষভাবে অনুভব করাইতে—পারে একমাত্র ভক্তি—প্রেমভক্তি। নামসংকীর্তন করিতে করিতে চিত্তে যখন প্রেমাঙ্কুরের—ভক্তির প্রথম স্তরের—উদয় হইবে, তখন সেই প্রেমাঙ্কুরের প্রভাবেই সাধক সাধ্যবস্তুর বাস্তব অনুভব লাভ করিতে পারেন এবং তাহা যে সাধনেরই ফল, তাহাও, অর্থাৎ সেই সাধনের যাথার্থ্যও, বাস্তবরূপে অনুভূত হইতে পারে। তপনমিশ্রকে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম হইতেছে এই—"মিশ্র। আমার কথা শুনিয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি যাহা জানিয়াছ, তাহা হইতেছে সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান। মস্তিষ্ক-প্রসূত বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই যথার্থ তথ্য। সুতরাং তোমার আর কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কথিত সাধ্যবস্তুর স্বরূপ কি, আমার উপদিষ্ট সাধনের অনুসরণেই যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে, তোমার হৃদয়ের বাস্তব অনুভব এখনও জন্মে নাই। নাম কীর্তন কর। কীর্তন করিতে করিতে যখন তোমার চিত্তে প্রেমাঙ্কুরের উদয় হইবে, তখন তুমি সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের স্বরূপ তোমার হৃদয়ে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখনই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে তোমার বিজ্ঞান জন্মিবে।"

প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃপুন প্রণাম করয়ে বহুতর ॥ ১৪২
মিশ্র কহে "আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।"
প্রভু কহে "তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ॥ ১৪৩
তথাই আমার সঙ্গে হইব মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন ॥" ১৪৪
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ ॥ ১৪৫
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ-সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন ॥ ১৪৬
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্নবৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া ॥ ১৪৭
শুনি প্রভু কহে "সত্য যে হয় উচিত।
আর কারো না কহিবা এ সব চরিত ॥" ১৪৮
পুন নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভ ক্ষণ লগ্ন পাঞা ॥ ১৪৯
হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ১৫০
ব্যবহারে অর্থ-বিত্ত অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলাসিয়া ॥ ১৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বিবরণ হইতে জানা যায়—পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে প্রভু তপনমিশ্রকে নামসংকীর্তনের উপদেশ করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, পূর্ববঙ্গে প্রভু যে-যে স্থানে গিয়াছিলেন, সে-সে স্থানেই নামসংকীর্তনের উপদেশ করিয়াছিলেন। "কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন। যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ চৈ. চ. ১।১৬।৬ ॥", "এই মত বঙ্গের লোকের কৈল মহা হিত। নাম দিয়া ভক্ত কৈল—পঢ়াঞা পণ্ডিত ॥ চৈ চ. ॥ ১।১৬।১৭ ॥" তখন পর্যন্ত প্রভু নবদ্বীপে কাহাকেও নামসংকীর্তনের উপদেশ দেন নাই। যে-নাম-সংকীর্ত্তন প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পূর্ববঙ্গেই তাহার প্রথম সূচনা। ইহা পূর্ববঙ্গের একটি পরম-সৌভাগ্য।

১৪৩। প্রভুর কৃপায় প্রভুর প্রতি তপনমিশ্রের চিত্ত এমনভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সর্বদা প্রভু-দর্শনের সুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি নবদ্বীপে গিয়া বাস করার জন্যই ইচ্ছুক হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই নবদ্বীপে গমনের ইচ্ছা প্রভুর চরণে জ্ঞাপন করিয়া প্রভুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

১৪৪। তথাই আমার সঙ্গে ইত্যাদি—প্রভু মিশ্রকে বলিলেন, "মিশ্র। নবদ্বীপে নয়, তুমি শীঘ্রই বারাণসীতে চলিয়া যাও; বারাণসীতেই আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইবে।" সন্ন্যাসের পরে, নীলাচল হইতে প্রভু যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন যাওয়া-আসার পথে বারাণসীতে তপনমিশ্রের সহিত প্রভুর মিলন হইয়াছিল। প্রভু যে কয়দিন বারাণসীতে ছিলেন, তপনমিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা করিতেন। প্রভু যে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন, সেই ইঙ্গিতই যেন প্রভু এ-স্থলে দিলেন।

১৫১। ব্যবহারে—ব্যবহারিক জগতে লোকের আচরণের অনুকরণে। "বিত্ত"-স্থলে "বৃত্তি"-পাঠান্তর। উত্তরিলাসিয়া—উত্তরিলা+আসিয়া। আসিয়া উপনীত হইলেন।

মহাপ্রভু হইতেছেন পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌, আপ্তকাম। ধনরত্নাদির কোনও প্রয়োজনই তাঁহার নাই, থাকিতেও পারে না। তথাপি তিনি নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া, যখন তিনি

দণ্ডবৎ করি প্রভু জননী-চরণে।
অর্থ-বিত্ত সকল দিলেন তান স্থানে॥ ১৫২
সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে॥ ১৫৩
সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা লই সর্ব্ব-পরিজন॥ ১৫৪
শিক্ষা-গুরু প্রভু সর্ব্ব-গণের সহিতে।
গঙ্গারে হইল দণ্ডবত বহুমতে॥ ১৫৫
কথোক্ষণ জাহ্নবীতে করি জলখেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা॥ ১৫৬
তবে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি। ১৫৭
সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণুগৃহদ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥ ১৫৮
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সভেই বেড়িয়া বসিলেন চারিভিতে॥ ১৫৯
সভার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে।
কহিলেন হেনমত আছিলেন বঙ্গে॥ ১৬০
বঙ্গদেশি-বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া-হাসিয়া॥ ১৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন লৌকিক—ব্যবহারিক—জগতে প্রচলিত রীতির অনুসরণে, লীলাশক্তির প্রেরণায়, লোককর্তৃক প্রীতি-প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে, প্রীতির সহিত যাঁহারা তাঁহাকে কোনও বস্তু দান করেন, তাঁহাদিগকেও কৃতার্থ করা হয়। ভক্তবৎসল এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপর প্রভুর ইহা একটি স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। নরলীলাবিষ্ট প্রভুর দ্বারা লীলাশক্তিই ইহা করাইয়া থাকেন।

১৫৪। অন্তরে দুঃখিতা ইত্যাদি—লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধানে সমস্ত পরিজনের সহিতই শচীমাতা অন্তরে দুঃখিতা। "লই"-স্থলে "আছে"-পাঠান্তর।

১৫৫। শিক্ষাগুরু প্রভু—প্রভু হইতেছেন জগতের শিক্ষাগুরু, সকলকে সকল বিষয়েই তিনি নিজের আচরণের দ্বারাও শিক্ষা দিয়া থাকেন। স্নানের নিমিত্ত গঙ্গায় নামিবার পূর্বে যে গঙ্গাকে প্রণাম করা আবশ্যক, প্রভু এ-স্থলে তাহা শিক্ষা দিলেন।

১৫৮। "বসিলা আসিয়া"-স্থলে "বসিলেন গিয়া"-পাঠান্তর।

১৫৯। আপ্তবর্গ—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব।

১৬০। হাস্যকথা-রঙ্গে—হাস্য-পরিহাসময় কথার কৌতুকে। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য। হেনমতে—এইরূপে। পূর্ববঙ্গে প্রভু যে-ভাবে কৌতুকের সহিত কাল কাটাইয়াছেন, তাহা বলিলেন। "হেন মতে আছিলেন বঙ্গে"-স্থলে "যেমন আছিলা বঙ্গে রঙ্গে"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই।

১৬১। বঙ্গদেশি-বাক্য ইত্যাদি—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কথ্যভাষার শব্দাদি এবং তাহাদের উচ্চারণ-ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া। বাঙ্গালেরে—পূর্ববঙ্গবাসী লোকদিগকে। পশ্চিমবঙ্গবাসী, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী, লোকগণ এখনও পূর্ববঙ্গবাসীদিগকে "বাঙ্গাল" বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখে এই "বাঙ্গাল"-শব্দে পূর্ববঙ্গবাসীদের হেয়তার ভাব মিশ্রিত। কদর্থেন—কদর্থ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন।

দুঃখরস হইবেক লাগি আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহো না করে কথন॥ ১৬২
কথোক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেলা যার যে ভবন॥ ১৬৩
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল-ভোজন।
নানা-হাস্য-পরিহাস্য করেন কথন॥ ১৬৪
শচী-দেবী অন্তরে দুঃখিত হই ঘরে।
কাছে নাহি আইসেন পুত্রের গোচরে॥ ১৬৫
আপনি চলিলা প্রভু জননীসম্মুখে।
দুঃখিত-বদন প্রভু জননীরে দেখে॥ ১৬৬
জননীরে বোলে প্রভু মধুর বচন।
"দুঃখিতা তোমারে মাতা! দেখি কি কারণ॥ ১৬৭
কুশলে আইলুঁ আমি দূর দেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল মতে॥ ১৬৮
আরে তোমা' দেখি অতি দুঃখিত-বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা! ইহার কারণ॥" ১৬৯
শুনিঞা পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।
কান্দে মাত্র, উত্তর না করে কিছু দুঃখে॥ ১৭০
প্রভু বোলে "মাতা! আমি জানিল সকল।
তোমার বধূর কিছু শুনি অমঙ্গল॥" ১৭১
তবে সভে কহিলেন "শুনহ পণ্ডিত!
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥" ১৭২
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি॥ ১৭৩
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তূষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ব-বেদ-সার॥ ১৭৪
লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্য্য-চিত্ত হৈয়া॥ ১৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬২। লাগি—বলিয়া। "লাগি"-স্থলে "জানি"-পাঠান্তর। বিজয়—অন্তর্ধান।

১৬৩। "হইয়া"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর।

১৬৫। "কাছে নাহি"-স্থলে "আছেন, না"-পাঠান্তর।

১৬৬। "জননী-সম্মুখে"-স্থলে "জননীসমীপে"-পাঠান্তর। দুঃখিত-বদন ইত্যাদি—প্রভু দেখিলেন, জননী দুঃখিত-বদনা, জননীর মুখে দুঃখের গাঢ় ছায়া।

১৬৮। "ভালমতে"-স্থলে "বহুমতে"-পাঠান্তর।

১৬৯। আরে—তাহার পরিবর্তে। "অতি"-স্থলে "বড়"-পাঠান্তর।

১৭১। "শুনি"-স্থলে "বাসি" এবং "দেখি"-পাঠান্তর। প্রভু বলিলেন, "মা, তোমার দুঃখের কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মনে হইতেছে, তোমার বধূর (লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর) কোনওরূপ অমঙ্গল হইয়াছে।"

১৭২। প্রভুর কথা শুনিয়া শচীমাতার দুঃখসমুদ্র আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল, তিনি কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। সে-স্থানে অন্যলোক যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্ধানের কথা প্রভুকে জানাইলেন।

১৭৪। তূষ্ণী হই—চুপ করিয়া। সর্ব্ববেদ-সার—সমস্তবেদের সার (একমাত্র প্রতিপাদ্য) তত্ত্ব। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ॥ গীতা॥ ১৫।১৫॥ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে শ্রীগৌরের উক্তি॥"

১৭৫। লোকানুকরণ দুঃখ—পত্নীবিয়োগে লৌকিক জগতে লোক যে-রকম দুঃখ প্রকাশ করে,

তথাহি (ভা. ৮।১৬।১৯)—

"কস্য কে পতি-পুত্রাদ্যা
মোহ এব হি কারণম্ ॥" ৭ ॥ ইতি

প্রভু বোলে "মাতা। দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিব কেমনে ॥ ১৭৬
এইমত কাল-গতি—কেহো কারো নহে।
অতএব সংসার 'অনিত্য' বেদে কহে ॥ ১৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সেইরূপ দুঃখের অনুকরণ। নিজধৈর্য্য-চিত্ত হইয়া—প্রভু নিজের চিত্তে ধৈর্য ধারণ করিয়া, স্থির হইয়া। প্রভু হইতেছেন নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট স্বয়ংভগবান্। এজন্য লীলাশক্তির প্রেরণায় তাঁহার নরবৎ আচরণ। প্রকটলীলায় নিত্যসিদ্ধ পরিকরের বিরহে ভক্তপ্রাণ ভগবানের বাস্তব দুঃখও আছে। এই দুঃখ হইতেছে তাঁহার ভক্তবিষয়ক প্রেমেরই ভঙ্গী, প্রাকৃত জগতের বিরহ-দুঃখের ন্যায় মায়ার বৃত্তি নহে। কেননা, মায়া কখনও সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব ভগবান্‌কে স্পর্শও করিতে পারে না। ১।৯।১-শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্লো ॥ ৭ ॥ অন্বয় ॥ কে (কাহারা) কস্য (কাহার) পতিপুত্রাদ্যাঃ (পতিপুত্রাদি ?) মোহঃ এব হি (একমাত্র মোহই হইতেছে) কারণম্ (পতিপুত্রাদিরূপে মনে করার হেতু)। ১।১০।৭ ॥

অনুবাদ। (এই সংসারে) কেই বা কাহার পতি ? আর কেই বা কাহার পুত্রাদি ? (বস্তুতঃ কেহ কাহারও বাস্তব পতি-পুত্রাদি নহে)। কোনও লোককে পতি বা পুত্রাদিরূপে মনে করার হেতু হইতেছে জীবের মোহ (মায়ার প্রভাবে জাত অজ্ঞান)। ১।১০।৭ ॥

ব্যাখ্যা। অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে। তাহার ফলে মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছে। দেহেন্দ্রিয়ের সুখের নিমিত্তই সংসারী জীব পতি-পত্নী-সম্বন্ধ স্থাপন করে। ক্রমশঃ পুত্রাদিও জন্মে। এই পতি-পত্নী-সম্বন্ধের আদি আছে, অন্তও আছে ; পুত্রাদি-সম্বন্ধেও আদি-অন্ত আছে। সুতরাং এ-সকল সম্বন্ধ হইতেছে অনিত্য। এ-সকল সম্বন্ধ যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংস হইত না। এই সম্বন্ধ বাস্তব-সম্বন্ধও নহে ; কেননা, ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায়, কেবল ইন্দ্রিয়-সুখের আনুকূল্যার্থই পতি-পত্নী-আদি সম্বন্ধ মনে করা হয় ; পরস্পরের দ্বারা যতদিন পরস্পরের সুখের আনুকূল্য হয়, ততদিনই সম্বন্ধের মর্যাদা। সংসারী জীব মায়ামুগ্ধতাবশতঃ নিজের স্বরূপও জানে না। জানিলে বুঝিতে পারিত—এইরূপ সম্বন্ধ হইতেছে বাস্তবিক ভ্রান্তিজনিত কল্পনা। মৃত্যুর পরে তাহাদের এই সম্বন্ধ থাকে না, তখন হয়তো অপরের সহিতই তদ্রূপ সম্বন্ধ জন্মে। সুতরাং মায়াজনিত মোহই—অজ্ঞানই—হইতেছে পতি-পুত্রাদি-সম্বন্ধ-মননের হেতু।

১৭৬। ভবিতব্য—যাহা হওয়ার, যাহা অবশ্যম্ভাবী। কর্মফল অনুসারে যাহা অবশ্যই আসিবে। সে ঘুচিব কেমনে—তাহা না হইবে কিরূপে ? কর্মফল অনুসারে, যাহা হওয়ার, তাহা হইবেই ; তাহার অন্যথা কিছুতেই হইতে পারে না।

শ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥ ১৭৮
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায়॥ ১৭৯
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী?" ১৮০
এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া॥ ১৮১
শুনিঞা প্রভুর অতি অমৃত বচন।
সভার হইল সর্ব্ব-দুঃখ-বিমোচন॥ ১৮২
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যারসে ক্রীড়া করি॥ ১৮৩
সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভু করি উষঃকালে।
নমস্করি জননীরে পঢ়াইতে চলে॥ ১৮৪
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তমদাস হেন যাহার তনয়॥ ১৮৫
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পঢ়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥ ১৮৬
চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ১৮৭॥
ইথিমধ্যে কদাচিত কোহো কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥ ১৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৮। সংযোগ-বিয়োগ ইত্যাদি—দুইজন লোককে একসঙ্গে মিলিত করা (সংযোগ) এবং তাহাদিগকে আবার পরস্পর হইতে দূরে সরাইয়া নেওয়া (বিয়োগ)—এ সমস্তের কর্তা হইতেছেন একমাত্র ঈশ্বর, অন্য কেহ তাহা করিতে পারে না। কেননা, সমস্ত জগৎই ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরই সমস্তের নিয়ন্তা, অপর কেহ নিয়ন্তা নাই। তিনিই কর্মফল-দাতা। জীবসমূহের কর্মফল অনুসারে, সংযোগ-বিয়োগাদি সমস্তই তিনিই করিয়া থাকেন।

১৭৯। তায়—তাহাতে; তাহার নিমিত্ত। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে। "আর দুঃখ কেনে তায়"-স্থলে "আর কোন্ কার্য্য দুঃখে তায়"-পাঠান্তর।

১৮৩। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে লিখিত হইয়াছে—"ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অতিরিক্ত পাঠ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশবিজয়ো নাম দ্বাদশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥ —জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। দানদেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥ গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিলভ্য হয়॥ হেন মতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে। আছে গূঢ়রূপে কারে না করে প্রকাশে॥"

১৮৫। "হেন"-স্থলে 'হন"-পাঠান্তর। অনেক জন্মের ভৃত্য—নিত্য পরিকর। প্রভু যেমন জন্মলীলার যোগে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার পরিকরগণও তদ্রূপ জন্মলীলার যোগেই প্রতিবারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্য "অনেক জন্মের ভৃত্য" বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার নিত্য পরিকর অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। গীতা॥ ৪।৫॥—হে অর্জুন! আমার এবং তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে।"

১৮৬। বিজয়—গমন।

ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব-ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি কভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম ॥ ১৮৯
হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু, সন্ধ্যা করি বিনে ॥ ১৯০
প্রভু বোলে "কেনে ভাই। কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ॥ ১৯১
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
তবে তারে 'শ্মশান-সদৃশ' বেদে বোলে ॥ ১৯২
বুঝিলাও আজি তুমি নাহি কর' সন্ধ্যা।
আজি ভাই। তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥ ১৯৩
চল সন্ধ্যা কর' গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পঢ়িবার ॥" ১৯৪
এইমত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সভেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥ ১৯৫
এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যাকে না চালেন নানারূপে ॥ ১৯৬
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় একপাশ ॥ ১৯৭
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥ ১৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৯। লোকরক্ষা লাগি—ধর্মচ্যুতি হইতে লোকদিগকে রক্ষা করার নিমিত্ত, লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। "লাগি কভু"-স্থলে "হেতু প্রভু"-পাঠান্তর। না লঙ্ঘেন কর্ম্ম—বেদবিহিত কোনও কর্মের লঙ্ঘন করেন না। শাস্ত্রবিহিত সকল কর্মই করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ॥ গীতা ॥ ৩।২৪ ॥—আমি যদি কর্ম না করি, এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে ॥" ভগবানের নিজের জন্য কোনও কর্মের প্রয়োজন না থাকিলেও, লোকের কল্যাণের নিমিত্ত, তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনিও শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়া থাকেন; নচেৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তিদের মধ্যে আদর্শের অভাবে লোকগণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিবে না, তাহাতেও তাহাদের অমঙ্গল হইবে।

১৯০। দেহেন—দেন, দিয়া থাকেন। সন্ধ্যা করি বিনে—সন্ধ্যা না করিয়া।

১৯১। "কেনে"-স্থলে "শুন"-পাঠান্তর।

১৯২। তিলক না থাকে ইত্যাদি—১।৮।২৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "তবে তারে"-স্থলে "সে কপালে"-পাঠান্তর। শ্মশান সদৃশ—শ্মশানের তুল্য। বেদানুগত পদ্মপুরাণ বলেন—"যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ৪।৭৩-ধৃত পদ্মপুরাণে শ্রীনারদোক্তি ॥—ঊর্ধ্বপুণ্ড্ররহিত-মানব-দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশান-সদৃশ।"

১৯৩। হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা—সন্ধ্যা করিয়া থাকিলেও, তিলক-ধারণ না করিয়া সন্ধ্যা করিয়াছ বলিয়া, তাহার ফল পাওয়া যাইবে না। ১।৮।২৪৫-পয়ারের টীকায় প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

১৯৬। "এতেক"-স্থলে "কতেক"পাঠান্তর। কতেক—কত রকমে। চালেন—১।৬।৩৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৮। কদর্থেন—ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। সেই মত বচন বলিয়া—শ্রীহট্টদেশের কথিত ভাষা, শব্দ ও শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গী-আদির অনুকরণ করিয়া। ইহাতে বুঝা যায়, পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ-কালে প্রভু

ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বোলে "হয় হয়।
তুমি কোন-দেশী তাহা কহ ত নিশ্চয়॥ ১৯৯
পিতা মাতা-আদি করি যতেক তোমার।
বোল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার? ২০০
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর, কোন্ যুক্তি ইথে হয়॥" ২০১
যত যত বোলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামত কদর্থেন সে-দেশী-বচনে॥ ২০২
তাবত চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥ ২০৩
মহা-ক্রোধে কেহো লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায়ে তর্জ্জিয়াগর্জ্জিয়া॥ ২০৪
কেহো বা ধরিয়া লয় শিকদার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহা-ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে॥ ২০৫
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাই চলেন সেইক্ষণে॥ ২০৬
কোনদিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পালায়েন রড়ে॥ ২০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীহট্টেও গিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট তখন বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রভুর পিতা-পিতামহাদির জন্মস্থানও শ্রীহট্টে—শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে।

১৯৯। "হয় হয়"-স্থলে "অয় অয়"-পাঠান্তর। "হয়"-শব্দটিই শ্রীহট্টবাসীদের উচ্চারণ-ভঙ্গীতে "অয়"-রূপ ধারণ করে।

২০১। ঢোল কর—শ্রীহট্টবাসীদের ভাষার অনুকরণ করিয়া যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর। ইথে—ইহাতে। "তবে ঢোল কর, কোন্ যুক্তি ইথে"-স্থলে "টোল (টৌল) কর কাল হেন ইবে"-পাঠান্তর আছে। ইবে—এবে, এখন কাল হেন ইবে—এখন সময়ই এইরূপ হইয়াছে। তুমি নিজে শ্রীহট্টবাসীর সন্তান হইয়াও যে শ্রীহট্টবাসীদের ভাষার অনুকরণ করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছ, ইহা কালেরই প্রভাব বলিয়া মনে হইতেছে। "তবে ঢোল * * হয়"-স্থলে "তবে কেনে উপহাস কর মহাশয়"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

২০৩। তাহার ক্রোধ—শ্রীহট্টিয়ার ক্রোধ।

২০৪। খেদাইয়া—তাড়াইয়া। লাগালি না পায়—প্রভুও ধাবিত হয়েন বলিয়া প্রভুর লাগ পায়েন না, নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রভুকে ধরিতে পারেন না। "লাগালি না পায়"-স্থলে "লাগি না পাইলে" এবং "লাগোল না পাই"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

২০৫-২০৬। "লয়"-স্থলে "কোঁচা", এবং "কাছে"-পাঠান্তর। কোঁচা—ধুতির কোঁচা—নাভি-সন্নিধানে ধুতির কুঞ্চিত অংশ। কাছে—কাছা; পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড-স্থলে ধুতির কুঞ্চিত অংশ। কেহ কেহ বা প্রভুর কোঁচা বা কাছা ধরিয়া প্রভুকে টানিয়া লইয়া যায়। শিকদার- শান্তিরক্ষক রাজকর্মচারী। শিকদার-স্থানে—শিকদারের নিকটে। দেয়ানে—বিচারালয়ে, আদালতে। শিকদারের আদালতে। সমঞ্জস—মীমাংসা, মিট্‌মাট্।

২০৭। বাঙ্গালের—শ্রীহট্টবাসীর। আড়ে—আড়ালে; অন্তরালে। বাওয়াস—লাউর বাউস। অলাবুর (লাউর) শস্যশূন্য শুষ্ক খোসা। রড়ে—দৌড়াইয়া। "রড়ে"-স্থলে "ডরে"-পাঠান্তর।

এইমত চাপল্য করেন সভা'সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥ ২০৮
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে ॥ ২০৯
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে ॥ ২১০
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে ॥ ২১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৮। দৃষ্টিকোণে—চক্ষুর কোণায়ও। পূর্ববর্তী ১৯৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২০৯। শ্রবণো না করিলা—শ্রবণও করেন নাই, শুনেনও নাই। কথাবার্তার উপলক্ষ্যে কাহারও মুখে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উঠিলে প্রভু তাহা শুনিতেন না, অন্য কথা উঠাইয়া প্রভু স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ ঢাকিয়া দিতেন। পরমেশ্বর-মোদকের প্রসঙ্গই তাহার একটি প্রমাণ। "নদীয়াবাসী মোদক, তার নাম 'পরমেশ্বর'। মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকটে তার ঘর॥ বালক-কালে (প্রভু) তার ঘরে বার বার যান। দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান॥ প্রভু-বিষয় স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে॥ চৈ. চ. ॥ ৩।১২।৫৩-৫৫ ॥" একবার প্রভুর দর্শনের জন্য তিনিও গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে সস্ত্রীক নীলাচলে গিয়াছিলেন। তখন তিনি " 'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি (প্রভুকে) দণ্ডবৎ কৈল। তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল—॥ পরমেশ্বর! কুশলে হও? ভাল হৈল আইলা। 'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে' সেহো প্রভুকে কহিলা॥ মুকুন্দার মাতার নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল॥ চৈ. চ.॥ ৩।১২।৫৬-৫৮।" মুকুন্দা—পরমেশ্বর মোদকের পুত্র। প্রভু সাধারণতঃ "স্ত্রী"-শব্দটিও উচ্চারণ করিতেন না; প্রয়োজন হইলে "স্ত্রী"-স্থলে "প্রকৃতি" বলিতেন। একবার সস্ত্রীক শিবানন্দসেন যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহার অঙ্গসেবক গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন—"শিবানন্দের প্রকৃতি-পুত্র যাবৎ এথায়। আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়॥ চৈ. চ.॥ ৩।১২।৫২॥" অকপট সাধকের পক্ষে স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতা আবশ্যক, নিজের আচরণের দ্বারা প্রভু তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

২১০। অতএব—স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে প্রভুর উল্লিখিতরূপ সতর্কতাময় আচরণ দেখিয়া। মহামহিম-সকলে—প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব, এবং আচরণাদি যাঁহারা অবগত আছেন, সে-সমস্ত পরম ভাগবতগণ। গৌরাঙ্গ নাগর—নাগরীগণের নাগর (প্রাণবল্লভ) গৌরাঙ্গ। নদীয়া-নাগরী-বল্লভ গৌরাঙ্গ। হেনস্তব নাহি করে—শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানাগরীগণের নাগর (প্রাণবল্লভ)—এইরূপভাবে গৌরের স্তব-স্তুতি করেন না। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২১১। অন্বয়মূলক অর্থ। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে সকল রকমের স্তবই সম্ভব, তথাপিও সুধীগণ তাঁহার স্বরূপগতভাব অনুসারেই তাঁহার স্তবাদি গান করিয়া থাকেন। তাহানে—তাঁহাতে, তাঁহার (শ্রীগৌরাঙ্গের) সম্বন্ধে। স্বভাব—স্বীয়ভাব, স্বীয়স্বরূপগতভাব। স্বভাবে—স্বরূপগতভাব অনুসারে। গায়—গান করেন, স্তব-মহিমাদি কীর্তন করেন। বুধগণ—পণ্ডিতগণ, সুধীগণ, স্বরূপ-তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভক্তগণ, ২১০-পয়ারোক্ত "মহামহিম সকল।"

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন রসস্বরূপ, "রসো বৈ সঃ॥ শ্রুতি॥" রস-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্য অর্থ—আস্বাদ্যরস, অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় সুখ বা আনন্দ এবং রস-আস্বাদক, রসিক। শ্রুতি তাঁহাকে "সর্ব্বরসঃ"ও বলিয়াছেন—তিনি আস্বাদ্যরসের সর্ববিধ বৈচিত্রীর সমবায় এবং রসিকত্বের সর্ববিধ বৈচিত্রীরও সমবায়। রসিকরূপে তিনি বহু রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করিলেও পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আস্বাদনেই তাঁহার সমধিক আনন্দ। অনাদিকাল হইতেই তিনি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন বস্তুতঃ তাঁহার অনন্ত-রস-বৈচিত্রীরই—আস্বাদ্য-রসবৈচিত্রীর এবং আস্বাদক-রসবৈচিত্রীরও—মূর্তরূপ। তিনি রসস্বরূপ বলিয়া তাঁহার সকল স্বরূপেই রসত্ব থাকিবে। সকল ভগবৎ-স্বরূপই আস্বাদ্য-রসও এবং রস-আস্বাদক-রসও। সকল স্বরূপেরই লীলা আছে, লীলা-পরিকর আছেন। লীলাব্যপদেশে উৎসারিত লীলাপরিকরদের প্রেমরস-নির্যাসও তাঁহারা আস্বাদন করেন। কিন্তু সকল-স্বরূপের রসাস্বাদন এক রকম নহে, তাঁহাদের মধ্যে শক্তি-আদির বিকাশের তারতম্যবশতঃ রসাস্বাদনেরও তারতম্য আছে, মহিমাদিরও তারতম্য আছে। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানে শক্তি-আদির —ঐশ্বর্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ্য-রসাস্বাদকত্বাদিরও—পূর্ণতম বিকাশ; রসাস্বাদকরূপে তিনিই হইতেছেন—রসিকেন্দ্র-শিরোমণি, রসিক-শেখর। তিনি "সর্ব্বরসঃ" বলিয়া তত্ত্বতঃ তাঁহার সম্বন্ধে "সকল স্তবই—সমস্ত-রসবৈচিত্রীর অনুরূপ স্তবই"—সম্ভব। "সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।" কিন্তু সর্ব্বরস হইলেও তিনি একই স্বরূপে—এমন কি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌রূপেও—একই ধামে সকল রসের আস্বাদন করেন না। অপ্রকট গোলোকেও তিনি বিভিন্ন রকমের পরিকরদের সহিত শুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তারসের আস্বাদন করেন বটে; কিন্তু গোলোকে তিনি নিত্যকিশোর বলিয়া বাল্য-পৌগণ্ডোচিত সখ্য-বাৎসল্যরসের সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদন সে-স্থলে তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার, কান্তারস-সম্বন্ধেও বৈশিষ্ট্য আছে। কান্তারসের দুইটি বৈচিত্রী—স্বকীয়া-কান্তা-রস এবং পরকীয়া-কান্তারস। গোলোকে তিনি কেবল স্বকীয়া-কান্তারসেরই আস্বাদন করেন, পরকীয়া-কান্তারসের আস্বাদন সে-স্থানে হয় না। তিনি যখন সপরিকরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার গোলোকস্থিত নিত্যকান্তা গোপীদেরও আবির্ভাবিত করাইয়া যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহাদের সহিত লীলায় পরকীয়া-কান্তা-রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং বাল্য ও পৌগণ্ডকে ধর্মরূপে অঙ্গীকার করিয়া বাল্য-পৌগণ্ডোচিত সখ্য-বাৎসল্য-রসবৈচিত্রীও আস্বাদন করিয়া থাকেন। অন্য স্বরূপ-সম্বন্ধেও কিছু কথিত হইতেছে। প্রকট এবং অপ্রকট দ্বারকালীলায় দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসের আস্বাদন তিনি করেন বটে; কিন্তু এই সমস্ত রসাস্বাদনী দ্বারকালীলা হইতেছে মাধুর্যপ্রধান-ঐশ্বর্যাত্মিকা লীলা, গোলোকের ন্যায় ঐশ্বর্য-জ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্যাত্মিকা লীলা নহে। দ্বারকার কান্তাভাবময়ী লীলাও হইতেছে স্বকীয়া-ভাবময়ী লীলা, পরকীয়া-ভাবময়ী নহে। বৈকুণ্ঠে তিনি নারায়ণরূপে লীলা করেন; সে-স্থানে বাৎসল্য-রসময়ী লীলার একান্ত অভাব। এইরূপে জানা গেল—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ সর্বরস হইলেও এবং তত্ত্বের বিচারে সকল রকমের স্তব-স্তুতি তাঁহার সম্বন্ধে সম্ভব হইলেও, সকল রকমের স্তব-স্তুতির

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উপযোগিনী লীলা তাঁহার কোনও স্বরূপেই নাই, এমন কি স্বয়ংরূপেও নাই। যে-সাধক যে-রূপ-লীলাবিলাসী ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করেন, তিনি সেইরূপ লীলাবিলাসের উপযোগী স্তবাদিদ্বারাই সেই ভগবৎ-স্বরূপের মহিমা কীর্তন করেন। তাহাতেই তাঁহার উপাসনার সার্থকতা। এজন্যই শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিয়াছেন—'যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥" স্বভাবে—উপাস্যের স্বরূপগত ভাব অনুসারে। অথবা, উপাসকের স্বীয় ভাব অনুসারে। স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনা দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবের যে কোনও ভাবে সম্ভব হইলেও, যিনি যে-ভাবের সাধক, তিনি সেই ভাবের অনুকূলভাবেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন; অন্যথা তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এ-সমস্ত ভাবের সকল ভাবের অনুরূপ স্তবই তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইলেও বুধগণ স্ব-স্ব-অভীষ্ট ভাবের অনুকুল স্তবাদিতেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি গান করিয়া থাকেন; কোনও সুধী সাধকই দাস্য-সখ্যাদি সকল ভাবের অনুরূপ স্তবাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন না।

গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের "মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥"-এই উক্তি সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করা হইতেছে। "নাগর" বলিতে সাধারণতঃ "পতি" বুঝায় না, উপপতিই বুঝায়। যিনি পরস্ত্রীর সহিত বিহার করেন, তাঁহাকেই সেই পরস্ত্রীর "নাগর" বলা হয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, লোকপ্রতীতিতে-পরস্ত্রী গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সেই গোপীগণের "নাগর" এবং সেই গোপীগণকে তাঁহার "নাগরী" বলা হইত। সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি যদি নবদ্বীপবাসিনী পরস্ত্রীগণের সহিত তাঁহাদের "নাগর"-রূপে বিহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে "গৌরাঙ্গ নাগর" বলা সঙ্গত হইবে। গ্রন্থকারের উক্তির ব্যঞ্জনা এই যে, মহাপ্রভু কখনও "গৌরাঙ্গ নাগর"-রূপে কোনও লীলা করেন নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—প্রভু "সবে স্ত্রীমাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥ স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে॥ ১।১০।২০৮-৯॥" যিনি নয়নের কোণেও কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তিনি নদীয়া-নাগরীদের নাগর-রূপে তাঁহাদের সহিত কিরূপে বিহার করিতে পারেন? অতএব-এজন্যই (অর্থাৎ প্রভু দৃষ্টি-কোণেও স্ত্রীমাত্র দেখিতেন না বলিয়া এবং স্ত্রী-শব্দটিও শ্রবণ করিতেন না বলিয়া) "মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥ ১।১০।২১০॥" কেন না, অবাস্তব বিষয়-সম্বন্ধে কোনও স্তব অসম্ভব।

মহাপ্রভুর স্বরূপের কথা বিবেচনা করিলেও তাঁহাকে "গৌরাঙ্গ নাগর" বলা যায় না। ব্রজললনা-নাগর শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় মাধুর্যের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিরাজিত। শ্রীরাধার ভাব বা প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আস্বাদন সম্ভবপর নহে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার ভাব-গ্রহণ। শ্রীরাধার গৌর-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া এই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের কান্তিও হইয়াছে গৌর—তিনি গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের মাধুর্যের আস্বাদনই হইতেছে গৌরাঙ্গ-স্বরূপের স্বরূপানুবন্ধী-কার্য। এই কার্যের জন্য তিনি শ্রীরাধার ভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে শ্রীরাধাভাবেরই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য এবং সেজন্য তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী-লীলায়, অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের মাধুর্যাস্বাদনী-লীলায়, তিনি নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন, এবং শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভ মনে করেন, তদ্রূপ তিনিও তাঁহার ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপকে স্বীয় প্রাণবল্লভ মনে করেন। "গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।২৭০॥", "রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥ চৈ. চ.॥ ১।৪।৯৩॥"; "রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। সেইভাবে আপনাকে হয় 'রাধা' জ্ঞান॥ চৈ. চ.॥ ৩।১৪।১৩॥" এইরূপে দেখা গেল, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী-লীলাতে মনে-প্রাণে সর্বদা নিজেকেই "নাগরী—শ্রীরাধা" বলিয়া মনে করেন; সুতরাং সেই লীলাতে তিনি নিজেকে "নাগর" বলিয়া মনে করিতে পারেন না এবং নদীয়া-নাগরীদের সহিত তাঁহাদের নাগর-রূপে বিহারও করিতে পারেন না; বস্তুতঃ কখনও করেনও নাই। আর, যখন তিনি তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী-লীলাতে আবিষ্ট না থাকেন, তখনও যে তিনি "স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে॥ ১।১০।২০৮॥", তাহাও গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। এ-জন্যই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥ ১।১০।২১০॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রভুর নিত্যপার্ষদ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীলনরহরি সরকার-ঠাকুর তো মহাপ্রভুতে নাগর-বুদ্ধি পোষণ করিতেন। তিনি কি "মহামহিম" ছিলেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই। শ্রীল সরকার-ঠাকুর ছিলেন ব্রজের মধুমতী সখী, ব্রজললনা-নাগর শ্রীকৃষ্ণের এক নাগরী। ব্রজের মধুমতী-সখীর ভাবের আবেশেই তিনি মহাপ্রভু-সম্বন্ধে ব্রজললনা-নাগর-বুদ্ধি পোষণ করিতেন, রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ-সম্বন্ধে নহে; অর্থাৎ মহাপ্রভুতে যে ব্রজললনা-নাগর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেই তিনি নাগর-বুদ্ধি পোষণ করিতেন। কিন্তু বাক্যে বা আচরণে মহাপ্রভুর নিকট হইতে সরকার-ঠাকুর যে তাঁহার ভাবের অনুরূপ কোনও 'সাড়া' পাইয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে সরকার-ঠাকুর নাগর-বুদ্ধি পোষণ করিতেন না বলিয়া, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের ২১০-পয়ারোক্তিতে সরকার-ঠাকুরের প্রতি কোনও কটাক্ষের অবকাশ থাকিতে পারে না।

শ্রীললোচনদাস ঠাকুরের কতকগুলি পদ আছে, যে-সমস্ত পদে তিনি নদীয়া-নাগরীদের সহিত মহাপ্রভুর বিহারাদির কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এ-সমস্ত পদে বর্ণিতলীলা যে সম্যক্‌রূপে ভিত্তিহীন, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। যেহেতু, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনায়, এবং তৎপূর্ববর্তী মুরারিগুপ্তের বর্ণনাতেও, এ-সমস্ত লীলার ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, মহাভুপ্র নয়নের কোণেও কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না, কখনও

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্ত্রী-শব্দটিও শুনিতেন না। এতাদৃশ প্রভুর পক্ষে নদীয়া-নাগরীদের সহিত বিহার কল্পনাতীত। গৌর-নাগরী-ভাবের ভজন প্রচারের জন্য শ্রীললোচনদাসের অত্যাগ্রহবশতঃ তিনি অনেক স্বকপোল-কল্পিত লীলার বিবরণ দিয়াছেন (ভূমিকার ৫৩-অনুচ্ছেদে "লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের উক্তির আলোচনা" দ্রষ্টব্য)। পূর্বকথিত তাঁহার পদগুলিতে বিবৃত লীলাও তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। সেই পদগুলিতে তিনি পতিব্রতা নদীয়া-রমণীদের চরিত্রেও কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুর মদন-সম রূপ-লাবণ্য দর্শনে নারীগণও মুগ্ধ হইতেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শচীমাতার এবং কেহ কেহ গৌর-লক্ষ্মীদের, সৌভাগ্যের প্রশংসাই করিতেন (১।১০।৫৩-৫৪)। কিন্তু কোনও নারী যে প্রভুর প্রতি সাভিলাষ-দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই, মুরারিগুপ্তও বলেন নাই।

নদীয়া-নাগরীদের সহিত নাগররূপে গৌরের লীলা হইবে ব্রজ-নাগরীদের সহিত গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুরূপ। প্রভুর মধ্যে গোপীজনবল্লভ এবং ব্রজললনা-নাগর শ্রীকৃষ্ণ থাকিলেও, প্রভু যে ব্রজললনা-নাগরের ভাবে আবিষ্ট হইয়া নবদ্বীপে কোনও লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন—মুরারিগুপ্ত, বৃন্দাবনদাস, কর্ণপূর এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এ-সমস্ত --গৌর-চরিতকারদের কেহই তাহা বলেন নাই। বৃন্দাবনদাসের "সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে", " 'স্ত্রী'-হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণে। না করিলা—বিদিত সংসারে॥"—এই উক্তিই উল্লিখিত লীলার প্রতিকূল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ সকল স্বরূপে সকল লীলা করেন না। গৌরাঙ্গ-স্বরূপেও তিনি ব্রজললনা-নাগরের লীলা প্রকটিত করেন নাই। এজন্যই মুরারিগুপ্ত-আদি চরিতকারদের গ্রন্থে ঈদৃশী লীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্বে বলা হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ বলিয়া এবং রাধাভাবের প্রাধান্যে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন বলিয়া, তিনি নিজেই "নাগরী।" তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন কিরূপে? কোনও নারী কি অপর নারীকে বিবাহ করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই। বৃন্দাবনদাস এবং কবিকর্ণপূরের উক্তি হইতে জানা যায়, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ছিলেন পূর্বলীলার রুক্মিণী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ছিলেন পূর্বলীলার সত্যভামা (ভূমিকায় ৫২ এবং ৫৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকামহিষী। গৌরের মধ্যে দ্বারকানাথও আছেন। সেই দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের ভাবাবেশেই, অর্থাৎ দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণরূপেই, প্রভু লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ-রূপে নহে।

তথাকথিত একটি পাঠান্তরের আলোচনা। কেহ কেহ বলেন, ২১০ পয়ারে "হেন"-স্থলে "বই", অর্থাৎ "গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বোলে"-স্থলে " 'গৌরাঙ্গ নাগর' বই স্তব নাহি বোলে"-পাঠান্তর আছে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণগোস্বামী যে-সকল হস্তলিখিত পুঁথি এবং মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোনও স্থলে যদি তিনি এই পাঠান্তর দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উল্লেখ করিতেন ; কিন্তু তিনি এই পাঠান্তরের উল্লেখ করেন নাই। আমাদের দৃষ্ট এবং শ্রুত কোনও মুদ্রিত পুস্তকেও এই পাঠান্তর নাই। এই পাঠান্তরের সহিত এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উক্তিগুলি হইবে এইরূপঃ—"এই মত চাপল্য করেন সভা'-সনে। সবে স্ত্রীমাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥ ২০৮॥ 'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে॥ ২০৯॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ নাগর' বই স্তব নাহি বোলে॥ ২১০॥ যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে' তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥ ২১১॥" এ-স্থলে " 'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বোলে" এবং " 'গৌরাঙ্গ নাগর' বই স্তব নাহি বোলে" এই দুইটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ-রূপে পরস্পর-বিরোধী। পূর্ববাক্যের অর্থ হইতেছে—"গৌরাঙ্গ নাগর"-রূপে কোনও মহামহিম ভক্তই প্রভুর স্তব করেন না এবং পরবাক্যের অর্থ হইতেছে—সমস্ত মহামহিম ভক্তগণ "গৌরাঙ্গ-নাগর"-রূপেই প্রভুর স্তব করেন, অন্য কোনওরূপেই করেন না। আবার, কথিত "বই"-পাঠান্তরের সহিত পূর্ববর্তী ২০৮-৯ পয়ারদ্বয়ের সঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না। এই পয়ারদ্বয়ে বলা হইয়াছে, "নয়নের কোণেও কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি প্রভু দৃষ্টিপাত করেন না ; এমন কি, এই অবতারে প্রভু স্ত্রী-শব্দটি পর্যন্ত শ্রবণ করেন না।" ইহা হইতে জানা যায়—স্ত্রীলোকের সহিত আলাপাদির কথা তো দূরে, কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি নয়নের কোণেও প্রভু দৃষ্টিপাত করিতেন না এবং কোনও স্থলে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি তাহা শুনিতেনও না। সুতরাং প্রভুর পক্ষে "গৌরাঙ্গ নাগর" হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না এবং সেজন্য প্রভুর সম্বন্ধে "গৌরাঙ্গ-নাগর" রূপের স্তবও হইবে নিতান্ত অবাস্তব-বিষয়ের স্তব। এই দুই পয়ারের কোনও শব্দের পাঠান্তরের কথা বলা হয় না। উল্লিখিত তাৎপর্যবিশিষ্ট ২০৮-৯ পয়ারদ্বয়ের সহিত, পাঠান্তরযুক্ত পয়ারের, অর্থাৎ "অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ নাগর' বই স্তব নাহি বোলে"-এই পয়ারের, অর্থ এই যে—"প্রভুর সম্বন্ধে 'গৌরাঙ্গ নাগর'-রূপের স্তব নিতান্ত অবাস্তব-বিষয়ের স্তব বলিয়া, সমস্ত মহামহিম ভক্তই প্রভুর সম্বন্ধে 'গৌরাঙ্গ নাগর' স্তবই করেন, অন্য কোনও স্তব করেন না।" ইহা যে সম্পূর্ণরূপে একটি যুক্তিহীন উক্তি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পরবর্তী ২১১ পয়ারের, অর্থাৎ "যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে"-এই পয়ারের সহিতও "বই" পাঠান্তরের সঙ্গতি নাই। কেননা, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, "নাগর-ভাব" প্রভুর "স্বভাব" ছিল না। এ-সমস্ত কারণে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—" 'গৌরাঙ্গ নাগর' বই স্তব নাহি বোলে"-ইহা শ্রীলবৃন্দাবনদাসের লিখিত নহে। গৌরনাগরী-বাদে অত্যন্ত অনুরাগী কোনও ব্যক্তিই এই পাঠান্তর লিখিয়াছেন এবং লিখিবার কালে, পূর্ববর্তী পয়ারদ্বয়ের সহিত এই পাঠান্তরের সঙ্গতি আছে কিনা, তাহাও তিনি বিবেচনা করেন নাই।

গৌরনাগরী-ভাবের পদ। শ্রীললোচনদাসের গৌরনাগরী-ভাবের পদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থের ৫২-পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি পৃষ্ঠায় "গৌরনাগরীভাব"-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

হেনমতে শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনায়ক বিহরে ॥ ২১২
চতুর্দ্দিগে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহাকুতূহলী ॥ ২১৩
বিষ্ণুতৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষ-প্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ-রসে ॥ ২১৪
উষঃকাল হৈতে দুই-প্রহর-অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গাস্নানে চলে গুণনিধি ॥ ২১৫
নিশারো অর্দ্ধেক এইমত প্রতিদিনে।
সেই পড়া চিন্তায়েন সভারে আপনে ॥ ২১৬
অতএব প্রভুস্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সভে সিদ্ধান্ত জানিয়া ॥ ২১৭
হেনমতে বিদ্যারসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥ ২১৮
সর্ব্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥ ২১৯
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন-নাম ॥ ২২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"গৌরপদতরঙ্গিণী" হইতে তিনি কয়েকটি নাগরীভাবাত্মক পদও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোনও কোনও পদে বাসুঘোষাদি প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের নামের ভণিতাও আছে। ডক্টর মজুমদার লিখিয়াছেন—"বাসুঘোষের নামে এমন কয়েকটি পদ আছে, যেগুলি দেখিলেই মনে হয়, কৃষ্ণলীলার সুপ্রসিদ্ধ পদ ভাঙ্গিয়া তাঁহার নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—'নিশিশেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে। গৌরনাগর পরিরম্ভিল মোরে॥ গণ্ডে কয়ল সোই চুম্বন দান। কয়ল অধরে অধররস পান॥ ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল। অচেতনে ছিনু চেতনা ভেল॥ লাজে তেয়াগিনু শয়ন-গেহ। বাসু কহে তুয়া কপট লেহ॥' সম্ভোগাত্মক নাগরীভাবের প্রাচীনত্ব স্থাপনের জন্য বাসুঘোষে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়।" (৫৭-৫৮ পৃঃ)।

ডক্টর মজুমদার তাঁহার গ্রন্থের ৫৩-৫৪পৃষ্ঠায়ও লিখিয়াছেন—"যেমন কামুক লোকে অশ্লীল বই লিখিয়া অন্যের নামে প্রকাশ করে, সেইরূপ কেহ কেহ আধুনিক কালে অনেক নাগরীভাবের পদ রচনা করিয়া নরহরি সরকার ও বাসুঘোষের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।"

এই সমস্ত উক্তি হইতে ইহাই বুঝা গেল যে, কোনও সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তার নামে, গৌরনাগরীভাবের কোনও পদ দেখিলেই, নির্বিচারে তাহা তাঁহারই রচিত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। প্রাচীন এবং প্রামাণ্য চরিতকারগণ গৌরের স্বরূপ এবং লীলা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বিপরীত-ভাব-প্রকাশক কোনও বিবরণ হইবে অবাস্তব—সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য।

২১৪। "নিজরসে"-স্থলে "নিজাবেশে"-পাঠান্তর। নিজরসে—স্বীয় বিদ্যারসে। নিজাবেশে—স্বীয় বিদ্যারসের আবেশে।

২১৬। সেই পড়া—মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে যাহা পড়াইয়াছেন, তাহা। চিন্তায়েন—চিন্তা করাইয়া থাকেন, মনে মনে অনুশীলন করাইয়া থাকেন। 'চিন্তায়েন"-স্থলে "পড়ায়েন"-পাঠান্তর। পূর্ব্বে যাহা পড়াইয়াছেন, তাহা আবার ভালরূপে বুঝাইয়া দেন।

অকৈতব, পরম-উদার, বিষ্ণুভক্ত।
অতিথিসেবন পর-উপকারে রত ॥ ২২১
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহা-বংশ-জাত।
পদবী 'রাজপণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ ২২২
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন এক জন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ ॥ ২২৩
তাঁর কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ ২২৪
শচী-দেবী তানে দেখিলেন সেইক্ষণে।
সেই কন্যা পুত্র-যোগ্যা বুঝিলেন মনে ॥ ২২৫
শিশু হৈতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বই নাহি আন ॥ ২২৬
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনেদিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে ॥ ২২৭
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ ॥" ২২৮
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥" ২২৯
রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যাদান নিজ-মনে ॥ ২৩০
দৈবে শচী কাশীনাথপণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে "বাপ! শুন এক বাণী ॥ ২৩১
রাজপণ্ডিতেরে কহ, ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে তবে করু কন্যাদান ॥" ২৩২
কাশীনাথপণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
'দুর্গা' 'কৃষ্ণ' বলি রাজপণ্ডিত-ভবনে ॥ ২৩৩
কাশীনাথে দেখি রাজপণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে ॥ ২৩৪
পরম-গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
"কি কার্য্যে আইলা?" জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত ॥ ২৩৫
কাশীনাথ বোলেন "আছয়ে এক কথা।
চিত্তে লয় যদি, তবে করহ সর্ব্বথা ॥ ২৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২১। "রত"-স্থলে "অনুরক্ত"-পাঠান্তর। অকৈতব—অকপট।

২২৩। ব্যবহারেও—ব্যবহারিক ভাবেও, বৈষয়িক-ব্যাপারেও। পরম সম্পন্ন—অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, ধনী। "সম্পন্ন"-স্থলে "সম্পূর্ণ"-পাঠান্তর। সম্পূর্ণ-অভাবহীন। "পোষণ"-স্থলে "ভরণ"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

২২৬। "স্নান"-স্থলে "স্নানে" এবং "আন"-স্থলে "মনে" এবং "জানে"-পাঠান্তর।

২৩০। রাজপণ্ডিতের—২২০-পয়ারোক্ত সনাতনের। তাঁহার পদবী ছিল 'রাজপণ্ডিত, (২২২ পয়ার)।" কর্ণপূর বলেন, ইঁহার নাম ছিল সনাতন মিশ্র এবং দ্বাপর-লীলায় ইনি ছিলেন সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিৎ (গৌ. গ. দী. ৪৭)।

২৩১। কাশীনাথপণ্ডিত—নবদ্বীপবাসী একজন ঘটক। দ্বাপর-লীলায় রাজা সত্রাজিৎ স্বীয় কন্যা সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় কাশীনাথপণ্ডিত (গৌ. গ. দী. ॥ ৫০ ॥")

২৩৫-২৩৬। "পরম-গৌরবে বিধি করে"-স্থলে "পরম-গৌরব বিধি করি"-পাঠান্তর। সনাতন মিশ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত কাশীনাথপণ্ডিতের যথোচিত সম্বর্ধনা করিলেন। পণ্ডিত—রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র। চিত্তে লয় যদি—যদি ইচ্ছা হয়, যদি সঙ্গত মনে কর। সর্ব্বথা—সর্বপ্রযত্নে।

বিশ্বম্ভরপণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা ॥ ২৩৭
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাহান উচিত পত্নী এই মহা-সতী ॥ ২৩৮
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞিপণ্ডিত ॥" ২৩৯
শুনি বিপ্র পত্নী-আদি-আপ্তবর্গ-সংহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি, বুঝি কে কি কহে ॥ ২৪০
সভে বলিলেন "আর কি কার্য্য বিচারে।
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে ॥" ২৪১
তবে রাজপণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি।
বলিলেন কাশীনাথপণ্ডিতের প্রতি ॥ ২৪২
"বিশ্বম্ভরপণ্ডিতের করে কন্যাদান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র। ইথে নাহি আন ॥ ২৪৩
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ববংশের আমার।
তবে হেন সম্বন্ধ হইব এ কন্যার ॥ ২৪৪
চল তুমি, তথা গিয়া কহ সর্ব্ব-কথা।
আমি পুন দঢ়াইলুঁ—করিব সর্ব্বথা ॥" ২৪৫
শুনিঞা সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি শচীর গোচর ॥ ২৪৬
কার্য্যসিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্‌যোগ তবে করিতে লাগিলা ॥ ২৪৭
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
সভেই হইলা অতি-পরানন্দ-মন ॥ ২৪৮
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
"মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয় ॥" ২৪৯
মুকুন্দ সঞ্জয় বোলে "শুন সখা ভাই!
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই?" ২৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৯। অন্যোন্য-উচিত—পরস্পর পরস্পরের যোগ্য। বিষ্ণুপ্রিয়া—সনাতন মিশ্রের কন্যার নাম। দ্বাপর-লীলায় ইনি ছিলেন—ভূ-স্বরূপিণী সত্যভামা (গৌ. গ. দী. ॥ ৪৭-৪৮)।

২৪০। পত্নী-আদি আপ্তবর্গ-সংহে—পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয় বান্ধবগণের সহিত। "বুঝি"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর।

২৪৩। করে—হস্তে। "পণ্ডিতের করে"-স্থলে "পণ্ডিতেরে দিব"-পাঠান্তর।

২৪৪। সর্ব্ববংশের আমার—কেবল আমার নয়, আমার বংশের সকলের। "সম্বন্ধ হইব এ"-স্থলে "সুসম্বন্ধ হইব"-পাঠান্তর।

২৪৫। দঢ়াইলুঁ—দৃঢ় করিয়া বলিলাম, আমার কথার অন্যথা হইবে না—ইহা নিশ্চিত জানিও।

২৪৬। "কাশীনাথ"-স্থলে "তবে কাশী"-পাঠান্তর।

২৪৯। বুদ্ধিমন্ত মহাশয়—পরমোদার বুদ্ধিমন্ত-খান। "শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১০।৭২ ॥" নবদ্বীপবাসী অতি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ, প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের সমস্ত ব্যয় স্বেচ্ছায় এবং প্রীতির সহিত তিনিই বহন করিয়াছিলেন।

২৫০। এই পয়ার বুদ্ধিমন্তখানের প্রতি মুকুন্দ-সঞ্জয়ের উক্তি। তিনিও প্রভুর বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি বুদ্ধিমন্ত খানকে বলিলেন—"আমার সখা, আমার ভাই, শুন। তুমি যে বলিলে, এই বিবাহে যত ব্যয় হইবে, সকল ভারই তোমার। আমার

বুদ্ধিমন্ত-খান বোলে "শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা মত এ বিবাহে কিছু নাই॥ ২৫১
এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥" ২৫২
তবে সভে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে॥ ২৫৩
বড়বড় চন্দ্রাতপ সব টানাইয়া।
চতুর্দ্দিগে রুইলেন কদলী আনিয়া॥ ২৫৪
পূর্ণ ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্রসার।
যতেক মঙ্গল-দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥ ২৫৫
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্ব্ব-ভূমি করিলেন আলিপনাময়॥ ২৫৬
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥ ২৫৭
সভারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।
"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে॥" ২৫৮
অপরাহ্নকাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥ ২৫৯
মৃদঙ্গ, সানাঞি, জয়ঢাক, করতাল।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল॥ ২৬০
ভাটগণে পঢ়িতে লাগিলা রায়বার।
পতিব্রতাগণ করে জয়জয়কার॥ ২৬১
বিপ্রগণে করিতে লাগিলা বেদধ্বনি।
মধ্যে আসি বসিলা দ্বিজেন্দ্রকুলমণি॥ ২৬২
চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
সভেই হইলা চিত্তে মহা-কুতূহলী॥ ২৬৩
তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বূল, দিব্য মালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সভে দিবারে লাগিলা॥ ২৬৪
শিরে মালা, সর্ব্ব-অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
একো বাটা তাম্বুল সে দেন একো জনে॥ ২৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কি করিবার কিছু নাই?" "সকল ভার মোর কিছু"-স্থলে "সম্যক্ (অর্দ্ধেক) ভার আমার কি"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর হইতে মনে হয়, মুকুন্দ-সঞ্জয় অর্ধেক ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

২৫১। "সর্ব্ব"-স্থলে "সখা"-পাঠান্তর। বামনিঞা মত—দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিবাহের মত। "বামনিঞামত"-স্থলে "বামনিঞা সজ্জ"-পাঠান্তর।

২৫৫। আম্রসার—আম্র-পত্র।

২৫৬। "সকল একত্রে আনি করি"-স্থলে "সকল আনিঞা তথি কৈল"-পাঠান্তর। সমুচ্চয়—সংগ্রহ বা একত্রিত। সমস্ত মঙ্গলদ্রব্য একস্থানে আনিয়া রাখা হইল। আলিপনা—আল্পনা, তণ্ডুল-চূর্ণ দ্বারা অঙ্কিত নানা রকম চিত্র।

২৫৮। সকালে—পূর্বাহ্নে। গুয়া—সুপারি। এ-স্থলে সুপারি-সমন্বিত তাম্বূলই অভিপ্রেত। ইহা হইতেছে দেশাচার বা লোকাচার। বিকালে—অপরাহ্নে।

২৫৯। বাজনিয়া—বাদ্যকর। রায়বার—স্তুতিগানবিশেষ। জয় জয়কার—হুলুধ্বনি, জোকার।

২৬২। বেদধ্বনি—সময়োচিত বেদমন্ত্রের উচ্চস্বরে উচ্চারণ। "বিপ্রগণ…বেদধ্বনি"-স্থলে "প্রিয়গণে লাগিল করিতে জয়ধ্বনি"-পাঠান্তর। দ্বিজেন্দ্রকুলমণি—শ্রীগৌরাঙ্গ।

২৬৪-২৬৫। "লাগিলা"-স্থলে "আনিলা"-পাঠান্তর। বাটা—তাম্বূল-পাত্র। একো বাটা—এক এক বাটা। একো জনে—এক এক জন ব্রাহ্মণকে।

বিপ্রকুল নদীয়া—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই ॥ ২৬৬
তথি-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুন আর কাচ কাচে ॥ ২৬৭
আরবার আসি মহা-লোকের গহলে।
চন্দন, গুবাক, মালা নিঞা নিঞা চলে ॥ ২৬৮
সভেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে ॥ ২৬৯
"সভারে তাম্বূল মালা দেহ' তিন-বার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর' যে ইচ্ছা যাহার ॥" ২৭০
একবার নিঞা, যে যে লেই' আরবার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার ॥ ২৭১
"পাছে কেহো চিনিঞা বিপ্রেরে মন্দ বোলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে ॥" ২৭২
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
"তিন-বার দিলে পূর্ণ হইব সর্ব্বথা ॥" ২৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৬। বিপ্রকুল নদীয়া—ব্রাহ্মণপূর্ণ নবদ্বীপ। "নদীয়া"-স্থলে "নদীয়ায়"-পাঠান্তর। অবধি—শেষ, সীমা।

২৬৭। তথি-মধ্যে—তাহার মধ্যে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে। লোভিষ্ঠ—অত্যন্ত লোভী। আর কাচ কাচে—অন্য রকম পোষাক পরিয়া আসে। "কাচ"-স্থলে "বেশ" এবং "বার"-পাঠান্তর।

২৬৮। মহা-লোকের গহলে—বহু লোকের ভীড়ের মধ্যে। গহলে—গহনে, বনে। লোকের গহলে—লোকারণ্যে।

২৭০। "তাম্বূল"-স্থলে "চন্দন"-পাঠান্তর। দেহ তিন-বার—পানের বাটা, মালা প্রভৃতি প্রত্যেককে তিনবার করিয়া দাও। কয়েকজন লোভী ব্রাহ্মণ যে পোষাক বদলাইয়া একাধিকবার আসিতেছেন, প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছেন। পাছে তাঁহাদিগকে কেহ চিনিতে পারিয়া অপদস্থ করে, এজন্য প্রভু আদেশ দিলেন—প্রত্যেককে তিনবার করিয়া সমস্ত দ্রব্য দাও। তাহাতে লোভী ব্রাহ্মণগণ অবমাননা হইতে রক্ষা পাইলেন।

২৭১। প্রতিকার—লাঞ্ছনা হইতে এবং পাপ হইতেও রক্ষা। পরবর্তী তিন পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৭২। পরমার্থে—পরমার্থ-বিষয়ে। দোষ হয়—অন্যায় হয়, পাপ হয়, পরমার্থের পথে অগ্রগতির বিঘ্ন হয়। শাঠ্য—কপটতা, ছদ্মবেশে।

২৭৩। চিত্তের এই কথা—সকল দ্রব্য প্রত্যেককে তিনবার করিয়া দেওয়ার আদেশে, ইহাই প্রভুর মনের উদ্দেশ্য। পূর্ণ হইব সর্ব্বথা—অধিক পরিমাণে দ্রব্য পাওয়ার জন্য লোভী ব্রাহ্মণদের মনোবাসনা সম্যক্রূপে পূর্ণ হইবে; তখন আর তাঁহারা শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না; সুতরাং লাঞ্ছনা ও পাপ হইতেও উদ্ধার পাইবেন। "দিলে"-স্থলে "দৈবে"-পাঠান্তর আছে। তিনবার দৈবে ইত্যাদি—দৈবে, অর্থাৎ দেবতার বা ভগবানের কৃপায়, লোভী ব্রাহ্মণদের মনোবাসনা সম্যক্রূপে পূর্ণ হইবে; তাঁহারা আর শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। ভগবানের কৃপাব্যতীত, বৈধভাবে পুনঃ পুনঃ কোনও অভীষ্ট বস্তু পাইলেও, তাহা আরও পাওয়ার জন্য অবৈধ উপায়-গ্রহণে লোভী ব্যক্তিদিগের অপ্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না।

তিনবার পাইয়া সভেই হর্ষ-মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥ ২৭৪
এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া-পানে ;
হইল অনন্ত, মর্ম্ম কেহো নাহি জানে॥ ২৭৫
মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক্ দূরে।
পৃথ্বীতে পড়িল যত দিতে মনুষ্যেরে॥ ২৭৬
সেই যদি প্রাকৃত-লোকের ঘরে হয়ে।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়ে॥ ২৭৭
সকল-লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সভে বোলে "ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥ ২৭৮
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥ ২৭৯
এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া পান।
অকাতরে কেহো কভো নাহি করে দান॥" ২৮০
তবে রাজপণ্ডিত আনন্দচিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া॥ ২৮১
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ-সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য-নৃত্য-গীত-মহারঙ্গে॥ ২৮২
বেদবিধিপূর্ব্বকে পরম-হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরেরে গন্ধস্পর্শ কৈলা শুভ-ক্ষণে॥ ২৮৩
ততক্ষণে মহা জয়-জয়-হরি-ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সভে মহা-স্বস্তি বাণী॥ ২৮৪
পতিব্রতাগণ দেই জয়জয়কার।
বাদ্য-গীতে হৈল মহানন্দ-অবতার॥ ২৮৫
হেনমতে করি অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্ররাজ॥ ২৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৫। **হইল অনন্ত**—সকলকে তিনবার করিয়া মালা-পান-গুয়াদি দেওয়া সত্ত্বেও এ-সমস্ত দ্রব্যের কোনও অভাব হইল না। স্বয়ং অনন্ত (শেষ)-দেবই মালা-পান-গুয়াদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া প্রভুর সেবা করিতেছিলেন। শেষ-নামক অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবাপযোগী সমস্ত বস্তুরূপেই আত্মপ্রকট করিতে পারেন। ১।১।১৪-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **মর্ম্ম**—গূঢ়রহস্য। **মর্ম্ম কেহো নাহি জানে**—অনন্তদেবই যে গুয়া-পানাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া প্রভুর অধিবাসে সেবা করিতেছিলেন, লীলা-শক্তির প্রভাবে, তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই।

২৭৬। **পৃথ্বীতে**—পৃথিবীতে (মাটিতে)।

২৭৭। "তার"-স্থলে "সাত"-পাঠান্তর। **নির্ব্বাহয়ে**—নির্বাহিত (সম্পন্ন) হইতে পারে। "বিভা নির্ব্বাহয়ে"-স্থলে "বিবাহ নির্বাহে" এবং "বিবাহ নিবড়য়ে"-পাঠান্তর। **নিবড়য়ে**—নির্বাহ (সম্পূর্ণ) হয়।

২৭৯-২৮০। **কারো বাপে**—কোনও বরের পিতা। "কভো"-স্থলে "কারে"-পাঠান্তর। **কারে**—কাহাকেও।

২৮১। **অধিবাস-সামগ্রী**—শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা"-মতে অধিবাসের দ্রব্য হইতেছে—গঙ্গামৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ এবং সুগন্ধি-গন্ধচূর্ণ, হরিদ্রা-রসরঞ্জিত বসন, সূত্র, চামর, চাদর।

২৮৩। **ঈশ্বরেরে**—মহাপ্রভুকে। **গন্ধস্পর্শ**—অধিবাসের অঙ্গবিশেষ।

২৮৪। **স্বস্তি-বাণী**—মঙ্গল-বাক্য। স্বস্তি-বচন। "স্বস্তি"-স্থলে "স্তুতি"-পাঠান্তর।

এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে।
লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে॥ ২৮৭
আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বোলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে॥ ২৮৮
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গাস্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র ভগবান্॥ ২৮৯
তবে শেষে সর্ব্ব-আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখকর্ম্মাদি করিতে॥ ২৯০
বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে জয়জয় উঠিল মঙ্গল॥ ২৯১
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্রসার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার॥ ২৯২
চতুর্দ্দিগে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলক রোপি বান্ধিলেন আম্রশাখা॥ ২৯৩
তবে আই পতিব্রতাগণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে॥ ২৯৪
আগে গঙ্গা পুজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে॥ ২৯৫
ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে॥ ২৯৬
তবে, খই, কলা, তৈল, তাম্বূল, সিন্দূরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥ ২৯৭
ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সভারে দেন বার পাঁচ সাত॥ ২৯৮
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব-নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে॥ ২৯৯
এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ-মনে॥ ৩০০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৮। লোকাচার—লোকসমাজে প্রচলিত, কিম্বা কুল-পরম্পরা প্রাপ্ত, আচার।

২৮৯। সুপ্রভাতে—অতি প্রত্যূষে। "সুপ্রভাতে প্রভু করি"-স্থলে "শুভপ্রভাতে করিয়া"-পাঠান্তর।

২৯০। নান্দীমুখ-কর্ম্ম—বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বে গৃহস্থের করণীয় মঙ্গল-কর্মবিশেষ। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, অপর নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। "পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ—এই ছয় জনের নাম 'নান্দীমুখ।' ইঁহাদের প্রীতিকামনায় উক্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই, উহার নাম 'নান্দীমুখ কর্ম' অ. প্র.।" শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ধৃত প্রমাণের মর্মও উল্লিখিত রূপ। নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধে উক্ত ছয়জনের প্রীতি কামনায় পিণ্ডদান করিতে হয়।

২৯১। মঙ্গল—মঙ্গল-ধ্বনি।

২৯৩। কদলক—কলাগাছ। রোপি—রোপণ করিয়া। আম্রশাখা—আমগাছের শাখা, শাখাগ্রভাগ। "আম্রশাখা"-স্থলে "আম্রপাতা"-পাঠান্তর।

২৯৫। ষষ্ঠী—ষষ্ঠীদেবী, গ্রাম্যদেবতা-বিশেষ। লোকের প্রতীতি এই যে, ষষ্ঠীদেবীর কৃপা হইলে সন্তানের আয়ুবৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয়।

২৯৬। বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে—বন্ধু-বান্ধবদের ঘরে ঘরে।

২৯৯-৩০০। "মনে"-স্থলে "জনে" পাঠান্তর। লক্ষ্মী—এ-স্থলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।

শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে॥ ৩০১
সর্ব্ব-বিধি-কর্ম্ম করি শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥ ৩০২
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হৈয়া॥ ৩০৩
যে যেমন পাত্র, যার যোগ্য যেন দান।
সেইমতে করিলেন সভার সম্মান॥ ৩০৪
মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সভে করিতে ভোজন॥ ৩০৫
অপরাহ্ণ-বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সভেই বেশ লাগিলা করিতে॥ ৩০৬
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥ ৩০৭
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি-মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥ ৩০৮
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধি-মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥ ৩০৯
দিব্য সূক্ষ্ম পীত-বস্ত্র ত্রিকচ্ছ-বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়ানে॥ ৩১০
ধান্য, দূর্ব্বা, সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভামঞ্জরী দর্পণ॥ ৩১১
সুবর্ণকুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে সাজে।
নব-রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মাঝে॥ ৩১২
এইমত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সভে করিলেন রঙ্গে॥ ৩১৩
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নর নারী।
মুগ্ধ হইলেন সভে আপনা পাসরি॥ ৩১৪
প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সভেই বোলেন "শুভ করাহ বিজয়॥ ৩১৫
প্রহরেক সর্ব্ব-নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যাঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া॥" ৩১৬
তবে দিব্য দোলা সাজি' বুদ্ধিমন্ত-খান।
হরিষে আনিঞা করিলেন উপস্থান॥ ৩১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০৬। **বেশ**—বিবাহের বরের উপযোগী বেশ-ভূষা।

৩০৭। **গন্ধ**—অগুরু-প্রভৃতিদ্বারা রচিত সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

৩১০। **ত্রিকচ্ছ বিধান**—১।৬।১৮৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১১। **রম্ভা**—কদলী, কলা। **রম্ভামঞ্জরী**—কদলীর মঞ্জরী, কলাগাছের নূতন পাতা। **সূত্র করে ইত্যাদি**—করে (হস্তে) সূত্র (সূতা) বান্ধিয়া।

৩১২। **নবরত্ন**—"মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র (হীরক), বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীলকান্ত। অ. প্র.।" **শ্রুতিমূলে**—কর্ণমূলে, কাণের গোড়ায়। **সাজে**—শোভা পায়। "সাজে"-স্থলে "দোলে" এবং "বাহু মাঝে"-স্থলে "বাহুমূলে"-পাঠান্তর আছে।

৩১৫। **শুভ বিজয়**—শুভযাত্রা, বিবাহ-স্থলে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

৩১৭। **দোলা সাজি**—দোলা সাজাইয়া। এ-স্থলে "দোলা"-শব্দে চতুর্দ্দোলাই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। বিবাহের বর সাধারণতঃ চতুর্দ্দোলায় চড়িয়াই বিবাহ-স্থানে যাইয়া থাকেন। বুদ্ধিমন্তখান তো প্রভুর বিবাহে রাজোচিত আড়ম্বরই করিয়াছেন। সুতরাং এ-স্থলে "দোলা"-শব্দে উচ্চ চতুর্দ্দোলাই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। কয়েকজন লোক এই চতুর্দ্দোলা স্কন্ধে বহন করিয়া নিয়াছেন।

বাদ্য-গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল॥ ৩১৮
ভাটগণে পঢ়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্বদিগে হইল আনন্দ-অবতার॥ ৩১৯
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি বহু-মান্য করি॥ ৩২০
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয়জয়॥ ৩২১
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বই কোনো দিগে নাহি আর॥ ৩২২
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে।
পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে॥ ৩২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২১। "মঙ্গল"-স্থলে "গৌরাঙ্গ"-পাঠান্তর।

৩২৩। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রন্থকারের অভিপ্রায়-নিরূপণ সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। সুধীবৃন্দের বিবেচনার জন্য কয়েক রকমের সম্ভাব্য অর্থ এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে; ইহাদের মধ্যে কোনও অর্থ সঙ্গত কিনা, অনুগ্রহপূর্বক সুধীগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

প্রথমে বিজয় ইত্যাদি—বরযাত্রীদের সহিত নিজগৃহ হইতে বাহির হইয়া, চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া, প্রভু সর্বপ্রথমে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। পূর্ণচন্দ্র—ষোলকলায় পরিপূর্ণ চন্দ্র, পূর্ণিমা তিথিতে দৃশ্য। মুখ্য অর্থে পূর্ণচন্দ্র-শব্দ আকাশস্থ পূর্ণচন্দ্রকেই বুঝায়। ধরিলেন—ধারণ করিলেন, ধরিয়া রাখিলেন। শিরের উপরে—মাথার উপরে। পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন ইত্যাদি—মাথার উপরে পূর্ণচন্দ্র ধারণ করিলেন, বা ধরিয়া রাখিলেন। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র-শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে এইরূপ অর্থের কোনও সঙ্গতি থাকিতে পারে না; যেহেতু, মাথার উপরে অবস্থিত আকাশস্থ পূর্ণচন্দ্রকে কেহই ধরিতে পারে না, আকাশ হইতে নামাইয়া আনিয়া নিজের বা অপরের মাথার উপরেও পূর্ণচন্দ্রকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। পূর্ণচন্দ্র-শব্দের গৌণ অর্থ ধরিয়া বিবেচনা করা যাউক। গৌণ অর্থে পূর্ণচন্দ্র-শব্দে পূর্ণচন্দ্রের তুল্য মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক মুখকে বুঝাইতে পারে। বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত গৌরসুন্দরের মুখখানা অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মতনই মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বাহকদের স্কন্ধোপরি চতুর্দ্দোলায় উপবিষ্ট প্রভুর তাদৃশ মুখখানাও সকলের মাথার উপরেই ছিল। প্রভু সকলের মাথার উপরে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রতুল্য মনোরম এবং সর্বচিত্তাকর্ষক স্বীয় মুখখানা ধারণ করিলেন—এইরূপ একটি অর্থ হইতে পারে। পঞ্চমুখ শিব-সম্বন্ধে যেমন বলা যায়, শিব পঞ্চমুখ ধারণ করিয়াছেন, চতুর্মুখ ব্রহ্মা-সম্বন্ধে যেমন বলা যায়, ব্রহ্মা চারিটি মুখ ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখবিশিষ্ট গৌরসুন্দর-সম্বন্ধেও বলা যায়—গৌরসুন্দর পূর্ণচন্দ্র (গৌণ অর্থে পূর্ণচন্দ্র) ধারণ করিয়াছেন। সার অর্থ এই যে, সকলের মাথার উপরে চতুর্দ্দোলায় উপবিষ্ট প্রভুর পূর্ণচন্দ্রতুল্য মনোরম এবং সর্বচিত্তাকর্ষক মুখখানা সকলে দেখিলেন। সেই মুখখানা প্রভুই ধারণ করিয়া আছেন, অর্থাৎ সেই মুখখানা প্রভুরই। এইরূপ একটি অর্থ হইতে পারিলেও, ইহা যে কষ্টকল্পিত অর্থ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অথবা, সেই সময়ে কোনও কারণে প্রভু যদি স্বীয় মুখে হাত দিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে, তিনি স্বীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখখানা ধরিয়া ছিলেন। কিন্তু ইহাও কষ্টকল্পিত অর্থই।

সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥ ৩২৪
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্তখাঁর।
চলিল হইয়া দুইসারি পাটোয়ার॥ ৩২৫
নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক-সকল চলিলা নানা-কাচে॥ ৩২৬
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম-উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥ ৩২৭
জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল॥ ৩২৮
বরগোঁ, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত॥ ৩২৯
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায়, দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥ ৩৩০
সে মহা-কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান্ সভে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়। ৩৩১
প্রথমে আসিয়া গঙ্গাতীরে কথোক্ষণ।
করিলেন নৃত্য, গীত, আনন্দ-বাজন॥ ৩৩২
তবে পুষ্পবৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরী॥ ৩৩৩
দেখি অতি-অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্ব্ব-লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥ ৩৩৪
"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" লোকে বোলে।
"এমত সমৃদ্ধ নাহি দেখি কোনো কালে॥" ৩৩৫
এইমত স্ত্রী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতি নদীয়া॥ ৩৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"ধরিলেন"-স্থলে "দেখিলেন"-পাঠান্তর আছে। এই পাঠান্তর অনুসারে দ্বিতীয় পয়ারার্ধের মোটামুটি অর্থ হইতেছে—মাথার উপরে পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন। কে দেখিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। কেন না, সন্ধ্যার পূর্বে এক প্রহর বেলা থাকিতে, এমন কি সন্ধ্যাসময়েও, মাথার উপরে কখনও মুখ্য অর্থে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থের কোনও সঙ্গতি থাকিতে পারে না। পূর্ণচন্দ্র-শব্দের পূর্বকথিত গৌণ অর্থ ধরিয়া বিবেচনা করা যাউক। বাহকদের স্কন্ধোপরি চতুর্দ্দোলায়—সুতরাং সকলের মাথার উপরে—উপবিষ্ট প্রভুর পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখখানা সকলে দেখিলেন—দেখিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্র-শব্দের গৌণ অর্থ গ্রহণ করিলে উল্লিখিত রূপ একটি অর্থ হইতে পারে।

৩২৫। পাটোয়ার—"অস্ত্রধারী সৈন্যবিশেষ। অ. প্র.।" বুদ্ধিমন্তখানের লোকসকল চতুর্দ্দোলার আগে আগে নানাবিধ অস্ত্রধারণ করিয়া, দুই সারি হইয়া চলিতে লাগিলেন।

৩২৬। বিদূষক—কথাবার্তায় ব্যঙ্গ-কৌতুককারী-লোককে বিদূষক বলে। নানা কাচে—বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া।

৩২৭। "বা না জানি"-স্থলে "বাজনিঞা"-পাঠান্তর আছে। বাজনিঞা—বাদ্যকর।

৩২৮-২৯। এই দুই পয়ারে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের নাম বলা হইয়াছে। "পটহ"-স্থলে "কাড়া" এবং "বরগোঁ"-স্থলে "তোড়ঙ্গ"-পাঠান্তর আছে।

৩৩০। ঈশ্বরে—গৌরচন্দ্রে।

৩৩৪। অমানুষী—অলৌকিক; মনুষ্য-জগতে যাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ।

সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে বিমরিষ-করে॥ ৩৩৭
"হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাঙ দিতে।
আপনার ভাগ্য নাহি, হইব কেমতে?" ৩৩৮
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার॥ ৩৩৯
এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরে॥ ৩৪০
গোধূলি-সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে॥ ৩৪১
মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে॥ ৩৪২
পরম-সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইলা নিয়া॥ ৩৪৩
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে॥ ৩৪৪
তবে বরণের সজ্জ সামগ্রী লইয়া।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া॥ ৩৪৫
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র, অলঙ্কার।
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ-ব্যভার॥ ৩৪৬
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গল-বিধান আসি লাগিলা করিতে॥ ৩৪৭
ধান্য-দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিয়া সপ্ত-ঘৃতের-প্রদীপে॥ ৩৪৮
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার।
এইমত যত কিছু করি লোকাচার॥ ৩৪৯
তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া॥ ৩৫০
তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥ ৩৫১
তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত-প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥ ৩৫২
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্ত-বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার॥ ৩৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৭। দ্বিতীয় "সবে"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। বিমরিষ—বিমর্ষ, দুঃখ।

৩৪২। **দুই বাদ্যভাণ্ড**—বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ—এই দুই পক্ষের বাদ্যভাণ্ড, বাজ্না। বাদে—বাদ করিয়া, আড়া-আড়ি করিয়া, জেদাজেদি করিয়া।

৩৪৪। **দেহ নাহি জানে**—হর্ষাধিক্যবশতঃ আত্মহারা হইয়া রাজপণ্ডিত নিজের দেহকেও জানিতে পারেন নাই, নিজের দেহ-সম্বন্ধেও তাঁহার কোনও অনুসন্ধান ছিল না। "দেহ"-স্থলে "কেহো" এবং "দোঁহা"-পাঠান্তর আছে। কেহো নাহি জানে—জামাতা গৌরচন্দ্রের দর্শনে হর্ষাধিক্যে সকলেই এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অন্য কিছুই জানিতে পারেন নাই, অন্য সমস্ত তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দোঁহা নাহি জানে—জামাতা গৌরচন্দ্রব্যতীত দ্বিতীয় কোনও বস্তু কোথাও আছে বলিয়া জানিতে পারিলেন না। গৌরচন্দ্রেই সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত—তন্ময়তাপ্রাপ্ত—হইয়াছিল।

৩৪৬। **বরণ-ব্যভার**—জামাতা-বরণের উপযোগী ব্যবহার বা আচরণ।

৩৫০। "ধরিয়া"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর। আসনের উপরে বসাইয়া।

৩৫২-৩৫৩। ৩৫২-পয়ারে "তবে"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর। **অন্তঃপট**—অন্তরালে (অপরের দৃষ্টির অগোচরে) রাখিবার জন্য বস্ত্র। **লক্ষ্মী**—লক্ষ্মীতুল্যা বিষ্ণুপ্রিয়া।

তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে॥ ৩৫৪
চতুর্দ্দিগে স্ত্রী-পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি॥ ৩৫৫
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে॥ ৩৫৬
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষত হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥ ৩৫৭
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প-ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা দুই মহা-কুতূহলী॥ ৩৫৮
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥ ৩৫৯
আনন্দে বিবাদে, লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি বর-কন্যা তোলে হর্ষ-মনে॥ ৩৬০
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে, ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসিহাসি প্রভুরে বোলয়ে সর্ব্বজনে॥ ৩৬১
ঈষত হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্ব-লোক হাসে পরানন্দ-সুখে॥ ৩৬২
সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্যকোলাহলে॥ ৩৬৩
মুখচন্দ্রিকার মহা-বাদ্য-জয়-ধ্বনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিলেক হেন শুনি॥ ৩৬৪
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে॥ ৩৬৫
তবে রাজপণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে॥ ৩৬৬
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী যথা বিধিমতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে॥ ৩৬৭
বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীকরে সমর্পিলেন দুহিতা॥ ৩৬৮
তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥ ৩৬৯
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিলা তবে শেষে॥ ৩৭০
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥ ৩৭১
(বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবাসে।
ভোজন করিতে যাই বসিলেন শেষে॥) ৩৭২
ভোজন করিয়া সুখ-রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥ ৩৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৫৪। দুই বাদ্যভাণ্ড—পূর্ববর্তী ৩৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫৫। আনন্দ আসিয়া ইত্যাদি—সকলেরই এত অধিক আনন্দ হইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন স্বয়ং আনন্দই সে-স্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে।

৩৫৮। লক্ষ্মী-নারায়ণে—বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌরচন্দ্রে—এই উভয়ে পরস্পরের প্রতি।

৩৬০। "আনন্দে"-স্থলে "আনন্দ"-পাঠান্তর। আনন্দে বিবাদে—আনন্দ-কলহে, অথবা পরমানন্দবশতঃ আড়া-আড়ি (জেদাজেদি) করিয়া। লক্ষ্মীগণে—কন্যাপক্ষীয় লোকগণে। প্রভু-গণে—বরপক্ষীয় লোকগণে।

৩৬২। "হাসে"-স্থলে "ভাসে"-পাঠান্তর। ভাসে—ভাসিয়া যায়।

৩৬৪। মুখচন্দ্রিকা—বর-কন্যার পরস্পরের প্রতি শুভদৃষ্টি।

৩৭৩। "ভোজন করিয়া সুখ"-স্থলে "সভাজন করি সব"-পাঠান্তর।

সনাতনপণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে॥ ৩৭৪
নগ্নজিত, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তাঁরা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত॥ ৩৭৫
সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণুসেবার কারণ॥ ৩৭৬
তবে রাত্রিপ্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্বভুবনের সার॥ ৩৭৭
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য, নৃত্য, গীত হৈতে লাগিল বিশাল॥ ৩৭৮
চতুর্দ্দিগে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে॥ ৩৭৯
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সভে লাগিলা পঢ়িতে॥ ৩৮০
ঢাক, পড়া, সানাঞি, বর্‌গোঁ, করতাল।
অন্যোহন্যে বাদ করি বাজায় বিশাল॥ ৩৮১
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব-মান্যগণ।
লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ॥ ৩৮২
'হরি হরি' বলি তবে করি জয়ধ্বনি।
চলিলেন লইয়া দ্বিজেন্দ্রকুলমণি॥ ৩৮৩
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
ধন্যধন্য সভেই প্রশংসে বহু-মতে॥ ৩৮৪
স্ত্রীগণ দেখিয়া বোলে "এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী॥" ৩৮৫
কেহো বোলে "এই হেন বুঝি হর-গৌরী।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি॥" ৩৮৬
কেহো বোলে "এই দুই—কামদেব-রতি।"
কেহো বোলে "ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥" ৩৮৭
কেহো বোলে "হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এইমত বোলে সর্ব্ব সুকৃতি-বনিতা॥ ৩৮৮
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবারে শক্তি যার॥ ৩৮৯
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্বলোক হৈল নদীয়াতে॥ ৩৯০
নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম-আনন্দে আইসেন সর্ব্ব-পথে॥ ৩৯১
তবে শুভ-ক্ষণে প্রভু সকল-মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে॥ ৩৯২
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হর্ষ হৈয়া॥ ৩৯৩
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল-ভুবন॥ ৩৯৪
কি আনন্দ হইল সে অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন্ জনে করিব বর্ণন॥ ৩৯৫
যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব-পাপযুক্তো যায় বৈকুণ্ঠভুবনে॥ ৩৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৭৫। নগ্নজিত—শ্রীকৃষ্ণমহিষী নাগ্নজিতীর পিতা। জনক—শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী সীতাদেবীর পিতা। ভীষ্মক—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণীদেবীর পিতা। জাম্বুবন্ত—শ্রীকৃষ্ণমহিষী জাম্ববতীর পিতা।

৩৭৭। সর্ব্বভুবনের সার—শ্রীগৌরাঙ্গ।

৩৮১। "ঢাক, পড়া, সানাঞি, বর্‌গোঁ"-স্থলে 'ঢাক, কাড়া, ভোড়ঙ্গো, সানাঞি" এবং "ঢাক, পটহ, সানাঞি, মৃদঙ্গ"-পাঠান্তর। অন্যোন্যে—পরস্পরে, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষে।

৩৯০। "হৈল নদীয়াতে"-স্থলে "হেন নদীয়াতে" এবং "এ নবদ্বীপেতে"-পাঠান্তর।

৩৯৬। মূর্ত্তির—প্রতিমূর্ত্তির, বিগ্রহের। বিভা—বিবাহ। সর্ব্বপাপযুক্তো—সর্বপ্রকারের পাপ-

সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাতে।
তেঞি তান নাম দয়াময় দীননাথে ॥ ৩৯৭
তবে যত নট, ভাট, ভিক্ষুক-গণেরে।
তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সভেরে ॥ ৩৯৮
বিপ্রগণ আপ্তগণ সভারে প্রত্যেকে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে ॥ ৩৯৯
বুদ্ধিমন্ত-খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহান আনন্দ অতি অকথ্য-কথন ॥ ৪০০
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' সবে কহে বেদ ॥ ৪০১
দণ্ডকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত-বর্ষে তাহা কে বর্ণিব হেন আছে ? ৪০২
নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্র-মাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে ॥ ৪০৩
এ সব ঈশ্বরলীলা যে পঢ়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে ॥ ৪০৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪০৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিশিষ্ট লোকও। "সর্ব্বপাপযুক্তো"-স্থলে "সর্ব্বপাপমুক্ত"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া।

৩৯৮। "ভিক্ষুক-গণেরে"-স্থলে "ভিক্ষুক-সভেরে" এবং "সভেরে"-স্থলে "প্রকারে"-পাঠান্তর আছে।

৩৯৯। "প্রত্যেকে"-স্থলে "প্রত্যক্ষে"-পাঠান্তর। প্রত্যক্ষে—সাক্ষাদ্‌ভাবে।

৪০১। পরিচ্ছেদ—ধ্বংস, বিনাশ। আবির্ভাব তিরোভাব ইত্যাদি—নীরলীল ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যে-সমস্ত লীলা করেন, সে-সমস্ত লীলাও নিত্য। প্রভুর প্রকটলীলাও নিত্য। এক ব্রহ্মাণ্ডে যখন যে লীলার অবসান হয়, ঠিক তখনই অন্য ব্রহ্মাণ্ডে সেই লীলা চলিতে থাকে। এইরূপে, কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে কোনও প্রকটলীলা নিত্য না হইলেও সমষ্টিগত ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে সেই লীলা নিত্য। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চৈ. চ. ॥ ২।২০।৩১৯-২৫ পয়ারে এবং তত্রত্য গৌ. কৃ. ত. টীকাতে দ্রষ্টব্য। প্রত্যেক প্রকটলীলাই নিত্য বলিয়া, কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কোনও লীলার অনুষ্ঠান হইতেছে—বাস্তবিক সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেই লীলার আবির্ভাব এবং অবসান হইতেছে বাস্তবিক সেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাহার তিরোভাব—নরলীল ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। ১।২।২৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪০৩। কৃপা-অনুসারে—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা অনুসারে।

৪০৫। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে দশম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(১৬. ৫. ১৯৬৩—২৩. ৫. ১৯৬৩)

একাদশ অধ্যায়

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সভার ঈশ্বর॥ ১

জয় জয় ভক্ত-রক্ষা-হেতু অবতার।
জয় সর্ব্ব-কাল-সত্য কীর্ত্তন-বিহার॥ ২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। ভক্তগণের কৃষ্ণকীর্তনে পাষণ্ডীদের উপহাস ও কটূক্তি। শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের বিবরণ—বূঢ়ন হইতে তাঁহার ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে আগমন। শ্রীঅদ্বৈতের সহিত মিলন, শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দ। প্রেমাবেশে কৃষ্ণকীর্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে-তীরে হরিদাসের ভ্রমণ, তাহাতে যবনকাজীর গাত্রদাহ। কাজিকর্ত্তৃক যবন মুলুকপতির নিকটে হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ। মুলুকপতিকর্তৃক হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া ও কারাগারে হরিদাসের অবস্থিতি, কারাবাসীদের প্রতি হরিদাসের রহস্যময় আশীর্বাদ, তাহার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া কারাবাসীদের দুঃখ, হরিদাসকর্তৃক তাঁহার আশীর্বাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। মুলুকপতির সাক্ষাতে হরিদাসের উপস্থিতি, হিন্দুর আচরণ পরিত্যাগপূর্বক যবনের আচরণ গ্রহণ করার জন্য হরিদাসের প্রতি মুলকপতির অনুরোধ। মুলুকপতির নিকটে হরিদাসকর্তৃক এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের তত্ত্ব-কথন, তাহাতে যবন কাজীর অসহিষ্ণুতা এবং হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মুলুকপতির নিকটে আবেদন। মুলুকপতিকর্তৃক হরিদাসের প্রতি দণ্ড-ভয়-প্রদর্শন, হরিদাসের ইষ্টনিষ্ঠা ও ভজননিষ্ঠা। বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া হরিদাসের প্রাণবধের নিমিত্ত মুলুকপতির আদেশ, বাইশ বাজারে প্রহার, সজ্জনগণের দুঃখ, হরিদাসের প্রহারকষ্টের অনুপলব্ধি ও প্রহারকারীদের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা। বহু প্রহারেও হরিদাসের মৃত্যু না হওয়ায় কাজী হইতে প্রহারকারীদের ভয়, তাহা জানিয়া ধ্যানাবিষ্ট হইয়া হরিদাসের মৃতবৎ অবস্থান, তাঁহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়ার জন্য কাজীর আদেশ, অনুচরগণকর্তৃক গঙ্গায় নিক্ষেপ, হরিদাসের গঙ্গা হইতে উত্থান, তাঁহার নিকটে মুলুকপতির ক্ষমাপ্রার্থনা এবং অবাধে গঙ্গাতীরে গোফা করিয়া বাস করার আদেশ। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-সমাজে হরিদাসের আগমন, ব্রাহ্মণদের আনন্দ। হরিদাসের গোফায় অবস্থিত এক মহানাগের বিবরণ, গোফা হইতে মহানাগের প্রস্থান। ডঙ্কনৃত্যে হরিদাসের প্রেমাবেশ ও সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তদ্দর্শনে এক ঢঙ্গবিপ্রের তদনুকরণ, তাহার লাঞ্ছনা, ডঙ্কমুখে বিষ্ণুভক্ত অনন্তনাগকর্তৃক হরিদাসের মহিমা-কীর্তন ও বিষ্ণুভক্তের পূজ্যত্ব-কথন। তৎকালীন সাধারণ লোকের ভক্তিবিষয়ে অনাস্থা ও অনাদর, হরিদাসের প্রতি হরিনদীগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণের দুর্বচন। হরিদাসকর্তৃক উচ্চস্বরে নামকীর্তনের মহিমা-খ্যাপন। বসন্তরোগে হরিনদীবাসী সেই ব্রাহ্মণের নাসিকা-স্খলন। হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন এবং তাঁহার দর্শনে তত্রত্য ভক্তবৃন্দের আনন্দ।

ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ৩
আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার।
যহি গৌরাঙ্গের সর্ব্বমোহন বিহার॥ ৪
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পঢ়ায়েন বিপ্ররূপে॥ ৫
প্রেম-ভক্তি-প্রকাশ নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার॥ ৬
অতি-পরমার্থ-শূন্য সকল-সংসার।
তুচ্ছ-রস বিষয়ে সে আদর সভার॥ ৭
গীতা ভাগবত বা পঢ়ায় যে যে জন।
তারাও না বোলে না বোলায়ে সঙ্কীর্ত্তন॥ ৮
হাথে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগণ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন॥ ৯
তাহাতেও উপহাস করয়ে অন্তরে।
"ইহারা কি কার্য্যে ডাক্ ছাড়ে উচ্চস্বরে॥ ১০
আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করেন কি কারণ?" ১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪। যহি—যে আদিখণ্ডের কথায়। সর্ব্বমোহন বিহার—শ্রীগৌরাঙ্গের আদিখণ্ডের লীলা, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-বিষয়ে সকলকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার লীলাশক্তির মোহন-প্রভাবে, কেহই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই।

৬। জগতের জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকিলেও, যখন গৃহস্থরূপে অধ্যাপনের কার্য করিয়াছিলেন, তখন প্রেম-ভক্তি প্রচারের কার্য কিছুই করেন নাই। প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য তখন তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই।

৭। অতি-পরমার্থ-শূন্য—পরমার্থ-বিষয়ে অত্যন্ত বিমুখ। তুচ্ছ-রস বিষয়ে—বিষয়ভোগের (ইন্দ্রিয়-তর্পণের) সুখে।

১০। "অন্তরে"-স্থলে "সভারে" এবং "উচ্চস্বরে"-স্থলে "নিরন্তরে"-পাঠান্তর। নিরন্তরে—সর্বদা।

১১। আমি ব্রহ্ম—আমি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহি। নিরঞ্জন—মায়ার অঞ্জন (দাগ)-হীন, মায়াস্পর্শশূন্য ব্রহ্ম। আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন—নিরঞ্জন (অর্থাৎ মায়াস্পর্শশূন্য) ব্রহ্ম আমার মধ্যেই বাস করেন। জীবদেহে ছয়টি চক্র আছে। যথা, গুহ্য ও মেঢ্রমধ্যে (১) মূলাধার চক্র, লিঙ্গমূলে (২) স্বাধিষ্ঠান চক্র, নাভিমূলে (৩) মণিপূর চক্র, হৃদয়ে (৪) অনাহত চক্র, কণ্ঠে (৫) বিশুদ্ধ চক্র এবং ভ্রূযুগলমধ্যে (৬) আজ্ঞাচক্র। তন্ত্রশাস্ত্রমতে মূলাধার চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, স্বাধিষ্ঠান চক্রে পরলিঙ্গ, মণিপূর চক্রে শিব, অনাহত চক্রে শব্দব্রহ্মময় বাণলিঙ্গ, বিশুদ্ধ চক্রে হংস এবং আজ্ঞাচক্রে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। তন্ত্রমতে আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে কৈলাসচক্র এবং বোধনীচক্র এবং তদূর্ধ্বে সহস্রার-পদ্ম এবং বিন্দুস্থান বিরাজিত। বিন্দুচক্রে পরশিব অবস্থিত। এই পরশিব হইতেছেন মায়াস্পর্শহীন অর্থাৎ নিরঞ্জন (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকর্তৃক ১৩৩৪ সালে সম্পাদিত "তন্ত্রসার"-গ্রন্থের ৯৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সহস্রারের উর্ধ্বদেশে যে বিন্দুচক্রে নিরঞ্জন ব্রহ্ম পরশিব বিরাজিত, সেই বিন্দুচক্রও জীবদেহের মধ্যেই অবস্থিত; সুতরাং তন্ত্রমতে নিরঞ্জন ব্রহ্মও দেহের মধ্যেই অবস্থিত (তন্ত্রমতে

সংসারি-সকল বোলে "মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বোলয়ে হরি, লোক জানাইতে॥" ১২
"এ-গুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া॥ ১৩
শুনিঞা পায়েন দুঃখ সর্ব্ব-ভক্তগণে।
সম্ভাষা করেন হেন না পায়েন জনে॥ ১৪
শূন্য দেখে ভক্তগণ সকল সংসার।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার॥ ১৫
হেনকালে তথাই আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥ ১৬
এবে শুন হরিদাসঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা। ১৭
বূঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ॥ ১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরশিবই পরব্রহ্ম)। এজন্যই বলা হইয়াছে "আমাতেই (অর্থাৎ আমার দেহের মধ্যেই) বৈসে নিরঞ্জন।" এ-সমস্ত হইতেছে বেদবিরোধী তান্ত্রিকদের উক্তি। দাস-প্রভু-ভেদ ইত্যাদি—এই বৈষ্ণবেরা দাস-প্রভু-ভেদ করিতেছেন কেন? বৈষ্ণবগণ বেদানুগামী। বেদমতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন উপাস্য বা প্রভু এবং জীব হইতেছে তাঁহার উপাসক বা দাস (১।৭।১৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বীদের মতের বিরুদ্ধ বলিয়াই তাঁহারা বলিয়াছেন—"দাস-প্রভু-ভেদ বা করেন কি কারণ।" তন্ত্রমতে তন্ত্র-কথিত ব্রহ্মের সহিত জীবের কোনওরূপ ভেদ নাই, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। এজন্য তান্ত্রিকেরা বলেন—"আমি ব্রহ্ম।" এই বেদবিরোধী তন্ত্রানুরাগীরা কৃষ্ণকীর্তনের বিরোধী—সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনকারী বৈষ্ণবদিগেরও বিরোধী। তাঁহারা কৃষ্ণকীর্তনকারী ভক্তদিগকে সর্বদা উপহাস করিতেন; এমন কি, ভক্তদের ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলার যুক্তিও করিতেন (পরবর্তী ১৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

১২। সংসারি-সকল—ইন্দ্রিয়-সুখ-সর্বস্ব সংসারী লোকসকল। মাগিয়া খাইতে ইত্যাদি—ইহারা (বৈষ্ণবেরা) বস্তুতঃ চাউল-ডাইল-পয়সাকড়ি ভিক্ষা করার জন্যই বাহির হয়। লোকদিগকে তাহাদের আগমনের কথা জানাইবার উদ্দেশ্যেই উচ্চস্বরে "হরি হরি" বলিয়া ডাক-হাঁক মারে।

১৪। সম্ভাষা করেন হেন ইত্যাদি—যাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণকথার আলাপ হইতে পারে, সুতরাং যাঁহার সহিত কথাবার্তায় প্রাণে তৃপ্তি পাওয়া যাইতে পারে, এতাদৃশ লোক পাওয়া যায় না।

১৬। শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তি—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনাশূন্যা কৃষ্ণভক্তি। বিগ্রহে—শরীরে।

১৭। এবে শুন—এখন শুন। গ্রন্থকার এক্ষণে শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১৮। বূঢ়ন-গ্রামেতে—যশোহর-জেলার অন্তর্গত বূঢ়ন-গ্রামে। "পূর্বে যশোহর বর্তমান খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা সাব ডিভিসনের অন্তর্গত বূঢ়ন পরগণা মধ্যে বূঢ়ন গ্রাম। বেনাপোল হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে, খুলনা হইতে সাতক্ষীরার ষ্টীমারে যাইতে হয়। ইহা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্মভূমি। ভিটার-চিহ্ন উচ্চভূমি আছে। গৌ. বৈ. অ.॥" অবতীর্ণ হরিদাস—শ্রীলহরিদাস-ঠাকুর বূঢ়ন-গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই "অবতীর্ণ"-শব্দ হইতেই জানা যায়, হরিদাস-ঠাকুর সাধারণ-জীবতত্ত্ব

কথোদিন থাকি আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে ॥ ১৯
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাঞি ॥ ২০
হরিদাসঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ২১
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চস্বরে ॥ ২২
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ॥ ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ছিলেন না। সাধারণ জীবের জন্মকে 'অবতার' বলা হয় না। ভগবানের এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবকেই 'অবতার' বলা হয়। শ্রীলহরিদাস-ঠাকুর ছিলেন ভগবানের নিত্যপার্ষদ। হরিদাস ঠাকুরের নির্যানের প্রাক্কালে নীলাচলে মহাপ্রভুও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"সিদ্ধদেহ তুমি * * * লোকনিস্তারিতে এই তোমার অবতার। নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥ চৈ. চ. ॥ ৩।১১।২৩-২৪ ॥"

১৯। কথোদিন থাকি—বূঢ়নে কিছুকাল বাস করিয়া। ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে—ফুলিয়ায় ও শান্তিপুরে। শান্তিপুর—নদীয়া জেলায় সুপ্রসিদ্ধ স্থান, গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই শান্তিপুরেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য বাস করিতেন। ফুলিয়া—"শান্তিপুর হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে। এটি সর্বজন-প্রসিদ্ধ কুলীন-সমাজ। এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী—'মালিপোতা', 'বয়ড়া', 'নব্‌লা', 'বেলগোড়ে' প্রভৃতি গ্রামগুলি ফুলিয়ার নামেই আপন পরিচয় প্রদান করে। যথা—'ফুলে-মালিপোতা', 'ফুলে-বয়ড়া', 'ফুলে-নব্‌লা', 'ফুলে-বেলগোড়ে' ইত্যাদি। ইহাই ফুলিয়ার প্রকৃষ্ট প্রসিদ্ধির পরিচায়ক। মহাকবি কৃত্তিবাস এই পবিত্র গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত নাম—"ফুল্লবাটী—ফুলিয়া। বিল্বগড়—বেলগড়। বদরিকা—বয়ড়া। অ. প্র.।" শ্রীলহরিদাস-ঠাকুর ফুলিয়ায়ও বাস করিতেন, শান্তিপুরেও বাস করিতেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—হরিদাস-ঠাকুর বূঢ়ন-গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়া "ফুলিয়া—শান্তিপুরে" আসেন। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—বূঢ়ন হইতে বেনাপোলে, বেনাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চাঁদপুরে এবং চাঁদপুর হইতে তিনি শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন (চৈ. চ. অন্ত্য-১১শ পরিচ্ছেদ)। ইহাতে মনে হয়, বূঢ়ন হইতে ফুলিয়া-শান্তিপুরে আসিবার সময়ে যে-যে-স্থান হইয়া হরিদাস আসিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহাদের উল্লেখ করেন নাই, কবিরাজ-গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ের উক্তিতে অসঙ্গতি কিছু নাই।

২০। আচার্য্য গোসাঞি—অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী। হুঙ্কার—প্রেম-হুঙ্কার।

২১। হরিদাসঠাকুরো—হরিদাস-ঠাকুরও। গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে—কৃষ্ণ-কথার আস্বাদন-জনিত অনির্বচনীয়-সুখ-সমুদ্রের তরঙ্গে।

২৩। বিষয় সুখেতে ইত্যাদি—বিষয়-ভোগজনিত সুখে যাঁহারা (বিরক্ত) আসক্তিশূন্য, হরিদাস ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য—সর্বশ্রেষ্ঠ।

ক্ষণেকো গোবিন্দনামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা-মতি ॥ ২৪
কখনো করেন নৃত্য আপনাআপনি ॥
কখনো করেন মত্ত-সিংহ-প্রায় ধ্বনি ॥ ২৫
কখনো বা উচ্চস্বরে করেন রোদন।
অট্টঅট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন ॥ ২৬
কখনো গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া ॥ ২৭
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বোলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাহি বাখানেন উত্তম করিয়া ॥ ২৮
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥ ২৯
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে ॥ ৩০
হেন সে আনন্দধারা—তিতে সর্ব্ব-অঙ্গ।
অতি-পাষণ্ডীও দেখি পায় মহা-রঙ্গ ॥ ৩১
কি বা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা-শিবো দেখিয়া হয়েন কুতূহলী ॥ ৩২
ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণ-সকল।
সভেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল ॥ ৩৩
সভার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায়ে রহিলেন প্রভু হরিদাস ॥ ৩৪
গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব-স্থান ॥ ৩৫
কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে ॥ ৩৬
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল-মতে তারে আনি করহ বিচার ॥" ৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪। নানা মতি—নানা রকমের মনোভাব—কখনো হাস্যের, কখনও রোদনের, কখনও নৃত্যের ইত্যাদি ভাব। "নানা মতি"-স্থলে "নানা মূর্ত্তি"-পাঠান্তর। মূর্ত্তি—রূপ। কখনও হাস্যপরায়ণ রূপ, কখনও রোদন-রত রূপ, কখনও নৃত্যপরায়ণ রূপ ইত্যাদি। পরবর্তী ২৫-৩২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৭। গর্জ্জেন—গর্জন করেন।

২৮। ডাকিয়া—উচ্চস্বরে। তাহি—তাহাই, সেই অলৌকিক শব্দই। বাখানেন—ব্যাখ্যা করেন।

২৯। এই পয়ারে হরিদাস-ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেম-বিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে। "মর্ম্ম"-স্থলে "ধর্ম্ম"-পাঠান্তর।

৩১। আনন্দধারা—আনন্দাশ্রুর ধারা বা প্রবাহ। তিতে—ভিজিয়া যায়।

৩২। শ্রীপুলকাবলি—পরমশোভন রোমাঞ্চসমূহ।

৩৩। বিহ্বল—আনন্দে বিভোর।

৩৫। বুলেন—ভ্রমণ করেন।

৩৬। কাজি—"যবন জাতীয় বিচার-পতি। অ. প্র.।" মুলুকের অধিপতি—সেই অঞ্চলের শাসনকর্তা। তাহান—তাঁহার, হরিদাসের। পরবর্তী ৩৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৩৭। হিন্দুর আচার—হিন্দুর মতন কৃষ্ণনাম-কীর্তন। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয় লিখিয়াছেন—"কোনও কোনও পুঁথিতে উপরের চারি পংক্তির পরিবর্তে

পাপীর বচন শুনি সেহ পাপমতি।
ধরি আনাইল তানে অতি শীঘ্রগতি॥ ৩৮
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয়॥ ৩৯
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলিতে চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির দ্বারে দিলা দরশনে॥ ৪০
হরিদাসঠাকুরের শুনিঞা গমন।
হরিষ-বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥ ৪১
বড়বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈল শুনিঞা অন্তরে॥ ৪২
"পরম-বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
তানে দেখি বন্দি-দুঃখ হইবেক ক্ষয়॥" ৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা.

এইরূপ পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত পাঠ আছে—'পাষণ্ডীর গণ দেখি মরয়ে জ্বলিয়া। দশে পাঁচে যুক্তি করে একত্রে মিলিয়া॥ যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার। কোনোখানে না দেখি এমত অবিচার॥ কালি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে। কহিব যে ইহার সব বিবরণে॥ যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে। ভালমতে আনি শাস্তি করুক উহারে॥ এমত যুকতি করি পাষণ্ডীর গণ। যবন-রাজার স্থানে কৈল নিবেদন॥"

৩৮। পাপীর—পাপী কাজীর। কৃষ্ণনাম সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহাকে পাপী বলা হইয়াছে। সেহ—সেই মুলুক-পতিও। তানে—তাঁহাকে, হরিদাসকে।

৩৯। কালেরো নাহি ভয়—কালকে (যমকেও) ভয় করেন না। কৃষ্ণ-ভক্তি-রসের আনন্দে যিনি নিমগ্ন, কোনও কিছু হইতেই তাঁহার ভয় জন্মে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি॥ তৈ. উ.॥ ব্রহ্মবল্লী। ৪॥"

৪০। বলিতে—বলিতে বলিতে।

৪১। হরিষ-বিষাদ—হরিষে (হর্ষের বা পরমানন্দের স্থলে) বিষাদ (দুঃখ)। হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়া, তাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কীর্তন শুনিয়া এবং তাঁহার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকারাদি দেখিয়া তত্রত্য সজ্জনগণ পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা যখন শুনিলেন—হরিদাস-ঠাকুরকে যবন মুলুকপতির দরবারে নেওয়া হইয়াছে, তখন মুলুকপতি হইতে হরিদাসের উৎপীড়ন আশঙ্কা করিয়া, সজ্জনগণের চিত্তে পূর্ব পরমানন্দের স্থলে বিষাদ (দুঃখ) উদিত হইল। ইহাতেই জানা যায়, সজ্জনগণ হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি পোষণ করিতেন।

৪২। বড় বড় লোক—মর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত লোক। বন্দি-ঘরে—মুলুক-পতির কারাগারে (জেলখানায়)। তারা-সব ইত্যাদি—মুলুক-পতির কারাগারে যে-সকল মর্যাদা-সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত লোক আবদ্ধ ছিলেন, হরিদাস-ঠাকুরকে মুলুক-পতি ধরিয়া আনিয়াছেন, একথা শুনিয়া, তাঁহাদের চিত্তে আনন্দ জন্মিল। তাঁহাদের আনন্দের হেতু পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৩। কারাগারে আবদ্ধ সম্ভ্রান্ত লোকগণ মনে করিলেন—হরিদাস-ঠাকুরকে যখন মুলুক-পতি ধরিয়া আনিয়াছেন, তখন বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে কারাগারে থাকিতে হইবে। হরিদাসের ন্যায় পরম-বৈষ্ণব মহাশয় ব্যক্তি যখন কারাগারে আসিবেন, তখন তাঁহার দর্শন লাভ

রক্ষক-লোকেরে সভে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্টি হৈয়া॥ ৪৪
হরিদাসঠাকুর আইলা সেইস্থানে।
বন্দি-সব দেখি কৃপাদৃষ্টি হৈল মনে॥ ৪৫
হরিদাসঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ প্রণতি করিয়া॥ ৪৬
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ান।
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপাম॥ ৪৭
ভক্তি করি সভে করিলেন নমস্কার।
সভার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার॥ ৪৮
তাহারা-সভার ভক্তি দেখি হরিদাস।
বন্দি-সব প্রতি করিলেন আশীর্ব্বাদ॥ ৪৯
"থাক থাক এখন আছহ যেন-রূপে।"
গুপ্ত-আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥ ৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়া কারাবাসী লোকদের সমস্ত দুঃখই ক্ষয়প্রাপ্ত (সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত) হইবে। ইহাই—তাঁহাদের আনন্দের হেতু। তানে দেখি—তাঁহাকে (হরিদাস-ঠাকুরকে) দেখিয়া (দর্শন করিয়া)। বন্দি-দুঃখ—কারাগারে আবদ্ধ লোকদিগের দুঃখ।

৪৪। রক্ষক-লোকেরে—কারারক্ষী লোকদিগকে। সাধন করিয়া—হরিদাসকে যখন কারাগারে আনা হইবে, তখন কারারুদ্ধ সকলেই যাহাতে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে, তদ্রূপ সুযোগ দেওয়ার জন্য, কারারুদ্ধ লোকগণ দৈন্য-বিনয়ের সহিত কারারক্ষিগণের সাধ্য-সাধনা করিয়া। একদৃষ্টি হৈয়া—কারাগৃহে প্রবেশের পথের দিকে সকলেই এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

৪৫। বন্দি-সব দেখি ইত্যাদি—হরিদাস-ঠাকুর যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন কারারুদ্ধ লোকগণকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। অর্থাৎ কয়েদীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রেই তাহাদের দুঃখের কথা ভাবিয়া হরিদাসের চিত্তে করুণার উদয় হইল এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য ইচ্ছাও তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইল।

৪৬। হরিদাস-ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টির ফলে, তাঁহার প্রতি কয়েদীদের চিত্তে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রীচরণের উদ্দেশে তাহাদের মস্তক ভূপতিত হইল এবং সেই অবস্থাতেই কয়েদীরা অবস্থান করিতে লাগিল, ভূপাতিত মস্তকে তাহারা হরিদাসের চরণ চিন্তা করিতে লাগিল।

৪৮। ভক্তি করি—শ্রদ্ধাভক্তির সহিত। সভার হইল ইত্যাদি—হরিদাসের কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে এবং হরিদাসের চরণোদ্দেশে তাহাদের সভক্তিনমস্কারের ফলে কয়েদীদের সকলের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তির উদয় হইল এবং তাহাদের দেহাদিতেও কৃষ্ণভক্তির বিকার (চিহ্নাদি) উদিত হইল।

৪৯। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"বন্দি-সব দেখিয়া হইল কৃপা-হাস।" কয়েদীদের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির বিকার দেখিয়া হরিদাসের মুখে কৃপার হাসি প্রকাশ পাইল।

৫০। কয়েদীদের প্রতি হরিদাসের আশীর্বাদ-বাক্যটি হইতেছে এই—থাক থাক ইত্যাদি—তোমরা এখন যে-ভাবে আছ, এইভাবে সর্বদা যেন থাক। গুপ্ত আশীর্ব্বাদ—যে-আশীর্বাদের তাৎপর্য ছিল গুপ্ত (অপ্রকাশিত); কয়েদীরা এই আশীর্বাদের মর্ম বুঝিতে পারে নাই।

না বুঝিয়া তাম অতি দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দি-সব হৈলা কিছু বিষাদিত-মন ॥ ৫১
তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস।
গুপ্ত-আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ ॥ ৫২
"আমি তোমা'সভারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ ॥ ৫৩
মন্দ-আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সভে ইহা বুঝহ বিচারি ॥ ৫৪
এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা'সভাকার মন।
যেন আছে, এইমত রহু সর্ব্বক্ষণ ॥ ৫৫
এবে নৃত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সভে মেলি করিতে আছহ অনুক্ষণ ॥ ৫৬
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন ॥
'কৃষ্ণ' বলি কাকুর্ব্বাদে করহ চিন্তন ॥ ৫৭
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সভে ইহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে ॥ ৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫১। **দুর্জ্ঞেয়**—দুর্বোধ্য। **বিষাদিত-মন**—দুঃখিত-চিত্ত। কয়েদীরা হরিদাসের আশীর্বাদের গূঢ় মর্ম বুঝিতে পারে নাই। "থাক থাক এখন আছহ যেন-রূপে"-এই বাক্যটির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারা মনে করিল—"আমরা এখন যেমন বন্দি-দশায় আছি, তেমন বন্দি-দশাতেই সর্বদা থাকার কথাই হরিদাস বলিয়াছেন।" এইরূপ মনে করিয়া তাহারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

৫২। **গুপ্ত আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি**—হরিদাস নিজেই তাঁহার আশীর্বাদের গূঢ় মর্ম প্রকাশ করিলেন। পরবর্তী ৫৩-৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৫৪। "সভে ইহা"-স্থলে "শুন সভে"-পাঠান্তর।

৫৫। **রহু**—রহুক, থাকুক। "রহু"-স্থলে "থাকু" এবং "হউ"-পাঠান্তর।

৫৭। দ্বিতীয় "নাহি"-স্থলে "কিছু"-পাঠান্তর। **এবে হিংসা নাহি**—এখন তোমাদের চিত্তে কাহারও প্রতি হিংসার ভাব নাই। **নাহি প্রজার পীড়ন**—এখন হিংসাবশতঃ কোনও জীবের উৎপীড়নও তোমরা করিতেছ না। **কাকুর্ব্বাদে**—দৈন্য-বিনয়-বচনে। **কৃষ্ণ বলি ইত্যাদি**—এখন তোমরা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিয়া দৈন্য-বিনয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণচিন্তাই করিতেছ।

৫৮। **আরবার**—আবার, পুনরায়। **প্রবর্ত্তিলে**—বিষয়কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, বিষয়ে প্রবেশ করিলে। "বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে"-স্থলে "সে বিয়য়ে প্রবেশিলে"-পাঠান্তর। **ইহা পাসরিবে**—বর্তমান সময়ের ভক্তিভাব, কৃষ্ণনাম-কীর্তন, কাকুবাক্যে কৃষ্ণচিন্তা—এ-সমস্ত ভুলিয়া যাইবে। **গেলে দুষ্ট-মেলে**—দুষ্ট লোকদিগের সঙ্গে গেলে।

এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"দুইখানি পুঁথিতে ইহার পর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ আছে; সকল পুঁথিতে না থাকায় মূলমধ্যে সন্নিবেশিত হইল না। যথা—'বিষয় থাকিলে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়। বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥ বিষয়ি-আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল। স্ত্রীপুত্র মায়াজাল এইসব কাল॥ দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়। বিষয়-আবেশ ছাড়ি কৃষ্ণেরে ভজয়॥" এই কয় পয়ারের সারমর্ম—বিষয় (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর উপভোগের বাসনা) যত দিন চিত্তে থাকিবে, ততদিন কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম লাভ হয় না। এতাদৃশ বিষয়ীর পক্ষে

সেই সব অপরাধ হৈব পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার॥ ৫৯
'বন্দী থাক' হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর অহর্নিশ বোল হরি'॥ ৬০
ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলোর্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ॥ ৬১
সর্ব্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউ তোমরা-সভার॥ ৬২
চিন্তা নাই—দিন-দুই-তিনের ভিতরে।
বন্দন ঘুচিব, এই কহিলুঁ তোমারে॥ ৬৩
বিষয়েতে থাক, কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভো না পাসরিহ সর্ব্বথা॥" ৬৪
বন্দিসকলের করি শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান॥ ৬৫
অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে বসিবারে দিল স্থান॥ ৬৬
আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি॥ ৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ বহুদূরে অবস্থিত। বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত হইতেছে জঞ্জালের—উৎপাতের—তুল্য; তাদৃশ চিত্ত কেবল স্ত্রী-পুত্রাদিরূপ মায়াজালেই আবদ্ধ থাকে, এই মায়াজাল (স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গ-সুখের মোহ) ভেদ করিয়া তাদৃশ মন শ্রীকৃষ্ণের দিকে যাইতে পারে না; সুতরাং এই স্ত্রীপুত্রাদিই বিষয়াবিষ্ট লোকের পক্ষে কালস্বরূপ (যমস্বরূপ) হইয়া পড়ে। কোনও ভাগ্যে যদি তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে সেই সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে, সাধুর কৃপায়, তাহার মায়ার আবেশ—সংসার-সুখ-ভোগের বাসনা—ছুটিয়া যায়, তখন সেই ভাগ্যবান্ লোক শ্রীকৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ করিতে পারে।

৫৯। সেই সব অপরাধ—হিংসা ও জীবের উৎপীড়ন হইতে জাত অপরাধ (পাপ)।

৬০। 'বন্দী থাক' ইত্যাদি—"তোমরা এই কারাগারে কয়েদীরূপেই সর্বদা অবস্থান কর"—এইরূপ আশীর্বাদ আমি করি নাই, আমার আশীর্বাদের মর্ম এইরূপ নহে। বিষয় পাসর ইত্যাদি—বিষয়ের (ইন্দ্রিয়-সুখের) কথা ভুলিয়া থাক, দিবারাত্রি হরিনাম কর, ইহাই হইতেছে আমার আশীর্বাদের মর্ম।

৬১। ছলে—গুপ্তভাবে, যথাশ্রুত অর্থের আবরণে আবৃত করিয়া। "তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা"-স্থলে পাঠান্তর-"তিলার্দ্ধ তোমরা কিছু না কর।"

৬৩। "এই কহিলুঁ তোমারে"-স্থলে পাঠান্তর—"সব কহিলুঁ সভারে।" কহিলুঁ—কহিলাম।

৬৪। তোমরা বিষয়ের মধ্যেই (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর মধ্যে, কিংবা বিত্তসম্পত্তি এবং স্ত্রীপুত্রাদির মধ্যেই) থাক, কিংবা যে-ভাবে যে-খানেই থাক, কিছুতেই এই বুদ্ধিকে (ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা-ত্যাগের এবং সর্বদা হরিনাম-কীর্তনের বুদ্ধিকে।। পূর্ববর্তী ৬০ পয়ার) কখনও ভুলিবে না। সর্বদা সর্বাবস্থায় ইহা মনে রাখিবে। "কভো"-স্থলে "সভে"-পাঠান্তর।

৬৫। শুভানুসন্ধান—পারমার্থিক মঙ্গলের অনুসন্ধান (বিধান)। "মুলুকের অধিপতি-স্থান"-স্থলে "মুলুকের পতি বিদ্যমান"-পাঠান্তর আছে।

৬৭। এই পয়ার হইতে ৭১ পয়ার পর্যন্ত হরিদাসের প্রতি মুলুকপতির উক্তি।

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন ॥ ৬৮
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥ ৬৯
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার।
পর-লোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার ॥ ৭০
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার ॥" ৭১
শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস।
"অহো বিষ্ণু মায়া!" বলি হৈল মহা-হাস ॥ ৭২
বলিতে লাগিলা তাঁরে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর ॥ ৭৩
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥ ৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৯। ছোড়—ছাড়িয়াছ। মহাবংশজাত—যবনবংশরূপ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও। মুলুক-পতি নিজের যবন-বংশকেই "মহাবংশ—অতিশয় গৌরব-মণ্ডিত বংশ" বলিয়াছেন।

৭০। জাতিধর্ম্ম-স্বীয় যবনজাতির অনুরূপ ধর্ম। যবনবংশজাত সকল লোকেই যে-ধর্মের আচরণ করে, সেই ধর্ম। লঙ্ঘি—লঙ্ঘন করিয়া, পরিত্যাগ করিয়া। অন্য ব্যবহার—যবনবংশে যাহাদের জন্ম নহে, তাহাদের আচরণ। "লঙ্ঘি কর অন্যব্যবহার"-স্থলে "ছাড়িয়া করহ অনাচার" এবং "লঙ্ঘিয়া যে করে অবেভার"-পাঠান্তর আছে। অনাচার—কদাচার, শাস্ত্রবিহিত আচারের প্রতিকূল আচার। অবেভার—অব্যবহার, অন্যায় আচরণ। পরলোকে—মৃত্যুর পরে যে-লোকে (বা স্থানে) যাইতে হয়, সেই লোকে (স্থানে)। "বা পাইবা নিস্তার"-স্থলে "সে পাইব প্রতিকার"-পাঠান্তর আছে।

৭১। সে পাপ—যবন-সন্তান হইয়া হিন্দুর ধর্ম আচারণ-জনিত পাপ। করি কলিমা উচ্চার—কলিমা (কল্‌মা) উচ্চারণ করিয়া। কল্‌মা—"কোরণের অন্তর্গত মন্ত্রবিশেষ। অ. প্র.।" মুসলমান-ধর্ম-গ্রহণে স্বীকৃতি-বাচক কোরাণের উক্তিবিশেষকে মুসলমানী ভাষায় কল্‌মা বলে।

৭২। মায়ামোহিতের—মায়ামুগ্ধ মুলুক-পতির। হৈল মহাহাস—মুলুকপতির কথা শুনিয়া হরিদাস-ঠাকুর উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

৭৩। তাঁরে—মুলুক-পতিকে। "তাঁরে"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। "বাপ! সভারই"-স্থলে "ভাই! সভাকার"-পাঠান্তর। হরিদাস-ঠাকুর মুলুকপতিকে বলিলেন—"হিন্দুই হউক, বা যবনই হউক, সকলের ঈশ্বরই এক জন। হিন্দুর ঈশ্বর এক জন, আর মুসলমানের ঈশ্বর আর এক জন—তাহা নহে।"

৭৪। নাম মাত্র ভেদ ইত্যাদি—সেই একই ঈশ্বরকে হিন্দুরা এক নামে ডাকে, যবনেরা আর এক নামে ডাকে। হিন্দু ও যবনের ঈশ্বরের ভেদ কেবল নামে, তত্ত্বে ভেদ নাই। পরমার্থে এক ইত্যাদি—পরমার্থ-বিচারে (বাস্তব সত্যের বিচারে) হিন্দুর পুরাণ-শাস্ত্র এবং যবনের কোরাণ-শাস্ত্র এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথাই বলিয়া থাকেন; পুরাণে যে-ঈশ্বরের কথা আছে, কোরাণেও সেই ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে, ভিন্ন কোনও ঈশ্বরের কথা বলা হয় নাই।

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥ ৭৫
সেই প্রভু যাঁরে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল-ভুবন॥ ৭৬
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে॥ ৭৭
যে ঈশ্বর সে পুনি সভার ভার লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়॥ ৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৫। এই পয়ারে পুরাণে ও কোরাণে কথিত এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। তিনি হইতেছেন এক—এক এবং অদ্বিতীয়; সেই ঈশ্বরব্যতীত অপর কিছুই কোথাও নাই। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপে তিনিই আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নহে। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, মায়াস্পর্শশূন্য। নিত্য-ত্রিকাল-সত্য, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত একইরূপে বিরাজমান। অখণ্ড—খণ্ডিত হওয়ার অযোগ্য। পরিপূর্ণ, অসীম, সর্বব্যাপক বিভু তত্ত্ব। অব্যয়—ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন, বিকারহীন। পরিপূর্ণ হই ইত্যাদি—তিনি পরিপূর্ণ—সুতরাং অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপক-তত্ত্ব—হইয়াও, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অন্তর্যামী পরমাত্মা-রূপে সকলের—জীবমাত্রের—হৃদয়েই বাস করেন এবং জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অবস্থান-কালেও, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, তাঁহার পরিপূর্ণতার হানি হয় না; কেন না, স্বরূপতঃ তিনি অখণ্ড, অব্যয়।

৭৬। সেই প্রভু—সেই নিত্য, শুদ্ধ, অখণ্ড, অব্যয় এক এবং অদ্বিতীয় প্রভু (সকলের নিয়ন্তা)। যারে যেন লওয়ায়েন মনে—অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে যাহার চিত্তে যে-রূপ প্রেরণা দিয়া থাকেন। সকল ভুবন—ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকল জীব।

৭৭। পুরাণ-কোরাণাদি নিজ নিজ শাস্ত্র-অনুসারে জগদ্‌বাসী সকল লোকেই সেই এক এবং অদ্বিতীয় প্রভুরই নাম-গুণাদির কীর্তন করিয়া থাকে।

৭৮। যে ঈশ্বর সে—সেই যে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তিনি। পুনি—পুনরায়, আবার; সকলের নিয়ন্তা হইয়াও আবার। সভার ভার লয়—সকলের ভার গ্রহণ করেন, সকলের রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি সকলের নিয়ন্তাও, আবার রক্ষাকর্তাও। "ভার"-স্থলে "ভাল" এবং "ভাব" পাঠান্তর। সভার ভাল লয়—যে-জীবের যে-টুকু ভাল কর্ম, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। সভার ভাব লয়—নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে লোকগণ তাঁহাকে যে-যে নামেই ডাকুক না কেন, তিনি কেবল তাহাদের চিত্তের ভাবটুকুই গ্রহণ করিয়া থাকেন, নামের পার্থক্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। "ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।" হিংসা করিলেও ইত্যাদি—কোনও জীবের প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করিলেও তাহাতে বাস্তবিক তাঁহার—সেই ঈশ্বরের—প্রতিই হিংসা করা হয়। কেন না, তিনি যখন জীবমাত্রেরই রক্ষক, তখন কোনও জীবের হিংসাতে তাঁহার রক্ষকত্বের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়, এবং তাহাতে তাঁহার প্রতিই হিংসা প্রকাশ পায়। তাঁহার প্রতি হিংসার ভাব না থাকিলে তাঁহার রক্ষিত জীবের প্রতিও হিংসার ভাব আসিতে পারে পারে না। তাঁহার প্রতি প্রীতির ভাব থাকিলে তাঁহার রক্ষিত জীবের প্রতিও প্রীতির ভাবই থাকিবে, হিংসার ভাব কখনও থাকিতে পারে না।

এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইয়াছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥ ৭৯
হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ ৮০
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তাঁরে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥ ৮১
মহাশয়! তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার॥” ৮২
হরিদাসঠাকুরের সুসত্য-বচন।
শুনিঞা সন্তোষ হৈল সকল যবন॥ ৮৩
সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা “শাস্তি করহ ইহারে॥ ৮৪
এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিব অনেক।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক॥ ৮৫
এতেকে উহার শাস্তি কর' ভাল-মতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥” ৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৯। এতেকে—হরিদাস-ঠাকুর মুলুকপতিকে বলিলেন—এই সমস্ত (পূর্বোল্লিখিত) কারণে, আমি বলিতেছি—“আমারে” ইত্যাদি। যে হেন—যে-রূপ। তেন—সেই রূপ।

৮০। “আপনেই গিয়া”-স্থলে “আপনে আসিয়া”-পাঠান্তর।

৮১। “হিন্দু বা”-স্থলে “হিন্দুরা” এবং “যার”-স্থলে “তার”-পাঠান্তর। যার যেই কর্ম্ম—যাহার যে-রূপ পূর্বজন্ম-সঞ্চিত কর্ম, সেই কর্ম-অনুসারে ঈশ্বরই তাহার চিত্তে তদনুরূপ প্রেরণা দিয়া থাকেন এবং তদনুসারেই সেই ব্যক্তি কাজ করিয়া থাকে এবং স্বীয় কার্যোচিত ফল পাইয়া থাকে। আপনে যে মৈল ইত্যাদি—যে নিজেই মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আবার মারিলে কোন্ ধর্ম হয়? তাৎপর্য—স্বীয় কর্মফল অনুসারে ঈশ্বর হইতে প্রেরণা পাইয়া ব্রাহ্মণ-বংশজাত যে-ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় যবন হইয়া যায়, হিন্দুরা তাহাকে কোনও শাস্তি দেয় না। কেন না, যবনত্ব-প্রাপ্তিতেই তাহার কর্মফল ভোগ হইয়া গিয়াছে; সে জন্য তাহাকে আবার শাস্তি দেওয়ার সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না। তাহাকে পুনরায় শাস্তি দেওয়া ধর্মও নয়।

৮২। “মহাশয়!”-স্থলে “সরাসর”-পাঠান্তর। সরাসর—সোজাসুজি, বিচারের জটিলতার মধ্যে না যাইয়া।

৮৩। সুসত্য—যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রসম্মত, অকাট্য। শুনিয়া সন্তোষ ইত্যাদি—হরিদাসের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সে-স্থলে উপস্থিত মুসলমানগণ সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং হরিদাসকে নির্দোষ বলিয়াও মনে করিলেন।

৮৪। এই পয়ার হইতে ৮৬ পয়ার পর্যন্ত মুলুকপতির প্রতি কাজীর উক্তি।

৮৫। এই হরিদাস অত্যন্ত দুষ্ট; এ নিজে তো নিজের কুলধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেই, আরও অনেক মুসলমানকেও কুলধর্ম ত্যাগ করাইয়া নিজের মতন দুষ্ট করিবে। তাহাতে এই হরিদাস যবনকুলের অগৌরব আনয়ন করিবে। অতএব ইহাকে বিশেষরূপে—আদর্শ—শাস্তি প্রদান করা হউক। অমহিমা—অগৌরব, কলঙ্ক।

৮৬। নহে বা—নতুবা, হরিদাস যদি শাস্তি পাইতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে সে আপন

পুন বোলে মুলুকের পতি "আরে ভাই!
আপনার শাস্ত্র বোল, তবে চিন্তা নাই ॥ ৮৭
অন্যথা করিব শাস্তি সব-কাজীগণে।
বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে॥" ৮৮
হরিদাস বোলেন "যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥ ৮৯
অপরাধ-অনুরূপ যার যেন ফল।
ঈশ্বরে সে করে, ইহা জানিহ সকল॥ ৯০
খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" ৯১
শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল "এবে কি করিবা ইহা প্রতি?" ৯২
কাজী বোলে "বাইশবাজারে নিঞা মারি।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি॥ ৯৩
বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি, জ্ঞানি-সব সাঁচা কথা কহে॥" ৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শাস্ত্র ইত্যাদি—স্বীয় যবন-জাতির শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বলুক, যবনের আচরণ গ্রহণ করুক।

৮৮। "হৈবা"-স্থলে "হও"-পাঠান্তর। লঘু—ছোট, তিরস্কৃত, উৎপীড়িত। বলিবাও পাছে ইত্যাদি—কাজীগণের উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত তো তোমাকে যবন-শাস্ত্রের কথা বলিতেই হইবে (হিন্দুর আচরণ পরিত্যাগপূর্বক যবনাচার গ্রহণ করিতেই হইবে); সুতরাং এখনই তুমি যবনাচার গ্রহণ কর; কেন অনর্থক কাজীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইবে?

৮৯-৯২। এই কয় পয়ারে হরিদাস-ঠাকুরের অচলা ভগবন্নির্ভরতা, ইষ্টনিষ্ঠা এবং দেহের উৎপীড়নাদি-বিষয়ে সর্বতোভাবে ভয়হীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। "সকল"-স্থলে "কেবল"-পাঠান্তর আছে। জিজ্ঞাসিল—মুলুকপতি কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

৯৩। "নিঞা"-স্থলে "ডিলা" এবং "বেড়ি" পাঠান্তর আছে। "ডিলা" বোধ হয়—ডলা দিয়া, পিষিয়া। যেমন, "বাঁশডলা দেওয়া"। কোনও লোককে মাটীতে শোয়াইয়া, দুই জন লোক একটা বাঁশের দুই মাথা ধরিয়া, সেই বাঁশের দ্বারা সেই লোকটীকে জোরের সহিত চাপিয়া ধরাকে "বাঁশডলা দেওয়া" বলে। "বেড়ি" বোধ হয়—বেড়িয়া, বেষ্টন করিয়া, চারিদিকে ঘিরিয়া। কাজী মুলুকপতিকে বলিলেন—"হরিদাস নিজের মুখেই তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে। যবন-শাস্ত্রবিরুদ্ধ হিন্দু-আচার পরিত্যাগ না করিতেও হরিদাস দৃঢ়সঙ্কল্প। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বিচারের আর কোনও প্রয়োজনই নাই। তাহার স্বীকৃত জঘন্য অপরাধের অনুরূপ শাস্তিই তাহাকে দেওয়া হউক। সেই শাস্তি হইতেছে এই—মুলুকপতির শাসনের অধীন অঞ্চলে যে-বাইশটি বাজার আছে, সেই বাইশটি বাজারের প্রত্যেকটি বাজারে হরিদাসকে নিয়া প্রত্যেক বাজারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া—তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া—পাইকগণের প্রত্যেকে তাহাকে মারিয়া—প্রহার করিয়া—তাহার প্রাণবধ করুক।"

৯৪। জীয়ে—বাঁচিয়া থাকে। সাঁচা কথা—সত্যকথা। জ্ঞানিসব—জ্ঞানিগণ। ইহা বোধ হয় হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি কাজীর বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষোক্তি। হরিদাস বলিয়াছেন—ঈশ্বর তাঁহার চিত্তে

পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
"এমত মারিবি, যেন প্রাণ নাহি রহে॥ ৯৫
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে'॥" ৯৬
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥ ৯৭
বাজারে বাজারে সব বেঢ়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহা-ক্রোধ-মনে॥ ৯৮
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহদুঃখ না হয় প্রকাশ॥ ৯৯
দেখি হরিদাসদেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার॥ ১০০
কেহো বোলে "উর্ব্বিষ্ট হইবে সর্ব্ব-রাজ্য।
সে-নিমিত্তে হেন সুজনের হেন কার্য্য॥" ১০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাহা লওয়াইয়াছেন, তিনি তাহাই করেন (১।১১।৭৯ পয়ার), "যে করান ঈশ্বরে। তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে। ১।১১।৮৯॥", "অপরাধ অনুরূপ যার যেন ফল। ঈশ্বরে সে করে, ইহা জানিহ সকল॥ ১।১১।৯০॥" হরিদাসের এ-সমস্ত কথা হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীদের কথা। কাজী বিদ্রূপের সহিত বলিলেন—হরিদাস তো জ্ঞানীর মতন বলিয়াছে—ঈশ্বরের প্রেরণাতেই হরিদাস হিন্দুর আচার গ্রহণ করিয়াছে এবং ঈশ্বরই সকলকে অপরাধের অনুরূপ শাস্তি দিয়া থাকেন। বাইশবাজারে প্রহারের পরেও যদি হরিদাস বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলেই বুঝিব, তাহার জ্ঞানিজনোচিত কথা সত্য; কেন না, তাহাতে বুঝা যাইবে, বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রেরণাতেই হরিদাস হিন্দুর আচরণ গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহাতে তাহার কোনও অপরাধ হয় নাই এবং অপরাধ হয় নাই বলিয়াই তাহার মৃত্যুরূপ শাস্তি হইল না। অন্যথা বুঝিব, হরিদাসের এ-সমস্ত উক্তি কেবল তাহার দম্ভমাত্র।

৯৫। পাইক—মুলুকপতির পেয়াদা। "পাইক-সকলে ডাকি"-স্থলে "পাইক-সভারে কাজী"-পাঠান্তর আছে।

৯৬। "এ পাপেতে তরে"-স্থলে "এ-সব পাপে তরে" এবং "শেষে পাপেতে নিস্তরে" পাঠান্তর। অর্থ—এ-সব পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করে। যেন—যেমন। হিন্দুয়ানি—হিন্দুর ন্যায় আচরণ।

৯৭। পাপীর বচনে—কাজীর কথায়। সেহ পাপী—সেই মুলুকপতি। দুষ্টগণে—পাইকগণ। "ধরিল"-স্থলে "বেঢ়িল"-পাঠান্তর। বেঢ়িল—বেষ্টন করিল, চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

৯৮। নির্জ্জীব করি—যাহাতে নির্জীব (প্রাণহীন) হইতে পারে, এমন ভাবে। "নির্জ্জীব"-স্থলে "নির্ঘাত"-পাঠান্তর। নির্ঘাত—অত্যন্ত কঠোরভাবে।

৯৯। নামানন্দে—আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণনামের কীর্তনজনিত পরমানন্দে চিত্ত তন্ময়তা লাভ করিয়াছে বলিয়া।

১০০। "সুজন"-স্থলে "সজ্জন"-পাঠান্তর। ভাবেন—অনুভব করেন।

১০১। উর্ব্বিষ্ট—"উদ্‌ভ্রষ্ট, উৎসন্ন। অ. প্র.॥" "উর্ব্বিষ্ট"-স্থলে "উদ্ভট", "উর্বিষ্ট" এবং 'উদ্‌ভ্রষ্ট"-পাঠান্তর। অর্থ একই। উদ্ভট—অদ্‌ভুত।

রাজা উজিরেরে কেহো শাপে' ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোনো জনে ॥ ১০২
কেহো গিয়া যবনগণের পা'য়ে ধরে।
"কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে ॥" ১০৩
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে ॥ ১০৪
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে ॥ ১০৫
অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদবিগ্রহে।
কোনো দুঃখ না জন্মিল সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে ॥ ১০৬
এইমত যবনের অশেষ-প্রহারে।
দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাসঠাকুরেরে ॥ ১০৭
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ॥ ১০৮
সবে যে সকল পাপিগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ ১০৯
"এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সভার অপরাধ ॥" ১১০
এই মত পাপিগণ নগরে নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাসঠাকুরেরে ॥ ১১১
দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনস্পথো নাহি হরিদাসের প্রহারে ॥ ১১২
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
"মানুষের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে ॥ ১১৩
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ-বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে ॥ ১১৪
মরেও না, আরো দেখি হাসে ক্ষণেক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা ?" সভেই ভাবে মনে ॥ ১১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০২। উজির—মন্ত্রী। "উজিরেরে"-স্থলে "নাজিরে"-পাঠান্তর। নাজির—রাজকর্মচারি বিশেষ।

১০৬। অসুর-প্রহারে—অসুরপতি হিরণ্যকশিপুর আদেশে তাঁহার অনুচর অসুরগণকর্তৃক প্রহারে। প্রহ্লাদবিগ্রহে—প্রহ্লাদের দেহে। "জন্মিল"-স্থলে-"পাইল" এবং "জানিল"-পাঠান্তর আছে।

১০৯। সবে যে সকল ইত্যাদি—কৃষ্ণকৃপায় হরিদাসের নিজের দেহে প্রহার-জনিত দুঃখের বিন্দুমাত্র অনুভবও তাঁহার নাই ; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, তাহাদের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। তাহাদের অমঙ্গল কি হইতে পারে, পরবর্তী পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

১১০। এই পয়ারে প্রহারকারীদের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া হরিদাস-ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। "কৃষ্ণ"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। মোর দ্রোহে—আমার প্রতি দ্রোহাচরণ (শত্রুর ন্যায় আচরণ, প্রহার) করিতেছে বলিয়া। নহু—যেন হয় না।

১১২। মনস্পথ—মনঃ + পথ = মনস্পথ। মনস্পথো—মনের পথেও। মনস্পথো নাহি ইত্যাদি —পাইকগণকৃত প্রহার হরিদাসের মনস্পথেও নাই, মনের পথেও আসে না। প্রহারের কথা হরিদাসের মনে কিঞ্চিন্মাত্রও জাগে না। "মনস্পথ্য নাহি হারিদাস ঠাকুরের"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য একই।

১১৫। "মরেও না আরো"-স্থলে "মরণে না দুঃখ" এবং "মনেও না ভাবে" পাঠান্তর। অর্থ— "মরণেও হারিদাসের দুঃখ নাই" এবং "মরণের বা প্রহারের কথা মনেও ভাবে না।" "সভেই ভাবে মনে"-স্থলে "ভাবেন মনে মনে"-পাঠান্তর। সভেই—প্রহারকারীরা সকলেই।

যবন-সকল বোলে "অয়ে হরিদাস।
তোমা' হৈতে আমা' সভার হইবেক নাশ ॥ ১১৬
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা'সভাকার॥" ১১৭
হাসিয়া বোলেন হরিদাস মহাশয়।
"আমি জীলে যদি তোমা' সভার মন্দ হয়॥ ১১৮
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।"
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥ ১১৯
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন অচেষ্ট, কোথাও নাহি শ্বাস॥ ১২০
দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল।
মুলুকপতির দ্বারে নিঞা ফেলাইল॥ ১২১
"মাটি দেহ' নিঞা" বোলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে "তবে ত পাইব ভাল-গতি॥ ১২২
বড় হই যেন করিলেক নীচ-কর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় এই ধর্ম্ম॥ ১২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৬ "আমা সভার হইবেক"-স্থলে "আমরা সভার হৈব", "আমা-সভার হৈল সর্ব্ব"-এবং "আমরা সভেই হৈলুঁ" পাঠান্তর। প্রহারকারীরা হরিদাস-ঠাকুরকে বলিল—"ওহে হরিদাস! আমাদের এত প্রহারেও তুমি মরিলে না; কিন্তু তোমার জন্য আমাদেরই সর্বনাশ হইবে, আমদেরই মরণ হইবে।" পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

১১৮। জীলে—জীবিত থাকিলে। মন্দ হয়—ক্ষতি হয়, উৎপীড়িত হওয়ার বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

১১৯। আবিষ্ট হইলা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান করিতে করিতে আবিষ্ট হইলেন। ভক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান করিতে করিতে হরিদাসের সমস্ত চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণেই কেন্দ্রীভূত হইল, তন্ময়তা লাভ করিল; তিনি প্রেম-সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন; অন্য কোনও বিষয়ে—এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসাদি বিষয়েও—তাঁহার মনের গতি রহিল না।

১২০। অচেষ্ট—চেষ্টারহিত, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সর্ববিধ ক্রিয়াশূন্য। প্রেম-সমাধির ফলে হরিদাসের হস্ত-পদাদির সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস, উদর-স্পন্দনাদি সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া লোপ পাইয়া গেল। মৃতদেহের যে-সকল লক্ষণ, তাঁহার দেহেও সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইল। "অচেষ্ট"-স্থলে "আবিষ্ট"-পাঠান্তর।

১২২। মাটি দেহ নিঞা—পাইকেরা হরিদাসের অচেষ্ট-শ্বাস- প্রশ্বাসহীন—দেহটি যখন মুলুকপতির দ্বারদেশে নিয়া গেল, তখন মুলুকপতি তাহাদিগকে বলিলেন—"হরিদাসের দেহটিকে নিয়া মাটি দাও, মাটির নীচে পুতিয়া ফেল—(যবনদের ভাষায়) কবর দাও।" তবে ত পাইব ভালগতি—হরিদাসের দেহটিকে কবর দেওয়ার জন্য মুলুকপতির আদেশ শুনিয়া কাজী বলিলেন—"না, না। কেন মাটি দেওয়া (কবর দেওয়া) হইবে? মাটি দিলে তো হরিদাসের সদ্‌গতিই হইবে। এতো সদ্‌গতি পাওয়ার যোগ্য নয়।" যবনদের বিশ্বাস—কোনও লোকের মৃতদেহের কবর দিলেই তাহার সদ্‌গতি হইয়া থাকে।

১২৩। বড় হই—বড় হইয়া, শ্রেষ্ঠ যবন-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া। নীচকর্ম্ম—নীচজাতি হিন্দুর কর্ম্ম। জুয়ায়—যোগ্য হয়। ইহারে জুয়ায় ইত্যাদি—ইহার শবদেহের গতি এইভাবে করাই

মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল, যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥" ১২৪
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তোলে গিয়া তানে॥ ১২৫
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবন-সকল।
বসিলেন হরিদাস হইয়া নিশ্চল॥ ১২৬
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর-হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিলা প্রকাশ॥ ১২৭
বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার্ শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে॥ ১২৮
মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিগে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভ প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে॥ ১২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সঙ্গত। কিভাবে—তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম—ধর্মশাস্ত্রানুসারে হরিদাসের মত লোকের শবদেহ সম্বন্ধে শেষ কর্মরূপ ধর্ম। "এই"-স্থলে "হেন" এবং "সেই" পাঠান্তর।

১২৪। কিভাবে হরিদাসের দেহের গতি করিতে হইবে, এই পয়ারে কাজী তাহা বলিতেছেন। মাটি দিলে ইত্যাদি—মাটি দিলে (কবর দিলে) পরলোকে ইহার সদ্গতি হইবে; সুতরাং ইহাকে মাটি দেওয়া সঙ্গত হইতে পারে না। "পরলোকে"-স্থলে "পরকালে"-পাঠান্তর আছে। তবে কি করা সঙ্গত? কাজী তাহা বলিয়াছেন—গাঙ্গে ফেল ইত্যাদি—ইহাকে নিয়া গাঙ্গে (নদীতে) ফেলিয়া দাও, গাঙ্গে ফেলিলে, সদ্গতি হইবে না বলিয়া এই লোকটি চিরকাল—অনন্তকাল পর্যন্ত—দুঃখ পাইবে। হরিদাসের মত লোকের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। "গাঙ্গ"-শব্দে এ-স্থলে "গঙ্গাই" বুঝায়; কেন না, নিকটবর্তী গাঙ্গ বা নদী ছিল গঙ্গা।

১২৫। "গাঙ্গে ফেলাইতে"-ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের স্থলে পাঠান্তর—"গঙ্গায় ফেলিয়া গেল যথা যার স্থানে"॥ এবং "গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তুলিলেন (ধরিলেক) তানে॥" পরবর্তী বিবরণের সঙ্গে শেষোক্ত পাঠান্তরেরই সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

১২৬। "গাঙ্গে নিতে তোলে যদি"-স্থলে "গঙ্গায় ফেলিতে নিলে" এবং "গাঙ্গে দিতে ধরিলেক" এবং "হইয়া"-স্থলে "পরম"-পাঠান্তর আছে।

১২৭। ধ্যানানন্দে—শ্রীকৃষ্ণচরণের নিবিড় ধ্যানজনিত পরমানন্দে তন্ময় হইয়া। বিশ্বম্ভর—অনন্তকোটি বিশ্বকে যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া বিরাজিত, তিনি; ভগবান্। দেহে—হরিদাসের দেহে। করিলা প্রকাশ—আবির্ভূত হইলেন। "করিলা"-স্থলে "হইলা"-পাঠান্তর। "বিশ্বম্ভর-দেহে"-এইরূপ সমাসবদ্ধ পাঠে অর্থ হইবে—ভগবান্ তাঁহার বিশ্বম্ভর-রূপে হরিদাসের মধ্যে প্রকাশ পাইলেন। কিন্তু পরবর্তী পয়ারের "বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে"-বাক্য হইতে বুঝা যায়, সমাসবদ্ধ "বিশ্বম্ভর-দেহ" অপেক্ষা, সমাসহীন "বিশ্বম্ভর দেহ"-পাঠই অধিকতর সঙ্গত।

১২৮। বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান—বিশ্বম্ভরের অধিষ্ঠান (অবস্থিতি)। অনন্তকোটি বিশ্ব হরিদাসের দেহের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার ওজন এত অধিক হইয়াছিল যে, তাঁহাকে নাড়িবার শক্তি কাহারও ছিল না।

১২৯। মহাস্তম্ভ—অতি বৃহৎ প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভ। "স্তম্ভ"-স্থলে "শম্ভু" পাঠান্তর আছে।

কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু-মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হই আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ॥ ১৩০
কিবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথ্বীতে, গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস, আছেন কোথায়॥ ১৩১
প্রহ্লাদের যেহেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি।
সেইমত হরিদাস-ঠাকুরের শক্তি॥ ১৩২
হরিদাসে এ সকল কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥ ১৩৩
রাক্ষসের বন্ধন যেহেন হনুমান।
আপনে লইলা করি ব্রহ্মার সম্মান॥ ১৩৪
এইমত হরিদাসো যবনপ্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার॥ ১৩৫
"অশেষ-দুর্গতি হই যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥" ১৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এ-স্থলে "মহা-শম্ভু"-শব্দের তাৎপর্য দুর্বোধ্য। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃ "স্তম্ভ"-স্থলে "শম্ভু" হইয়াছে।

১৩০। কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু-মধ্যে—শ্রীকৃষ্ণধ্যানজনিত পরমানন্দরূপ সুধার (অমৃতের) সমুদ্র মধ্যে। বাহ্য—বাহিরের কোনও বিষয়; কিংবা বাহ্যজ্ঞান—বাহিরের কোনও বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান বা অনুসন্ধান।

১৩২। যেহেন—যেমন। স্মরণ কৃষ্ণভক্তি—শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণরূপ কৃষ্ণভক্তি (ভজনাঙ্গ)। হিরণ্যকশিপুর আদেশে হিরণ্যকশিপুর অনুচরগণ প্রহ্লাদকে আগুনের মধ্যে, বিষধর সর্পের মুখে, পর্বতের শৃঙ্গ হইতে সমুদ্রের মধ্যে, নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। প্রহ্লাদ কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয়েন নাই, এ-সমস্ত উৎপীড়নের দুঃখও তিনি অনুভব করেন নাই। যেহেতু, তিনি সর্বথা শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচরণেই তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল। সেজন্য তিনি যে কখন কোন্ স্থানে ছিলেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির প্রভাবে প্রহ্লাদের মধ্যে যে-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, হরিদাস-ঠাকুরের মধ্যেও তদ্রূপ শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৩৩। "হরিদাসে এ সকল"-স্থলে "হরিদাসের এই সব" এবং "হরিদাস-ঠাকুরের"-পাঠান্তর আছে। কিছু চিত্র নহে—কিছুই বিচিত্র নহে।

১৩৪। রাক্ষসের—রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের। বন্ধন—ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বন্ধন। ব্রহ্মার সম্মান—ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান বা মর্যাদা। "আপনে লইলা"-ইত্যাদি পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ (সম্মান)।" "ইহার বিশেষ বিবরণ, বাল্মীকি-রামায়ণ, সুন্দর-কাণ্ড, ৪৮ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। অ. প্র.।" রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়কালে রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন হনুমানের উপর ব্রহ্মাস্ত্র-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান বা মর্যাদা রক্ষণের নিমিত্ত হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১৩৫। এই মত—হনুমানের ন্যায়। জগতের শিক্ষা লাগি—জগতের জীবকে একটি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। সেই শিক্ষাটি কি, তাহা পরবর্তী ১৩৬ পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৩৬। "হই"-স্থলে "হয়"-পাঠান্তর। অশেষ দুর্গতি ইত্যাদি—স্বীয় ভজনাঙ্গের রক্ষার

অন্যথা গোবিন্দ-হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে॥ ১৩৭
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
খণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা॥ ১৩৮
সত্য সত্য হরিদাস জগত-ঈশ্বর।
চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর॥ ১৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিমিত্ত, ধর্মবিদ্বেষীদের হাতে যদি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাও করিবে, এমন কি যদি মৃত্যুবরণ করিতে হয়, তাহাও করিবে, তথাপি স্বীয় ভজনাঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না—ইহাই হইতেছে জগতের প্রতি শিক্ষা।

১৩৭। অন্যথা—হরিদাস নিজে ইচ্ছা করিয়া যবনদিগের প্রহার অঙ্গীকার না করিলে। লঙ্ঘিতে—লঙ্ঘন করিতে, প্রহার করিতে।

১৩৮। হরিদাস-স্মরণেও—হরিদাসঠাকুরের স্মরণ করিলেও। সেই ক্ষণে এ দুঃখ সর্ব্বথা খণ্ডে—হরিদাসের স্মরণ করার সময়েই (তৎক্ষণাৎ) এ-সকল দুঃখ সর্বতোভাবে ঘুচিয়া যায়। হরিদাসের কি কথা—যাঁহার স্মরণমাত্রেই অন্যলোকের সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়া যায়, সেই হরিদাসকে যে-কোনও দুঃখই স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে? তাৎপর্য হইতেছে এই—লোকশিক্ষার নিমিত্ত হরিদাস-ঠাকুর যবনদের উৎপীড়ন অঙ্গীকার করিয়া থাকিলেও, সেই উৎপীড়নের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

১৩৯। জগত-ঈশ্বর—পারমার্থিক বিষয়ে জগতের পালন-কর্তা। লঙ্কেশ্বর (লঙ্কার ঈশ্বর), মগধেশ্বর (মগধদেশের ঈশ্বর), রাজ্যেশ্বর (রাজ্যের ঈশ্বর) প্রভৃতি স্থলে যেমন 'পালনকর্তা' অর্থে "ঈশ্বর"-শব্দের প্রয়োগ, এ-স্থলেও তদ্রূপ। "জগত-ঈশ্বর"-স্থলে "পূর্ব্ব বিপ্রবর"-পাঠান্তর আছে। পূর্ব্ব বিপ্রবর—এই জন্মে যবনকুলে জাত হইয়া থাকিলেও পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলেই হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল। পরবর্তী ২৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অথবা, পূর্ব্ব বিপ্রবর—হরিদাস পূর্ব (প্রথম) হইতেই বিপ্রগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। গুণ-কর্মানুসারে ভগবান্ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন; সমস্ত শাস্ত্র হইতেই জানা যায়, ভগবান্ গুণ-কর্মানুসারে চারিটি বর্ণেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, চারিটি জাতির নহে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে জানা যায়, যে-জাতিতেই যাঁহার জন্ম হউক না কেন, গুণকর্মানুসারেই তাঁহার বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, জাতি অনুসারে নহে। বর্ণ জন্মনিরপেক্ষ। যাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণোচিত গুণ থাকে, যে-কুলেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তিনি ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। যিনি ব্রাহ্মণবর্ণ, তিনিও মায়াকবলিত; কেননা, ব্রাহ্মণবর্ণে মায়িক সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি মায়ার অতীত, সুতরাং ব্রাহ্মণবর্ণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হরিদাস-ঠাকুর ছিলেন মায়াতীত—সুতরাং ব্রাহ্মণবর্ণোচিত গুণহীন জাতি-ব্রাহ্মণের কথা দূরে, তিনি ব্রাহ্মণবর্ণোচিত-গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাস্ত্রপ্রমাণসহ বিশেষ আলোচনা মত্রী॥ ১৫।৭ গ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, "জগত-ঈশ্বর"-শব্দ "চৈতন্যচন্দ্রের" বিশেষণও হইতে পারে। "হরিদাস জগত-ঈশ্বর-চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর ছিলেন।" অনুচর—সেবক। মহা-মুখ্য-অনুচর—নিত্য পার্ষদ।

হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥ ১৪০
চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়॥ ১৪১
সেইমতে আইলেন ফুলিয়ানগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে॥ ১৪২
দেখিয়া অদ্ভুত-শক্তি সকল যবন।
সভার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন॥ ১৪৩
পীর-জ্ঞান করি সভে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥ ১৪৪
কথোক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুকপতিরে চা'হি হৈল কৃপা-হাস॥ ১৪৫
সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তর॥ ১৪৬
"সত্য সত্য জানিলাঙ তুমি মহা-পীর।
একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥ ১৪৭
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥ ১৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪২। সেই মতে—পরানন্দময় অবস্থাতে। আইলেন ফুলিয়া নগরে—ফুলিয়া গ্রামের দিকে আসিতে লাগিলেন। এইরূপ অর্থ না করিলে পরবর্তী পয়ার-সমূহের উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। পরবর্তী ১৫৫-পয়ার হইতেও জানা যায়, ১৪২-পয়ারে যে "আইলেন ফুলিয়া নগরে,"-এইরূপ উক্তি আছে, ইহার অর্থ হইতেছে ফুলিয়ার দিকে আসিতে লাগিলেন।

১৪৩-১৪৪। হিংসা—হরিদাসের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ। পীর—সিদ্ধ মহাপুরুষ।

১৪৫। বাহ্য পাইলেন—বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। হরিদাসের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পূর্ববর্তী ১৪০ পয়ারেও একবার হরিদাসের বাহ্য-জ্ঞান প্রাপ্তির কথা এবং ১৪১ পয়ারে তাঁহার চৈতন্য-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। এই ১৪৫-পয়ারে পুনরায় বাহ্য-প্রাপ্তির কথা বলাতে মনে হয়, তিনি যে পরমানন্দে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে চলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণনামেই তাঁহার মন আবিষ্ট হইয়াছিল, তখন আর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না; এখন আবার তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। চাহি—চাহিয়া, দেখিয়া। কৃপা-হাস—কৃপাব্যঞ্জক হাসি। যেভাবে হরিদাস হাসিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি মুলুকপতির প্রতি কৃপাই প্রকাশ করিতেছিলেন।

১৪৭। একজ্ঞান—সকলের, হিন্দুর এবং যবনেরও, ঈশ্বর যে একজন, এইরূপ জ্ঞান।

১৪৮। যোগী—যোগমার্গের সাধক। জ্ঞানী—জ্ঞানমার্গের সাধক। মুখে মাত্র বোলে—কেবলমাত্র মুখেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। মুলুকপতি বলিলেন—"যে-সমস্ত যোগীদের এবং জ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার পাইয়াছি, তাঁহারাও বলেন—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু ইহা তাঁহাদের কেবল মুখের কথা, অন্তরের কথা নহে, তাঁহারা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অপরোক্ষ উপলব্ধি লাভ করেন নাই; তাঁহাদের সাধনে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ব্যক্তিগত আচরণ হইতেই তাহা বুঝা যায়।" "সব যত মুখে মাত্র"-স্থলে "সব মাত্র মুখে কেবল"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই। সিদ্ধি—সাধনে সিদ্ধি, অপরোক্ষ অনুভব।

তোমারে দেখিতে মুঞি আইলু এথারে।
সব দোষ মহাশয়! ক্ষমিবে আমারে॥ ১৪৯
সকল তোমার সম,—শত্রু মিত্র নাঞি।
তোমা' চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাঞি॥ ১৫০
চল তুমি, শুভ কর' আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন-গোফায়॥ ১৫১
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা-তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাহি করহ সর্ব্বথা॥" ১৫২
হরিদাসঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, অধম দেখি ভুলে॥ ১৫৩
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর-জ্ঞান করি, আর পা'য়ে পাছে ধরে॥ ১৫৪
যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলেন ঠাকুর-হরিদাস॥ ১৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৯। এথারে—এইস্থানে। "আইলুঁ এথারে"-স্থলে "আনিলুঁ তোমারে"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর হইতে মনে হয়, মুলুকপতি হরিদাস-ঠাকুরকে তাঁহার নিকটে আনাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, গঙ্গা হইতে উঠিয়া হরিদাস যখন উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ফুলিয়ার দিকে যাইতে-ছিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া মুলুকপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হরিদাস বাঁচিয়া উঠিয়াছেন ; তখন তিনি লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে নিজের নিকটে আনাইয়াছিলেন।

১৫০। সকল তোমার সম—তোমার নিকটে সকলেই সমান। শত্রুমিত্র নাঞি—শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান তোমার নিকটে নাই। "নাঞি"-স্থলে "কাঞি"? পাঠান্তর। কাঞি?—কোথায় আছে?

১৫১। শুভ কর আপন ইচ্ছায়—তুমি যাহাকে শুভ (মঙ্গল) বলিয়া মনে কর, নিজের ইচ্ছানু-সারে তুমি তাহাই কর গিয়া। কেহ তোমার বিঘ্ন জন্মাইবে না, কিম্বা তোমাকে বাধা দিবে না। "নির্জ্জন"-স্থলে "আপন"-পাঠান্তর আছে।

১৫২। তাহি—তাহাই। "তাহি"-স্থলে "তুমি"-পাঠান্তর। হরিদাস-ঠাকুরের অসাধারণ এবং অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া মুলুকপতি দৈন্যবিনয়ের সহিত হরিদাসের নিকটে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা তো করিলেনই, অধিকন্তু হরিদাসের আচরণ এবং বাসস্থান সম্বন্ধেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। হরিদাস মুলুকপতির নিকট হইতে সর্বতোভাবে অভয়ের আশ্বাস পাইলেন।

১৫৩। ১৫৩-৫৪ পয়ারদ্বয়ে, গ্রন্থকার হরিদাসঠাকুরের মহিমার কথা বলিয়াছেন। "চরণ"-স্থলে "শ্রীমুখ" এবং "অধম"-স্থলে "যবন"-পাঠান্তর।

১৫৪। "আর"-স্থলে "যার" এবং "আরো"-পাঠান্তর।

১৫৫। এই পয়ারোক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—গঙ্গা হইতে উঠিয়াই হরিদাসঠাকুর ফুলিয়ায় গিয়া উপনীত হয়েন নাই, তখন তিনি ফুলিয়ার দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া যবন নিস্তার পাইল (১৪৪ পয়ার) ; মুলুকপতিও তখন সে-স্থানে উপস্থিত ছিলেন (১৪৫)—সে-স্থানে—গঙ্গার তীরে। সম্ভবতঃ লোকমুখে হরিদাসের নদী হইতে উত্থানের কথা শুনিয়া, অথবা হরিদাসের উচ্চ কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিয়া, মুলুকপতি বিস্মিত হইয়া সে-স্থানে আসিয়াছিলেন। মুলুক-

উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণসভাতে ॥ ১৫৬
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥ ১৫৭
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥ ১৫৮
অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার ॥ ১৫৯
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ১৬০
স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারিপাশ ॥ ১৬১
হরিদাস বোলেন "শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ ॥ ১৬২
প্রভু-নিন্দা আমি শুনিলাঙ যে অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বরে আমার ॥ ১৬৩
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড়-দোষ ॥ ১৬৪
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণু-নিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে ॥ ১৬৫
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বরে তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার ॥" ১৬৬
হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন মহা-রঙ্গে ॥ ১৬৭
তাহানেও দুঃখ দিল যে-সব যবনে।
সবংশে উচ্ছিষ্ট তারা হৈল কথোদিনে ॥ ১৬৮
তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' স্মরি ॥ ১৬৯
তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফাই হইল তান বৈকুণ্ঠভবন ॥ ১৭০
মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণি-মাত্র সহিতে না পারে ॥ ১৭১
হরিদাসঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে, কেহো না পারে রহিতে ॥ ১৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পত্তি যখন হরিদাসকে নিজের ইচ্ছামত স্থানে থাকিবার আদেশ দিলেন (১৫১-৫২ পয়ার), তখনই তিনি সে-স্থান (নদীতীর) হইতে ফুলিয়ায় গিয়াছিলেন।

১৫৬। ব্রাহ্মণসভাতে—ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে।

১৫৯। বিকার—প্রেম-বিকার, অশ্রু-কম্পাদি।

১৬১। বেড়ি—বেড়িয়া, বেষ্টন করিয়া।

১৬৩। প্রভু-নিন্দা—আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-নামের নিন্দা।

১৬৪। ইথে—ইহাতে।

১৬৫। কুম্ভীপাক—কুম্ভীপাক-নামক নরক। তাহা—বিষ্ণুনিন্দা।

১৬৭। "সঙ্কীর্তন মহারঙ্গে"-স্থলে "হরি-সঙ্কীর্তন রঙ্গে"-পাঠান্তর।

১৬৮-১৬৯। উচ্ছিষ্ট—উৎসন্ন। "গোফা"-স্থলে "গোঁফা"-পাঠান্তর।

১৭১। মহানাগ—মহাবিষধর সর্প। জ্বালা—বিষের জ্বালা।

১৭২। সম্ভাষা করিতে—আলাপ করার জন্য। রহিতে—থাকিতে। "রহিতে"-স্থলে "সহিতে"-পাঠান্তর। সহিতে—বিষের জ্বালা সহ্য করিতে।

পরম বিষের জ্বালা সভেই পায়েন।
হরিদাস পুনী ইহা কিছু না জানেন॥ ১৭৩
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব-বিপ্রগণে।
"হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে?" ১৭৪
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহাবৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ॥ ১৭৫
বৈদ্য বলিলেক "এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে, তাহার জ্বালায়॥ ১৭৬
রহিতে না পারে কেহো, কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয়॥ ১৭৭
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নহে।
চল সভে কহি গিয়া তাহান আলয়ে॥" ১৭৮
তবে সভে আসি হরিদাসঠাকুরেরে।
কহিলা বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে॥ ১৭৯
"মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহো রহিতে না পারে। ১৮০
অতএব এথানে রহিতে যোগ্য নহে।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়ে॥" ১৮১
হরিদাস বোলেন "অনেক দিন আছি।
কোনো জ্বালারিষ্ট এ গোফায় নাহি বাসি॥ ১৮২
সবে দুঃখ, তোমরা যে না পার' সহিতে।
এতেকে চলিব কালি আমি যে-সে-ভিতে॥ ১৮৩
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥ ১৮৪
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি তোমরা বোলহ কৃষ্ণগাথা॥" ১৮৫
এইমত কৃষ্ণ-কথা মঙ্গল কীর্ত্তনে।
থাকিতে, অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে। ১৮৬
"হরিদাস ছাড়িবেন" শুনিঞা বচন।
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥ ১৮৭
গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সভেই দেখেন চলিলেন অন্য-দেশে॥ ১৮৮
পরম-অদ্ভুত সর্প—মহা ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্লবর্ণ—পরম-সুন্দর। ১৮৯
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' স্মরে॥ ১৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৫। মহাবৈদ্যগণ—পরম প্রবীণ সর্পবৈদ্যগণ।

১৭৭। অন্যাশ্রয়—অন্যস্থানে।

১৭৮। তাহান আলয়ে—হরিদাসের বাসস্থানে, গোফায়। "আলয়ে"-স্থলে "আশয়ে" এবং "আশ্রয়ে"-পাঠান্তর।

১৮১। আশ্রয়ে—আশ্রম, বাসস্থান। "আশ্রয়ে"-স্থলে "আশ্রমে"-পাঠান্তর।

১৮২। জ্বালারিষ্ট- জ্বালা এবং অরিষ্ট (উপদ্রব)। "জ্বালারিষ্ট"-স্থলে "জ্বালাবিষ"-পাঠান্তর। নাহি বাসি—অনুভব করি না, পাই না।

১৮৩। সবে দুঃখ—আমার একমাত্র দুঃখ এই যে। যে-সে-ভিতে—কোনও একদিকে, অন্যত্র।

১৮৪। "তিঁহো যদি" ইত্যাদি পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"তেঁহো যদি না ছাড়য়ে এ সব আলয়।" তিঁহো—সেই মহানাগ।

১৮৫। কৃষ্ণগাথা- কৃষ্ণগান। "কৃষ্ণগাথা"-স্থলে "কৃষ্ণকথা"-পাঠান্তর।

১৮৮। সন্ধ্যার প্রবেশে—সন্ধ্যার প্রবেশের সময়ে, সন্ধ্যাকালে।

সর্প সে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার ॥ ১৯১
দেখি হরিদাসঠাকুরের মহা-শক্তি।
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি ॥ ১৯২
হরিদাসঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।
যাঁর বাক্য-মাত্র স্থান ছাড়িলেন নাগ ॥ ১৯৩
যাঁর দৃষ্টিমাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন ॥ ১৯৪
আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজে যে কহিলা মহিমা তাহান ॥ ১৯৫
একদিন এক বড়লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৯৬ ॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-গীত—তার মন্ত্র-ঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি সভেই গায়েন উচ্চস্বরে ॥ ১৯৭
দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক-পাশ ॥ ১৯৮
মনুষ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে ॥ ১৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯১। "সর্প যে চলিয়া গেল"-স্থলে "সর্প চলিলেন স্থানে"-পাঠান্তর।

১৯৪। যাঁর দৃষ্টিমাত্র—যে হরিদাসঠাকুরের দৃষ্টিমাত্র, যে হরিদাসঠাকুর যাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টি করেন, তৎক্ষণাৎ। "দৃষ্টিমাত্র"-স্থলে "দৃষ্টিপাতে"-পাঠান্তর। অবিদ্যাবন্ধন—মায়াবন্ধন, সংসারবন্ধন। ইন্দ্রিয়সুখ-বাসনার বন্ধন। কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন ইত্যাদি—সর্বশক্তিমান্ এবং পরম-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণও হরিদাসের বাক্য লঙ্ঘন করেন না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তবাসনা-পূরণব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কৃত্য নাই।

১৯৫। নাগরাজ হরিদাসের মহিমার কথা যাহা বলিয়াছেন, সেই অদ্ভুত বিবরণ শুন।

১৯৬। মন্দিরে—গৃহে। ডঙ্ক—সাপুড়ে। সর্পক্ষত—সর্পের দংশনে যাহার অঙ্গে ক্ষত হইয়াছে, তাহাকে বলে সর্পক্ষত; সর্পদষ্ট; যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে। সাপুড়িয়ারা যে-সকল সাপ লইয়া খেলা করে, সে-সকল সাপের বিষদাঁত থাকে না; সাপুড়িয়ারা তাহাদের বিষদাঁত তুলিয়া ফেলে। খেলা দেখাইবার সময়, তাদৃশ সাপই সাপুড়িয়াকে "ছোবল" মারে, দংশন করে। তখন সাপুড়িয়া খেলা-দর্শকের নিকটে বলে—"এই দেখ, আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে।" এইরূপ সাপুড়িয়াই হইতেছে "সর্পক্ষত ডঙ্ক"। নাচে বিবিধ প্রকারে—ডঙ্ক নানা ভাবে নাচিতে থাকেন।

১৯৭। মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত—মৃদঙ্গ ও মন্দিরার বাদ্যের সহিত গান। তার—ডঙ্কের। মন্ত্র-ঘোরে—মন্ত্রের প্রভাবজাত মোহে। সর্বদা ডঙ্ক মন্ত্র পড়িতে পড়িতে নৃত্য করিতেছেন। সেই মন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ডঙ্ককে চারিদিকে ঘিরিয়া লোকসকল উচ্চস্বরে মৃদঙ্গ-মন্দিরার বাদ্যের সহিত গান করিতে লাগিলেন।

১৯৮। দৈবগতি—দৈবাৎ। "আইলা"-স্থলে "গেলেন"-পাঠান্তর। হইয়া এক পাশ—একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

১৯৯। এই পয়ারে ডঙ্কের নৃত্যের কথা বলা হইয়াছে। মনুষ্য-শরীরে—ডঙ্কের দেহে। নাগরাজ—সর্পকুলের অধিপতি শেষ-নামক অনন্তদেব। মন্ত্রবলে—ডঙ্কের উচ্চারিত মন্ত্রের প্রভাবে।

কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চ স্বরে॥ ২০০
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা-হরিদাস।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, নাহি শ্বাস॥ ২০১
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই, করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥ ২০২
হরিদাসঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
একভিত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া॥ ২০৩
গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক-অশ্রু কম্পের প্রকাশ॥ ২০৪
রোদন করেন হরিদাস-মহাশয়।
শুনিঞা প্রভুর গুণ হইলা তন্ময়॥ ২০৫
হরিদাস বেঢ়ি সভে গায়েন হরিষে।
জোড়হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে একপাশে॥ ২০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ডঙ্ক বোধ হয় নাগরাজের মন্ত্রই উচ্চারণ করিতেছিলেন। **অধিষ্ঠান হইয়া**—অবস্থান করিয়া, ডঙ্ককে নাগরাজে আবিষ্ট করিয়া। **নাচয়ে কুতুহলে**—আনন্দের সহিত নাগরাজ নৃত্য করেন। নাগরাজের দ্বারা আবিষ্ট ডঙ্কের নৃত্য বাস্তবিক নাগরাজেরই নৃত্য। ডঙ্ক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ঐকান্তিকভাবে নাগরাজের মন্ত্র পড়িতেছিলেন। তাঁহার মন্ত্রের প্রভাবে নাগরাজ ডঙ্কের দেহে আসিয়া (অবশ্য অপরের অদৃশ্যভাবে) অধিষ্ঠিত হইলেন এবং ডঙ্ককে আবিষ্ট করিলেন। আবিষ্ট অবস্থায় ডঙ্কের আত্মস্মৃতি ছিল না, থাকিতেও পারে না। নাগরাজকর্তৃক আবিষ্ট ডঙ্ক আত্মস্মৃতিহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; বস্তুতঃ ডঙ্কের দেহে অধিষ্ঠিত নাগরাজই নৃত্য করিতেছিলেন, ডঙ্কের দেহকে নাচাইতেছিলেন।

২০০। **কালিদহ**—কালিয়দহ, বৃন্দাবনে যমুনাগর্ভস্থ হ্রদ-বিশেষ। এই হ্রদে তীব্র বিষধর কালিয়-নাগ সপরিবারে বাস করিতেন। **নাট্য**—কালিয়-শিরে নর্তনরূপ লীলা। **ঈশ্বরে**—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগের ফণাসমূহের উপরে নৃত্য করিতে করিতে কালিয়কে নির্জিত করিয়াছিলেন। **সেই গীত**—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কালিয়দমন-লীলার বর্ণনাময় গান। **গায়েন**—নাগরাজকর্তৃক আবিষ্ট ডঙ্ক গান করেন। **কারুণ্য**—করুণার ভাব, কালিয়-নাগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা-সূচক। ইহা "গীত"-শব্দের বিশেষণ। কালিয়নাগের প্রতি দণ্ডদানচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ যে করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই করুণা-সূচক গীত। "উচ্চ"-স্থলে "রূপ"-পাঠান্তর আছে। এই পাঠান্তর-মতে, পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইবে—"সেই গীত গায়েন কারুণ্যরূপ স্বরে।" **কারুণ্যরূপ স্বরে**—অত্যন্ত করুণ স্বরে; যে-রূপ স্বরে গান করিলে গান-শ্রবণমাত্রেই লোকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, সেইরূপ স্বরে।

২০১। **নিজ প্রভুর**—স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের। **মহিমা**—কালিয়-দমন-লীলায় প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। **মূর্চ্ছিত**—প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত, সংজ্ঞাহীন।

২০৩। **আবেশ**—কৃষ্ণপ্রেমাবেশ। **একভিত হই**—একপাশে অবস্থিত হইয়া।

২০৪। এই পয়ারে হরিদাসের প্রেমাবেশ-জনিত বিকার কথিত হইয়াছে।

২০৫। "হরিদাস মহাশয়"-স্থলে "মহাশয় হরিদাস" এবং "তন্ময়"-স্থলে "উল্লাস"-পাঠান্তর আছে। **উল্লাস**—আনন্দিত। **প্রভুর গুণ**—শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমা।

ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুন আসি ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥ ২০৭
হরিদাসঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সভেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ॥ ২০৮
যেখানে পড়য়ে তান চরণের ধূলি।
সভেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী॥ ২০৯
আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকি সেইখানে।
"মুঞিও নাচিমু আজি" গণে' মনেমনে॥ ২১০
বুঝিলাঙ "নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প-মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে॥" ২১১
এত ভাবি সেইখানে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যেহেন মহা-অচেষ্ট হইয়া॥ ২১২
যেই-মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা-ক্রোধ-মনে॥ ২১৩
আশেপাশে ঘাড়েমুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর॥ ২১৪
বেত্রের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া॥ ২১৫
তবে ডঙ্ক নিজ-সুখে নাচিলা বিস্তর।
সভার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর॥ ২১৬
জোড়হস্তে সভে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে।
"কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥ ২১৭
হরিদাস নাচিতে বা জোড়হস্তে কেনে।
রহিলা ; এ সব কথা কহ ত আপনে?" ২১৮
তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥ ২১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৭। রহিল—থামিল, ছাড়িয়া গেল।

২১০। ঢঙ্গ বিপ্র—শঠ (কপটাচারী) ব্রাহ্মণ। থাকি সেইখানে—সেই স্থানে অবস্থানকারী। "সেই খানে"-স্থলে "সেই ক্ষণে"-পাঠান্তর। গণে মনে মনে—মনে মনে ভাবিতেছিল। পরবর্তী ২১১ পয়ারে তাহার ভাবনার কথা বলা হইয়াছে।

২১১। অবোধ—বিচারবুদ্ধিহীন। "অবোধ"-স্থলে "অবুধ" এবং "অধম"-পাঠান্তর। অর্থ একই। বর্ব্বর—মূর্খ লোক। অল্প মনুষ্যেরেও—সামান্য লোককেও, যাহার কোনও মহিমাই নাই, তাহাকেও।

২১২। এত ভাবি—সেই "ঢঙ্গ বিপ্র" এইরূপ ভাবিয়া। "সেই খানে"-স্থলে "সেই ক্ষণে"-পাঠান্তর। অচেষ্ট—চেষ্টাহীন, শারীরিক ক্রিয়াহীন।

২১৫। ত্রাসে—ভয়ে। "ত্রাসে"-স্থলে "শেষে"-পাঠান্তর আছে।

২১৬। বিস্ময় অন্তর—মনে বিস্ময় জন্মিল। বিস্ময়ের হেতু হইতেছে এই। হরিদাসঠাকুর যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন ডঙ্ক নিজেই নিজের নৃত্য থামাইয়া একপার্শ্বে যাইয়া যোড়হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু এই বিপ্র যখন নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখন ডঙ্ক তাঁহাকে প্রহার করিলেন কেন? পরবর্তী পয়ারদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২১৯। বিষ্ণুভক্ত নাগ—ডঙ্কের দেহে অধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্তদেব। প্রভাব—মহিমা। মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় (১।৪।৮) বলিয়াছেন, এই সর্পদষ্ট ডঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ। "শ্রীমচ্ছ্রী-হরিদাসোঽভূন্মুনেরংশঃশৃণুষ তৎ। কথিতং নাগদষ্টেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা॥ ১।৪।৮॥ —নাগদষ্ট ব্রাহ্মণ

"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য, তভো কহিব অবশ্য ॥ ২২০
হরিদাসঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ ॥ ২২১
তাহা দেখি' ও ব্রাহ্মণ আহার্য্য করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া ॥ ২২২
আমারো কি নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
আহার্য্যে মাৎসর্য্যে কোনো জন শক্তি ধরে? ২২৩
হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে ॥ ২২৪
'বড়-লোক করি লোকে জানুক্ আমারে।'
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে ॥ ২২৫
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥ ২২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া গিয়াছেন, এই হরিদাস মুনির অংশ (পুত্ররূপ অংশ) ছিলেন।" পরবর্তী ২৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২০। রহস্য—গোপনীয়। অকথ্য—যাহা বলা সঙ্গত নয়।

২২২। আহার্য্য করিয়া—"অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়া অর্থাৎ ভণ্ডামী করিয়া। অ. প্র.।" "আহার্য্য"-স্থলে "রহস্য" এবং "মাশ্চর্য্য"-পাঠান্তর আছে। মাশ্চর্য্য—বোধ হয় মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্য—পরশ্রীকাতরতা। অপরের উৎকর্ষ-সহনে অক্ষমতা। পূর্ববর্তী ২১১ পয়ার হইতে জানা যায়, এই "ঢঙ্গ বিপ্র" হরিদাসঠাকুরের উৎকর্ষ—হরিদাসের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা (পূর্ববর্তী ২০৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)—সহ্য করিতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার মাৎসর্য। মাৎসর্য্যবুদ্ধ্যে—পরশ্রীকাতরতা-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, অর্থাৎ হরিদাসের প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া। অপরের যে আচরণকে লোকে প্রশংসা করে, মাৎসর্যপরায়ণ লোক সেই আচরণের অনুকরণ করিয়া তদ্রূপ প্রশংসা লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে—মৎসর-লোকের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। তাই এই "ঢঙ্গ বিপ্র" হরিদাসের প্রেমমূর্চ্ছার অনুকরণে আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

২২৩। নাগরাজের দ্বারা আবিষ্ট ডক্ষ (অর্থাৎ নাগরাজ নিজেই) বলিলেন—"আহার্য্যে (ভণ্ডামী করিয়া) এবং মাৎসর্য্যে (পরশ্রীকাতরতার আশ্রয়ে) (অথবা পরশ্রীকাতরতাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া, প্রেমাবিষ্ট লোকের আচরণের কৃত্রিম অনুকরণের দ্বারা) আমারও নৃত্যসুখ ভঙ্গ করিবার সামর্থ্য কাহার আছে? অর্থাৎ কাহারও নাই।"

২২৪। স্পর্দ্ধা মিথ্যা—মিথ্যা দম্ভ। আবিষ্ট ডক্ষ বলিলেন—"কিন্তু এই 'ঢঙ্গ বিপ্র' হরিদাসঠাকুরের সহিত মিথ্যাদম্ভ করিয়া আমার নৃত্যসুখ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; সেজন্য আমি তাহাকে বহু শাস্তি দিয়াছি।" "মিথ্যা করি করে"-স্থলে "ভঙ্গ করি করে" এবং "বহু"-স্থলে "আমি"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য—হরিদাসের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া আমার নৃত্যসুখ ভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে।

২২৫। প্রকটাই—প্রকটিত করিয়া; নিজের মহিমাসূচক আচরণ প্রকাশ করিয়া। ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে—ধর্মবিষয়ক বা ধার্মিকত্বসূচক কর্মের কৃত্রিম অনুকরণ করে; ভণ্ডামী করে।

২২৬। কৃষ্ণে প্রীতি—কৃষ্ণভক্তি। "কৃষ্ণভক্তি"-স্থলে "বিষ্ণুভক্তি"-পাঠান্তর। অকৈতব—অকপট।

এই যে দেখিলে নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ ॥ ২২৭
হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়ে ও-নৃত্য-দেখনে ॥ ২২৮
উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস' নাম।
নিরবধি কৃষ্ণ বদ্ধ হৃদয়ে উহান ॥ ২২৯
সর্ব্বভূতবৎসল সভার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিজন্মে অবতারী ॥ ২৩০
উঙ্গি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে ॥ ২৩১
তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় ॥ ২৩২
ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস-হেন-ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ ২৩৩
'জাতি কুল সর্ব্ব নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ ২৩৪
'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপিহ সে-ই সে পূজ্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ ২৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৭। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় পয়ারে আবিষ্ট ভক্ত হরিদাস-ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

২২৮। হরিদাস নৃত্যে ইত্যাদি—হরিদাস যখন প্রেমাবেশে নৃত্য করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণও নৃত্য করিয়া থাকেন। "কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম, ভক্তেরে নাচায়॥ চৈ. চ.॥ ৩৷১৮৷১৭॥" দেখনে—দর্শনে, দর্শন করিলে।

২২৯। "কৃষ্ণ বদ্ধ"-স্থলে "কৃষ্ণচন্দ্র"-পাঠান্তর।

২৩০। অবতারী—অবতীর্ণ হয়েন। "অবতারী—যাঁহা হইতে সমস্ত অবতার অবতীর্ণ হয়েন, তিনিই 'অবতারী'। কিন্তু এ-স্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে—যিনি অবতীর্ণ হয়েন। অ. প্র.।" "অবতারী"-স্থলে "অবতরি"-পাঠান্তর। অবতরি—অবতরণ করেন। প্রতিজন্মে—জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া ঈশ্বর যখনই অবতীর্ণ হয়েন, তখনই। হরিদাসঠাকুর যে ভগবানের নিত্য পার্ষদ, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল।

২৩১। উঙ্গি—উনি, হরিদাস। "উঙ্গি"-স্থলে "উহি"-পাঠান্তর। অর্থ একই। নিরপরাধ—অপরাধহীন। বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে—বিষ্ণুতে এবং বৈষ্ণবে। হরিদাসের ভগবদপরাধও নাই, বৈষ্ণবাপরাধও নাই। "দৃষ্টি"-স্থলে "মন"-পাঠান্তর আছে।

২৩৪। নীচকুলে—যবনকুলে। প্রভুর আজ্ঞাতে—ভগবানের নির্দেশে। "নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে"-স্থলে "হরিদাস অধম কুলেতে"-পাঠান্তর। অধম কুলেতে—যবনবংশে।

২৩৫। "সর্ব্বশাস্ত্রে"-স্থলে "বেদে শাস্ত্রে"-পাঠান্তর। ভগবান্ বলিয়াছেন—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥ হ. ভ. বি. ১০৷৯১-ধৃত প্রমাণ। —অভক্ত চতুর্বেদীও আমার প্রিয় নহেন; কিন্তু ভক্ত শ্বপচও আমার প্রিয়। ভক্ত শ্বপচকেই দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে। আমি যেরূপ সকলের পূজ্য, সেই ভক্ত শ্বপচও তদ্রূপ সকলের পূজ্য।" "বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চণ্ডালা অপি

উত্তমকুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে'॥ ২৩৬

এ সকল বেদ-বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে॥ ২৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥ হ. ভ. বি. ১০।১০৬ ধৃত-বৃহন্নারদীয়-বচন॥ —যাঁহারা বিষ্ণুভক্তি-বিহীন, তাঁহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিকীর্তিত; হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ।" দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদে বলা হইয়াছে—"সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ঐ ১০।৯২॥—হরিভক্তি-পরায়ণ হইলে বর্ণসঙ্কর জাতিও পরম পবিত্র হয়; কিন্তু জনার্দ্দনে যাঁহাদের ভক্তি নাই, এইরূপ কুলীন ব্যক্তিগণও ম্লেচ্ছতুল্য।" শাস্ত্রে এতাদৃশ বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

২৩৬। "কুলে তার কি করিবে, নরকেতে"-স্থলে "কুলে তার কিছু নহে, নরকে সে" পাঠান্তর। মজে—নিমজ্জিত হয়। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—"বিপ্রাদ্‌দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন চ ভূরিমানঃ॥ ৭।৯।১০॥—শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিরহিত দ্বাদশ-গুণান্বিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা—যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এরূপ শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু, এতাদৃশ শ্বপচও স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু অতিশয় গর্ব্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না।" ভক্তির প্রভাবে শ্বপচেরও সমস্ত জাতিদোষ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি পবিত্র হয়েন। "ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ভা. ১১।১৪।২১॥—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন, আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি, শ্বপচদিগকেও তাহাদের জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে।" ভক্তির প্রভাবে শ্বপচও নিজেও পবিত্র হয়েন এবং পাবনী শক্তিও প্রাপ্ত হয়েন; তাই তিনি নিজের কুলকেও পবিত্র করিতে পারেন। কিন্তু যিনি ভক্তিহীন, তিনি দ্বাদশ গুণান্বিত ব্রাহ্মণ হইলেও নিজেই পবিত্র হইতে পারেন না, অপর কাহাকেও পবিত্র করিতেও পারেন না। নিজে পবিত্র হইতে পারেন না বলিয়া তাঁহার সংসার-বন্ধনও ঘুচে না, নরক-গমনও ঘুচে না।

২৩৭। সাক্ষী—প্রমাণ। অধম কুলেতে—যবনকুলে। হরিদাসঠাকুর যে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ২৩৪-৩৭ পয়ারে তাহাই বলা হইয়াছে। মুলুকপতিও হরিদাসকে যবন-বংশজাত বলিয়াছেন (১।১১।৬৯)। কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৯৩) লিখিয়াছেন—"হরিদাসঠাকুর পূর্বজন্মে ছিলেন ঋচীকমুনির পুত্র, তখন তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। পিতাকে অধৌত তুলসী দিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃশাপে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (১।৪।৮-১২) লিখিয়াছেন—"দ্রাবিড়দেশে বৈষ্ণবক্ষেত্রে রামমুনি-নামক এক মহাতপস্বী ছিলেন। হরিদাস পূর্বজন্মে ছিলেন এই রামমুনির পুত্র। পিতার জন্য তিনি তুলসী আনিয়া প্রক্ষালন করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সেই তুলসী ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল। হরিদাস সেই তুলসী প্রক্ষালন না করিয়াই আবার পাত্রে রাখিয়াছিলেন। রামমুনি, তুলসীকে ধৌত

প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান। সেইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম ॥ ২৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মনে করিয়া, তাহা ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেজন্য এবার তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধর্মাত্মা, সুধী, শান্ত, সর্বজ্ঞানবিচক্ষণ, শ্রীমান্, ভক্ত এবং ব্রহ্মাংশ।" মুরারিগুপ্ত এবং কর্ণপূর, উভয়েই হরিদাসঠাকুরকে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি হইতে জানা যায়, হরিদাস পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন ; কিন্তু এইবার যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, হরিদাস নিজেই নিজের "হীন জাতিতে," "ম্লেচ্ছকুলে" জন্মের কথা বলিয়াছেন। "হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর। * * * বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হৈয়া॥ চৈ. চ. ৩।১১ ২৬-২৯॥" শ্রীল হরিদাসদাস মহাশয় তাঁহার "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান," তৃতীয় খণ্ডে, ১৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতবিলাসে পরিশিষ্ট ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, শ্রীহরিদাসঠাকুর ১৩৭২ শকে অগ্রহায়ণ মাসে খানাউল্লা কাজির গৃহে অবতীর্ণ হয়েন এবং কয়েক মাস পরে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন।" শ্রীলহরিদাসদাস-মহাশয় তাঁহার অভিধানের পূর্বোল্লিখিত খণ্ডের ১৪০৮-৯ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন—"কাহারও মতে ইনি ব্রহ্মাণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম—সুমতি ও মাতার নাম—গৌরী। শৈশবে পিতামাতার পরলোকগমন হইলে প্রতিবেশী মুসলমান কর্তৃক পালিত হন বলিয়া যবন হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন।" কিন্তু প্রাচীন চরিতকারদের কেহই যে এ-কথা বলেন নাই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মতান্তর সম্বন্ধে একটি কথা বিবেচ্য। যে গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে যে কেবল একটিমাত্র ব্রাহ্মণ-ঘর (হরিদাসের পিতার ঘর) ছিল, অন্য কোনও ব্রাহ্মণ-ঘর বা হিন্দুর ঘর ছিল না, অন্য সকলেই মুসলমান ছিলেন, হরিদাসের পিতা সুমতি সস্ত্রীক একা মুসলমান-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য ? যদি ইহা বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহা হইলে পিতৃমাতৃহারা ব্রাহ্মণ-শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপর কোনও ব্রাহ্মণ-পরিবার, কি ব্রাহ্মণেতর কোনও হিন্দু-পরিবার যে অগ্রসর হইয়া আসিলেন না, প্রতিবেশী মুসলমানই শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। হরিদাসের পিতা সুমতির কোনও আত্মীয়-স্বজনও কি ছিল না ? দেহত্যাগের পরে হরিদাসের ব্রাহ্মণ-পিতামাতার শবদেহের সৎকারও কি প্রতিবেশী মুসলমানেরাই করিয়াছেন ? অন্ততঃ নিকটবর্তী গ্রামের হিন্দুগণও তাঁহাদের শবসৎকারের কোনও বন্দোবস্ত করিলেন না ? এ-সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে সন্দেহাতীত ভাবেই বুঝা যায়—হরিদাস ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। যবনকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য পিতৃমাতৃহীন যবন-শিশুকে প্রতিবেশী কোনও মুসলমানই পালন করিয়াছিলেন। পরবর্তী ২৩৮ পয়ারোক্তিও হরিদাসের যবনকুলে জন্মেরই সমর্থক।

২৩৮। নীচকুলে জন্মিয়াও কেহ যদি কৃষ্ণভজন করেন, তাহা হইলে তিনিও যে পূজ্য হয়েন, তাহার প্রমাণ দেখাইবার জন্য, ভগবান্ যে কেবল হরিদাসকে নীচকুলে জন্ম দেওয়াইয়াছেন, তাহা নহে ; পরন্তু প্রহ্লাদ এবং হনুমানকেও যে তিনি নীচকুলে জন্মাইয়াছেন, তাহা এই পয়ারে বলা

হরিদাস-স্পর্শে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥ ২৩৯
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেও হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ ॥ ২৪০
হরিদাস-আশ্রয় করিব যেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসারবন্ধন ॥ ২৪১
শত-বর্ষে শত-মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥ ২৪২

ভাগ্যবন্ত তোমরা সে, তোমা' সভা হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে ॥ ২৪৩
সকৃত যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্যসত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥" ২৪৪
এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন-সমাজ ॥ ২৪৫
হেন হরিদাসঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ ॥ ২৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছে। প্রহ্লাদের জন্ম হইয়াছে দৈত্যকুলে, অসুরবংশে। হনুমানের জন্ম হইয়াছে বানরকুলে। তথাপি এই দুইজন পরমভাগবত জগতের পূজ্য। দৈত্য—জাতিতে দৈত্য বা অসুর। কপি—বানর, জাতিতে বানর। নীচ-জাতি নাম—নীচ জাতিতে জন্ম বলিয়া নীচ জাতি বলিয়া খ্যাত। "নীচ-জাতি নাম"-স্থলে "অধমকুলে জান"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—হরিদাসও অধমকুলে (যবনবংশে) জন্মিয়াছেন, ইহা জানিবে।

২৩৯। ২৩৯-৪৪ পয়ার-সমূহে হরিদাসের মহিমা কথিত হইয়াছে। হরিদাস-স্পর্শে—হরিদাসের স্পর্শলাভের নিমিত্ত। মজ্জন—স্নান। হরিদাসের স্পর্শলাভের নিমিত্ত গঙ্গাও ইচ্ছা করেন যে, হরিদাস যেন গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া স্নান করেন। "মজ্জন"-স্থলে "মার্জ্জন"-পাঠান্তর। মার্জ্জন—গঙ্গাজলের দ্বারা অঙ্গ-মার্জন।

২৪০। কি দায়—কি কথা। দেখিলেও হরিদাস—হরিদাসকে দর্শন করিলেও। ছিণ্ডে—ছিঁড়িয়া যায়, দূরীভূত হয়। অনাদি কর্ম্মপাশ—অনাদি কর্মবন্ধন। অনাদি—যাহার আদি নাই। অনাদি কর্মের ফলেই জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বিমুখ হইয়া মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে এবং নানাবিধ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হরিদাসের দর্শনমাত্র পাইলেও সমস্ত সংসারী জীবের অনাদি কর্মবন্ধন ঘুচিয়া যায়, সংসার-যন্ত্রণাও ঘুচিয়া যায়।

২৪২। "নাহি পারি"-স্থলে "না পারিব"-পাঠান্তর।

২৪৪। সকৃত—সকৃৎ, একবার মাত্র। "সকৃত"-স্থলে "সুকৃতি"-পাঠান্তর আছে। সুকৃতি—উত্তমকর্ম্মা। কৃষ্ণধাম—শ্রীকৃষ্ণের ধাম, গোলোক।

২৪৬। অনুভাব—প্রভাব, মহিমা। শ্রীবৈষ্ণব নাগ- শ্রীকৃষ্ণসেবক অনন্ত নাগ। "শ্রীবৈষ্ণব"-স্থলে "শ্রীবৈকুণ্ঠ"-পাঠান্তর। বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ মায়াতীতও হয়, ভগবান্‌ও হয় (১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ শ্রীবলরামই শেষ-নামক অনন্তদেবরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন। সুতরাং পাঠান্তর অনুসারে, শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাগ—মায়াতীত শ্রীভগবান্ বলরাম, যিনি এক স্বরূপে শেষনামক অনন্তদেব।

সভার পরম প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
নাগ-মুখে শুনিঞা বিশেষ হৈল অতি ॥ ২৪৭
হেনমতে বৈসেন ঠাকুর হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ ॥ ২৪৮
সর্ব্বদিগে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহো কেমন কীর্ত্তন ॥ ২৪৯
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সভেই করয়ে পরিহাস ॥ ২৫০
আপনাআপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥ ২৫১
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডেপাষণ্ডে মেলি বল্গিয়াই মরে ॥ ২৫২
"এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহাসভা' হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ ॥ ২৫৩
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে ॥ ২৫৪
গোসাঞির শয়ন হয় বর্ষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ॥ ২৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪৭। "শুনিয়া বিশেষ"-স্থলে "শুনি হরষিত"-পাঠান্তর।

২৪৮। গৌরচন্দ্র না করেন ইত্যাদি—যে সময়ের কথা এ-স্থলে বলা হইয়াছে, সেই সময় পর্যন্ত শ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে ভক্তি-প্রচার করেন নাই। গ্রন্থকার পরে লিখিয়াছেন, যে-সময় যবনগণ হরিদাসঠাকুরের নির্যাতন করিতেছিল, সেই সময়ে শ্রীগৌরচন্দ্র আবির্ভূতই হয়েন নাই (২।১০।৩৭-৪৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)। আবির্ভূত হওয়ার পরেও প্রভু অনেককাল আত্মপ্রকাশ করেন নাই; গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই প্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং ভক্তিপ্রচারও করিয়াছেন। পরবর্তী কতিপয় পয়ারে দেশের তৎকালীন অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

২৪৯। উদ্দেশ না জানে কেহো ইত্যাদি—"কীর্ত্তন যে কাহাকে বলে, তাহা বিশেষরূপে জানা দূরে থাকুক, তাহার নাম-গন্ধও কেহ জানে না। অ. প্র.।" "কেমন কীর্ত্তন"-স্থলে "কেন সঙ্কীর্ত্তন" পাঠান্তর আছে। অর্থ—কি জন্য সঙ্কীর্ত্তন করা হয়, তাহাও কেহ জানিত না।

২৫২। বল্গিয়া—ঠাট্টাবিদ্রূপাত্মক কথার স্রোত বহাইয়া; অথবা, ভক্তদের অনুকরণে আস্ফালন পূর্বক নৃত্যাদি করিয়া ভক্তদিগকে উপহাস করিয়া। "বল্গিয়াই"-স্থলে "ব্যঙ্গিয়াই"-পাঠান্তর। ব্যঙ্গিয়াই—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াই।

২৫৩। ২৫৩-৬৩ পয়ার-সমূহে ভক্তদের এবং তাঁহাদের কীর্তনের সম্বন্ধে বহির্মুখ লোকদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে।

২৫৪। ভাবক—বিচারবুদ্ধিহীন তরলচিত্ত লোককে ভাবক বলে। ভাবপ্রবণ লোক। ভাবক-কীর্তন—ভাবপ্রবণ লোকদিগের কীর্তন। ছলা পাতে—ছলনা বিস্তার করে, লোকদিগকে ঠকাইবার জন্য কৌশল বিস্তার করে।

২৫৫। গোসাঞির—ভগবানের। "হয় বর্ষা"-স্থলে "বরিষা"-পাঠান্তর। অর্থ একই। গোসাঞির শয়ন ইত্যাদি—শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত—সাধারণতঃ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক—এই চারিমাস,—ভগবান্ বিষ্ণুর শয়ন-কাল—যোগনিদ্রার সময়। ইহাতে—এই সময়ে,

নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইব গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে, ইথে দ্বিধা নাঞি॥" ২৫৬
কেহো বোলে "যদি ধান্যে কিছু মূল্য চঢ়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥" ২৫৭
কেহো বোলে "একাদশী-নিশি জাগরণ।
করিব গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণ॥ ২৫৮
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ ?"
এইমত বোলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥ ২৫৯
দুঃখ পায় শুনিঞা সকল-ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহো উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন॥ ২৬০
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসো দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥ ২৬১
তথাপিহ হরিদাস উচ্চ-স্বর করি।
বোলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি॥ ২৬২
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপিগণ,।
না পারে শুনিতে উচ্চ-হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ ২৬৩
হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাস দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন॥ ২৬৪
"অয়ে হরিদাস! একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার॥ ২৬৫
মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥ ২৬৬
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে ?
এই ত পণ্ডিত-সভা বোলহ ইহাতে॥" ২৬৭
হরিদাস বোলেন "ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান' হরিনামের মহত্ত্ব॥ ২৬৮
তোমরা-সভার মুখে শুনিঞা সে আমি।
বলিতেছি, বলিবাঙ যেবা কিছু জানি॥ ২৬৯
উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥" ২৭০

তথাহি—

"উচ্চৈঃ শতগুণম্ভবেৎ" ইতি॥ ১॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভগবানের নিদ্রার সময়ে। ইহাতে কি যুয়ায় ইত্যাদি—এই নিদ্রার সময়ে ডাক ছাড়িয়া উচ্চকীর্তন করা কি সঙ্গত ? এই সময়ে উচ্চকীর্তন করিলে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ হইবে; সুতরাং তাহা করা সঙ্গত নয়।

২৫৬। "হইব"-স্থলে "হইয়া"-পাঠান্তর।

২৫৭। চঢ়ে—বাঢ়ে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "চঢ়ে"-স্থলে "নড়ে"-পাঠান্তর।

২৫৯। "যত"-স্থলে "কথো" পাঠান্তর। কথো—কথেক, কিছু অংশ। **মধ্যস্থ সমাজ**—মধ্যপন্থী লোকগণ। যাঁহারা কীর্তনের সম্পূর্ণ বিরোধীও নহেন, কীর্তনে অনুরক্তও নহেন।

২৬০। "সকল"-স্থলে "শুনিঞা" পাঠান্তর।

২৬৪। হরিনদী গ্রাম—"শান্তিপুরের পশ্চিমদিকে—দুই ক্রোশ দূরে। অ. প্র.।" "ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন"-স্থলে "বিপ্র সুদুর্জ্জন"-পাঠান্তর।

২৬৫। ব্যভার—ব্যবহার, আচরণ।

২৬৬। "জপিবা, এই সে"-স্থলে; "জপিবাঙ, এ সে"-পাঠান্তর।

২৬৮। তোমরা—তোমরা ব্রাহ্মণগণ।

শ্লো॥ ১॥ অন্বয়—সহজ

বিপ্র বোলে "উচ্চ-নাম করিলে উচ্চার।
শত-গুণ পুণ্য হয়, কি হেতু ইহার?" ২৭১
হরিদাস বোলেন "শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়।" ২৭২
সর্ব্ব-শাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দসুখে ॥ ২৭৩

"শুন, বিপ্র। সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু-পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥ ২৭৪

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (৩৪।১৭).

সুদর্শনবাক্যং—

"যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥" ২"

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অনুবাদ। (মনে মনে জপ করিলে যে-ফল হয়) উচ্চস্বরে নাম গ্রহণ করিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফল হইয়া থাকে। ১।১১।১ ॥

২৭১। "পুণ্য"-স্থলে "ফল"-পাঠান্তর।

২৭২। "তত্ত্ব"-স্থলে "হেতু"-পাঠান্তর।

২৭৪। সকৃত—একবার।

শ্লো॥ ২ ॥ অন্বয় যন্নাম (যাঁহার একটিমাত্রও নাম) গৃহ্নন্ (কেবল উচ্চারণ করিতে করিতেই) [জীবঃ—জীব] আত্মানম্ (নিজেকে) এব (এবং আপনার ন্যায়) অখিলান্ শ্রোতৄন্ (সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে) চ (এবং সেই শ্রোতৃবর্গের সংসর্গিগণকেও) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ—উচ্চারণ মাত্রে) পুনাতি (পবিত্র করিয়া থাকেন) তস্য (সেই, তাদৃশ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট) তে (তোমার) পদা (চরণের দ্বারা) স্পৃষ্টঃ (স্পর্শপ্রাপ্ত হইয়া) [অহম্ অপি—আমিও] হি (নিশ্চয়ই) ভূয়ঃ (অধিকতররূপে—সে-সমস্তকে, আপনাকে ও অন্যান্য সকলকে) [পুনামি—পবিত্র করিব] কিম্ (ইহাতে আর কথা কি আছে?)। বৈষ্ণবতোষণী টীকানুযায়ী অন্বয়। ১।১১।২ ॥

অনুবাদ। (সর্পদেহধারী সুদর্শননামা বিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) যাঁহার একটি মাত্র নাম কেবল উচ্চারণ করিতে করিতেই জীব তৎক্ষণাৎ আপনাকে এবং আপনার ন্যায় সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে এবং সেই শ্রোতৃবর্গের সংসর্গিগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন, তাদৃশ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট সেই তোমার চরণের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া আমিও যে নিশ্চয়ই নিজেকে এবং অন্যান্য সকলকে অধিকতর রূপেই পবিত্র করিব, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ১।১১।২ ॥

ব্যাখ্যা। শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩৪শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, এক সময়ে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্রজবাসী গোপগণের সহিত নন্দ-মহারাজ সরস্বতী-নদীতীরে অম্বিকাবনে গিয়াছিলেন এবং মহাদেব ও পার্বতীর অর্চনা করিয়া ব্রতধারণপূর্বক উপবাসী থাকিয়া সেই রাত্রিতে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। তখন এক মহাসর্প সে-স্থানে আসিয়া শয়ান নন্দমহারাজকে গ্রাস করিতে গাগিল। অহিগ্রস্ত হইয়া শ্রীনন্দ—"কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। মহাসর্প আমাকে গ্রাস করিতেছে, আমাকে রক্ষা কর"—এইরূপ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া গোপগণ উঠিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠদ্বারা সর্পকে প্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু

"পশু-পক্ষী-কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে'॥ ২৭৫
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনে সে তরে'।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥ ২৭৬
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বোলে॥ ২৭৭

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং—
"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন পুনাতি চ॥" ৩॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহাতেও সর্প নন্দমহারাজকে পরিত্যাগ করিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া স্বীয় চরণের দ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শমাত্রে সেই সর্প সর্পদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোরম বিদ্যাধর-দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদ্যাধর বলিলেন—তিনি পূর্ব্বজন্মে সুদর্শন-নামে বিখ্যাত অতি গর্বিত বিদ্যাধর ছিলেন। এক সময়ে তিনি আঙ্গিরস-ঋষিকে উপহাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে পুনরায় তাঁহার বিদ্যাধর-দেহ-প্রাপ্তি হইয়াছে। সেই বিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে এই শ্লোকোক্ত কথাগুলিও বলিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবতোষণীর আনুগত্যে শ্লোকোক্ত কথাগুলির তাৎপর্য বিবৃত হইতেছে। **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করিতে করিতে। শ্রীকৃষ্ণের যে-কোনও একটি নাম কেবল উচ্চারণ করিলেই সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ পবিত্র হওয়া যায়। গৃহ্ণন্-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে—কেবল উচ্চারণ করিলেই, শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা নাই। বর্তমান-কালবাচক "গৃহ্ণন্"-শব্দে সম্পূর্ণত্বের অপেক্ষা, "অখিলান্"-শব্দে অধিকারাদির অপেক্ষা, এবং "সদ্যঃ"-শব্দে কালের অপেক্ষাও যে নাই, তাহাই সূচিত হইতেছে। যে-কোনও লোক, যে-কোনও সময়ে এবং যে-কোনও ভাবে, সম্পূর্ণ নামের কথা তো দূরে, অসম্পূর্ণ নামের উচ্চারণ মাত্র করিলেই তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইতে পারে। উচ্চারণকারী নিজে তো পবিত্র হয়েনই, তাঁহার মুখে উচ্চারিত নাম অপর যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও এবং তাঁহাদের সংসর্গে যে-সকল লোক থাকেন, তাঁহারাও পবিত্র হয়েন। এতাদৃশই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণনামের অচিন্ত্য মহিমা। (এ-স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরাধহীন লোকদের সম্বন্ধেই এই কথাগুলি প্রযোজ্য)। উচ্চকীর্তনের মহিমা-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হইয়াছে। উচ্চকীর্তন করিলেই অপর লোক নাম শুনিতে পারে এবং শ্রবণের ফলে পবিত্র হইতে পারে। মনে মনে নাম জপ করিলে অপরে শুনিতে পায় না। উচ্চকীর্তনে যে অন্য জীবেরও মঙ্গল হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৭৫-৭৭। এই কয় পয়ারে, উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। ২৭৬ পয়ারে "কৃষ্ণনাম"-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণনাম" এবং "পর-উপকার"-স্থলে "সব-উপকার" (সকলের উপকার) এবং ২৭৭ পয়ারে "সর্ব্ব"-স্থলে "বেদে"-পাঠান্তর আছে। উচ্চকীর্তনের মহিমাধিক্য সম্বন্ধে আর একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ৩॥ অন্বয়॥ হরিনামানি জপতঃ (শ্রীহরির নামসমূহ যিনি মনে মনে জপ করেন,

"জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক পুরাণে কেনে ধরি॥ ২৭৮
শুন বিপ্র। মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥ ২৭৯
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দসঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু-মাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥ ২৮০
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্ব্ব-প্রাণী॥
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥ ২৮১
ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বোল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥ ২৮২
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥ ২৮৩
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে॥" ২৮৪
সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥ ২৮৫
"দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালেকালে বেদপথ হয় দেখি নাশ॥ ২৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহা অপেক্ষা) উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরে) জপন্ (জপকারী, উচ্চকীর্তনকারী লোক) শতগুণাধিকঃ (শতগুণে অধিক—শ্রেষ্ঠ) [ইতি—ইহা যে কথিত হয়] স্থানে (তাহা যুক্তিযুক্তই; কেননা মনে মনে জপকারী কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন; কিন্তু উচ্চকীর্তনকারী) আত্মানং চ (নিজেকেও) শ্রোতৄন্ চ (এবং শ্রোতাদিগকেও) পুনাতি (পবিত্র করেন)। ১৷১১৷৩॥

অনুবাদ। শ্রীহরির নামসমূহ যিনি মনে মনে জপ করেন, তাঁহা অপেক্ষা উচ্চকীর্তনকারী লোক শতগুণে শ্রেষ্ঠ—এইরূপ যে বলা হয়, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কেননা, মনে মনে জপকারী কেবল নিজেকেই পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু উচ্চকীর্তনকারী নিজেকেও পবিত্র করেন এবং শ্রোতাদিগকেও পবিত্র করেন। ১৷১১৷৩॥

পরবর্তী ২৭৮-৮৪ পয়ারসমূহে উচ্চসঙ্কীর্তনের মহিমাধিক্য কথিত হইয়াছে।

২৭৮। "শতগুণ অধিক পুরাণে কেনে"-স্থলে "শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে"-পাঠান্তর।

২৮১। নর বিনে—মনুষ্যব্যতীত অপর প্রাণী।

২৮২। ব্যর্থজন্মা ইহারা—ইহাদের (মনুষ্যব্যতীত অন্য প্রাণীর) জন্মই ব্যর্থ, অনর্থক; কেন না, জিহ্বা পাইয়াও তাহারা হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। নিস্তরে—উদ্ধারলাভ করে। "ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে"-স্থলে "ব্যর্থজন্ম পাইয়া নিস্তার"-পাঠান্তর। যাহা হৈতে—যে উচ্চ-কীর্তন হইতে।

২৮৬। ২৮৬-৮৯ পয়ারে হরিদাসঠাকুরের প্রতি হরিনদীবাসী বিপ্রের কটূক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। দরশন কর্তা—দর্শন-কর্তা। দর্শন—বেদানুগত পারমার্থিক দর্শন-শাস্ত্র, বেদান্তদর্শন। বেদানুগত দর্শন-শাস্ত্রেই জীবের সাধ্যসাধন-তত্ত্বাদি কথিত হইয়াছে। দরশনকর্ত্তা এবে ইত্যাদি—হরিনদীবাসী বিপ্র হরিদাসের প্রতি ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—বেদানুগত দর্শন-শাস্ত্রে যে-সকল কথা দেখিতে পাওয়া যায় না, হরিদাসের মুখে সে-সকল কথা শুনিতেছি। দেখিতেছি, এখন হরিদাসই এক নূতন দর্শনশাস্ত্রকার হইয়াছে। কালে কালে—কালপ্রভাবে। বেদপথ—বেদশাস্ত্র-বিহিত পন্থা।

'যুগশেষে শূদ্রে বেদ করিব বাখানে'।
এখনেই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে ॥ ২৮৭
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরেঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া ॥ ২৮৮
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাটি নুড়ি পূর' আগে ॥" ২৮৯
শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি ঈষত হইল কিছু হাস ॥ ২৯০
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া ॥ ২৯১
যে বা পাপি-সভাসদ সেহো পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি ॥ ২৯২
এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন যম-যাতনার পাত্র ॥ ২৯৩
কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ ২৯৪

তথাহি বরাহপুরাণে মহেশবাক্যং—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্ ॥" ৪ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৭। যুগশেষে—কলিযুগের শেষভাগে। করিব বাখানে—ব্যাখ্যা করিবে, তাৎপর্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবে। এখনেই তাহা দেখি—কলির এই আরম্ভেই দেখিতেছি, শূদ্র (শূদ্র নয়, যবনও) বেদের তাৎপর্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শেষে আর কেনে—কলির শেষ-সময়ের কি প্রয়োজন। এ-সমস্ত হইতেছে হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি সেই ব্রাহ্মণের ব্যঙ্গ-কটাক্ষ। এই ব্রাহ্মণ বোধ হয় মনে করিয়াছেন—তিনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন বেদবিহিত সাধ্য-সাধনের কথা বলিবার অধিকার তাঁহারই, যবন-হরিদাসের তাহাতে কোনও অধিকারই নাই। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন, তাহাই হরিদাসের পক্ষে মানিয়া লওয়া উচিত; হরিদাস তাহা না মানিয়া অনধিকার-চর্চা করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মতের খণ্ডন করিতেছে। কি আস্পর্দা হরিদাসের! তাই ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ হরিদাসের প্রতি নিতান্ত অবমাননাসূচক কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন।

২৮৮। আপনারে প্রকট করিয়া—নিজের মাহাত্ম্য ও শাস্ত্রজ্ঞত্ব প্রচার করিয়া। ভাল ভোগ—উত্তম খাদ্য। বুলিয়া—ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"ভালে ঘরে ঘরে ভোগ বুলিস্ খাইয়া।" ভালে—কপালগুণে। বুলিস্ খাইয়া—খাইয়া খাইয়া বেড়াইতেছিস্। এই পয়ারও হরিদাসের প্রতি তাচ্ছিল্য-সূচক উক্তি।

২৮৯। এ যদি না লাগে—তোর এই ব্যাখ্যা যদি বিচার-সহ (সঙ্গত) না হয়। নুড়ি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড। নুড়ি পূর আগে—তোর নাক কাটিয়া সেই কাটা-নাকে, আগে (সকলের অগ্রভাগে—সাক্ষাতে) ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড পুরিয়া দিব। "নাক কাটি নুড়ি পূর"-স্থলে পাঠান্তর—"নাক কাণ কাটি পুন (ফেলি)।"

২৯২। সভাসদ—ব্রাহ্মণ-সমাজের সদস্যগণ; সে-স্থানে সমবেত ব্রাহ্মণগণ। ইথি—হরিনদীবাসী ব্রাহ্মণের কটূক্তিতে।

শ্লো ॥ ৪ ॥ অন্বয় ॥ রাক্ষসাঃ (রাক্ষসগণ) কলিম্ আশ্রিত্য (কলিযুগকে আশ্রয় করিয়া—

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥ ২৯৫

তথাহি পদ্মপুরাণে মহেশবাক্যং—

"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ ॥" ৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কলিকালে) ব্রহ্মযোনিষু (ব্রাহ্মণকুলে) জায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করে)। উৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণকুলে (ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া সেই রাক্ষসগণ) কৃশান্ (দুর্বল বা স্বল্পসংখ্যক) শ্রোত্রিয়ান্ (বেদজ্ঞ বা বেদ-বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে) বাধন্তে (বাধা প্রদান করে, প্রতিকূল আচরণাদি দ্বারা উৎপীড়িত করে)। ১।১১।৪ ॥ "কৃশান্"-স্থলে "কুলান্"-পাঠান্তর। শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্—শ্রোত্রিয় কুলকে।

অনুবাদ। কলিযুগ আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ কলিকালে) রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া সেই রাক্ষসগণ দুর্বল বা স্বল্পসংখ্যক শ্রোত্রিয়গণকে (বেদজ্ঞ এবং বেদবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে, অথবা তাদৃশ ব্রাহ্মণকুলকে) বাধা প্রদান করে (অর্থাৎ শ্রোত্রিয়গণের বেদবিহিত আচরণের বিঘ্ন জন্মায়, প্রতিকূল আচরণাদিদ্বারা তাঁহাদের পীড়ন করিয়া থাকে)। ১।১১।৪ ॥

ব্যাখ্যা। পূর্ববর্তী ২৯৪ পয়ারোক্তির সমর্থনে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "কলৌ খলু ব্রাহ্মণা বেদবিদ্যাবিহীনা ভবিষ্যন্তীতি পুরাণেতিহাসাদিষু বহুশঃ প্রদর্শিতমস্তি ॥ অ. প্র. ॥ —কলিতে ব্রাহ্মণগণ যে বেদবিদ্যাবিহীন হইবেন, তাহা পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে প্রচুরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।" শ্রীশুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—কলিতে কেবলযজ্ঞসূত্রই হইবে বিপ্রত্বের লক্ষণ। "কলৌ * * * বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি ॥ ভা. ১২।২।৩ ॥" শ্রীশুকদেব আরও বলিয়াছেন, কলিতে দ্বিজগণ শিশ্নোদর-পরায়ণ হইবে, "শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ ॥ ভা. ১২।৩।৩২ ॥" এবং পাষণ্ডগণের প্ররোচনায় প্রায়শঃ লোকগণ জগদ্গুরু অচ্যুতের ভজন করিবে না (ভা. ১২।৩।৪৩)। বর্তমান সময়েও দেখা যায়, বহু ব্রাহ্মণ কেবল উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধকালেই বেদবিহিত আচরণের অনুসরণ করেন; কিন্তু সাধন করেন বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতে।

২৯৫। এ-সব বিপ্রের—পূর্বশ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণগণের। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে পদ্ম-পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫ ॥ অন্বয় ॥ অত্র (এই বিষয়ে) বহুনা উক্তেন (অধিক কথার) কিম্ (কি প্রয়োজন)। যে ব্রাহ্মণাঃ (যে-সকল ব্রাহ্মণ) অবৈষ্ণবাঃ (অবৈষ্ণব, ভগবদ্ভক্তিহীন) প্রমাদেন অপি (প্রমাদ-বশতঃও, অনবধানতাবশতঃও) তেষাং (তাঁহাদের সহিত) সম্ভাষণং (সম্ভাষণ, কথা বলা) স্পর্শং (স্পর্শ) বর্জ্জয়েৎ (বর্জন—পরিত্যাগ করিবে)। ১।১১।৫ ॥

অনুবাদ। (মহাদেব বলিয়াছেন) এ-সম্বন্ধে অধিক বলার কি প্রয়োজন? যে-সকল ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব (ভগবদ্ভক্তিহীন), প্রমাদ-(অনবধানতা-) বশতঃও তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলা এবং তাঁহাদের স্পর্শপর্যন্ত, পরিত্যাগ করিবে। ১।১১।৫ ॥

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও যায় পুণ্য ক্ষয়॥ ২৯৬
সে বিপ্রাধমের কথোদিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥ ২৯৭
হরিদাসঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন॥ ২৯৮
ভক্তিশূন্য জগত দেখিয়া হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥ ২৯৯
কথোদিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপপুরী॥ ৩০০
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দমন॥ ৩০১
আচার্য্যগোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥ ৩০২
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
হরিদাসো করেন সভারে ভক্তি অতি॥ ৩০৩
পাষণ্ডিসকলে যত দেই বাক্যজ্বালা।
অন্যোহন্যে সব তাহা কহিতে লাগিলা॥ ৩০৪
গীতা ভাগবত লই সর্ব্বভক্তগণ।
অন্যোহন্যে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥ ৩০৫
যে জনে শুনয়ে পড়ে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্॥ ৩০৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান। ৩০৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯৬। এই পয়ারে পূর্ববর্তী ৫ম শ্লোকের তাৎপর্য কথিত হইয়াছে।

২৯৭। সে বিপ্রাধমের—হরিনদীগ্রামবাসী এবং হরিদাস-ঠাকুরের অবমাননাকারী সেই ব্রাহ্মণের। বসন্তে—বসন্তরোগে। পূর্ববর্তী ২৮৯ পয়ার দ্রষ্টব্য। যিনি হরিদাস-ঠাকুরের নাক কাটিতে চাহিয়াছিলেন, বসন্তরোগে তাঁহার নিজেরই নাসিকা খসিয়া পড়িল।

২৯৯। "ভক্তিশূন্য"-স্থলে "বিষয়েতে মগ্ন" এবং "অতিমুগ্ধ" পাঠান্তর আছে। বিষয়েতে মগ্ন—বিষয়সুখভোগে নিমগ্ন। অতিমুগ্ধ—অত্যন্ত মোহগ্রস্ত, মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে মত্ত।

৩০২। আচার্য্য গোসাঞি—শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য। হরিদাস যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্যও তাঁহার নবদ্বীপস্থ গৃহে ছিলেন।

৩০৪। দেই—দেয়।

৩০৭। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি আদিখণ্ডে একাদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(২৪. ৫. ১৯৬৩—৩১. ৫. ১৯৬৩)

দ্বাদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর॥ ১
জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন মন প্রাণ।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর' প্রভু সর্ব্বজীবে ত্রাণ॥ ২
আদিখণ্ড-কথা ভাই! শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে॥ ৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। জগতের বহির্মুখতায় ভক্তদের দুঃখ-দর্শনে এবং বহির্মুখ লোকগণকর্তৃক ভক্তদের নিন্দা-শ্রবণে, প্রভুর আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছা সত্ত্বেও তখন আত্ম-প্রকাশ না করিয়া গয়া গমনের জন্য প্রভুর ইচ্ছা এবং গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা। কতিপয় শিষ্যের সহিত প্রভুর গয়াগমন, পথে মন্দার-পর্বতে মধুসূদন-দর্শন, লোকশিক্ষার্থ নিজ দেহে জ্বরের প্রকটন এবং কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ-বিপ্রের পাদোদক-পানে জ্বর-নিবৃত্তি। প্রভুর গয়ায় প্রবেশ, বিষ্ণুপাদ-পদ্ম-দর্শন, সে-স্থলে দৈবাৎ ঈশ্বরপুরীর সহিত মিলন। তীর্থশ্রাদ্ধ। ভোজনার্থ প্রভুর রন্ধন-সময়ে দৈবাৎ ঈশ্বরপুরীর আগমন, ঈশ্বরপুরীর ভোজন, পুরীগোস্বামীর প্রতি প্রভুর প্রীতি, পুরীর নিকটে প্রভুর দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। নিভৃতে ইষ্টমন্ত্র-ধ্যান-কালে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও পরে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, কৃষ্ণবিরহে প্রভুর ব্যাকুলতা ও ধৈর্যচ্যুতি, শিষ্যগণকর্তৃক প্রভুর স্থৈর্য-সম্পাদন। কৃষ্ণদর্শনার্থ শেষরাত্রিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী প্রভুর মথুরাভিমুখে গমন, পথিমধ্যে দৈববাণী-শ্রবণে বাসায় প্রত্যাবর্তন এবং পরে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন। গ্রন্থকার-রচিত আদিখণ্ডের উপসংহার-শ্লোক।

১। মহেশ্বর—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্। ১।২।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। নিত্যানন্দ-প্রিয়—নিত্যানন্দের প্রিয় যিনি, অথবা নিত্যানন্দ হইতেছেন প্রিয় যাঁহার সেই শ্রীগৌরসুন্দর। নিত্য-কলেবর—সচ্চিদানন্দ বলিয়া যাঁহার দেহ নিত্য—ত্রিকালসত্য; ইহা "শ্রীগৌরসুন্দরের" বিশেষণ।

২। "জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন মন"-স্থলে "জয় জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন"-পাঠান্তর।

৩। "সাবধানে"-স্থলে "এক মনে"-পাঠান্তর। গয়া—ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত স্বনাম-খ্যাত পিতৃতীর্থ। এ-স্থানে গয়াসুরের শিরোদেশে শ্রীগদাধর বিষ্ণুর পাদপদ্ম বিরাজিত। গয়াসুরের মস্তক একক্রোশ বিস্তৃত। "ক্রোশৈকন্তু গয়াশিরঃ"। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে গয়াশিরঃস্থ বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। গয়াতে গয়াশির, অক্ষয়বট, রামশিলা, প্রেতশীলা, ব্রহ্মকুণ্ড, ধেনুকতীর্থ, যোনিদ্বার, ফল্গুতীর্থ প্রভৃতি বহু শ্রাদ্ধস্থান বিদ্যমান। বায়ুপুরাণে, মহাভারত-দ্রোণপর্বে ৬৪তম অধ্যায়ে, হরিবংশে ১০ম অধ্যায়ে, গয়ার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। গয়াতে ৪৫টি বেদী বা তীর্থ আছে।

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস ॥ ৪
চতুর্দ্দিগে পাষণ্ড বাঢ়য়ে গুরুতর।
ভক্তিযোগ নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর ॥ ৫
মিথ্যা-রসে অতি লোকের আদর।
ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর ॥ ৬
প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।
ভক্তসভে দুঃখ পায় দেখেন আপনে ॥ ৭
নিরবধি বৈষ্ণবসভেরে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি বুলে, তাহা শুনেন আপনে ॥ ৮
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন "আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে ॥" ৯
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
গয়াভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ১০
শাস্ত্রবিধিমত শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া ॥ ১১
জননীর আজ্ঞা লই মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে ॥ ১২
সর্ব্ব দেশ গ্রাম করি পুণ্য তীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয় ॥ ১৩
ধর্ম্মকথা বাকোবাক্য পরিহাস রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কথোক দিবসে ॥ ১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ—গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। বাঢ়য়ে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "গুরুতর"-স্থলে "বহুতর" পাঠান্তর। ভক্তিযোগ নাম ইত্যাদি—কোনও স্থানেই ভক্তিযোগের নামমাত্রও শুনা যায় না।

৬। মিথ্যারসে—অনিত্য সংসার-সুখে। অতি লোকের আদর—লোকের অত্যন্ত আদর।

৮-৯। নিরবধি—সর্বদা। "বৈষ্ণবসভেরে"-স্থলে "বৈষ্ণবের সব" এবং "নিন্দা করি বুলে"-স্থলে "নিন্দা করে বোলে"-পাঠান্তর। বুলে—বেড়ায়। জগতের বহির্মুখতা-দর্শনে, ভক্তদের দুঃখ দেখিয়া, এবং দুষ্টলোকগণকর্তৃক ভক্তদের নিন্দার কথা শুনিয়া, আত্মপ্রকাশ করার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা হইল; কিন্তু তথাপি তিনি তখন আত্মপ্রকাশ করিলেন না; প্রভু মনে করিলেন—তিনি গয়ায় যাইবেন এবং গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তদের দুঃখ দূর করিবেন।

১১। শাস্ত্রবিধিমতে ইত্যাদি—পিতৃপুরুষের তর্পণের উদ্দেশ্যে গয়াশ্রাদ্ধ করা হয়। গয়া-গমনের পূর্বেও গৃহে অবস্থানকালে শ্রাদ্ধকর্মাদির বিধান শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য বোধ হয় গয়াশ্রাদ্ধের জন্য পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ-প্রাপ্তি। শিষ্য—অধ্যাপনের শিষ্য, ছাত্র।

১৩। সর্ব্বদেশ গ্রাম ইত্যাদি—যে-যে-স্থান দিয়া প্রভু গমন করিয়াছেন, তাঁহার চরণ-স্পর্শে সেই-সেই স্থানই পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। "পুণ্য"-স্থলে "মহা"-পাঠান্তর। শ্রীচরণ হৈল ইত্যাদি—"প্রভুর শ্রীচরণ গয়া দেখিতে বিজয় হৈল অর্থাৎ প্রভু গয়া দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। অ. প্র.।"

১৪। বাকোবাক্য—সঙ্গের শিষ্যদের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তির ছলে নানাবিধ কথাবার্ত্তা। মন্দারে—মন্দার পর্বতে। ভাগলপুর জেলায় মন্দার পর্বত অবস্থিত। এ-স্থলে চতুর্ভুজ শ্রীমধুসূদন শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত।

দেখিয়া মন্দার-মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল-পর্ব্বত স্বলীলায়॥ ১৫
এইমত কথো পথ আসিতে আসিতে।
আরদিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে॥ ১৬
প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥ ১৭
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥ ১৮
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর, হেন ইচ্ছা তাঁর॥ ১৯
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্ব্ব-দুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে॥' ২০
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥ ২১
বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর॥ ২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫। **মন্দার-মধুসূদন**—মন্দার পর্বতস্থিত শ্রীমধুসূদন বিগ্রহ। **স্বলীলায়**—স্বীয় স্বরূপগতলীলার আবেশে। "স্বলীলায়"-স্থলে "সুলীলায়"-পাঠান্তর।

১৬। **প্রকাশিলেন**—প্রকটিত করিলেন।

১৭। **প্রায়**—ন্যায়। **বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর**—গোলোকপতি। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **লোকশিক্ষা**—জগদ্‌বাসী লোকের প্রতি শিক্ষা। পরবর্তী ২০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৯। "হেন"-স্থলে "যেন"-পাঠান্তর। যেন—যেরূপ।

২০। **ব্যবস্থিলা**—ব্যবস্থা করিলেন, বিধান দিলেন।

২২। **বিপ্রপাদোদক পান ইত্যাদি**—এই প্রসঙ্গে আদি চরিতকার শ্রীলমুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন—গয়াগমনকালে শ্রীচৈতন্যদেব "চোরান্ধয়ক"-নামক হ্রদে যথাবিধি পিতৃতর্পণাদি করিয়া প্রিয় সঙ্গিগণের সহিত মন্দার-পর্বতে আরোহণ করিলেন; তৎপর **"ততোঽবতীর্য্যাবজগাম সত্বরং ধরাধরাধো ভবনং দ্বিজস্য সঃ। মনুষ্য-শিক্ষামনুদর্শয়ন্ প্রভুর্জ্জ্বরেণ সন্তপ্ততনুর্ব্বভূব॥ বভূব মে বর্ত্মনি দৈবযোগাচ্ছরীর-বৈবশ্যমতঃ কথং স্যাৎ। গয়াসু মে পৈতৃকর্ম্ম বিঘ্নঃ শ্রেয়স্যভূদিত্যতিচিন্তয়াকুলঃ। ততোঽপ্যুপায়ং পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং জ্বরস্য শান্ত্যৈ দ্বিজপাদসেবনম্। বরং স বিজ্ঞায় তথোপপাদয়ন্ তদম্বুপানং ভগবাংশ্চকার॥ যে সর্ব্ববিপ্রা মধুসূদনাশ্রয়াঃ নিরন্তরং কৃষ্ণপদাভিচিন্তকাঃ। ততঃ স্বয়ং কৃষ্ণজনাভিমানী তেষাং পরং পাদজলং পপৌ প্রভুঃ॥ ততো জ্বরস্যোপশমো বভূব তান্ দর্শয়িত্বা দ্বিজপাদভক্তিম্। জগাম তীর্থং স পুনঃপুনাখ্যং চকার তত্র দ্বিজদেবতার্চ্চনম্॥** কড়চা॥ ১।১৫।৯-১৩॥—তৎপরে সত্বর মন্দার পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্বতের তলদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হইলেন। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি জ্বরে সন্তপ্তদেহ হইলেন। অহো! পথিমধ্যে দৈবযোগে আমার শরীর অবশ হইয়া পড়িল; সুতরাং কিরূপে গয়াতে পিতৃকর্ম সমধা হইবে? মঙ্গলকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইল,—এইরূপ ভাবিয়া প্রভু আকুল হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে তিনি নিজেই চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, জ্বরের শান্তির জন্য দ্বিজপদ-সেবাই হইতেছে উপায়। ইহা অবগত হইয়া ভগবান্ দ্বিজপদ-সেবা করিয়া দ্বিজ-চরণজল পান করিলেন। যে-সমস্ত বিপ্র মধুসূদনকেই আশ্রয় করিয়াছেন,

ঈশ্বর সে করে বিপ্রপাদোদক-পানে।
এ তান স্বভাব বেদ-পুরাণ-প্রমাণে। ২৩

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৪।১১)—
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥" ১॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণই চিন্তা করেন, কৃষ্ণভক্তাভিমানী প্রভু তাঁহাদের চরণজলই পান করিয়াছিলেন। তাহাতেই জ্বরের উপশম হইল। সঙ্গের লোকগণকে দ্বিজপদে ভক্তি দেখাইয়া তিনি পুনঃপুনা-নামক তীর্থে গমন করিয়া সে স্থানে দ্বিজ-দেবতার অর্চ্চন করিলেন।" ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, প্রভু কৃষ্ণাশ্রয় এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের চরণজলই পান করিয়াছিলেন; জগতের জীবগণকে তাদৃশ ব্রাহ্মণের পাদোদকের মাহাত্ম্য-প্রদর্শন প্রভুর এই লীলার উদ্দেশ্য। পুর্বে ১।১১।৪-৫ শ্লোকদ্বয়ে একরকমের ব্রাহ্মণের কথা বলা হইয়াছে, প্রমাদবশতঃও যাঁহাদের সহিত কথাবার্তা এবং যাঁহাদের স্পর্শপর্যন্ত নিষিদ্ধ। সুতরাং যে-কোনও ব্রাহ্মণের পাদোদকের মাহাত্ম্য-প্রদর্শন প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। ইহা যে গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরেরও অভিপ্রেত হইতে পারে না, তাঁহার ১।১১।২৯৩-৯৬ পয়ারোক্তি এবং তাঁহার উদ্ধৃত ১।১১।৪-৫ শ্লোক হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। নিম্নে উদ্ধৃত গীতাশ্লোকের তাৎপর্য হইতেও তাহা জানা যায়।

২৩। "সে"-স্থলে "যে" এবং "পুরাণ-প্রমাণে"-স্থলে "পুরাণে বাখানে"-পাঠান্তর। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি গীতা-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পয়ারের তাৎপর্য শ্লোক-ব্যাখ্যার ক—অংশে দ্রষ্টব্য।

শ্লো।১॥ অন্বয়॥ যে (যাঁহারা) যথা (যেরূপে) মাং প্রপদ্যন্তে (আমার ভজন করেন) অহং (আমি) তান্ (তাঁহাদিগকে) তথা এব (সেইরূপেই) ভজামি (ভজন করি, তাঁহাদের অভীষ্ট ফল দান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধান করিয়া থাকি)। পার্থ। (হে পার্থ! অর্জুন।) মনুষ্যাঃ (মানুষগণ, লোকগণ) সর্ব্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করিয়া থাকে)। ১।১২।১॥

অনুবাদ। (শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন) যাঁহারা যে-রূপে আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপেই ভজন করিয়া থাকি (তাঁহাদের অভীষ্ট ফল দান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধান করিয়া থাকি)। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকে॥ ১।১২।১॥

ব্যাখ্যা। এই গীতাশ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য এইরূপ। সকামভাবেই হউক, কিংবা নিষ্কামভাবেই হউক, স্ব-স্ব অভিরুচি অনুসারে যাঁহারা যে-ভাবেই আমার ভজন করুন না কেন, আমি তাঁহাদের অভীষ্ট ফলদান করিয়া তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি; যে-সমস্ত সকাম ব্যক্তি আমার ভজন না করিয়া ইন্দ্রাদির ভজন করেন, তাঁহাদের প্রতিও আমি উপেক্ষা প্রদর্শন

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করি না। যেহেতু, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে—ইন্দ্রাদির সেবকরূপেও, আমারই ভজন-মার্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন, ইন্দ্রাদিরূপেও আমিই তাঁহাদের সেব্য। (যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ গীতা॥ ৯।২৩-২৪॥)" শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ তাঁহার টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এইরূপ। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত অনন্ত রূপের মধ্যে স্ব-স্ব রুচি অনুসারে যাঁহারা যে-যে ভাবে যে-যে রূপের ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে সেই-সেই রূপে সেই-সেই ভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; বিভিন্ন উপাসনা-মার্গে লোকগণ বৈদূর্যমণিতুল্য বহুরূপবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন মার্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে এবং তাহার টীকায় যে-সমস্ত ভজন-মার্গের কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্তই বেদশাস্ত্রকথিত মার্গ। যাঁহারা বেদানুগত্যে যে-কোনও ভাবে উপাসনা করেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-জ্ঞানে ইন্দ্রাদি বৈদিক-দেবতারও উপাসনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই অভীষ্ট ফল দান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন।

গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার ১।১২।২৩-পয়ারোক্তির সমর্থনে এই গীতাশ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোক কিরূপে সেই পয়ারোক্তির সমর্থক হইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে। উল্লিখিত পয়ারে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর যে বিপ্রপাদোদক পান করেন, ইহা হইতেছে তাঁহার স্বভাব। সমর্থক গীতাশ্লোকে বলা হইয়াছে—বেদবিহিত সমস্ত সাধনমার্গই ভগবদ্‌ভজনের মার্গ এবং বেদবিহিত যে-কোনও পন্থার অনুসরণেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়। বিপ্রপাদোদক পান যদি বেদবিহিত কোনও সাধনপন্থা বা সাধনপন্থার অঙ্গীভূত বা আনুকূল্য-বিধায়ক হয়, তাহা হইলেই গীতাশ্লোক হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে—সেই পন্থার অনুসরণের ফল পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, অভীষ্ট ফলটি কি এবং তৎপ্রাপ্তির সাধনপন্থাই বা কি।

মহাপ্রভু ভক্তভাবে (পূর্ববর্তী ২২ পয়ারে উদ্ধৃত মুরারিগুপ্তের উক্তি অনুসারে "কৃষ্ণজনাভিমানী" রূপেই) মধুসূদনাশ্রয় এবং নিরন্তর-কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ বিপ্রদিগের পাদোদক পান করিয়াছেন। যিনি "কৃষ্ণজনাভিমানী", কৃষ্ণভক্ত-অভিমান পোষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাপ্রাপ্তিই হইতেছে তাঁহার একমাত্র অভীষ্ট। এই অভীষ্টপ্রাপ্তির সাধন হইতেছে শুদ্ধা সাধনভক্তি। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ— তিন মহাবল॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃপুন সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥" চৈ. চ. ॥ ৩।১৬।৫৫-৫৬॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল, কৃষ্ণপ্রেম লাভের—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাপ্রাপ্তির—যে সাধন, সেই সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাধককে শক্তি—"মহাবল"—দিতে পারে উল্লিখিত ভক্তপদজলাদি তিনটি বস্তু। কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণদের পাদোদক-পান করিয়া ভক্তভাবে মহাপ্রভু সাধকদিগকে তাহাই শিক্ষা দিয়া গেলেন। ১।১২।২৩ পয়ারোক্তির সমর্থক গীতাশ্লোক হইতে জানা গেল—কৃষ্ণভক্ত-বিপ্রের পাদোদক পান করিয়া শুদ্ধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিলে কৃষ্ণপ্রেম

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাও পাওয়া যাইতে পারে। ভক্তপদজলই শুদ্ধাসাধনভক্তির সহায়, অভক্তের—সুতরাং ১।১১।২৯৩-৯৬ পয়ারোক্ত এবং ১।১১।৪।৫ শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণদের—পাদোদকের তাদৃশ মহিমা থাকিতে পারে না।

ক। গীতাশ্লোকের অন্যরূপ অর্থ ঃ উপরে গীতাশ্লোকটির যে অর্থ করা হইল, তাহাতে গ্রন্থকারের ১।১২।২৩ পয়ারোক্তির সমর্থন সোজাসোজিভাবে পাওয়া যায় না। সোজাসুজিভাবে সমর্থন পাইতে হইলে শ্লোকের অন্য রকম অর্থ করিতে হইবে। সেই অন্যরকম অর্থ এ-স্থলে বিবেচিত হইতেছে। প্রথমে ১।১২।২৩ পয়ারের অর্থ বিবেচিত হইতেছে। গ্রন্থকার এই পয়ারে বলিয়াছেন—"ঈশ্বর যে বিপ্রপাদোদক পান করেন, ইহা হইতেছে তাঁহার স্বভাব।" এ-স্থলে ঈশ্বর হইতেছেন শ্রীগৌরচন্দ্র; তিনিই বিপ্রপাদোদক পান করিয়াছেন। আর বিপ্রপাদোদক পান হইতেছে—কৃষ্ণচিন্তা-পরায়ণ (অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত) বিপ্রের পাদোদক-পান। প্রভু তাদৃশ বিপ্রের পাদোদকই (চরণজলই) পান করিয়াছেন। এ-স্থলে বিপ্রপাদোদক-পান-শব্দে, উপলক্ষণে, কৃষ্ণভক্তব্রাহ্মণের (সাধারণভাবে কৃষ্ণভক্তের) চরণজল-পানাদিরূপ ভক্তবৎ আচরণই সূচিত হইয়াছে। ঈশ্বর গৌরচন্দ্র যে কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের (ব্যাপক অর্থে কৃষ্ণভক্তের) চরণজল-পানাদিরূপ আচরণ করিয়াছেন, ইহা হইতেছে তাঁহার স্বভাব। ইহা কিরূপে তাঁহার স্বভাব হইল? তাহা বলা হইতেছে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে-সঙ্কল্প লইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার-পূর্বক গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা হইতেছে এই—"আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি (সাধনভক্তি) শিখাইমু সভারে। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥ চৈ. চ.॥ ১।৩।১৮-১৯॥" (ইহার পরে গীতা-ভাগবতের প্রমাণ-শ্লোকও উল্লিখিত হইয়াছে)। অখণ্ড-প্রেমভক্তির আধার শ্রীরাধার সহিত মিলিত বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণই গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীরাধার সহিত একই বিগ্রহে মিলিত হওয়াতেই তাঁহার ভক্তভাব অঙ্গীকার করা হইয়াছে এবং এজন্যই তিনি "কৃষ্ণজনাভিমানী।" তিনি স্বরূপতঃই কৃষ্ণজনাভিমানী—ভক্তভাবময়—বলিয়া ভক্তবৎ আচরণ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; ইহাই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপগত ভাব। এই স্বভাববশতঃই তিনি কৃষ্ণভক্ত-পদজল-পানাদিরূপ ভক্তবৎ আচরণ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে আলোচ্য গীতাশ্লোকের অর্থান্তর বিবেচিত হইতেছে। প্রথমে শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থই আলোচিত হইতেছে—"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" মম বর্ত্ম—আমার পথ, অর্থাৎ আমি যে পথে বিচরণ করি, সেই পথ; অর্থাৎ আমি যে-রূপ আচরণ করি, সেইরূপ আচরণ। মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে—মানুষেরা সর্বপ্রকারে আমার আচরণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। কেন না, "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ গীতা॥ ৩।২১॥—অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, অন্য লোক (সাধারণ লোক) তাহা তাহাই আচরণ করে। নিজের আচরণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লোকের কর্তব্য-সম্বন্ধে যে-প্রমাণ স্থাপন করেন, অন্য লোকেরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।" ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারো অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥ ২৪
অতএব নাম তান 'সেবকবৎসল'।
আপনে হারিয়া বাঢ়ায়েন ভৃত্য-বল॥ ২৫
সর্ব্বত্র রক্ষক হেন প্রভুর চরণ।
বোল দেখি কেমতে ছাড়িব ভক্তগণ? ২৬
হেনমতে করি প্রভু জ্বরের বিনাশ।
'পুনঃপুনা'-তীর্থে আসি হইলা প্রকাশ॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আরও বলিয়াছেন—"ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্তও কিছু নাই, প্রাপ্যও কিছু নাই; সুতরাং আমার কর্তব্যও কিছু নাই; তথাপি আমি কর্ম করি। কেন না, আমি যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে লোকসকল আমার আদর্শের অনুসরণে কোনও কর্তব্য কর্মই করিবে না; তাহাতে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে। গীতা॥ ৩।২২-২৪॥" এ-সকল গীতাশ্লোক হইতে জানা গেল, লোকের কল্যাণের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও (শ্রীকৃষ্ণরূপেও গৌরচন্দ্র) লোক-হিতকর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা লোককে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। গৌরচন্দ্ররূপেও তিনি শুদ্ধা সাধনভক্তির সাধকের কল্যাণের নিমিত্ত কৃষ্ণভক্ত-চরণজল-পানাদিরূপ ভক্তের আচরণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই আচরণের অনুসরণ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইলে কি ফল পাওয়া যাইবে, তাহাও বলা হইয়াছে। **যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে**—যাঁহারা যে-ভাবে আমার ভজন করেন, **তাং তথা এব অহং ভজামি**—তাঁহাদিগকে আমি সেই ভাবেই ভজন করি, অর্থাৎ তাঁহাদের স্ব-স্ব অভীষ্ট ফল দান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধান করিয়া থাকি। শুদ্ধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-এই চারিভাবের শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। এই চারিটি ভাবের যে-কোনও একভাবে, কৃষ্ণভক্ত-চরণ-জল-পানাদিরূপ আচরণের অনুসরণ করিয়া, যিনি ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই ভাবের অনুরূপ কৃষ্ণসেবা দিয়াই তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। পরবর্তী ২৪ পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, গীতা-শ্লোকটির উল্লিখিতরূপ দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ গ্রন্থকারেরও অভিপ্রেত। ভক্তবৎ আচরণ যে প্রভুর স্বভাব, তাহাও এই অর্থান্তর হইতে জানা গেল; সুতরাং এই অর্থ-অনুসারেই গীতাশ্লোকটি সোজাসুজি-ভাবে ১।১২।২৩ পয়ারোক্তির সমর্থক হইয়া থাকে। অথবা "তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই বাক্যাংশ হইতে জানা গেল, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে যে-ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও সেই ভক্তের সেই ভাবে ভজন করিয়া থাকেন। উদ্ধৃত গীতোক্তি হইতে জানা গেল, ইহাই ঈশ্বরের স্বভাব। মধুসূদনাশ্রয় বিপ্রগণ মধুসূদনের চরণোদক পান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই মধুসূদনও তাঁহাদের চরণোদক পান করিলেন। এইরূপ অর্থও সোজাসোজিভাবে ২৩ পয়ারের সমর্থক এবং পরবর্তী ২৪ পয়ারের অভিপ্রায়ও এইরূপ। চরণোদক পান দাস্যেরই পরিচায়ক।

২৪। পূর্বশ্লোকব্যাখ্যার ক-অংশ দ্রষ্টব্য। **দাস্য**—সেবা।

২৫। **হারিয়া**—ভক্তের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়া। **বাঢ়ায়েন**—বর্ধিত করেন। **ভৃত্য-বল**—সেবকের ভক্তিবল বা ভক্তিমাহাত্ম্য। "ভৃত্য"-স্থলে "ভক্ত"-পাঠান্তর।

২৭। **পুনঃপুনাতীর্থ**—"পুনপুনা নদী—পাটনার নিকটে প্রবাহিতা। * * * পুনপুনা নামে

স্নান করি পিতৃ-দেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৮
গয়া-তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া ॥ ২৯
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান ॥ ৩০
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ॥ ৩১
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণস্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল-প্রমাণ ॥ ৩২
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে, লেখা-জোখা নাহি তার ॥ ৩৩
চতুর্দ্দিগে দিব্য রূপ ধরি বিপ্রগণ।
কহিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব-বর্ণন ॥ ৩৪
"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥ ৩৫
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত-জন ! ৩৬
তিলার্দ্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকারপাত্র ॥ ৩৭
যোগেশ্বর-সভেরো দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত-জন ! ৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দুইটি নদী পূর্ব্বে গঙ্গাতে গিয়া মিলিত হইত। বর্তমানে একটি আছে। যে-নদী ফতেয়া সহরের নিকট গঙ্গাতে পড়িয়াছে, তাহার নাম ছোট পুনপুনা বা আদি পুনপুনা। অপরটি পাটনার দিকে আরও কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গায় মিশিয়াছিল, তাহাই বড় পুনপুনা। বায়ুপুরাণ (১০৮) ও পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে (১১) পুনপুনার মাহাত্ম্য আছে। গৌ. বৈ. অ.। বাঁধান দ্বিতীয়খণ্ড ॥ ১৯০৯ পৃঃ ॥"

৩০। ব্রহ্মকুণ্ড—গয়ার অন্তর্গত একটি তীর্থস্থান। ১।১২।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১। চক্রবেড় —গয়াধামে অবস্থিত ; এ-স্থানে বিষ্ণুপাদপদ্ম বিরাজিত। পাদপদ্ম—বিষ্ণুপাদপদ্ম।

৩২। শ্রীচরণ-স্থান—যে-স্থলে বিষ্ণুপাদপদ্ম বিরাজিত। দেউল-প্রমাণ—পরিমাণে দেউল (দেবালয়) তুল্য ; অতি উচ্চ। "দেউল"-স্থলে "পর্ব্বত"-পাঠান্তর।

৩৩। লেখা-জোখা—পরিমাণ এত বেশী যে, তাহা লিখিয়াও শেষ করা যায় না, গণনা করিয়াও শেষ করা যায় না। অসংখ্য।

৩৪। পাদপদ্ম-প্রভাব—বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমা। পরবর্তী ৩৫-৪০ পয়ারে বিপ্রগণ-কথিত মহিমার কথা বলা হইয়াছে।

৩৫। কাশীনাথ—কাশীর অধীশ্বর বিশ্বেশ্বর শিব। ৩।২।৩১৩-৯০ পয়ার দ্রষ্টব্য এবং ভূমিকার ৫৯-অনুচ্ছেদে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্রষ্টব্য। "হৃদয়ে ধরিলা"-স্থলে "হৃদয়ের ধন"-পাঠান্তর।

৩৬-৩৭। বলি-শিরে—বলি মহারাজের মস্তকে (বামনদেবরূপে)। ১।৬।২৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অধিকার-পাত্র—অধিকার বিস্তারের যোগ্য পাত্র। যম তার না হয়েন ইত্যাদি—যম তাঁহার উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারেন না।

৩৮। যোগেশ্বর—বেদবিহিত যোগমার্গের সাধনে যাঁহারা অতি উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছেন। অথবা, যাঁহারা অণিমা-লঘিমাদি যোগৈশ্বর্য লাভ করিয়াছেন। যোগেশ্বর-সভেরো

যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥ ৩৯
অনন্ত-শয্যায় অতি-প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত-জন।" ৪০
চরণপ্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দসুখে ॥ ৪১
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণদর্শনে ॥ ৪২
সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥ ৪৩
অবিচ্ছিন্ন-গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত রহি দেখে বিপ্রগণে ॥ ৪৪
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেইস্থানে ॥ ৪৫
ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর ॥ ৪৬
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া ॥ ৪৭
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে ॥ ৪৮
প্রভু বোলে "গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥ ৪৯
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহো যারে পিণ্ড দিয়ে, তরে' সেই জন ॥ ৫০
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ব-বন্ধ পায় বিমোচন ॥ ৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইত্যাদি—যে-চরণ যোগেশ্বরদিগের পক্ষেও দুর্লভ। যাঁহারা বেদবিহিত যোগমার্গের সাধক, তাঁহারা জীবান্তর্যামী পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন কামনা করেন, ভগচ্চরণ-সেবা তাঁহারা চাহেন না। সুতরাং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"-ইত্যাদি গীতাবাক্য অনুসারে ভগবচ্চরণ তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। যাঁহারা যোগৈশ্বর্য নিয়াই মত্ত, তাঁহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। সেই এই—এই সম্মুখে সেই বিষ্ণুচরণই বিদ্যমান।

৩৯। নিরবধি হৃদয়ে ইত্যাদি—দাসগণ (ভক্তগণ) যে-শ্রীচরণ সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন, কখনও তাহা ত্যাগ করেন না। "হৃদয়ে না ছাড়ে যারে"-স্থলে "যাহারে না ছাড়ে হৃদে"-পাঠান্তর। যারে বা যাহারে—যে চরণকে।

৪৪। অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা ইত্যাদি—প্রভুর নয়নে (নয়ন হইতে) গঙ্গাধারার ন্যায়—অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরম অদ্ভুত—প্রভুর প্রেমাশ্রুধারা অতীব বিস্ময়জনক; এইরূপ অশ্রুধারা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। রহি—থাকিয়া, দণ্ডায়মান থাকিয়া। "রহি"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর।

৪৫। ঈশ্বরপুরী—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য, গুরুকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে ভরপূর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"কৃপা করি তথাই করিলা উপাদানে।" করিলা উপাদানে—উপনীত হইলেন।

৪৬। বড়—অত্যন্ত। "বড়"-স্থলে "অতি" এবং "প্রভু"-পাঠান্তর আছে।

৫০। "দিয়ে"-স্থলে "দেয়"-পাঠান্তর। তরে—ত্রাণ (উদ্ধার) পায়।

৫১। "পায়"-স্থলে "হয়"-পাঠান্তর।

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥ ৫২
সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥ ৫৩
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি' এই চাহি দান ॥" ৫৪
বোলেন ঈশ্বরপুরী "শুনহ পণ্ডিত।
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ অতি সুনিশ্চিত ॥ ৫৫
যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
সেহো কি ঈশ্বর-অংশ-বই হয় আর? ৫৬
যেন আজি আমি শুভস্বপ্ন দেখিলাঙ।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ ॥ ৫৭
সত্য কহি পণ্ডিত! তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে ॥ ৫৮
যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় ॥ ৫৯
সত্য এই কহি, ইথে কিছু অন্য নাই।
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা' দেখি পাই ॥" ৬০
শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বোলেন প্রভু "মোর বড় ভাগ্য ॥" ৬১
এইমত কত আর কৌতুক-সন্তাষ।
যত হৈল, তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥ ৬২
তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থশ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া ॥ ৬৩
ফল্গুতীর্থে করি বালুকার পিণ্ড দান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান ॥ ৬৪
প্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ ॥ ৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৩। দেহ—শরীর।

৫৪। দান—ভিক্ষা।

৫৫। ঈশ্বর-অংশ—ঈশ্বরের অংশ; অথবা, ঈশ্বর (অর্থাৎ অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণ) হইতেছেন অংশ যাঁহার, তিনি ঈশ্বর-অংশ—ঈশ্বরাংশ; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। পরবর্তী ৬০ পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, এই শেষোক্ত অর্থই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর অভিপ্রেত। "অতি সুনিশ্চিত"-স্থলে "জানিল নিশ্চিত"-পাঠান্তর।

৫৯। যদবধি—যেই সময়ে। তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপ-গমন এবং নবদ্বীপে প্রভুর সহিত মিলনের প্রসঙ্গ ১।৭ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। তদবধি—সেই সময় হইতে, নবদ্বীপে তোমার দর্শন-প্রাপ্তির সময় হইতে। নাহি ভায়—ভাল লাগে না।

৬৪। ফল্গুতীর্থ—ফল্গুনদী, গয়াধাম এই নদীর উপর অবস্থিত। এই নদীর জল বাহিরে দেখা যায় না; বাহিরে কেবল বালুকা; বালুকার নীচে জল, বালুকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। এজন্য ইহাকে ফল্গুনদী বলে। বালুকার পিণ্ডদান—ফল্গুতীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বালুকার পিণ্ডদানের বিধান আছে। গিরিশৃঙ্গে—পর্বতের উপরিভাগে। প্রেতগয়া—গয়াধামস্থিত একটি তীর্থ; প্রেতশিলা-নামেও পরিচিত। "গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া স্থান"-স্থলে "গিরিশৃঙ্গ প্রেতগয়া নাম"-পাঠান্তর।

৬৫। দক্ষিণায়ে—প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিয়া। বাক্যে—মধুর বাক্যে। দক্ষিণায়ে বাক্যে—দক্ষিণাদ্বারা এবং মধুর বাক্যদ্বারা।

তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া॥ ৬৬
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরামগয়ায়।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥ ৬৭
এহো অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি॥ ৬৮
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥ ৬৯
চতুর্দ্দিগে প্রভুরে বেঢ়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সভে পঢ়ান বচন॥ ৭০
শ্রাদ্ধ করি প্রভু, পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে॥ ৭১
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রেরো যত খণ্ডিল বন্ধন॥ ৭২
উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি।
ভীমগয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ৭৩
শিবগয়া ব্রহ্মগয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শগয়ায় গেলা পাছে॥ ৭৪
ষোড়শগয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সভারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥ ৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৬। উদ্ধারিয়া ইত্যাদি—যথাবিধি শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃগণের সন্তর্পণ (সম্যক্ প্রীতিবিধান)-পূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন করিয়া। "সন্তর্পিয়া"-স্থলে "সম্ভাষিয়া"-পাঠান্তর। সম্ভাষিয়া—সম্ভাষা করিয়া, দৈন্য-বিনয়াদি সহকারে প্রীতি কামনা করিয়া। দক্ষিণ মানস—"গয়াধামে অবস্থিত তীর্থবিশেষ। বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের কিঞ্চিৎ দূরে মৌনার্ক-নামক সূর্য্যমন্দিরের নিকটবর্ত্তী সরোবরে কনখল, তাহারই দক্ষিণে 'দক্ষিণ মানস'। এখানে স্নান, মৌনার্কের পূজা ও শ্রাদ্ধাদি কৃত্য। গৌ. বৈ. অ.॥ বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ড॥ ১৮৮৪ পৃঃ॥"

৬৭। শ্রীরামগয়া—গয়াধামে অবস্থিত তীর্থবিশেষ। রাম-অবতারে—প্রভু যখন শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন শ্রাদ্ধ করিলা যথায়—যে-স্থানে (যেই শ্রীরামগয়ায়) শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। "করিলা"-স্থলে "কৈলেন"-পাঠান্তর। কৈলেন—করিয়াছিলেন।

৬৮। এহো অবতারে—কলির এই গৌর-অবতারেও। "এহো"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর। যুধিষ্ঠির-গয়া—গয়াধামের একটি তীর্থবিশেষ। "গয়া"-স্থলে "অধিষ্ঠান"-পাঠান্তর। পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৭০। পঢ়ান—পাঠ করাইয়া থাকেন। "পঢ়ান"-স্থলে "পঢ়েন"-পাঠান্তর। বচন মন্ত্রবাক্য।

৭১। যেই—যখনই। "ফেলে যেই"-স্থলে "ফেলিতেই"-পাঠান্তর। গয়ালি—গয়াবাসী। "গয়ালি ব্রাহ্মণসব"-স্থলে "গয়ালিয়া বিপ্রগণ"-পাঠান্তর আছে।

৭২। "যত"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর। বন্ধন—সংসার-বন্ধন।

৭৩। উত্তরমানস—গয়াধামের তীর্থবিশেষ। ভীমগয়া—গয়াধামের তীর্থবিশেষ।

৭৪-৭৫। শিবগয়া ও ব্রহ্মগয়া—গয়াধামের তীর্থবিশেষ। ষোড়শগয়া—গয়াধামের তীর্থবিশেষ। ষোড়শী করিয়া—"পিতৃষোড়শী প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। অথবা ষোড়শ দান উৎসর্গ করিয়া॥ অ. প্র.।" "শ্রদ্ধাযুক্ত"-স্থলে "কৃপাযুক্ত"-পাঠান্তর।

তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়াশিরে আসি করিলেন পিণ্ড-দান ॥ ৭৬
দিব্য মালা চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৭৭
এইমত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায়ে চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া ॥ ৭৮
তবে মহাপ্রভু কথোক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥ ৭৯
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয় ॥ ৮০
প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে।
আইলেন মত্তপ্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে ॥ ৮১
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম-সংভ্রমে।
নমস্করি তানে বসাইলেন আসনে ॥ ৮২
হাসিয়া বোলেন পুরী "শুনহ পণ্ডিত।
ভাল ত সময়ে হইলাঙ উপনীত ॥" ৮৩
প্রভু বোলে "যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর' মহাশয়।" ৮৪
হাসিয়া বোলেন পুরী "তুমি কি খাইবে?"
প্রভু বোলে "আমি অন্ন রান্ধিবাঙ সবে ॥" ৮৫
পুরী বোলে "কি কার্য্যে করিবে আর পাক?
যে অন্ন আছয়ে তাহি কর' দুই ভাগ ॥" ৮৬
হাসিয়া বোলেন প্রভু "যদি আমা' চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও ॥ ৮৭
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর' সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর' তুমি ॥" ৮৮
তবে প্রভু আপনার অন্ন তানে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৮৯
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি।
পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া অন্য-মতি ॥ ৯০
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন ॥ ৯১
সেইক্ষণে রমা-দেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে ॥ ৯২
তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৬-৭৭। জগদ্গুরু মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, পিতৃপুরুষের প্রীতির নিমিত্ত, গৃহস্থের পক্ষে, বৈষ্ণব গৃহস্থের পক্ষেও, গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে যথাবিধি পিণ্ডদানাদি কর্তব্য।

৮১। মত্তপ্রায়—কৃষ্ণপ্রেমাবেশে উন্মত্তের ন্যায়। "মত্তপ্রায়"-স্থলে "প্রভু স্থানে"-পাঠান্তর।

৮২। এড়িয়া—ছাড়িয়া।

৮৪। ভাগ্যের উদয়—আমার (প্রভুর) সৌভাগ্যের উদয়।

৮৫। প্রথম পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"হাসি বোলে পুরী তুমি কি খাইবে তবে।" দ্বিতীয় পয়ারার্ধে "সবে"-স্থলে "এবে"-পাঠান্তর। এবে—এখন।

৮৭। যদি আমা' চাও—তুমি যদি আমার কল্যাণ, বা সন্তুষ্টি ইচ্ছা কর। "যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব"-স্থলে "যে অন্ন হইয়া আছে উহা তুমি"-পাঠান্তর।

৯০-৯১। "কৃষ্ণ-ছাড়া"-স্থলে "কৃষ্ণ ছাড়ি"-পাঠান্তর। হেন কৃপা প্রভুর—প্রভুর ভক্তবাৎসল্য এতাদৃশ যে। পরবর্তী ৯১ পয়ার দ্রষ্টব্য। পরিশন—পরিবেশন।

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৯৪
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য-গন্ধে ॥ ৯৫
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে ॥ ৯৬
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ॥ ৯৭
প্রভু বোলে "কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার ॥" ৯৮
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেইস্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই 'ঈশ্বরপুরী' বিনে ॥ ৯৯
সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি ॥ ১০০
প্রভু বোলে "ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ ॥" ১০১
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাঢ়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে ॥ ১০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৬-৯৭। ঈশ্বরের—শ্রীগৌরচন্দ্রের। "বর্ণিবারে"-স্থলে "করিবারে" এবং "কহিবারে"-পাঠান্তর। করিবারে—তদ্রূপ প্রদর্শন করিতে। ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারহট্টের "বর্ত্তমান নাম 'হালিসহর।' কোনা ও বাগ এ দুইটি স্থান নহে। অ. প্র.।" কুমারহট্ট (হালিসহর) ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত।

১০০। লইলেন বহির্ব্বাসে ইত্যাদি উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই তিনি কুমারহট্ট-দর্শনে গিয়াছিলেন। "এই স্থানের মুখোপাধ্যায়-পাড়া কালিকাতলায় শ্রীলঈশ্বরপুরী গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থান। ঈশ্বরপুরীর পিতার নাম—শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য। এই স্থানে শ্রীলসদাশিব কবিরাজ, শ্রীনয়ন ভাস্কর, শ্রীলবৃন্দাবনদাস ও শ্রীরাম পণ্ডিত থাকিতেন। সাধক রামপ্রসাদ সেন হালিসহরে থাকিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর গৌরশূন্য নদীয়ায় শ্রীবাসপণ্ডিত আর থাকিতে না পারিয়া ভ্রাতাদের সহিত এই হালিসহরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীচৈতন্য-ডোবা বা বর্ত্তমান নবনির্মিত দেবালয়ের নিকট মঠপুষ্করিণী আছে। এই স্থানকে শ্রীবাসপণ্ডিতের ভিটা বলিয়া নির্দেশ করা হয়। * * বর্ত্তমান দেবালয়ের প্রবেশ-পথের সম্মুখে চৈতন্যডোবা আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভিটা বলিয়া ঐ স্থানের মৃত্তিকা লইয়া স্বীয় বহির্বাসে বাঁধিয়াছিলেন। তদবধি ৪০০ বৎসর ধরিয়া আগন্তুক যাত্রীমাত্রই ঐ স্থানের মৃত্তিকা ভক্তিভরে গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে উহা একটি ডোবায় পরিণত হয়। গৌ. বৈ. অ.॥ বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ড॥ ১৯৮১ পৃঃ॥" সন্ন্যাসের পরে প্রভু নীলাচলে গিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা বলিয়া তিনি একবার যখন গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তখন কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহেও গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়েই মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটা হইতে-মৃত্তিকা লইয়া স্বীয় বহির্বাসে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। ১।৭।২০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০২। ভক্তেরে বাঢ়াতে—মহিমাখ্যাপন করিয়া ভক্তের প্রাধান্য প্রচার করিতে। "ভক্তেরে বাঢ়াতে প্রভু সব"-স্থলে "ভক্ত বাঢ়াইতেও প্রভু সে"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল, ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥" ১০৩
আরদিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরীস্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে॥ ১০৪
পুরী বোলে "মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥" ১০৫
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥ ১০৬

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে "দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥ ১০৭
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥" ১০৮
শুনিঞা প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥ ১০৯
দোঁহার নয়নজলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইল প্রেমে কেহো নহে স্থির॥ ১১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৩। সত্য হৈল—আমার গয়ায় করণীয় কার্য সার্থক হইল। কিসে? ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ—পিতৃকার্যের জন্য গয়ায় আসাতেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দর্শন আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এবং তাহাতেই আমার গয়াকৃত্য সার্থক হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—প্রভু তো নবদ্বীপেই একবার ঈশ্বরপুরীর দর্শন পাইয়াছেন, নবদ্বীপে প্রভু পুরীপাদকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে ভিক্ষাও করাইয়াছেন, অনেক দিন পর্যন্ত পুরীগোস্বামীর সঙ্গও নবদ্বীপে করিয়াছেন। তথাপি, গয়াতে তাঁহার দর্শনে প্রভুর গয়াকৃত্য সার্থক হইয়াছে বলার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য বোধ হয় এই:—পরবর্তী পয়ার-সমূহ হইতে জানা যায়, গয়াতে প্রভু পুরীপাদের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—তাঁহার গয়াকৃত্যে পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাহার ফলেই তিনি পুরীপাদের দর্শন পাইয়াছেন, যে পুরীপাদের নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এ-জন্যই বলা হইয়াছে—তাঁহার গয়াকৃত্য সার্থক হইয়াছে। কোনও কৃত্যের বাস্তব-সার্থকতা হইতেছে পারমার্থিক কল্যাণে।

১০৫। "বলিয়া"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর।

১০৬। নারায়ণ—মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। ১৷১৷১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। দশাক্ষর মন্ত্র—ইহা হইতেছে কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার মন্ত্র। প্রভু হইতেছেন "ভগবান্ নারায়ণ—মূলনারায়ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।" তাঁহার উপাস্য কেহ নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং তাঁহার উপাসনারও কোনও প্রয়োজন নাই, উপাসনার জন্য দীক্ষা-গ্রহণেরও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর গ্রন্থকারই দিয়া গিয়াছেন—"শিক্ষাগুরু নারায়ণ"-বাক্যে। "আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়"—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই স্বয়ংভগবান্ মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ হইতেছে ভক্তভাবময়ী-লীলা। এই দীক্ষাগ্রহণ-লীলায় তিনি জগতের জীবকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম এবং অপরিহার্য কৃত্য হইতেছে যোগ্য-গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া দীক্ষাগ্রহণ।

হেনমতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি।
কথোদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি ॥ ১১১
আত্মপ্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির বিজয় ॥ ১১২
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে ॥ ১১৩
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া ॥ ১১৪
"কৃষ্ণ রে বাপ রে। মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ॥ ১১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১২। বিজয়—আগমন, প্রকাশ।

১১৩। নিজ-ইষ্টমন্ত্র—দীক্ষাকালে গুরুদেবের নিকটে প্রাপ্ত মন্ত্র, প্রভুর পক্ষে দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্র; ইহা হইতেছে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-মন্ত্র।

১১৪। ধ্যানানন্দে—ধ্যানকালে শ্রীকৃষ্ণদর্শনজাত আনন্দে। পরবর্তী ১১৬ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন—"পাইলোঁ ঈশ্বর মোর।" বাহ্য প্রকাশিয়া—বাহিরে প্রকাশ করিয়া। বাহিরের লোকেও শুনিতে পায়, এইরূপভাবে। "বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া"-এইরূপ অর্থ এ-স্থলে অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়-না। তাহার হেতু কথিত হইতেছে। পরবর্তী ১১৬ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু ধ্যানকালে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং দর্শন-প্রাপ্তির পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আর দেখিতে পাইলেন না—"পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা"। প্রভু মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়া হঠাৎ কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছেন। তখনই প্রভুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাব উদিত হইল এবং পুনরায় শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতাবশতঃ উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে ১১৫-পয়ারোক্ত যে-কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি অন্য লোকেরও কর্ণগোচর হওয়ার যোগ্য—কোনওরূপ আবেশহীন বাহ্যদশায় কেহ কোনও কথা উচ্চস্বরে বলিলে তাহা যেমন সকলেই শুনিতে পায়, তদ্রূপ। এই ব্যাপারকেই "বাহ্য প্রকাশিয়া। করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥" বলা হইয়াছে। পরবর্তী ১১৭-২০ পয়ার হইতেও জানা যায়—প্রভুর তখন বাহ্য-অবস্থা ছিল না, তিনি তখন ছিলেন "প্রেমভক্তিরসে মগ্ন", প্রভু তখন "নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে" ভাসিতেছিলেন—কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট। করিতে লাগিলা ইত্যাদি—প্রভু ডাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ডাকিয়া—ডাক দিয়া, উচ্চস্বরে। পরবর্তী পয়ারোক্ত "কৃষ্ণ রে বাপ রে" ইত্যাদি সম্বোধন-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চস্বরে ডাকিতে ডাকিতে প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন।

১১৫। কৃষ্ণ রে—হে কৃষ্ণ। কৃষ্-ধাতু হইতে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন। কৃষ্-ধাতুর একটি অর্থ আকর্ষণে। যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। প্রভু বুকফাটা আর্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ! হে আমার সর্বচিত্তাকর্ষক!" বাপ রে—হে আমার বাপ। পিতাকে লোকে চলিত-কথায় "বাপ" বলিয়া থাকে; বাৎসল্যভাবে পুত্রকেও পিতামাতা "বাপ" বলিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ কোনও অর্থে—শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর পিতা এবং প্রভু তাঁহার পুত্র, অথবা, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পিতা বা মাতা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র, এইরূপ কোনও অর্থে—যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বাপ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা"-ইত্যাদি (গীতা॥ ৯।১৭)-শ্রীকৃষ্ণোক্তি-অনুসারে সাধারণ-দাস্যভাবে জগৎ-সৃষ্টিকর্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জগতের "পিতা বা বাপ" বলিয়া সম্বোধন করা যায়; কিন্তু মহাপ্রভু যে এইরূপ দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাও মনে হয় না। যেহেতু, মহাপ্রভু দশাক্ষর-গোপাল মন্ত্রের—সেই মন্ত্রদেবতা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের—ধ্যান করিতেছিলেন। অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের উপাসক জীবতত্ত্ব-সাধকগণও তাঁহাদের উপাস্য গোপীজনবল্লভকে নিজের পিতা বা পুত্র বলিয়া মনে করেন না, এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পিতা বলিয়াও মনে করেন না; কেন না, এতাদৃশ মননে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে; দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাসনায় গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-জ্ঞানের স্থান নাই। দশাক্ষর বা অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাসক জীবতত্ত্ব সাধকও গোপীজনবল্লভের ধ্যানকালে নিজেকে এক গোপী বলিয়াই মনে করেন। প্রভু জীবতত্ত্ব নহেন; তিনি হইতেছেন রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ, শ্রীরাধার ভাবেরই তাঁহার মধ্যে সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রাণবল্লভ (কান্ত) বলিয়াই মনে করেন (১।১০।২১০-১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। স্বীয় ইষ্ট-মন্ত্রের ধ্যানকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে গোপীজনবল্লভরূপেই ধ্যান করিতেছিলেন এবং ধ্যানকালে যখন তিনি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন, তখন তাঁহার স্বরূপগত ভাব অনুসারে তিনি নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার পক্ষে রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র-অর্থে, বা জনক-অর্থে "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যে "বাপ রে" বলিয়াছেন, তাহাও সত্য। ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। পুত্র বা কন্যা যে-অর্থে পিতাকে "বাপ" বলিয়া থাকে, কিম্বা পিতা বা মাতা যে-অর্থে পুত্রকে "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু সেই অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ রে" বলেন নাই; ইহা তাঁহার ভাববিরোধী। তবে কোন্ অর্থে তিনি "বাপ রে" বলিয়াছেন? বাপ—পিতা। পিতা-শব্দ পা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পা+তৃচ্, খে=পিতা। পা-ধাতু পালনে। সুতরাং পিতা-শব্দের অর্থ হইতেছে—পালনকর্তা বা রক্ষাকর্তা এবং প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ বলিয়া ইহাই হইতেছে পিতা-শব্দের মুখ্য অর্থ। সন্তানকে পালন করেন বলিয়া জন্মদাতাকে পিতা বলা হয়। কিন্তু পরমার্থ-বিষয়ে পালন না করিলে জন্মদাতাও যে-পিতা নামের যোগ্য নহেন, শ্রীভাগবতের "গুরুর্ন স স্যাৎ * * পিতা ন স স্যাৎ * * ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ৫।৫।১৮॥"-বচন হইতেই জানা যায়। ইহাতেও জানা গেল—পিতা-শব্দের মুখ্য অর্থই হইতেছে—পালনকর্তা। যে-স্থলে পালনকর্তৃত্ব নাই, যে-স্থলে বাস্তব পিতৃত্বও নাই। "পিতা—বাপ্ ইতি ভাষা॥ শব্দকল্পদ্রুম।" পিতাকেই চলিত ভাষায় "বাপ" বলা হয়; সুতরাং "বাপ"-শব্দের মুখ্য অর্থও হইতেছে—পালনকর্তা, ত্রাণকর্তা। শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রভু যখন মনে করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণরে! হে আমার সর্ব্বচিত্তাকর্ষক! বাপ রে! হে আমার পালন-কর্ত্তা! হে আমার রক্ষাকর্ত্তা!" ব্যঞ্জনা—একবার দর্শন দিয়া তোমার সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ্যাদিদ্বারা তুমি আমার

পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা ?"
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৬
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর ॥ ১১৭
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চস্বরে।
"কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ! ছাড়িয়া মোহরে ?" ১১৮
যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ॥ ১১৯
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে ॥ ১২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমগ্র চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছ। আবার হঠাৎ তুমি কোথায় চলিয়া গেলে ? তোমার অদর্শনে আমি আর প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না। যদি তুমি আমাকে দর্শন না দাও, আমি আর প্রাণে বাঁচিব না। তুমিই তো সর্ববিষয়ে আমার পালন-কর্তা, আমার রক্ষাকর্তা। একবার দর্শন দিয়া আমাকে রক্ষা কর।" "বাপ রে" বলিয়া প্রভু যাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তাঁহকেই প্রভু "প্রাণনাথ"—প্রাণবল্লভ—বলিয়াছেন (পরবর্তী ১২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)। যিনি জনক, বা পুত্র, তাঁহাকে "প্রাণনাথ—প্রাণবল্লভ" বলা সম্ভব নয়। জনক বা পুত্রকে কেহ "প্রাণনাথ" বা "পতি" বলিয়া ভাবিতে পারেন না। সুতরং এ-স্থলে "বাপ"-শব্দ পিতৃবাচক বা পুত্রবাচক হইতে পারে না। এ-স্থলে "বাপ"-শব্দ উল্লিখিত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। মোর জীবন—আমার প্রাণ। শ্রীহরি—মন-প্রাণ-হরণকারী, অথবা সকলের সর্বদুঃখ-হরণকারী। ১।১২।১২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১১৬ পাইলোঁ—পাইয়াছিলাম, দর্শন পাইয়াছিলাম। ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ, আমার প্রাণের ঈশ্বর, প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ। শ্লোক পড়ি পড়ি—"হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ভা. ১০।৩০।৩৯ ॥"-ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিত্যক্তা শ্রীরাধার পরমার্তিসূচক বাক্যময় শ্লোকসমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে।

১১৭। প্রেমভক্তিরসে মগ্ন—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে যে-রূপ ধারণ করে, সেই কৃষ্ণবিরহময় প্রেমরসে (বিপ্রলম্ভ-রসে) নিমজ্জিত। ঈশ্বর—গৌরচন্দ্র। সকল শ্রীঅঙ্গ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত আর্তিবশতঃ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু ভূমিতে পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন ; তাহাতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সমস্ত অংশই ধূলায় ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

১১৮। বাপ কৃষ্ণ—আমার রক্ষাকর্তা কৃষ্ণ (পূর্ববর্তী ১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মোহরে—মোরে, আমাকে।

১১৯। যে প্রভু আছিলা ইত্যাদি—ইহার পূর্বে, গয়ায় অবস্থান-কালে যিনি সর্বদাই পরম-গম্ভীর ছিলেন, নবদ্বীপে অবস্থান-কালে সময় সময় অধ্যাপকরূপে যেরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন, গয়ায় উপস্থিতিকালে যিনি কখনও তদ্রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। সে প্রভু হইলা ইত্যাদি—সেই পরম-গম্ভীর প্রভুই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবে সমস্ত ধৈর্য-গাম্ভীর্য হারাইয়া পরম-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন।

১২০। কিরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বলা হইতেছে—"গড়াগড়ি যায়েন,

তবে কথোক্ষণে আসি সর্ব্ব-শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন আসি অশেষ যতনে॥ ১২১
প্রভু বোলে "তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসারভিতরে॥ ১২২
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥" ১২৩
নানা-রূপে সর্ব্ব-শিষ্যগণে প্রবোধিয়া।
স্থির করি রাখিলেন সভেই মিলিয়া॥ ১২৪
ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন, রহিবেন কতি॥ ১২৫
কাহারে না বলি প্রভু কথো-রাত্রি-শেষে।
মথুরায়ে চলিলেন প্রেমের আবেশে॥ ১২৬
'কৃষ্ণ রে বাপ রে মোর! পাইমু কোথায়?'
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায়॥ ১২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কান্দেন উচ্চস্বরে।" "ভাসিলেন"-স্থলে "ভাসে প্রভু"-পাঠান্তর। কোথায় প্রভু ভাসিতেছেন? নিজ ভক্তি-বিরহ-সাগরে—স্বীয় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-বিষয়া যে ভক্তি বা প্রেম, অথবা রাধাভাবাশিষ্ট প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিষয়া যে স্বরূপগতা ভক্তি বা স্ব-স্বরূপগত কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম, সেই প্রেম কৃষ্ণবিরহ-কালে যেই রূপ ধারণ করে, সেই বিরহকালীয় প্রেমরসরূপ সমুদ্রে। বিরহ-সমুদ্রে। পূর্ববর্তী ১১৯ পয়ারে যে বলা হইয়াছে, "প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির", কিরূপ প্রেমে প্রভুর এই পরম-অস্থিরতা, তাহাই "নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে"-বাক্যে বলা হইয়াছে। প্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহেই পরম-অস্থির হইয়াছেন।

১২১। কথোক্ষণে—কতক্ষণ পরে। পূর্ববর্তী ১১৩ পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রভু নিভৃতে (নির্জনে) বসিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতেছিলেন। ধ্যান করিতে করিতেই প্রভু অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন—সেই ধ্যানের নিভৃত স্থানে। সে-স্থানে প্রভুর শিষ্যগণের কেহই তখন ছিলেন না। প্রভুর উচ্চ ক্রন্দনাদি শুনার পরেই তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়াছেন। প্রভুর ধ্যানাবেশ ও প্রভুর নিকটে শিষ্যদের আগমন—এই দুয়ের মধ্যে কিছুকাল সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। এজন্যই বলা হইয়াছে "কথোক্ষণে আসি"। "সর্ব্ব শিষ্যগণে"-স্থলে "সব সঙ্গিগণ" এবং "অশেষ"-স্থলে "অনেক"-পাঠান্তর আছে। সুস্থ—স্থির।

১২৩। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র—এ-স্থলেও প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় "প্রাণনাথ—প্রাণবল্লভ" বলিয়াছেন। "গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছেন একান্ত। ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।২৭০॥", "রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেইভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥ চৈ. চ.॥ ১।৪।৯৩॥", "রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান॥ চৈ. চ.॥ ৩।১৪।১৩॥" পাঙ—পাইব। "পাঙ"-স্থলে "পাউ"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

১২৫। স্বাস্থ্য—সোয়াস্তি। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ প্রভুর চিত্তে সোয়াস্তি ছিল না। রহিবেন কতি—কিরূপে থাকিবেন?

১২৬। কথো-রাত্রিশেষে—কিছু রাত্রি থাকিতে।

১২৭। কৃষ্ণরে বাপ রে—পূর্ববর্তী ১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কথো দূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি। ১২৮
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥ ১২৯
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে॥ ১৩০
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তিধন॥ ১৩১
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি যে রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু অনন্ত গায়েন যে মঙ্গল॥ ১৩২
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ, জানহ আপনে॥ ১৩৩
সেবক আমরা তভো চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাঙ চরণে তোমার॥ ১৩৪
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কভু॥ ১৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৮। দিব্যবাণী—দেবগণের কথিত বাণী (বাক্য), আকাশবাণী। ১২৮ পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ১৩৬ পয়ার পর্যন্ত এই দিব্যবাণীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১২৯। কাল—সময়। যাইবা তখনে—যখন তোমার মথুরা-গমনের সময় হইবে, তখন যাইবে।

১৩০। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ—বনবৈকুণ্ঠ-গোলোকনাথ। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সভার সহিতে—সমস্ত পার্ষদগণের সহিত।

১৩১। বিলাইবা—বিনামূল্যে (অর্থাৎ সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া সকলকেই) বিতরণ করিবা। এই উক্তি হইতেই জানা যায়—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোক-কথিত এবং "যদা পশ্যঃ পশ্যতে" ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতি-কথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই হইতেছেন গৌরসুন্দর।

১৩২। যে রসে—যে-প্রেমভক্তি-রসে। মহাপ্রভু অনন্ত—মহাশক্তিধর শ্রীঅনন্তদেব। মঙ্গল—মঙ্গলময় প্রেমভক্তি-মহিমা।

১৩৪। তভো—তথাপি। আকাশস্থ দেবতাগণ বলিয়াছেন—"প্রভো! আমরা তোমার সেবক—দাস; সুতরাং তোমাকে উপদেশ করা আমাদের পক্ষে কর্তব্য নহে; ইহা হইবে আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি, আমরা তোমার চরণে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। তুমি তোমার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলার (তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্যাস্বাদনময়ী লীলার) ভাবে আবিষ্ট হইয়া, তোমার আচরণের জগৎ-সম্বন্ধী উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া রহিয়াছ। তোমাকে সেই কথা স্মরণ করাইবার জন্যই তোমার সেবক আমরা তোমার চরণে নিবেদন করিলাম যে, তুমি এখন মথুরায় যাইও না, নবদ্বীপে যাইয়া 'ব্রহ্মাণ্ডময় কীর্তন প্রচার কর এবং জগতে প্রেমভক্তি-ধন বিলাইয়া দাও' (পূর্ববর্তী ১৩১ পয়ার)।"

১৩৫। আপনার বিধাতা ইত্যাদি—তুমি স্বতন্ত্র-পুরুষ, স্বেচ্ছাময়। তুমি অপর কাহারও বিধানের (নির্দেশের) অধীন নও। তোমার যে ইচ্ছা—মথুরাগমনের জন্য তোমার যে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাহা।

অতএব মহাপ্রভু! চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরানগর॥" ১৩৬
শুনিঞা আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ-অন্তর॥ ১৩৭
বাসায় আসিয়া সর্ব্বশিষ্যের সহিতে।
নিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে॥ ১৩৮
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির উদয়॥ ১৩৯
আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে॥ ১৪০
যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ার বিজয়।
গৌরচন্দ্র-প্রভু তারে মিলিব হৃদয়॥ ১৪১
কৃষ্ণযশ শুনিতে সে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই॥ ১৪২
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ ১৪৩
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥ ১৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৬। বিলম্বে—কিছুকাল পরে।

১৩৭। নিবর্ত্ত হইলা—সেই সময়ে মথুরাগমন হইতে নিজেকে নিবর্ত্তিত করিলেন (ফিরাইয়া আনিলেন), মথুরার পথে আর অগ্রসর হইলেন না। "প্রভু"-স্থলে "অতি"-পাঠান্তর।

১৩৮। নিজগৃহে—নবদ্বীপে। ভক্তি প্রকাশিতে—প্রেমভক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে।

১৩৯। বিজয়—গমন।

১৪০। এই হৈতে—এই পর্যন্ত, প্রভুর গয়াগমন ও গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্যন্তই আদিখণ্ডের কথা।

১৪১। মিলিব হৃদয়—হৃদয়ে মিলিবেন। "হৃদয়"-স্থলে "নিশ্চয়"-পাঠান্তর।

১৪২। কৃষ্ণযশ—শ্রীকৃষ্ণের যশঃকথা, মহিমাদির কথা। শুনিতে সে—শুনিতে শুনিতেই, শ্রবণ করিতে করিতেই; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদির শ্রবণ করিলেই। কৃষ্ণসঙ্গ পাই—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ—তাঁহার দর্শন ও চরণ-সেবাদি—পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণাঙ্গ-ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। "শুনিতে সে কৃষ্ণসঙ্গ"-স্থলে "শুনিলে কৃষ্ণের সঙ্গ"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই। ঈশ্বরের সঙ্গে তার-ইত্যাদি—শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণযশঃ কথা শ্রবণের ফলে যাঁহার কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হয়, ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার আর কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না, বৃহদারণ্যক শ্রুতির কথায়, সেই কৃষ্ণসঙ্গ পরিমিত-আয়ুষ্কালবিশিষ্ট হয় না—"ন প্রমায়ুকং ভবতি॥ বৃ. আ.॥ ১।৪।৮॥"

১৪৩। ১।১।৭০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৪। স্বতন্ত্র ইহাতে ইত্যাদি—ইহাতে (চৈতন্য-কথা-লিখন-বিষয়ে) আমার স্বতন্ত্র-শক্তি কিছুই নাই। শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করিয়া যাহা লিখাইতেছেন, আমি তাহাই লিখিতেছি, আমার নিজের বিচারবুদ্ধি মত কিছুই আমি লিখিতেছি না, নিজের বুদ্ধি অনুসারে কিছু লেখার পক্ষে আমি সর্বথা (সর্বপ্রকারেই) শক্তিহীন। "ইহাতে"-স্থলে "হইতে"-পাঠান্তর। অর্থ—স্বতন্ত্র হইতে (অর্থাৎ নিত্যানন্দের কৃপার অপেক্ষা না করিয়া নিজের বুদ্ধিতে কিছু লিখিতে) আমি সর্বথা শক্তিহীন।

কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥ ১৪৫
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥ ১৪৬
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥ ১৪৭
এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি, কৃপা, সভে তাই গাই॥ ১৪৮

তথাহি (ভা. ১।১৮।২৩)—
"নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥" ২॥ ইতি।

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥ ১৪৯
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক্ নিতাইচান্দেরে॥ ১৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৫। কুহকে—বাজিকরে ; পুতুল-নর্তনকারী। ১।১।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৮। যার যত শক্তি, কৃপা—শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপায় যিনি যতটুকু শক্তি পাইয়াছেন, চৈতন্যের যশঃকথা তিনি ততটুকুই গান (কীর্তন বা বর্ণন) করিতে পারেন। তাই—তাহাই। "তাই"-স্থলে "তাহা" এবং "তত"-পাঠান্তর আছে। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ২॥ অন্বয়॥ [যথা—যেইরূপ] পতত্রিণঃ (পক্ষিগণ) আত্মসমং [এব] (স্ব-স্ব শক্তির অনুরূপ ভাবেই) নভঃ পতন্তি (আকাশে উড্ডীন হইয়া থাকে—উড়িতে পারে) তথা (তদ্রূপ) বিপশ্চিতঃ (পণ্ডিতগণও) বিষ্ণুগতিং (বিষ্ণুর গতি বা লীলা) সমং (নিজেদের বুদ্ধির অনুরূপভাবেই) [বদন্তি—বর্ণন করিয়া থাকেন]। ১।১২।২॥

অনুবাদ। পক্ষিগণ যেমন নিজ-নিজ শক্তির অনুরূপভাবেই আকাশে উঠিতে (উড্ডীন হইতে—উড়িতে) পারে, তদ্রূপ পণ্ডিতগণও স্ব-স্ব-বুদ্ধির অনুরূপভাবেই বিষ্ণুর গতি বা লীলা বর্ণন করিয়া থাকেন। ১।১২।২॥

ব্যাখ্যা। যে পক্ষীর যতটুকু শক্তি, সেই পক্ষী আকাশের ততদূর ঊর্ধ্বেই উঠিতে পারে, তাহার অধিক উঠিতে পারে না। আকাশ অনন্ত বিস্তৃত ; কোনও পাখীই আকাশের শেষসীমা পর্যন্ত উঠিতে পারে না, নিজের শক্তিতে যতটুকু কুলায়, ততটুকুই উঠে। তদ্রূপ পণ্ডিতগণও অনন্ত-মহিম এবং অনন্ত-লীল বিষ্ণুর—সর্বব্যাপক অসীম-তত্ত্ব ভগবানের—গতি (অর্থাৎ যশঃকথা, মহিমা, লীলাদি) সম্যক্ বর্ণন করিতে পারেন না ; ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যতটুকু বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তিনি ভগবানের লীলাদি ততটুকুই বর্ণন করিতে পারেন, কেহই সমগ্র লীলাদির বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন ; কেন না, তাঁহার লীলাদি তাঁহারই ন্যায় অনন্ত—অসীম, লীলাদির অন্তে বা সীমায় কেহই পৌঁছিতে পারেন না।

১৪৯। ১।১।৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫০। ১।৬।৪২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥ ১৫১
কেহো বোলে "প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের মহা প্রিয় ধাম॥" ১৫২
কেহো বোলে "মহা তেজীয়ান্ অধিকারী।"
কেহো বোলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥" ১৫৩
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥ ১৫৪
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥ ১৫৫
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে ল্যাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ ১৫৬
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥ ১৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫১। আমার প্রভুর প্রভু—আমার (গ্রন্থকারের) প্রভু (দীক্ষাগুরু) যে শ্রীনিত্যানন্দ, তাঁহার (সেই নিত্যানন্দের) প্রভু (সেব্য) হইতেছেন শ্রীগৌরচন্দ্র। "কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥ ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি। ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥ ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি। এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি গাই॥ এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ চৈ. চ.॥ ১।৭।১-১২॥" শ্রীচৈতন্যগোসাঞি হইতেছেন "মহাপ্রভু"। আর, শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হইতেছেন "প্রভু"। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু-এই দুই প্রভু মহাপ্রভুর চরণসেবা করেন। সুতরাং মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দের এবং শ্রীঅদ্বৈতের প্রভু। "এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর"-স্থলে "এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর"-পাঠান্তর আছে।

১৫২। ১।৬।৪২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। "মহাপ্রিয়"-স্থলে "মহাপ্রেম"-পাঠান্তর। ধাম—স্থান। চৈতন্যের মহা-ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীচৈতন্যের অতিশয় প্রীতি; অথবা শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের অতিশয় প্রীতি।

১৫৩। মহা তেজীয়ান্—অত্যন্ত তেজস্বী। "মহা তেজীয়ান্"-স্থলে "মহা তেজী অংশ" এবং "মহাতেজীয়াংস"-পাঠান্তর আছে। মহাতেজী অংশ—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের মহাতেজস্বী অংশ। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের অংশস্বরূপ এবং মহাতেজস্বী অংশ। মহাতেজীয়াংস—অংস-শব্দের অর্থ স্কন্ধ। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের মহাতেজস্বী স্কন্ধস্বরূপ—লীলার প্রধান সহায়। অধিকারী—শ্রীচৈতন্যের সেবার অধিকারী, অথবা লীলার সহায়তায় মুখ্য অধিকারী। "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥ চৈ. চ.॥ ১।৫।১৩৪॥" কোনরূপ বুঝিতে না পারি—নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারি না। "বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। ২।৩।১৭১॥"

১৫৪। ১।৬।৪২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "যতি"-স্থলে "যোগী"-পাঠান্তর।

১৫৬। ১।৬।৪২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "যে"-স্থলে "যে বা"-পাঠান্তর।

১৫৭। চৈতন্যজীবন—শ্রীচৈতন্যের জীবন (প্রাণ) যিনি; অথবা শ্রীচৈতন্য হইতেছেন যাঁহার জীবন (প্রাণ), তিনি চৈতন্যজীবন। "তোমার চরণ"-স্থলে "তোর গৌরচন্দ্র"-পাঠান্তর। অর্থ—

তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মেজন্মে যেন তোমা' সংহতি বেড়াঙ ॥ ১৫৮
যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা ॥ ১৫৯
ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ১৬০
শুনি সর্ব্বনবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত ॥ ১৬১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৬২

আদিখণ্ডকথা দিব্যা যে শৃণ্বন্তি মহাত্মানঃ।
সর্ব্বাপরাধনির্ম্মুক্তাস্তে ভবন্তি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥
যে পঠন্তি মহাত্মানো বিলিখন্তি পরাদরৈঃ।
প্রলয়েঽপি চ তেষাং বৈ তিষ্ঠত্যেব হরেঃ স্মৃতিঃ ॥ ৪ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীগৌরচন্দ্র হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দেরই সম্পত্তি, নিত্যানন্দের কৃপাব্যতীত কেহ গৌরচরণ পাইতে পারে না।

১৫৮। তোমার হইয়া—তোমার (শ্রীনিত্যানন্দের) সেবক বা দাসানুদাস হইয়া, তোমার আনুগত্যে। গাঙ—গান করি। সংহতি বেড়াঙ—সঙ্গে বেড়াই, তোমার অনুচর হই। এই পয়ারের স্থলে পাঠান্তর—"শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিফল ধরে। জন্ম জন্ম চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥" অর্থ—শ্রদ্ধার সহিত শ্রীচৈতন্য-কথা শ্রবণ করিলে চিত্তে ভক্তির (প্রেমভক্তির) আবির্ভাব হয়। যাঁহার চিত্তে এইরূপ ভক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদত্ব লাভ করেন এবং যখনই শ্রীচৈতন্য জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তিনিও তাঁহার পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এ-স্থলে গৌর-কথা-শ্রবণের মহিমা কথিত হইয়াছে।

১৬০। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের মহিমার কথা বলিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে গয়া হইতে মহাপ্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের কথা বলিতেছেন। "হইয়া"-স্থলে "করিয়া"-প্রাঠান্তর।

১৬২। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র"-স্থলে "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ পঁহু"-প্রাঠান্তর। পহুঁ—প্রভু।

আদিখণ্ডের উপসংহারে গ্রন্থকার স্বরচিত চারিটি শ্লোক নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই চারিটি শ্লোকের প্রথম শ্লোকদ্বয়ে আদিখণ্ড-শ্রবণের মহিমা, তৃতীয় শ্লোকে আদিখণ্ডের পরিচয় এবং সর্বশেষ চতুর্থশ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা কথিত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৩ ॥ অন্বয় ॥ যে (যে-সকল) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) দিব্যাঃ আদিখণ্ডকথা, (আদিখণ্ডের অলৌকিক কথা) শৃণ্বন্তি (শ্রবণ করেন) তে (তাঁহারা) সর্ব্বাপরাধনির্ম্মুক্তাঃ (সর্ববিধ অপরাধ হইতে নির্মুক্ত) ভবন্তি (হইয়া থাকেন) সুনিশ্চিতম্ (ইহা সুনিশ্চিত, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই)। ১।১২।৩ ॥ ("মহাত্মানঃ" স্থলে "পরাত্মানঃ" এবং "ভবন্তি"-স্থলে "তরন্তি"-পাঠান্তর আছে)।

অনুবাদ। যে-সকল মহাত্মা আদিখণ্ডের অলৌকিকী কথা শ্রবণ করেন, সর্ববিধ অপরাধ হইতে তাঁহারা নির্মুক্ত হইয়া থাকেন, ইহা সুনিশ্চিত (ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই)। ১।১২।৩ ॥

শ্লো ॥ ৪ ॥ অন্বয় ॥ যে মহাত্মানঃ (যে-সকল মহাত্মা) পরাদরৈঃ (পরম আদরের সহিত) পঠন্তি

জন্মারভ্য গয়াভূমিগমনে যঃ কথোদয়ঃ।
তৎ কথ্যতে বিজ্ঞজনেনাদিখণ্ডস্য লক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

কারুণ্যে ভক্তিদাতৃত্বে চৈতন্যগুণবর্ণনে।
অমায়াকথনে নাস্তি নিত্যানন্দসমঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াভূমিগমনবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

॥ সমাপ্তশ্চায়ম্ আদিখণ্ডঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(এই আদিখণ্ড পাঠ বা অধ্যয়ন করেন) বিলিখন্তি (এবং লিখেন—লিপিবদ্ধ করেন) প্রলয়ে অপি চ (প্রলয়কালেও) তেষাং (তাঁহাদের) হরেঃ স্মৃতিঃ (শ্রীহরির স্মৃতি) তিষ্ঠতি এব (থাকিবেই)। ১।১২।৪ ॥

অনুবাদ। যে-সকল মহাত্মা অত্যন্ত আদরের সহিত এই আদিখণ্ড পাঠ করেন এবং (কিংবা) লিপিবদ্ধ করেন, প্রলয়কালেও তাঁহাদের হরিস্মৃতি বিদ্যমান থাকিবেই। ১।১২।৪ ॥

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয় ॥ জন্মারভ্য (মহাপ্রভুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া) গয়াভূমিগমনে (গয়াভূমি-গমন পর্যন্ত) যঃ কথোদয়ঃ (যে-সকল কথা উদিত হইয়াছে—যে-সকল লীলা প্রকটিত হইয়াছে) বিজ্ঞজনেন (পণ্ডিত লোকগণকর্তৃক) তৎ (তাহাই) আদিখণ্ডস্য (আদিখণ্ডের) লক্ষণঃ (লক্ষণ) কথ্যতে (কথিত হয়)। ১।১২।৫ ॥

অনুবাদ। মহাপ্রভুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার গয়াগমন পর্যন্ত যে-সমস্ত কথার উদয় হইয়াছে (অর্থাৎ তাঁহার যে-সমস্ত লীলা প্রকটিত হইয়াছে), পণ্ডিতগণকর্তৃক সে-সমস্ত কথা (বা লীলাই) আদিখণ্ডের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। ১।১২।৫ ॥

শ্লো ॥ ৬ ॥ অন্বয় ॥ কারুণ্যে (করুণা-প্রকাশে), ভক্তিদাতৃত্বে (প্রেমভক্তি-দাতৃত্বে), চৈতন্য-গুণ-বর্ণনে (শ্রীচৈতন্যের গুণ-বর্ণনে), অমায়াকথনে (অকপট-বাক্য-কথনে) নিত্যানন্দসমঃ (শ্রীনিত্যানন্দের সমান) প্রভুঃ (প্রভু) নাস্তি (নাই)। ১।১২।৬ ॥

অনুবাদ। কি করুণা-প্রকাশে, কি প্রেমভক্তি-দাতৃত্বে (প্রেমভক্তি-বিতরণ-বিষয়ে), কি চৈতন্যের গুণবর্ণনে, কি অকপট বাক্য-কথনে—এ-সকল কোনও বিষয়েই শ্রীনিত্যানন্দের সমান প্রভু আর কেহ নাই। ১।১২।৬ ॥

ইতি আদিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৩১. ৫. ১৯৬৩—৪. ৬. ১৯৬৩)

সমগ্র আদিখণ্ডের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৩০. ১. ১৯৬৩—৪. ৬. ১৯৬৩)

॥ জয় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ॥

আদিখণ্ডের মূল পয়ারাদির শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পয়ারাদির সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০	৯১	অবতার।	অবতার।'
১২০	৭৪	লজ্বিল ॥	লজ্বিল ॥"
১২৬	১৩৮	আনিঞা ॥	আনিঞা ॥"
১৩০	১৮৪	জানে ॥"	জানে ॥
১৩০	১৮৫	আহার ॥	আহার ॥"
১৩২	২১০	পলাইয়া	পলাইলা
১৪৫	২৭৭	মূর্চ্ছত	মূর্চ্ছিত
১৫১	৬৫	অপার ॥	অপার ॥"
১৫৭	১২০	স্নানাচহ্ন	স্নানচিহ্ন
১৭৫	৮৬	দু খ	দুঃখ
১৭৬	৯৭	লাক	লোক
১৭৯	১২০	জনে ॥	জনে ॥"
২৫৫	২	কেন	কেনে
২৮৩	২৪৭	গেল	গেলা
২৮৭	২৫	ক বিবেক	করিবেক
২৮৮	৩৮	কোনা	কোনো
৩০২	১৬৩	অদ্ভুত	অদ্ভুত
৩১১	২৩৯	এখানে	এখনে
৩৩৮	১৩৬	দৃশ্য দৃশ্য	দৃশ্যাদৃশ্য
৩৬২	শ্লো-২	সম্ভাবামি	সম্ভবামি

আদিখণ্ডের মূল পয়ারাদির শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত।

আদিখণ্ডের টীকার শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১	কনকাবদাতে	কনকাবদাতৌ
২	৯	পালনকতা	পালনকর্তা
৬	২	প্রকৃত	প্রাকৃত
৩১	১	শ্রুতি	শ্রুত
৪৪	১৮	সংহগ্রীব	সিংহগ্রীব
৫৩	২০	উপজীবে	উপজিবে
৮৭	১০	বাহার	তাহার
১০৩	৬	কিছুই না জানে—তাহার কোনও প্রভাবই জানিতে পারে না।	পাষণ্ড কিছুই না ইত্যাদি—রে পাষণ্ড! সর্বশক্তিসম্পন্ন গৌরচন্দ্রের আগমন-সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না।
১০৩	১৮	মলোহিতয়	মলোহিতম্
১০৫	১৭	বিপ্র	বিপ্র বোলে—এ স্থলে বিপ্র হইতেছেন
১০৮	১১	গীরাঙ্গ	গৌরাঙ্গ
১০৯	১৪	ব্রজপূরে	ব্রজপুরে
১১৯	৮,১২	ইংঙ্গিত	ইঙ্গিত
১২২	১৫	আনান্দত	আনন্দিত
১২৬	৪	সস্রবে	সংশ্রবে
১৩৭	১৪	কোস্তভ	কৌস্তুভ
১৫৮	৬	ত ার	আর
১৬১	১৭	সৎবিৎ	সংবিৎ
১৮৪	৩	নিত্য,	নিত্য-
১৮৫	২৩	১।৩ ১১	১।৩।১১
১৮৫	২৫	বৃতোঽস্থীতি	বৃতোঽস্তীতি
১৮৫	২৬	অনস্যুয়াব্রবীল্লত্বা	অনস্যুয়াব্রবীন্নত্বা
১৯০	১০	তীর্থভ্রমনান্তে	তীর্থভ্রমণান্তে
১৯৬	৭	সংক্ষেপেণ	সংক্ষেপেণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩০	২১	সমস্তকপঞ্চক	সমস্তপঞ্চক
২৩৯	১৬	শ্লোকোর	শ্লোকের
২৪১	১০	পূণ	পূর্ণ
২৪২	১	বনে	দেশে
২৪৯	২	অবধুতের	অবধূতের
২৪৯	৯	পরস্পরেয়	পরস্পরের
২৫০	১৩	স্বাকার	স্বীকার
২৭২	২	আনাদিকাল	অনাদিকাল
২৭৩	২৭	কীর্তনকারা	কীর্তনকারী
২৭৩	৩১	তান্ত্রক	তান্ত্রিক
২৭৭	১৬	স্বয়	স্বয়ং
২৮০	৭	অত্যন্ত	সংসারে অত্যন্ত
২৮৬	১২	আবৃতি	আবৃত্তি
২৮৮	১	সিন্ধুসূতা	সিন্ধুসুতা
২৯৭	সর্বশেষ	তাছা	তাহা
৩০০	২	তাম্বলী	তাম্বূলী
৩০২	২, ৩	আবির্ভুত	আবির্ভূত
৩১১	৭	ধনসম্পতির	ধনসম্পত্তির
৩১১	৮	মুরারী	মুরারি
৩১২	৮	ছিদ্রমূর্দ্ধ পুণ্ডং	ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং
৩১২	১৩	উর্দ্ধপুণ্ডং	"উর্দ্ধপুণ্ড্রং
৩১২	১৮	উর্দ্ধপুণ্ডে	উর্দ্ধপুণ্ড্রে
৩২৭	২০	দেষের	দোষের
৩২৭	৩০	স্থুল	"স্থূল
৩২৮	৩	১।১৬।৭৮-৮২॥	১।১৬।৭৮-৮২ ॥"
৩৩৩	১	বক্ষা	কক্ষা
৩৩৪	২১	বিকথ্যস্তে	বিকত্থন্তে
৩৪৩	৭	সংসার	সংসারে
৩৪৪	২৫	সাকরমল্লিক"	"সাকরমল্লিক"
৩৪৫	৪	গৃহৃতি	গৃহ্ণন্তি
৩৪৭	৪	ভক্ত-অবতারদের	ভণ্ড-অবতারদের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬৮	৬	নামঃ	নাম ;
৩৭৩	১	নজধৈর্য্য-চিত্ত	নিজধৈর্য্য-চিত্ত
৩৭৩	৫	চ্চিদানন্দ-তত্ত্ব	সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব
৩৭৩	৬	(কাহার	(কাহার)
৩৭৮	৯	এবঃ	এবং
৩৭৮	১৩	রসাস্বাদকত্বাদিরও	রসাস্বাদকত্বাদিরও
৩৮৮	১৩	দুর্ব্বা	দূর্ব্বা
৪০৭	১৯	ডাকূক	ডাকুক
৪১২	১৫	অচেষ্ট-শ্বাস—প্রশ্বাসহীন	অচেষ্ট—শ্বাস-প্রশ্বাসহীন -
৪১৫	২৪	ব্রাহ্মণবর্ণোচিত গুণহীন	ব্রাহ্মণবর্ণোচিত-গুণহীন
৪২০	১	সর্প যে	সর্প সে
৭২২	সর্বশেষ	পূরা	পুরা
৪৪১	৫	এ-স্থলে	এ-স্থলে
৪৪৬	১৩	বচন মন্ত্রবাক্য	বচন—মন্ত্রবাক্য
৪৫১	২৬	যে-স্থলে বাস্তব	সে-স্থলে বাস্তব
৪৫৩	২	রাধাভাবাশিষ্ট	রাধাভাবাবিষ্ট

আদিখণ্ডের টীকার শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত

ড. রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত —
"রাধাগোবিন্দনাথ-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন। – পরিপক্ব হস্ত, প্রতিভাশালিনী বুদ্ধি, সুপাণ্ডিত্য এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণা — এই চারিটি থাকিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তোমার এই সংস্করণ হইয়াছে। . . . ভূমিকাংশটি অতি সুন্দর হইয়াছে; বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবদ্ধ এবং বাহুল্য পরিবর্জিত হইয়া শুধু জ্ঞানপূর্ণ তথ্যে ইহা পরিপূর্ণ। জটিল স্থানসমূহের সমাধানে তুমি যেরূপ ধৈর্য এবং যত্নসহকারে সুসঙ্গত অর্থ করিতে প্রয়াস করিয়াছ, তাহা অননুকরণীয়; ইহাতে তুমি সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছ। দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে সুমীমাংসা করিয়াছ, তাহা মনোরম হইয়াছে। . . . তুমি যে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছ, ইহা সর্বসাধারণের বলিতেই হইবে।

প্রভুপাদ শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ। – এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব ভূমিকাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। . . . শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে অন্যের ব্যাখ্যা দূষণ করিয়া নিজ মতে শাস্ত্রানুগত যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ অথবা তাঁহাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই; বৈষ্ণবোচিত রীতিতেই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবুর যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার আছে, তাহা তৎকৃত টীকা পাঠেই স্পষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ ভাগ্যবানের পক্ষেই শ্রীগৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকা লেখা সম্ভব। বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত এই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। . . . এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ ব্যাখ্যাসম্বলিত একটি অপূর্ব সম্পদ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীল ভাগবত কুমার গোস্বামী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। – আপনার ব্যাখ্যানচাতুর্য ও লিপিকৌশল বড়ই হৃদয়াকর্ষক। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অপ্রকৃত ভাবরাজি এমন উজ্জ্বল ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীশচীনন্দনের কৃপাপাত্র, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার এই প্রেমভক্তির বিবৃতি উজ্জ্বলরসের উপাসকগণের কণ্ঠহার রূপে বিরাজ করুক, ইহাই প্রার্থনা। 'ভূমিকাদিতে আপনি (অপ্রকটে) স্বকীয়াবাদ অবলম্বন করিয়াই প্রেমধর্মের অপূর্ব অপ্রাকৃত মহিমা প্রকটন করিয়াছেন ঃ এপথের যাঁহারা ভাগ্যবান পথিক, তাঁহার আপনার প্রদর্শিত যুক্তিপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের বরেণ্য শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর উপদিষ্ট এই পথ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। আপনার প্রকাশিত শ্রীশ্রীচরিতামৃত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে-আনন্দ পাইলাম, তাহা ভাষায় লিখিয়া আপনাকে জানাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এপর্যন্ত এই গ্রন্থের যত সংস্করণ দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় আপনার সম্পাদিত সংস্করণই তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

শ্রীল রাখালানন্দঠাকুর-শাস্ত্রী (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায়)। . . . বঙ্গভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম প্রকাশ করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য সম্পাদক-মহাশয় ভূমিকার মধ্যে — যেসকল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর মূলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা গ্রন্থপাঠকগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাটিও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (বহু গোস্বামিগ্রন্থের অনুবাদক)। – শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এমন প্রাঞ্জল সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা বৈষ্ণবজগতের সম্পদবিশেষ।

পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সংখ্যা-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, জ্যোতিভূষণ। . . . এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এরূপ সুসজ্জিতভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া কোনও সংস্করণই বাহির হয় নাই, হইবে কি না তাহাতেও আমার সন্দেহ আছে। কি সিদ্ধান্ত পরিবেষ, কি ভাষাসন্নিবেশ - - - সর্বপ্রকারেই এই সংস্করণটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী – ছয় গোস্বামীর মহাদানের প্রতিটি অক্ষর আস্বাদনে-বিতরণে রাধাগোবিন্দের জুড়ি নেই গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে। . . . আগামী সহস্র বৎসর তাঁহার দান ভক্তিগঙ্গার পূতধারায় মানবগতিকে জীবন্ত রাখিবে।

অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী – শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কে ও বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্বের স্থাপনকল্পে এমন সামগ্রিক ও সার্থক দার্শনিক আলোচনা তাঁহার পূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নাই। . . . আধুনিক কালের উচ্চতর গণিততানুসীল ও বিজ্ঞানচর্চা তাঁর শাস্ত্রবিচারে তীক্ষ্ণতা ও সুক্ষ্মতা বিধান করে।

উদ্বোধন – ড. রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সুবিদিত। তাঁহার সুবৃহৎ ভূমিকা টীকাসম্বলিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গদেশের অমূল্য ও অনপম সম্পদ।

মূল্য ঃ ২,৫০০.০০ (৬ খণ্ড)